পবিত্র ত্রিপিটক

(দ্বাদশ খণ্ড)

থেরগাথা, থেরীগাথা বুদ্ধবংশ ও চরিয়াপিটক

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (দ্বাদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ** ও **চরিয়াপিটক**]

পবিত্র ত্রিপিটক

দ্বাদশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ** ও **চরিয়াপিটক**]

প্রজ্ঞালোক স্থবির, ভিক্ষু শীলভদ্র, ধর্মতিলক স্থবির
ও ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (দ্বাদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ ও চরিয়াপিটক**]

অনুবাদকবৃন্দ : প্রজ্ঞালোক স্থবির, ভিক্ষু শীলভদ্র, ধর্মতিলক স্থবির
ও ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-12
(Khuddaka Nikaye Theragatha, Therigatha, Buddhavamsa
& Chariya Pitak)
Translated by Pragyaloke Sthabir, Bhikkhu Shilabhadra,
Dharmatilok Sthabir & Dr. Sitangshu Bikash Barua
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

থেরগাথা

(স্থবিরগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সমেত)

প্রজ্ঞালোক স্থবির

কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশক :
শ্রীযুত শশধর বড়ুয়া
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশকাল :
২৪৭৯ বুদ্ধাব্দ
১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ :
শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে থেরগাথা

ভূমিকা

স্থবির পুঙ্গবগণের মধ্যে কেহ মার্গ-ফলসুখ বর্ণনা প্রসঙ্গে, কেহ প্রীতিভাব প্রদর্শনে, কেহ সমাধিবিহার ভাষণে, কেহ জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে, কেহ পরিনির্বাণ সময়ে ও কেহ বুদ্ধশাসনের ভবিষ্যৎ অবস্থা দর্শনে গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে সঙ্গীতাচার্য অর্হৎ স্থবিরগণ প্রধান প্রধান স্থবিরগণের ভাষিত গাথাগুলি অনুক্রমে যোজনা করিয়াছেন ও প্রয়োজনবোধে স্থলবিশেষে তাঁহারাও কতকগুলি গাথা সংযোজন করিয়াছেন।

এই স্থবির ভাষিত গাথাসমূহ বিনয়-সূত্র-অভিধর্ম পিটকত্রয়ের মধ্যে সূত্রপিটকের অন্তর্গত।

দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায় এই পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত।

সুত্তং, গেয়্যং, বেয়্যাকরণং, গাথা, উদানং, ইতিবুত্তকং, জাতকং, অদ্ভুতধম্মং ও বেদল্লং - এই নবাঙ্গ শাস্তাশাসনের মধ্যে গাথার মধ্যে পরিগণিত।

৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে কতিপয় ধর্মস্কন্ধ সংগ্রহ।

এক হইতে ক্রমান্বয়ে এক একটি করিয়া চৌদ্দ নিপাত, (পনেরো নিপাত নাই) ষোড়শ নিপাত, বিংশতি নিপাত, ত্রিংশ নিপাত, চল্লিশ নিপাত, পঞ্চাশ নিপাত, ষষ্ঠি নিপাত ও সপ্ততি নিপাত ভেদে সাত নিপাত। সর্বমোট ২১টি নিপাত। নিপাতন বা নিক্ষেপন করে বলিয়া নিপাত নামে কথিত।

এখানে একক নিপাতে ১২টি বর্গ, এক এক বর্গে দশ-দশটি করিয়া ১২০ জন স্থবির। গাথাও ১২০টি। তাই গাথায় কথিত হইয়াছে :

'বীসুত্তরসতং থেরা কতকিচ্চা অনাসবা,
এককমিহ নিপাতমিহ সুসঙ্গীতা মহেসীহি।'

(নিপাত)	(স্থবির)	(গাথা)
একক নিপাতে	১২০	১২০
দ্বিক নিপাতে	৪৯	৯৮
তিক নিপাতে	১৬	৪৮
চতুক্ক নিপাতে	১২	৫২

পঞ্চক নিপাতে	১২	৬০[১]
ছক্ক নিপাতে	১৪	৮৪
সত্তক নিপাতে	৫	৩৫
অট্ঠক নিপাতে	৩	২৪
নবক নিপাতে	১	৯
দস নিপাতে	৭	৭০
একাদস নিপাতে	১	১১
দ্বাদস নিপাতে	২	২৪
তেরস নিপাতে	১	১৩
চুদ্দস নিপাতে	২	২৮
সোলস নিপাতে	২	৩২
বীসতি নিপাতে	১০	২৪৫
তিংস নিপাতে	৩	১০৫
চত্তালীস নিপাতে	১	৪২
পঞ্‌ঞাস নিপাতে	১	৫৫
সট্ঠি নিপাত	১	৬৮
সত্ততি নিপাত	১	৭১

'সহস্‌সং হোন্তি তা গাথা তীণি সট্ঠি সতানি চ,
থেরা চ দ্বে সতা সট্ঠি চত্তারো চ পকাসিতা।'

২৬৪ জন স্থবির ১৩৬০টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

উপসম্পদা পাঁচ প্রকার : সরণগমন, ওবাদপটিগ্গহণ, পঞ্‌হব্যাকরণ, ঞত্তিচতুত্থ ও এহিভিক্খু। তৎমধ্যে অঞ্‌ঞকোণ্ডঞ্‌ঞ প্রমুখ পঞ্চবর্গীয় স্থবির, যস স্থবির প্রমুখ বিমল, সুবাহু, পুণ্ণজি, গবম্পতি, অপর পঞ্চাশজন স্থবির, ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় স্থবির, উরুবেল কাশ্যপ প্রমুখ এক সহস্র জটিল, দুই অগ্রশ্রাবক ও তাঁহাদের পরিষদ ২৫০ জন, অঙ্গুলিমাল স্থবির প্রভৃতি 'এহি ভিক্খু' উপসম্পদা লাভ করিয়াছেন।

তাঁহারা ব্যতীত তিনশত অন্তেবাসী সহিত শেল ব্রাহ্মণ, এক সহস্র অমাত্য সহিত রাজা মহাকপ্পিন, শুদ্ধোদন রাজা কর্তৃক কপিলবাস্তু হইতে প্রেরিত দশহাজার পুরুষ, বাবরিয় ব্রাহ্মণের অন্তেবাসী অজিত প্রমুখ ষোলো হাজার পুরুষ 'এহি ভিক্খু' উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান এহি

[১]। (উদান গাথায় ৬৫টি লিখিত)।

ভিক্‌খু বা আস ভিক্ষু বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলে স্বয়ং চীবর আসিয়া যাহার শরীর আবৃত হয়, হাতে পাত্র আসে, দীর্ঘ কেশ দুই অঙ্গুলে পরিণত হয়, তাহাকে 'এহি ভিক্‌খু' উপসম্পদা বলে। অপর চারি প্রকার উপসম্পদাকে 'ন এহি ভিক্‌খু' উপসম্পদা বলে।

শ্রাবক ত্রিবিধ : অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ও প্রকৃতি শ্রাবক। তৎমধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন এই দুইজন অগ্রশ্রাবক।

অশীতি মহাশ্রাবক

'অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞো, বপ্পো, ভদ্দিযো, মহানামো, অস্‌সজি, নালকো, যসো, বিমলো, সুবাহু, পুণ্ণজি, গবম্পতি, উরুবেলাকস্‌সপো, নদী কস্‌সপো, গয়া কস্‌সপো, সারীপুত্তো, মোগ্‌গল্লানো, মহাকস্‌সপো, মহাকচ্চানো, মহাকোট্‌ঠিতো, মহাকপ্পিনো, মহাচুন্দো, অনুরুদ্ধো, কঙ্খারেবতো, আনন্দো, নন্দকো, ভগু, নন্দো, কিম্বিলো, ভদ্দিযো, রাহুলো, সীবলি, উপালি, দব্বো, উপসেনো, খদিরবনিয় রেবতো, পুণ্ণো মন্তানিপুত্তো, পুণ্ণো সুনাপরন্তকো, সোণো কুটিকণ্ণো, সোণো কোলিবীসো, রাধো, সুভূতি, অঙ্গুলিমালো, বক্কলি, কালুদায়ী, মহাউদায়ি, পিলিন্দবচ্ছো, সোভিতো, কুমারকস্‌সপো, রট্‌ঠপালো, বঙ্গীসো, সভিয়ো, সেলো, উপবানো, মেঘিয়ো, সাগতো, নাগিতো, লকুন্টকা ভদ্দিয়ো, পিণ্ডোল ভারদ্বাজো, মহাপন্থকো, চুলপন্থকো, বক্কুলো, কোণ্ডধানো, দারুচীরিয়ো, য়সোজো, অজিতো, তিস্‌সমেত্তেয়্যো, পুণ্ণকো, মেত্তগু, ধোতকো, উপসিবো, নন্দো, হেমকো, তোদেয়্যো, কপ্পো, চতুকণ্ণি, ভদ্রাবুধো, উদয়ো, পোসালো, মোঘরাজা, পিঙ্গিয়ো' এই ৮০ জন মহাশ্রাবক।

মহাশ্রাবকগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা যেকোনো বুদ্ধের নিকটে প্রার্থনা করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল পারমিতা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ও মহাশ্রাবকের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তাঁহারা লক্ষকল্পাধিক এক অসংখ্য কল্প পারমিতা পূর্ণ না করিয়া অগ্রশ্রাবক হইতে পারেন না। তাই তাঁহাদের শ্রাবক পারমী জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন। প্রকৃতি শ্রাবকের ততকালের প্রয়োজন হয় না। অর্হৎ মাত্রেই শীল বিশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদন করেন, চারি 'সতিপট্‌ঠান' ভাবনায় চিত্ত অভিনিবিষ্ট করেন, সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত চিত্ত হন, মার্গানুক্রমে অগ্রফল লাভ করিয়া থাকেন। তথাপি অর্হৎগণের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য ভেদে কেহ প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, কেহ ষড়ভিজ্ঞা, কেহ ত্রিবিদ্যা, কেহ সূক্ষ্ম বা শুভ বিদর্শক। তাই গাথায় বর্ণিত হইয়াছে :

পটিসম্ভিদা চতস্‌সো বিমোক্‌খাপি চ অট্‌ঠিমে,
ছলভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্‌স সাসনং।

এই প্রকারে পারমী প্রাপ্তভেদে ৫ প্রকার, অনিমিত্তাদি ভেদে ৬ প্রকার, শ্রদ্ধাধুর ও প্রজ্ঞাধুর ভেদে ২ প্রকার, অপ্রণিহিত বিমুক্ত ও প্রজ্ঞানিমিত্ত ভেদে ২ প্রকার, অনিমিত্ত বিমুক্তাদি ও পর্যায় বিমুক্ত ভেদে ৭ প্রকার, ধুর প্রতিপদা ভেদে ৮ প্রকার, শূন্যতা বিমুক্তাদি ভেদে ২৪০ প্রকার ও ইন্দ্রিয়াধিক ভেদে ১২০০ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। মার্গস্থ-ফলস্থ আর্য শ্রাবকগণের মধ্যে গুণানুসারে বহুল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন শ্রদ্ধাবানের মধ্যে বক্কলি, বীর্যবানের মধ্যে সোণ কোলিবীস, স্মৃতিমানের মধ্যে সাগত, সমাধিলাভীর মধ্যে চূলপন্থক ও প্রজ্ঞাবানের মধ্যে আনন্দ স্থবির শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মহাজ্ঞানীর মধ্যে বুদ্ধের দ্বিতীয় আসন সারিপুত্র স্থবিরই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই থেরগাথায় অর্হৎ স্থবিরগণের ভাষিত গাথাগুলি বড়ই গম্ভীর ও কবিত্বপূর্ণ। ইহার অর্থকথা 'পরমত্থদীপনী' গ্রন্থে কোনো কোনো গাথার ব্যাখ্যা এত সুবিস্তৃত যে, উহার সম্পূর্ণ অংশ অনুবাদ করিলে গ্রন্থের আয়তন বিপুলাকার ধারণ করে। তাই কেবল ভাবার্থের প্রতি লক্ষ রাখিয়া অনুবাদ করিতে হইয়াছে। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পালি গাথাগুলি পাঠ করিয়া অনুবাদের সারাংশ গ্রহণের চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা স্থবিরগণের গাম্ভীর্যভাবে তন্ময় হইতে পারিবেন। আমি প্রথমে কেবল সগাথানুবাদ ছাপিব মনে করিয়াছিলাম, পরে পরমত্থদীপনী ও স্থবিরগণের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ ও পুলকিত হই যে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীটুকু পাঠকের নিকট উপস্থিত না করিয়া পারিলাম না।

এই দুইশত চৌষট্টিজন স্থবিরের পারমার্থিক ভাবধারা এতই পরিস্ফুট যে, আমার ন্যায় অর্বাচীনের হাতে পড়িয়া কতদূর যে ইহার অর্থবিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা পালি ভাষাভিজ্ঞ জ্ঞানীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমি ১৯৩১ ইংরেজিতে যখন কলিকাতায় ধর্মাঙ্কুর বিহারে বর্ষাবাস করি, তখন মিলিন্দ-প্রশ্নের অনুবাদ শেষ করিয়া ৩১ জুলাই থেরগাথার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। অপরাপর কার্যের দরুন দুই বৎসর অনুবাদ কার্য স্থগিত থাকে। এ বৎসর কানাইমাদারী বিদর্শনারামে বর্ষাবাস করিয়া আবার অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করি। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ অনুবাদকালীন আমি আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারে ভীষণ রোগাক্রান্ত হই। এবার থেরগাথা অনুবাদকালেও পীড়ার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারি নাই। তথাপি স্বীয় কর্তব্য পালন

করিতে পারিলাম বলিয়া আনন্দানুভব করিতেছি।

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী নিবাসী শ্রীযুত শশধর বড়ুয়া একজন শ্রদ্ধাবান ধার্মিক উপাসক। তিনি বার্মা রেলওয়েতে বর্তমানেও চাকরী করেন। তিনি দানে যেমন মুক্তহস্ত তেমন শীলবান, শান্ত ও অমায়িক। তাঁহার অকাতর দানের ফলে থেরগাথা প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে তাঁহার ন্যায় সদ্ধর্ম প্রচারক ও ধর্মপ্রাণ দাতা পাওয়া গেলে শাসন-সমাজের চিরকল্যাণ সাধন করা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না। আমরা আশা করি ধনাঢ্য বঙ্গীয় বৌদ্ধ উপাসকগণ বদান্য প্রবর শশধর বাবুর সদনুকরণ করিয়া বুদ্ধ-ভাষিত ত্রিপিটক গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা প্রকাশকল্পে অবহিত হইবেন।

এই পুস্তকের প্রুফ-পাণ্ডুলিপি সংশোধন কল্পে শ্রীমান শীলালঙ্কার স্থবির, শ্রীমান সুবোধিরত্ন স্থবির ও শ্রীমান ধর্মপ্রিয় ভিক্ষু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, আমি তাহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কৃষ্ণ চতুর্দশী
২১ ভাদ্র

প্রজ্ঞালোক স্থবির
বিদর্শনারাম

খুদ্দকনিকায়ে

থেরগাথা

নিদান-গাথা বর্ণনা

প্রথম সঙ্গীতিকালে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরগণের গুণ বর্ণনা করিয়া এই নিদান-গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন :

> ১. দন্তধর সিংহ যেমন গিরি-গুহায় গর্জন করিয়া থাকে, তেমন চারি মার্গধর, বিবেক-গুহায় অভীতনাদী ভাবিত চিত্ত স্থবির সিংহগণের স্বীয় ভাষিতা গাথা শ্রবণ করুন।
>
> ২-৩. যেই যেই নাম-গোত্রে পরিচিত, ধ্যানশীলরত, শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞা-বিমুক্তিজ্ঞানপ্রাপ্ত, বীর্যপরায়ণ, সপ্রজ্ঞ, অরণ্য-বৃক্ষমূল-শূন্যাগারে নাম-রূপ ভাবনাবলে বিশুদ্ধি সম্পাদনপূর্বক নির্বাণ লাভ করিয়া সেই স্থবিরগণ অবস্থান করিয়াছেন, সেই নির্বাণদর্শী স্থবিরেরা এই লৌকিয় লোকোত্তর অর্থসংযুক্ত স্থবির গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

একক নিপাত

প্রথম বর্গ

১. সুভূতি স্থবির

পদুমুত্তর বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার আরও লক্ষকল্প বাকি, এমন সময় হংসবতী নগরে জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ-গৃহে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তাঁহার নাম হইল নন্দমানব। তিনি ত্রিবেদে কোনো সার না পাইয়া ৪৪ হাজার শিষ্যবর্গ সহিত পর্বতে গমন করিলেন। তথায় ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভ করিলেন। শিষ্যবর্গও তাঁহার প্রদত্ত নিয়মে

ধ্যান করিলেন। তৎপর পদুমুত্তর বুদ্ধ হংসবতীতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সর্বজ্ঞ জ্ঞানে নন্দ তাপসের শিষ্যবর্গের অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি ও তাপসের শ্রাবকপদ প্রার্থনা জানিতে পারিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া একাকী গগনমার্গে তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন তাপসের শিষ্যগণ ফল আহরণার্থে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাপস গগনমার্গ হইতে বুদ্ধকে নামিতে দেখিয়া তাঁহার লক্ষণসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন, 'ইনি নিশ্চয় বুদ্ধ হইবেন।' তখন সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া বন্দনা করিলেন এবং বসিবার আসন দিয়া নিজের একস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

সেই সময় তাপস শিষ্যগণ ফল আহরণ করিয়া আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের আচার্যের আসনের চেয়ে বুদ্ধের আসন শ্রেষ্ঠতর। তখন আচার্যকে বলিলেন, 'আচার্যে, আমরা আপনার চেয়ে মহৎ পুরুষ এ জগতে আর নাই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি এই মহাপুরুষ আপনার চেয়ে সুমহৎ।' তাপস বলিলেন, 'শিষ্যগণ, তোমরা সর্ষপের সহিত সিনেরু পর্বতের তুলনা করিতে চাও কি? সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সহিত আমাকে তুলনা করিও না।' তাপসের উপমায় শিষ্যগণ বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন ও ফল দানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

তখন বুদ্ধ 'ভিক্ষুসংঘ আসুক' বলিয়া চিন্তা করিলেন, তৎক্ষণাৎ একলক্ষ অর্হৎ সেই তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাপসগণ বুদ্ধের ও শ্রাবকগণের উপযোগী পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিলেন। ভিক্ষুসংঘ সহিত বুদ্ধ সেই পুষ্পাসনে সপ্তাহকাল ধ্যানমগ্ন রহিলেন। নন্দতাপস প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে সপ্তাহকাল বুদ্ধের শিরোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন। ভগবান ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া একজন ভিক্ষুকে ধর্মোপদেশ করিতে আদেশ করিলেন। পরে ভগবানের ধর্মোপদেশে ৪৪ হাজার তাপস অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু নন্দতাপস চিত্তের বিতর্কতা নিবন্ধন অর্হৎ হইতে পারিলেন না। কারণ তিনি ধর্মদেশক ভিক্ষুর ন্যায় শ্রাবকপদ প্রার্থী, তাই বুদ্ধের নিকট শ্রাবকপদ প্রাপ্তির জন্য আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, 'তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনে এই পদ লাভ করিবে।' এই বলিয়া শাস্তা সশিষ্য গগনমার্গে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে নন্দতাপস মরিয়া ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই হইতে ক্রমান্বয়ে আরও পাঁচশত জন্ম প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে ধ্যান করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময়েও প্রব্রজিত হইয়া ২০ হাজার বৎসর অরণ্যবাস করিয়াছিলেন। তৎপর 'তাবতিংস' স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। পুনঃ দেবলোক হইতে মনুষ্যকুলে শত শতবার জন্মগ্রহণ করিয়া

চক্রবর্তী রাজা ও প্রাদেশিক রাজা হইয়াছিলেন। যখন গৌতম বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি শ্রাবস্তীর সুমন শ্রেষ্ঠীর গৃহে অনাথপিণ্ডিকের কনিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল সুভূতি।

ভগবান রাজগৃহ সমীপে শীতবনে বাস করিবার সময় অনাথপিণ্ডিক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হন। শ্রেষ্ঠী জেত যুবরাজ হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া বিহার নির্মাণ করিয়া যেই দিন ভগবানকে দান করিলেন, সেই দিন সুভূতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ভগবানের নিকট শ্রাবকপদ প্রাপ্ত হন।

তৎপর তিনি জনহিত সাধন মানসে বিচরণ করিতে করিতে রাজগৃহে উপস্থিত হন। রাজা বিম্বিসার একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, 'ভন্তে, আপনি এখানে বাস করুন, আমি আপনার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দিব।' তিনি স্থবিরকে প্রার্থনা করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু বাসস্থান নির্মাণের কথা ভুলিয়া গেলেন। স্থবির বাসস্থান অভাবে খোলা মাঠে বাস করিতে লাগিলেন। স্থবিরের প্রভাবে দেবগণ বৃষ্টি নিবারণ করিলে, ইহাতে জনসংঘের অতিশয় দুঃখ হইল। তাই তাহারা রাজদ্বারে আসিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। রাজা প্রজাবৃন্দের আর্তনাদের কারণ পরীক্ষা করিতে করিতে স্থবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সহসা পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, 'ভন্তে, আপনি এই পর্ণকুটিরে বাস করুন।' যখন স্থবির পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়া বসিলেন, তখন সামান্য সামান্য বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, এই স্বল্প বৃষ্টি জনহিত সাধনের উপযোগী নহে দেখিয়া উপদ্রব নিবারণার্থ মেঘকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১. আমার দেহরূপ পর্ণশালায় কাম-দ্বেষ-মোহ প্রবেশ না করিবার জন্য প্রজ্ঞারূপ আচ্ছাদনে উহা আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাই ক্লেশ দুঃখের অভাবে পবিত্র সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, মান-বায়ু দেহরূপ পর্ণশালায় প্রবাহিত হয় না, আমার বাহ্যিক উপদ্রব বিনষ্ট হইয়াছে। হে মেঘ, তুমি যথারুচি বর্ষণ কর। আমার চিত্ত একাগ্রতা নিমিত্তে অবস্থিত ও সর্বক্লেশ বিমুক্ত। আমি বীর্যসহকারে অবস্থান করিতেছি, আভ্যন্তরিক উপদ্রব আমার বিনষ্ট হইয়াছে, হে মেঘ, তুমি বর্ষণ কর। ॥ ১ ॥

এই প্রকারে আয়ুষ্মান সুভূতি স্থবির গাথা ভাষণ করিলেন।

২. কোট্ঠিত স্থবির

এই স্থবির পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর ইনি সাংসারিক কাজে আবদ্ধ হন। একদা হংসবতী নগরের উপাসক-উপাসিকাদিগকে গন্ধমালা হস্তে ত্রিরত্ন পূজা করিতে যাইতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষুকে শ্রাবকপদ দিতেছেন। তিনিও সেই পদের প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সপ্তাহকাল সশ্রাবক বুদ্ধকে দান দিলেন। তৎপর বিনীতভাবে শ্রাবকপদ প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন যে, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে সেই পদ প্রাপ্ত হইবে।' তিনি সেই হইতে বহু জন্ম নর-দেবকুলে পুণ্যধন সঞ্চয় করিতে করিতে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ অশ্বলায়নের ঔরসে মাতা চন্দ্রাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখিলেন কোট্ঠিত। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদে ও ব্রাহ্মণশিল্পে দক্ষতা লাভ করিলেন। তাঁহার আচার্য মৌদ্গাল্লায়ন ও উপাধ্যায় সারিপুত্র স্থবির ছিলেন। একদা বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিতে যাইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রাবকপদ লাভ করিয়া নিম্নোক্ত উদান গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

> ২. আমার ষড়েন্দ্রিয় ও ত্রিবিধ কায়-দুশ্চরিত উপশান্ত, সমস্ত পাপ ও ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত উপরত; ত্রিবিধ বাক্য-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া আমি মিতভাষী ও জাত্যভিমানাদি ত্যাগ করিয়া অনুদ্ধত হইয়াছি। যেমন বৃক্ষের হরিদ্বর্ণ পত্র বায়ু তাড়িত হইয়া পড়িয়া যায়, তেমন আমার পাপধর্মসমূহ ধূনিত বা সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। ৷৷ ২ ৷৷

আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৩. কঙ্খারেবত স্থবির

এই স্থবির হংসবতী নগরে পদুমুত্তর বুদ্ধের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া লক্ষকল্পকাল দেব-মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্যকুলে উৎপন্ন হন। একদা ধর্ম শ্রবণার্থে জনসংঘের সহিত বিহারে গমন করিয়া সভাসদের একপ্রান্তে অবস্থিত হইলেন এবং ধর্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজিত হইলেন। তৎপর তিনি ধ্যানবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। প্রায় জন্মে জন্মে তাঁহার চিত্তে নানা প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইত। তিনি

এখন যাবতীয় সন্দেহ অতিক্রম করিয়া ‘ধ্যানীশ্রেষ্ঠ শ্রাবকপদ’ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগবানের প্রজ্ঞাবলকে প্রশংসা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩. যেমন নিশীথকালে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ঘনান্ধকার দূর করিয়া আলোক দান ও সমীপস্থ ব্যক্তিকে চক্ষুদান করে, তেমন তথাগতগণ প্রজ্ঞালোকে মোহান্ধকার দূর করিয়া সত্ত্বদিগকে জ্ঞানালোক দান ও জ্ঞানচক্ষু দান করিয়া থাকেন। সেই তথাগতগণের এই দেশনাজ্ঞান দর্শন কর। তাঁহাদের নিকট যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহাদের আর্যমার্গ উৎপাদন করিয়া সন্দেহ বিনয়ন করিয়া থাকেন। ॥ ৩ ॥

আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৪. পুণ্ন মন্তনিপুত্ত স্থবির

পদুমুত্তর বুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে ইনি হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যখন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তখন উহার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর দেব-নরকুলে বহু জন্মগ্রহণ করিয়া পুণ্যার্জন করিতে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে কপিলবাস্তু নগরের অনতিদূরে দ্রোণবাস্তু নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই অঞ্‌ঞকোণ্ডঞ্‌ঞ স্থবিরের ভাগিনেয়। তাঁহার নাম রাখিলেন পুণ্ন। যখন তাঁহার মাতুল কোণ্ডঞ্‌ঞ স্থবির রাজগৃহে ছিলেন, তখন তিনি রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া মাতুলের নিকট প্রব্রজিত হন। কিছুদিন পরে বুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছা করিয়া মাতুল স্থবিরের সহিত কপিলবাস্তুতে আসিয়া পৌঁছেন। সেইখানে একাকী বাস করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

পঞ্চশত কুলপুত্র এই পুণ্ন স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহারাও স্থবিরের উপদেশে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং উপাধ্যায়ের নিকট বুদ্ধদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ভগবান রাজগৃহে ছিলেন। গুরুর আদেশে সকলে ৬০ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন স্থান হইতে আসিতেছ?’ ‘ভগবন, আমরা জন্মস্থান হইতে আসিতেছি।’ ‘কে তোমাদের উপদেষ্টা?’ ‘ভন্তে, পুণ্ন স্থবিরই আমাদের আচার্য।’ সারিপুত্র স্থবির তাঁহার গুণাবলি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভগবান রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। পুণ্ন স্থবিরও দশবলের আগমন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গন্ধকুটিরে সাক্ষাৎ করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে ধর্মোপদেশ

করিলেন। তিনি বিবেক সুখবিধায় অন্ধবনে প্রবেশপূর্বক এক বৃক্ষমূলে দিবা-বিহার করিতে লাগিলেন। সারিপুত্র স্থবির তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ও সপ্তবিশুদ্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও প্রত্যুত্তর দানে স্থবিরকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ভগবান ধর্মকথিক ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠাসনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। একদা তিনি ভগবানের অনন্ত গুণের প্রশংসাচ্ছলে বুদ্ধের মতো সৎপুরুষের সঙ্গলাভে বহু উপকার সাধিত হয়' এই প্রীতিভরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৪. পণ্ডিত, অর্থদর্শী বুদ্ধ প্রভৃতি সৎপুরুষগণের সহিতই বাস করিবেন। অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ধীরগণ মহৎ, গম্ভীর, দুর্দর্শ, নিপুণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্বাণার্থ তাঁহাদের সংসর্গেই লাভই করিয়া থাকেন। ॥ ৪ ॥

আয়ুষ্মান মন্তানিপুত্র পুণ্ন স্থবির এক গাথা ভাষণ করিলেন।

৫. দব্ব স্থবির

এই দব্ব স্থবিরও পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু জন্ম পরিগ্রহের পর কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীন সময়ে প্রব্রজিত হন। তখন তাঁহারা সাতজন ভিক্ষু শাসনের প্রতি সাধারণের অগৌরব দর্শন করিয়া ভাবিলেন, 'আমরা এই অধার্মিকগণের সহিত কি করিব, একপ্রান্তে যাইয়া শ্রমণধর্ম পালনপূর্বক দুঃখের অবসান করাই ভালো মনে করি।' তখন সকলে একমত হইয়া অত্যুচ্চ পর্বতে উঠিবার জন্য একখানি সিঁড়ি নির্মাণ করিলেন এবং পর্বতোপরি উঠিয়া সিঁড়িখানি ফেলিয়া দিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন পঞ্চম দিবসে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঋদ্ধিবলে উত্তরকুরুতে গমন করিয়া ভিক্ষান্ন আনিলেন, কিন্তু ওই অন্ন কেহই গ্রহণ করিলেন না। সকলেই দৃঢ়বীর্যের সহিত ধ্যান করিতে লাগিলেন। অন্য একজন সপ্তম দিবসে অনাগামীফল প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। অপরাপর স্থবিরগণ বহু জন্ম পরে কেহ গান্ধার রাজ্যে, কেহ মধ্যন্তিক রাজ্যে, কেহ বাহিয় রাজ্যে, কেহ রাজগৃহে ও এই দব্ব স্থবির দব্বরাজ্যে অনুপিয় নগরে এক মল্লরাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে গর্ভে লইয়া তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই মৃত শরীর শ্মশানে দাহন করিবার সময়ে অগ্নিতেজে উদর ফাটিয়া গেলে, এই পুণ্যবান বালক এক 'দব্ব' স্তম্ভে গিয়া পতিত হয়। তাহার পিতামহী তাহাকে লালন পালন করিল। সেই হইতে বালকের নাম হইল দব্ব কুমার। যখন তাহার বয়স সাত বৎসর,

তখন বুদ্ধদর্শনে বালকের প্রব্রজ্যা ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। কাজেই সে পিতামহীর নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পিতামহী কুমারের বচনে সাধুবাদ দিয়া বুদ্ধকে প্রব্রজ্যা দিতে অনুরোধ করে। বুদ্ধ এই প্রব্রজ্যার ভার একজন ভিক্ষুর উপর দিলেন। ভিক্ষু কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া 'ত্বক পঞ্চক' কর্মস্থান সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন। কুমার পূর্বাভ্যস্ত ধ্যানকর্ম-প্রভাবে প্রথম ক্ষুরের টানে যেই কেশ পতিত হইল, উহা দেখিয়া স্রোতাপন্ন, দ্বিতীয় টানে সকৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী ও সমস্ত কেশ ছেদনের পর অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন শ্রামণের দব্ব বিবেক-স্থানে বসিয়া চিন্তা করিলেন, 'আমি সংঘের শয্যাসন নির্দেশ কাজে ও ভোজন কাজে নিজকে নিযুক্ত করিব।' ভগবান তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সাধুবাদ দিয়া 'এই বালক অল্প বয়সে মহৎ কাজে আত্মসমর্পণ করিয়াছে' তাই তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সে উপসম্পদা দিলেন। সেই হইতে তিনি মনোযোগ সহকারে ও দরকার হইতে ঋদ্ধিবলে সংঘসেবা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মেত্তিয়-ভুম্মজক ভিক্ষুরা তাঁহার বিরুদ্ধে দোষারোপণ করিলে সংঘ এই বিষয়ের মীমাংসা করিলেন। তদনন্তর স্থবির নিজের গুণাবলি প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ৫. যেই দব্ব ভিক্ষু পূর্বে দুর্দান্ত ছিল, ভগবান তাহাকে উত্তমরূপে দমন করিলেন। সে বস্তু-ধ্যান-মার্গলাভে সন্তুষ্ট, সন্দেহশূন্য, ক্লেশবিজয়ী ও ভয়শূন্য হইল। তাই সেই দব্ব ক্লেশক্ষয় করিয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ও লোকধর্মে অকম্পিত হইল। ॥ ৫ ॥

আয়ুষ্মান দব্ব স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৬. শীতবনস্থ সম্ভূত স্থবির

১১৮ কল্প পূর্বে অর্থদর্শী বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ এক গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে এই স্থবির গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহপতি বুদ্ধদর্শনে আপ্যায়িত হইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভন্তে, আপনি গঙ্গার অপর পারে গমন করিবেন কি?' 'হ্যাঁ গৃহপতি, যাইব।' তখন তিনি নৌকা আনয়ন করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া ভিক্ষুসংঘ সহিত নৌকায় উঠিলেন। তিনি নিরাপদে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে গঙ্গার অপর পারে নিয়া গেলেন ও দ্বিতীয় দিনে দান দিলেন। সেই পুণ্যকর্ম-প্রভাবে বহু জন্ম সুখভোগ করিয়া ১১৩ কল্প পূর্বে চক্রবর্তী

রাজা হন। তৎপর ৯১ কল্পে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে প্রব্রজিত হইয়া ধূতাঙ্গ গ্রহণ করিয়া শ্মশানে বাস করিতেন। পুনরায় কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনজন বন্ধুর সহিত প্রব্রজিত হইয়া ২০ হাজার বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করেন। তৎপর দেব-নরকুলে বহু জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন সম্ভূত। বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণ শিল্পে দক্ষতা লাভ করিয়া ভূমিজ, জয়সেন ও অভিরাধন এই তিন বন্ধুর সহিত ভগবানের ধর্ম শ্রবণপূর্বক প্রব্রজিত হন।

তৎপর সম্ভূত স্থবির ভগবানের নিকটে 'কায়গতাস্মৃতি' কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া সর্বদা শীতবনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছিল 'শীতবনীয় স্থবির'। একদা রাজা বেস্সবন জম্বুদ্বীপের দক্ষিণদিকে আকাশপথে যাইতেছিলেন। তখন তিনি স্থবিরকে খোলা মাঠে কর্মস্থান ভাবনায় উপবিষ্ট দেখিয়া বিমান হইতে নামিলেন এবং স্থবিরকে বন্দনা করিয়া অনুচরবর্গকে বলিলেন, 'যখন স্থবির ধ্যান হইতে উঠিবেন, তখন আমার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিও ও তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিও' তিনি যক্ষদ্বয়কে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। স্থবির তাহাদের বচন শুনিয়া যক্ষদ্বয়কে বলিলেন, 'দেখ, তোমরা রাজা বেস্সবনের নিকটে যাইয়া বল, ভগবানের উপদেশে যাহারা অবস্থিত, তাঁহাদের অন্য রক্ষার আর প্রয়োজন নাই, ভগবানের উপদেশই তাঁহাদের একমাত্র রক্ষক।' স্থবির যক্ষদ্বয়কে প্রেরণ করিয়া ধ্যানবলে ত্রিবিদ্যা লাভ করিলেন। বেস্সবন বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কয়েকজন ভিক্ষু বুদ্ধদর্শনে গমন করিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'বন্ধুগণ, ভগবানকে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া এই গাথাটি নিবেদন করিও।'

> ৬. যেই ভিক্ষু বিবেক-সুখ লাভার্থ একাকী শীতবনে অর্থাৎ রাজগৃহের নিকটস্থ মহাশ্মশানে উপস্থিত হইল, সেই ধীর ব্যক্তি লোভ-সম্বরণে সন্তুষ্ট, কায়গতাস্মৃতি ভাবনা সম্পাদনে আর্যরক্ষিত ধর্মে সমাহিত, সে ক্লেশবিজয়ী ও লোমহর্ষবিহীন হইল। ॥ ৬ ॥

আয়ুষ্মান শীতবনীয় সম্ভূত স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৭. ভল্লিয় স্থবির

৩১ কল্প পূর্বে বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়ে সুমন নামে এক পচ্চেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তখন এই ভল্লিয় স্থবির পচ্চেক বুদ্ধকে ফল দ্বারা পূজা

করেন। এই পুণ্যফলে তিনি শিখী বুদ্ধের সময় অরুণবতী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শিখী ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের প্রথমাবস্থায় উজিত ও ওজিত নামে দুই সার্থবাহ পুত্র আহার দান করিয়াছিলেন এই সংবাদ পাইয়া একদিন তাঁহার বন্ধুসহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন ও অনাগত বুদ্ধকে প্রথম আহার দান করিবার জন্য আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর বহু জন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের সময় গোপাল শ্রেষ্ঠীর পুত্র ও ভ্রাতারূপে দুইজন জন্মগ্রহণ করেন এবং বহু বৎসর ভিক্ষুসংঘকে ক্ষীর ভোজনে সেবা করেন। যখন গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তখন তাঁহারা পুষ্করবতী নগরে এক সার্থবাহের পুত্র ও ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম তপস্‌সু ও কনিষ্ঠের নাম ভল্লিয় হয়। যখন তাঁহারা পঞ্চশত গাড়ি লইয়া বাণিজ্যার্থ বোধি সমীপস্থ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজায়তন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। গাড়িগুলি বুদ্ধের সোজাসোজি হইলে অচল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের জ্ঞাতি দেবতা নির্দেশ করিয়া দিলেন যে, 'ভগবান রাজায়তন বৃক্ষমূলে আছেন, তোমরা তাঁহাকে আহার দান করিয়া দীর্ঘকাল হিতসুখ লাভ কর।' তাঁহারাও দেব-বাক্যে আনন্দিত হইয়া মধুপিণ্ড দান করিলেন। আহার্য দান করিয়া বুদ্ধের নিকট শরণ গ্রহণ ও কেশধাতু গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভগবান যখন রাজগৃহে ছিলেন, তখন তাঁহারা তথায় যাইয়া বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করেন। তৎমধ্যে তপস্‌সু স্রোতাপন্ন হইয়া উপাসক অবস্থায় রহিলেন ও ভল্লিয় প্রব্রজিত হইয়া ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। একদা মার ভল্লিয় স্থবিরকে ভীষণরূপ দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলে স্থবির নিজের বীতভয় প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। মার গাথা শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিল যে স্থবির আমাকে অবগত আছেন, তখনই সে অন্তর্হিত হইল।

৭. খরতর স্রোত দুর্বল নলময় সেতুকে যেমন বিধ্বংস করে,
তেমন মৃত্যুরাজ সৈন্য বা জরা-রোগাদি যে বিধ্বংস করিয়াছে,
সেই ক্লেশবিজয়ী, ভয়হীন, সুদান্ত, লোকধর্মে অকম্পিত ও পরিনির্বাণপ্রাপ্ত। ॥ ৭ ॥

আয়ুষ্মান ভল্লিয় স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৮. বীর স্থবির

এই বীর স্থবির ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধকে একখানি বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন ও পুষ্পপূজা করিয়াছিলেন। তিনি এই পুণ্যকর্ম-প্রভাবে

৩৫ কল্প পূর্বে চক্রবর্তী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ধনবান শ্রেষ্ঠী হইয়া অনাথদিগকে বহুদান করেন ও ভিক্ষুসংঘকে ক্ষীরভাত দান করেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে পসেনদি রাজার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাহার নাম রাখিয়াছিল বীর কুমার। তাঁহার নাম যেমন বীর, তেমন তিনি অতিশয় সংগ্রামশূর হইয়াছিলেন। মাতাপিতার অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিয়া তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তৎপর কামবাসনার দোষ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন এবং অচিরে প্রব্রজিত হইয়া দৃঢ়বীর্যের সহিত সাধনা করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। তিনি অর্হত্ত্বফল লাভে সুখসলিলে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী আসিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। তিনি ভাবিলেন, 'অহো, এই স্ত্রী মশকের পক্ষবায়ুতে সিনেরু পর্বত কম্পনের ন্যায় আমাকে প্রলোভিত করিতেছে', তাহার প্রলোভন বৃথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

তাঁহার গাথা শ্রবণে সে বুঝিতে পারিল যে, 'আমার স্বামী উপযুক্ত মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমারও বা আর গৃহবাসে কি প্রয়োজন।' এই ভাবিয়া সংবেগ উৎপাদনপূর্বক ভিক্ষুণীকুলে প্রব্রজিত হইলেন এবং ধ্যানবলে অচিরেই ত্রিবিদ্যা লাভ করিলেন।

> ৮. পূর্বে যে দুর্দান্ত ছিল, এখন সে বীর উত্তমরূপে দান্ত,
> সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট, সন্দেহহীন, ক্লেশ বিজয়ী, লোমহর্ষ বিহীন,
> বীতরাগ, লোকধর্মে অকম্পিত ও পরিনির্বাণপ্রাপ্ত। ॥ ৮ ॥

বীর স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৯. পিলিন্দিবচ্ছ স্থবির

এই স্থবির পদুমুত্তর বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রাবকপদ প্রাপ্তির জন্য আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর সুমেধ ভগবানের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর চৈত্যপূজা, সংঘপূজা করিয়া বুদ্ধের অনুৎপন্নকালে চক্রবর্তী রাজা হন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল 'পিলিন্দি', গোত্রের নাম হইল 'বচ্ছ', তাই তাঁহাকে বৎস গোত্রীয় পিলিন্দ ডাকা হইত। কিছুদিন পরে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তিনি পরিব্রাজককুলে প্রব্রজিত হন। তথায় 'চুলগন্ধার' নামে বিদ্যা সাধন করিয়া আকাশপথে বিচরণ করিতেন ও পরচিত্ত-কথা

জানিতেন। সেই কারণে রাজগৃহে অবস্থানকালে তাঁহার লাভ সৎকার অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছিল। যখন গৌতম বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হন, তখন বুদ্ধগুণ-প্রভাবে তাঁহার বিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছিল। ইনি চিন্তা করিলেন, 'আমার আচার্য-প্রাচার্যের মুখে শুনিয়াছি যথায় 'মহাগন্ধার বিদ্যা' কেহ ধারণ করে, তথায় 'চুলগন্ধার বিদ্যা' আর তিষ্ঠিতে পারে না।' এই রাজগৃহে শ্রমণ গৌতমের আগমনকাল হইতে আমার 'গন্ধার বিদ্যা' বিনষ্ট হইয়াছে। নিশ্চয়ই শ্রমণ গৌতম 'মহাগন্ধার বিদ্যা' জানিবেন। এখন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বিদ্যা শিক্ষা করিব। এই ভাবিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান বলিলেন, 'তাহা হইলে আমার শাসনে তুমি প্রব্রজিত হও।' তিনি মনে করিলেন বোধ হয় এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে বুদ্ধের নিকটে দীক্ষা নিতে হয়, তাই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে ধর্মোপদেশ দিয়া কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। পূর্বজন্মে কর্মস্থান অনুশীলন ছিল বলিয়া অচিরে তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন ও পূর্ব প্রার্থনানুসারে দেবগণের অতিশয় প্রিয় হইলেন। দেবগণ সন্ধ্যায়-প্রাতে আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তাই তিনি দেবপ্রিয় পিলিন্দিবচ্ছ নামে অভিহিত হন। একদা তিনি ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বসিয়া বুদ্ধের নিকটে তাঁহার শুভাগমন বার্তা প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ৯. কুশল ও স্কন্ধাদিতে সুবিভক্ত ধর্মসমূহে যাহা শ্রেষ্ঠ আর্যসত্য মার্গফল ধর্ম, আমি তাহা লাভ করিয়াছি, সেই কারণে আমার আগমন স্বাগত, দুরাগত নহে এবং আমার বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভার্থ যে মন্ত্রণা, তাহাও দুর্মন্ত্রণা হয় নাই। ॥ ৯ ॥

১০. পুণ্নমাস স্থবির

ইনি বিপশ্বী ভগবানের সময় চক্রবাক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় চঞ্চু দ্বারা শালপুষ্প আহরণপূর্বক বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে দেব-নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ পুণ্যকার্য করেন। ১৭ কল্প পূর্বে আটবার চক্রবর্তী রাজা হইয়া বহু পুণ্যার্জন করেন। এই ভদ্রকল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীনকালে এক কুটুম্বিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার জন্মদিনে বাড়িস্থ শূন্য কলসীগুলি সুবর্ণমালা দ্বারা পরিপূর্ণ

হইয়াছিল। তাই তাঁহার নাম হইল পূর্ণমাস। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণবিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া বিবাহ করেন। এক পুত্রসন্তান জাত হইলে গৃহবাসে তাঁহার ঘৃণা উৎপন্ন হয় এবং বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্যবলে তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। একদা তাঁহার পত্নী পুত্রসহ আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে। স্থবির সেই কারণ অবগত হইয়া সংসারের প্রতি অনাসক্তভাব প্রকাশপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন। গাথা শ্রবণে সে বুঝিতে পারিল যে, 'আমার স্বামীর আমার প্রতি ও প্রিয় পুত্রের প্রতি আর আসক্তি নাই, ইহাকে আর প্রলোভিত করিতে পারিব না।' এই ভাবিয়া চলিয়া গেল।

> ১০. যে সমস্ত স্কন্ধাদি লোকের পঞ্চাশ প্রকারে জন্ম-মৃত্যু কারণ জানিয়া মার্গজ্ঞানে অবস্থিত, সন্তুষ্ট, সংযত, কোনো বিষয়ে অলিপ্ত, সে বাহ্য অধ্যাত্মিক তৃষ্ণাকে অপনয়ন করিয়াছে। ॥ ১০ ॥

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বর্গ

১১. চুলগবচ্ছ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক চাকরি করিয়া জীবনযাপন করিতেন। একদা বুদ্ধ শ্রাবক সুজাত স্থবিরকে পাংশুকূল বস্ত্র অন্বেষণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার নিকটে আগমনপূর্বক বস্ত্র প্রদান করেন ও পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে ৩৩ বার দেব রাজত্ব পরিভোগ করেন। ৭০০ বার চক্রবর্তী রাজা হন ও বহুবার প্রাদেশিক রাজা হন। দেব-নরকুলে বহুবার জন্মগ্রহণের পর কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের শেষভাগে প্রব্রজিত হন। তৎপর বহুবার দেব-মনুষ্যকুলে বিচরণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কৌশম্বীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল চুলবচ্ছ। একদা বুদ্ধগুণ শ্রবণে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া প্রব্রজ্যা উপসম্পদা গ্রহণপূর্বক কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় কৌশম্বীবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে এক বিবাদ উৎপন্ন হয়। তিনি কোনো পক্ষ অবলম্বন না করিয়া বুদ্ধের উপদেশানুযায়ী বিদর্শন ভাবনায় রত হন ও

অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তিনি কলহকারী ভিক্ষুদের পরিহানিতে সংবেগ উৎপাদন ও নিজের মার্গফল লাভে প্রীতি উৎপাদন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> **১১.** বিশুদ্ধশীল-প্রভাবে প্রমোদবহুল ভিক্ষু বুদ্ধ প্রকাশিত বোধিপক্ষীয় ও লোকোত্তর ধর্মে শান্তপদ বা নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে এবং সংস্কারসমূহের উপশম করিয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ॥ ১ ॥

১২. মহাগবচ্ছ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ভিক্ষুসংঘকে পানীয় দান করিয়া পুনঃ শিখী বুদ্ধের সময়ে বহু পুণ্যকর্ম করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে বহুকাল সুগতি সুখ পরিভোগের পর গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ রাজ্যের নালক গ্রামে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল মহাবচ্ছ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শুনিলেন যে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবিলেন, 'যদি এমন মহাপ্রজ্ঞাবান বুদ্ধের শিষ্য হন, তাহা হইলে বুদ্ধ নিশ্চয় জগতে শ্রেষ্ঠপুরুষ হইবেন।' এই কারণে বুদ্ধের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিলেন ও প্রব্রজিত হইয়া কর্মস্থান ভাবনায় মনোনিবেশপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। বুদ্ধের শাসন নির্বাণপ্রদ ভাবিয়া ভিক্ষুগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১২. এই বুদ্ধশাসনে প্রজ্ঞাবলসম্পন্ন, পরিশুদ্ধশীল ও ধুতব্রতপরায়ণ, সমাহিত, ধ্যানরত, স্মৃতিশীল, বীতরাগ ভিক্ষু শরীর ধারণ প্রয়োজনে বুদ্ধ দ্বারা যেই ভোজন গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই নির্বাণ লাভ কারণে ভোজন করিয়া পরিনির্বাণকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ॥ ২ ॥

১৩. বনবচ্ছ স্থবির

ইনি অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় কচ্ছপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনতা নদীতে বাস করেন। ক্ষুদ্র নৌকা প্রমাণ তাহার দেহ ছিল। একদা ভগবানকে নদীতীরে দেখিয়া মনে করিল, 'বোধ হয় বুদ্ধ নদীর অপর পারে গমন করিবেন।' তখন স্বীয় পৃষ্ঠদেশ অবনত করিয়া বুদ্ধের পদমূলে আসিয়া পড়িয়া রহিল। বুদ্ধ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ

করিলেন। সে প্রফুল্ল হৃদয়ে শীঘ্র সন্তরণে বুদ্ধকে নদীতীরে তুলিয়া দিল। সেই কর্ম এই পুণ্য-প্রভাবে বহুবার তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাস করিয়াছিল। পুনঃ কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে কপোতযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক মৈত্রীবিহারী এক ভিক্ষুকে অরণ্যে দেখিতে পাইয়া চিত্ত প্রসাদ উৎপন্ন করিল। তৎপর বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক প্রব্রজিত হয়। সেই হইতে বহু জন্ম মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে বৎসগোত্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরিপূর্ণগর্ভা মাতা অরণ্য দর্শনে স্পৃহা উৎপন্ন করিয়া একদা অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তখনি পর্দা বেষ্টন করা হইলে তিনি ধন্যপুণ্য লক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বালক বোধিসত্ত্বের বাল্যসাথী ছিল। 'বচ্ছ' তাহার গোত্র নাম, মাতার বনে অভিরতি হেতু 'বনবচ্ছো' নাম হইয়াছে। যখন শুনিলেন যে, বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, তখন তিনিও নিষ্ক্রমণ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। পরে শুনিলেন যে, 'সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়াছেন।' তখনি আসিয়া বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন এবং কপিলবাস্তুতে গমন করিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন বন্ধু, অরণ্যে নিরাপদে ছিলেন কি? বন্ধুগণ, অরণ্য-পর্বত বড়ই রমণীয়।' এই বলিয়া নিজে যেই পর্বতে বাস করিতেন, উহার বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৩. নীল মেঘবর্ণ, যথারুচি সম্পাদন যোগ্য, শীতল বারিপূর্ণ, শুচিধর প্রবালবর্ণ রক্তকৃমি আচ্ছাদিত সেই শিলাময় পর্বতসমূহ আমাকে বিবেকসুখ প্রদান করিয়া থাকে। ॥ ৩ ॥

১৪. বনবচ্ছ স্থবিরের শিষ্য সীবক শ্রামণের

ইনি ৩১ কল্প পূর্বে বেশ্বভূ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা কার্যব্যপদেশে অরণ্যে গিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলেন ও বন্দনাপূর্বক কতেক ফল দান করিলেন। এই পুণ্যফলে বহু জন্ম পরিভ্রমণের পর কাশ্যপ ভগবানের সময় মাতুলের সহিত প্রব্রজিত হইলেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় বনবচ্ছ স্থবিরের ভাগিনেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল সীবক। তাঁহার মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাসনে প্রব্রজিত হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া স্বীয় পুত্রকে বলিলেন, 'সীবক, স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া তাঁহার সেবা কর, তিনি এখন বৃদ্ধ।' সে মাতার একবার মাত্র আদেশে

মাতুল স্থবিরের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজিত হইলেন ও অরণ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সে একদা কোনো কার্যব্যপদেশে গ্রামে গমন করিলে, তাহার গুরুতর ব্যাধি উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীদের বহু সেবা-শুশ্রূষায় তাহার রোগ উপশম হইল না। স্থবির ভাবিলেন, 'শ্রামণের এত গৌণ করিতেছে কেন?' তিনি গ্রামে আসিয়া তাহাকে পীড়িতাবস্থায় দেখিলেন, সারাদিন তাহার সেবা করিয়া স্থবির প্রত্যুষে বলিলেন, 'সীবক, আমি প্রব্রজিতকাল হইতে গ্রামে বাস করি নাই, এখন আমি অরণ্যে যাইব।' সীবক স্থবিরের বচন শুনিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আমার শরীর যদিও বা এখন গ্রামে, চিত্ত কিন্তু অরণ্যে রহিয়াছে।' আমি শুইয়া শুইয়া হইলেও অরণ্যে যাইব। স্থবির তাহার বাহুতে ধরিয়া অরণ্যে লইয়া গেলেন ও উপদেশ দিলেন। তিনি স্থবিরের উপদেশানুযায়ী ভাবনা করিয়া অর্হৎ হইলেন। পরে স্বীয় বচন ও উপাধ্যায়ের উপদেশ প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১৪. উপাধ্যায় আমাকে বলিলেন, 'সীবক, আমি গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিব।' উপাধ্যায়ের বচন শুনিয়া শ্রামণের বলিলেন, 'যদিও আমার দেহ গ্রামে রহিয়াছে, কিন্তু আমার মন অরণ্যে চলিয়া গিয়াছে। আমি পদব্রজে গমন করিতে না পারিলেও বুকে ভার করিয়া (শায়িতাকারে) অরণ্যে চলিয়া যাইব।' যিনি কামের দোষ ও নৈষ্ক্রম্যের বা নির্বাণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, জনসংঘের মধ্যে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। ৷৷ ৪ ৷৷

১৫. কুণ্ডধান স্থবির

ইনিও পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু পুণ্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদা পদুমুত্তর বুদ্ধ সপ্তাহকাল ধ্যানান্তে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ইনি মনোশিলা চূর্ণ ও কদলীফল তাঁহাকে দান করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে এগারোবার দেবকুলে রাজত্ব করেন, চব্বিশবার চক্রবর্তী রাজা হন। তারপর কাশ্যপ বুদ্ধের সময় ভূমি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘায়ু বুদ্ধের সময় পনেরো দিনে উপোসথ হয় না; বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে ছয় বৎসরে একবার ও কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ছয় মাসে একবার উপোসথ হইত। একদা কাশ্যপ বুদ্ধের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি দিনে দুইজন ভিক্ষু তথায় গমন করিতেছিলেন। এক ভূমিবাসী দেবতা তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'যদি তাঁহাদের মিত্রতা ভঙ্গ করিবার কেহ থাকে, তাহা সম্ভব কি না একবার পরীক্ষা

করা উচিত।' তৎপর সে ভিক্ষুদ্বয়ের অনতিদূরে থাকিয়া অবকাশ খুঁজিতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন স্থবির অপর স্থবিরের হাতে চীবর রাখিয়া পায়খানা করিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেবতা সুযোগ পাইয়া স্ত্রীবেশে স্থবিরের শরীর মুছিতে মুছিতে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। সঙ্গী স্থবির তাহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, 'অহো! এই ভিক্ষু নষ্ট হইয়াছে, যদি আমি এমন জানিতাম, এতদিন তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম না।' 'বন্ধু, আপনার পাত্র-চীবর গ্রহণ করুন, আপনার ন্যায় পাপীর সঙ্গে আমি গমন করিব না।' স্থবিরের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় তীক্ষ্ণ শৈল্যে বিদ্ধবৎ হইল, তখন অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসিলেন, 'বন্ধু, আপনি এমন বলিতেছেন কেন? আমি এতকাল সামান্য পাপও করি নাই, আজ আপনি আমাকে পাপী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন! আমার কি দেখিলেন?' 'অন্য কিছু দেখিবার আর কি আছে, এখন তো আপনি একটি অলংকৃতা স্ত্রীর সহিত জঙ্গল হইতে আসিতেছেন।' 'কোথায় আমি তো এমন স্ত্রীলোক দেখিতেছি না।' তিনবার বলা সত্ত্বেও স্থবির এই কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অন্য রাস্তা দিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্ধু স্থবিরও বুদ্ধের নিকটে আসিয়া অপরাপর ভিক্ষুদের সহিত উপসোথশালায় বসিলেন। স্থবির তাহাকে জানিতে পারিয়া, 'আমি এই পাপী ভিক্ষুর সহিত উপোসথ করিব না।' এই ভাবিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভূমি দেবতা ভাবিলেন,'বাস্তবিক আমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি।' পুনরায় দেবতা এক বৃদ্ধবেশে স্থবিরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভন্তে, আপনি এখানে দাঁড়াইয়াছেন কেন?' 'উপাসক, এই উপোসথশালায় এক পাপী ভিক্ষু প্রবেশ করিয়াছে, আমি তাহার সহিত উপোসথ করিব না, তাই বাহিরে দাঁড়াইয়াছি।' ভন্তে, আপনি এইরূপ মনে করিবেন না, উনি একজন সুশীল ভিক্ষু, আপনি যেই স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন, তাহা অন্যকে মনে করিবেন না, আমিই সেই স্ত্রী। আপনাদের মৈত্রীভাবের পরীক্ষার জন্য ও সুশীল-দুঃশীলতার পরীক্ষার জন্য আমিই সেই কর্ম করিয়াছি। সৎপুরুষ, আপনি কে? ভন্তে, আমি ভূমি-দেবতা। দেবপুত্র কথা বলিতে বলিতেই দিব্যভাবে অবস্থিত হইয়া স্থবিরের পদতলে পড়িয়া 'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন' বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন।

ভূমি দেবতা এই কর্মফলে এক কল্প অপায় ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। যদি অন্য সময়ে সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিত, এই অপযশ তাহার উপর আসিয়া পতিত হইত। তাহার সৌভাগ্যবলে গৌতম বুদ্ধের

সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল ধান মাণব। ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া বৃদ্ধকালে তিনি ভিক্ষু হইলেন। যেই দিন তিনি ভিক্ষু হইলেন, সেই দিন হইতে এক অলংকৃতা রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে লাগিল। ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলে উপাসিকারা তাঁহাকে একবার পিণ্ড দিয়া বলিতেন, 'আমাদের সহায়িকার জন্য আর একভাগ গ্রহণ করুন' এই বলিয়া পরিহাস করিত। বিহারে তরুণ ভিক্ষু-শ্রামণেরা উপহাস করিতেন, 'ধান কোণ্ড জাত হইয়াছে।' সেই উপহাস কারণে নাম হইল, কুণ্ডধান স্থবির। সর্বদা পরিহাস বাক্য তাঁহার অসহ্য হইয়া বলিতেন, 'তোমরা কোণ্ড, তোমাদের আচার্য-উপাধ্যায় কোণ্ড। তৎপর ভিক্ষুরা শাস্তাকে অভিযোগ করিলেন যে, 'ভন্তে, কুণ্ডধান স্থবির ছোটো শ্রামণেরদের সহিত পরুষবাক্য ব্যবহার করিতেছেন।' ভগবান তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন, 'ভন্তে, সর্বদা পরিহাস বাক্যে আমার অসহ্য হইয়াছে, তাই আমি বলিয়াছি।' 'হে ভিক্ষু, তুমি পূর্বের কৃতকর্ম আজ পর্যন্ত জীর্ণ করিতে পারিতেছ না, পুনঃ এরূপ পরুষবাক্য বলিও না।' কোশলরাজ স্থবিরের এই বার্তা শ্রবণ করিয়া নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ইহা স্থবিরের পূর্বকৃত পাপের ফল। তিনি স্থবিরের আহার-কষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে চারি প্রত্যয়ের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আপনি নিরুদ্বেগে সাধনার প্রতি মনোযোগী হউন।' স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত ভোজন লাভ করিয়া অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন।

অনাথপিণ্ডিকের দুহিতা সুভদ্রাকে মিথ্যাদৃষ্টিকুলে বিবাহ দিয়াছিলেন। সুভদ্রা একদিন উপোসথ অধিষ্ঠান করিয়া প্রাসাদের উপরিতলে উঠিলেন। তিনি আট মুষ্টি সুমনপুষ্প আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'এই পুষ্প তথাগতের শিরোপরি চন্দ্রাতপ আকারে অবস্থিত হউক। এই সংজ্ঞায় ভগবান কল্য পাঁচশত ভিক্ষুসহ আমার বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' তথাগত সুভদ্রার নিমন্ত্রণ সংজ্ঞা পাইয়া পরদিন অরুণোদয়ে আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, আমরা অদ্য দূরবর্তী স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইব, পৃথগ্জনদিগকে শলাকা না দিয়া কেবল আর্যপুদ্গলদিগকে শলাকা দাও।' স্থবির ভিক্ষুদিগকে এই সংবাদ দিয়া শলাকা দিতে চাহিলে কুণ্ডধান স্থবির হাত বাড়াইয়া 'আমাকে শলাকা দাও বলিলেন।' আনন্দ বলিলেন, 'বন্ধু, আপনার ন্যায় ভিক্ষুকে শলাকা দিতে ভগবান নিবারণ করিয়াছেন, ইহা আর্যদিগের প্রাপ্য।' আনন্দের চিত্তে বিতর্ক উৎপন্ন হইল। তিনি শাস্তাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, 'যদি কুণ্ডধান স্থবির শলাকা চায়, তাহাকে দাও।'

আনন্দ ভাবিলেন, 'যখন ভগবান নিষেধ করিলেন না, অবশ্য কোনো কারণ থাকিতে পারে।' শলাকা লইয়া আনন্দ না আসিতেই স্থবির ধ্যানবলে আকাশে উঠিয়া হাত বাড়াইলেন, বন্ধু আনন্দ, ভগবান আমাকে জানেন। আমার ন্যায় ভিক্ষু প্রথম শলাকা গ্রহণের উপযুক্ত। অন্যান্য ভিক্ষুদেরও সন্দেহ উৎপন্ন হইল যে, ইনিও শলাকা গ্রহণ করিলেন কি? তখন স্থবির আকাশে উঠিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণপূর্বক সকলের সন্দেহ দূর করিলেন।

১৫. অপায়ে উৎপন্নযোগ্য পাঁচটি নিম্নভাগীয় সংযোজন ছেদন করিবে। দেবলোকে উৎপন্নযোগ্য পাঁচটি উপরিভাগীয় সংযোজন ত্যাগ করিবে। সেই উপরিভাগীয় সংযোজন ত্যাগের জন্য শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে অনাগামীমার্গ লাভার্থ উত্তরোত্তর ভাবনা করিবে। কাম-দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি এই পাঁচটি সঙ্গ যেই ভিক্ষু অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া নির্বাণে স্থিত বলিয়া কথিত হন। ॥ ৫ ॥

১৬. বেলট্ঠসীস স্থবির

ইনিও পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। পূর্বকৃত পুণ্যের অভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। মরণান্তে দেব-নরকুলে অনেক কুশলকর্ম করেন। তৎপর ৩১ কল্প পূর্বে বেশ্বভূ বুদ্ধকে দর্শন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে মাতৃলুঙ্গ ফল প্রদান করেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে ইনি উরুবিল্ব কাশ্যপের নিকটে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অগ্নি পরিচর্যা করেন। ভগবান উরুবিল্ব কাশ্যপকে দমন করিয়া 'আদিত্য পরিয়ায়' ধর্মোপদেশ করিবার সময়ে জটিলগণের সহিত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায়। একদিন ধ্যান হইতে উঠিয়া পূর্বকৃত কর্ম দর্শনপূর্বক নিম্নোক্ত প্রীতিগাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

১৬. যেমন ককুধসম্পন্ন উত্তম বৃষভ ভূমিজাত তৃণ-লতাদি উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত শরীরে নঙ্গলযোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে, এইরূপ আমার রাত্রিদিন অক্লান্তভাবে অতিক্রমিত হইতেছে। কারণ কাম-লোক-বর্ত আমিষ অমিশ্র শান্ত প্রণীত সমাপত্তিসুখ আমার লাভ হইয়াছে। ॥ ৬ ॥

১৭. দাসক স্থবির

ইনি ৯১ কল্প পূর্বে বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়ে অজিত নামক পচ্চেক বুদ্ধকে আম্রফল দান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজিত হইয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় করেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল দাসক। অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে বিহার নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিত্য বুদ্ধ দর্শনে ও ধর্ম শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া তিনি প্রব্রজিত হন।

কেহ কেহ বলেন, 'ইনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক অর্হৎ স্থবিরের সেবা করিতেন। একদা অর্হৎ স্থবিরকে কোনো এক কাজের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। সেই কর্মফলে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের দাসী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।' অনাথপিণ্ডিক তাহাকে বিহার নির্মাণকার্যে নিযুক্ত করেন। শ্রেষ্ঠী তাহার শীলাচার ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। বলিলেন, 'তুমি যথারুচি প্রব্রজিত হও।' তাহাকে ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা দিলেন। সে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া আলস্যপরায়ণ ও বীর্যহীন হইল এবং ব্রতাদি সম্পাদন করিত না। ধ্যান-সমাধিও করিত না। কেবল পর্যাপ্ত ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইত। ধর্মশ্রবণের সময়ে এক কোণে যাইয়া বসিয়া থাকিত ও নিদ্রা যাইত। ভগবান তাহার পূর্বহেতু দেখিয়া সংবেগ উৎপাদন মানসে গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি গাথা শুনিয়া সংবেগ উৎপাদনপূর্বক বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। অর্হৎ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান এই গাথা দ্বারা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, 'এই গাথা আমার অঙ্কুশ স্বরূপ।' পুনরায় তিনি সেই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

> ১৭. যখন কোনো পুরুষ আলস্য তন্দ্রাভিভূত ও পেটুক হয়, তখন সে নিবাপপুষ্ট স্থূল শূকরের ন্যায় দাঁড়ানে-গমনে অসমর্থ হইয়া এপাশ-ওপাশ পরিবর্তনপূর্বক কেবল নিদ্রা যাইয়া থাকে। আর অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণ চিন্তা করিতেও ইচ্ছা করে না। তাই সেই মন্দব্যক্তি পুনঃপুন গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে। ॥ ৭ ॥

১৮. সিঙ্গালপিতা স্থবির

ইনি ৯১ কল্প পূর্বে শতরংশি নামক পচ্চেক বুদ্ধকে তালফল দান

দিয়াছিলেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজিত হইয়া 'অস্থি' কর্মস্থান ভাবনা করেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণপূর্বক সংসারপাশে আবদ্ধ হইয়া এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম করিল সিঙ্গালক। সেই কারণে সিঙ্গালকপিতা নামে তিনি পরিচিত। কিছুদিন পরে গৃহবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া প্রব্রজিত হন। ভগবান তাঁহাকে পূর্ব পরিচিত 'অস্থি' কর্মস্থান শিক্ষা দেন। তিনি তৎপর ভগ্‌গরাজ্যে সুংসুমার গিরে ভেসকাল বনে গমন করিয়া কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। তথায় এক দেবতা তাঁহার উৎসাহ বর্ধনার্থ ও অচিরে সাধনাসিদ্ধির জন্য গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে তিনি ভাবিলেন, 'এই দেবতা আমার উৎসাহ উৎপাদনার্থ গাথা বলিলেন।' সেই হইতে দৃঢ়বীর্য সহকারে ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া সেই গাথা প্রীতিভরে পুনরায় ভাষণ করিলেন।

> ১৮. ভেসক যক্ষ অধিকৃত ভেসকলাবনে বুদ্ধের ধর্ম দায়াদলাভী এক ভিক্ষু ছিলেন। তিনি সমস্ত দেহরূপ পৃথিবীকে অস্থিসংজ্ঞায় ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। আমি মনে করি, সেই ভিক্ষু শীঘ্রই কামরাগকে ত্যাগ করিবেন। ॥ ৮ ॥

১৯. কুণ্ডল স্থবির

ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। একদা বিপশ্বী ভগবানকে গগনপথে যাইতে দেখিয়া নারিকেল দান দিতে ইচ্ছা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া অবতরণপূর্বক ফল গ্রহণ করিলেন। এই দান গ্রহণে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। ভগবান অন্য ভিক্ষুকে আদেশ দিলেন যে, 'এই পুরুষকে প্রব্রজ্যা দাও।' তিনি প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করিয়া বহুকাল সাধনায় অতিবাহিত করেন। পরে ছয় বুদ্ধকাল দেব-নরকুলে পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল কুণ্ডল। কিছুদিন পরে প্রব্রজিত হইয়া চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থার দরুন কোনো ফল লাভ করিতে পারিলেন না। একদা গ্রামে পিণ্ডার্থ গমন করিয়া দেখিলেন যে, মানুষেরা ভূমি খনন করিয়া জল ইচ্ছিত ইচ্ছিত স্থানে নিয়া যাইতেছে, বাণ প্রস্তুতকারীরা বক্রশর যন্ত্রবলে ঋজু করিয়া লইতেছে ও সূত্রধরেরা রথচক্র প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছে। এই নিমিত্ত গ্রহণপূর্বক বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং এক স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'অচেতন জলকে মনুষ্যেরা ইচ্ছিত স্থানে নিয়া যাইতেছে, অচেতন বক্র-শরদণ্ডকে কৌশলে ঋজু করিতেছে ও অচেতন

কাষ্ঠ খণ্ডকে ইচ্ছানুযায়ী বক্র ও ঋজু করিতেছে, কেন আমার সচেতন চিত্তকে ঋজু করিতে পারিব না।' এই উপমাবলে দৃঢ়বীর্যের সহিত ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যেই নিমিত্তকে অঙ্কুশস্বরূপ করিয়া অর্হৎ হইলেন, তাহা নিজের চিত্ত দমনের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৯. জল প্রত্যাশীরা প্রয়োজনমতো জল নিয়া যায়, ইষুকারেরা উত্তপ্ত করিয়া বাণ ঋজু করে, সূত্রধরেরা প্রয়োজনমতো কাষ্ঠ তক্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শীলাদি ব্রত পালনকারীরা স্রোতাপত্তিমার্গাদি উৎপাদন করিয়া দেহ-চিত্তকে দমন করিয়া থাকে। ॥ ৯ ॥

২০. অজিত স্থবির

ইনি ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানকে কপিত্থ ফল দান দিয়াছিলেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তির কিছুকাল পূর্বে শ্রাবস্তীতে কোশল রাজার এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন অজিত। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী ত্রিলক্ষণবিশিষ্ট বাবরি নামক ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক গোদাবরী তীরে কপিত্থ তীর্থারামে বাস করিতেন। তখন অজিত তাঁহার নিকট তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক হিতৈষী দেবতার প্রভাবে বাবরি তাপস অজিতকে ভগবানের নিকটে প্রেরণ করেন। মৈত্রেয় তাপস প্রভৃতির সঙ্গে অজিতও ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নোত্তরে অজিত সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া সিংহনাদে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা ভাষণের পরই পরিনির্বাণ লাভ করেন।

২০. মরণ নিমিত্তে আমার ভয় নাই। জীবনে তৃষ্ণা উৎপত্তির কারণ আমার নাই। আমি প্রজ্ঞাবলে ও স্মৃতিসহকারে সন্দেহরূপ শরীরকে পরিত্যাগ করিব। ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় বর্গ

২১. নিগ্রোধ স্থবির

ইনি ১৮ শত কল্প পূর্বে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক কামভোগের দোষ দেখিয়া অরণ্যে চলিয়া গেলেন। তথায় তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বন্য ফলমূলে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময় প্রিয়দর্শী বুদ্ধ জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মামৃত বর্ষণে ক্লেশতাপ জুড়াইতে ছিলেন। একদা বুদ্ধ তাপসের প্রতি দয়া করিয়া সেই শালবনে উপস্থিত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তাপস ফল-মূল আহরণার্থ তথায় গমন করিয়া ভগবানকে দেখিতে পাইলেন এবং বুদ্ধদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া পুষ্পিত শালশাখা দ্বারা এক মণ্ডপ নির্মাণপূর্বক চারিদিকে শালপুষ্পে আবৃত করিলেন। আর আহারের জন্যও গমন না করিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান ধ্যান হইতে উঠিয়া তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে 'অপরাপর ভিক্ষুসংঘ আসুক' বলিয়া চিন্তা করিলেন। চিন্তিতক্ষণেই ভিক্ষুসংঘ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাহাকে ধর্মোপদেশ দিয়া সশিষ্যে প্রস্থান করিলেন। সেই হইতে জন্মে জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল নিগ্রোধ। বুদ্ধ যেদিন জেতবন বিহার প্রতিগ্রহণ করেন, সেই দিন বুদ্ধপ্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন ও বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। ধ্যানে ফলে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণপ্রদ শাসনের গুণ প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২১. আমি জন্ম-জরা-মৃত্যুভয়কে ভয় করি না। কারণ আমাদের শাস্তা অমৃত প্রদানে সুদক্ষ। যেই নির্বাণে ভয় তিষ্ঠে না বা অবকাশ পায় না, সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ দিয়া ভিক্ষুগণ অভয়-স্থানে গমন করিয়া থাকেন। ॥ ১ ॥

২২. চিত্তক স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হইতে কুশল সঞ্চয় করিতে করিতে ৯১ কল্প পূর্বে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও বয়ঃপ্রাপ্তে বিপশ্বী ভগবানকে দেখিয়া পুষ্পপূজা করেন। ভগবানের শান্ত ধর্মের গুণে তিনি অতিশয় আকৃষ্ট হন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গৌতম

বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন চিত্তক। ভগবান যখন রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন, তখন ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হইয়া কর্মস্থান ভাবনাবলে অর্হত্বফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া বুদ্ধ বন্দনার জন্য যখন রাজগৃহে আসেন, তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন বন্ধু, অরণ্যে অপ্রমত্তভাবে ছিলেন কি?' সেই প্রশ্নোত্তরে অর্হত্বফল প্রকাশক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২২. যেমন নীলগ্রীব শিখাধারী ময়ূরগণ কারবিয় নামক বনে মেঘগর্জন শুনিয়া কেকারবে শব্দ করিয়া থাকে, তেমন ধ্যানরত ভিক্ষুগণ আহারান্তে ভোজন অবসাদ মাত্র দূর করিয়া অবশিষ্ট সময়ে শমথ-বিদর্শন ভাবনায় স্বীয় কর্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। ॥ ২ ॥

২৩. গোসাল স্থবির

ইনি পূর্ববুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু পুণ্য সঞ্চয়পূর্বক ৯১ কল্প পূর্বে এক পর্বতে বৃক্ষশাখায় লম্বমান পচ্চেক বুদ্ধের চীবর দেখিতে পাইলেন। ভাবিলেন, ইহা 'অর্হৎ ধ্বজা হইবে।' তখন প্রসন্ন চিত্তে পুষ্পদ্বারা চীবর পূজা করিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপর মগধরাজ্যে এক উন্নতকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক গোসাল নামে পরিচিত হইলেন। কোটিকণ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি শুনিলেন যে, কোটিকণ্ণ প্রব্রজিত হইয়াছে। ভাবিলেন, 'যদি এমন মহাবিভবশালী লোক প্রব্রজিত হইতে পারে, আমার আর কি কথা!' এই সংবেগে তিনিও প্রব্রজিত হইয়া স্বীয় গ্রামের অনতিদূরে এক পর্বত সানুতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা প্রত্যহ ভিক্ষা দিতেন। তিনি এক বাঁশ তলার ছায়ায় ভোজন করিয়া কর্মস্থানে রত হইলেন। সুখ-ভোজনে কায়-চিত্ত পরিতৃপ্ত করিয়া মার্গ পাটি পাটি অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া সুখ-বিহার হেতু পর্বত সানুতে গমনেচ্ছায় নিজের আচরিত বিষয় সহিত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২৩. আমি বাঁশতলার ছায়ায় মাতৃ-প্রদত্ত মধু পায়স ভোজন করিয়া বুদ্ধের উপদেশে দৃঢ়তা উৎপাদন করি এবং পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উদয়-ব্যয় বা উৎপত্তি-ধ্বংস দর্শন করিয়া ফল সমাপত্তিতে কায়-বিবেক অনুষ্ঠানহেতু পর্বত সানুতে গমন করিব। ॥ ৩ ॥

২৪. সুগন্ধ স্থবির

ইনি ৯২ কল্প পূর্বে তিষ্য বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃগয়াহেতু অরণ্যে বাস করিতেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া ‘পদচিহ্ন’ স্থাপনপূর্বক চলিয়া গেলেন। সে শাস্তার পদচিহ্ন দর্শনে ‘ইহা বুদ্ধের পদচিহ্ন’ বলিয়া জানিতে পারিল এবং কুরণ্ডক পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন করিল। বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয়ের পর কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া সুগন্ধগোসিত চন্দনে গন্ধ কুটিরের দেহলী পরিভাবিত করেন। প্রার্থনা করিলেন, ‘জন্মে জন্মে আমার শরীর সুগন্ধ হউক।’ তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে জন্মকালে মাতার শরীরও সমস্ত গৃহ সুরভিময় হইয়াছিল। ভূমিষ্ঠ দিনে পরম সুগন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মাতাপিতা ভাবিল ‘আমাদের পুত্র স্বীয় নাম সঙ্গে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছে’ এই বলিয়া ‘সুগন্ধ কুমার’ নাম রাখিলেন। পরে মহাসেল স্থবিরের প্রমুখাৎ ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক সপ্তাহকাল মধ্যেই অর্হৎ হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজকে পরতুল্য করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২৪. প্রব্রজিত হইয়া এক বৎসর পূর্ণ না হইতে বুদ্ধদেশিত সুচারু ব্যাখ্যাত ধর্মকে দর্শন কর। অল্পকালের মধ্যে পূর্বজন্মজ্ঞান, দিব্যচক্ষুজ্ঞান ও আসক্তিক্ষয় জ্ঞান এই ত্রিবিদ্যা তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই কারণে বুদ্ধের অনুশাসন ও উপদেশ মতে কৃতকার্য হইয়াছ। ॥ ৪ ॥

২৫. নন্দিয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের নির্বাণচৈত্যে চন্দনসারবেদি নির্মাণপূর্বক মহাপূজা করিয়াছিলেন। বহুজন্ম পরিগ্রহের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার আনন্দ দান করিয়া জাত হইয়াছে বলিয়া নাম রাখিলেন ‘নন্দিয়’। যখন অনুরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ প্রব্রজিত হন, তখন তিনিও প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্তফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে অনুরুদ্ধ স্থবিরগণের সহিত বাস করিতেছেন, এমন সময়ে পাপাত্মা মার আসিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্থবির তাহাকে জানিয়া বলিলেন, ‘হে মার, যাঁহারা মার রাজ্য অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তোমার এই ভয়ক্রিয়া কি ফল দিবে?

তুমি নিজেই দুঃখের ভাগী হইবে মাত্র।' এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে মার বুঝিল যে, 'স্থবির আমাকে জানিতে পারিয়াছেন।' তৎক্ষণাৎ সে অন্তর্হিত হইল।

> ২৫. যাহার চিত্ত নিত্য ক্লেশান্ধকার বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত; হে মার, তাদৃশ ভিক্ষুর প্রতি বিরুদ্ধভাব দেখাইয়া তুমি নিরর্থক দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। ॥ ৫ ॥

২৬. অভয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ধর্মকথিক ভিক্ষু ছিলেন। একদা চতুষ্পদী গাথাযোগে বুদ্ধগুণ প্রকাশ করিয়া পরে ধর্মদেশনা করেন। সেই পুণ্যবলে লক্ষকল্প তাঁহাকে অপায়ে জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাই। 'পুণ্যক্ষেত্র-প্রভাবেও মহতী চেতনাবলে দানফল অতিশয় মহৎভাবে উৎপন্ন হয়, তাই অচিন্তনীয় বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নতা উৎপাদন করিলে বিপাকও অচিন্তনীয় হয়। জন্মে জন্মে এই পুণ্য অতিশয় অনুবল দিয়া থাকে।' পরে ইনি বিপশ্বী ভগবানকে কেতকী পুষ্পে পূজা করেন। এই মহৎ পুণ্য-প্রভাবে সুগতি সুখ-ভোগের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন 'অভয়'। নিগণ্ঠ নাথপুত্র উভয় কোটিক প্রশ্ন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া বলিল, 'যাও শ্রমণ গৌতমকে এই প্রশ্ন করিয়া পরাস্ত কর।' তৎপর তিনি বুদ্ধের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, শাস্তা তাঁহাকে সদুত্তরে প্রীত করিলে বুদ্ধের উপাসক বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। পরে রাজা বিম্বিসারের মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শাসনের সার প্রদর্শনপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২৬. আদিত্য বন্ধু বুদ্ধের চারি সত্য বাক্য শুনিয়া যেমন ধানুকী অব্যর্থশর বিদ্ধ করে, তেমন নিরোধসত্যকে অবগত হইয়াছ। ॥ ৬ ॥

২৭. লোমসকঙ্গিয় স্থবির

ইনি ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধকে নাগপুষ্প দ্বারা পূজা করেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হন। সেই সময় ভগবান 'ভদ্দেকরত্ত সুত্ত' দেশনা করেন। একজন ভিক্ষু এই সুত্ত অপর ভিক্ষুকে আবৃত্তি করিলেও তিনি উহা আয়ত্ত করতে পারিলেন না। তখন তিনি অধিষ্ঠান করিলেন যে, 'আমি

অনাগতে তোমাকে এই সুত্ত শ্রবণ করাইতে সমর্থ হইবে।' ভালো আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। তৎমধ্যে প্রথম ব্যক্তি এক বুদ্ধকল্প দেব-নরকুলে পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সোণ স্থবিরের ন্যায় তাঁহার পদতলেও লোম উঠিয়াছিল। সেই কারণে নাম হইয়াছিল, লোমসকঙ্গিয়। অপর ব্যক্তি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। লোমসকঙ্গিয় অনুরুদ্ধ প্রভৃতি প্রব্রজিত হইলে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন না। তখন চন্দন দেবপুত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভদ্দেকরত্তং' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিতে পারিলেন না, দেবপুত্র তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া উভয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ বলিলেন, কাশ্যপ ভগবানের সময়ে তোমাদের এই সুত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তখন লোমসকঙ্গিয় বলিলেন, 'ভগবন, আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান বলিলেন, 'মাতাপিতার অনুমতি অপ্রাপ্ত পুত্রকে তথাগতেরা প্রব্রজ্যা প্রদান করেন না।' সে মাতাপিতার নিকটে যাইয়া প্রব্রজ্যার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলে মাতাপিতা বলিল, 'তাত, তুমি সুকোমল, কী প্রকারে প্রব্রজিত হইবে।' 'আমি উপদ্রব সহ্য করিতে সমর্থ' বলিয়া তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে মাতাপিতা অনুমতি দিলেন যে 'যাও প্রব্রজিত হও।' তিনি প্রব্রজিত হইয়া কর্মস্থান ভাবনার্থ বনে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুরা তাঁহাকে বলিলেন, 'বন্ধু, তুমি সুকোমল, অরণ্যে বাস করিতে পারিবে কি?' তিনি পূর্বোক্ত গাথা বলিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্বক অচিরে অর্হৎ হইলেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২৭. আমি দুর্বা, কুশ, সকণ্টক বৃক্ষ, উশীর, মুঞ্জ, বব্বজ তৃণ প্রভৃতি বক্ষ দ্বারা অপনীত করিয়া সেই দুঃখ সহ্য করিব, পায়ের দ্বারা কথাই বা কি! তথাপি আমি কায়-বিবেক, চিত্ত-বিবেক ও উপধি বিবেককে অবলম্বন করিব। ॥ ৭ ॥

২৮. জম্বুগামিয় স্থবির

ইনি পূর্ববুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্বে বেশ্বভূ বুদ্ধের সময়ে কিংশুক পুষ্প লইয়া বুদ্ধগুণ স্মরণপূর্বক আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই পুষ্পপূজা ফলে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে চম্পা রাজ্যে জম্বুগামিয় উপাসকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণে জম্বুগামিয় পুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভগবানের ধর্ম শ্রবণে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া প্রব্রজিত হন এবং

সাকেত রাজ্যের অঞ্জন বনে কর্মস্থান ভাবনা করেন। একদা তাঁহার পিতা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র কি সত্যই শাসনে সন্তুষ্ট হইয়া বাস করিতেছে, না কোনো প্রকারে।' একদা তাঁহার পরীক্ষার জন্য 'কচ্চি নো বত্থপসুতো' গাথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সেই গাথা পাঠ করিয়া চিন্তা করিলেন, 'আমার পিতা আমার প্রমাদ বিহারে আশঙ্কা করিতেছেন। আমি অদ্যাপিও পৃথগ্‌জনভূমিকে অতিক্রম করিতে পারি নাই।' ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া দৃঢ়বীর্যের সহিত সাধনা করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে চম্পারাজ্যে গমন করিয়া ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ প্রসন্ন হইয়া অনেক সংঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন। স্থবির পিতৃপ্রদত্ত গাথায় অর্হৎ হইয়া পুনঃ সেই গাথা ভাষণ করিলেন।

২৮. তুমি চীবরাদি বস্তুতে ও শরীরের ভূষণ-মণ্ডনে নিযুক্ত হও
নাই ত? তুমি অন্যান্য দুঃশীলের মতো দুঃশীল গন্ধ প্রবাহিত
না করিয়া শীলময় সুগন্ধ প্রবাহিত করিতেছ কি? ॥ ৮ ॥

২৯. হারিত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্বে সুদর্শন নামক পচ্চেক বুদ্ধকে কূটজ পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। সেই পুণ্যবলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল হারিত। তাঁহার মাতাপিতা এক ব্রাহ্মণ কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিলেন। তাহারা স্ত্রী-স্বামী দুইজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। একদা নিজের ও স্ত্রীর রূপ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, 'এই রূপকে অচিরে জরা-মৃত্যু ধ্বংস করিবে।' এই বলিয়া সংবেগ উৎপাদন করিল। কিছুদিন পরে কৃষ্ণ সর্পের দংশনে তাহার ভার্যার মৃত্যু হয়। সে পূর্বাপেক্ষা সংবিগ্ন হৃদয়ে শাস্তার নিকটে গিয়া প্রব্রজিত হইল ও নিজের চরিতানুযায়ী কর্মস্থান ভাবনা করিয়া কোনো ফল পাইল না। চিত্ত কিছুতেই ঋজু হইল না। একদিন গ্রামে যাইয়া দেখিল যে, বাণ প্রস্তুতকারীরা ইষুদণ্ডে বাণসমূহ সরল করিতেছে, ইহা দেখিয়া চিন্তা করিল যে, 'এই অচেতন বাণ সরল হইতেছে, আমি কেন চিত্তকে সরল করিতে পারিব না।' সেই হইতে দৃঢ়তার সহিত কর্মস্থান ভাবনায় মনোযোগী হইলেন। শাস্তা এমন সময় আকাশে বসিয়া 'সমুন্নময়' গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণ করিয়া অচিরেই তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। অর্হৎ হইয়া শাস্তা ভাষিত সেই গাথা পুনরাবৃত্তি করিলেন।

২৯. হে হারিত, বাণ প্রস্তুতকারীরা ইষুদণ্ডে বাণকে যেমন সরল করে, তেমন তুমি বীর্য-শমথ যোজনাপূর্বক স্বীয় চিত্তকে সরল করিয়া অবিদ্যাকে দলন কর। ॥ ৯ ॥

৩০. উত্তিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় চন্দ্রভাগা নদীতে কুম্ভীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সে পরতীরে গমনেচ্ছু সমাগত বুদ্ধকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইল। বুদ্ধকে পার করিবার ইচ্ছায় তীর সমীপে শুইয়া পড়িল। ভগবান দয়া করিয়া তাহার পৃষ্ঠে পদস্থাপন করিলে, সে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শীঘ্র পরতীরে নিয়া পৌঁছাইয়া দিল। বুদ্ধ তাহার চিত্ত-প্রসাদ দেখিয়া বলিলেন, 'এই কুম্ভীর পরজন্মে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবে, তৎপর সুগতি ভূমিতে বিচরণ করিয়া ৯৪ কল্প পরে নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে।' কুম্ভীর বুদ্ধের কথিত নিয়মে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম হইল উত্তিয়। সে বয়ঃপ্রাপ্তে 'অমৃত অনুসন্ধান করিব' ভাবিয়া পরিব্রাজক হইল। একদা ভগবানের ধর্মশ্রবণপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। শীলবিশুদ্ধির অভাবে মার্গফল লাভ করিতে না পারিয়া ভাবিলেন, 'অন্যান্য ভিক্ষুরা মার্গফল লাভ করিতেছেন, অথচ আমি পারিতেছি না।' পুনরায় বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রার্থনা করিলে, বুদ্ধ বলিলেন, 'তাহা হইলে হে উত্তিয়, তুমি আদিতে বিশোধন কর।' বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত উপদেশে থাকিয়া দৃঢ়বীর্যের সহিত বিদর্শন ভাবনায় মনোযোগী হওয়ার পর তাহার রোগ উৎপন্ন হইল। রোগাবস্থায় তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইল এবং ভাবনার প্রতি উৎসাহিত হইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজের সদাচার ব্যক্ত মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩০. দৃঢ়বীর্য-সহকারে সাধনা করিতে করিতে আমার রোগোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও জাগ্রত হইল, এখন আমার রোগ হইয়াছে, আর প্রমাদিত হইবার সময় আমার নাই, রোগের শ্রীবৃদ্ধি না হইতেই মার্গফল লাভ করা উচিত। ॥ ১০ ॥

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ বর্গ

৩১. গহ্বরতীরিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্বে শিখী ভগবানের সময় জন্মগ্রহণপূর্বক ব্যাধ হইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন এক বৃক্ষমূলে শিখী বুদ্ধ নাগ-যক্ষদিগকে ধর্মদেশনা করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। উহাতে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া 'ইহাকেই ধর্ম বলে' এই স্বরে নিমিত্ত গ্রহণপূর্বক দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল অগ্নিদত্ত। তিনি ভগবানের যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। তৎপর গহ্বরতীর নামক এক অরণ্যে কর্মস্থান ভাবনা করেন। সেই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছিল গহ্বরতীরিয়। তথায় অচিরেই তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া ভগবানকে বন্দনাপূর্বক শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ স্থবিরের আগমনে মহাদান প্রবর্তন করিলেন। স্থবির কয়েক দিবস তথায় বাস করিয়া অরণ্যে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞাতিগণ বলিলেন, 'ভন্তে, অরণ্যে দংশক-মশকের উপদ্রব যথেষ্ট, এখানে বাস করুন।' স্থবির বলিলেন, 'অরণ্যবাসেই আমার রুচিবোধ হয়।' তাই বিবেকসুখ জ্ঞাপন মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৩১. সংগ্রামকারী হস্তী যেমন বিপক্ষ সেনার বহু প্রহার সহ্য করে, তেমন যোগীকে মহা অরণ্যে দংশক, মশক প্রভৃতি দংশন করিলেও স্মৃতিসহকারে তিনি উহা সহ্য করিবেন, তথাপি বুদ্ধ প্রশংসিত অরণ্য ত্যাগ করিবেন না। ॥ ১ ॥

৩২. সুপ্রিয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যে বাস করেন। তথায় সশ্রাবক ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ফলদান করেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণমিত্র সংসর্গে সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া প্রব্রজিত হন এবং বহুশ্রুত বলিয়া পরিচিত হন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ও সুপণ্ডিত বলিয়া বড়ই অভিমান দেখাইতেন। সেই কারণে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে শ্মশান রক্ষকের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। নাম হইল সুপ্রিয়। একদা সোপাক স্থবিরের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও

সদাচার গুণে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৩২. আমি প্রতি মুহূর্তে জরাদ্বারা মর্দিত হইয়া ও কামাগ্নি প্রভৃতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া অজর, পরম শান্তিভূত, চারিযোগ মুক্ত, অনুত্তর নির্বাণ লাভহেতু চিত্তকে পরিবর্তন করিব। যেমন মনুষ্যেরা কোনো ভাণ্ড পরিবর্তন করিয়া নিরপেক্ষ হয়, তেমন আমি কায় জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নির্বাণ সেবন করিব। ॥ ২ ॥

৩৩. সোপাক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুটুম্বিক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে দর্শন করিয়া বীজপূর্ণ ফল দান করেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া এ দান গ্রহণ করিলেন। তিনি ভিক্ষুসংঘকে পালাক্রমে দান দিতেন ও তিনজন ভিক্ষুকে আজীবন ক্ষীরভাত দিয়া মরণান্তে বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখনও এক পচ্চেক বুদ্ধকে ক্ষীরভাত দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্রা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হন। তাঁহার মাতা প্রসবকালীন প্রসব করিতে না পারিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। বহুক্ষণ মূর্ছিতাবস্থায় থাকাতে জ্ঞাতিবর্গ মৃত ধারণায় চিতা সজ্জিত করিয়া শ্মশানে তুলিয়া দিল, কিন্তু দেবপ্রভাবে মহাবৃষ্টির দরুন অগ্নি না দিয়া সকলে চলিয়া গেল। বালকের এই শেষ জন্ম, তাই দেবপ্রভাবে নিরাপদে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইল। মাতা কিন্তু মরিয়া গেল। দেবতা মনুষ্যবেশে বালককে শ্মশান রক্ষকের বাড়িতে লইয়া গেল এবং কিছুদিন ছেলেটিকে পোষণ করিল; পরে শ্মশান রক্ষক নিজের পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিল। সে অন্য বালকের সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিত। শ্মশানে জন্ম ও শ্মশানে বর্ধিত বিধায় সোপাক নামে সে পরিচিত হইল। তাহার বয়স যখন সাত বৎসর হয়, ভগবানের শুভদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তখন ভগবান শ্মশানে আসিলেন, বালক ভগবানকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাহাকে ধর্মোপদেশ করিলেন। সে ধর্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলে ভগবান বলিলেন, 'পিতার অনুমতি পাইয়াছ কি?' সে তখনই পিতাকে আনিয়া ভগবানের নিকট হাজির করিল। পিতা ভগবানকে বলিল, 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান তাহাকে প্রব্রজা দিয়া মৈত্রীভাবনা শিক্ষা দিলেন। তিনি শ্মশানে কিছুদিন মৈত্রীভাবনা করিয়া পরে অর্হৎ হইলেন এবং অর্হৎ হইয়া

অন্যান্য শ্মশানবিহারী ভিক্ষুদিগকে মৈত্রীভাবনা দিয়া মার্গফল লাভের পন্থা প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৩. যেমন একমাত্র প্রিয় পুত্রের প্রতি মাতাপিতা তাহার হিত
কামনা করিয়া থাকে, তেমন সকল সময়ে সমস্ত প্রাণীর প্রতি
হিতভাব পোষণ করিবে। ॥ ৩ ॥

৩৪. পোসিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে তিষ্য ভগবানের সময় জন্মগ্রহণ করেন। তখন মৃগয়া করিয়া অরণ্যে বাস করিত। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া অরণ্যে গমনপূর্বক তাহাকে দেখা দিলেন। সে বুদ্ধকে দেখিয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূর্বক হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান তাহাকে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। সে তখনি তৃণ আনিয়া সমভূমিতে বিছাইয়া দিল। ভগবান তৃণাসনে বসিলেন। বুদ্ধের আসন গ্রহণে সে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তখন বুদ্ধ চিন্তা করিলেন, ‘তাহার এতটুকু কুশলবীজে যথেষ্ট হইবে।’ তারপর চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই এক সিংহ আসিয়া তাহাকে হত্যা করিল। সে মরিয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিল। যদি ভগবান তাহার নিকট না আসিতেন, সে এই সিংহকবলে পড়িয়া নিশ্চয়ই নিরয়ে জন্ম লইত। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে সে শ্রাবস্তীতে এক মহাবিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। সঙ্গামজি স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পোসিয় নামে পরিচিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তে তাহার বিবাহ হয়। তাহার এক পুত্রসন্তান হইল। কিছুদিন পরে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যে চলিয়া যান। তথায় অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া শ্রাবস্তীতে আগমনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা করেন। একদা জ্ঞাতিগণের প্রতি দয়া করিয়া জ্ঞাতিগৃহে আগমন করেন। তখন তাঁহার ভূতপূর্ব ভার্যা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আসন প্রদানের সময় গৃহীকালের ন্যায় ব্যবহার করিয়া প্রলোভিত করিতে লাগিল। স্থবির ভাবিলেন, ‘অহো, এই বালান্ধ স্ত্রী আমার প্রতি কীরূপ আচরণ করিতেছে!’ তিনি কিছুই না বলিয়া তখনই অরণ্যে চলিয়া গেলেন। অরণ্যবিহারী ভিক্ষুরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, ‘কেন বন্ধু, এত শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিলেন, আপনার জ্ঞাতিগণ আপনাকে কি দেখেন নাই?’ স্থবির যাবতীয় বৃত্তান্ত বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৪. যাহারা স্ত্রী চরিত্র জানে, তাহাদের সকল সময় স্ত্রীলোক
হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। আমি অরণ্য হইতে গ্রামে গমন

করি; তথা হইতে গৃহে উপস্থিত হই। পোসিয় বিছানা হইতে উঠিয়া ভার্যাকেও কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল। ॥ ৪ ॥

৩৫. সামঞ্ঞ্কানি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধকে একখানি মঞ্চ (খাটিয়া) দান করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে দেব-নরকুলে বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় এক পরিব্রাজকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সামঞ্ঞ্কানি। তিনি ভগবানের যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। কাতিয়ান নামে স্থবিরের একজন গৃহী বন্ধু ছিল। সে বুদ্ধের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আজীবক সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়। তথায় আহার কষ্টে কালাতিপাত করিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, 'তোমরা শাক্যপুত্র কুলে বেশ সুখে জীবনযাপন করিতেছ, আমরা বড়ই দুঃখে জীবনযাপন করিতেছি। কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহ-পরকালে সুখে থাকিতে পারিব' তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। স্থবির বলিলেন, 'একান্ত সুখ বলিতে গেলে লোকোত্তর সুখ, তাহা লাভ করিতে হইলে তদনুরূপ সদাচারী হইতে হইবে।' স্থবির নিজে সেই সুখ লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। পরিব্রাজক গাথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

৩৫. যিনি সরল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য ভাবনা করেন, সেই সুখার্থী তদনুরূপ আচরণ করিয়া ধ্যানসুখ ও নির্বাণসুখ লাভ করিয়া থাকেন। সেই কারণে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন ও পরিবার সম্পত্তিতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ॥ ৫ ॥

৩৬. কুমাপুত্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে মৃগচর্ম পরিহিত তাপস হইয়া বন্ধুমতী নগরের রাজোদ্যানে বাস করিতেন। তখন বিপশ্বী বুদ্ধকে পদম্রক্ষণ তৈল প্রদান করেন। সেই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তী রাজ্যে বেলুকণ্টক নগরে গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল নন্দ। মাতার নাম ছিল কুমা। সেই কারণে কুমাপুত্র নামে পরিচিত। সারিপুত্র স্থবিরের ধর্ম শুনিয়া তিনি প্রব্রজিত হন। পরিয়ন্ত পর্বত

পার্শ্বে সাধনা করিতেন। উহাতে ফল না পাইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন এবং বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া কর্মস্থান বিশোধনপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া কায় বিকারগ্রস্ত অরণ্যবিহারী ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ৩৬. আপনাদের পক্ষে দশবিধ কথা শ্রবণ সাধু, অল্পেচ্ছাদি আচরণ সাধু, সর্বদা পঞ্চকামগুণ নিকেতন ত্যাগ করিয়া আর্য নিকেতনে বাস করা সাধু, কল্যাণমিত্রের নিকট কুশলাদি অর্থ জিজ্ঞাসা করা ও তদনুরূপ আচরণ করা সাধু, অকিঞ্চনের বা ক্ষেত্র-বস্তু-সোণা-রূপ-দাস-দাসী প্রভৃতি প্রতি যে নিস্পৃহ ভাব, ইহাই শ্রামণ্য ধর্ম। ॥ ৬ ॥

৩৭. কুমা-পুত্র সহায় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা অরণ্য হইতে বহু যষ্টি আনয়ন করিয়া সংঘকে প্রদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বেলুকণ্টক নগরে ধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুদত্ত। কেহ কেহ বাসুলও বলিয়া থাকেন। ইনি কুমা-পুত্রের একজন বন্ধু। শুনিলেন যে, 'কুমা-পুত্র প্রব্রজিত হইয়াছে।' তখন ভাবিলেন, 'কুমা-পুত্র যেই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে, নিশ্চয় সেই ধর্ম-বিনয় হীন হইবে না। তিনিও প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছায় বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক কুমা-পুত্রের সহিত পরিয়ন্ত পর্বতে ভাবনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু নানা জনপদ হইতে বিচরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই কারণে স্থানটি কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুদত্ত স্থবির এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষুরা নির্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া জনপদ বিতর্কে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন ও সমাধিচিত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।' এই কারণে সংবেগ উৎপাদনপূর্বক নিজের চিত্তকে দমন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন এবং অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

> ৩৭. যাহারা নানা জনপদে গমন করে ও অসংযতভাবে বিচরণ করে তাহারা সমাধি-ভাবনা হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। নানা রাজ্যে বিচরণ করিয়া কি ফল হইবে? সেই কারণে চিত্ত-ক্লেশকে দমন করিবে; মিথ্যাদৃষ্টি বিতর্কের ও তৃষ্ণার বশীভূত না হইয়া কর্মস্থানে মনোনিবেশ করিবে। ॥ ৭ ॥

৩৮. গবম্পতি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্বে শিখী বুদ্ধকে পুষ্পপূজা করেন। কোনাগমন বুদ্ধের চৈত্যে ছত্র দান ও বেদিকা নির্মাণ করেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেই গৃহে অনেক গরু ছিল। গোপালক উহাদিগকে রক্ষা করিত। তিনি গরুগুলির ভালো-মন্দ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। তখন এক অর্হৎ স্থবির গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বহির্গ্রামে নিত্য একস্থানে ভোজন করিতেন। তিনি উহা দেখিয়া মনে করিলেন, 'আর্য রৌদ্রতাপে কষ্ট পাইতেছেন, তখন চারিটি শিরীষ দণ্ডের উপর একটি শাখা মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দিলেন। সেই পুণ্যফলে মরণান্তে চতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হন। তাঁহার পূর্বকৃত কর্মফলে বিমানদ্বারে বর্ণ-গন্ধসম্পন্ন, নিত্য পুষ্পিত এক শিরীষ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সে কারণে ওই বিমান শিরীষক বিমান নামে পরিচিত ছিল। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময় যশপ্রমুখ চারি বন্ধুর মধ্যে গবম্পতি নামে পরিচিত হন। যশের প্রব্রজ্যা সংবাদ শুনিয়া বন্ধুগণ সহিত গমনপূর্বক বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া সাকেতের অঞ্জন বনে বিমুক্তিসুখে বাস করেন। সেই সময় ভগবান বহু ভিক্ষুসংঘ সহিত ওই অঞ্জন বনে গিয়া বাস করেন। ভিক্ষুরা শয্যাসনের অভাবে বিহারের সমীপস্থ সরভূ নদীর বালুকা পুলিনে শয়ন করেন। হঠাৎ অর্ধ রাত্রি সময়ে জলস্রোত আসিলে শ্রামণেরা চেঁচাইয়া উঠিল। ভগবান উহা শুনিয়া আয়ুষ্মান গবম্পতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'হে গবম্পতি, তুমি এখনই যাইয়া জলস্রোত নিরোধপূর্বক ভিক্ষুদের নিরাপদ বাসের ব্যবস্থা কর।' স্থবির বুদ্ধের বচনে ঋদ্ধিবলে তখনই নদীস্রোত নিরোধ করিয়া দূরে পর্বত কূটের ন্যায় নদী তীর উচ্চ করিয়া দিলেন। সেই হইতে স্থবিরের প্রভাব প্রকাশিত হইল। ভগবান একদা দেব পরিষদের মধ্যে বসিয়া দেখিলেন যে, তিনি ধর্মদেশনা করিতেছেন। তিনি তাঁহার গুণ প্রকাশার্থ প্রশংসাচ্ছলে গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা পাঠের পরে বহুলোক মার্গফল প্রাপ্ত হইল। স্থবির গাথাযোগে বুদ্ধপূজার মানসে পুনরায় সেই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৩৮. যিনি ঋদ্ধিবলে সরভূ নদীর জল পর্বতকূটের ন্যায় এক স্থানে স্থাপন করিলেন, তৃষ্ণা-দৃষ্টিশূন্য ও ক্লেশহীন তিনি সেই গবম্পতি। সমস্ত কাম-দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি অতিক্রমকারী, কামভব ও কর্মভবের পরপারে নির্বাণপ্রাপ্ত সেই মহামুনিকে দেবগণ নমস্কার করিয়া থাকে। ॥ ৮ ॥

৩৯. তিষ্য স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য বুদ্ধের বোধিমূলে পুরাণ পত্র পরিষ্কার করেন। সেই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে ভগবানের পিতৃব্য পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল তিষ্য। ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হইয়া এক অরণ্যে বাস করিতেন। তিনি জাত্যাভিমান কারণে ক্রোধ, উপায়াসবহুল ও অপরের দোষদর্শী হইয়া বিচরণ করিতেন। ধ্যান-সাধনায় উৎসাহ ছিল না। একদা শাস্তা দিব্যচক্ষে তাঁহার দিবা বিশ্রামস্থানে মুখ খুলিয়া নিদ্রা যাইতে দেখিয়া শ্রাবস্তী হইতে আকাশপথে আগমনপূর্বক তাঁহার উপরিভাগে আকাশে বসিয়া আলোক সম্পাত করিলেন। তিনি সেই আলোকে জাগ্রত হইলে তাঁহার স্মৃতি উৎপাদনপূর্বক উপদেশ গাথা বলিলেন। স্থবির গাথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয়ে ভাবনা করিতে লাগিলেন। ভগবান তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া 'তিষ্য স্থবির সূত্র' দেশনা করিলেন। তিনি দেশনার পরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া পুনরায় এই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৩৯. একদিকে ধারালো বিশিষ্ট শক্তি দ্বারা প্রহৃত হইয়া চিকিৎসা করার ন্যায় ও দাহ্যমান মস্তকের অগ্নি বীর্যবলে নির্বাপন করার ন্যায় কামরাগকে পরিত্যাগ করিবার জন্য স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ভিক্ষু অতিশয় উৎসাহের সহিত ধ্যান সাধনায় অবহিত হইবে। ॥ ৯ ॥

৪০. বর্ধমান স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে তিষ্য বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে তিষ্য বুদ্ধকে আম্রফল দান করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল বর্ধমান। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন, কখনো সংঘসেবায় ক্রটি করিতেন না। কোনো এক অপরাধে তাঁহার পিণ্ডগ্রহণ বন্ধ করা হইলে, তিনি সংঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অতিশয় সংবেগপ্রাপ্ত হন। পরে প্রব্রজিত হইয়া আলস্য-তন্দ্রার বশীভূত হইলে, ভগবান তাঁহার সংবেগ উৎপাদানার্থ গাথা ভাষণ করিলেন। সেই গাথা শ্রবণ করিয়া তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন এবং বুদ্ধভাষিত সেই গাথার পুনরাবৃত্তি করেন।

৪০. একদিকে ধারাল বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা প্রহৃত হইয়া চিকিৎসা করার ন্যায়, দাহ্যমান মস্তকের অগ্নি নির্বাপন করার ন্যায়, রূপরাগ ও অরূপরাগের পরিত্যাগ করিবার জন্য স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ভিক্ষু অতিশয় উৎসাহের সহিত ধ্যান সাধনায় অবহিত হইবে। ॥ ১০ ॥

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম বর্গ

৪১. শ্রীবর্ধ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে কিঙ্কিনি পুষ্পদ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল শ্রীবর্ধ। ভগবান রাজগৃহে আসিয়া রাজা বিম্বিসার প্রমুখ প্রজাবর্গকে যখন ধর্মদেশনা করেন, তখনই প্রব্রজিত হন। তৎপর বেভার ও পণ্ডব পর্বতের অনতিদূরে অরণ্যের এক গুহায় কর্মস্থান ভাবনা করেন। সেই সময়ে মহা অকাল মেঘ উত্থিত হয়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, যেন অশনিতুল্য পর্বত বিবরে প্রবেশ করিতেছে। তখন ঘর্মাক্ত কলেবর স্থবির মেঘের বাতাসে শান্তিবোধ করিলেন। ঋতুসুখ লাভ করিয়া তাঁহার চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিল। এমন সময় বিদর্শন ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪১. বেভার ও পণ্ডব পর্বতের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল। পর্বত গুহায় শীলাদি গুণে অপ্রতিম বুদ্ধের ধর্মৌরসজাত পুত্র শমথ-বিদর্শন ধ্যান করিতে লাগিলেন। ॥১॥

৪২. খদিরবনীয় রেবত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক তীর্থ নাবিককুলে

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাগঙ্গার প্রয়াগতীর্থে লোকজন নদী পার করিতেন। একদা সশ্রাবক বুদ্ধ নদীতীরে উপস্থিত হইলে অতিশয় পূজা-সৎকারপূর্বক প্রসন্নচিত্তে তিনি নদী পার করিয়া দিলেন। তখন বুদ্ধ একজন ভিক্ষুকে অরণ্যবিহারী ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠ-স্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও মহাদান দিয়া সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যের নালকগ্রামে রূপসারি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা বিবাহ করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি সারিপুত্রের প্রব্রজ্যা বার্তা শুনিয়া ভাবিলেন, 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপতিষ্য এই সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং থুথু-বমির ন্যায় যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমি গিলিব কেন।' এই সংবেগে জ্ঞাতিবর্গকে বঞ্চনা করিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সারিপুত্রের কনিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং প্রব্রজ্যা লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করিয়া কর্মস্থান ভাবনায় নিযুক্ত করিলেন। তিনি খদিরবনে প্রবেশপূর্বক অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া 'শাস্তাকে ও ধর্মসেনাপতিকে দর্শন করিব' এই উৎসাহে অচিরেই ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। পরে শ্রাবস্তীতে আসিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনাপূর্বক কয়েক দিন জেতবনে বাস করিলেন। ভগবান 'অরণ্যবিহারী শ্রেষ্ঠ' এই পদ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তৎপর জন্মভূমিতে পদার্পণপূর্বক চালা, উপচালা, শিশুপচালা এই তিন ভগিনীর পুত্র চালা, উপচালা ও শিশুপচালা তিন ভাগিনেয়কে আনয়নপূর্বক প্রব্রজ্যান্তে কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা কর্মস্থান ভাবনা করিতেছেন, এমন সময়ে রেবত স্থবিরের রোগ উৎপন্ন হয়। স্থবির সারিপুত্র তাঁহার রোগ-সংবাদ শুনিয়া ভাবিলেন, আমি এখন তথায় গমন করিয়া 'রোগ সম্বন্ধে ও মার্গফল সম্বন্ধে রেবতকে জিজ্ঞাসা করিব।' রেবত স্থবির ধর্মসেনাপতিকে দূরে থাকিতে দেখিতে পাইয়া সেই শ্রামণেরদিগকে স্মৃতি উৎপন্ন করিবার জন্য গাথা ভাষণ করিলেন। শ্রামণেরগণ গাথা শুনিয়া ধর্মসেনাপতিকে আগু বাড়াইয়া লইলেন। দুই মাতুল স্থবির যখন আলাপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা অনতিদূরে সমাধি ভাবনায় উপবিষ্ট ছিলেন। ধর্মসেনাপতি রেবত স্থবিরের সহিত আলাপ করিয়া শ্রামণদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উঠিয়া স্থবিরকে বন্দনাপূর্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমরা কী কী ভাবনা করিতেছ?' তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা অমুক অমুক ভাবনা করিতেছি।' তখন ধর্মসেনাপতি বলিলেন, 'আমার ভ্রাতা বালকদিগকেও বেশ শিক্ষা দিয়াছে' এইরূপ প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪২. হে চালে, উপচালে, শিশুপচালে ও চালা, উপচালা, শিশুপচালা শরভেদিতুল্য তোমাদের মাতুল স্থবির আসিয়াছেন, তোমরা অপ্রমত্তভাবে বাস কর। ॥ ২ ॥

৪৩. সুমঙ্গল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিন ভগবান স্নান করিয়া একটিমাত্র পরিহিত চীবরে আছেন দেখিয়া আনন্দচিত্তে করতালি দিলেন। সেই চিত্ত-প্রসাদে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর অনতিদূরে এক গ্রামে দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম ছিল সুমঙ্গল। সে কৃষিকার্যে জীবনযাপন করিত। একদিন রাজা পসেনদি কোশল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়াছিলেন। মজুরেরা দানীয় উপকরণ বহন করিয়া আনয়নের সময় সেও দধিভাণ্ড লইয়া আসিতেছিল। ভিক্ষুসংঘের সম্মান সৎকার দর্শনে সে ভাবিল, 'এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখে শয়ন-ভোজন করিয়া বেশ নিরাপদে আছেন, আমিও প্রব্রজ্যা লাভ করিলে ভালো হয়।' তৎপর এক মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্য বিহারে কর্মস্থান ভাবনা করিতেছিলেন। এমন সময় উৎকণ্ঠিত হইয়া চীবর ত্যাগের ইচ্ছায় জ্ঞাতিকুলে গমন করিতেছিলেন। পথে এক কৃষককে কোমর বাঁধিয়া, ক্লিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া, শরীরে কাদা-জল মাখিয়া, বায়ু-রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া ক্ষেত্র কর্ম করিতে দেখিয়া বলিলেন, 'অহো, জীবন যাপনের জন্য এই ব্যক্তিরা কতই দুঃখ ভোগ করিতেছে।' ইহাতে তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইল। তখন এক বৃক্ষমূলে বসিয়া কর্মস্থানে মনোনিবেশ করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজের দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৩. হে সুমঙ্গল, সুমুক্ত হও সুমুক্ত হও সাধু, কৃষক যেমন কর্তনে, কর্ষণে ও কুদাল দ্বারা খননে কুব্জ না হইয়াও কুব্জের লক্ষণ দেখায়, তেমন আমি এই ত্রিবিধ লক্ষণ হইতে সুমুক্ত হইয়াছি। যদিও আমি গ্রামে কৃষকদের নিকটে অবস্থান করিতেছি, তবুও ভালো, সুমঙ্গল ধ্যান কর, ধ্যান কর ও অপ্রমত্ত হইয়া বাস কর। ॥ ৩ ॥

৪৪. সানু স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্য হস্ত-পদ-মুখ প্রক্ষালনের জল আনয়ন করিয়াছিলেন। শাস্তা ভোজন সময়ে হস্ত-পদ ধৌত করিবার ইচ্ছা করিলে সে পুনঃপুন জল আনিয়া দিল। তাহার প্রতি দয়া করিয়া ভগবান সেবা গ্রহণ করিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক উপাসকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। তখন তাহার পিতা প্রবাসে গিয়াছিল। ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলে উপাসিকা তাহার নাম রাখিল সানু। যখন সানুর বয়স সাত বৎসর হয়, তখন উপাসিকা তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। উপাসিকা ভাবিল, 'আমার সানু বিনা অন্তরায়ে বর্ধিত হইয়া অত্যন্ত সুখের ভাগী হইবে।' তখন তিনি জ্ঞানবান, সদাচারসম্পন্ন, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, সত্ত্বগণের হিতকামী, দেব-মনুষ্যদের প্রিয় সানু শ্রামণের নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার অতীত জন্মের মাতা যক্ষ যোনিতে জন্মিয়াছিল, তাহাকেও যক্ষগণ সানু স্থবিরের মাতা বলিয়া গৌরব করিত। একদা সানু শ্রামণেরের চিত্ত চীবর ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে, তাঁহার যক্ষিনী মাতা মনুষ্য মাতাকে বলিল, 'তুমি তাহাকে বল', 'সানু, তুমি বুদ্ধকে বর্জন করিও না, গোপনে বা প্রকাশ্যে পাপকর্ম করিও না, ইহা তোমার যক্ষিনী মাতার উপদেশ। যদি তুমি পাপকর্ম এখনো কর, ভবিষ্যতে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে না।'

এই গাথা বলিয়া যক্ষিনী মাতা অন্তর্হিত হইল। মনুষ্য মাতা তাহা শুনিয়া অতিশয় শোকার্ত হইল। সানু শ্রামণের পূর্বাহ্নে মাতার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাহার মাতা রোদন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 'মাত, আপনি কী কারণে রোদন করিতেছেন।' তোমার জন্য। 'মাত, কাহারও জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে অথবা কেহ বিদেশে থাকিলে মনুষ্যেরা রোদন করিয়া থাকে, আমি আপনার সম্মুখে আছি, আমার জন্য রোদন করিবেন কেন?'

হে পুত্র, ভগবান উপদেশ দিয়াছেন, 'যে শিক্ষা বা ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করিয়া গৃহী হয়, তাহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আর্য-বিনয়মতে চীবর ত্যাগই মৃত্যু। কামসুখ ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহে আসিয়া যে কামভোগ করিতে চায়, সে নিরয়মুক্ত হইয়া আবার নিরয়ে পতিত হয়, বাস্তবিকই তাহার মৃত্যু হয়। প্রিয় সানু, তুমিও তদ্রুপ নিরয়ে পড়িতে ইচ্ছা কর কি?' মাতার উপদেশ শ্রবণে সানু শ্রামণেরের চৈতন্য হইল। তিনি পুনরায় ভাবনায় নিবিষ্ট হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা

আবৃত্তি করিলেন।

> ৪৪. মাত, মনুষ্যেরা মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করিয়া থাকে, কারণ, তাহাকে আর জীবিতাবস্থায় দেখিবে না। মাতঃ, আপনি তো আমাকে জীবিত দেখিতেছেন, কেন মা আমার জন্য রোদন করিবেন? ॥ ৪ ॥

৪৫. রমণীয় বিহারী স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানকে কোরণ্ডপুষ্প দ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনকালে অতিশয় কামাতুর হইয়া পড়েন। একদা পরদার লঙ্ঘনকারীকে রাজপুরুষেরা বিবিধ দণ্ড দিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার অতিশয় সংবেগ উৎপন্ন হইল। পরে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। প্রব্রজিতকাল হইতে উত্তমরূপে বিহার পরিষ্কার করেন, পানীয় পরিভোগ্য জল তুলিয়া রাখেন ও মঞ্চপীঠ সুচারুরূপে পাতিয়া থাকেন। সেই কারণে রমণীয় বিহারী বলিয়া পরিচিত হন। এই প্রকারে তাহার কামরাগ বৃদ্ধি পাইলে শুক্র নষ্ট করিতে লাগিলেন। একদা নিজকে এই কুকর্মের জন্য ধিক্কার দিয়া 'অহো আমি এই পাপজীবনে শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বস্তু পরিভোগ করিতেছি' চীবর ত্যাগ করিবার ইচ্ছায় গমন করিয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন এক শাকটিকের গরু অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া নিম্নস্থানে পড়িয়া গেল। শাকটিক গরুটিকে যুগ-মুক্ত করিয়া তৃণ-জলদানে শ্রান্তিভাব দূর করিয়া পুনরায় গাড়িতে নিযুক্ত করিল। গাড়ি নিরাপদে চলিয়া গেল। স্থবির উহা দেখিয়া 'গরু একবার স্খলিত হইলেও পুনরায় উঠিয়া গাড়ি বহন করিয়া চলিয়া গেল' আমারও ক্লেশ নিবন্ধন একবার পতন হইলেও পুনরায় ভাবনায় মনোনিবেশ করা উচিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া উপালি স্থবিরের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্থবিরের পরামর্শে বিনয় মতে পাপের প্রতিকার করিয়া ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজের উপমা সহিত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৪৫. যেমন উত্তম বৃষভ একবার স্খলিত হইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমন সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক কোনো কারণে পতিত হইলেও, পুনরায় নিজের উদ্যোগবলে মুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ॥ ৫ ॥

৪৬. সমিদ্ধ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে সবৃন্তপুষ্প দ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক কুলঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ভূমিষ্ঠকাল হইতে সেই কুল ধন-ধান্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার দেহবর্ণও বেশ সুশ্রী হইয়াছিল। বিভবে ও গুণে সমৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল সমিদ্ধ। তিনি বিম্বিসার রাজার সময় বুদ্ধের প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। কঠোরভাবে ভাবনায় মনোযোগ দিলেন। তখন ভগবান তপোদারামে বাস করিতেছেন। তিনি চিন্তা করিলেন, 'বাস্তবিক সম্যকসম্বুদ্ধকে পাইয়া আমার বড়ই লাভ হইয়াছে, সুচারু ব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সঙ্গী স্থবিরগণ শীলবান।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হইল। পাপাত্মা মার তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণভাবে অনতিদূরে থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। স্থবির ভগবানকে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ভগবান বলিলেন, 'মার তোমাকে বিপথগামী করিবার ইচ্ছায় চিৎকার করিতেছে।' তুমি তাহা চিন্তা না করিয়া স্বীয় স্থানে যাইয়া বাস কর। স্থবির তথায় গমন করিয়া ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। স্থবির অর্হৎ হইয়াছেন, মার এই বিষয় না জানিয়া পুনরায় আসিয়া চিৎকার করিল। তখন স্থবির নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, 'তোমার মতো শত বা সহস্র মার আসিলেও আমার লোম কম্পন করিতে পারিবে না।' তখন নিজের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। তচ্ছ্রবণে মার সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল।

> ৪৬. আমি শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়াছি। গৃহীকুল হইতে শ্রমণকুলে আসিয়াছি। স্মৃতি ও প্রজ্ঞা আমার বর্ধিত হইয়াছে। অষ্ট সমাপত্তিতে আমার চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে। হে মার, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, কিন্তু উহাতে আমার বাধা জন্মাইতে পারিবে না। ॥ ৬ ॥

৪৭. উজ্জয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯২ কল্প পূর্বে তিষ্য বুদ্ধকে কণিকারপুষ্প দ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে সোত্থিয় ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল উজ্জয়। বয়ঃপ্রাপ্তে

ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া তথায় সারের অভাবে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট আগমনপূর্বক প্রব্রজিত হন। পরে অরণ্যে গমন করিয়া ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া ভগবানের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৪৭. হে বুদ্ধবীর, আপনাকে আমার নমস্কার হউক। যেহেতু সমস্ত ক্লেশ হইতে আপনি বিমুক্ত হইয়াছেন। আপনার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া আমি এখন কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা এই আসব চতুষ্টয়কে বিধ্বংস করিয়া অনাসব বা অর্হৎ হইয়া বাস করিতেছি। ॥ ৭ ॥

৪৮. সঞ্জয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় রত্নত্রয়ের উদ্দেশ্যে বহু পুণ্য করেন। নিজে দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও জনসাধারণের পুণ্যকার্যে যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে বিহারে আসিয়া বুদ্ধ বন্দনা করিতেন ও ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতেন। সেই পুণ্যফলে দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সঞ্জয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে ব্রহ্মায়ু ও পোস্করসাতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, তখনই শাস্তার নিকট আসিয়া ধর্ম শ্রবণপূর্বক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হন। পরে প্রব্রজিত হইয়া মস্তকের কেশ ছেদনকালে ক্ষুরপাত সময়ে ষড়্ভিজ্ঞ হন এবং এই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৪৮. আমি গৃহীকুল হইতে শ্রমণকুলে যেই হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি, সেই হইতে অনার্য দোষসংযুক্ত সংকল্প কীরূপ তাহা জানি নাই। অর্থাৎ কামবিতর্কাদি মিথ্যাবিতর্ক কোনো দিন উৎপাদন করি নাই। ॥ ৮ ॥

৪৯. রামণেয়্য স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক শিখী বুদ্ধকে পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ যখন জেতবন বিহার গ্রহণ করেন, তখন প্রব্রজিত হন। তিনি অরণ্যে গিয়া কর্মস্থান ভাবনা করিতেন। স্বীয় সম্পত্তির

ও প্রব্রজ্যার অনুকূল সদাচারে প্রসন্ন বলিয়া রামণেয়্যক নামে পরিচিত ছিলেন। একদা মার স্থবিরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ভীষণ চিৎকার করিয়া উঠিল। স্থির প্রকৃতি স্থবির 'মার এই শব্দ করিয়াছে' জানিয়া তৎপ্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্বক গাথা ভাষণ করিলেন। মারের প্রতি লক্ষ করিয়া গাথা ভাষণের পর স্থবির অর্হৎ হইলেন।

> ৪৯. হে মার, বর্তক পক্ষীদের নিত্য 'বিহ বিহ' রবতুল্য ও শাখামৃগ বা কলন্দকের রবতুল্য তোমার এই শব্দ, ইহাতে আমার চিত্ত বিচলিত হইবার নহে। আমার চিত্ত একাগ্রতার বা নির্বাণাভিমুখে নিরত। ॥ ৯ ॥

৫০. বিমল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় শঙ্খবাদক কুলে উৎপন্ন হন। একদা শঙ্খরবে বিপশ্বী বুদ্ধকে পূজা করেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় 'ভবিষ্যতে বিমল বিশুদ্ধ শরীর হউক' এই মনে করিয়া সুগন্ধ জলে বোধিবৃক্ষকে স্নান করাইলেন। চৈত্য-বোধির আসনসমূহ ধৌত করিয়া দেন। ভিক্ষুদের ক্লিষ্ট চীবর ধৌত করেন। এই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসবকালীন তাঁহার শরীরে পিত্ত-শ্লেষ্মাদি লিপ্ত ছিল না, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার শরীরে কিছু লগ্ন ছিল না।' বিশুদ্ধদেহে ভূমিষ্ঠ হন। সেই কারণে নাম হইয়াছিল বিমল। একদা রাজগৃহে বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হন। কোশল রাজ্যের এক পর্বত গুহায় ভাবনা করেন। একদিবস চারি দ্বীপ ব্যাপিয়া মহাবৃষ্টি হইতেছিল। সমস্ত বুদ্ধের সময়ে একই ক্ষণে সমস্ত চক্রবালে একসঙ্গে বৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থবির এই বৃষ্টির দরুন শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চিত্তও সুশান্ত হইল। সেইদিনই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া তুষ্টচিত্তে নিম্নোক্ত দান-গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৫০. মহাবৃষ্টি হইয়া ধরণী সিক্ত হইল, শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া মেঘ গর্জন হইতেছে। সেই শীতল বায়ুতে আমার দেহ শান্ত হইয়া চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে। তাই আমার যাবতীয় বিতর্ক উপশান্ত হইয়াছে। ॥ ১০ ॥

পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ বর্গ

৫১. গোধিক স্থবির, ৫২. সুবাহু স্থবির ৫৩. বল্লিয় স্থবির, ৫৪. উত্তিয় স্থবির

ইঁহারা পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের একজন সিদ্ধার্থ ভগবানকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া এক চামচ ভাত দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন প্রসন্ন চিত্তে বন্দনা, তৃতীয়জন পুষ্পপূজা ও চতুর্থ জন সুমন পুষ্পপূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মরণান্তে দেবলোকে উৎপন্ন হন। বহু জন্ম দেব-নরকুলে পুণ্যার্জন করিয়া কাশ্যপ ভগবানের সময় সকলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় চারি বন্ধু পাবাতে মল্লরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কোনো কার্যবশত তাঁহারা কপিলবাস্তুতে আগমন করেন। তখন শাস্তা কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে থাকিয়া যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। ঋদ্ধিপ্রভাবে শুদ্ধোদন প্রমুখ শাক্যরাজগণ দমিত হন। তাঁহারাও সেই ঋদ্ধি দর্শনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তাঁহারা অর্হৎ হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজা-মহারাজারা তাঁহাদের সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন। এক সঙ্গেই সকলে অরণ্যবাস করিতেন। একদা তাঁহারা রাজগৃহে উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বিসার তাঁহাদিগকে বর্ষাবাসের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের চারিজনের জন্য চারিটি কুটির বাঁধিয়া ছাউনি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্থবিরগণ সেই অনাচ্ছাদিত গৃহেই বাস করিতেন। বর্ষাকালে মেঘ বর্ষণ না করায় রাজা চিন্তা করিলেন, 'কি কারণে বৃষ্টি হইতেছে না।' তখন রাজা অনাচ্ছাদিত কুটিরের কথা স্মরণ করিয়া কুটির চারটি আচ্ছাদন করিয়া মৃত্তিকা লেপন ও মালাকর্মাদি সম্পাদনপূর্বক কুটিরোৎসব উপলক্ষে ভিক্ষুসংঘকে দান দিলেন। স্থবিরগণ রাজার প্রতি দয়া করিয়া কুটিরে প্রবেশপূর্বক মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন। তৎপর স্থবিরগণের ধ্যান হইতে উঠিবার সময়ে পূর্বদিক হইতে মেঘ উঠিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে গোধিক স্থবির মেঘ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিতে লাগিলেন।

৫১. মেঘ গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। আমার কুটির সুন্দররূপে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাই ঋতু-দুঃখ অভাবে সুখে

আছি। দরজা-জানালা থাকায় বায়ুর উপদ্রবও নাই। আমার চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে। হে মেঘ, যদি ইচ্ছা কর বর্ষণ কর।

৫২. [৫১ নং গাথার ন্যায়]

৫৩. আমি অপ্রমত্তভাবে বাস করিতেছি। [৫১নং গাথার সঙ্গে এই মাত্র পার্থক্য]

৫৪. আমি একাকী নিরাপদে বাস করিতেছি। [৫১নং গাথার সঙ্গে এই মাত্র পার্থক্য]

৫৫. অঞ্জনবনিয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় সুদর্শন নামে মালাকার ছিলেন। একদা ভগবানকে সুমনপুষ্পে পূজা করিয়াছিলেন। পরে কাশ্যপ ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর বৃজি-রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বৃজিরাজ্যে অনাবৃষ্টি ভয়, ব্যাধিভয় ও অমনুষ্যভয় এই তিনটি ভয় উৎপন্ন হয়। ভগবান বৈশালীতে আসিয়া যখন এই উপদ্রবত্রয় নিবারণ করেন, তখন তিনি প্রব্রজিত হন। তাঁহার সঙ্গে লিচ্ছবি রাজকুমারগণও প্রব্রজিত হন। তিনি সাকেত প্রদেশের অঞ্জন বনে এক শ্মশানে বাস করিতেন। যখন বর্ষা আসন্ন হয়, তখন মনুষ্যগণের পরিত্যক্ত একখানি জীর্ণ আসন্দি (হেলানি চেয়ারবিশেষ) পাইয়া চারিটি পাষাণে স্থাপন করিয়া তৃণ দ্বারা উপরিভাগে ও পার্শ্বদেশে আচ্ছাদন করিলেন। সেই তৃণ কুটিরে বর্ষাবাসের প্রথম মাসেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও গাথা ভাষণ করিলেন।

৫৫. অঞ্জন বনে আসন্দিকে (হেলানি চেয়ারকে) কুটিরের মতো নির্মাণ করিয়া তথায় প্রবেশ করি। ত্রিবিধ বিদ্যা প্রথম বর্ষায় প্রাপ্ত হই ও বুদ্ধের শাসনে অর্হত্ত্বফল লাভ করি।

৫৬. কুটিবিহারী স্থবির

পদুমুত্তর ভগবান যখন আকাশপথে গমন করিতেছিলেন, তখন ইনি শীতল জল প্রদানের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বদিকে জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া আকাশে থাকিয়াই জল গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ জল গ্রহণ করিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনা করিতেন। একদা সায়ংকালে ক্ষেত্রের সমীপস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বৃষ্টি আসিলে ক্ষেত্রপালের শূন্য তৃণ-

কুটিরে প্রবেশপূর্বক তৃণোপরি বসিলেন।' তথায়ই ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া বসিয়াছেন, ইত্যবসরে ক্ষেত্রপাল আসিয়া 'কুটিরে কে?' জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিলেন, 'কুটিরে ভিক্ষু।' বন্ধু ক্ষেত্রপাল, আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা তুমি বিশ্বাস কর। তোমার এই কুটির নির্মাণ সার্থক হইয়াছে। কারণ অর্হৎ এই কুটিরে আছেন। যদি তুমি অনুমোদন কর, দীর্ঘকাল সুখী হইতে পারিবে। ক্ষেত্রপাল সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'বাস্তবিক আমার কুটির নির্মাণ সার্থক হইয়াছে; যেহেতু আর্য আমার কুটিরে বসিয়াছেন।' ভগবান দিব্যকর্ণে তাঁহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা দ্বারা ক্ষেত্রপালকে অনুমোদন করিলেন।

> ৫৬. আমার কুটিরে কে? বন্ধু, তোমার কুটিরে বীতরাগ সমাহিতচিত্ত ভিক্ষু। আজ হইতে তোমার কুটির নির্মাণ সার্থক হইয়াছে বলিয়া জানিয়া রাখ বা মনে ধারণা কর।

৫৭. দ্বিতীয় কুটিবিহারী স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধকে গ্রীষ্মকালে বংশনির্মিত একখানি পাখা দান দিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মকথা বলিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ইনিও প্রব্রজিত হইয়া এক পুরাতন কুটিরে ভাবনা করিতেছিলেন। ভাবনার সময়ে চিন্তা করিলেন, 'এই কুটির জীর্ণ হইয়াছে, একখানি নতুন কুটির তৈয়ার করিতে হইবে।' তখন তাঁহার হিতকামী এক দেবতা সংবেগ উৎপাদানার্থ গম্ভীরার্থযুত গাথা বলিলেন। গাথা শ্রবণে স্থবির অর্হৎ হইয়া পুনরায় সেই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৫৭. হে ভিক্ষু, এই কুটির জীর্ণ বলিয়া আপনি অন্য একখানি নতুন কুটির ইচ্ছা করিতেছেন। কুটিরের প্রতি তৃষ্ণা ত্যাগ করুন, অন্য নতুন কুটির করা বড়ই দুঃখজনক। অর্থাৎ হে ভিক্ষু, পুনরায় জন্মগ্রহণ বড়ই দুঃখকর, সেই কারণে নতুন দুঃখ উৎপাদন করিবেন না। এই দেহেই থাকিয়া দুঃখরাশিকে ক্ষয় করুন।

৫৮. রমণীয় কুটিক স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুশল-বীজ বপন করেন। পুনঃ ১৮ কল্প পূর্বে অর্থদর্শী ভগবানকে আসন দান করেন ও পুষ্পপূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করেন।

গৌতম বুদ্ধের সময় প্রব্রজিত হইয়া বৃজিরাজ্যে গ্রামের বিহারে বাস করিতেন। সেই বিহার অতিশয় রমণীয় ছিল। তিনি তথায় বাস করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। বিহারখানি অতিশয় রমণীয় বলিয়া বহুলোক বিহার দেখিতে আসিত। একদিন কয়েকজন নষ্ট-চরিত্রা স্ত্রী বিহার দেখিতে আসিয়া ভাবিল, বিহারখানি যেরূপ রমণীয়, বাস্তবিক যিনি এই বিহারে বাস করেন, তিনি নিশ্চয় আমাদের প্রতি আসক্ত হইবেন। এই অসদাভিপ্রায়ে স্থবিরের নিকট আসিয়া বলিল,'ভন্তে, আপনার বাসস্থান অতিশয় রমণীয়, আমরাও রমণীয়া রূপা ও প্রথম যৌবনে স্থিতা' এইরূপে স্ত্রী-মায়া দেখাইতে লাগিল। স্থবির নিজের বীতরাগভাব দেখাইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে তাহারা অধোমুখে চলিয়া গেল।

> ৫৮. আমার কুটির যে রমণীয়, উহা শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বলিয়া মনোরম হইয়াছে। আমার কামভোগের কথা দূরে থাকুক, সেবার জন্যও কুমারীর প্রয়োজন নাই। হে নারীগণ, যেই কামভোগীদের প্রয়োজন, তথায় তোমরা গমন কর।

৫৯. কোশলবিহারী স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে কুশলবীজ বপন করিয়া সেই হইতে বহু পুণ্যকার্য করিয়াছিলেন। ইনিও গৌতম বুদ্ধের সময় প্রব্রজিত হইয়া কোশলরাজ্যে এক উপাসককুলের সাহায্যে অরণ্যে বাস করিতেন। একদা উপাসক তাঁহাকে বৃক্ষমূলে দেখিয়া একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া দেন। কোশলরাজ্যে বহুদিন ছিলেন বলিয়া তিনি কোশলবিহারী স্থবির নামে পরিচিত। স্থবির কুটিরাশ্রয়ে নিরাপদে থাকিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং এই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ৫৯. আমি শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়াছি। উপাসক অরণ্যে আমার জন্য একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই কুটিরে অপ্রমত্ত, দৃঢ়বীর্য ও স্মৃতি-সহকারে বাস করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হই।

৬০. সীবলী স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকটে ধর্ম শ্রবণার্থ গমন করিয়া পরিষদের প্রান্তভাগে বসিলেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে 'লাভীশ্রেষ্ঠ' উপাধি

প্রদান করেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমারও ভবিষ্যতে লাভীশ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করা উচিত।' তৎপর সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আমি এই দানফলে অন্যপদ প্রার্থনা করি না, লাভীশ্রেষ্ঠ পদই প্রার্থনা করি।' ভগবান বলিলেন, গৌতম বুদ্ধের সময় তুমি লাভীশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইবে।' তিনি সেই হইতে বিবিধ কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতী নগর হইতে অনতিদূরে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে বন্ধুমতীর উপাসকেরা রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া বুদ্ধকে দান দিতেছিলেন। একদা তাঁহারা একত্র হইয়া দান দিবার সময় 'আমাদের দানমহে, (দানোৎসবে) কী কী বস্তু নাই, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, 'মধু, গুড় ও দধি এই তিনটি বস্তুর অভাব। তৎপর তাঁহারা নগরের প্রবেশদ্বারে লোক বসাইয়া দিলেন, তখন এই কুলপুত্র গুড় ও দধি লইয়া নগরে আসিতেছিলেন, পথের মধ্যে মুখ প্রক্ষালনের জন্য গিয়া এক দণ্ডমধুও লাভ করিলেন। সেই সময় চৌকিদারেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই গুড় ও দধি কাহার উদ্দেশ্যে নিতেছেন? তিনি বলিলেন, 'কাহারও জন্য নহে, বিক্রির জন্য নিতেছি।' তাহা হইলে এক কার্ষাপণ মূল্য লইয়া এইগুলি আমাদিগকে প্রদান করুন। তিনি ভাবিলেন, এই জিনিস দুইটির মূল্য সামান্য, অথচ ইহারা বেশি দিয়া নিতে চায়; একবার পরীক্ষা করা উচিত। এক কার্ষাপণ হইতে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সহস্র কার্ষাপণে যখন আসিল, তখন তিনি ভাবিলেন, আর মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত নহে। এখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। মহাশয়গণ, এই বস্তু দুইটির মূল্য অতি অল্প, অথচ আপনারা বেশি দিতেছেন, ইহা কোন কাজের জন্য চাহিতেছেন? মহাশয়, নগরবাসীরা রাজার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধকে দান দিতেছেন, অথচ এই দানে এই জিনিসগুলির অভাব আছে, যদি উহা দেওয়া না হয়, নগরবাসীরা পরাজিত হইবে। সেই কারণে আমরা হাজার কার্ষাপণ দিয়া লইতেছি। তাহা হইলে এই দান কি কেবল নগরবাসীরা করিবে, না অন্য কেহও করিতে পারে? এই দান সকলে করিতে পারে, ইহা সর্বজনীন দান। এই দানে একদিনে হাজার কার্ষাপণ দাতা কেহ আছে কি না? না বন্ধু! যদি তাহাই হয়, আপনারা জানেন কি এই গুড় ও দধির মূল্য যে সহস্র কার্ষাপণ? হ্যাঁ জানি। আপনারা এখন নগরবাসীদের নিকট যাইয়া বলুন, 'এক পুরুষ মূল্য না লইয়া স্বহস্তে দিতে চায়, ইহাতে আপনারা অন্যথা ভাবিবেন না। আপনারাও আমার সৎকার্যে সঙ্গী হউন।' তৎপর তিনি বাড়ি হইতে বাজারের জন্য যে

এক মাসা আনিয়াছিলেন, তদ্বারা পঞ্চকটু লইয়া চূর্ণ করিলেন। মধুপটল নিষ্পীড়ন করিয়া এক পদ্মপত্রে মধু গ্রহণপূর্বক পঞ্চকটু চূর্ণ মিশাইলেন ও পরিস্রুত করিলেন। তৎপর বুদ্ধের সমীপে গিয়া বলিলেন, 'ভগবন, দরিদ্রের এই উপহার অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। ভগবান চারি মহারাজ প্রদত্ত পাত্রে ওই মধু লইয়া অধিষ্ঠান করিলেন যে, 'এই মধু ৬৮ লক্ষ ভিক্ষুকে দিলেও নিঃশেষ না হউক।' কুলপুত্র বুদ্ধের ভোজনান্তে তাঁহার নিকট গমনপূর্বক বন্দনা করিয়া বলিলেন,'ভগবন, আজ বন্ধুমতী নগরবাসীদের দান স্বচক্ষে দেখিলাম, আমি যে দান করিয়াছি, এই দানফলে লাভ-যশের যাহাতে ভাগী হইতে পারি।' ভগবান আশীর্বাদ করিলেন 'তাহাই হউক।' তৎপর শাস্তা তাঁহার ও নগরবাসীদের দানানুমোদন করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই কুলপুত্র গৌতম বুদ্ধের সময় রাজকন্যা সুপ্রবাসার গর্ভে উৎপন্ন হন। গর্ভগ্রহণ হইতে সায়ং-প্রাতঃ পঞ্চশত উপহার দান দিতেন। রাজকন্যার পুণ্য-প্রভাবে সমস্ত অফুরন্ত হইয়াছিল; তিনি যাহা স্পর্শ করিতেন, তাহা নিঃশেষ হইত না। সাত বৎসর যাবৎ গর্ভধারণ করিয়া প্রসবকালীনও সাত দিন মহাদুঃখ ভোগ করিলেন। তখন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি দান দিতে চাই। আপনি ভগবানের নিকট যাইয়া নিবেদন করুন। ভগবান যাহা বলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তাহাই বলিবেন।' রাজা ভগবানকে সুপ্রবাসার প্রণতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বলিলেন, 'সুপ্রবাসা সুখিনী হউক ও নিরাপদ প্রসব করুক।' রাজা এই সংবাদ লইয়া গ্রামের দিকে আসিতেছেন, তাঁহার আগমনের পূর্বেই বিনাকষ্টে প্রসব হইয়া গিয়াছে। এইদিকে অশ্রুপূর্ণ জ্ঞাতিগণ হাসিতে লাগিলেন। এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন মানসে লোকজন রাজারদিকে ধাবিত হইল। পথে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'বোধ হয় বুদ্ধের বচনে সুপ্রসব হইয়াছে।' রাজা বাড়িতে আসিয়া বুদ্ধের আশীর্বাদ বচন বলিলেন। রাজধীতা বলিলেন, 'আপনার জীবিত ক্রিয়ার নিমন্ত্রণ মঙ্গল-নিমন্ত্রণে পরিণত হইবে। ভালো, এখন যাইয়া সাত দিনের জন্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসুন। রাজা তাহাই করিলেন। সুপ্রবাসা সাত দিন মহাদান দিলেন। পুণ্যবান শিশু সকলের সন্তপ্ত চিত্তকে শীতল করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নাম রাখিলেন সীবলী। বালক সাত বৎসর গর্ভে ছিলেন বলিয়া জন্ম হইতেই সকল কাজে পটু হইয়াছিলেন। ধর্মসেনাপতি সাত দিন বয়স্ক বালকের সঙ্গে আলাপ করিয়া বলিলেন, 'এত দীর্ঘদিন দুঃখ ভোগ করিয়া তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত নহে কি?'

ভন্তে, যদি প্রব্রজ্যা দেন, আমি গ্রহণ করিব। সুপ্রবাসা বালককে ধর্মসেনাপতির সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, আমার পুত্র আপনার সহিত কি আলাপ করিতেছে? উপাসিকে, গর্ভ দুঃখ সম্বন্ধেই আলাপ। যদি তোমার অনুমিত হয় সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সাধু ভন্তে, আপনি আমার বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। স্থবির বালককে বিহারে আনিয়া 'ত্বক-পঞ্চক' কর্মস্থান সহিত প্রব্রজ্যা দিয়া বলিলেন, 'দেখ সীবলী, তোমাকে অন্য উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই, তুমি সাত বৎসর যে মহাদুঃখ পাইয়াছিলে, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ কর।' ভন্তে, প্রব্রজ্যা দেওয়াই আপনার উপর নির্ভর; যাহা আমাকে করিতে হইবে, তাহা আমি প্রাণপণে দেখিব। তাঁহার কেশচ্ছেদনের প্রথম ক্ষুরের টানে স্রোতাপত্তি, দ্বিতীয় টানে সকৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী ও চতুর্থ টানে অর্হত্ত্বফল লাভ হইল। তাঁহার প্রব্রজ্যা দিন হইতে ভিক্ষুসংঘের লাভ-সৎকার ইচ্ছামত উৎপন্ন হইল। যখন ভগবান শ্রাবস্তীতে ছিলেন, তখন সীবলী তথায় গিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আমাকে পঞ্চশত ভিক্ষু প্রদান করুন। আমার পুণ্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।' তিনি পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া প্রথম হিমালয় অভিযান করিলেন। রাস্তায় নিগ্রোধবৃক্ষে স্থিতা দেবতা সাত দিন দান করিলেন। গন্ধমাদন পর্বতে নাগদত্ত দেবরাজ সাত দিনের মধ্যে একদিন ক্ষীরভাত, একদিন সর্পিভাত দান করিলে ভিক্ষুরা বলিলেন, 'এই দেবরাজের ধেনু দোহন করিতে ও দধি মন্থন করিতে দেখা যায় না, কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।' দেবরাজ বলিলেন, 'ইহা সীবলী স্থবিরের কাশ্যপ বুদ্ধকে ক্ষীরভাত দানের ফল।' এই প্রকারে তিনি লাভীশ্রেষ্ঠ 'সীবলী স্থবির' বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াই এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

> ৬০. আমি বিদ্যা ও বিমুক্তিকে অনুসন্ধান করিয়া মান অনুশয়কে উচ্ছেদ করিয়াছি। যেই কারণে আমি কুটিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমার সেই সংকল্প পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম বর্গ

৬১. বপ্প স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরের এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'অমুক অমুক স্থবির ভগবানের ধর্ম প্রথমেই গ্রহণ করিয়াছিলেন' শুনিয়া বুদ্ধের নিকটে গমনপূর্বক প্রার্থনা করিলেন যে, 'ভগবন, আমি ভবিষ্যৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করি।' এই বলিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। তৎপর জন্মে জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে বাশিষ্ট ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল বপ্প। যখন অসিত মুনি 'সিদ্ধার্থ কুমার সর্বজ্ঞ হইবেন' বলিয়াছিলেন, তখন কোণ্ডঞ্ঞ প্রমুখ ব্রাহ্মণ পুত্রগণের সহিত তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। স্থির করিলেন যে, 'যখন সিদ্ধার্থ কুমার সর্বজ্ঞ হইবেন, তখন তাঁহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিব।' তাই উরুবেলায় ছয় বৎসর সিদ্ধার্থের সাধনাকালে, তাঁহাকে সেবা করেন। সিদ্ধার্থ অনশনক্লিষ্ট হইয়া যখন আহার করিলেন, তখন তাঁহারা ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ইসিপতনে চলিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সপ্ত সপ্তাহ বোধিসমীপে বাস করিবার পর ইতিপতনে গমনপূর্বক 'ধর্মচক্র' দেশনা করিলে তিনি প্রতিপদ দিবসে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হন। পঞ্চমী তিথিতে সকলে অর্হৎ হন। অর্হৎ হইয়া পৃথগ্জনের দোষ দেখিয়া ও আর্যপুদ্গালের গুণ দেখিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৬১. প্রজ্ঞাবান দর্শনসম্পন্ন মহাপুরুষ আর্য-জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জ্ঞানীজনকে ও অজ্ঞানীজনকে জানিয়া থাকেন। প্রজ্ঞাচক্ষুহীন বাল ব্যক্তি জ্ঞানীজনকে ও অজ্ঞানীজনকে জানিতে পারে না।

৬২. বজ্জীপুত্তক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে নাগপুষ্পকেশর দ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় অমাত্যকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল বজ্জীপুত্ত। তিনি বৈশালীতে বুদ্ধের প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। বৈশালীর অনতিদূরে এক বনে কর্মস্থান ভাবনা করেন। তখন বৈশালীতে এক উৎসব ছিল। স্থানে স্থানে নৃত্য-সঙ্গীত হইতেছিল। ইহাতে জনসংঘ অতিশয়

প্রমত্ত হইয়াছিল। তিনি তাহা শুনিয়া অস্থির চিত্তে কর্মস্থান পরিত্যাগপূর্বক গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

'আমরা বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, একাকী অরণ্যে বাস করিতেছি। এমন উৎসব রাত্রিতে উৎসব ভোগে বঞ্চিত হইলাম, আমার ন্যায় পাপী আর কে আছে!'

সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থবিরের গাথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, আপনি অরণ্যবাসকে নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু বিবেককামীরা অরণ্যকে বড়ই গৌরব করিয়া থাকেন। আপনি নির্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া অন্যায় বিতর্কে কেন ব্যস্ত হইবেন।' ভিক্ষু দেবতার বাক্যে কশাঘাতপ্রাপ্ত অশ্বতুল্য উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবনায় মনোনিবেশপূর্বক অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবতার গাথার সহিত নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৬২. যদিও আমরা বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় একাকী বাস করিতেছি, তথাপি আমার হিতকামী বহু কুলপুত্র আমাকে ভালোবাসিয়া থাকেন, যেমন নিরয়গামীরা স্বর্গগামীদের প্রতি দয়া করিয়া থাকে, অর্থাৎ কবে এই নিরয়-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ লাভ করিব।

৬৩. পক্ষ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে যক্ষ সেনাপতি হইয়া বিপশ্বী বুদ্ধকে দিব্যবস্ত্রে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় দেবদহ নগরে শাক্যরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সম্মোদ কুমার। বাল্যকালে বাতরোগে তাঁহার চরণ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল; কিছুদিন আঁতুরের মতো বাস করেন। সেই কারণে নাম হইয়াছিল পক্ষ। পরে আরোগ্য হইলেও পক্ষ নাম আর ঘুচাইতে পারেন নাই। তিনি বুদ্ধের জ্ঞাতি সমাগমে প্রাতিহার্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। অরণ্যে গমনপূর্বক কর্মস্থান ভাবনা করেন। একদা গ্রামে পিণ্ডার্থ গমনকালে বৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে এক কুলাল পক্ষী মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইতেছিল, বহু পক্ষী তাহাকে তাড়া দেওয়াতে মাংসখণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিল। তখন অন্য এক কুলাল পক্ষী মাংসখণ্ড লইলে, অন্য একটি কুলাল তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইল। স্থবির এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া

ভাবিলেন,‘যেমন এই মাংসখণ্ড তেমন কামরতি, কামরতি সাধারণের উপভোগ্য, ইহাতে বড়ই দুঃখ মিশ্রিত ‘এই ভাবে তিনি কামভোগের দোষ, সংসার ত্যাগের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনিত্যাদি ভাবনায় মনোনিবেশপূর্বক পিণ্ডচারণে প্রবেশ করিলেন। ভোজনান্তে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৬৩. যাহারা কুশলধর্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদের পতন হয় বা নরকাদিতে তাহারা গমন করে। গৃধ্ন বা তৃষ্ণাপরবশ ব্যক্তিরা পুনঃপুন ভবে আসিয়া দুঃখ পাইয়া থাকে। ভাবনাকৃত্য সম্পাদনকারী আর্যগণ নির্বাণে রমিত হন ও ধ্যানসুখ দ্বারা নির্বাণ সুখকে অধিগত করিয়া থাকেন।

৬৪. বিমল কোণ্ডঞ্‌ঞ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা পরিষদ পরিবৃত বুদ্ধকে চারিটি সুবর্ণ পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। ভগবান তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এমনভাবে ঋদ্ধি করিলেন যে চারিদিক সুবর্ণ আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঋদ্ধি দর্শনে বুদ্ধগুণ হৃদয়ে অঙ্কিত করেন এবং কিছুকাল পরে মরণান্তে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। পুনরায় গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অম্বপালির গর্ভে উৎপন্ন হন। রাজা তরুণকালে অম্বপালির রূপবিভূতির কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে কয়েকজন যুবকের সহিত বৈশালীতে গমনপূর্বক একরাত্রি অম্বপালির সহিত বাস করেন। তখন এই দেবপুত্র অম্বপালির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অম্বপালি গর্ভ সঞ্চার কারণ রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা নিজের পরিচয় দিয়া তাহাকে যথেষ্ট ধন প্রদানপূর্বক চলিয়া আসেন। অম্বপালি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাহার নাম রাখিল বিমল কোণ্ডঞ্‌ঞ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে বৈশালীতে বুদ্ধের প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ৬৪. আমি আম্রবৃক্ষে উৎপন্ন অম্বপালির গর্ভে রাজা বিম্বিসারের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রজ্ঞারূপ কেতু দ্বারা মানরূপ কেতু ধ্বংস করিয়াছি। মহাকেতু স্বরূপ ক্লেশ মারকেও ধ্বংস করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়াছি।

৬৫. উক্ষেপকটবচ্ছ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবানের জন্য একখানি ধর্মশালা নির্মাণ সময়ে একটি স্তম্ভের অকুলান হইয়াছিল, তিনি সেই স্তম্ভটি দান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্রনাম বচ্চ ছিল। পরে ভগবানের ধর্ম শ্রবণে প্রব্রজিত হন। কোশল রাজ্যের এক গ্রাম্য বিহারে অতিথি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বিনয়, এই সূত্র, এই অভিধর্ম বলিয়া বিভাগ করিতে জানেন না। সারিপুত্র স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হন। এই প্রকারে ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়া রূপারূপ ধর্মে জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। একদা গৃহস্থ-প্রব্রজিতদিগকে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করেন।

> ৬৫. এই ভিক্ষু সমাগত ভিক্ষুগণের নিকটে বহু বৎসর ব্যাপিয়া বুদ্ধবচন শিক্ষা করেন এবং (ফল সমাপত্তিসুখে ও দেশনা ভেদে) অতিশয় আনন্দের সহিত সেই ত্রিপিটক শাস্ত্রোক্ত বিমুক্তিফল প্রদান মানসে গৃহস্থদিগকে ভাষণ করিতে লাগিলেন।

৬৬. মেঘিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বিপশ্বী বুদ্ধের নির্বাণকাল আসন্ন। ভূমিকম্পনাদি দেখিয়া জনসংঘ ভীত হইয়া পড়ে। বেস্সবণ মহারাজ বুদ্ধের নির্বাণ কারণে এইসব হইতেছে বলিয়া লোকদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া জনসংঘ সংবেগপ্রাপ্ত হইল। এক কুলপুত্র বুদ্ধের প্রভাব শ্রবণে অতিশয় আনন্দ জ্ঞাপন করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল মেঘিয়। তিনি ভগবানের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একদা ভগবান জালিকায় বনে বাস করিবার সময়ে তিনি কিপিল্লিকা নদীতীরে রমণীয় আম্রবন দেখিয়া তথায় বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধ দুইবার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তৃতীয় বারে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া মিথ্যা বিতর্কের দরুন সমাধি

লাভে অসমর্থ হইলেন, পুনরায় ভগবানের নিকটে আগমনপূর্বক সেই বিষয় বলিলেন। বুদ্ধ 'অপরিপক্ব অবস্থায় চিত্তবিমুক্তি হয় না' বলিয়া উপদেশ দিলেন। তচ্ছ্রবণে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৬. সর্বধর্মে পারদর্শী মহাবীর বুদ্ধ আমাকে অনুশাসন করিলেন, আমি বুদ্ধের সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অপ্রমত্তভাবে তাঁহার নিকটে বাস করি। এখন আমি ত্রিবিধ বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে শীলাদি পূর্ণ করিয়াছি।

৬৭. একধর্মশ্রবণীয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় বৃক্ষদেবতা হইয়া উৎপন্ন হন। কয়েকজন ভিক্ষু রাস্তা ভুলিয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক ভোজন দান করেন এবং স্বীয় স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় বারাণসীরাজ কিকী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজপুত্র পৃথিবীন্ধর রাজা হইলেন। তাঁহার পুত্র সুযাম, সুযামের পুত্র কিকী ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে শাসন অন্তর্হিত হওয়ায় ধর্মশ্রবণও দুর্লভ হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, 'যিনি ধর্মদেশনা করিবেন, তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন।' তথাপি একজন ধর্মদেশকও না পাইয়া ভাবিলেন, 'আমার পিতা পিতামহের সময়ে ধর্মদেশক সুলভ ছিলেন, এখন চতুষ্পদী গাথা বলিতে পারেন, এমন লোকও দুর্লভ। যাবৎ ধর্মসংজ্ঞা বিনষ্ট না হয়, তাবৎ প্রব্রজ্যা লাভ করা উচিত। তিনি রাজত্ব ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ আসিয়া 'অনিচ্চা বত সঙ্খারা' গাথা ভাষণ করিলেন। তিনি সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সেতব্যনগরে এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবান সেতব্যনগরের সিংসপা বনে ছিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া বুদ্ধকে বন্দনাপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া 'অনিচ্চা বত সঙ্খারা' ধর্মদেশনা করেন। তাঁহার এই অনিত্য দেশনা পূর্ব পরিচিত হেতু সংবেগ উৎপন্ন হইল। তখনি প্রব্রজিত হইয়া দুঃখ ও অনাত্ম সংজ্ঞায় মনোনিবেশপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। একবার মাত্র ধর্ম শ্রবণে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হেতু 'একধর্মশ্রবণীয়' নামে তিনি পরিচিত। অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৭. আর্য জ্ঞানাগ্নি দ্বারা আমার যাবতীয় তৃষ্ণা দগ্ধ হইয়াছে।

কর্মভবাদিতে জন্ম গ্রহণের হেতু সমুহত হইয়াছে। জন্মরূপ-সংসার বিশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার পুনরায় জন্ম হইবে না।

৬৮. একুদানিয়া স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় যক্ষ সেনাপতি হইয়া উৎপন্ন হন। বুদ্ধের পরিনির্বাণ হইলে তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে, 'বাস্তবিক আমার বড়ই অলাভ হইয়াছে, আমি ভগবান থাকিতে দানাদি পুণ্যকর্ম করিতে পারিলাম না।' এই চিত্ত করিয়া তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। একদা সাগর নামক বুদ্ধের একজন শ্রাবক তাঁহার শোক দূর করিয়া শাস্তার স্তূপপূজায় নিয়োগ করিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর স্তূপ পূজা করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে সময়ে সময়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই সময় ভগবান 'অধিচেতসো' গাথা দ্বারা শ্রাবকদিগকে সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি গাথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন ও বিশ হাজার বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করিলেন। জ্ঞানের অপরিপক্বতা বিধায় মার্গফল লাভ করিতে পারিলেন না। মরণান্তে দেবলোকে জন্মগ্রহণপূর্বক গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের জেতবন বিহার গ্রহণ দিবসে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে অরণ্যে ভাবনা করিতেন। সময়ে ভগবানের নিকটে আসিতেন। একদা ভগবান সারিপুত্র স্থবিরকে অর্হত্ত্বফল চিত্তে অবস্থিত দেখিয়া উদান গাথা ভাষণ করিলেন। তিনি সেই গাথা শুনিয়া পুনঃপুন ভাবনা করিতে লাগিলেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হইল 'একূদানিয়'। এক দিবস চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। পরে সারিপুত্র স্থবিরের অনুরোধে তিনি এই গাথা ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

৬৮. অর্হত্ত্বফল চিত্তপরায়ণ, অপ্রমত্ত, সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মে শিক্ষিত, উপশান্ত, সর্বদা যিনি স্মৃতিশীল তাদৃশ অর্হৎ মুনির শোক উৎপন্ন হয় না।

৬৯. ছন্ন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক

কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা সিদ্ধার্থ বুদ্ধ একটি বৃক্ষমূলে যাইতেছেন দেখিয়া তিনি পাতা দ্বারা একখানি আসন পাতিয়া দিলেন ও আসনের চারিদিকে পুষ্প ছড়াইয়া পূজা করিলেন। তিনি সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শুদ্ধোদন মহারাজার গৃহে দাসীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল ছন্ন। সিদ্ধার্থের জন্মক্ষণে তাঁহারও জন্ম হয়। তিনি ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হন। বুদ্ধের প্রতি দয়া করিয়া তিনি সর্বদা বলিতেন, 'আমাদের বুদ্ধ, আমাদের ধর্ম।' এই মমতা কারণে স্নেহ-বিচ্ছেদ করিতে না পারিয়া বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় ধ্যান-সাধনায় উন্নতি করিতে পারিলেন না। যখন ভগবান নির্বাণশয্যায় শায়িত হন, তখন ছন্নকে 'ব্রহ্মদণ্ড' দিবার জন্য আদেশ করিয়া যান। বুদ্ধের নির্বাণের পরে ভিক্ষুরা তাঁহাকে 'ব্রহ্মদণ্ড' প্রদান করিলে তিনি অতিশয় সংবেগপ্রাপ্ত হন। সেই সংবেগে স্নেহ-বিচ্ছেদ করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৬৯. সর্বজ্ঞতারূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভী বুদ্ধকর্তৃক শীলাদি গুণরসযুক্ত মহৎ চতুরার্যসত্য-ধর্ম দেশিত হইয়াছে। আমি তাহা শুনিয়া অমৃত বা নির্বাণ লাভের কারণে অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই ভগবান কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যাযোগ বিমুক্ত নির্বাণপথের সুদক্ষ দেশক।

৭০. পুণ্ন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বুদ্ধশূন্য সময়ে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণশিল্প শিক্ষার পর কামভোগের দোষ দেখিয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক হিমবন্ত পর্বতে গমন করেন। তথায় এক পর্ণকুটিরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনতিদূরে পর্বত-গুহায় এক পচ্চেক বুদ্ধ পীড়িত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পরিনির্বাণ সময়ে মহৎ আলোক উৎপন্ন হয়। তিনি সেই আলোক দেখিয়া, 'কেন এই আলোক উৎপন্ন হইল' তাহা পরীক্ষা করিবার মানসে ইতঃস্তত ভ্রমণপূর্বক গুহায় পরিনির্বাপিত পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিয়া সুগন্ধ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। তৎপর পচ্চেক বুদ্ধের দাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুগন্ধজলে শ্মশান নিবাইয়া দিলেন। তখন এক দেবপুত্র আকাশে থাকিয়া 'সাধু! সাধু! সৎপুরুষ, আপনি বহু পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, এই পুণ্য-প্রভাবে সুগতি লাভ করিয়া পুণ্ন নামে পরিচিত হইবেন।' পরে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় সুণাপরন্ত জনপদে

সুপ্পারক পট্টনে গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল পুণ্ন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে বাণিজ্য কর্ম বিধায় মহাশকট সহিত শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে আছেন। তিনি শ্রাবস্তীবাসী উপাসকদের সহিত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। সেবা-শুশ্রুষা দ্বারা আচার্য-উপাধ্যায়ের প্রীতি সম্পাদন করেন। তিনি একদিন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করুন, আমি এই ধর্ম শুনিয়া সুণাপরন্ত জনপদে বাস করিব। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, 'পুণ্ন, চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে' ইত্যাদি উপদেশ বুদ্ধ সিংহনাদে তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া সুণাপরন্ত জনপদে সুপ্পারক পট্টনে অবস্থানপূর্বক কর্মস্থানে মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। তাঁহার ধর্মদেশনায় বহু মনুষ্য বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হইল। পাঁচশত উপাসক ও পাঁচশত উপাসিকাদিগকে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। রক্তচন্দন কাষ্ঠে চন্দনশালা নামে এক গন্ধকুটির নির্মাণ করাইয়া বলিলেন 'ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত আসিয়া এই চন্দনশালা গ্রহণ করুন' পুষ্পদূত দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান ঋদ্ধিবলে আগমন করিয়া চন্দনশালা গ্রহণ করিলেন এবং অরুণোদয়ের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্থবির পরিনির্বাণকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৭০. দেব-মনুষ্যলোকে শীলই শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাই (প্রজ্ঞাবান) উত্তম। এই শীল-প্রজ্ঞাবলে কামক্লেশ পরাজিত হয়।

সপ্তম বর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম বর্গ

৭১. বচ্ছপাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণশিল্পে দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি পরিচর্যায় রত হন। একদিন সুমহৎ কাংস্যপাত্রে পায়স লইয়া পূজনীয় পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধকে আকাশে চঙ্ক্রমণ করিতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য হইয়া, ভগবানকে বন্দনা করিয়া পায়স দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া পায়স গ্রহণ করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন বচ্ছপাল। তিনি বিম্বিসার সমাগমে উরুবেল কাশ্যপ স্থবিরের সহিত বুদ্ধের ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং প্রব্রজ্যা লাভের সপ্তাহকাল মধ্যে ষড়ভিজ্ঞ হইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৭১. যিনি অতিশয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে জন্ম-মৃত্যুর কারণদর্শী, সুদক্ষ প্রজ্ঞাবান, সব্রহ্মচারীর প্রতি যথাযোগ্য আচরণকারী, সদাচারসেবী, সেইরূপ পণ্ডিতের পক্ষে নির্বাণ লাভ দুর্লভ হয় না।

৭২. আতুম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা বিপশ্বী ভগবানকে গমন করিতে দেখিয়া সুগন্ধ জল ও সুগন্ধ চূর্ণ পূজা করেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক কর্মস্থান ভাবনা করেন। জ্ঞানের অপরিপক্কতা হেতু মার্গফল লাভ করিতে পারেন নাই। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল আতুম। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা জ্ঞাতিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিল যে, 'আমার পুত্রের জন্য ভার্য্যা আনয়ন করিব।' তিনি তাহা চিন্তা করিয়া পূর্বকৃত কুশলপ্রভাবে স্থির করিলেন 'আমার গৃহবাসে কী প্রয়োজন, আমি প্রব্রজিত হইব।' পরে ভিক্ষুদের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। প্রব্রজিত হইলেও তাঁহার মাতা সংসারী হইবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে অবকাশ না দিয়া নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এইরূপে গাথা বলিতে বলিতে ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। তখন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। অর্হৎ হওয়ার পরও তিনি মধ্যে মধ্যে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিতেন।

৭২. বাঁশঝাড়ে তরুণ বংশাঙ্কুর শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়া উঠিলে বাঁশ-ঝাড় হইতে বাহির করা যেমন দুষ্কর হয়, তেমন আমার জন্য ভার্যা আনয়ন করিলে শাখাস্বরূপ পুত্রকন্যাদির কারণে গৃহবাস হইতে নিষ্ক্রমণ করা দুষ্কর হইত। তাই আপনার অনুমতি না লইয়া প্রব্রজিত হইয়াছি।

৭৩. মাণব স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি লক্ষণ দেখিয়া সমস্ত জানিতেন। বিপশ্বী বুদ্ধের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন যে, 'নিশ্চয়ই ইনি বুদ্ধ হইবেন।' পরে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে মহাবিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে উপয়নের জন্য উদ্যানে নেওয়া হয়। গমনকালে রাস্তার মধ্যে বৃদ্ধ-রোগী-মৃত দেখিয়া পরিজনবর্গকে 'ইহারা কে' জিজ্ঞাসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'জরা-রোগ-মরণ মানব দেহের ধর্ম।' তচ্ছ্রবণে তিনি ব্যথিত হইলেন। তখনই ভগবানের নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিয়া মাতাপিতার অনুমতিতে প্রব্রজিত হইলেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুরা সপ্তম বর্ষীয় বালককে প্রব্রজিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'প্রিয় বালক, কোন সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়াছ?' তদুত্তরে প্রব্রজ্যার নিমিত্ত কীর্তন করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৭৩. আমি বয়োবৃদ্ধ, দুঃখগ্রস্ত রোগী ও আয়ুক্ষয় প্রাপ্ত মৃতকে দেখিয়া নিষ্ক্রমণপূর্বক মনোরম কামভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি।

৭৪. সুযাম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে ধান্যবতী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। সেই সময় বিপশ্বী ভগবান বহু ভিক্ষুসংঘ লইয়া ধান্যবতী নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন ও পুষ্পাবৃত আসন পাতিয়া দিলেন। ভগবান সেই আসনে উপবেশন করিলে আহার্য প্রদান করিলেন ও পুষ্পপূজা করিলেন। শাস্তা ধর্মোপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই হইতে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুযাম। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। কামভোগে ঘৃণা উৎপাদন করিয়া বৈশালীর মহাবনে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। পরে কেশচ্ছেদনের সময়েই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৭৪. যেই ভিক্ষুর আর্যমার্গ-প্রভাবে কামরাগ, ব্যাপাদ বা আঘাত, চিত্তের ও কায়ের অবসাদ, উদ্ধত স্বভাব ও অনুতাপ এবং বিচিকিৎসা বা সন্দেহ সর্বপ্রকারে বিদ্যমান নাই, তাহার আর কোনো কর্তব্য নাই।

৭৫. সুসারদ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কামভোগের প্রতি দোষদর্শী হইয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে হিমবন্তের এক অরণ্যে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করেন। একদা পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া প্রত্যুদ্‌গমনপূর্বক বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে মধুর ফলসমূহ দান করিলেন। ভগবান সেই দানফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি এই পুণ্য-প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময়ে ধর্মসেনাপতির জ্ঞাতি-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুসারদ। তাঁহার বুদ্ধি তত প্রখর ছিল না। একদা ধর্মসেনাপতির নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন এবং সৎপুরুষের গুণকীর্তনপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৭৫. শীলবান, দয়ালু আর্যগণের দর্শন করা উত্তম। তাঁহাদের দর্শনে সন্দেহ উচ্ছেদ হয়, বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা মূর্খকেও পণ্ডিত করেন। সেই কারণে সাধুসঙ্গ করা অতিশয় উত্তম।

৭৬. পিয়ঞ্জহ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে হিমবন্ত পর্বতে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নশ্রেণীয় দেবতা বিধায় দেব-সমাগমে উপস্থিত হইলে পরিষদের প্রান্তে বসিয়া ধর্ম শুনিতেন কিন্তু ভগবানের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। একদা তিনি সুবিশুদ্ধ রমণীয় গঙ্গার বালুকা-ভূমি দেখিয়া ভগবানের গুণ স্মরণ করিতে লাগিলেন, 'এই বিশুদ্ধ ভূমি-প্রদেশ হইতে শাস্তার গুণ অনন্ত ও অপ্রমেয়।' এভাবে বুদ্ধগুণে চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া দেব-মনুষ্য জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীর লিচ্ছবীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে রণপ্রিয় হইয়াছিলেন; কিন্তু শত্রুসংঘকে পরাজিত করিয়া সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম ছিল পিয়ঞ্জহ বা প্রিয়ত্যাগী। যখন ভগবান

বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তখন বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হন। কিছুকাল অরণ্যে বাস করিয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্তফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৭৬. অহংকার, চঞ্চলতাদি একবার উৎপন্ন হইলে যাহাতে উহা পুনরায় উৎপন্ন না হয়, সেইভাবে উচ্ছেদ করিবে। আলস্য প্রভৃতি দ্বারা পতন হইলে, বীর্যবলে উত্থানের চেষ্টা করিবে। যদি কেহ আর্যজনোচিত ব্রহ্মচর্যাদি পালন না করে, তথাপি নিজে আর্যানুকূলে বাস করিবে। কেহ কামগুণে রমিত হইলে, নিজে উহাতে রমিত হইবে না।

৭৭. হত্থারোহ পুত্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত শাস্তাকে বিহার হইতে বাহির হইতেছেন দেখিয়া পুষ্পপূজাপূর্বক বন্দনা করিলেন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে হস্ত্যারোহকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হস্তীবিদ্যায় পারদর্শী হন। একদিন হস্তীশিক্ষা দিয়া নদীতীরে গমনপূর্বক ভাবিলেন, 'এই হস্তী দমনে আমার কি ফল হইবে, বরঞ্চ তদপেক্ষা আত্মদমনই শ্রেয়।' তৎপর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণপূর্বক প্রব্রজিত হইলেন এবং স্বীয় চরিতানুরূপ কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই চিত্ত স্থিরভাবে রাখিতে না পারিয়া কর্মস্থানের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তখন সুদক্ষ মাহুত যেমন অঙ্কুশবলে মদমত্ত হস্তীকে দমন করে, তেমন তিনিও চিত্তরূপ হস্তীকে ভাবনারূপ অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করিয়া এই গাথা বলিলেন এবং বিদর্শন ভাবনায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া অর্হত্তফল প্রাপ্ত হইলেন।

৭৭. আমার এই চিত্ত ইহার পূর্বে রূপ-শব্দাদি নিমিত্তে যেরূপ ইচ্ছা ও যে প্রকারে সুখলাভ করিতে পারে, সেই প্রকারে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছে। আমি সেই চিত্তকে আজ মদমত্ত হস্তীকে অঙ্কুশ দ্বারা দমনের ন্যায় ভাবনাঙ্কুশ বলে নিগ্রহ করিব।

৭৮. মেণ্ডশির স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একানব্বই কল্প পূর্বে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অন্যান্য বহু ঋষিগণের সহিত হিমবন্তে বাস করেন। একদা বুদ্ধকে দর্শন করিয়া ঋষিগণের সাহায্যে পদ্মপুষ্প সংগ্রহ করাইয়া পূজা করিলেন। পূজান্তে শ্রাবকদিগকে অপ্রমাদ বিহার সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তৎপর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া, তথা হইতে গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত রাজ্যে গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মেণ্ডকতুল্য তাঁহার শির বলিয়া মেণ্ডকশির নামে তিনি পরিচিত। একদা সাকেতের অঞ্জন বনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজিত হন ও ভাবনাবলে ষড়ভিজ্ঞ হন। তিনি পূর্বজন্ম স্মরণ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

> ৭৮. আমি মুক্তিপদ লাভ করিতে না পারিয়া বহু শত-সহস্রবার জন্ম-মৃত্যুর অধীনে বিচরণ করিয়াছি। এই প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার জন্ম-জরা-ব্যাধিজাত দুঃখের কর্মক্লেশ বিপাক ভেদে দুঃখরাশি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির পর হইতে অবগত হইয়াছে।

৭৯. রক্ষিত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভগবানের ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার চিত্তপ্রসাদ অবগত হইয়া বলিলেন, ‘এই ব্যক্তি লক্ষ কল্প পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে রক্ষিত নামক শ্রাবক হইবে।’ বুদ্ধের মুখে এই সুসংবাদ জানিয়া তিনি বহু পুণ্যকার্য করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় বৈদেহ নগরে শাক্যরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল রক্ষিত। শাক্য ও কোলীয় রাজগণ যে পঞ্চশত রাজকুমার বুদ্ধকে প্রব্রজ্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। রাজকুমারগণ অনিচ্ছায় প্রব্রজিত হইয়া যখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, তখন বুদ্ধ তাহাদিগকে কুণাল-হ্রদতীরে নিয়া কুণাল-জাতক দেশনা করেন। সেই জাতকে স্ত্রীচরিত্রের দোষ প্রদর্শনপূর্বক কামভোগের নিন্দা করেন। ইহাতে কুমারেরা কর্মস্থানে মনোনিবেশ করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং গাথা ভাষণ করেন।

> ৭৯. আমার সমস্ত কামরাগ নষ্ট হইয়াছে। যাবতীয় দ্বেষ

সমূহত হইয়াছে। সমস্ত মোহ বিগত হইয়াছে। আমি ক্লেশ-
পরিদাহ শীতল করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছি।

৮০. উগ্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শিখী বুদ্ধকে কেতকীপুষ্পে পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে দেব-নরলোক ভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কোশল রাজ্যের উগ্র নগরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল উগ্র। ভগবান তখন সেই নগরের ভদ্রারামে বাস করিতেছিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম শ্রবণপূর্বক প্রব্রজিত হন। পরে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৮০. আমি অল্প বা বেশি, ভালো বা মন্দ যেই কাজ করিয়াছি,
আমার সেই সমস্ত কর্ম পরিক্ষীণ হইয়াছে। এখন পুনর্ভবে
আমাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

অষ্টম বর্গ সমাপ্ত।

নবম বর্গ

৮১. সমিতিগুত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে উৎপন্ন হন ও সুমনপুষ্প দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে জন্মে জন্মে কুলে-রূপে-পরিবারে তাঁহার সমকক্ষ কেহই হইত না। তিনি একজন্মে জনৈক পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া 'এই মেণ্ডকের বোধ হয় হস্ত বক্র হইবে, সেই কারণে চীবরাভ্যন্তরে হস্ত আচ্ছাদন করিয়া বিচরণ করিতেছে।' এই ভাবিয়া থুথু দিয়া চলিয়া গেল। সেই পাপফলে বহুকাল নিরয়-দুঃখ ভোগান্তে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিব্রাজককুলে প্রব্রজিত হন। তখন এক শীলবান উপাসককে কোন কারণে তুমি 'কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে' বলিয়া আক্রোশ করে। একদা স্নান-ঘাটে

স্নানার্থীরা যাহা স্নানচূর্ণ রাখিয়া ছিল, তাহা নষ্ট করিয়াছিল। এই সব পাপফলে পুনরায় নরকে পতিত হইয়া বহু বৎসর দুঃখ ভোগ করে। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল সমিতিগুত্ত। তখন ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করে। পূর্বকৃত কর্মফলে তাঁহার কুষ্ঠরোগ হয়। মাংস পঁচিয়া পঁচিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি রোগীশালায় থাকিতেন। একদা ধর্মসেনাপতি পীড়িত ভিক্ষুদর্শনে গমন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'স্কন্ধ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, বেদনাদি স্কন্ধ না থাকিলে দুঃখ থাকিত না।' তিনি পীড়িত ভিক্ষুকে বেদনা বিদর্শন কর্মস্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ভিক্ষু স্থবিরের উপদেশে ভাবনা করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। তখন পূর্বজন্মের আচরিত পাপকর্ম স্মরণ করিয়া 'এখন আমার সেই সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়াছে।' তাই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৮১. আমি পূর্ব পূর্ব জন্মে যাহা পাপ করিয়াছি, এই জন্মেই আমাকে উহার সমস্ত ফল ভোগ করিতে হইতেছে। কারণ এই আমার শেষ জন্ম, ফল দিবার আর অন্য স্কন্ধ বিদ্যমান নাই।

৮২. কাশ্যপ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিবেদে ও ব্রাহ্মণশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করেন। একদা তিনি ভগবানকে সুমনপুষ্প দ্বারা এমনভাবে পূজা করিলেন যে, ভগবানের চারিপার্শ্বে ও শিরোপরি বহু পুষ্প স্তূপীকৃত করিলেন। বুদ্ধগুণ-প্রভাবে সেই পুষ্পগুলি পুষ্পাসনের ন্যায় সপ্তাহকাল অবিকৃত ভাবে রহিল। তদ্দর্শনে তিনি আরও আনন্দিত হইলেন। সেই হইতে বিবিধ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল কাশ্যপ। বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মাতা তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। একদিন জেতবনে গমনপূর্বক ধর্মশ্রবণ করেন। সেই আসনেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হন। তৎপর মাতার অনুমতিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা ভগবান বর্ষাবাসের পর গ্রামান্তরে যাইতেছেন, তিনিও সঙ্গে যাইবার জন্য মাতার অনুমতি চাহিলেন। মাতা অনুমতি দিয়া উপদেশপূর্ণ একটি গাথা বলিলেন। মাতার উপদেশ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, 'মদীয় মাতা আমার শোকহীন স্থানে গমন প্রার্থনা করিতেছেন, বাস্তবিক আমার শোকহীন স্থান লাভ করা উচিত।'

তৎপর অতিশয় উৎসাহের সহিত অরণ্যবাসে বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং মাতার উপদিষ্ট গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

> ৮২. পুত্র, যে স্থানে দুর্ভিক্ষ নাই, রোগ নাই ও চোরভয়াদি নাই, তথায় গমন কর। যেন এই সব ভয়সঙ্কুল স্থানে যাইয়া তোমাকে শোকাবিষ্ট হইতে না হয়।

৮৩. সিংহ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া আঠার কল্প পূর্বে অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় চন্দ্রভাগা নদীতীরে কিন্নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুষ্প ভক্ষণ ও পুষ্প পরিধান করিতেন। একদা আকাশ দিয়া গমনের সময় অর্থদর্শী বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন এবং পূজা করিবার ইচ্ছায় কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্নর ঘর্ষিত চন্দনে ও পুষ্পস্তবকে বুদ্ধকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক চলিয়া গেলেন। তিনি এই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় মল্লরাজ্যে মল্লরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম হইল সিংহ। একদা তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, শাস্তা তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধর্মদেশনা করেন। তিনি ধর্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যে কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে একাগ্রতা লাভ করিতে না পারিয়া সফলকাম হইতে পারিলেন না। ভগবান তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আকাশে থাকিয়াই গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণের পর তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন ও বুদ্ধভাষিত সেই গাথা পুনরাবৃত্তি করিলেন।

> ৮৩. হে সিংহ, রাত্রি-দিন আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়বীর্যের সহিত অপ্রমত্তভাবে বাস কর। শমথ-বিদর্শন-লোকোত্তর ধর্মের ভাবনা কর। তোমার দেহগত কামরাগাদি শীঘ্র পরিত্যাগ কর।

৮৪. নীত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় সুনন্দ নামে ব্রাহ্মণ হইয়া বহুশত ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে শিক্ষা দিতেন। তিনি 'বাজপেয়' নামক যজ্ঞ করিতেন। ভগবান ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া একদা তাঁহার যজ্ঞস্থানে গমনপূর্বক আকাশে

চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শাস্তাদর্শনে স্বীয় শিষ্য দ্বারা পুষ্প আহরণ করাইয়া প্রসন্নচিত্তে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া পূজা করিলেন। বুদ্ধগুণ-প্রভাবে সেই পুষ্প সমস্ত নগরের চন্দ্রাতপরূপে আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিল। জনসংঘ ইহা দেখিয়া বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। পরে সুনন্দ ব্রাহ্মণ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল নীত। একদা তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের আহার-বিহারে সুখ-স্বচ্ছন্দ্য দেখিয়া মনে করিলেন, 'আমিও প্রব্রজিত হইয়া এই সুখের অধিকারী হইব।' তৎপর শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া কর্মস্থান গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন ভাবনার পর উহা ত্যাগ করিলেন। কেবল উদরপূর্ণ আহার করিয়া সারা দিন গল্প-গুজবে ও নিরর্থক আলাপে সালাপে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রিতেও আলস্য-মর্দিত হইয়া সারা রাত্রি নিদ্রা যাইতেন। ভগবান তাঁহার পূর্বকৃত হেতু-বিপাক দেখিয়া উপদেশ গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইল। পরে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন এবং বুদ্ধভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

> ৮৪. সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় কাটাইয়া ও সমস্ত দিন আলাপে সালাপে কাটাইয়া অজ্ঞানী ব্যক্তি কখন সংসারদুঃখের অবসান করিবে।

৮৫. সুনাগ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া অরণ্যাশ্রমে তিন সহস্র ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। এক দিবস তিনি শাস্তার কায়িক লক্ষণ দেখিয়া নির্দেশ করিলেন যে, 'এই প্রকার লক্ষণে যিনি বিমণ্ডিত, তিনি অনন্তজিন অনন্তজ্ঞান বুদ্ধ হইবেন।' বুদ্ধজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অতিশয় প্রসাদ উৎপন্ন হইল। সেই চিত্তপ্রসাদে দেব-নর জন্ম পরিভ্রমণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় নালক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুনাগ। তিনি ধর্মসেনাপতির গৃহী বন্ধু ছিলেন। ভগবানের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৮৫. শমথ নিমিত্তাদিতে সুদক্ষ ব্যক্তি বিবেকসুখে প্রতিষ্ঠিত

হইয়া স্মৃতি-সহকারে বিদর্শনধ্যান করিয়া কামামিষ ও বিবর্তামিষ অমিশ্র নিরামিষ নির্বাণ সুখকে লাভ করিবে।

৮৬. নাগিত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে নারদ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত ভগবানকে গমন করতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তিনটি গাথা দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তাঁহার দেবলোকে জন্ম হয়। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল নাগিত। যখন ভগবান কপিলবাস্তুতে অবস্থান করেন, তখন 'মধুপিণ্ডিক সুত্ত' শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে অর্হত্তফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া ভগবানের দেশনার মর্মার্থ সহিত নির্বাণপ্রদ ধর্মের প্রতি প্রীতচিত্ত হইয়া নিম্নোক্ত উদান গাথা ভাষণ করেন।

> ৮৬. ভগবান নিজের পাণিতলস্থ আমলকী খণ্ডের ন্যায় নির্বাণকে দেখাইয়া ভিক্ষুসংঘকে যেরূপ অনুশাসন করেন, তেমন এই বুদ্ধশাসনের বাহিরে তৈর্থিকদিগের শাস্ত্রে নির্বাণগামী এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নাই।

৮৭. পবিষ্ট স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কেশব নামে তাপস হইয়াছিলেন। একদিবস শাস্তার ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি সেই পুণ্যফলে দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে পরিব্রাজককুলে প্রব্রজিত হইয়া বহু শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করেন। পরে কোলিত ও উপতিষ্যের প্রব্রজ্যাবার্তা শুনিয়া ভাবিলেন, 'তাঁহাদের ন্যায় মহাজ্ঞানী যেই স্থানে প্রব্রজিত হইয়াছেন, তাহাই শ্রেয় হইবে।' তৎপর ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে বিদর্শন কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই ভাবনায় অচিরেই অর্হত্তফল প্রাপ্ত হইলেন এবং গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৮৭. আমি পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে বিদর্শন-প্রজ্ঞাবলে দর্শন করিয়াছি। আমার কামভবাদি বিধ্বংস হইয়াছে। জন্মরূপ-

সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আমাকে আর পুনর্ভবে
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

৮৮. অর্জুন স্থবির

ইনি পূর্বে বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা অরণ্যের এক বৃক্ষমূলে সমাসীন শাস্তাকে দর্শন করিয়া "বর্তমানে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ" এই বলিয়া প্রসন্নচিত্তে সুপুষ্পিত শাল-শাখা ভাঙ্গিয়া বুদ্ধকে পূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে দেব-নরলোকে পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধর সময় শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল 'অর্জুন'। নিগণ্ঠদের সহিত তাঁহার পরিচয় বিধায় 'ইহাদের নিকট নির্বাণ লাভ করিব' ইচ্ছা করিয়া বাল্যকালে তৈর্থিককুলে প্রব্রজিত হন। তথায় কোনো সার না পাইয়া ভগবানের যমক-প্রাতিহার্য দর্শনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাচিত্ত হন। তৎপর বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৮৮. যখন সংসারস্রোতে ক্লেশবেগে নিমগ্ন হইতে ছিলাম,
তখন শাস্তা প্রদত্ত আর্যমার্গ বলে সেই স্রোত হইতে নিজকে
উদ্ধার করিয়া নির্বাণরূপ স্থল পাইতে সমর্থ হইয়াছি।

৮৯. দেবসভ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় পারাবত যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রিয়াল ফল প্রদান করে। ভগবান তাহার সন্তোষ বৃদ্ধির জন্য উহা ভোজন করেন। পারাবত সেই হইতে বুদ্ধবন্দনার জন্য সময়ে সময়ে আগমন করিত। সেই পুণ্য-প্রভাবে তাহার দেবলোকে জন্ম হয়। পরে দেব-নরকুলে আরও বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় এক মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। সে তরুণ বয়সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। একদিন সে বুদ্ধের ধর্ম শুনিয়া রাজত্ব পরিত্যাগপূর্বক প্রব্রজিত হয়। পরে ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৮৯. আমি কামরূপ পঙ্ক ও পুত্র-কন্যাদি পলিপ হইতে উত্তীর্ণ
হইয়াছি। আমার মিথ্যাদৃষ্টিরূপ পাতাল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি কামাদি স্রোত ও লোভাদি গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার সমস্ত মান সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে।

৯০. সামিদত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শাস্তার পরিনির্বাপিত চৈত্যে পুষ্পছত্র রচনা করিয়া পূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সামিদত্ত। তিনি বুদ্ধের গুণ শ্রবণ করিয়া উপাসকগণের সহিত ধর্ম শ্রবণার্থ বিহারে উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় অনুরূপ ধর্মদেশনা করেন। উহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সংসারের প্রতি সংবেগ উৎপন্ন হয়। তখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া জ্ঞানের অপরিপূর্ণতার দরুন তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় ভগবানের ধর্মোপদেশে বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্তফল প্রাপ্ত হন। একদিবস ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন 'বন্ধু, আপনি মার্গফল লাভ করিয়াছেন কি?' তদুত্তরে তিনি নির্বাণপ্রদ শাসনের গুণ ও নিজের ধর্মাচরণ প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

৯০. আমি পঞ্চস্কন্ধের পরিমাণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার সমুদয় দুঃখ সত্যের মূল ছিন্ন হইয়াছে। জন্মরূপ-সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার পুনর্ভবে জন্মগ্রহণের হেতু আর নাই।

নবম বর্গ সমাপ্ত।

দশম বর্গ

৯১. পরিপুণ্ণক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ধর্মদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে উৎপন্ন হন। একদা পরিনির্বাণ চৈত্যে পুষ্পাদি পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরিপূর্ণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া তিনি পরিপুণ্ণক নামে পরিচিত ছিলেন। সর্বদা শতরস

নামক আহার করিতেন। ভগবান মিশ্র আহার করেন শুনিয়া চিন্তা করিলেন, 'ভগবানের শরীর সুকোমল, অথচ একমাত্র নির্বাণ সুখের কারণে তিনি যাহা তাহা খাইয়া জীবনযাপন করেন। আমরা কেন আহার লোলুপ হইয়া বাস করিব! আমাদের নির্বাণ সুখ অনুসন্ধান করা উচিত।' এই প্রকারে সংসারের প্রতি সংবেগ উৎপাদন করিয়া গৃহবাস ত্যাগ করিলেন এবং ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হইয়া কায়গতানুস্মৃতি কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৯১. আমি যেই বিবিধ রসযুক্ত ভোজন ও সুধান্ন পরিভোগ করিয়াছি, কিন্তু অপরিমিতদর্শী গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক যেই ধর্ম দেশিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় ওই খাদ্য-ভোজ্য এক কলামাত্রও উপমিত নহে।

৯২. বিজয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রিয়দর্শী ভগবানের সময়ে এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিনির্বাপিত চৈত্যে রত্ন-খচিত বেদিকা নির্মাণ করিয়া মহোৎসব সম্পাদন করেন। এই পুণ্য-প্রভাবে বহু জন্ম মণির আলোকে বিচরণ করিতেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অরণ্য বিহারে ধ্যান করেন। পরে বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণে প্রব্রজিত হইয়া অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন ও গাথা ভাষণ করেন।

> ৯২. যাহার আসক্তি ক্ষয় হইয়াছে, আহারের প্রতি যাহার লালসা নাই, যে কামরাগাদি শূন্য ও নিমিত্তহীন, বিমোক্ষ যাহার গোচরীভূত, আকাশে গমনশীল পক্ষীর পদ নির্ণয় করা যেমন দুষ্কর, তেমন তাহার গতি নির্ণয় করাও দুষ্কর।

৯৩. এরক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় কুলগৃহে উৎপন্ন হন। একদিন ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করিলেন। দান দিবার তেমন কিছু না পাইয়া ভাবিলেন, 'আমি কায়িক পুণ্য করিব।' তৎপর ভগবানের গমনমার্গ বিশোধন করিয়া সমান করিয়া দিলেন। ভগবান

সেই রাস্তা দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধগুণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যতক্ষণ বুদ্ধকে দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ বুদ্ধগুণ ভাবনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সম্মানিত কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল এরক। তাঁহার শরীরবর্ণ অতিশয় সুন্দর ছিল। কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়ে খুব সুনিপুণ ছিলেন। মাতাপিতা উচ্চকুল হইতে পরমা সুন্দরী এক রমণী আনিয়া বিবাহকার্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইল না। কিছুতেই রমণীর প্রেমে বিমুগ্ধ না হইয়া বরঞ্চ সংসারের প্রতি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। একদা বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে কর্মস্থান দিলেন। কয়েকদিন কর্মস্থান ভাবনার পর আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধ তাঁহার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া উপদেশ গাথা বলিলেন। গাথা শ্রবণে তাঁহার চৈতন্য হইল, 'অহো আমি নিতান্ত অন্যায় করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণপূর্বক তাহা ত্যাগ করিয়া মিথ্যা বিতর্কে বাস করিতেছি।' এই প্রকারে সংবেগ উৎপাদন করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও বুদ্ধভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

৯৩. হে এরক, এই কামভোগ দুঃখজনক। এরক, যে কামের দোষ জানে তাহার পক্ষে কামভোগ সুখকর নহে।' এরক, যে কামভোগ ইচ্ছা করে, সে দুঃখকে ইচ্ছা করে। এরক, যে কামভোগ ইচ্ছা করে না, সে দুঃখকে ইচ্ছা করে না।

৯৪. মেত্তজি স্থবির

ইনি অনোমদর্শী বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা বোধিবৃক্ষে ইষ্টকনির্মিত বেদিকা নির্মাণ করিয়া চূর্ণ লেপন করেন। ভগবান সেই কৃতকার্যের অনুমোদন করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল মেত্তজি। বয়ঃপ্রাপ্তে কামভোগে বীতস্পৃহ হইয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যে বাস করেন। তখন বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করেন ও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। বুদ্ধের প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া প্রব্রজিত হন। কিছুদিন পরে অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯৪. শ্রীমৎ শাক্যপুত্র সেই ভগবানকে নমস্কার করিতেছি। সেই সর্বজ্ঞ কর্তৃক এই নবলোকোত্তর ধর্ম সুদেশিত হইয়াছে।

৯৫. চক্ষুপাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের পরিনির্বাপিত চৈত্যোৎসবে পুষ্পপূজা করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ কুটুম্বিকের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল পাল। যখন তিনি হাটিতে পারেন, তখন তাঁহার অন্য একজন ভ্রাতা হয়। মাতাপিতা ছোটো ছেলের নাম চুলপাল রাখিয়া, তাঁহার নাম রাখিলেন মহাপাল। তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহকার্য সম্পাদিত হইল। সেই সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে ছিলেন। একদা তিনি উপাসকদের সহিত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ওপর সম্পত্তি নিয়োগ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। পাঁচ বৎসরকাল আচার্য-উপাধ্যায়ের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করিলেন। বর্ষান্তে বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া ষাটজন ভিক্ষু সহিত অরণ্যে কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। বৈদ্য ঔষধ দিলেন বটে, কিন্তু বৈদ্যের বিধিব্যবস্থানুসারে তিনি ঔষধ দিতেন না। সেই কারণে রোগ বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবিলেন, 'চক্ষুরোগ উপশমের চেয়ে ক্লেশরোগ উপশম করাই আমার পক্ষে শ্রেয়।' এই ভাবিয়া দৃঢ়তার সহিত ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদা একক্ষণেই চক্ষুও নষ্ট হইল, ক্লেশও নষ্ট হইল। তিনি তখন সূক্ষ্ম বিদর্শক অর্হৎ হইলেন।

একসময় ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বিহারে রাখিয়া পিণ্ডচারণে গমন করিলেন। দায়কগণ ভিক্ষুদের মুখে তাঁহার দৃষ্টিহীনতার সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শোকার্ত হইলেন এবং বিহারে আসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার আহার যোগার করিয়া দিব।' ভিক্ষুগণও তাঁহার উপদেশে অর্হত্তফল প্রাপ্ত হইলেন। বর্ষান্তে ভিক্ষুরা বুদ্ধদর্শনের ইচ্ছা করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমি দুর্বল ও অন্ধ, রাস্তায়ও উপদ্রব আছে, আমার সহিত গেলে তোমাদেরও উপদ্রব হইবে। তোমরা পূর্বে গমন কর। বুদ্ধকে ও অশীতি মহাস্থবিরকে আমার বন্দনা জ্ঞাপন করিও এবং আমার কনিষ্ঠকে বলিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিও। ভিক্ষুগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী কর্তব্য পালন করিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠকে বলিয়া স্থবিরের ভাগিনেয়কে প্রব্রজ্যা প্রদানপূর্বক পাঠাইয়া দিলেন। সেই শ্রামণের স্থবিরের নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। স্থবির তাহাকে লইয়া এক অরণ্যপথে উপস্থিত হইলেন। শ্রামণের তখন এক রমণীর গীতশব্দ শুনিতে পাইয়া স্থবিরকে বলিলেন, 'ভন্তে, আমি যাবৎ না

আসি, তাবৎ এখানে অপেক্ষা করুন। শ্রামণের ওই রমণীর সহিত ব্যভিচারে রত হইয়া যতই গৌণ করিতে লাগিল, স্থবির ততই চিন্তিত হইলেন। স্থবির ভাবিলেন, 'বোধ হয় সে অনাচারে প্রবৃত্ত হইবে।' কিছুক্ষণ পরে শ্রামণের আসিয়া বলিল, 'চলুন ভন্তে।' স্থবির জিজ্ঞাসিলেন, 'পাপ করিয়াছ কি?' 'সে কোনো প্রত্যুত্তর দিল না।' তোমার ন্যায় পাপীর আমার যষ্টি গ্রহণ করা অনুচিত, তুমি যাও। সে বলিল, 'আপনি অন্ধ, রাস্তাও বিঘ্নসঙ্কুল, কী প্রকারে যাইবেন?' হে মূর্খ, 'আমি এখানে শুইয়া মরিব' তথাপি তোমার ন্যায় পাপীর সহিত গমন করিব না। তৎপর একটি গাথা ভাষণ করিলেন। সে গাথা শ্রবণে নিজের অন্যায় বুঝিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইল ও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। স্থবিরের শীলতেজে ইন্দ্রাসন উত্তপ্ত হইল। ইন্দ্ররাজ এই কারণ অবগত হইয়া শ্রাবস্তীগামী পুরুষবেশে স্থবিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্থবিরকে শ্রাবস্তীতে চুলপাল নির্মিত পর্ণশালায় পৌঁছাইয়া দিলেন। তৎপর ইন্দ্র স্থবিরের ভ্রাতাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। চুলপাল আজীবন তাঁহার সেবা করিলেন।

> ৯৫. আমি অন্ধ, হতচক্ষু হইয়াছি, কান্তারের দীর্ঘপথে উপনীত
> হইয়াছি, পদব্রজে না পারিলে, বুকে ভার করিয়া গমন করিব,
> তথাপি পাপী বন্ধুর সহিত গমন করিব না।

৯৬. খণ্ডসুমন স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা রাজা ভগবানের পরিনির্বাপিত কনক চৈত্যে পুষ্পপূজা করিলেন, তাই তিনি পুষ্প পাইলেন না। চৈত্যের চারিদিকে চন্দন বেদিকা নির্মাণ করিয়া মহাপূজা করিলেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় কুটুম্বিক গৃহে উৎপন্ন হন। তখনও রাজার পুষ্পপূজার দরুন পরিনির্বাপিত চৈত্যে পুষ্পপূজা করিতে পারিলেন না। পরে সুমনপুষ্পখণ্ড দেখিয়া বহুমূল্যে গ্রহণপূর্বক চৈত্য পূজা করিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তাঁহার দেবলোকে জন্ম হয়। আশি কোটি বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় পাবারাজ্যে মল্লরাজকুলে জাত হন। তাঁহার জন্ম সময়ে শর্করাখণ্ড ও সুমনপুষ্পাকার ধারণ করিল। সেই কারণে তাঁহার নাম হইল খণ্ডসুমন। তখন ভগবান পাবাতে চুন্দের আম্রবনে বাস করিতেন। তথায় বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া পূর্বজন্ম অনুস্মরণপূর্বক গাথা ভাষণ করেন।

৯৬. একটি সুমনপুষ্প পূজাচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য গণনায় আশি কোটি বর্ষ তাবতিংস স্বর্গে অপ্সরাবেষ্টিত হইয়া সুখানুভব করি। পরিশেষে এই দান চেতনাবলে নির্বাণ লাভ করি।

৯৭. তিষ্য স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় যান নির্মাতাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিবস ভগবানকে দেখিয়া চন্দনফলক দান করেন। ভগবান তাহা পরিভোগ করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় রোরুবনগরে রাজকুলে জাত হন। পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার অদর্শন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার জন্য মণি-মুক্তা-বস্ত্র উপহার প্রেরণ করিলেন। রাজা শুনিলেন, তিনি পুণ্যবান, তাই চিত্রপটে বুদ্ধচরিত ও সুবর্ণপত্রে 'পটিচ্চসমুপ্পাদ' অর্থাৎ অবিদ্যাদি ধর্মসূত্র লিখাইয়া প্রত্যুপহার পাঠাইয়া দিলেন। পারমীপূর্ণ-হেতু এই উপহার দেখিয়াই বুদ্ধ শাসনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বলিলেন, 'আমি ভগবানের ধর্মনীতি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। কামভোগ বড়ই দুঃখজনক, গৃহে বাস করিবার কী প্রয়োজন।' তখনই রাজত্ব ত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিলেন ও কাষায়বস্ত্র গ্রহণপূর্বক বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইলেন। রাজা পুক্কুসাতির ন্যায় মৃন্ময় পাত্র গ্রহণ করিলেন। রাজ্যবাসীর বিলাপ করা সত্ত্বেও নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং রাজগৃহে গমন করিয়া সপ্পসোণ্ডক গহ্বরে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবানের ধর্ম শুনিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৯৭. শতপল পরিমাণ কাংস্য ভাজন ও শতরাজিযুক্ত সুবর্ণ ভাজন পরিত্যাগ করিয়া মৃন্ময় ভাজন গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রথমে রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, এখন প্রব্রজিত হইয়া দ্বিতীয় অভিষেক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম অভিষেক সমল-সদোষ-সভয়, দ্বিতীয় অভিষেক নির্মল নির্দোষ, নির্ভয়।

৯৮. অভয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদা সুমেধ ভগবানকে শালপুষ্পে পূজা করেন। পরে

গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল অভয়। একদিবস তিনি ভগবানের ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং ভাবনায় নিবিষ্ট হন। একদা গ্রামে পিণ্ডচারণে গিয়া রূপসী রমণী দর্শনে আসক্ত হইলেন। তৎপর বিহারে আসিয়া ভাবিলেন, 'আমি স্মৃতি বিপর্যয়ে রমণীরূপ দেখিয়া কামরাগ উৎপন্ন করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা বড়ই অন্যায় করিয়াছি।' তাই চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া বিদর্শন ভাবনায় রত হইলেন। পরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯৮. কামাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীরূপ দর্শন করিয়া, সেই প্রিয়-নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া স্মৃতি বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং আসক্তচিত্তে উহাকে অভিনন্দন করিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণের কামাদি আসক্তিমূল যাহার নিকট আছে, তাহার আসক্তিসমূহ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৯৯. উত্তিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদা শাস্তার দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিছানার আস্তরণ ও পালঙ্ক গন্ধকুটিতে পাতিয়া দিলেন। সেই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল উত্তিয়। ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধপ্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। একদিবস পিণ্ডচারণে গিয়া পথিমধ্যে এক রমণীর গীত-শব্দে আসক্ত হন। পরে নিজের জ্ঞানবলে তাহা নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। তৎপর অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯৯. কামাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীশব্দ শ্রবণ করিয়া, সেই প্রিয়-নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া স্মৃতি বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং আসক্তচিত্তে উহাকে অভিনন্দন করিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণের কামাদি আসক্তিমূল যাহার নিকট আছে, তাহার আসক্তিসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১০০. দেবসভ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে বন্ধুজীবক পুষ্পে পূজা করেন।

পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল দেবসভ। একদা ভগবান কলহ শান্তির জন্য শাক্যরাজ্যে গিয়াছিলেন, তথায় বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। যখন ভগবান নিগ্রোধারামে বাস করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হন। পরে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ১০০. চারি সম্যক চেষ্টা সম্পাদন করিয়া যিনি অবস্থিত, চারি স্মৃতি প্রতিষ্ঠায় যাঁহার চিত্ত অবস্থিত, বিমুক্তিরূপ কুসুমে তিনি বিভূষিত, তিনিই অচিরে অনাসব হইয়া নির্বাণ লাভ করিবেন।

দশম বর্গ সমাপ্ত।

একাদশ বর্গ

১০১. বেলস্থানিক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে বেশ্বভূ ভগবানের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। পরে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা ঋষিগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ভগবানের জ্ঞানসম্পত্তি দর্শনে তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হইল ও জ্ঞানোদ্দেশ্যে পুষ্পপূজা করিলেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল বেলস্থানিক। পরে ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। কর্মস্থান ভাবনা করিবার জন্য কোশলরাজ্যের এক অরণ্যে বাস করেন। তিনি আলস্যে, অনাচারে ও পুরুষবাক্যে সময় ক্ষেপণ করিতেন। ভাবনার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। ভগবান তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে অর্হৎ হইয়া বুদ্ধভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

> ১০১. তুমি গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ, কিন্তু আর্যলক্ষণ প্রাপ্ত হও নাই। তুমি মুখর, পেটুক ও আলস্যপরায়ণ হইয়াছ। আহার্য পুষ্ট মহাবরাহের ন্যায় বাস করিতেছ। হীনপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিই পুনঃপুন গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে।

১০২. সেতুচ্ছ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবানকে সুমধুর কাঁঠাল ও নারিকেল শাঁস দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় এক মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সেতুচ্ছ। তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিছুদিন পরে রাজত্ব পরহস্তে ত্যাগ করেন। একদা বুদ্ধের দর্শন পাইয়া ধর্ম শ্রবণপূর্বক প্রব্রজিত হন ও সেই দিবসেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ১০২. যে অহংকারে স্ফীত, যে বাহ্য-আধ্যাত্মিক সংস্কারে সংশ্লিষ্ট, যে লাভে ও অলাভে মর্দিত, সে সমাধি ভাবনা লাভ করিতে পারে না।

১০৩. বন্ধুর স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে এক রাজার অন্তঃপুরে প্রহরীর কার্য করেন। একদিন সপরিষদ ভগবানকে রাজাঙ্গণ দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কণবের পুষ্প দ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শীলবতী নগরে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল বন্ধুর। তিনি কিছুদিন পরে কোনো কার্যব্যপদেশে শ্রাবস্তীতে যান এবং উপাসকদের সঙ্গে বিহারে গমন করেন। তথায় বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য রাজার প্রত্যুপকার স্মরণ করিলেন ও শীলবতী নগরে গমন করিয়া রাজাকে সত্যধর্ম দেশনা করিলেন। দেশনা শ্রবণে রাজা স্রোতাপন্ন হইয়া সুদর্শন নামে বিহার নির্মাণ করিয়া স্থবিরকে দান করেন। তাঁহার লাভ সৎকার অতিশয় বৃদ্ধি হয়। স্থবির সংঘহস্তে যাবতীয় লাভ-সৎকার অর্পণ করিয়া পিণ্ডচারণে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শ্রাবস্তীতে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুরা বলিলেন, 'ভন্তে, আপনি এখানে বাস করুন, কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে আমরা বন্দোবস্ত করিব।' স্থবির বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আমার কোনো মহৎ বস্তুর প্রয়োজন নাই, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ও ধর্মত লব্ধ চীবরাদিতে জীবনযাপন করিতে পারিব, আমি ধর্মরসেরই প্রার্থীক।' তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৩. আমিষ বস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মরস ও নবলোকোত্তর ধর্মরস পান করিয়া আমি সুখী হইব। যেই ধর্মরস শ্রেষ্ঠ, উত্তম তাহা আমি পান করিয়াছি। বিষ সদৃশ সংসর্গ করিব না।

১০৪. খিতক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় যক্ষ সেনাপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিবস যক্ষ-সমাগমে বসিয়াছেন, এমন সময় ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিলেন। তখন বুদ্ধের নিকটে গমনপূর্বক বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিলেন। তিনি ধর্ম শুনিয়া করতালি প্রয়োগে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তৎপর ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিলেন। তাঁহার নাম হইল খিতক। বয়ঃপ্রাপ্তে মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের ঋদ্ধি প্রভাব সম্বন্ধে শুনিয়া সংকল্প করিলেন 'আমিও ঋদ্ধিশালী হইব।' পূর্বকৃত কর্মফলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। অর্হৎ হইয়া বিবিধ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, আপনি কী প্রকারে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়া থাকেন?' সেই প্রশ্নোত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৪. বিপুল প্রীতিসুখে আমার কায়-স্পৃষ্ট, তাই দেহভার লঘু হইয়াছে। যখন আমি ব্রহ্মলোকে বা অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি, তখন বায়ু বিক্ষিপ্ত তুলার ন্যায় আকাশের দিকে আমার শরীর ভাসিতে বা উল্লঙ্ঘন করিতে থাকে।

১০৫. মলিতবম্ভ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমবন্তের অনতিদূরে এক হ্রদে পক্ষী যোনিতে জাত হন। ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে হ্রদতীরে গমনপূর্বক চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। পক্ষী বুদ্ধদর্শনে প্রসন্ন হইয়া কুমুদপুষ্পে পূজা করে। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় ভারুকচ্ছ নগরে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হয়। তাহার নাম ছিল মলিতবম্ভ। একদা পচ্ছাভু মহাস্থবিরের নিকট ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং বিদর্শন ভাবনায় মনোযোগী হন। তাঁহার এরূপ একটা প্রকৃতি ছিল, যে স্থানে ভোজন দুর্লভ্য, অন্যান্য বস্তু সুপ্রাপ্য, সে স্থান

হইতে অন্যত্র যাইতেন না। যে স্থানে ভোজন সুলভ্য, অন্যান্য বস্তু দুর্লভ্য তথায় বাস করিতেন না। এইভাবে কিছুদিন বাসের পর পূর্বকৃত পুণ্যবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১০৫. যেই গৃহবাসে উত্তম ভোজন লাভেও চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়, তথাপি সেই গৃহে বাস করিবে। অন্যত্র বাস করিবে না। অন্য গৃহে চিত্ত রমিত হইলেও কর্মস্থান ভাবনার সুযোগ না হইলে প্রস্থান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাবনার অনুপযুক্ত স্থানে বাস করেন না।

১০৬. সুহেমন্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিরানব্বই কল্প পূর্বে তিষ্য বুদ্ধের সময় বনচররূপে উৎপন্ন হইয়া এক বনে বাস করিতেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন ও তাহার সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। সে বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া সুগন্ধ পুন্নাগ পুষ্প দ্বারা পূজা করিল; পরে গৌতম বুদ্ধের সময় পরিয়ন্ত দেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল সুহেমন্ত। একদা সাঙ্কাশ্য নগরের মৃগদায়ে ভগবানকে দর্শন করে, বুদ্ধের নিকটে ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন। তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ষড়ভিজ্ঞ হন। অর্হৎ হইয়া একদিন চিন্তা করিলেন, ‘শ্রাবকের পক্ষে যাহা পাওয়ার দরকার, আমি সেই সমস্ত পাইয়াছি, এখন আমি ভিক্ষুদের উপকার করিব।’ সেই হইতে তাঁহার নিকট কোনো ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, অনুশাসন করিতেন, সন্দেহ দূর করিতেন ও বিশুদ্ধভাবে কর্মস্থান বুঝাইয়া দিতেন। একদা ভিক্ষুদিগকে নিজের বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১০৬. অনেক প্রকার অর্থের ও অনেক প্রকার অনিত্যাদি লক্ষণজ্ঞের মধ্যে হীনপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি একটি মাত্র লক্ষণ দর্শন করে, পণ্ডিত ব্যক্তি অনেক লক্ষণ দেখিয়া থাকেন।

১০৭. ধর্মসব স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় সুবচ্ছ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ত্রিবেদে তিনি পারদর্শী। গৃহবাসে দোষ দেখিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক

অরণ্যে আশ্রম নির্মাণ করিয়া অনেক তাপসের সহিত বাস করিতেন। একদা পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁহার কুশল বীজ বপন মানসে আশ্রমের নিকটে আকাশে থাকিয়া ঋদ্ধি দেখাইতে লাগিলেন।' তিনি ঋদ্ধি দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বুদ্ধপূজা মানসে নাগপুষ্প চয়ন করাইলেন। ভগবান উহা দেখিয়া ভাবিলেন, 'তাপসের এই কুশলবীজ সঞ্চয়ে যথেষ্ট হইয়াছে।' কাজেই ভগবান চলিয়া গেলেন। তিনি বুদ্ধের গমনমার্গ নির্দেশ করিয়া পুষ্পগুলি ছড়াইয়া দিলেন ও শ্রদ্ধা-প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। গৃহবাসে তিনি বীতশ্রদ্ধ হইলেন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। তখন ভগবান দক্ষিণগিরিতে বাস করিতেছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণপূর্বক অর্হৎ হইলেন ও গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১০৭. প্রব্রজ্যার ফল ও গৃহবাসের ফল তুলনা করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। এখন আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুদ্ধের শাসন-অনুরূপ কৃতকার্য হইয়াছি।

১০৮. ধর্মসবপিতা স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভূতগণ নামক পর্বতে একজন পচ্চেক বুদ্ধ বাস করিতেন। তিনি তৃণশূল পুষ্পে বুদ্ধকে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহ করেন। ধর্মসব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ধর্মসব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১২০ বৎসর, তখন চিন্তা করিলেন, 'আমার পুত্র তরুণ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছে, আমি কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না।' এই প্রকারে সংবেগ উৎপাদন করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১০৮. আমি ১২০ বৎসর বয়সে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। এখন ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুদ্ধের শাসন-অনুরূপ কৃতকার্য হইয়াছি।

১০৯. সংঘরক্ষিত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চুরানব্বই কল্প পূর্বে কুলগৃহে জাত হন। একদিবস পর্বতপাদে সাতজন পচ্চেক বুদ্ধ বাস করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে কদম্ব পুষ্প দ্বারা পূজা করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক সমৃদ্ধ কুলগৃহে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে প্রব্রজিত হইয়া কর্মস্থান ভাবনা করিবার জন্য অরণ্যে গমন করেন। তথায় তিনি একজন ভিক্ষুর সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাদের বাসস্থানের অনতিদূরে এক মৃগীর শাবক হইয়াছিল। মৃগীশাবকের স্নেহে ক্ষুধিত হইলেও দূরস্থানে আহারার্থ গমন করিত না। তাই নিকটে তৃণ-জলের অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। স্থবির মৃগীর অপত্য স্নেহ দেখিয়া ভাবিতেন, 'অহো, জগতে সত্ত্বগণ তৃষ্ণা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মহাদুঃখ পাইতেছে, তাহা ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছে না।' এই চিন্তায় সংবেগ উৎপাদন করিয়া ভাবনা বলে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। তৎপর দ্বিতীয় ভিক্ষুর মিথ্যাবিতর্ক বিহার জ্ঞাত হইয়া সেই মৃগীর উপমা দিয়া উপদেশ গাথা ভাষণ করিলেন। সেই ভিক্ষু গাথা শ্রবণ করিয়া সংবেগ উৎপাদনপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

> ১০৯. সত্ত্বগণের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত ও কায়বিবেক-পরায়ণ এই ভিক্ষু চারি আর্যসত্য কর্মস্থান ভাবনায় অবহিত হইতেছে না মতো বোধ হয়, যেমন অরণ্যে তরুণী মৃগী অপত্যস্নেহ কারণে দুঃখ ভোগ করে, তেমন এই ভিক্ষুও সংযম অভাবে সংসারাবর্ত দুঃখকে উচ্ছেদ করিতে না পারিয়া দুঃখেই বাস করিতেছে।

১১০. উসভ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী বুদ্ধের সময়ে এক দেবপুত্র হন। একদা বুদ্ধকে দিব্যপুষ্প দ্বারা পূজা করেন। সেই পুষ্প পূজা সাত দিন যাবৎ পুষ্পমণ্ডপ তুল্য অবিকৃতভাবে ছিল। তথায় দেব-মনুষ্যগণের মহাসমাগম হইয়াছিল। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ধনাঢ্যকুলে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল উসভ। ভগবানের জেতবনে আসার পর তাঁহার উপদেশে প্রব্রজিত হন। তিনি অরণ্যে গিয়া বাস করেন। সেই সময়ে প্রত্যুষকালে অরণ্যে বৃষ্টি হইতেছিল। সেই কারণে পর্বত-জাত বৃক্ষগুলিতে নবকিশলয় উৎপন্ন হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিল। একদিবস

স্থবির আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পর্বতের রমণীয়তা দর্শন করিতে করিতে বলিলেন, 'এই নাগেশ্বর প্রভৃতি বৃক্ষ অচেতন, অথচ ঋতুপ্রভাবে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি কেন এমন ঋতুপ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া গুণবলে শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিব?' এই চিন্তা করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা ভাষণের পর বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

> ১১০. পর্বত শিখরে নব বারিধারা সিক্ত নাগেশ্বর বৃক্ষগুলি শাখা-প্রশাখায় ও নব কিশলয়ে যেমন শোভা পাইতেছে, তেমন অরণ্যবাসী, বিবেককামী উসভ ভিক্ষুর অধিকতর ভাবনা যোগ্যতা উৎপাদন করিতেছে।

একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ বর্গ

১১১. জেন্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় দেবপুত্র হন। তিনি একদিবস শাস্তাকে কিঙ্কিরাত পুষ্পে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে জেন্তগ্রামে এক মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে বাল্যকালেই প্রব্রজ্যা লাভের অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। তিনি ভাবিলেন, 'প্রব্রজ্যাও দুষ্কর, গৃহে বাসও কঠিন, ধর্মও গম্ভীর, সম্পত্তি লাভও সহজ নহে, এখন আমার কি করা উচিত।' এই প্রকারে বহু চিন্তা করিয়া একদা ভগবানের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিলেন। সেই হইতে প্রব্রজ্যা লাভার্থ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্হৎ হইয়া 'আমার উৎপন্ন বিতর্ক আদি হইতে ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছি' এইরূপে সন্তুষ্টি জ্ঞাপনপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১১১. সম্পত্তি ও জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হওয়া অতিশয় দুষ্কর। বহু কার্যবিধায় গৃহে বাস করাও কঠিন। ধর্মও গম্ভীর, সম্পত্তি উপার্জনও সহজ ব্যাপার নহে। প্রব্রজিত হইলেও ধর্মত লব্ধ বস্তুতে দুঃখে জীবনধারণ করিতে হয়। তথাপি সতত অনিত্যতা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত।

১১২. বচ্ছগোত্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় বন্ধুমতী নগরে এক কুলগৃহে জাত হন। একদা রাজা ও নগরবাসীর সহিত বুদ্ধপূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পিতা বৎসগোত্র হেতু তাঁহার নাম হইল বচ্ছগোত্র। তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যায় কোনো সার না পাইয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই ষড়ভিজ্ঞ হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ১১২. আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত, মার্গফলরূপ মহাধ্যান লাভ করিয়াছি। চিত্ত উপশম বিষয়ে সুদক্ষতা লাভ করিয়াছি। আমার অর্হত্বফল লাভ হইয়াছে, বুদ্ধের শাসনানুরূপ কাজ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছি।

১১৩. বনবচ্ছ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে উৎপন্ন হন। চাকুরী করিয়া জীবনযাপন করিত। কোনো অপরাধের দরুন তিরস্কৃত হইয়া মৃত্যুভয়ে পলায়ন করে। এমন সময় পথিমধ্যে বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাইল। শ্রদ্ধাসহকারে বোধিমূল পরিষ্কার করিয়া অশোক পুষ্পস্তবকে পূজা করিল এবং বোধি বন্দনা করিতে করিতে তথায় বসিয়া রহিল। শত্রুগণ তাহাকে মারিবার জন্য আসিলেও তাহাদের প্রতি রাগচিত্ত উৎপন্ন করে নাই। কেবল বোধিগুণ স্মরণ করিতে করিতে শত পুরুষ প্রপাতে পড়িয়া রহিল। সেই পুণ্য-প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। নাম ছিল বচ্ছ। বিম্বিসার সমাগমে প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ হইলেন। তৎপর বিবেক সুখার্থ বনে বাস করিতেন। সেই হইতে 'বনবচ্ছ' নাম হইল। একসময় জ্ঞাতিদের উপকারার্থ তিনি রাজগৃহে গিয়াছিলেন। তথায় কয়েকদিন বাস করিয়া প্রত্যাগমনাভিপ্রায় জানাইলে জ্ঞাতিগণ বলিলেন, 'ভন্তে, আমাদের প্রতি দয়া করিয়া নিত্য এখানেই বাস করুন, আমরা আপনার সেবা করিব।' স্থবির তাহাদিগকে পর্বতের রমণীয়তা কীর্তন করিয়া বিবেকসুখ নিবেদন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ১১৩. অগভীর পরিষ্কৃত জলসম্পন্ন, মহৎ শিলা বিস্তৃত, গরুর

ন্যায় লাঙ্গুল বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ বানরযুত ও শৈবাল আচ্ছাদিত শীতল জলপূর্ণ এই শৈলসমূহ আমাকে রমিত করে বা আনন্দ দান করে।

১১৪. অধিমুত্ত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কামসেবার দোষ দেখিয়া গৃহবাস ত্যাগ করেন। তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ পাইয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত ভগবানকে দেখিতে পাইলেন। বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার বল্কল বাস ভগবানের পাদমূলে বিছাইয়া দিলেন। ভগবান তাহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কালানুসার নামক সুগন্ধ দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিলেন ও দশটি গাথা আবৃতি দ্বারা স্তুতি করিলেন। ভগবান বলিলেন, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে ষড়ভিজ্ঞ হইবে।' পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় সুদক্ষ হন। এই বিদ্যায় সার না পাইয়া বুদ্ধের জেতবন প্রতিগ্রহণ দিবসে ভগবানের প্রভাব দর্শনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং কায়ের প্রতি অসংযত ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১১৪. পর্বত প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীর জলের ন্যায় ক্ষণিক জীবনে কেবল শরীর পোষণে রত ও উত্তম খাদ্যে কায়সুখ লাভার্থ তৃষ্ণারত ভিক্ষুর শ্রমন-সাধুতা কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ কায়-জীবনে মমতাহীন, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট ও আরব্ধ বীর্যবান ব্যক্তির লক্ষণই শ্রমণ সাধুতা।

১১৫. মহানাম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি ব্রাহ্মণ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গৃহবাস ত্যাগ করিয়া নদীতীরে আশ্রম নির্মাণপূর্বক বহু ব্রাহ্মণকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। একদা ভগবান তাহাকে স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আশ্রমে পদার্পণ করিলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া আসন পাতিয়া দিলেন। ভগবান আসনে বসিলে মধু দান করিলেন এবং ভবিষ্যতে ষড়ভিজ্ঞ হইবেন বলিয়া

প্রকাশ করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া নেষাদ পর্বতে কর্মস্থান ভাবনা করেন। কিছুতেই তৃষ্ণা ধ্বংস করিতে না পারিয়া 'আমার এই তৃষ্ণাক্লিষ্ট জীবনে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই' মনে করিয়া এক উচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন এবং 'এই পর্বতশিখর হইতে পড়িয়া মরিব' স্থির করিয়া নিজকে নিজে উপদেশ গাথা বলিলেন। সেই গাথা ভাষণের পরই তিনি অর্হৎ হইলেন।

> **১১৫.** হে মহানাম, যদি কর্মস্থান ত্যাগ করিয়া বিতর্কবহুল হও, তাহা হইলে তুমি বহু কূটজ, শল্লকি পুষ্পযুক্ত, নানাবিধ বৃক্ষলতাসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ এই নেষাদগিরি হইতে পরিহীন হইবে। অর্থাৎ এই গিরি ত্যাগ করিয়া তোমাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

১১৬. পারাসরিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় নেষাদ যোনিতে জাত হন। তাহার বনে বিচরণকালে ভগবান দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলেন। সে মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল। বুদ্ধদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া ভগবানের চারিদিকে শাখা বেষ্টন করিল, পদ্মপুষ্পে আচ্ছাদন করিয়া দিল ও সাত দিন যাবৎ নমস্কার করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রত্যহ ম্লান পুষ্পগুলি ফেলিয়া নবপুষ্পে আচ্ছাদন করিত। ভগবান সাত দিনের পর ধ্যান হইতে উঠিয়া ভিক্ষুসংঘকে স্মরণ করিলেন। তখন অশীতি সহস্র ভিক্ষু আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেষ্টন করিলেন। আজ মধুর ধর্মকথা শুনিব ভাবিয়া দেবগণও তথায় সম্মিলিত হইলেন। মহাসমাগম হইল। ভগবান দেব-নরকুলে উৎপত্তি বিষয়ক ও শ্রাবকবোধি সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই নেষাদ গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিবেদে অভিজ্ঞ ছিলেন। পরাশর গোত্রে জন্ম বলিয়া তাহার নাম হইল পারাসরিয়। বহু ব্রাহ্মণ মানব তাঁহার নিকট মন্ত্র শিক্ষা করিত। রাজগৃহে বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রব্রজিত হন। পরে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> **১১৬.** আমি চক্ষু প্রভৃতি ছয় স্পর্শ আয়তনকে পরিত্যাগ করিয়া ছয়বার রক্ষা করিয়াছি ও কায়-বাক্যকে সংযত করিয়াছি। অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণারূপ দোষকে বমি করাতে

আমার কামাদি আসবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

১১৭. যশ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় মহানুভব নাগরাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নাগভবনে নিয়া ভগবানকে বহুমূল্য ত্রিচীবর ও এক একজন ভিক্ষুকে দুইখানি দুইখানি চীবর দান করেন। সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্র হন। মহাবোধি মণ্ডপকে সপ্তরত্নে পূজা করেন। কাশ্যপ ভগবানের সময় প্রব্রজিত হইয়া ভাবনা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীতে মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল যশ। শরীর ছিল অতিশয় কোমল। তিনটি প্রাসাদ তাঁহার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। তিনি রাত্রিকালে পরিজনবর্গের বিশ্রী শয্যা দেখিয়া সংবেগপ্রাপ্ত হন। স্বর্ণ পাদুকায় আরোহণপূর্বক গৃহ হইতে বাহির হইলে দেবগণ দরজা খুলিয়া দেন। তৎপর ঋষিপতন মৃগদায়ে উপস্থিত হন। বলিতে লাগিলেন, 'অহো, আমি উপদ্রুত হইতেছি ও বিবিধ উপসর্গে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।' সেই সময় ভগবান ঋষিপতনে ছিলেন। তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বাহিরে চঙ্ক্রমণে রত থাকিয়া বলিলেন, 'যশ এস, এই স্থান উপদ্রবহীন, এখানে উপসর্গ নাই।' তিনি ভগবৎ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইলেন এবং তখনই পাদুকা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সদনে উপনীত হইলেন। ভগবানের ধর্মবাণী শুনিয়া স্রোতাপন্ন হন। এইদিকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হন। তখন বুদ্ধের ধর্ম শুনিয়া তাঁহার পিতা স্রোতাপন্ন হইলেন এবং তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভগবান দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করিলেন। তৎপর যশ স্থবির এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১১৭. আমি উত্তম সুগন্ধে বিলিপ্ত হইয়াছি, সুবসন পরিধান করিয়াছি এবং সমস্ত আভরণে ভূষিত হইয়াছি। এখন কিন্তু ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের শাসনানুরূপ কাজ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছি।

১১৮. কিম্বিল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। তিনি ভগবানের পরিনির্বাপিত চৈত্যে শালপুষ্পমালা

মণ্ডলাকারে দিয়া পূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে তাঁহার জন্ম হয়। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যভোগে মত্ত হইলেন। ভগবান তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে দেখিয়া সংবেগ উৎপাদানার্থ অনুপ্রিয় বন হইতে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন। প্রথমে একটি পরমা সুন্দরী তরুণী রমণী তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আস্তে আস্তে সেই রমণী জরাজীর্ণ হইল, রোগে তাহার দেহ শীর্ণ হইল; তিনি রমণীর এই পরিণাম দেখিয়া সংবেগ গাথা ভাষণ করিলেন ও দেহের অসারতা দর্শনে অনিত্য ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন। শাস্তা তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি ধর্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং পূর্বোৎপন্ন অনিত্যভাব প্রকাশপূর্বক সেই গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

> ১১৮. কাহারও আহ্বানে শীঘ্র চলিয়া যাওয়ার ন্যায় যৌবন দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। এই রূপসম্পদ স্বীয় স্বভাবে বিদ্যমান, কিন্তু আমার নিকট অন্যরূপ বোধ হইতেছে। স্মৃতি আমার অবিকৃতভাবে বিদ্যমান আছে, তথাপি আমার এই দেহকে অন্য সত্ত্বের ন্যায় ধারণা করিতেছি।

১১৯. বজ্জিপুত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক চুরানব্বই কল্প পূর্বে একজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভিক্ষার্থ আগত দেখিয়া কদলী ফল প্রদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকুলে জাত হন। বজ্জীপুত্র বলিয়া তাঁহার নাম হইল বজ্জীপুত্ত। তিনি বাল্যকালে হস্তীশিল্প শিক্ষা করিতেন। পূর্বজন্মের সুকৃতি ফলে তাঁহার বিরাগভাব জাগিয়া উঠিল। তৎপরে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরে ষড়ভিজ্ঞ হন। তাঁহার ষড়ভিজ্ঞ হওয়ার পরেই ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি একদিন আনন্দ স্থবিরকে স্রোতাপন্নাবস্থায় মহাপরিষদে ধর্মদেশনা করিতে দেখিয়া উপরি উপরি মার্গলাভার্থ উৎসাহ প্রদান করিয়া গাথা ভাষণ করেন। আনন্দ স্থবিরও গাথা শ্রবণে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন।

> ১১৯. হে গৌতম গোত্রভূত আনন্দ, বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিয়া হৃদয়ে নির্বাণকে স্থাপন কর। ধ্যান কর, প্রমাদিত হইও না, কেন বিচলিত হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবে।

১২০. ইসিদত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া অতীব মধুর ফল দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তীরাজ্যের বর্ধগ্রামে এক সার্থবাহের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মচ্ছিকসণ্ডের চিত্ত গৃহপতি তাঁহার অদর্শন বন্ধু ছিল। চিত্ত গৃহপতি বুদ্ধগুণ সংযুক্ত একখানি পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রপাঠে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তিনি মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। পরে ষড়ভিজ্ঞ হন। ষড়ভিজ্ঞ হইয়া বুদ্ধ দর্শনার্থ গমন করেন। যখন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন, তখন ভগবান জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন সুখে আছ তো?' তিনি বলিলেন, 'যেই মুহূর্তে আপনার শাসনে উপস্থিত হইয়াছি, সেই হইতে আমার সর্বদুঃখ দূরীভূত হইয়াছে ও সমস্ত উপদ্রব উপশান্ত হইয়াছে।' তৎপর তাঁহার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১২০. আমার এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, অবিদ্যা-তৃষ্ণাদির মূল ছিন্ন হইয়া অন্তিম চিত্তে (আর্যমার্গফলে) অবস্থিত হইয়াছে। নির্বাণ অধিগত হইয়াছে। আমার কামাদি আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত।

শাসনকৃত্য সম্পাদনকারী বীততৃষ্ণ মহর্ষিপ্রবর বিংশত্যধিক শতজন স্থবির কর্তৃক একক নিপাত ১২০টি গাথা বর্ণিত হইয়াছে।

একক নিপাত সমাপ্ত।

দ্বিক নিপাত

প্রথম বর্গ

১২১. উত্তর স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় বিদ্যাধররূপে আকাশে বিচরণ করিতেন। সেই সময় ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া বনে প্রবেশপূর্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শাস্তার দেহ হইতে ষড়রশ্মি নির্গত হইতেছিল। সে অন্তরীক্ষ হইতে বুদ্ধদর্শন করিয়া প্রীত হইল এবং কণিকার পুষ্প দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিল। বুদ্ধ-প্রভাবে পুষ্পগুলি ছত্রাকারে স্থিরভাবে রহিল। উহা দেখিয়া সে অতিশয় আপ্যায়িত হইল। তৎপর মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে মহৎ দিব্যসম্পদ প্রাপ্ত হইল। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে মহাধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। সে ব্রাহ্মণ বিদ্যায় সুদক্ষ ছিল ও কুলে, গুণে, রূপে এবং সদাচারে সকলের পূজ্যপাত্র হইয়াছিল। বর্ষকার ব্রাহ্মণ তাহার গুণে মোহিত হইয়া স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূর্বকৃত পুণ্যে সংসারের প্রতি তাহার বিরাগভাব উৎপন্ন হইল। সময়ে সময়ে ধর্মসেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম শ্রবণ করিত। পরে তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইল ও সেই হইতে স্থবিরের সেবা করিত। সেই সময় স্থবির রোগাক্রান্ত হন। তাঁহার ঔষধের জন্য উত্তর শ্রামণের প্রাতেই পাত্র-চীবর লইয়া বিহার হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে এক তড়াগের তটে পাত্রটি রাখিয়া জলে মুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময় কয়েকজন রাজপুরুষ এক চোর তাড়াইতেছিল। চোর উপায়ান্তর না দেখিয়া রত্নভাণ্ডটি শ্রামণেরের পাত্রে ফেলিয়া পলায়ন করিল। শ্রামণের মুখ ধুইয়া পাত্র সমীপে আসিয়াছে, এমন সময় রাজপুরুষেরাও চোর দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাঁহার পাত্রে স্বর্ণভাণ্ড দেখিয়া 'এই শ্রামণের চোর, এই ব্যক্তিই চুরি করিয়াছে' এই সন্দেহে তাঁহাকে বাঁধিয়া বর্ষকার ব্রাহ্মণের নিকটে হাজির করিল। তখন বর্ষকার রাজার বিচারক ছিলেন ও বধ-বন্ধনের হুকুম দিতেন। বর্ষকার বলিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্বে আমার কথা গ্রহণ করে নাই, শুদ্ধ পাষণ্ডদলে প্রব্রজিত হইয়াছে। তাহার উপর জাত-ক্রোধ থাকায় আর বিচার করিলেন

না। তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় শূলে দেওয়াইলেন। ভগবান দিব্যচক্ষে তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সুকোমল হস্তখানি উত্তরের শিরঃদেশে রাখিয়া বলিলেন, 'উত্তর, ইহা তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফল, অবিচলিত চিত্তে তাহা সহ্য কর।' তখন তাহার চিত্তানুরূপ ধর্মোপদেশ দিলেন। ভগবানের হস্তখানি যখন তাঁহার শিরোপরি দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই প্রীতিতে শূলাগ্রেই ভাবনা করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। ষড়ভিজ্ঞ হইয়া সত্ত্বগণের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তবশত আকাশে উঠিয়া নানা ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন। মহাজনসংঘ এই ব্যাপারে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইল। অচিরে তাঁহার শূলের ক্ষতস্থান শুকাইয়া গেল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, শূলাগ্রে এত দুঃখ ভোগ করিয়া কী প্রকারে বিদর্শন ভাবনা করিতে সমর্থ হইলে?' বন্ধুগণ, আমি পূর্ব হইতেই সংসারের দোষ ও সংস্কারসমূহের স্বভাব দেখিয়াছি, সেই কারণে শূলাগ্রে থাকিয়াও বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হৎ হইতে সমর্থ হইয়াছি।' সেই স্বভাব প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> **১২১.** কামভবাদি যে কোনো ভব নিত্য নহে, সেই কারণে পঞ্চস্কন্ধ সহিত সংস্কার শাশ্বত বা ধ্রুব নহে। যেই পঞ্চস্কন্ধসমূহ একবার উৎপন্ন হয়, আবার তাহা চ্যুত হয় বা ভাঙ্গিয়া যায়।
>
> **১২২.** ভবোৎপত্তির এই দোষ দেখিয়া আমি ভবে আগমনের প্রয়োজন মনে করি না। আমি সমস্ত ভব হইতে বাহির বা নিবৃত্ত চিত্ত হইয়াছি। কামাসবাদি আমার ক্ষয় হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

আয়ুষ্মান উত্তর স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১২২. পিণ্ডোলভারদ্বাজ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় সিংহযোনিতে জন্ম লইয়া পর্বত-গুহায় বাস করেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে সে আহারার্থ গমন করিলে গুহায় প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হন। সিংহ প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধকে গুহার মধ্যে দেখিতে পাইল। সে অতিশয় প্রীত হইয়া জলজ-স্থলজ পুষ্পে বুদ্ধকে পূজা করে। যাহাতে অন্য প্রচণ্ড পশু-পক্ষী গুহায় প্রবেশ করিতে না পারে, এইভাবে চৌকি দিতে লাগিল। তিনবেলা সিংহনাদ করিয়া বুদ্ধের প্রতি স্মৃতি

রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাত দিন যাবৎ বুদ্ধকে পূজা করিল। ভগবান সপ্তাহ পরে ধ্যান হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন, 'সিংহের পক্ষে এই পুণ্য সম্পদ যথেষ্ট হইবে।' তৎপর আকাশপথে সিংহ দেখে মতো বিহারে আসিলেন। সিংহ পারিলেয়্য হস্তীর ন্যায় বুদ্ধের বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সে হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নগরবাসীর সহিত ধর্ম শ্রবণার্থ বিহারে গেল। সাত দিন মহাদান দিয়াছিল। এইভাবে যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কোশম্বীরাজ উদেনের পুরোহিত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম হইল ভারদ্বাজ। স্বয়ং ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া পাঁচশত ছাত্রকে ত্রিবেদ শিক্ষা দিত। ভোজনের প্রতি অত্যাসক্তিবশত ছাত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে আসে। তথায় ভিক্ষুসংঘের লাভ-সৎকার দেখিয়া প্রব্রজিত হয়। পান-ভোজনে তাহার মাত্রা ছিল না। ভগবান কৌশলে তাহাকে পরিমিত পান-ভোজন শিক্ষা দিলেন। তৎপর ভাবনাবলে অচিরে ষড়ভিজ্ঞ হন। ষড়ভিজ্ঞ হইয়া ভাবিলেন, 'ভগবানের নিকট শ্রাবকের যাহা প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য, তাহা আমি পাইয়াছি।' তিনি ভিক্ষুসংঘকে সিংহনাদে বলিতেন, 'মার্গফলে যাহার সন্দেহ আছে, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করুক।' তাই ভগবান 'সিংহনাদী পিণ্ডোল ভারদ্বাজ' বলিয়া উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার গৃহীকালের কৃপণ ও মিথ্যাদৃষ্টি একজন ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিল। তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে দানকথা শুনাইলেন। ব্রাহ্মণ দানকথা শুনিয়া বলিলেন, 'এই শ্রমণ আমার ধন বিনাশ করিতে ইচ্ছুক' তাই ভ্রূকুটি দেখাইয়া বলিল, 'তবে তোমাকে এক বেলা ভাত দিব।' স্থবির বলিলেন, 'তাহা সংঘকে দাও, আমাকে নহে।' পুনরায় ব্রাহ্মণ বলিল, "এই শ্রমণ আমার দ্বারা বহুজনকে দেওয়াইতে চায়।" তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশে স্থবির বলিলেন, 'তুমি দ্বিতীয় দিনে ধর্মসেনাপতিকে সংঘগত দান দিলে মহাফল পাইবে, অর্থাৎ একজনকে দান দিয়া সংঘদানের ফল পাইবে, এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিল। স্থবির বলিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমাকে আহার তৃষ্ণাবশত দান দিতে চাহে।' আমি আহার তৃষ্ণা যে ত্যাগ করিয়াছি, তাহা সে জানে না। এখন তাহাকে গাথা ভাষণে উহা জ্ঞাপন করিব। ব্রাহ্মণ গাথা শুনিয়া স্থবিরের প্রতি প্রসন্ন হইল।

> ১২৩. বেণু-পুষ্প দানাদি অন্বেষণ কারণে আমার জীবিকা নহে, চিত্ত শান্তির জন্য আহার নহে; (মার্গফল লাভেই চিত্তের শান্তি হয়) আহার্যবলেই শরীর বাঁচিয়া থাকে, আমি ইহা

দেখিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ভিক্ষান্বেষণ করিয়া থাকি।

১২৪. অভাবিতচিত্ত ভিক্ষুদের পক্ষে গৃহীদের এই বন্দনা-পূজা পঙ্কসদৃশ বলিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন। সেই কারণে ইহা দুরোৎপাটনীয় সূক্ষ শল্য সদৃশ। তাই লাভ-সৎকার কাপুরুষ কর্তৃক দুস্ত্যজ্য।

১২৩. বল্লিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে কুলগৃহে জাত হন। একদিন কোনো কার্যহেতু অরণ্যে গিয়াছিলেন। তথায় নারদ নামক এক পচ্চেক বুদ্ধকে বৃক্ষমূলে দেখিয়া একখানি পর্ণকুটির দান করেন ও চঙ্ক্রমণ পরিষ্কার করিয়া বালুকা ছড়াইয়া দেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হন। তিনি যুবকাবস্থায় ইন্দ্রিয়-বশীভূত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় এক কল্যাণমিত্র সংসর্গে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধের উপদেশে প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১২৫. চিত্তরূপ বানর পঞ্চদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ কুটির হইতে গমন করিয়া পুনঃপুন চেষ্টা করিয়া দ্বারের নিকট গমনোদ্যোগ করিতেছে।

১২৬. স্থবির নিজের চিত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে চিত্তরূপ বানর, 'দাঁড়াও, ধাবিত হইও না।' আমার দেহরূপ গৃহ পূর্বের ন্যায় খোলা নহে। তুমি মার্গরূপ প্রজ্ঞা দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছ, এই দেহ হইতে দূরে যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে না।

১২৪. গঙ্গাতীরীয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বুদ্ধের শাসনে প্রসন্ন হইয়া ভিক্ষুসংঘকে পানীয় দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে গৃহপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল দন্ত। তিনি গৃহবাসে মনোযোগি ছিলেন। পরদার লঙ্ঘনের দোষ না জানিয়া তিনি একবার ব্যভিচারে রত হন। কিন্তু ইহাতে মহাপাপ হয় পরে জানিয়া অতিশয় ব্যথিত

হইলেন। তৎপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অতি হীনভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। পাংশু বস্ত্র ও মৃন্ময় পাত্র ব্যবহার করিতেন। গঙ্গাতীরে তালপাতার তিনটি পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। সেই কারণে 'গঙ্গাতীরীয় স্থবির' নামে পরিচিত। প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত না হইয়া কাহারও সহিত আলাপ করিব না।' এই ভাবে এক বৎসর মৌনভাবে রহিলেন। দ্বিতীয় বৎসর ভিক্ষার্থ গ্রামে গিয়াছেন দেখিয়া এক রমণী 'এই ভিক্ষু বোবা কি না' পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় পাত্রে দুগ্ধ দিতেছিল, স্থবির হাতের ইঙ্গিতে নিষেধ করিলে তবুও দিতেছে দেখিয়া 'নিষ্প্রয়োজন ভগিনী' এইমাত্র বাক্যব্যয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরের মধ্যেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও অতীত অবস্থাসূচক গাথা ভাষণ করিলেন।

১২৭. স্বয়ং পতিত তিনটি তালপত্রে গঙ্গাতীরে আমার কুটির করা হইয়াছে। শ্মশানের পাত্রতুল্য আমার ভিক্ষাপাত্র, আমি পাংশু চীবর আমি ধারণ করি।

১২৮. আমি দুই বৎসরের মধ্যে একটি মাত্র বচন বলিয়াছি এবং প্রব্রজ্যা লাভের তৃতীয় বৎসরের মধ্যে মার্গবলে অবিদ্যারূপ তমঃ দলিত বা ছিন্ন করিয়াছি।

১২৫. অজিন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে কুলগৃহে জাত হন। একদা কোনো কার্যবশত অরণ্যে যান। তথায় সুচিন্তিত নামক একজন পচ্চেক বুদ্ধকে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার ঔষধার্থ প্রসন্ন মনে ঘৃত দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ সময়ে অজিন চর্মে ধারণ করিয়াছিল বলিয়া নাম হইয়াছিল অজিন। সম্পত্তি লাভ-হেতু পূর্বকৃত পুণ্য নাই বলিয়া দরিদ্রকুলে জন্ম ধারণ করেন। অন্ন-পানীয় অভাবে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। একদা বিচরণ করিতে করিতে জেতবনে উপস্থিত হন। তথায় বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়াও পূর্বকৃত কর্মফলে লাভ-সৎকার উৎপন্ন হইত না। নিকৃষ্ট আহারাদি লাভ করিতেন। অপরাপর ভিক্ষু-শ্রামণেরাও অল্প পুণ্যবান বলিয়া বড়ই নিন্দা করিতেন। স্থবির তাঁহাদের সংবেগ উৎপাদনার্থ এই গাথা ভাষণ করেন।

১২৯. যদি কোনো অপরিচিত ভিক্ষু ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত, মৃত্যুবিজয়ী ও অনাসব হয়; অজ্ঞানীগণ তাঁহাকে না জানিয়া অবজ্ঞা করিয়া

থাকে।

১৩০. যে ব্যক্তি অন্ন-পানীয় লাভ সৎকার প্রাপ্ত হয়, সে পাপী হইলেও অজ্ঞানীগণের সৎকার পাইয়া থাকে।

১২৬. মেলজিন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবানকে মধুর আমোদ ফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীর ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সুকীর্তি সর্বত্র প্রকাশিত হয়। তখন ভগবান মৃগদায়ে ছিলেন। তথায় গমন করিয়া বুদ্ধের নিকটে ধর্ম শ্রবণপূর্বক প্রব্রজিত হন। অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি মার্গফল লাভ করিয়াছেন কি?' তখন তিনি সিংহনাদে এই গাথা ভাষণ করেন।

১৩১-১৩২. যখন আমি শাস্তার ভাষিত চতুরার্যসত্য ধর্ম শ্রবণ করি, সেই হইতে আমার অপরাজিত, সার্থবাহ, মহাবীর, শ্রেষ্ঠ সারথী সদৃশ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধের প্রতি সংশয় উৎপন্ন হয় নাই। তাঁহার শীলাদি আচরণেও আমার কোনো সংশয় বিদ্যমান নাই।

১২৭. রাধ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। একদা বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনাপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে জ্ঞানবানের শ্রেষ্ঠাসনে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া, নিজে সেই পদের প্রার্থীক হইলেন ও মহাপূজা-সৎকার করিলেন। প্রার্থনার পর বহু জন্ম পুণ্য করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এক দিবস শাস্তাকে ভিক্ষার্থ গমনকালে মধুর আম্রফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধকালে পুত্র-কন্যার অপব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'গৃহবাসে কী প্রয়োজন?' প্রব্রজ্যা লাভ করিব। তৎপর ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজ্যা যাচঞা করেন। ভিক্ষুরা বলিলেন, 'এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না।' কাজেই ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া বুদ্ধের নিকটে নিবেদন করেন। বুদ্ধ তাহার মার্গফল লাভের হেতু দেখিয়া সারিপুত্র স্থবিরের দ্বারা

প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। তিনি অচিরে অর্হৎ হইয়া ভগবানের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন ও পূর্ব প্রার্থিত পদ লাভ করিলেন। একদা 'অভাবিত চিত্ত কামাসক্ত হয়, ভাবিত চিত্ত তদ্রূপ হয় না' এই কারণে ভাবনার প্রশংসা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১৩৩. যেমন দুচ্ছাদিত গৃহ বৃষ্টিজলে ভেদ করে, এইরূপ অভাবিত চিত্ত কাম-দ্বেষ-মোহে ভেদ করিয়া থাকে।
>
> ১৩৪. যেমন সুচ্ছাদিত গৃহ বৃষ্টিজলে ভেদ করে না, এইরূপ শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সুভাবিত চিত্তকে কামরাগাদি ভেদ করিতে পারে না।

১২৮. সুরাধ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে মাতুলুঙ্গফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্বোক্ত রাধ স্থবিরের কনিষ্ঠ হইয়া জাত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধ প্রব্রজিত হইলে তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন ও এই গাথা ভাষণ করেন।

> ১৩৫. আমার জন্মভব ক্ষয় হইয়াছে; আমি বুদ্ধের শাসনে মার্গ ব্রহ্মচর্যা বপন করিয়াছি; আমার মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যাজাল সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে; ভব-তৃষ্ণা সমূহত হইয়াছে।
>
> ১৩৬. যে কারণে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; সমস্ত সংযোজন বা বন্ধন পরিক্ষয় হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অর্হৎ হইয়াছি।

১২৯. গৌতম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে আমোদফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। সাত বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়। রত্নভিক্ষার সময়ে সহস্ররত্ন প্রাপ্ত হন। ১৬-১৭ বৎসর বয়ক্রমকালে কুসংসর্গে পড়িয়া বেশ্যাসক্ত হইয়া উহাকে সহস্র রত্ন দিয়া ফেলেন। গণিকা তাঁহার ব্রহ্মচারী লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি গণিকালয়ে মাত্র এক রাত্রি বাস

করিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। একদিকে ব্রহ্মচর্য বিনাশ, অন্যদিকে ধন বিনাশ স্মরণ করিয়া 'অহো আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি' এই কারণে মনস্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবান দিব্যচক্ষে তাঁহার পূর্বকৃত হেতু ও বর্তমান চিত্ত-বিকৃতির কারণ অবগত হইয়া তাহাকে দেখা দিলেন। তখনই তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। একদা তাঁহার গৃহীবন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, 'বন্ধু, আপনি যে সহস্র রত্ন ভিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা কি করিলেন।' স্থবির তাহা প্রকাশ করিয়া রমণী জাতির দোষ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজের বীতরাগভাব প্রকাশ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১৩৭. যেই সংযতেন্দ্রিয় মুনিগণ স্ত্রীনিমিত্তে আসক্ত হন না, তাঁহারা সুখে বাস করিয়া থাকেন। স্ত্রীদিগকে সর্বদা পাপকর্ম হইতে রক্ষা করিতে হয়; তাহাদিগকে কিছুতেই সত্যপথে রাখা যায় না।

১৩৮. হে কাম, তোমাকে বধ করিবার জন্য আমি ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছি। আমরা আর তোমার নিকট কামরূপ ঋণ গ্রহণ করিব না, যেখানে যাইয়া শোক করিতে হয় না, আমি সেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৩০. বসভ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হিমবন্ত পর্বতের অনতিদূরে সমগ্র নামক পর্বতে আশ্রম নির্মাণ করেন। তথায় চৌদ্দ হাজার তাপসসহ ধ্যান করিতেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তাপসদিগকে সর্বদা উপদেশ-অনুশাসন করিতেন। একদা চিন্তা করিলেন, 'এই তাপসেরা সর্বদা আমাকে পূজা-সৎকার করিয়া থাকে।' অথচ আমি কাহাকেও পূজা করিতে পাইতেছি না। 'গুরু ত্যাগ করিয়া বাস করা জগতে বড়ই দুঃখদায়ক' তখন জাতিস্মর জ্ঞানে পূর্বকৃত পুণ্যফল স্মরণ করিয়া পূর্ব বুদ্ধগণের উদ্দেশ্যে নদীতটে বালুকা দ্বারা একটি চৈত্য নির্মাণ করিলেন এবং স্বীয় ঋদ্ধিবলে চৈত্যটি সুবর্ণ-প্রভায় রঞ্জিত করিলেন। তিনি সহস্র পুষ্প দ্বারা প্রত্যহ চৈত্য পূজা করিতে লাগিলেন। আজীবন চৈত্য-পূজায় ও ধ্যান-সাধনায় অতিবাহিত করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান যখন বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তখন বুদ্ধ প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

দায়কগণ পূজার দ্রব্য নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতেন না। নিজের ভিক্ষালব্ধ বস্তুই পরিভোগ করিতেন। তখন তাঁহাকে পৃথগ্জন ভিক্ষুরা এই বলিয়া অবজ্ঞা করিত যে, 'এই ভিক্ষু কায়সংযম বিহীন ও অরক্ষিত চিত্ত।' স্থবির তাহাদের সেই কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার অনতিদূরে এক কূহক ভিক্ষু লোভপরায়ণ হইয়া অলোভীর ন্যায় ভাণ দেখাইত ও জনসমাজে পরিচয় দিত। সর্বদা লোককে প্রবঞ্চনা করিত। জনসংঘ তাহাকে অর্হৎ জ্ঞানে পূজা করিত। ইন্দ্ররাজ এই ব্যাপার অবগত হইয়া স্থবিরের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে, এই কূহক এখন কি করিতেছে?' স্থবির সেই ভিক্ষুর পাপ মতিকে নিন্দা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। ইন্দ্ররাজ গাথা শ্রবণের পর কূহক ভিক্ষুকে তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন, 'ধর্মাচরণে প্রতিষ্ঠিত হও।' তৎপর ইন্দ্ররাজ চলিয়া গেলেন।

১৩৯. কূহক, মায়াবী ভিক্ষুরা প্রথমে নিজের কুশল ভাগকে ধ্বংস করে, পরে শীলবান ভিক্ষুদিগের লাভ-সৎকার ধ্বংস করিয়া থাকে। যেমন শাকুণিক পক্ষী দ্বারা পক্ষীকে বঞ্চনা করিয়া হত্যা করে, তেমন এ জগতে কূহক ভিক্ষুরা ইহ-পরলোক ও দায়কদিগকে সুহত করিয়া থাকে।

১৪০. ব্রাহ্মণ বহির্ভাগ মর্দন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আভ্যন্তরিক শুদ্ধিলাভের দ্বারা বা শীলাচরণে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। হে ইন্দ্র, যাহার নিকট পাপকর্ম বিদ্যমান আছে, তুমি তাহাকে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ বা হীন ব্যক্তি বলিয়া জানিও।

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বর্গ

১৩১. মহাচুন্দ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুম্ভকার কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং কুম্ভকার শিল্পে জীবনযাপন করেন। একটি সুন্দর মৃন্ময় পাত্র বুদ্ধকে দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যের নালক

গ্রামে রূপসারি ব্রাহ্মণীর পুত্র সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে জাত হন। ধর্মসেনাপতির পরে প্রব্রজিত হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে ষড়ভিজ্ঞ হন ও এই গাথা ভাষণ করেন।

১৪১. শ্রবণ-পিপাসা চতুরার্যসত্যাদি শ্রুত বিষয় বাড়াইয়া থাকে, শ্রুত বিষয় প্রজ্ঞাকে বাড়াইয়া থাকে, প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ জানিতে পারে, ইহ-পারলৌকিক অর্থাদি জ্ঞাত হইলে লৌকিক লোকোত্তর অর্থ সম্পাদন করে।

১৪২. বিবেক শয্যা ও বিবেক আসন সেবন কর, সংযোজন হইতে চিত্তমুক্তিহেতু বিদর্শন ভাবনা আচরণ করিবে। যদি বিবেক স্থানে বাস করিয়া মনোমত ফল লাভ করা না যায়, তবে কর্মস্থান গ্রহণপূর্বক ষড়দ্বারে চিত্তকে রক্ষা করিবে ও ভিক্ষুগণের মধ্যে স্মৃতি সহকারে বাস করিবে।

১৩২. জোতিদাস স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জাত হন। একদিন শাস্তাকে পিণ্ডার্থ গমন করিতে দেখিয়া কাসুমায়িক ফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় পানিয়ত্থ জনপদে ধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিবস মহাকাশ্যপ স্থবির স্বীয় গ্রামে পিণ্ডার্থ আসিয়াছেন দেখিয়া নিজের ঘরে ভোজন করাইলেন। তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া গ্রামের সমীপে পর্বতাসন্নে একখানি মহাবিহার নির্মাণ করাইলেন। স্থবিরকে তথায় চীবর-পিণ্ড-শয্যাসন-ঔষধ এই চারি প্রত্যয়ে সেবা করিতে লাগিলেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। তিনি ত্রিপিটক অধ্যয়নে রত থাকিতেন। সর্বাপেক্ষা বিনয়পিটকে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দশ বর্ষ হইলে বহু ভিক্ষু সহিত বুদ্ধ বন্দনার জন্য শ্রাবস্তীতে গমন করেন। পথিমধ্যে শ্রান্তি দূরীকরণার্থ এক তৈর্থিক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় এক পঞ্চতপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন ব্রাহ্মণ, এই তপনীয় কার্য ব্যতীত অন্য তপনীয় কিছু আছে কি?' তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'হে মুণ্ডক, আর কী তপনীয় আছে?' স্থবির বলিলেন, ক্রোধ, ঈর্ষা, পরমোদন, মান, অহংকার, প্রমাদ, তৃষ্ণা, অবিদ্যা, ভবসঙ্গতি ও পঞ্চস্কন্ধ তোমার পক্ষে তপনীয়। ব্রাহ্মণ স্থবিরের নিকট ধর্ম শুনিয়া আশ্রমবাসী সহিত সকলে প্রব্রজিত হইলেন। স্থবির তাহাদিগকেও লইয়া

শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া জন্মভূমিতে গমন করেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিলে তিনি নানাদৃষ্টি সম্পন্ন ও যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধলাভীদিগকে এই উপদেশ গাথা ভাষণ করেন। তাঁহারা এই গাথা শ্রবণ করিয়া সকলে কর্মবাদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৪৩-১৪৪. কঠোর যন্ত্রণাদায়ী যেই সত্ত্বগণ অন্য সত্ত্বদিগকে হনন, ঘাতন, বেষ্টনী প্রভৃতি কর্মদ্বারা উপরোধ বা ধ্বংস করিয়া থাকে, সেই সত্ত্বগণ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন প্রতিদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কারণ কর্মমাত্রেই ফল না দিয়া কখনো ছাড়ে না। যে ব্যক্তি ভালো বা মন্দ যে কোনো কর্ম করে, তাহাকে যেই যেই কর্ম ফল দিতে সমর্থ, নিশ্চয় তাহাকে উহা ভোগ করিতে হয়।

১৩৩. হিরণ্যক স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরের কুলগৃহে জাত হন। চাকুরী করিয়া জীবনযাপন করিতেন। একদা বুদ্ধ শ্রাবক সুজাত স্থবিরকে পাংশুবস্ত্র অন্বেষণ করিতে দেখিয়া নিজের অর্ধেক বস্ত্র ছিঁড়িয়া দেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজার মাতব্বর চোর-ঘাতকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজা তাঁহাকে মাতব্বর পদ প্রদান করেন। তিনি বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া কনিষ্ঠকে ওই পদ প্রদানপূর্বক রাজার অনুমতিতে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও ওই কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিলেন। কনিষ্ঠ সেই উপদেশ গাথা শুনিয়া রাজার অনুমতিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক নির্বাণ সাক্ষাৎ করিলেন।

১৪৫. দ্রুত গতিতে রাত্রি-দিন চলিয়া যাইতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবিতেন্দ্রিয়ও ক্ষণেকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পর্বত প্রবাহিনী ক্ষীণা নদীর জলরেখার ন্যায় সত্ত্বগণের আয়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

১৪৬. অজ্ঞানী ব্যক্তি লোভ, ক্রোধ হেতু পাপ করিয়াও এই কর্মের এই দুঃখ বলিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু পরে নরকে জন্ম হইলে, সেই ক্লেশ ভোগিতে হয়। কারণ পাপকর্মের ফল বড়ই অনিষ্টদায়ক।

১৩৪. সোমমিত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বুদ্ধগুণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন। একদিন কিংশুকপুষ্প লইয়া বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া পূজা করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবেদে পারদর্শী হন। বিমল নামক একজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। সর্বদা তাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করিতেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া ব্রতাদি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিমল স্থবির আলস্যে দিবারাত্রি কাটাইতেন। তিনি ভাবিলেন, 'আলস্যজীবীর সহিত বাস করিয়া কী ফল?' একদা মহাকাশ্যপ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া বিমল স্থবিরকে তর্জন করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন। গাথা শ্রবণে স্থবির সংবেগপ্রাপ্ত হন ও ভাবনা করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

> ১৪৭. যেমন সামান্য কাষ্ঠ-ভেলায় আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইতে গেলে সমুদ্রে ডুবিয়া যায়, এই প্রকার সাধুজীবী ব্যক্তিও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সংসারে পতিত হইয়া যায়।
>
> ১৪৮. তদ্ধেতু আলস্যপরায়ণ, হীনবীর্য ব্যক্তিকে দূরে থাকিতেই বর্জন করিবে। নিত্য বিবেকশীল, আর্যজ্ঞানযুত, নির্বাণপ্রবণ, ধ্যানী, আরব্ধবীর্যপরায়ণ পণ্ডিতের সহিত বাস করিবে।

১৩৫. সব্বমিত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিরানব্বই কল্প পূর্বে তিষ্য বুদ্ধের সময়ে নেষাদকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বনে বনে মৃগয়া করিয়া জীবন যাপন করিত। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহার বাসস্থানের নিকটে তিনটি পদচিহ্ন স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে বুদ্ধগণের সহিত তাহার পরিচয় ছিল, তাই চক্ররত্ন চিহ্নিত পদচিহ্ন দেখিয়া ভক্তিভরে কোরণ্ড পুষ্প দ্বারা পূজা করিল। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জাত হয়। সে জেতবনে বুদ্ধপ্রভাব দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। এক অরণ্যে কর্মস্থান ভাবনা করিত। বর্ষাবাসের পর বুদ্ধবন্দনার জন্য শ্রাবস্তীতে আগমন করিতেছিল, এমন সময় পথিমধ্যে এক মৃগয়াকারীর জালে আবদ্ধ

মৃগশাবককে দেখিতে পায়। মৃগমাতা জালাবদ্ধ না হইয়াও পুত্রস্নেহে দূরে দাঁড়াইয়াছিল, মৃত্যুভয়ে জালের নিকটও আসিল না। মৃগশাবক ভীত হইয়া এদিক-ওদিক পাশ পরিবর্তন করিয়া করুণ বিলাপ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া স্থবির ভাবিলেন, 'অহো, সত্ত্বগণের স্নেহ নিবন্ধন কি দুঃখ উৎপন্ন হয়।' পুনঃ কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন যে, 'বহু চোর মিলিত হইয়া একজন পুরুষকে তৃণদ্বারা বেষ্টন করিয়া আগুন জালিয়া দিয়াছে, সে উচ্চস্বরে কাঁদিতেছে।' এই দুইটি বিষয়ে স্থবিরের সংবেগ উৎপন্ন হইল। তখন চোরেরা শুনে মতো এই গাথা ভাষণ করিলেন। তৎপর অর্হৎ হইলেন। চোরেরা স্থবিরের ধর্ম শ্রবণ করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইল ও প্রব্রজিত হইয়া সদাচরণ করিতে লাগিল।

১৪৯. অন্ধমূর্খজন অন্যের প্রতি আসক্তচিত্ত হয়। 'এই আমার পুত্র, এই আমার কন্যা' বলিয়া একজন একজনকে তৃষ্ণা দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে। হিংসাবশত একজন একজন দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়। 'এই নিষ্পীড়ণের দরুন সেই দুঃখ আমার উপর আসিয়া পতিত হইবে', ইহার কারণ না জানিয়া একজন একজনকে পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

১৫০. একজন একজনের প্রতি তৃষ্ণাসক্ত হইয়া ও হিংসাবশে নিপীড়ন করা কী প্রয়োজন? মাতাপিতা হইয়া সেই অন্য জনক দ্বারা এই উৎপাদনেও কী ফল! আমি বহুজনকে নিপীড়ন করিয়াছি, এখন জনকে পরিত্যাগ করিয়া অনুপদ্রুত স্থান প্রাপ্ত হইব।

১৩৬. মহাকাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একানব্বই কল্প পূর্বে কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা কোনো কারণে অরণ্যে গিয়াছিল। তথায় একটি গাছের শাখায় ঝুলায়মান পাংশুচীবর দেখিতে পাইয়া ভাবিল, 'আর্যধ্বজা ঝুলিতেছে।' তখন প্রসন্ন মনে কিঙ্কিণীপুষ্প দ্বারা পূজা করিল। সে গৌতম বুদ্ধের সময়ে সেতব্য নগরে সার্থবাহকুলে জন্মগ্রহণ করে। একদা পাঁচশত গাড়ি পণ্যদ্রব্য লইয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া যায়। শকটগুলি একস্থানে রাখিয়া স্বীয় কর্মচারীদের সহিত বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় গন্ধমালা হস্তে উপাসকেরা জেতবনে গমন করিতেছিল, সেও উপাসকদের সহিত বিহারে গিয়া ভগবানের ধর্ম শুনিল। ধর্ম শ্রবণের পর প্রব্রজিত হইয়া শ্মশানিক ধুতাঙ্গ

গ্রহণ করিয়া শ্মশানে বাস করিতে লাগিল। তথায় কালী নাম্নী এক শবদাহিকা সদ্য মৃত শরীরের হাত দুইখানি ছিঁড়িয়া, মাথাটি দধিপাত্রের মতো ভাঙ্গিয়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধ করিয়া স্থবিরের কর্মস্থানের অনুরূপ স্থানে রাখিয়া দিল। স্থবির সেই মৃতদেহের পরিণাম দর্শনে নিজকে নিজে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং সেই উপদেশে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন।

১৫১. কাকবর্ণ, মহৎ শরীরা রমণী কালি, মৃত শরীরের জানু ও অপরাপর শরীর ভাঙ্গিয়া, দুইবাহু ভাঙ্গিয়া, দধিপাত্র তুল্য শির ভাঙ্গিয়া সেই ছিন্ন-ভিন্ন মাংসরাশি এক স্থানে মাংসের দোকানের ন্যায় রাখিয়া বসিয়া রহিল।

১৫২. এইভাবে স্থাপিত কর্মস্থান নিমিত্তকে যে দেখিয়াও অজ্ঞানতাবশত কর্মস্থান ত্যাগ করিয়া ক্লেশ-উপধি উৎপাদন করে, সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুনঃপুন নরকাদিতে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তদ্ধেতু জানিয়া শুনিয়া উপধি বা তৃষ্ণা উৎপাদন করিবে না। কেন? যেমন এই মৃত শরীর ছিন্ন-ভিন্ন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তেমন আমাকেও যেন পুনঃপুন নিরয়াদিতে ছিন্ন ভিন্ন শরীরে অবস্থান করিতে না হয়।

১৩৭. তিষ্য স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। কামভোগে বীতস্পৃহ হইয়া গৃহবাস ত্যাগপূর্বক তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক অরণ্যের শালবনে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া শালবনের অনতিদূরে ধ্যানস্থ হন। তিনি ফল আহরণের জন্য যাইতেছেন, এমন সময়ে বুদ্ধকে দেখিয়া চারিটি দণ্ডোপরি সুপুষ্পিত শালশাখায় একটি মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দিলেন। সাত দিন যাবৎ বুদ্ধগুণে নিমিত্ত রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান সপ্তাহ পরে ভিক্ষুসংঘকে স্মরণ করিলেন। তখন একলক্ষ অর্হৎ আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেষ্টন করিলেন। ভগবান তাহার ভবিষ্যৎ ফল প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন এবং ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া পাঁচশত ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার লাভ-সৎকার অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধ যখন রাজগৃহে আসেন, তখন বুদ্ধ-প্রভাব দর্শনে প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং অত্যধিক লাভ-যশের ভাগী হইলেন। তাঁহার লাভ-সৎকার সাধারণ (পৃথগ্জন) ভিক্ষুদের অসহ্য

হইল। স্থবির তাহা জানিয়া লাভ-সৎকারের দোষ ও নিজের অনাসক্তিভাব প্রকাশপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

১৫৩. যদি কোনো মুণ্ডক বা শির কেশহীন, সজ্ঘাটি (চীবর) পরিহিত ভিক্ষু অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শয্যা লাভ করে, তাহার বহু ঈর্ষুক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৫৪. সেই কারণে লাভ-সৎকারে মহাভয় ও দোষ জানিয়া লাভে অপ্রত্যাশী ভিক্ষু তৃষ্ণা দ্বারা অলিপ্ত ও স্মৃতিপরায়ণ হইয়া বিচরণ করিবে।

১৩৮. কিম্বিল স্থবির

ইঁহার পূর্বযোগ, সংবেগোৎপত্তি ও প্রব্রজ্যা এক নিপাতে 'অভিসত্তো' গাথার অনুরূপ। আয়ুষ্মান নন্দিয় ভিক্ষুর সহিত একত্রে বাস করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

১৫৫. প্রাচীনবংশদায় নামক স্থানে অনুরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যপুত্র সহায়কগণ বহুধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

১৫৬. সেই আরব্ধবীর্যপরায়ণ, নির্বাণপ্রবণ চিত্ত, নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ভিক্ষুগণ লৌকিয় রূপাদি নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া লোকোত্তর ধর্মরতিতে অভিরমিত হইতেছেন।

১৩৯. নন্দ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় ভগবান একজন ভিক্ষুকে ইন্দ্রিয়সংযমীর শ্রেষ্ঠস্থান দিতেছেন দেখিয়া নিজেও উহার প্রার্থীক হইলেন। একদা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া বলিলেন, 'আমিও ভবিষ্যতে আপনার ন্যায় বুদ্ধের শ্রাবকপদ প্রার্থনা করি।' তৎপর অর্থদর্শী বুদ্ধের সময়ে বিনতা নদীতে কূর্মরূপে তাহার জন্ম হয়। একদা ভগবান নদী পার হইবার ইচ্ছায় নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কূর্ম বুদ্ধকে নদীপার করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধের পদতলে আসিয়া পড়িয়া রহিল। ভগবান তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সে সন্তুষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে অপর তীরে লইয়া

গেল। ভগবান তাহার ভবিষ্যৎ বার্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে শুদ্ধোদন মহারাজার ঔরসে মহাপ্রজাপতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নামকরণ দিবসে 'জ্ঞাতিসংঘকে নন্দিত করিয়া জাত বিধায়' নন্দ নামে অভিহিত হন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবান জগতের হিতার্থ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া তখন কপিলবাস্তুতে গিয়া পৌঁছিলেন। জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধ পুষ্কর বর্ষণ করেন ও বেস্সন্তর জাতক দেশনা করেন। দ্বিতীয় দিবসে পিণ্ডচারণে প্রবিষ্ট হইয়া পিতাকে ধর্মদেশনাবলে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুনরায় গৃহে গিয়া মহাপ্রজাপতিকে স্রোতাপত্তিফলে ও রাজা শুদ্ধোদনকে সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৃতীয় দিবসে কুমার নন্দের অভিষেক ও বিবাহ মঙ্গল সম্পাদিত হইবে। তিনি তথায় যাইয়া কুমার নন্দের হাতে ভিক্ষাপাত্রটি দিলেন ও মঙ্গলাশীর্বাদ করিলেন। ভিক্ষাপাত্রসহ কুমার নন্দকে বিহারে লইয়া আসিলেন এবং নন্দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। নন্দকে উৎকণ্ঠা পীড়িত জানিয়া কৌশলে তাহাকে দমন করেন। নন্দ অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া স্থবির নন্দ বিমুক্তিসুখে বলিতে লাগিলেন, 'অহো ভগবানের কি সুকৌশল, আমাকে ভবপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া নির্বাণরূপ স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' তাই নিজের ক্লেশ বিনাশ কারণে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১৫৭. আমি বিপরীতভাবে মনোনিবেশ করিয়া মণ্ডণে-বিভূষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, জাতি-গোত্র-রূপ-যৌবন মদে চপল ছিলাম ও কামরাগে অতিশয় ব্যথিত হইতাম।
>
> ১৫৮. উপায়কুশল আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের উপদেশ মনোযোগের সহিত পালন করিয়া সংসার-পঙ্কে নিমগ্ন চিত্তকে আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

১৪০. শ্রীমান স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া যখন পদুমুত্তর ভগবান পারমী পূর্ণ করিয়া তুষিত স্বর্গে অবস্থান করেন, তখন ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। সংসার ত্যাগ করিয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক চুরাশি হাজার তাপস সহিত হিমবন্তে গমন করেন। তথায় দেবগণ আশ্রম নির্মাণ করিয়া দেন। ধ্যানবলে সিদ্ধমনোরথ হইয়া পূর্ব বুদ্ধগণের গুণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। এক নদীতীরে অতীত বুদ্ধগণের উদ্দেশ্যে পুলিন চৈত্য নির্মাণ করিয়া পূজা-সৎকার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া 'কি উদ্দেশ্যে এই

পূজা-সৎকার’ তাপসগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি লক্ষণ মন্ত্র হইতে মহাপুরুষ লক্ষণ বর্ণনা করিলেন এবং বুদ্ধগণের গুণকীর্তন করিলেন। সেই হইতে তাপসেরাও চৈত্যপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পদুমুত্তর বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে মাতৃকুক্ষিতে আগমন করেন। তাঁহার বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইল। তাপস লক্ষণসমূহ শিষ্যদিগকে দেখাইলেন এবং বুদ্ধের প্রতি অধিকতর প্রসন্নতা শ্রীবৃদ্ধি করিয়া মরণান্তে ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হইলেন। একদা তিনি ব্রহ্মালোক হইতে আসিয়া সশরীরে শিষ্যদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন, ‘আমি তোমাদের আচার্য, ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হইয়াছি। তোমরা অপ্রমত্তভাবে পুলিন চৈত্য পূজা কর ও ভাবনায় মনোযোগি হও।’ এই উপদেশ দিয়া ব্রহ্মালোকে চলিয়া গেলেন। ইনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে গৃহপতিকুলে জাত হন। তাঁহার জন্মদিন হইতে সেই কুল শ্রীসম্পত্তিতে বাড়িতে লাগিল, তাই তাঁহার নাম হইল শ্রীমান। তাঁহার পদব্রজে গমনকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়। এই শ্রীকে বর্ধিত করিয়াছে বলিয়া ছোটো ভ্রাতার নাম হইল শ্রীবর্ধ। তাঁহারা দুইজন জেতবনে বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হন। তাঁদের মধ্যে শ্রীবর্ধ মার্গলাভ করিলেন, চীবরাদি বস্তু ও গৃহস্থ প্রব্রজিতের ভক্তি-শ্রদ্ধা যথেষ্ট লাভ করিলেন। শ্রীমান স্থবির প্রব্রজিতকাল হইতে কর্মফলের দরুন লাভবান হইলেন না, তথাপি বহুজন তাঁহাকে পূজা করিত। পরে ষড়ভিজ্ঞ হন। সাধারণ ভিক্ষু-শ্রামণেরা তাঁহাকে লাভ-সৎকারহীন দেখিয়া নিন্দা করিতেন। শ্রীবর্ধকে প্রশংসা করিতেন। তিনি গুণীর অগুণ ভাষণে ও অগুণীর গুণ ভাষণে দোষ দেখাইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৫৯. যাহার চিত্ত অসমাহিত, অথচ অজ্ঞানীরা যদি তাহাকে প্রশংসা করে, তাহা হইলে সেই প্রশংসা নিরর্থক করিয়া থাকে, কারণ তাহার চিত্ত অসমাহিত।

১৬০. যাহার চিত্ত সুসমাহিত, অথচ অজ্ঞানীরা যদি তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাহা অনর্থক বা অমূলক নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ তাহার চিত্ত সুসমাহিত।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় বর্গ

১৪১. উত্তর স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিরানব্বই কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার উপাসক হইলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর জ্ঞাতিবর্গসহ বুদ্ধের ধাতু পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত রাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। কোনো কার্য ব্যপদেশে তিনি শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। তখন 'গণ্ডম্ব' বৃক্ষমূলে ভগবানের যমক প্রাতিহার্য দর্শন করেন। পুনঃ 'কালকারাম' সূত্র দেশনা শ্রবণে শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে শাস্তার সহিত রাজগৃহে গমন করিয়া উপসম্পন্ন হন ও অচিরে ষড়ভিজ্ঞ হন। ষড়ভিজ্ঞ হইয়া শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদর্শনে আসেন। তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, প্রব্রজিত-কৃত্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি?' তদুত্তরে তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৬১. আমি পঞ্চস্কন্ধকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার তৃষ্ণাসমূহ সমূলে হত হইয়াছে। আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে। কামাদি আসব ক্ষয় হইয়াছে।

১৬২. আমি স্কন্ধকে পরিজ্ঞাত হইয়া, জাল সদৃশ তৃষ্ণাজটাকে উৎপাটন করিয়া ও বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবনা করিয়া কামাদি আসব ক্ষয় করিয়াছি। তাই এখন আমি নির্বাণ লাভ করিব।

১৪২. ভদ্দজি স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। এক অরণ্যে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। একদিবস শাস্তাকে আকাশ দিয়া গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি মধু, মৃণাল ও ঘৃত দান করিলেন। ভগবান ওই দান গ্রহণ করিয়া দানের ব্যাখ্যান্তে চলিয়া গেলেন। তিনি সেই পুণ্যফলে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। পরে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় মহাধনী গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আটষট্টি হাজার ভিক্ষুকে ভোজন দিলেন ও ত্রিচীবর দান করিলেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোক হইতে বুদ্ধশূন্যকালে মনুষ্যলোকে জাত হইলেন। এই জন্মে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধকে

চীবর-পিণ্ড-শয্যাসন-ঔষধ এই চারি দ্রব্য দান করেন। পরে রাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার একজন পুত্র পচ্চেক বুদ্ধ হইলেন। বহুদিন তাঁহার সেবা করেন। তাঁহার পরিনির্বাণের পর ধাতুচৈত্য নির্মাণ করিয়া বহুদিন পূজা করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে আশি কোটি বিভবসম্পন্ন ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্ররূপে জাত হন। তাঁহার নাম হইল ভদ্দজি। তিনি ধন-সম্পত্তিতে রাজা বেস্সন্তর সদৃশ ছিলেন। তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া ভদ্দজি কুমারের উদ্দেশ্যে ভিক্ষুসংঘ সহিত ভদ্দিয় নগরের জাতীয় বনে উপস্থিত হইলেন ও কুমারের জ্ঞান পরিপক্ব কাল তথায় অপেক্ষা করিলেন। একদা ভদ্দজি প্রাসাদের উপরিতল হইতে সিংহ পঞ্জর দিয়া দেখিতেছেন যে, ধর্ম শ্রবণার্থ কতকগুলি লোক চলিয়া যাইতেছে। কোথায় এই জনসংঘ যাইতেছে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনিও সপরিবারে বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। তথায় বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া সর্বাভরণ ভূষিতাবস্থায় অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভগবান ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, ‘তোমার পুত্র অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে এখনি প্রব্রজ্যা প্রদান করা উচিত। যদি প্রব্রজিত না হয়, পরিনির্বাণ লাভ করিবে।’ শ্রেষ্ঠী বলিলেন, ‘আমার পুত্রের বাল্যকালে পরিনির্বাণ লাভ আমি ইচ্ছা করি না, তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।’ ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করিয়া সাত সপ্তাহের পর কোটিগ্রামে চলিয়া গেলেন। এই গ্রামটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। তখন ভদ্দজি স্থবির গ্রামের অদূরে গঙ্গাতীরে রাস্তার সমীপে ধ্যানস্থ হইলেন এবং ভগবান আসিলে ধ্যান হইতে উঠিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। মহাস্থবিরগণ আসিলেও তিনি না উঠিয়া বুদ্ধের আগতক্ষণেই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। সাধারণ ভিক্ষুরা তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া দোষারোপ করিলেন যে, ‘ইনি নব প্রব্রজিত, মহাস্থবির দেখিলেও মান-মদে স্ফীত হইয়া গাত্রোত্থান করে না।’ এদিকে কোটিগ্রামবাসীরা বহুনৌকা একত্রে যোজনা করিয়া রাখিল। ভগবান ভাবিলেন, ‘আজ ভদ্দজির প্রভাব প্রকাশ করিতে হইবে।’ ভগবান নৌকায় উঠিয়া ভদ্দজি কোথায় জিজ্ঞাসিলেন। ভদ্দজি বলিলেন, ‘ভন্তে, আমি এখানে আছি।’ তখন তিনি বুদ্ধের সদনে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। ভগবান বলিলেন, ‘আস, আমাদের সহিত এক নৌকায় উঠ।’ তিনি তাহাই করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘দেখ ভদ্দজি, যখন তুমি মহাপণাদ রাজা হইয়া রত্নময় প্রাসাদে অবস্থান করিতে, এখন তোমার সেই প্রাসাদ

কোথায়?’ ‘ভন্তে, এই জায়গায় নিমগ্ন আছে।’ তাহা হইলে সব্রহ্মচারীদের সন্দেহ দূর কর।’ তখনি স্থবির বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া ঋদ্ধিবলে প্রাসাদের চূড়ায় পদাঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পঁচিশ যোজন প্রাসাদ লইয়া জল হইতে পঞ্চাশ যোজন উপরে আকাশে উধাও হইলেন। পূর্বজন্মে তাঁহার যেই সমস্ত জ্ঞাতি প্রাসাদলোভে মৎস্য-কচ্ছপ-মণ্ডুক হইয়া তথায় জন্ম লইয়াছিল, প্রাসাদ জল হইতে উঠিবার সময় সকলে জলে পড়িয়া গেল। তখন ভগবান বলিলেন, ‘ভদ্দজি, তোমার জ্ঞাতিবর্গের বড়ই কষ্ট হইতেছে।’ স্থবির তখনি প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন, প্রাসাদও যথাস্থানে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন ‘ভন্তে, কখন ভদ্দজি স্থবির এই প্রাসাদে ছিলেন?’ ভিক্ষুদের উত্তরে ভগবান মহাপণাদ জাতক দেশনা করিলেন। জনসংঘও ধর্মামৃত পান করিলেন। স্থবির নিম্নোক্ত গাথায় নিজের প্রাসাদের বর্ণনা করিলেন।

> ১৬৩. অতীতকালে সে পণাদ নামে রাজা ছিল। তাঁহার সুবর্ণময় এক প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদ প্রস্থে অর্ধযোজন, উচ্চতায় পঁচিশ যোজন ছিল।
>
> ১৬৪. উহার ধ্বজাগুলি হরিদ্বর্ণ। সেই প্রাসাদের সপ্ত স্থানে ছয় সহস্র গন্ধর্ব রমণী নৃত্য করিত।

১৪৩. শোভিত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরের কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবান পূর্বজন্ম জ্ঞানলাভীদের প্রধান স্থানে একজন ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠাসন দিলেন দেখিয়া তিনিও দানাদি পুণ্য ক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক ওই শ্রাবকপদ প্রার্থনা করিলেন। সুমেধ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হিমবন্তের এক আশ্রমে থাকিয়া বনজ ফলমূলে জীবনযাপন করিতেন। বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ পাইয়া বন্ধুমতী নগরে উপস্থিত হন ও ছয়টি গাথা দ্বারা বুদ্ধকে অভিনন্দন করেন। ভগবান তখন তাঁহার ভাবীফল বর্ণনা করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হইলেন ও পূর্বজন্ম জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন। পরে নিজের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১৬৫. ভিক্ষু স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা ভাবনায় পরিপূর্ণতা হেতু স্মৃতিমান, ষড়ভিজ্ঞা পরিপূর্ণতা হেতু প্রজ্ঞাবান, শ্রদ্ধাদিবলে আরব্ধবীর্য

হেতু দৃঢ়বীর্যবান। আমি পঞ্চশত কল্পকে এক রাত্রির ন্যায় অনুস্মরণ করিয়া থাকি।

১৬৬. চারি স্মৃত্যুপস্থান, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও অষ্টমার্গ ভাবনাবলে পঞ্চশত কল্পকে এক রাত্রির ন্যায় অনুস্মরণ করিয়া থাকি।

১৪৪. বল্লিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশীতিকোটি বিভব ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যে গমন করেন। তথায় এক নদীতীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি বুদ্ধদর্শনে আপ্যায়িত হইয়া অজিনচর্ম পাতিয়া দেন। ভগবান আসনে উপবিষ্ট হইলে পুষ্পপূজা ও আম্রফল দান করেন এবং পঞ্চ প্রতিষ্ঠাকারে বন্দনা করেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ইনি বৈশালীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম ছিল গণ্ডিমিত্ত। ভগবান যখন বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তখন বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। কিন্তু জ্ঞানে দুর্বল ও উদ্যোগহীনবশত বহুকাল সব্রহ্মচারীদের আশ্রয়ে থাকিতে হয়। তাঁহার স্বভাব দর্শনে ভিক্ষুরা বলিলেন, 'লতা যেমন বৃক্ষের আশ্রয় বিনা থাকিতে পারে না, এইরূপ এই ভিক্ষু কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না' তাই তাঁহার অপর নাম হইল বল্লিয়। এক সময় তিনি বেণুদত্ত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশে কর্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞানের পূর্ণতা সময়ে স্থবিরকে ভাবনানীতিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির তাঁহাকে কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত ভাবনা করিয়া অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া পূর্বোক্ত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৬৭. দৃঢ়বীর্য দ্বারা যেই কার্য সম্পাদন করিতে হয়, চারি আর্যসত্য ও নির্বাণ লাভ করিতে যাহা কিছু করা কর্তব্য, তাহা আমি প্রাণপণে সম্পাদন করিব, ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, অর্থাৎ যথা উপদিষ্ট নিয়মে সম্পাদন করিব। আমার বীর্য-পরাক্রম দর্শন কর।

১৬৮. কল্যাণমিত্রকে বলিতেছেন, আপনি আমাকে নির্বাণে প্রবেশ করিবার সোজা লোকোত্তর আর্যপথ প্রদর্শন করুন। গঙ্গাস্রোত যেমন ক্ষিপ্রগতিতে মহাসাগর প্রাপ্ত হয়, তেমন

আমিও মার্গ প্রজ্ঞাদ্বারা নির্বাণকে প্রাপ্ত হইব।

১৪৫. বীতশোক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। কামভোগের দোষ দেখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বহু ঋষি সহিত অরণ্যাশ্রমে বাস করিতেন। বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'ডুমুর পুষ্প দর্শনের ন্যায় বুদ্ধদর্শনও দুর্লভ, এখনই আমার যাওয়া উচি।' অনন্তর মহাপরিষদ সঙ্গে করিয়া বুদ্ধদর্শনে গমন করিলেন। দেড় যোজন পথ গমন করিলে তিনি রোগাক্রান্ত হন। বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতে করিতে পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের নির্বাণের দুইশত আঠারো বৎসর পরে ধর্মাশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে জাত হন। তাঁহার নাম হইল বীতশোক। তিনি গৃহীকালে গিরিদত্ত স্থবিরের নিকট সুত্তন্তপিটকে ও অভিধর্মপিটকে অতিশয় জ্ঞান লাভ করেন। একদা ক্ষৌরকার তাঁহার শ্মশ্রুছেদন করিতেছিল। এমন সময় তিনি একখানি আয়না লইয়া নিজের শরীর দেখিতে লাগিলেন। লোলচর্ম ও পক্বকেশ দেখিয়া তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হয়। তখন বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং গিরিদত্ত স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৬৯. আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন ক্ষৌরকার কেশ ছেদনার্থ আমার নিকট উপস্থিত হয়। আমি তাহার নিকট হইতে আয়না লইয়া শরীর দেখিতেছিলাম।

১৭০. আলোক-প্রভাবে অন্ধকার বিগত তুল্য আমার এই নিত্যাদি অবস্থা শূন্য তুচ্ছ শরীর দৃষ্টিপথে পড়ে। জীর্ণবস্ত্র তুল্য আমার সমস্ত তৃষ্ণা সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, এখন আর পুনরায় ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

১৪৬. পুণ্নমাস স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবান অরণ্যের বৃক্ষশাখায় পাংশু চীবর ঝুলাইয়া গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় সে ধনুহস্তে বিহারে প্রবেশ করে। চীবর দর্শনে প্রীতি উৎপাদনপূর্বক তখনি ধনু ত্যাগ করিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণ

করিয়া চীবরখানি বন্দনা করিল। সে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক কুটুম্বিক গৃহে জাত হয়। তাহার জন্মদিনে গৃহের যাবতীয় ভাণ্ড সুবর্ণ রত্নময় মাসা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই কারণে নাম হইয়াছিল পুণ্নমাস। বয়ঃপ্রাপ্তে সে বিবাহ করে। যখন একটি পুত্র-সন্তান হয়, তখন গৃহবাস ত্যাগ করিয়া কঠোরভাবে ভাবনা করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। ষড়ভিজ্ঞ হইয়া বুদ্ধ বন্দনার্থ শ্রাবস্তীতে গমন করেন এবং তথায় শ্মশানে বাস করিতেন। যখন তিনি শ্মশানে বাস করেন, তখন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়। বালকের মাতা স্থবিরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ভাবিল, 'আমার এই অপুত্রক সম্পত্তি রাজাগণ নিয়া না যাউক।' সেই স্ত্রী স্থবিরকে চীবর ত্যাগ করাইবার ইচ্ছায় বহুলোক লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল এবং স্থবিরকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া যখন আলাপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন স্থবির নিজের বীতরাগ ভাব প্রদর্শনার্থ আকাশে উত্থিত হইয়া গাথা ভাষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সেই ভূতপূর্ব ভার্যাকে ধর্মদেশনা করিয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

> ১৭১. আমি নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য পঞ্চনীবরণ (কাম, হিংসা, আলস্য, চঞ্চলতা ও সন্দেহ) ধ্বংস করি ও আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আয়তনে ভিতর-বাহির নিঃশেষভাবে ধর্মরূপ আয়নাযোগে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণযুক্ত কায়াকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করি।
>
> ১৭২. এইভাবে দর্শন করিয়া স্বীয় দেহে ও পরদেহে নিত্যত্ব-সারত্ব বিরহিত তুচ্ছ পঞ্চস্কন্ধভূত কায়াকে দেখিয়াছি। এখন আমার আর কিছুই দেখিবার নাই।

১৪৭. নন্দক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় প্রত্যন্ত দেশে বনচররূপে উৎপন্ন হন। একদা ভগবানের চঙ্ক্রমণ স্থান দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বালুকা ছড়াইয়া দেন। তিনি এই পুণ্যফলে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় চম্পারাজ্যে গৃহপতিকুলে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল নন্দক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল ভরত। সোণকোলিবিশ প্রব্রজিত হইয়াছে তাঁহারা উভয়ে একথা শুনিয়া বলিল, 'সোণ অতিশয় সুকোমল হইয়াও প্রব্রজ্যা লাভ করিল, আমাদের আর গৃহবাসে থাকিবার প্রয়োজনও বা কী?' এই ভাবিয়া তাঁহারা দুই ভ্রাতা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভরত অচিরে ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। নন্দক ক্লেশবহুল বিধায়

বিদর্শনে উন্নীত হইতে পারিলেন না। ভরত স্থবির তাহার কারণ পরিজ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্রয়দান মানসে সঙ্গে করিয়া বিহার হইতে বাহির হইলেন। এক রাস্তার নিকটে বসিয়া বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাস্তা দিয়া কয়েকখানি গাড়ি যাইতেছিল। তৎমধ্যে একখানা শকটে নিযুক্ত একটি গরু কর্দমাক্ত স্থানে শকট টানিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া গেল। তৎপর গাড়িওয়ালা শকট হইতে গরুটি খুলিয়া তৃণ ও জল প্রদান করিল। কিছুক্ষণ পর গরুর শ্রান্তি দূর হইলে পুনরায় গাড়িতে যোজনা করিল। তৎপর গরুও নববলে বলীয়ান হইয়া সেই শকট টানিয়া স্থলে লইয়া গেল। তখন ভরত স্থবির নন্দকে বলিলেন, 'নন্দক, তুমি এখন শাকটিকের কর্ম দেখিতে পাইলে কি?' 'হ্যাঁ দেখিতে পাইয়াছি।' তাহা হইলে 'ভালোমতে এই বিষয় ধারণা কর।' তখন নন্দক ভাবিলেন, 'যেমন এই গরু শ্রান্তি দূর করিয়া পঙ্কিল স্থান হইতে ভার উদ্ধার করিল, তেমন আমাকেও সংসারপঙ্ক হইতে নিজকে উদ্ধার করিতে হইবে।' তৎপর সেই শকট নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া যোগবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরত স্থবিরের নিকটে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১৭৩-১৭৪. যেমন বলিষ্ঠ বৃষভের পদস্খলন হইলেও উঠিয়া দাঁড়ায় এবং পুনঃ সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় পরাক্রমের সহিত গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, তেমন জ্ঞানদর্শন সম্পন্ন সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক, বুদ্ধের ঔরসজাত পুত্র আমাকে উত্তম বৃষভরূপে ধারণা করুন।

১৪৮. ভরত স্থবির

ইনি অনোমদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জাত হন। একদা মনোরম মৃদুস্পর্শ জুতা পরিয়া যাইবার সময়ে বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তখনই জুতা দুইখানি হাতে লইয়া বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, 'ভগবন, আপনি এই জুতা পরিধান করুন, ইহা দ্বারা আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হইবে।' ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ওই জুতা পরিধান করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে চম্পানগরে গৃহপতিকুলে জাত হন। সোণ স্থবিরের প্রব্রজ্যা সংবাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'যদি এই সোণও প্রব্রজিত হয়, আমি কেন হইব না।' অনন্তর তিনিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অচিরেই ষড়ভিজ্ঞ হন। উভয় ভ্রাতা বুদ্ধের নিকট আগমন করিলে ভরত স্থবির এই গাথা ভাষণ করেন।

> ১৭৫. আস নন্দক, বুদ্ধশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়ের নিকট গমন করি, আমরা তাঁহার সম্মুখে সিংহনাদে নাদ করিব।
> ১৭৬. যে কারণে আমাদের প্রতি দয়া করিয়া মুনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন, সমস্ত সংযোজন (বন্ধন) ক্ষয় হেতু আমরা সেই সদর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৪৯. ভারদ্বাজ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে কুলগৃহে জাত হন। একদিবস সুমন নামক পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সুপরিপক্ব বল্লিকার ফল প্রদান করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্রের নাম ভারদ্বাজ, সেই কারণে ভারদ্বাজ নামে পরিচিত। গৃহবাসে থাকিয়া একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম রাখিলেন কৃষ্ণাদিন্ন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বলিলেন, 'তাত, অমুক আচার্যের নিকট যাইয়া শিল্প শিক্ষা করিয়া আস।' এই বলিয়া তাহাকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি পথিমধ্যে এক বুদ্ধশ্রাবক কল্যাণমিত্র মহাস্থবিরের সাক্ষাৎ পাইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন ও শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

তাঁহার পিতা ভারদ্বাজ বেণুবনে বুদ্ধের ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন ও অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তৎপর ভারদ্বাজ বুদ্ধ বন্দনার্থ রাজগৃহে আসেন। তাঁহাকে বুদ্ধের নিকটে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণাদিন্ন বলিল, 'আমার পিতাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রব্রজিত-কৃত্য শেষ করিয়াছেন কি না?' পরীক্ষা করিয়া জানিলেন যে, তিনি অর্হৎ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে সিংহনাদ বাক্য শ্রবণের ইচ্ছায় বলিলেন, 'আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সাধুকার্য করিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।' ভারদ্বাজ পুত্রের অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

> ১৭৭-১৭৮. সংগ্রাম বিজয়ী সপ্রজ্ঞবীর সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া গিরি-গহ্বরস্থিত সিংহের ন্যায় এইরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা শাস্তা পরিচিত, উপাসিত এবং ধর্ম সংঘ পূজিত হইয়াছে। আমি অনাসব পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

১৫০. কৃষ্ণাদিন্ন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চুরানব্বই কল্প পূর্বে কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদিবস শোভিত নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দেখিয়া পুন্নাগপুষ্পে পূজা করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ইনি ধর্মসেনাপতির নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন এবং এই গাথা ভাষণ করেন।

১৭৯. আমি নিত্য সৎপুরুষদিগের সেবা করিয়াছি, 'পটিচ্চসমুপ্পাদ' ধর্ম শ্রবণ করিয়াছি। সে ধর্ম শ্রবণ করিয়া নির্বাণে প্রবেশার্থ অষ্টমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৮০. ভবতৃষ্ণা হত হওয়ায় পুনঃ ভবতৃষ্ণা উৎপত্তির কারণ আমার বিদ্যমান নাই। অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি হইতে আমার সেই তৃষ্ণা ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না, বর্তমানেও সেই তৃষ্ণা নাই।

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ বর্গ

১৫১. মিগসির স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। একদা ভগবানকে প্রসন্নচিত্তে কুলত্থফল দান করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। মৃগশির নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল মিগসির। তিনি ব্রাহ্মণ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। মৃতশির সম্বন্ধে তিনি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তিন বৎসরের মৃত মস্তকে নখাঘাত করিয়া বলিতেন, 'ইহার অমুক স্থানে জন্ম হইয়াছে। তিনি গৃহবাস ইচ্ছা না করিয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই বিদ্যা-হেতু লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন।' একদা বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ-সদনে নিজের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 'হে গৌতম, আমি মৃত ব্যক্তিদের উৎপন্ন স্থান অবগত আছি।' 'তুমি তাহা কী প্রকারে জান?' মৃতশিরের প্রতি মন্ত্রজপ করিয়া শিরে নখাঘাত করিলেই তাহাদের নরকাদিতে উৎপত্তি ও অন্যত্র জন্ম

বিবরণ বলিতে পারি। তখন ভগবান পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষুর কপাল আনাইয়া বলিলেন, 'বল দেখি এই মৃত মস্তকের কী পরিণাম?' সে কপোলমন্ত্র জপ করিয়া নখাঘাত করিলেও আদ্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইল না। তখন ভগবান বলিলেন, 'কিহে পরিব্রাজক, বোধ হয় তুমি বলিতে সমর্থ হইলে না।' ভগবন, 'এখন আবার পরীক্ষা করিব।' এই বলিয়া পুনঃপুন পরিবর্তন করিয়াও কিছুই দেখিল না। বাহ্যিক মন্ত্রদ্বারা অর্হতের গতি কী করিয়া জানিবে? তখন তাহার মস্তক উপচিয়া ঘর্ম হইতে লাগিল। সে লজ্জায় অধোবদন হইল।' ভগবান জিজ্ঞাসিলেন, 'হে পরিব্রাজক, তুমি ক্লান্ত হইতেছ কি?' 'হ্যাঁ, ক্লান্ত হইতেছি। আমি ইহার গতি জানিতেছি না। ভন্তে, আপনি জানেন কি?' 'হ্যাঁ আমি জানি, ইহা অপেক্ষা আরও বেশি জানি।' 'এই ভিক্ষু নির্বাণে গিয়াছে।' তাহা হইলে, 'এই বিদ্যা আমাকে শিক্ষা দেন।' 'তবে প্রব্রজিত হও।' তিনি প্রব্রজিত হইয়া অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন এবং এই গাথা ভাষণ করিলেন।

> **১৮১.** যেই সময় হইতে আমি সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়াছি, সেই হইতে প্রথম শমথ-বিদর্শন ভাবনাবলে বিমুক্তি মার্গে উঠিয়া অনাগামীমার্গ ভাবনায় কামধাতুকে অতিক্রম করি।
>
> **১৮২.** দেব-মনুষ্যের ব্রহ্মভূত বুদ্ধের দর্শনকাল হইতে আমার অনাগামীফল লাভে চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে। আমার সমস্ত সংযোজন ক্ষয়ে চিত্ত অকোপিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৫২. শিবক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া পাত্র গ্রহণপূর্বক পাত্রপূর্ণ পিষ্ঠক দান দিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে কামভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা বিচরণ করিতে করিতে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন। ভগবানের ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

> **১৮৩.** সেই সেই ভবে পুনঃপুন দেহরূপ গৃহের উৎপত্তি ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য। দেহরূপ গৃহের কারক তৃষ্ণারূপ

বর্ধকীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু জড়িত জন্ম পুনঃপুন গ্রহণ করা বড়ই দুঃখকর। হে গৃহকারক, আর্যমার্গরূপ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তুমি আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ, পুনঃ দেহরূপ গৃহ করিতে পারিবে না।

১৮৪. তোমার সমস্ত ক্লেশরূপ স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে, এখন তোমার কৃত দেহরূপ গৃহের অবিদ্যারূপ কর্ণিকা বিদলিত হইয়াছে। আমার চিত্ত বিগত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। এই ভবেই চরম চিত্ত নিরুদ্ধ হইবে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

১৫৩. উপবান স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় দরিদ্রকুলে জাত হন। যখন বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন দেব-মনুষ্য-গরুড়-যক্ষ-কুম্ভাণ্ড-গন্ধর্ব সকলে মিলিত হইয়া বুদ্ধের ধাতু (অস্থি) গ্রহণপূর্বক সপ্তরত্নময়, চৈত্য নির্মাণ করেন। এই দরিদ্র পুরুষ তাহার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বংশাগ্রে ঝুলাইয়া ধ্বজারূপে পূজা করে। যক্ষসেনাপতি অভিসম্মত সেই ধ্বজা লইয়া অদৃশ্যকারে আকাশপথে তিনবার চৈত্য প্রদক্ষিণ করে। সে তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকুলে তাহার জন্ম হয়। জেতবনে বুদ্ধ প্রভাব দেখিয়া তিনি প্রব্রজিত হন ও অর্হত্তফল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন এই উপবান স্থবির ভগবানের সেবক ছিলেন। ভগবানের বাতব্যাধি উৎপন্নকালীন স্থবিরের গৃহীবন্ধু দেবহিত নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করিতেন। তিনি স্থবিরকে চীবর-পিণ্ডাদি দানোদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই সময় স্থবির ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, কোনো একটি প্রয়োজনে স্থবির তোমার নিকটে আসিয়াছে।' 'ভন্তে, কিসের প্রয়োজন বলুন।' স্থবির তাঁহার প্রয়োজন জ্ঞাপনপূর্বক গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গাথা শুনিয়া উষ্ণজল ও তদনুরূপ বাতহারী ভৈষজ্য ভগবানকে দান দিলেন। তাহা সেবনে ভগবান আরোগ্য লাভ করিলেন ও সেই দানের ফল ব্যাখ্যা করিলেন।

১৮৫-১৮৬. যিনি ত্রিলোকে পূজনীয়, ইন্দ্র-দেব-ব্রহ্ম দ্বারা পূজিত, সৎকার ভাজন, বিম্বিসার-কোশলরাজাদি দ্বারা সৎকার প্রাপ্ত, সম্মানযোগ্য ক্ষীণাসব দ্বারা সম্মানিত, অর্হৎ, সুগত, সর্বজ্ঞ মুনি, তিনি বাত-ব্যাধিতে পীড়িত। হে ব্রাহ্মণ, যদি তোমার নিকট গরম জল থাকে দাও। আমি তাঁহার বাতব্যাধি

উপশম করিতে ইচ্ছা করি।

১৫৪. ইসিদিন্ন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একখানি ব্যজনী দ্বারা বোধিপূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সুনপরন্ত জনপদে শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবানের চন্দনমালা গ্রহণ সময়ে প্রাতিহার্য দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণপূর্বক স্রোতাপন্ন হন ও গৃহবাসে থাকেন। তাঁহার হিতৈষিণী এক দেবতা তাঁহাকে উপহাসচ্ছলে গাথা ভাষণ করিলেন। উপাসক গাথা শুনিয়া সংবেগপ্রাপ্ত হন, পরে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন ও দেবভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করেন।

> ১৮৭. আমি এই বুদ্ধশাসনে কামের প্রতি অনিত্যভাষী বা কামসেবার দোষ ভাষণকারী শাস্ত্রজ্ঞ উপাসকগণ দেখিয়াছি। নিজে কিন্তু মণিখচিত কুণ্ডলে ও পুত্রদারে তাহার আসক্ত চিত্ত।
>
> ১৮৮. যেহেতু আসক্তচিত্ত উপাসকগণ ধর্ম সম্বন্ধে জানে না। কেবল কাম অনিত্য বলিয়া মুখেই বলিয়া থাকেন মাত্র। অথচ কামরাগ ছেদন করিতে তাঁহাদের শক্তি নাই। সেই কারণে পুত্র-দার ও ধনের প্রতি আসক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে।

১৫৫. সম্বহুল কচ্চায়ন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চুরানব্বই কল্প পূর্বে কুলগৃহে জাত হন। তিনি একদিবস শতরংশি নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে নিরোধ ধ্যান হইতে উঠিয়া পিণ্ডচারণে রত দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তালফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে গৃহপতিকুলে তাঁহার জন্ম হয়। নাম ছিল সম্বহুল। কচ্চায়ন গোত্রে জন্ম-হেতু সম্বহুল কচ্চায়ন নামেও পরিচিত। বয়ঃপ্রাপ্তে শাস্তার ধর্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রব্রজিত হন। হিমবন্ত সমীপে ভেরবায় নামক পর্বত-গুহায় বিদর্শন ভাবনা করিতেন। একদা হঠাৎ মেঘ উঠিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল ও ভীষণ মেঘ গর্জন করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে অশনিপাত হইল। এই ভীষণ রবে ব্যাঘ্র-ভল্লুক, মহিষ-হস্তী প্রভৃতি ভীত রবে চিৎকার করিতে লাগিল। স্থবির দৃঢ়তার সহিত ধ্যানে রত রহিলেন। কায়-জীবনের প্রতি তাঁহার মমতা ছিল না। তাই লোমহর্ষণও হইল না।

তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া বিদর্শন ভাবনা করিতে লাগিলেন। শীতল বায়ুতে ঘর্মাক্ত দেহ শীতল হইলে, উপযুক্ত সময় পাইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৮৯. মেঘ বর্ষণ করিতে লাগিল ও গল গল করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। তখন আমি একাকী পর্বত-গুহায় ছিলাম। সেই ভীষণ শব্দের সময় গুহায় বাস করিয়াও আমার ভয়, স্তব্ধতা, লোমহর্ষণ কিছুই হয় নাই।

১৯০. একাকী গুহায় বাস করিলে সাধারণের ভয়াদি উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু আমার সেই ভয়, স্তব্ধতা ও লোমহর্ষণ কিছুই হয় নাই।

১৫৬. খিতক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় বন্ধুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক উদ্যান রক্ষকের কার্য করিয়া জীবনযাপন করিতেন। একদিন ভগবানকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া একটি নারিকেল দান দিতে ইচ্ছা করিলেন, ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া আকাশে থাকিয়াই ওই দান গ্রহণ করেন। তাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ইনি কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ভগবানের ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১৯১. কাহার চিত্ত শিলাময় পর্বততুল্য অবস্থিত হইয়া লোকধর্মে কম্পিত হয় না? কামরাগের হেতুভূত ত্রৈভূমিক ধর্ম যাহার উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহার যে কোনো বিষয়ে বিকার উৎপন্ন হয় না, যেই আর্যপুদ্গলের চিত্ত এইরূপ ভাবিত, কোন সংস্কার হইতে তাহার দুঃখ আগমন করিবে?

১৯২. আমার চিত্ত শিলাময় পর্বততুল্য অবস্থিত ও লোকধর্মে কম্পিত হয় না। কামরাগমূলক বিষয় উচ্ছিন্ন হইয়াছে; যে কোনো বিরুদ্ধ বিষয়ে আমার বিকার উৎপন্ন হয় না। আমার চিত্ত ভাবিত, কোথা হইতে আর দুঃখ আগমন করিবে অর্থাৎ আমার দুঃখ ক্ষয় হইয়াছে।

১৫৭. সোণশ্রেষ্ঠী-পুত্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় বনচররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কুরুঞ্জিয় ফল দান করে। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শেলিশৃরিয় নামক মাতব্বরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল সোণ। সে বয়ঃপ্রাপ্তে শাক্যরাজ ভদ্দিয়ের সেনাপতি হইয়াছিল। ভদ্দিয়রাজ প্রব্রজিত হইলে, সেনাপতি ভাবিল, 'রাজাও প্রব্রজিত হইলেন, আর আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি?' এই ভাবিয়া সেও প্রব্রজিত হইল। প্রব্রজিত হইলে কেবল নিদ্রাপ্রিয় হইয়া উঠে, ভাবনার প্রতি তাহার মনোযোগ ছিল না। ভগবান তখন অনুপ্রিয় আম্রবনে ছিলেন। তথা হইতে স্বীয় প্রভা বিকীর্ণ করিয়া তাহার স্মৃতি উৎপাদনার্থ প্রথম গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন ও বিদর্শন ভাবনার প্রতি মনোযোগি হইয়া দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করিলেন। গাথাবৃত্তির পর অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর বুদ্ধভাষিত ও স্বীয় ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

> ১৯৩. 'যাবৎ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হওয়া না যায়' তাবৎ নক্ষত্র মালিনী রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় নহে। মনুষ্য ও পশুগণের শব্দ না থাকায় ধ্যানীগণের পক্ষে রাত্রিতে জাগ্রত থাকা উচিত, ইহা বিজ্ঞগণ বিশেষভাবে বলিয়াছেন।
>
> ১৯৪. যখন আমি হস্তীতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবিষ্ট হই, তখন হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাই। সেই সময় হস্তী দ্বারা মর্দিত হইয়া মৃত্যু ঘটে। সেই সংগ্রামে আমার মরণই শ্রেয়স্কর, তবুও ক্লেশ দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা শ্রেয় নহে।

১৫৮. নিসভ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কপিত্থ ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি কোলিয় জনপদে কুলগৃহে উৎপন্ন হন। শাক্যবংশীয় ও কোলীয়বংশীয় সংগ্রামের সময় বুদ্ধ-প্রভাব দর্শনে প্রব্রজিত হইয়া সেই দিনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। নিজের সঙ্গী ভিক্ষুদিগকে প্রমাদবহুল হইয়া বাস করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ

প্রদান প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৯৫. প্রিয়রূপ, মনোরম পঞ্চকাম ত্যাগ করিয়া কর্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু গৃহবন্ধন হইতে বাহির হই ও প্রব্রজ্যা লাভ করি। নিশ্চয় দৃঢ়বীর্যের সহিত দুঃখের অবসান করা হইবে।

১৯৬. আমি মরণকে প্রার্থনা করি না, বাঁচিয়া থাকিতেও প্রার্থনা করি না। ক্লেশ পরিনির্বাণ সিদ্ধ হওয়ায় প্রজ্ঞার বিপুলতা হেতু স্মৃতিসহকারে স্কন্ধ পরিনির্বাণকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বাস করিতেছি। যেহেতু অর্হত্ত্বমার্গে জীবন-মরণের হেতু ধ্বংস হওয়ায় জীবন-মরণকে অভিনন্দন করি না।

১৫৯. উসভ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে পিণ্ডচারণে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কোসম্বফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। ভগবানের জ্ঞাতি-সমাগমে বুদ্ধপ্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হইলেন। কিন্তু ধ্যান-সাধনা করিতেন না। দিনে গল্প-গুজবে ও সমস্ত রাত্রিতে নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি একদিন স্মৃতিবিহ্বল হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে, 'কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া আম্রপল্লব বর্ণ চীবর পরিধান করিয়া হস্তীর গ্রীবায় বসিয়া পিণ্ডের জন্য প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় বিত্তসম্পন্ন লোকদিগকে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও হস্তীর গ্রীবা হইতে নামিয়া পড়িলেন।' এই অবস্থায় নিজকে দেখিয়া জাগ্রত হইলেন। ভাবিলেন, বাস্তবিক এই প্রকার স্বপ্ন, আমি প্রমাদবহুল হইয়া নিদ্রা যাওয়াতেই দেখিয়াছি।' তৎপর অতিশয় সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় গাথাযোগে ভাষণ করিলেন।

১৯৭. . আম্রপল্লব বর্ণ বা প্রবাল বর্ণ চীবর স্কন্ধে করিয়া হস্তীর গ্রীবায় উপবিষ্ট হইয়া গ্রামে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করি।

১৯৮. তখন হস্তীস্কন্ধ হইতে নামিয়া সংবেগপ্রাপ্ত হই। যখন রাজা ছিলাম তখন কুল গৌরব ও ভোগমদে গর্বিত হইয়া পড়িতাম। এখন আমার কামাদি আসব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৬০. কপ্পটকুর স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধেয় সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবান বিনতা নদীর তীরে এক বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কেতকীপুষ্পে পূজা করে। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র গৃহে জাত হয়। বাল্যকালে একখানি কর্পট (জীর্ণ বস্ত্র) পরিধান করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে সরাহাতে কুল (ক্ষুদ) ভিক্ষা করিত। তাই তাহার নাম হইয়াছিল কর্পটকুর। সে বয়ঃপ্রাপ্তে তৃণ বিক্রি করিয়া জীবনযাপন করিত। একদিন তৃণ ছেদনের জন্য অরণ্যে গিয়াছিল। তথায় এক অর্হৎ স্থবিরকে দেখিয়া বন্দনাপূর্বক একপ্রান্তে বসিল। স্থবির তাহাকে ধর্মোপদেশ করিলেন। সে ধর্ম শ্রবণ করিয়া ভাবিল, 'আমার এই দুঃখময় জীবনে লাভ কি।' তখন স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পরিহিত কর্পটখানি এক জায়গায় ফেলিয়া দিল। যখন তাহার মনে উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হইত, তখন ওই কর্পটখানি দেখিয়া আসিত। উহা দেখিলেই তাহার মন শান্ত হইত ও সংবেগ প্রাপ্ত হইত। এইরূপ সাতবার চীবর ত্যাগ করে। ভিক্ষুরা তাহার সেই কারণ ভগবানকে বলিলেন। একদিবস এই কর্পটকুর ভিক্ষু ধর্মসভায় একপ্রান্তে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ভগবান তাহাকে নিগ্রহ করিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন। এই গাথায় তাহার এমন চৈতন্য হইল যে যেন তাহার অস্থিভেদ করিয়া ফেলিল এইরূপ বোধ হইল। তখন তিনি মত্তহস্তীর রাস্তায় অবতরণের ন্যায় সংবেগ উৎপাদনপূর্বক অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও শাস্তা ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৯৯. 'কর্পটকুর ভিক্ষু এইরূপ মিথ্যা বিতর্ক করিতেছে' ইহা আমার কর্পট, ইহা পরিধান করিয়া যথায় তথায় জীবনযাপন করিব। ভগবান বলিতেছেন, আমার বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ অমৃতঘট যথায় তথায় ঢালিয়া দিব, আমি ধর্মত সকলকে অনুশাসন করিব। লৌকিক-লোকোত্তরমার্গ ভাবনার্থ আমার শাসন।

২০০. হে কর্পট, তুমি আমার ধর্ম শুনিতে বসিয়া নিদ্রা যাইও না। আমি তোমার কর্ণকুহরে দেশনারূপ হস্ত দ্বারা তাড়না করিব না, অর্থাৎ আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিব, তুমি সেইরূপ পালন কর। হে কর্পট, তুমি সংঘমধ্যে নিদ্রা যাইয়া নিজের প্রমাণ জান না অর্থাৎ সময় যে দুর্লভ; এই জ্ঞান

তোমার নাই। এই যে তোমার অপরাধ তাহা তুমি ভাবিয়া দেখিতেছ না।

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম বর্গ

১৬১. কুমার কাশ্যপ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। তিনি একদিন ভগবানের নিকটে ধর্ম শুনিতে ছিলেন, এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে বিচিত্র-কথিক স্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া নিজেও সেই পদের প্রার্থীক হইলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময় ভিক্ষু হইয়া ভাবনা-সাধনা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রেষ্ঠীকুমারী কুমারীকাল হইতে প্রব্রজ্যা প্রার্থিনী। কিন্তু মাতাপিতার আদেশ না পাইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাকে বিবাহ দিলেও তাহার সেই ইচ্ছা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় নাই। গর্ভ হইলেও তাহার সেই দিকে লক্ষ্য নাই। তখন স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি পায় ও দেবদত্তের নিকায়ে ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুণীরা নবীনা ভিক্ষুণীর গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া দেবদত্তকে বলিল। দেবদত্ত সে 'অশ্রমণী' বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিল। পুনরায় ভিক্ষুণীরা এই বিষয় ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান উপালি স্থবিরের উপর মীমাংসার ভার দিলেন। স্থবির বিশাখাপ্রমুখ শ্রাবস্তীর কতিপয় ললনাদিগকে ডাকাইয়া রাজপরিষদে ইহার বিচার করিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল যে, 'এই গর্ভ গৃহীকালের, প্রব্রজ্যার কোনো ক্ষতি হয় নাই।' ভগবান এই বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়াছে দেখিয়া স্থবিরকে সাধুবাদ দিলেন। কিছুদিন পরে নবীনা ভিক্ষুণী সুবর্ণবিম্ব সদৃশ এক পুত্ররত্ন প্রসব করিল। রাজা পসেনদিকোশল সেই বালককে পোষণ করিলেন। বালকের নাম রাখিলেন কাশ্যপ। একদা এই বালককে ভগবানের নিকটে নিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। কুমারকালে প্রব্রজিত হওয়াতে ভগবান বলিতেন, 'কাশ্যপকে ডাক, এই ফল, এই খাদ্য কাশ্যপকে দাও।' ভিক্ষুরা বলিতেন, 'ভন্তে, কোন কাশ্যপকে দিব?' ভগবান বলিলেন, 'কুমার কাশ্যপকে।' সেই হইতে কুমার

কাশ্যপ নামে তিনি পরিচিত হইলেন। তিনি প্রব্রজিতকাল হইতে বিদর্শন ভাবনা করিতেন ও ভগবানের ধর্মশিক্ষা করিতেন। অতি পূর্বজন্মে এক উচ্চপর্বতে তাঁহারা পাঁচজন কর্মস্থান ভাবনা করিতেন। তন্মধ্যে একজন অনাগামী হইয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। সেই মহাব্রহ্মা তাঁহার ভাবনার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে একদা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পনেরোটি প্রশ্ন করেন। তখন স্থবির অন্ধবনে ছিলেন। স্থবিরকে মহাব্রহ্মা বলিলেন, 'এই প্রশ্নগুলি আপনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন।' তিনিও ভগবানকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন ও প্রত্যুত্তরগুলি শিক্ষা করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। ভগবান তাঁহাকে 'বিচিত্র ধর্মকথিক' পদবী প্রদান করেন। তিনি রত্নত্রয়ের গুণ ভাষণ করিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

২০১. অহো কী আশ্চর্য বুদ্ধ! অহো নবলোকোত্তর ধর্ম! অহো বুদ্ধের দশবলাদি সম্পদ! যেই ভগবানের ব্রহ্মচর্যায় শ্রাবক শান্ত ধর্মকে সাক্ষাৎ করিবে।

২০২. অসংখ্য কল্প ব্যাপিয়া এই পঞ্চস্কন্ধ লাভ করিয়াছি। এই আমার শেষ জন্ম; এই অন্তিম জন্ম, মৃত্যু ও সংসার। এখন আর পুনরায় ভবে জন্ম নিতে হইবে না।

১৬২. ধর্মপাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা অরণ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রসন্নচিত্তে পিলক্ষ ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অবন্তীরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে তক্ষশিলায় গমন করিয়া শিল্প শিক্ষা করেন। তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাবর্তন সময়ে পথিমধ্যে এক বিহারে গমনপূর্বক জনৈক স্থবিরের নিকট ধর্ম শ্রবণ করেন ও শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হন। পরে বিদর্শন ভাবনা করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। একদা বিহারবাসী দুইজন শ্রামণের বৃক্ষাগ্রে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। হঠাৎ শাখা ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের পড়িবার সময়ে স্থবির ঋদ্ধিবলে তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া নিরাপদ ভূমিতে নামাইয়া দিলেন এবং শ্রামণেরদ্বয়কে উপদেশ প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২০৩. যেই তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে অপ্রমত্তভাবে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করে, সে অবিদ্যা-নিদ্রায় সুপ্ত, প্রমত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রদ্ধাদি ধর্মে জাগ্রত। তাহার জীবন সার্থক।

২০৪. সেই কারণে মেধাবী (কর্মফলের প্রতি) শ্রদ্ধা, (চারি

পরিশুদ্ধ) শীল, (সংঘের প্রতি) প্রসাদ ও (চারি সত্য) ধর্ম দর্শন প্রভৃতি বুদ্ধের শাসনমূলক উপদেশ স্মরণ করিয়া বীর্যোৎপাদন করিবেন।

১৬৩. ব্রহ্মালি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বারফল প্রদান করেন। ভগবান দানফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে পূর্বকৃত পুণ্যবলে সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগভাব উৎপন্ন হয়। এক কল্যাণমিত্রের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজিত হন ও কর্মস্থান ভাবনা করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। একদা ধ্যানরত অরণ্যবাসী ভিক্ষুদিগকে উপলক্ষ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

২০৫. সারথী যেমন অশ্বকে সুদান্ত করে, তেমন এই অরণ্যে স্থবির-মধ্যম-নবীন ভিক্ষুদের মধ্যে কাহার ইন্দ্রিয় দান্ত হইয়াছে? যাহার নয় প্রকার মান ও চারি প্রকার আসব বিনষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ কাহাকে দেবগণও ভালো না বাসে?

২০৬. সারথী যেমন অশ্বকে সুদান্ত করে, তেমন আমার ইন্দ্রিয়ও সুদান্ত হইয়াছে। আমার মান ও আসব বিনষ্ট হইয়াছে। আমার ন্যায় ব্যক্তিকেই দেবগণ ভালোবাসিয়া থাকে।

১৬৪. মোঘরাজ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় ভগবান জীর্ণ চীবরধারী প্রধান স্থানে একজন ভিক্ষুকে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। তিনি অর্থদর্শী ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। একদিন ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত অর্থদর্শী ভগবানকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিলেন এবং ছয়টি গাথা দ্বারা অভিনন্দন করিয়া পাত্রপূর্ণ মধু দান করিলেন। ভগবান উহা গ্রহণ করিয়া ধর্মব্যাখ্যা করিলেন। তিনি কাশ্যপ

বুদ্ধের সময় কাষ্ঠবাহন রাজার অমাত্য হন এবং সহস্র পুরুষ সহিত বুদ্ধকে আনয়নের জন্য গমন করেন। তথায় বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া বিশ হাজার বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করেন। তৎপর সুগতি ভূমিতে জন্মগ্রহণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বাববিয় ব্রাহ্মণের নিকট শিল্প শিক্ষা করেন ও তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা অজিত প্রমুখ সহস্র তাপস ভগবানের নিকট প্রেরিত হন। তাঁহারা ভগবানকে পনেরোটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ও ভগবানের প্রত্যুত্তরের পর অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তিনি অর্হৎ হইয়া পাংশু চীবর পরিধান করেন। উহার শেলাই সুতা ও রং অতিশয় হীন ছিল। তাই জীর্ণ চীবরধারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুকাল পরে পূর্বকৃত কর্মফলে স্থবিরের শরীরে দদ্রু-পীড়কাদি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শয্যাসন দূষিত হইল। হেমন্তকালে মগধক্ষেত্র হইতে তৃণ আনিয়া বিছাইতেন ও তাহাতে বাস করিতেন। একদিন বুদ্ধসেবায় গমন করিলে গাথা দ্বারা শাস্তা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে আরেকটি গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২০৭. হে মোঘরাজ, তোমার চেহারা দদ্রু-কণ্ডু-পীড়কে বিবর্ণ হইয়াছে, ক্লেশহীন হওয়ায় তোমার চিত্ত ভদ্র হইয়াছে। তুমি সতত সমাহিত আছ। হে ভিক্ষু, তুমি এই হেমন্ত ঋতুর শীত সময়ে কিরূপে রাত্রিবাস করিবে?
>
> ২০৮. আমি মগধের সমস্ত শস্য পরিপক্ব হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। অন্যান্য সুখজীবী ভিক্ষুগণ বিচিত্র আস্তরণ-সজ্জিত শয্যায় বাস করেন। এইরূপ আমিও নীচে, উপরে ও পার্শ্বে তৃণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'যথালাভ সন্তুষ্ট বিহারে' অবস্থান করিব।

১৬৫. বিশাখ পঞ্চালিপুত্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চৌদ্দ কল্প পূর্বে প্রত্যন্ত রাজ্যে এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ফলান্বেষণে গ্রামবাসীদের সঙ্গে অরণ্যে গিয়াছিল। তথায় একজন পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বল্লিফল প্রদান করিল। সে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে মণ্ডলিক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। নাম ছিল বিশাখ। পঞ্চালি-রাজকন্যার পুত্র হেতু পঞ্চালিপুত্র নামে পরিচিত। পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করে। একদা শাস্তা তাহাদের গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সে শাস্তা সদনে গমনপূর্বক ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হয়। পরে ভাবনাবলে ষড়ভিজ্ঞ হন। একদা জ্ঞাতিবর্গের

প্রতি দয়া করিয়া জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন। গ্রামবাসীরা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম শ্রবণ করিত। তাহারা একদিন প্রশ্ন করিল যে, 'কয়টি গুণ থাকিলে ধর্মকথিক হইতে পারে?' স্থবির প্রত্যুত্তরে গাথা ভাষণ করিলেন। তিনি সংক্ষেপে ধর্মকথিকের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত গুণ নিজের নিকট বিদ্যমান আছে বলিয়া দেখাইলেন। ইহাতে তাহারা অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছে জানিয়া বলিলেন, 'যাঁহারা ধর্মকথিক, যাঁহারা বিমুক্তি আয়তনে আশ্রিত, তাঁহাদের নির্বাণ লাভ দুর্লভ নহে, একান্তই সুলভ।' তাই দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২০৯. নিজকে কুল শিল্প-মানাদি দ্বারা তুলিবে না অর্থাৎ অহংকারে স্ফীত হইবে না; অপরকে নীচ ভাবিয়া ফেলিও না অর্থাৎ অপরের গুণ ধ্বংস মানসে নিক্ষেপ করিও না; অপরের দোষারোপ করিও না অর্থাৎ যাহাতে তাহার অধঃপতন হয়, সেই ভাবে দেখিবে না, সংসার পারগত ক্ষীণাসব ত্রিবিদ্যা ষড়ভিজ্ঞ মহাত্মাকে বিদ্রুপ বা বাক্যবাণে প্রহার করিও না। নিজের লাভ-সৎকার-বর্ণ-গুণকীর্তি ইচ্ছায় ক্ষত্রিয় পরিষদে কিছু বলিবে না। চঞ্চল হইবে না, মিতভাষী হইবে বা বৃথা বাক্যব্যয় করিবে না। সুব্রত বা শীলবান হইবে।
>
> ২১০. যিনি অতিশয় সূক্ষ্মাসূক্ষ্মভাবে জন্ম-মৃত্যুর কারণদর্শী, সুদক্ষ প্রজ্ঞাবান, সব্রহ্মচারীর প্রতি যথাযোগ্য আচরণকারী, সদাচারসেবী সেই পণ্ডিতের নির্বাণ লাভ দুর্লভ হয় না।

১৬৬. চূলক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ছত্রপর্ণিফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে যখন ধনপাল হস্তীকে বুদ্ধ দমন করেন, তখন ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হন ও ইন্দ্রশাল গুহায় শ্রমণধর্ম পালন করেন। একদিন গুহাদ্বারে বসিয়া মগধ ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন গম্ভীর মেঘধ্বনি হইতে লাগিল ও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ময়ূরসংঘ মেঘগর্জন শুনিয়া হৃষ্ট-তুষ্টভাবে কেকানাদ করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। মেঘের শীতল বাতাসে স্থবিরের শরীরও শীতল হইল এবং কর্মস্থানের প্রতি চিত্ত একাগ্র হইল। তখন কর্মস্থান ভাবনায় অগ্রসর হইলেন এবং সময়

সম্পদের কীর্তন মানসে নিজকে উৎসাহিত করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা ভাষণের পর অর্হৎ হইলেন ও পূর্বোক্ত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

২১১. সুশিখাযুক্ত, সুপেখমধারী, সুনীল গ্রীবাসম্পন্ন, শ্রীমুখযুক্ত, সুগর্জনকারী ময়ূরগণ শব্দ করিতেছে। এই মহামহী সুন্দর হরিদ্বর্ণ তৃণযুক্ত ও নববারিতে অভিসিক্ত। আকাশ নীলোৎপল দলসদৃশ মেঘপূর্ণ।

২১২. এখন মেঘের শীতল বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ হওয়ায় ধ্যানের উপযোগী হইয়াছে। চিত্ত নীবরণবিহীন হওয়ায় উত্তম মনে ভাবনা কর। বাস্তবিক সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে সুনিষ্ক্রমণ করিয়া সাধু হইয়াছে। সুপরিশুদ্ধ শীল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরম গম্ভীর, উত্তম অচ্যুতপদ বা সেই নিত্য নির্বাণ সাক্ষাৎ কর।

১৬৭. অনুপম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সাঁইত্রিশ কল্প পূর্বে কুলগৃহে জাত হন। একদা পদুম নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে আকুলীপুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ইব্‌ভকুলে উৎপন্ন হন। অতিশয় সুশ্রী বিধায় তাঁহার নাম রাখিয়াছিল অনুপম। বয়ঃপ্রাপ্তে কামভোগ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন। এক অরণ্যে বিদর্শন ভাবনা করিতেন। তাঁহার চিত্ত বাহ্যিক রূপ নিমিত্তে ধাবিত হইত। কর্মস্থান রক্ষা করিতে পারিতেন না। তিনি সেই বিপথগামী চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া নিজকে নিজে গাথা দ্বারা উপদেশ দিতেন ও অর্হৎ হইয়া এই গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

২১৩. চিত্ত ভবে ভবে অভিনন্দনকারী ও দুঃখরূপ শূলে আরোপণকারী। যে যে স্থানে শূলসদৃশ ভব ও কাষ্ঠ-স্থাণু সদৃশ কামভোগ আছে, সেই সেই স্থানে এই পাপচিত্ত গমন করিতেছে, অথচ নিজের অহিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করিতেছে না।

২১৪. সেই কারণে ইহাকে চিত্তকলি বলিতেছি ও চিত্তদ্রোহী বলিতেছি। শাস্তার উৎপত্তি বড়ই দুর্লভ, তুমি সেই শাস্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছ, এমতাবস্থায় নিজকে অনর্থ বিষয়ে নিয়োজিত করিও না।

১৬৮. বজ্জিত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পঁয়ষট্টি কল্প পূর্বে এক প্রত্যন্ত গ্রামে জাত হন। একদা বনে বিচরণকালে উপশান্ত নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে পর্বত গুহায় বাস করিতেছেন দেখিলেন। তাঁহার সংযতাচার দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে চম্পক-পুষ্প দ্বারা পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ইব্‌ভকুলে উৎপন্ন হন। জন্মদিন হইতেই স্ত্রীলোকের স্পর্শে রোদন করিয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্যলোকে আসার দরুন স্ত্রীলোকের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের সংস্রব বর্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া নাম রাখিয়াছিল বর্জিত। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের যমক প্রাতিহার্য দেখিয়া প্রব্রজিত হন ও সেই দিবসেই ষড়ভিজ্ঞ হন। পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করিয়া সংবেগের সহিত এই গাথা ভাষণ করেন।

> ২১৫. অন্ধতুল্য পৃথগ্‌জন চারি আর্যসত্যকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন না করিয়া অনাদি অনন্তকাল সুগতি-দুর্গতি ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আমি পূর্বে পৃথগ্‌জন (মার্গফলহীন) ছিলাম।
>
> ২১৬. এখন ভগবানের উপদেশে অপ্রমত্ত হইয়া সংসার দুঃখকে নির্মূল করিয়াছি। আমার সমস্ত ভবাদি গতি সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন আমার আর ভবে জন্মগ্রহণ করিবার হেতু নাই।

১৬৯. সন্ধিত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী ভগবানের সময়ে এক গোপালক হইয়াছিলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের পর একজন স্থবিরের নিকট বুদ্ধগুণমূলক ধর্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তখন 'ভগবান কোথায়' জিজ্ঞাসা করিয়া 'পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন' জ্ঞাত হইয়া ভাবিলেন, 'এমন মহানুভব বুদ্ধও অনিত্যতার অধীন, অহো! সংস্কার ধ্রুব নহে' এই চিন্তা করিয়া অনিত্য-সংজ্ঞা লাভ করিলেন। স্থবির তাহাকে বোধিপূজা করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে বোধি সমীপে গমন করিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণপূর্বক বোধি বন্দনা করিতেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ইব্‌ভকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অনিত্য বিষয়ক ধর্ম শুনিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন ও প্রব্রজিত হইয়া ষড়ভিজ্ঞ হন।

পূর্বজন্মে যে বোধি বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

২১৭. হরিদ্বর্ণ আলোকবিশিষ্ট, ঘন পল্লবপূর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষ সমীপে একটি বুদ্ধগুণ-সহগত সংজ্ঞা স্মৃতিসহকারে লাভ করিয়াছিলাম।

২১৮. এই হইতে একত্রিশ কল্প পূর্বে তখন যেই বুদ্ধগুণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম, সেই সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া আমার আসবক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত।

ন্যায় কোবিদ ঊনপঞ্চাশজন স্থবির দ্বিক নিপাতে ৯৮টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

দ্বিক নিপাত সমাপ্ত।

ত্রিক নিপাত

১৭০. অঙ্গণিক ভারদ্বাজ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করিলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি জানাইলেন। সেই পুণ্যকর্ম-প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় হিমবন্ত সমীপে উক্কট্ঠ নামক নগরে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে শিল্পবিদ্যায় সুদক্ষ হইলেন। সংসারের প্রতি বিরাগবশত পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক 'অমর' নামক তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। একদা বুদ্ধকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া পূর্বের মিথ্যাদৃষ্টি তপস্যা ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া অচিরে ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। কিছুদিন পরে জ্ঞাতিদের প্রতি দয়া করিয়া জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন ও তাহাদিগকে ধর্ম শুনাইয়া বহু জ্ঞাতিকে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুরুরাজ্যে কুণ্ডিয় নামক নগরের অনতিদূরে এক অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। একদা কোনো কার্যবশত উগ্গারামে গমন করেন। তথায় উত্তরপথ হইতে সমাগত পরিচিত ব্রাহ্মণদের সহিত একত্র হন। তাহারা বলিল, 'হে ভারদ্বাজ, কী দেখিয়া ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র ত্যাগপূর্বক বুদ্ধের শাস্ত্র গ্রহণ করিলে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'এই বুদ্ধশাসনের বাহিরে অন্য কোনো শুদ্ধি নাই।' এই বলিয়া প্রথম গাথা ভাষণ করিলেন।

তৎপর স্থবির আশ্রম হইতে গমনের ন্যায় বেদবিহিত অগ্নিপরিচর্যাদিতে শুদ্ধির অভাব প্রকাশ করিয়া 'এই বুদ্ধশাসনেই আমি শুদ্ধি লাভ করিয়াছি' দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করিলেন। পুনঃ তৃতীয় গাথা দ্বারা 'এই হইতে আমি পরমার্থত ব্রাহ্মণ' বলিয়া ভাষণ করিলেন। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধশাসনের প্রতি অতিশয় প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন।

২১৯. আমি অনুপায়ে (অন্যায় মতে) ভবমুক্তি অনুসন্ধান করিয়া বনে অগ্নি পরিচর্যা করিতাম। প্রকৃত শুদ্ধি (নির্বাণ) পথ না জানিয়া 'অমর' নামে তপস্যা করিয়াছিলাম।

২২০. আমি সেই নির্বাণসুখ এখন শমথ-বিদর্শন ভাবনা দ্বারা লাভ করিয়াছি। ভগবানের নির্বাণপ্রদ ধর্মের স্বভাব দেখ।

আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের শাসনে কতৃকার্য হইয়াছি।

২২১. আমি পূর্বজন্মে ব্রাক্ষ্মণকুলে জাত হই, সেই কারণে ব্রক্ষ্মবন্ধু ছিলাম, এখন যাবতীয় পাপ অতিক্রম করিয়া অর্হৎ ব্রাক্ষ্মণ হইয়াছি। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত, অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ জলে স্নাত, শুচীভাব প্রাপ্ত ও চারি সত্য বেদজ্ঞ হইয়াছি।

১৭১. পচ্চয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একানব্বই কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে বিনতা নদীর তীরে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সুরসাল ডুমুর ফল ছিঁড়িয়া দান করিলেন। তিনি এই ভদ্রকল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদিন সংসার-দুঃখের কথা চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত না হইয়া বিহার হইতে বাহির হইব না।' অতি যত্ন-সহকারে ধ্যান করিলেও জ্ঞানের অপরিপক্বতার দরুন ফল লাভে সমর্থ হইলেন না। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময়ে রোহিণী নগরে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হন। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হন। একদা মহারাজ পূজা নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনসংঘ একস্থানে সমবেত হইল। সেই সমাগমের প্রসাদ উৎপাদনার্থ ভগবান জনসংঘ দেখে মতো আকাশে রাজা বেশ্রবণের নির্মিত রত্নকূটাগারে রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনা করিলেন। মহাজনসংঘের মার্গফলাদি লাভ হইল। সেই ধর্ম শ্রবণে পচ্চয়রাজ রাজত্ব ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। তিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়া কাশ্যপ বুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া যেরূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, এখনো সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধ্যানানুষ্ঠানে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২২২-২২৩. আমি প্রব্রজ্যার পঞ্চম দিবসে (শেখ-অশেখ) স্রোতাপত্তিমার্গ হইতে অর্হত্ত্বফল পর্যন্ত প্রাপ্ত হই। যখন আমি বিহারে প্রবেশ করি, তখন দৃঢ় সংকল্প করি যে, যাবৎ আমার তৃষ্ণারূপ শল্য উৎপাটিত না হয়, তাবৎ কোনো ভোজন করিব না, জলপান করিব না, বিহার হইতে বাহির হইব না, আমার শরীরের দুই পার্শ্বের মধ্যে কোনো পার্শ্ব দেখিব না ও শয়ন করিব না।

২২৪. এইরূপ দৃঢ়বীর্যের সহিত অধিষ্ঠান করিয়া ভাবনা করি। আমার বীর্যপরাক্রম কীরূপ অবগত হও। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি।

১৭২. বাকুল স্থবির

লক্ষ কল্পাধিক অসংখ্য কল্প পূর্বে অনোমদর্শী ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ না হইতে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। তথায় কিছুই সার না পাইয়া 'পারলৌকিক অর্থ গবেষণা করিব' এই মানসে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক পর্বতপাদে ধ্যান করিয়া পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিলেন। যখন বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিলেন, তখন বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। একদা ভগবানের উদরপীড়া উৎপন্ন হইলে অরণ্য হইতে ভৈষজ্য আনয়ন করিয়া সেই পীড়া উপশম করেন। তৎপর মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এই প্রকারে এক অসংখ্য বৎসর দেব-মানবকুলে বিচরণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে উৎপন্ন হন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে 'নিরোগীশ্রেষ্ঠ' উপাধি প্রদান করেন। তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্যকাজ করিলেন। পুনঃ বিপশ্বী ভগবানের অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই বন্ধুমতী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। পূর্বের ন্যায় ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করেন। এক পর্বতপাদে বাস করিতেছেন, এমন সময় বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে আগমনপূর্বক শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন ভিক্ষুদের 'তৃণপুষ্প রোগ' উৎপন্ন হইলে ভৈষজ্য দানে আরোগ্য করেন। তৎপর মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। একানব্বই কল্প পূর্বে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণ করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীর এক কুলগৃহে জাত হন। গৃহীকালে এক পুরাতন মহাবিহার বিনষ্ট হইতে দেখিয়া তথায় উপোসথশালা প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্য সম্পাদন করেন। ভিক্ষুসংঘের যাবতীয় ভৈষজ্য সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। যাবজ্জীবন এইভাবে পুণ্যকর্ম করিয়া দেব-মনুষ্যলোকে এক বুদ্ধান্তর কল্প অতিবাহিত করিলেন। গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কৌশম্বীতে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার আরোগ্য লাভার্থ মহাযমুনা নদীতে স্নান করাইবার সময়ে ধাত্রীর হস্ত হইতে এক মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পরে সেই মৎস্য কৈবর্তের জালে ধৃত হয়। বারাণসী শ্রেষ্ঠীর ভার্যা সেই মৎস্য কিনিয়া লইল। মৎস্যের পেটে নীরোগাবস্থায় তাঁহাকে পাইয়া শ্রেষ্ঠী ভার্যা পুত্রস্নেহে লালন-পালন করিতে

লাগিল। এমন সময় বালকের মাতাপিতা এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের নিকট পুত্রের দাবী করিতে লাগিল, ‘এইটি আমাদের পুত্র, আমাদিগকে ফেরত দিন।’ তখন তাহারা উভয়ে রাজসদনে বিচারার্থ উপস্থিত হইল। রাজা বিচার করিলেন যে, ‘এই পুত্র উভয়কুলের পক্ষে সাধারণভাবে থাকুক।’ বালক দুই কুলের উত্তরাধিকারী হওয়ায় ‘বাকুল’ নামে পরিচিত হইলেন। তিনি অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে শাস্তার ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন। সাত দিন পরে অষ্টম অরুণোদ্গমে প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২২৫. যে জরাদুঃখাদি আক্রমণ করিবার পূর্বের কর্তব্যসমূহ সময় চলিয়া গেলে করিতে চায়, সে স্বর্গ-নির্বাণ সুখ হইতে ভ্রষ্ট হয় ও অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকে।

২২৬. যাহা কাজে করিবে, তাহাই বলিবে, যাহা কাজে করিবে না, তাহাতে কেবল বাক্য ব্যয় করিয়া ফল নাই। যে কাজ করিবে না, অথচ মুখেই আড়ম্বর দেখাইবে, তাহাকে পণ্ডিতগণ বাক্যব্যয়কালেই জানিয়া থাকেন।

২২৭. সম্যকসম্বুদ্ধ বর্ণিত নির্বাণ একান্তই শোকহীন, পাপরজঃহীন, নিরাপদ ও পরম সুখকর; কারণ নির্বাণে সকল প্রকার দুঃখ নিরুদ্ধ হয়।

১৭৩. ধনিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তার ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে নলমালায় পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে কুম্ভকার শিল্পে জীবনযাপন করেন। সেই সময় শাস্তা ধনিয় কুম্ভকারের শালায় বসিয়া পুক্কুসাতি কুলপুত্রকে ‘ধাতুবিভঙ্গ’ সূত্র দেশনা করেন, তাহা শুনিয়া তিনি ধর্মচক্ষু লাভ করেন। ধনিয় তাঁহার পরিনির্বাণ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, ‘অহো, নির্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসন, ভগবানের সহিত এক রাত্রি পরিচয় করিয়া সংসারাবর্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।’ তৎপর শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়া একখানি সুন্দর কুটির নির্মাণে ব্রতী হইলেন। ভগবান ইহার দোষ দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া দিলেন। তিনি সংঘিক বিহারে বাস করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তখন ধুতাঙ্গধর ভিক্ষুরা ‘যাহারা নিজকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সংঘদান নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে হীন

ভাবিয়া নিন্দা করিতেছিল।' সেই ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২২৮. শ্রামণ্য ভাবকে অতিশয় গৌরব করিয়া যদি সুখে বাস করিতে ইচ্ছা কর, সংঘগত চীবর, পানীয় ও ভোজনের নিন্দা করিও না।

২২৯. যদি শ্রামণ্য ভাবকে গৌরব করিয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, সর্প যেমন মূষিক প্রভৃতির গর্তে বাস করিয়া যথায় তথায় চলিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ শয্যাসন পরিভোগ কর।

২৩০. যদি শ্রামণ্য ভাবকে গৌরব করিয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, ভালো-মন্দ না বাছিয়া যাহা পাও, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক। একমাত্র অপ্রমাদকে অনুসরণ কর।

১৭৪. মাতঙ্গপুত্র স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হিমবন্ত সমীপে মহৎ হ্রদের নিম্নভাগে নাগভবনে মহানুভব নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদিবস নাগ ভবন হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় শাস্তাকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে নিজের কণ্ঠমণি দ্বারা পূজা করিলেন। সেই পুণ্যকর্ম-প্রভাবে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ্যে মাতঙ্গ কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জাত হন। তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল মাতঙ্গপুত্র। বয়ঃপ্রাপ্তে তিনি এত আলস্যপরায়ণ হইলেন যে, কোনো কার্যই করিতেন না। তাই জ্ঞাতিবর্গ ও অপরাপর লোকেরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখেই জীবনযাপন করেন।' এই প্রকার সুখে জীবন যাপনের ইচ্ছায় ভিক্ষুদের সহিত পরিচয় করিলেন। একদা ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। একজন ঋদ্ধিশালী ভিক্ষু দেখিয়া নিজে সেই ঋদ্ধিলাভের প্রার্থনা করেন ও ভগবানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। তৎপর আলস্যের দোষ ও বীর্যানুষ্ঠানের গুণকীর্তন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

২৩১.-২৩৩ যাহারা অতি শীত, অতি উষ্ণ বলিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আলস্যে সময় ক্ষেপণ করে, কর্তব্য ত্যাগ করিয়া সেই সত্ত্বগণ সুক্ষণ অতিক্রম করিতেছে। যে শীত-উষ্ণকে তৃণের চেয়ে অধিক মনে না করিয়া পুরুষের পক্ষে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে, সে সুখ হইতে বঞ্চিত হন না।

(অবশিষ্ট ব্যাখ্যা ২৭ নম্বর গাথার অনুরূপ)।

১৭৫. খুজ্জ শোভিত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবানকে বহু ভিক্ষুসংঘ সহিত গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে দশটি গাথাবৃত্তি দ্বারা স্তুতি করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় পাটলিপুত্র নগরে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল শোভিত। সামান্য কুব্জ বিধায় খুজ্জশোভিত নামে পরিচিত। বয়ঃপ্রাপ্তে আনন্দ স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। তৎপর সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতিকালে যখন ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইলেন, তখন সংঘ তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, 'যাও, আয়ুষ্মান আনন্দকে ডাকিয়া আন।' তিনি তখনই ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ স্থবিরের সম্মুখে গিয়া উঠিলেন ও সংঘের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পুনঃ আনন্দ স্থবিরের পূর্বেই আকাশপথে আসিয়া সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে উপনীত হইলেন। সেই সময় দেবসংঘ মারকে নিবৃত্ত করিবার জন্য একজন দেবপুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই দেবপুত্রও সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। খুজ্জশোভিত স্থবির নিজের আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে প্রথম গাথা ভাষণ করেন। সেই দেবপুত্র গাথা শুনিয়া স্থবিরের আগমন সম্বন্ধে সংঘকে নিবেদন করিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করেন। দেবপুত্র সংঘকে নিবেদন করিলে, সংঘ স্থবিরকে আসিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। স্থবির সংঘের নিকট গমন করিয়া তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন।

২৩৪. পাটলিপুত্র নিবাসী বিচিত্রকথী, বহুশ্রুত শ্রমণ যাঁহারা তাঁহাদের অন্যতর আয়ুষ্মান খুজ্জ শোভিত সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে সংঘসভায় প্রবেশার্থ অবস্থান করিতেছেন।

২৩৫. পাটলিপুত্র নিবাসী বিচিত্রকথী, বহুশ্রুত শ্রমণ যাঁহারা তাঁহাদের অন্যতর আয়ুষ্মান খুজ্জ শোভিত ঋদ্ধিচিত্ত উৎপাদিত বায়ুবেগে আগমন করিয়া সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে অবস্থান করিতেছেন।

২৩৬. ক্লেশমারের সহিত যোদ্ধা, ধর্মযজ্ঞানুষ্ঠানকারী বা ধর্মদাতা, সংগ্রাম বিজয়ী, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্যার সহিত সুপরিচিত এই খুজ্জ শোভিত স্থবির নির্বাণ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭৬. বারণ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একানব্বই কল্প পূর্বে তিষ্য ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সুমেধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তৎপর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চুয়ান্ন হাজার ছাত্রকে মন্ত্রশিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে তিষ্য বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে আসিয়া মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাভূমিকম্প হইয়াছিল। জনসংঘ তাহা দেখিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তাহারা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথিবী কম্পনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, 'মহাবোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়াছেন, তাই ভূমিকম্প হইয়াছে।' তজ্জন্য আপনারা ভয় করিবেন না। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন শুনিয়া প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যকর্ম-প্রভাবে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অপরাপর স্থবিরগণের নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা বুদ্ধসেবার জন্য গমন করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় অহি-নকুল ঝগড়া করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল দর্শনে ভাবিলেন, 'অহো, সত্ত্বগণ পরস্পর বিরোধ ঘটাইয়া এইভাবে মরিয়া থাকে।' অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয়ে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহার চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদানে তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণ করিয়া তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

২৩৭. এ জগতে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-গৃহস্থ-প্রব্রজিতদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীদিগকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয় লোকের সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

২৩৮. যে ব্যক্তি মৈত্রীচিত্তে সমস্ত প্রাণীদিগকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় দয়া প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি এই কারণে বহু পুণ্য উপার্জন করে। অল্পেচ্ছুতাদি ও ত্রিপিটক শাস্ত্র শ্রবণ-ধারণ-পরিচয়-জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষা করিবে।

২৩৯. সময়ে শ্রমণদিগের নিকটে সেবার্থ উপস্থিত হইবে ও ধুতাঙ্গ-ব্রতাদি শিক্ষা করিবে। একাসনে, নির্জনে চিত্ত উপশমের জন্য আসন-উপবেশন নীতি শিক্ষা করিবে।

১৭৭. পশ্যিক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে প্রসন্নচিত্তে পিলক্ষ ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাক্ষ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি ভগবানের যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। শ্রমণ ধর্ম পালন করিতে করিতে এক সময় রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ বৈদ্যের নির্দেশমতে সেবা করিয়া আরোগ্য করিলেন। তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভাবনাবলে ষড়ভিজ্ঞ হন। তৎপর আকাশপথে জ্ঞাতিগণের নিকট আসিয়া আকাশে বসিয়াই ধর্মদেশনা করিলেন। তাহারা শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মরিয়া স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। একদা স্থবির ভগবানের সেবার্থ উপস্থিত হইলে বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘পশ্যিক, তোমার জ্ঞাতিগণ আরোগ্য আছে কি?’ তিনি জ্ঞাতিদের যাহা উপকার করিয়াছেন, তাহা তিনটি গাথা দ্বারা ভাষণ করিলেন।

> ২৪০. যে কর্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মেধাবী, লোকোত্তর ধর্মে স্থিত, শীলসম্পন্ন, সে একজন হইলেও অশ্রদ্ধাবানদের, জ্ঞাতিগণের ও বন্ধু-বান্ধবগণের হিতসাধন করিয়া থাকে।
>
> ২৪১. আমি জ্ঞাতিবর্গকে নিগ্রহ করিয়া ও দয়া প্রদর্শন করিয়া সতর্ক করিয়াছি। জ্ঞাতিবন্ধুকে ভালোবাসিয়া ভিক্ষুদিগকে সৎকার সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছি।
>
> ২৪২. আমার সেই জ্ঞাতিগণ ইহলোক ত্যাগ করিয়া ত্রিবিধ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার সেই মাতা-ভ্রাতা প্রভৃতি ইচ্ছানুসারে স্বর্গে আমোদ উপভোগ করিতেছেন।

১৭৮. যশোজ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপস্বী ভগবানের সময় আরাম রক্ষককুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে একদা বিপস্বী ভগবানকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে লাকুজফল দান করে। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে কৈবর্তকুলে পঞ্চশত কৈবর্তের প্রধান ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমপাঠি কৈবর্ত পুত্রগণের সহিত মৎস্য ধৃত করিবার জন্য অচিরবতী নদীতে জাল নিক্ষেপ করে। তখন এক সুবর্ণ মহামৎস্য জালমধ্যে

প্রবিষ্ট হয়। তাহা রাজা পসেনদিকে দেখাইল। রাজা বলিলেন, 'এই মৎস্যের বিবরণ ভগবান বলিতে পারিবেন।' তাহারা মৎস্যটি ভগবানের নিকটে উপস্থিত করিল। ভগবান বলিলেন, 'এই মৎস্য কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীন সময়ে প্রব্রজিত হয়। সে মিথ্যাচার দোষে শাসনের অবনতি সাধন করে; মৃত্যুর পর নরকে জন্মগ্রহণ করে। এক বুদ্ধান্তর কল্প নরকে দুঃখ পাইয়া পরে অচিরবতীতে মৎস্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার ভগ্নিগণও নরকে গিয়াছে। তাহার একজন ভ্রাতা নির্বাণ লাভ করিয়াছিল। ভগবান এই সব বিবরণ ঋদ্ধিবলে মৎস্যের দ্বারা বলাইলেন ও 'কপিল-সূত্র' দেশনা করিলেন। যশোজ এই বিবরণ শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইল। নিজের সমপাঠিগণের সহিত বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হইলেন এবং উপযুক্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। একদা বুদ্ধবন্দনার্থ সপরিষদ জেতবনে আগমন করেন। তাঁহার আগমনকালীন বিছানাদি দিবার সময়ে বিহারে একটু গণ্ডগোলের সাড়া পড়িয়া যায়। ভগবান তাহা শুনিয়া সপরিষদ যশোজকে বাহির করিয়া দেন। তখন যশোজ কশাহত ভদ্রাশ্বের ন্যায় সপরিষদ বর্গমুদা নদীতীরে আসিয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হন ও বর্ষাভ্যন্তরেই ষড়ভিজ্ঞ হন। ভগবান সপরিষদ যশোজকে ডাকিয়া 'আনেঞ্জা সমাপত্তি' সম্বন্ধে উপদেশ দেন। যশোজ সমস্ত ধুতাঙ্গ রক্ষা করিতেন, তাই তাঁহার শরীর কৃশ ও দুর্বল হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার বীততৃষ্ণ ভাবের প্রশংসা করিয়া প্রথম গাথা ভাষণ করিলেন। পুনঃ ভিক্ষুদিগকে নিজের বিবেক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া স্থবির দুইটি গাথা ভাষণ করেন।

২৪৩. তোমার কৃশ, শিরাজাল বিস্তৃত ও মাংসাভাবে দন্তীলতার পর্ব সদৃশ অঙ্গ। তুমি অন্ন-পানীয়ে পরিমাণজ্ঞ, নিরালস্য ও পুরুষ লক্ষণসম্পন্ন।

২৪৪. তুমি দংশক-মশক স্পৃষ্ট হইয়া গভীর অরণ্যে বাস করিতেছ। যুদ্ধক্ষেত্রে নাগতুল্য স্মৃতিসহকারে সমস্তই সহ্য করিয়াছ।

২৪৫. ব্রহ্মা যেমন অকুপিত চিত্তে একাকী ধ্যানসুখে অবস্থান করে, সেইরূপ ভিক্ষুও একাকী বিবেকসুখে অবস্থান করিয়া থাকে। দেবগণের যেমন মধ্যে মধ্যে চিত্ত কুপিত হয়, তেমন দুই ভিক্ষু একস্থানে বাস করিলে সময়ে সংঘর্ষ হইয়া থাকে, তিনজন ভিক্ষু একস্থানে বাস করিলে গ্রামে বাস করার ন্যায় হয়। সেই কারণে বলা হইয়াছে, যেমন গ্রাম তেমন তিনজন।

তেতোধিক একস্থানে বাস করিলে জনসংঘের সম্মিলনতুল্য কোলাহল হইয়া থাকে।

১৭৯. সাটিমত্তিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাল-ব্যজনী দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অরণ্যবাসী ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। তৎপর ভিক্ষু-গৃহীদিগকে উপদেশ-অনুশাসন করিতেন। বহু সত্ত্বদিগকে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্ন কুলকে অতিশয় প্রসন্ন করেন। সেই শ্রদ্ধাশীল কুলের নরনারীরা স্থবিরের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। স্থবির পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলে পরমা সুন্দরী এক বালিকা ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করে। একদিবস মার ভাবিল, 'এই উপায়ে স্থবিরের অখ্যাতি বর্ধিত হইবে ও এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিবে না।' এই দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়া স্থবিরের রূপ ধারণ করিয়া বালিকার হাত ধরিয়াছিল। বালিকা স্পর্শ মাত্রই জানিতে পারিল যে, 'ইহা মনুষ্যের স্পর্শ নহে' তখনই হাত সরাইয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া গৃহস্থেরা স্থবিরের উপর অসন্তুষ্ট হইল। স্থবির পর দিবসে সেই কারণ চিন্তা না করিয়াই পুনঃ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন আর কেহ তাঁহাকে আদর করিলেন না দেখিয়া স্থবির মারের কু-অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন স্থবির অধিষ্ঠান করিলেন যে, 'মারের গ্রীবায় কুকুরের মৃতদেহ লাগিয়া থাকুক।' মার সেই মৃত কুকুর ছাড়াইবার জন্য গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বদিনের ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন তাহাকে তর্জন করিয়া তাড়াইয়া দিল। গৃহস্বামী স্থবিরকে বলিলেন, 'ভন্তে, ক্ষমা করুন।' অদ্য হইতে আমিই আপনাকে পরিবেশন করিব। স্থবির তাহাকে ধর্মদেশনা প্রসঙ্গে তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন।

২৪৬. উপাসক, পূর্বে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ছিল, আজ সেই শ্রদ্ধা আর নাই। যাহা তোমার দান, তাহা তোমার হউক, আমার কোনো দুশ্চরিত কর্ম নাই।

২৪৭. পৃথগ্জনের শ্রদ্ধা অনিত্য, অচলা নহে। আমি তোমার সেই শ্রদ্ধা দেখিয়াছি, অস্থির চিত্ত সত্ত্বগণ কখন মিত্র ভাবিয়া রমিত হয়, আবার কখনো বিরক্ত চিত্ত হয়, তাহাদের সেই

আনন্দে ও বিরক্তিতে প্রব্রজিত মুনির পরিহানি কি?
২৪৮. প্রব্রজিত মুনির জন্য দৈনন্দিন কুলে কুলে অল্প অল্প ভাত পক্ব হইয়া থাকে। আমি এখন পিণ্ডচারণ করিব। আমার জঙ্ঘাবল যথেষ্ট আছে, আমি খঞ্জ বা পঙ্গু নহি।

১৮০. উপালি স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানের ধর্মকথা শুনিয়া দেখিলেন যে, 'ভগবান একজন ভিক্ষুকে বিনয়ধরের শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিতেছেন।' তিনিও সেই পদপ্রার্থী হইয়া যাবজ্জীবন কুশলকর্ম সম্পাদন করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ক্ষৌরকার কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান যখন অনুপ্রিয় আম্রবনে ছিলেন, তখন অনুরুদ্ধ প্রভৃতি ছয়জন ক্ষত্রিয় প্রব্রজ্যা লাভার্থ বুদ্ধের নিকটে গমন করেন। উপালিও তাঁহাদের অনুসরণ করেন ও তাঁহাদের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজ্যা লাভের পর উপসম্পদা গ্রহণপূর্বক ভগবানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করেন। তৎপর ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আমাকে অরণ্যে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করুন।' ভগবান বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, তোমার অরণ্যবাসে একটি ধূরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু আমাদের নিকটে থাকিলে বিদর্শনধূর ও গ্রন্থধূর এই উভয় ধূরেরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' স্থবির ভগবানের বচনে সম্মতি দিয়া বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরে অর্হৎ হইলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে সমস্ত বিনয়পিটক শিক্ষা দিলেন। স্থবির নিজের প্রতিভাবলে 'ভারুকচ্ছ, অজ্জক, কুমার কাশ্যপবস্তু' এই তিনটি বিষয়ের সুবিচার করিলেন। ভগবান তাঁহার এক একটি সুবিচারে এক একবার সাধুবাদ দিয়া তাঁহাকে 'বিনয়ধর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালীন ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

২৪৯-২৫১. প্রথম শিক্ষার্থী নব প্রব্রজিত কর্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি বিশ্বাস করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া শুদ্ধজীবী, বীর্যপরায়ণ কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই নব প্রব্রজিত সংঘমধ্যে বাস করিবেন। জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করিবেন। সেই নব প্রব্রজিত যোগ্যাযোগ্য বিষয়ে বা সূত্র-সূত্রানুলোম বিষয়ে সুদক্ষ হইবেন ও তৃষ্ণাদি উৎপাদনের প্রত্যাশা না করিয়া বাস করিবেন।

১৮১. উত্তরপাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের গমনমার্গে একখানি সেতু নির্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের যমক প্রাতিহার্য দেখিয়া প্রব্রজিত হইয়া ভাবনা করেন। তাঁহার একদিন অসংযতভাবে নিমিত্ত চিন্তা করিবার পর কামরাগ উৎপন্ন হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ 'দ্রব্য সমেত চোর ধরার ন্যায়' স্বীয় চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া সংবেগ উৎপাদন করিলেন এবং অনুকূলভাবে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদে তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন।

২৫২. শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী বিষয়ে আমার ন্যায় পণ্ডিতকে, আত্ম-পরহিত চিন্তা করিতে সমর্থ আমাকে পঞ্চস্কন্ধ লোকে সম্মোহকর পঞ্চকামগুণ হইতে চিরদিনের জন্য নিপাত করিল।

২৫৩. ক্লেশমাররাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ও কামরাগশল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আমি মৃত্যুরাজপাশ হইতে প্রমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি।

২৫৪. আমার সমস্ত কামগুণ ধ্বংস হইয়াছে; কামভব ও কর্মভবাদি বিদলিত হইয়াছে। জন্মরূপ সংসার পরিক্ষীণ হইয়াছে, এখন আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

১৮২. অভিভূত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বেশ্বভূ ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি ভগবানের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধাস্থি গ্রহণ করিতে জনসংঘকে উৎসাহিত করেন। নিজে সর্বাগ্রে সুগন্ধ জলে বুদ্ধের জ্বলন্ত শ্মশান নিবাইয়া দেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বেঠিপুর নগরে রাজকুলে উৎপন্ন হন। পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন। সেই সময় ভগবান বহু জনপদ ভ্রমণ করিয়া সেই নগরে উপস্থিত হন। রাজা শুনিলেন, 'ভগবান আমার নগরে শুভাগমন করিয়াছেন।' তখনই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন ও দ্বিতীয় দিবসে মহাদান প্রবর্তন করেন। ভগবান তাঁহার চিত্তানুরূপ বিস্তারিতভাবে ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি ধর্মশ্রবণের পর রাজত্ব ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও প্রজাবৃন্দ সম্মিলিত

হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, কেন আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন।' এই নিবেদন করিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। স্থবির তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

২৫৫. আমার জ্ঞাতি প্রমুখ যতজন এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সকলে মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে ধর্মদেশনা করিব। পুনঃপুন জন্মগ্রহণ বড়ই দুঃখকর।

২৫৬. বুদ্ধের শাসনে বীর্যানুষ্ঠান কর, আলস্য ত্যাগ করিয়া দৃঢ়বীর্যের সহিত বাহির হও; শীল পালন, ইন্দ্রিয় রক্ষণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, স্মৃতি উৎপাদন এইসব ধর্মে নিযুক্ত হও। হস্তী যেমন নলাগারকে বিধ্বংস করে, তেমন মৃত্যুরাজ সৈন্যকে অর্থাৎ ক্লেশশত্রুকে বিধ্বংস কর।

২৫৭. যে এই ধর্ম-বিনয়ে অপ্রমত্তভাবে বাস করিবে, সে জন্মরূপ সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদুঃখের অবসান করিবে।

১৮৩. গৌতম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে তাঁহার শ্মশান দেব-মনুষ্যগণ পূজা করিতেছেন দেখিয়া আটটি চম্পকপুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তি সময়ে শাক্যরাজকুলে জাত হন। ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হইয়া ষড়ভিজ্ঞ হন। একদিবস তাঁহাকে জ্ঞাতিগণ বলিলেন যে, 'ভন্তে, কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন?' তদুত্তরে বলিলেন, আমি সংসারদুঃখে অতিশয় কাতর হইয়াছিলাম, এখন পরম নির্বাণসুখ লাভ করিয়াছি। তাহা প্রকাশ করিয়া তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন।

২৫৮. আদ্যন্ত-বিরহিত সংসারে পুনঃপুন ভ্রমণ করিয়া সঞ্জীবাদি অষ্ট মহানিরয়ে ও ষোড়শ উৎসদ নিরয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; পুনঃপুন ক্ষুৎপিপাসাদি প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি; উষ্ট্র, গরু, গর্দভ, কাক, বলাকা, কুলাল প্রভৃতি তীর্যক যোনিতে অনেকবার ভীত-ত্রাসিত অন্তরে দুঃখ ভোগ করিয়াছি।

২৫৯-২৬০. কখনো কখনো স্বর্গেও উৎপন্ন হইয়াছি। রূপ, অরূপ, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞ ও অসংজ্ঞীভবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

কামভবাদিতে যোনি গ্রহণ বা জন্মপরিগ্রহ সম্বন্ধে সুবিদিত হইয়াছি; অসার 'সঙ্খত' বা সংস্কারমূলক ধর্মসমূহ অস্থির ও প্রভঙ্গুর। ঈশ্বরায়ত্ত বিহীন স্বীয় আয়ত্ত বিষয়ে পরিজ্ঞান দ্বারা জানিয়া স্মৃতিসহকারে শান্তি বা নির্বাণকে অধিগত করিয়াছি।

১৮৪. হারিত স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। ভগবানের পরিনির্বাণের পর তাঁহার শ্মশান সুগন্ধি দ্বারা পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে জাত্যাভিমানবশত অপরাপর লোককে বৃষলবাক্যে সম্বোধন করিতেন। তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। কিন্তু চিরাভ্যস্ত বৃষলবাদ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। একদা ভগবানের ধর্মকথা শুনিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হন, নিজের চিত্তবিকার বুঝিতে পারিয়া মান-ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিত্তকে নিগ্রহ করেন এবং অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

২৬১. শ্রামণ্য ভাবকে অতিশয় গৌরব করিয়া যদি সুখে বাস করিতে ইচ্ছা কর, সংঘগত চীবর, পানীয় ও ভোজনের নিন্দা করিও না।

২৬২. যদি শ্রামণ্য ভাবকে গৌরব করিয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, সর্প যেমন মূষিক প্রভৃতির গর্তে বাস করিয়া যথায় তথায় চলিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ শয্যাসন পরিভোগ কর।

২৬৩. যদি শ্রামণ্য ভাবকে গৌরব করিয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, ভালো-মন্দ না বাছিয়া যাহা পাও, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক। একমাত্র অপ্রমাদকে অনুসরণ কর।

১৮৫. বিমল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। ভগবানের পরিনির্বাণ সময়ে সাধুক্রীড়া করেন। উপাসকগণ ভগবানের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া পৌঁছাইলে বুদ্ধের গুণ স্মরণপূর্বক সুমনপুষ্পে পূজা করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে সোমমিত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। তাঁহারই উপদেশে অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন ও সঙ্গী ভিক্ষুকে

উপলক্ষ করিয়া তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

২৬৪-২৬৬. পাপী মিত্রকে বর্জন করিয়া উত্তম ব্যক্তির সেবা করিবে। অচল বা নির্বাণসুখ প্রার্থনা করিয়া তাঁহারই উপদেশে থাকিয়া কাজ করিবে। (অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যা ১৪৭, ১৪৮ নম্বরে দেখ)

ত্রিক নিপাতে নির্বাণগত বিমল স্থবিরসহ ষোলোজন স্থবির ৪৮টি গাথা কীর্তন করিয়াছেন।

ত্রিক নিপাত সমাপ্ত।

চতুষ্ক নিপাত

১৮৬. নাগসমাল স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা গ্রীষ্মের সময়ে ছায়াবিহীন পথ দিয়া বুদ্ধ যাইতেছেন দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে ছত্র দান করিলেন। ইনি গৌতম বুদ্ধের সময় শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হইয়া কিছুদিন ভগবানের সেবা করেন। একদিবস তিনি পিণ্ডচারণে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় এক সুসজ্জিতা নর্তকীকে রাজপথে বাদ্য সহকারে নৃত্য করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই রমণী চিত্তক্রিয়া বায়ুধাতু বলে শরীরকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করিতেছে। অহো, সংস্কার কী অনিত্য!' তখনই তিনি বিনাশশীল স্বভাবের প্রতি অনুধাবন করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

২৬৭. অলংকৃতা, লাবণ্যোজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিতা, পুষ্পমালা-ধারিণী, চন্দন চর্চিতা এক যুবতী নর্তকী নগরের সুবৃহৎ রাস্তার মধ্যে পঞ্চাঙ্গিক তুর্য-বাদ্যে নৃত্য করিতেছিল।

২৬৮. আমি যখন পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম, তখন মৃত্যুরাজ-পাশতুল্য রূপজাল বিস্তৃতা, লাবণ্যগর্বিতা, সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা তাহাকে দেখিলাম।

২৬৯. সেই কারণে এই অস্থি সংযোজিত, স্নায়ু সম্বন্ধীভূত, মাংসলিপ্ত শরীর দেখিয়া আমার দেহের প্রতি অসারভাব উৎপন্ন হইল। দোষ প্রত্যক্ষ হইল, নির্বিদা (নির্বাণ) জ্ঞান আমার হৃদয়ে স্থিত হইল।

২৭০. বিদর্শন ভাবনার পরে আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল। নির্বাণপ্রদ ধর্মের প্রভাব দর্শন কর। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি।

১৮৭. ভগু স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। ভগবান নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে পুষ্প দ্বারা বুদ্ধাস্থি পূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে নির্মাণরতি স্বর্গে উৎপন্ন হন। গৌতম বুদ্ধের সময় শাক্যরাজকুলে জাত হইলেন। অনুরুদ্ধ,

কিম্বিল প্রভৃতির সঙ্গে বাহির হইয়া প্রব্রজিত হন। তখন তিনি বালক লোণক গ্রামে বাস করেন। একদিবস তন্দ্রা দূর করিবার ইচ্ছায় বিহারের বাহিরে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গেলেন। সেই পতনাবস্থায় লক্ষ করিয়া তন্দ্রা দূর করিলেন এবং অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। তৎপর নির্বাণসুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শাস্তা একাকী বাস কেমন সুখকর প্রশ্ন করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, 'কেমন হে ভিক্ষু, অপ্রমত্তভাবে বাস করিতেছ কি?' তখন তিনি নিজের অপ্রমাদ বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে চারিটি গাথা ভাষণ করিলেন।

> ২৭১-২৭৪. আমি আলস্য দ্বারা অভিভূত হইয়া বিছানা হইতে বাহির হইলাম। চঙ্ক্রমণে আরোহণ করিয়া তথায়ই ভূমিতে পড়িয়া যাই। গাত্র মার্জন করিয়া পুনরায় চঙ্ক্রমণে আরোহণ করি। আমি পঞ্চ নীবরণ আলোড়ন করিয়া একাগ্রচিত্তে পুনরায় চঙ্ক্রমণ করি। (শেষের দুই গাথার ব্যাখ্যা ২৬৯, ২৭০ নম্বর গাথার ন্যায়)

১৮৮. সভিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে বিহার হইতে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে উপাহনা (জুতা) দান করেন। কাশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে সুবর্ণচৈত্যে সাতজন কুলপুত্র সহিত প্রব্রজিত হন ও কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে বাস করেন। তাঁহারা সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে না পারিয়া একজন অপরজনকে বলিলেন, 'আমরা পিণ্ডার্থ গমন করিয়া জীবনের জন্য মমতা উৎপাদন করিয়া থাকি, জীবনের প্রতি মমতা রাখিয়া লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না। পৃথগ্‌জনাবস্থায় মরণ বড়ই দুঃখকর। চল আমরা সোপান বাঁধিয়া পর্বতে আরোহণ করি ও কায়-জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করি। তাঁহারা সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। তৎমধ্যে মহাস্থবির সেই দিনই ষড়ভিজ্ঞ হইলেন ও উত্তরকুরু হইতে পিণ্ড-ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিলে সঙ্গী ভিক্ষুরা বলিলেন, ভন্তে, আপনি কৃতকার্য হইয়াছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিলেও আমাদের সময় নষ্ট হয়। আমরা পিণ্ড ভোজন করিব না, আপনি আপনার লব্ধসুখ উপভোগ করুন। স্থবির তাহাদিগকে ভোজনের জন্য সম্মত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর একজন দুই তিন দিন পরে অনাগামী হইলেন। তিনিও তথা হইতে চলিয়া গেলেন। অর্হৎ স্থবির নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। অনাগামী স্থবির শুদ্ধাবাস

ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। অপর পাঁচজন ছয় কামস্বর্গে উৎপন্ন হইয়া দিব্যসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় দেবলোক হইতে মর্ত্যে আসিয়া একজন মল্লরাজকুলে, একজন গান্ধার রাজকুলে, একজন বাহিয় রাজ্যে, একজন রাজগৃহে ও একজন পরিব্রাজিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিব্রাজিকা এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা। মাতাপিতার ইচ্ছা, 'আমাদের কন্যা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করুক।' এই উদ্দেশ্যে এক পরিব্রাজকের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। পরিব্রাজক তাহার সহিত ব্যভিচারে রত হইল। তখন সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইল। তাহাকে গর্ভিণী দেখিয়া অপরাপর পরিব্রাজিকারা আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিল। সেই রমণী অন্যত্র যাইবার সময় রাস্তায় এক সভার মধ্যে প্রসব করে। তাই সেই বালকের নাম হইয়াছিল সভিয়। বালক ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিল। সে ক্রমে মহা তার্কিক হইয়া উঠিল। যেখানে পণ্ডিত আছে শুনিত, সেখানে যাইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়া দিত। তাহার সদৃশ তার্কিক না পাইয়া নগরদ্বারে একটি আশ্রম স্থাপন করিল। তথায় ক্ষত্রিয় কুমারগণকে শিক্ষা দিতে লাগিল। একদা মাতাকে স্ত্রীত্ব লাভের দোষ বর্ণনা করিল। সে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার উপযোগী বিশটি প্রশ্ন রচনা করিল। শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কেহই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারিত না। (সভিয়-সুত্ত দ্রষ্টব্য) শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মাই এই প্রশ্নগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ভগবান ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া রাজগৃহের বেণুবনে বাস করিতেছেন। সভিয় তথায় উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে। তিনি প্রশ্নোত্তরে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। যখন দেবদত্ত সংঘভেদ করিবার উপক্রম করে, তখন দেবদত্ত পক্ষীর ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাসমূহ ভাষণ করেন।

২৭৫. কলহকারীরা জানে না যে, আমরা সতত মৃত্যুর নিকটে গমন করিতেছি। যাহারা সেই বিষয় জানে, সেই হইতে তাহাদের কলহ মীমাংসা হইয়া যায়।

২৭৬. যাহারা বিবাদ মীমাংসার উপায় না জানিয়া 'অমরগণের ন্যায় যখন জরা-মরণ অতিক্রান্ত মনে করে' তখন আর তাহাদের বিবাদ মীমাংসা হয় না। যাহারা বুদ্ধের ধর্ম সম্যকরূপে জানে, ক্লেশরোগে আতুর ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহারা অনাতুর হইয়া বাস করে।

২৭৭-২৭৮. যাহা কিছু শিথিল কুশলকর্ম, যেই ব্রত বা নীতি

বেশ্যাসেবা, মায়াযোগ অধর্মত জীবনযাপনে দুষিত, যে সংঘ সমাগমে সন্ত্রস্ত, তাহার সেই ব্রহ্মচর্য মহাফল প্রদান করে না ও সব্রহ্মচারীর প্রতি তাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না। যেমন পৃথিবী হইতে আকাশ দূরে, তেমন সেও সদ্ধর্ম হইতে দূরে অবস্থান করে।

১৮৯. নন্দক স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের নিকট ধর্মশ্রবণ সময়ে দেখিলেন যে, ভগবান একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীদের উপদেষ্টার প্রথম স্থান প্রদান করিলেন। তিনিও সেই উপাধি প্রার্থী হইয়া লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রে বুদ্ধকে পূজা করিলেন ও উহা প্রার্থনা করিলেন। একদা বোধিবৃক্ষে প্রদীপ পূজা করেন। ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় করবিক পক্ষী হইয়া মধুররবে বুদ্ধকে প্রদক্ষিণ করে। পরে ময়ূর হইয়া এক পচ্চেক বুদ্ধকে গুহাদ্বারে প্রসন্নচিত্তে প্রত্যহ তিনবার কেকানদে শব্দ করিত। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কুলগৃহে জাত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। একদা পঞ্চশত ভিক্ষুণীকে উপোসথ দিনে একটিমাত্র উপদেশে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত করাইলেন। তাই ভগবান তাঁহাকে 'ভিক্ষুণীদের প্রধান উপদেষ্টা' উপাধি প্রদান করেন। একদিবস তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে এক রমণী তাঁহাকে দেখিয়া কামানুরাগে হাসিয়া উঠিল। স্থবির তাহার অবস্থা দেখিয়া 'শরীরের জঘন্যতা' প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নোক্ত গাথাসমূহ ভাষণ করেন।

২৭৯. নানাবিধ অশুচিপূর্ণ, মারপক্ষভূত, ক্লেশবর্ষণে আর্দ্রযুক্ত তোমাকে ধিক্কার দিতেছি। তোমার নব দ্বারবিশিষ্ট কায়ে যেই নয়টি স্রোত নিত্য প্রবাহিত হইতেছে।

২৮০. তুমি সেই প্রাচীন হাসি-ক্রীড়ার কথা মনে করিও না। এখন আর সেই সময় নাই। তুমি তথাগতের শ্রাবকের প্রতি কুচিন্তা পোষণ করিও না। স্বর্গেও তাঁহার মন রমিত হয় না, মানুষের সঙ্গে আর কী করিবে!

২৮১. যেই মূর্খ-দুর্মেধগণ মোহ দ্বারা আবৃত হইয়া দুশ্চিন্তা পোষণ করে, তাদৃশ ব্যক্তিগণ সেই মারপাশে রমিত হয়।

২৮২. যাহাদের কামরাগ-দ্বেষ-অবিদ্যা সমুচ্ছিন্ন, তাদৃশ

মহাপুরুষগণের ভবতৃষ্ণা-সূত্র ছিন্ন বিধায় বন্ধনশূন্য হইয়া রমিত হইয়া থাকে।

১৯০. জম্বুক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের সম্যক সম্বোধিকে বিশ্বাস করিয়া বোধিবৃক্ষকে পাখার বাতাসে পূজা করেন। পুনঃ কাশ্যপ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে উৎপন্ন হন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একজন উপাসকের নির্মিত বিহারে তিনি বাস করিতেন। সেই শ্রদ্ধাবান উপাসক সর্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। একদিবস এক অর্হৎ স্থবির অতি জীর্ণ চীবরে কেশচ্ছেদনার্থ অরণ্য হইতে গ্রামের দিকে আসিতেছিলেন। উপাসক তাঁহার গমনে শান্ত-দান্ত ভাব দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং ক্ষৌরকার ডাকিয়া কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া দিলেন। পরে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া সুন্দর চীবর দান করিলেন এবং উপাসকের বিহারে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করায় তিনিও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিহারবাসী ভিক্ষু অর্হৎ স্থবিরের প্রতি ঈর্ষা-মাৎসর্য পোষণ করিয়া বলিলেন, ‘এই পাপী ভিক্ষু উপাসকের সেবা গ্রহণ করিয়া এখানে বাসের চেয়ে অঙ্গুলি দ্বারা কেশ উৎপাটন ও উলঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিষ্ঠা-মূত্রে জীবনযাপনই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।’ এই আক্রোশ বাক্য বলামাত্রেই সেই ভিক্ষু পায়খানায় প্রবেশ করিয়া পায়স গ্রহণের ন্যায় স্বীয় হস্তে উদরপূর্ণ বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে লাগিল ও মূত্রপান করিতে লাগিল। যাবজ্জীবন এই উপায়ে থাকিয়া মরণান্তে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পুনঃ বিষ্ঠাকুণ্ড নিরয়ে অশুচি-মূত্র পান করিয়া কিছুদিন যাপন করে। পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পাঁচশত জন্ম নিগণ্ঠ পরিব্রাজক হইয়া বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের সময় তাহার মনুষ্য জন্ম লাভ হইলেও আর্য নিন্দার ফলে দরিদ্রকুলে উৎপন্ন হয়। ক্ষীর, ঘৃত পান করাইতে চাহিলে তাহা পান না করিয়া মূত্র পান করিত। ভাত খাওয়াইতে চাহিলে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিত। বাল্যকাল হইতে বিষ্ঠা-মূত্র পানাহারে অভ্যস্ত হওয়ায় বয়স্ক অবস্থায়ও তাহাই খাইত। অপর লোকেরা বিষ্ঠা ভক্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে জ্ঞাতি দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নগ্ন পরিব্রাজক দলে প্রব্রজিত হইল। কোনোদিন স্নান করিত না; শরীরে ছালি-মাটি মাখিত; কেশ-শ্মশ্রু টানিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিত। এক পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কোনোদিন কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত

না। সে পুণ্যার্থীগণের দান মাসে একবার গ্রহণ করিবে বলিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিল। সেই দান কুশাগ্র দ্বারা একটুমাত্র জিহ্বাগ্রে দিত। রাত্রিতে আর্দ্র বিষ্ঠার পোকা আছে ভাবিয়া খাইত না। শুষ্ক বিষ্ঠাই আহার করিত। এই ভাবে তাহার পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম হয়। জনসংঘ ভাবিল, 'ইনি মহাতপস্বী ও অতিশয় অল্পেচ্ছু।' তাহার প্রতি সকলের তদ্গতপ্রাণ হইল। অতঃপর ভগবান তাহার হৃদয় অভ্যন্তরে 'ঘটে প্রদীপের ন্যায়' অর্হত্ত্বফলের হেতু প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া নিজেই তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ধর্মদেশনা করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপর ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করিয়া অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অর্হৎ হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

২৮৩. আমি পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত শরীরে ধুলো-কাদা ধারণ করিয়াছি। পুণ্যার্থীদিগের শ্রদ্ধাদান মাসে একবার করিয়া ভোজনপূর্বক অঙ্গুলি দ্বারা কেশ-শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়াছি।

২৮৪. এক পদের ওপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম। আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। শুষ্ক বিষ্ঠা খাইতাম। কোনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতাম না।

২৮৫. এতাদৃশ দুর্গতিগামী বহু পাপকর্ম করিয়া কাম-দৃষ্টি প্রভৃতি স্রোতে অপায়-সমুদ্রে পড়িবার সময়ে বুদ্ধের শরণে আগমন করি।

২৮৬. আমার শরণগমন দর্শন কর ও নির্বাণপ্রদ ধর্মের গুণ দর্শন কর। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বুদ্ধের শাসনে মার্গফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৯১. সেনক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ময়ূর-কলাপে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় উরুবেল কাশ্যপের ভগ্নীর গর্ভে উৎপন্ন হন। ব্রাহ্মণবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া গৃহবাসে আবদ্ধ থাকেন। সেই সময়ে জনসংঘ বৎসর বৎসর ফাল্গুন মাসের উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে গয়াতে 'তীর্থাভিষেক উৎসব' করিত। তাই উহা গয়াফাল্গুনী উৎসব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ভগবান সেই উৎসব দিবসে সত্ত্বগণের প্রতি দয়া করিয়া গয়াতীর্থ সমীপে অবস্থান করিতেন। জনসংঘ বহু দূর দূরতর স্থান হইতে ওই উৎসবে

আগমন করিত। সেই সময় সেনকও ওই স্থানে আগমনপূর্বক ভগবানকে ধর্মদেশনা করিতে দেখিয়া প্রব্রজিত হইলেন ও অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২৮৭. গয়াতীর্থ সমীপে গয়া-ফাল্গুনী নামক উৎসবে আমার নিশ্চয়ই শুভাগমন হইয়াছে। যেহেতু আমি উত্তম ধর্ম ব্যাখ্যাতা সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিলাম।

২৮৮-২৮৯. শরীর প্রভায় ও জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল, ভিক্ষুগণের আচার্য, শীলাদি শ্রেষ্ঠগুণ প্রাপ্ত, দেব-মনুষ্যের বিনায়ক, সদেবলোকের জিন, দ্বাত্রিংশ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন মণ্ডিত অতুল দর্শন, ক্ষীণাসবগণের নাগস্বরূপ, মারসৈন্য দমনকারী মহাবীর, মহাপ্রতাপশালী, অনাসব, সর্বাসব পরীক্ষীণ নির্ভীক শাস্তাকে দর্শন করিলাম।

২৯০. তিনি চিরকলুষিত সৎকায়দৃষ্টি-বন্ধনে আবদ্ধ আমাকে বিমোচন করিলেন। যেহেতু ভগবান অবিদ্যাদি গ্রন্থি হইতে একান্তই সেনক ভিক্ষুকে বিমুক্ত করিলেন।

১৯২. সম্ভূত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে চন্দ্রভাগা নদী তীরে কিন্নর যোনিতে উৎপন্ন হন। একদিন পচ্চেক সম্বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করেন ও অর্জুন পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। ভগবানের পরিনির্বাণের পরে ধর্মভাণ্ডাগারিক আনন্দ স্থবিরের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের নির্বাণের শতবর্ষ পরে বৈশালীর বজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ যখন দশবস্তু গ্রহণ করেন, তখন কাকণ্ডকপুত্র যশ স্থবির প্রমুখ সাতশত অর্হৎ সেই দুর্দৃষ্টি ভেদ করেন ও সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বজ্জিপুত্রগণের অধর্মত কার্য প্রকাশ করিয়া স্থবির সংবেগভরে এই গাথা ভাষণ করেন।

২৯১. কোনো বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে ব্যক্তি তাহা মীমাংসা না করিয়া উপেক্ষা করে ও কর্তব্য-কার্যে আলস্য করে, এই উপায়ে সম্পাদন দ্বারা অর্থাৎ বিপরীতভাবে কার্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই মূর্খ ব্যক্তি দুঃখ পাইয়া থাকে।

২৯২. সে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় সদর্থ লাভে ত্রাস পাইয়া থাকে; তাহার ত্রিবিধ অখ্যাতি লাভ হইয়া থাকে,

কল্যাণমিত্রের বিরুদ্ধ হয়।

২৯৩. যে ব্যক্তি অনুচিত কাজ সম্পাদন করে না, উচিত কাজই সম্পাদন করে, ঠিকভাবে কার্যানুষ্ঠান করে, সেই পণ্ডিত সুখ লাভ করিয়া থাকে।

২৯৪. শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার সদর্থ পরিপূর্ণ হয়। তাহার পরিবার-সম্পত্তি ও কীর্তিলাভ হয়, কল্যাণমিত্রের সহিত তাহার বিরোধ হয় না।

১৯৩. রাহুল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, 'শাস্তা একজন ভিক্ষুকে শিক্ষাকামীদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিতেছেন।' তিনিও সেই পদের প্রার্থনা করিয়া বিহারাদির কার্য সম্পাদন করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সময় সিদ্ধার্থের ঔরসে যশোধরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের নিকট অনেক সুত্তপদ শিক্ষা করেন। জ্ঞান পরিপক্ব হইলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন নিজের শীল-ব্রতাদি দর্শন করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রকাশপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

২৯৫. জাতি-সম্পদ ও মার্গফল-সম্পদ এই উভয় সম্পদে পরিপূর্ণ বিধায় আমাকে রাহুলভদ্র নামে লোকেরা জানে। যেহেতু আমি বুদ্ধের পুত্র ও ধর্মজ্ঞানে চক্ষুষ্মান।

২৯৬. আমার আসব ক্ষীণ হইয়াছে। আমার আর পুনর্জন্ম নাই। আমি অর্হৎ, দাক্ষিণেয়, ত্রিবিদ্যালাভী ও নির্বাণামৃতদর্শী।

২৯৭. কামসমূহে অন্ধ, তৃষ্ণারূপ জালে প্রচ্ছন্ন, তৃষ্ণারূপ প্রচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, কুমীন-মুখে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় প্রমত্তবন্ধু মার দ্বারা কামবন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ এই বন্ধন হইতে বাহির হইতে পারে না।

২৯৮. আমি সেই কাম-বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া, মার-বন্ধনকে উচ্ছেদ করিয়া ও তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া সমস্ত ক্লেশ-পরিদাহ শীতল করিয়াছি এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণে নিবৃত হইয়াছি।

১৯৪. চন্দন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে বুদ্ধশূন্য ধরায় বৃক্ষদেবতারূপে জাত হন। এক পর্বতে সুদর্শন নামক পচ্চেক বুদ্ধকে বাস করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কূটজ পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ধনাঢ্যকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাসে রত থাকেন। ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়া স্রোতাপন্ন হইলেন। একটি পুত্রলাভের পর গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন। অরণ্যে গমন করিয়া কর্মস্থান ভাবনা করেন। তৎপর বুদ্ধদর্শনার্থ শ্রাবস্তীতে আসিয়া শ্মশানে বাস করেন। তাঁহার ভার্যা তিনি শ্মশানে আসিয়াছেন শুনিয়া বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বালকটিকে কোলে করিয়া জনসংঘ সহিত স্থবিরের নিকটে গমন করে। সে ভাবিল 'এখনি স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিয়া স্থবিরকে প্রলোভিত করিব ও চীবর ত্যাগ করাইব।' স্থবির দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্থির করিলেন, 'সে না পৌঁছিতেই তাহার বাহিরে যাইব।' তখনই দৃঢ়বীর্য সহকারে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং আকাশে থাকিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। সেই স্ত্রী স্থবিরের উপদেশে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি পুনঃ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুরা বলিলেন, 'বন্ধু, আপনার চেহারা এখন বেশ ফর্শা বোধ হইতেছে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন কি?' তখন স্থবির এই গাথাযোগে তাঁহার অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি প্রকাশ করিলেন।

> ২৯৯-৩০২. স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকারে বিভূষিতা ও দাসিগণ পরিবেষ্টিতা রমণী অঙ্কে পুত্র লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। মৃত্যুরাজপাশতুল্য রূপজাল বিস্তৃতা, অলংকার বিভূষিতা, সুবসনা স্বকীয় পুত্রের জননীকে আসিতে দেখিলাম। (অবশিষ্ট দুই গাথার ব্যাখ্যা ২৬৯, ২৭০ নম্বর গাথায় দেখ)

১৯৫. ধার্মিক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় নেষাদ কুলে উৎপন্ন হন। একদিবস অরণ্যে ভগবান দেবতাদিগকে ধর্মদেশনা করিতেছেন যে, 'ইহাকেই ধর্ম বলে' এই দেশনা বাক্যে তিনি নিমিত্ত গ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ভগবানের জেতবন গ্রহণ দিবসে প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই গ্রাম্য বিহারে বিহারাধ্যক্ষরূপে বাস

করিতেন। বিহারে আগন্তুক ভিক্ষু আসিলে তাহাদের দোষারোপ করিতেন। সেই কারণে আগন্তুকেরা বিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর তিনি একাকী বাস করিতে লাগিলেন। বিহারদাতা এই বিষয় শুনিয়া ভগবানকে উক্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে ডাকিয়া উহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন ভগবান বলিলেন, 'শুধু এখন নহে, পূর্বেও সে আগন্তুক সেবায় অক্ষম ছিল।' তাই উপমাস্বরূপ 'রুক্‌খধম্ম' জাতকটি বর্ণনা করিলেন এবং উপদেশ প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করিলেন। ভিক্ষু গাথা শ্রবণান্তে উপবিষ্টাবস্থায়ই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং শেষ গাথায় অর্হত্ত্বফল প্রকাশ করেন।

৩০৩. নিশ্চয়ই লৌকিক-লোকোত্তর সুচরিত ধর্ম ধর্মচারীকে অপায়-দুঃখ, সংসার-দুঃখ ও বিবর্ত-দুঃখ হইতে রক্ষা করে। কর্ম-কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া সঞ্চিত ধর্ম লৌকিক-লোকোত্তর সুখকে চিত্তপরম্পরা আনয়ন করে। ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি সুসঞ্চিত ধর্ম লাভের দরুন দুর্গতিতে গমন করে না। ইহা ধর্মাচরণের আনিশংস বা ফল।

৩০৪. ধর্ম (সুচরিত) অধর্ম (দুশ্চরিত) দুইটি সমান ফলদায়ক নহে। অধর্ম নিরয়ে নিয়া যায়, ধর্ম সুগতি প্রাপ্ত করায়।

৩০৫. সেই কারণে সুগত-বুদ্ধ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাদৃশ মঙ্গলকামী ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে ধর্মার্জনে ইচ্ছা উৎপন্ন করিবে। সুগতশ্রেষ্ঠের ধীর শ্রাবকগণ শ্রেষ্ঠ শরণগমনযুত ধর্মে স্থিত হইয়া সংসারাবর্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে।

৩০৬. আমার অবিদ্যা বিধূত বা বিনষ্ট, তৃষ্ণাজাল সমূহত ও সংসার-দুঃখ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্র যেমন মেঘ-শিশিরাদি দোষবিরহিত হইয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বা পূর্ণিমায় পূর্ণতা লাভ করে, তেমন আমিও কামরাগাদি বিধ্বংস করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৯৬. সপ্পক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে মহানুভব নাগরাজ হইয়া জাত হন। সম্ভবক নামক পচ্চেক বুদ্ধ যখন আকাশতলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন মহৎ পদ্মপুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। ভগবানের

ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ করেন ও অজকরণী নাম্নী নদীতীরস্থ এক বিহারে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তিনি কিছুদিন পরে ভগবানকে বন্দনা করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসেন। জ্ঞাতিগণের সেবায় তথায় কয়েকদিন থাকিয়া ধর্মদেশনা দ্বারা জ্ঞাতিবর্গকে শরণ-শীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জ্ঞাতিগণ বলিল যে, 'ভন্তে, এখানে বাস করুন, আমরা আপনার সেবা করিব।' তাঁহাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি গমনেচ্ছা দেখাইয়া নিজের বাসস্থানের বিবেকগুণ প্রকাশপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

> ৩০৭. যেই সময়ে সুবিশুদ্ধ ধবলপক্ষ বলাকাগণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গর্জনভয়ে ভীত হয়, তখন তাহারা আহার্য ভূমি হইতে উড়িয়া পলায়ন করে ও স্বকীয় নীড়ে লুকাইতে ইচ্ছা করে। সেই বৃষ্টির দিনে অজকরণী নাম্নী নদী নব বারিতে পূর্ণ হইয়া আমাকে বিবেকসুখে রমিত করে।
>
> ৩০৮. যখন সর্ব শ্বেতবর্ণ বলাকা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভয়ে ভীত হইয়া পূর্বে বাসস্থান অভাবে এখন বৃষ্টি সমাগত দেখিয়া নীড় নির্মাণে ব্রতী হয়, তখন অজকরণী নদী আমাকে রমিত করে। আমার বাসগৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে অজকরণী নদীর উভয় তীরে ফলভারাবনত জম্বুবৃক্ষসমূহ শোভা পাইতেছে।
>
> ৩০৯-৩১০. কে এমন সৌন্দর্যে রমিত হয় না! তথায় সর্পভয় ছিল না বলিয়া ভেকগুলি মধুরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। অদ্য পর্বত প্রবাহিতা নদীসমূহের পৃথক থাকিবার উপায় নাই অর্থাৎ সমস্ত নদীর দুই কুল উপচিয়া জল ছুটিতেছে। আজ অজকরণী নদীতে কুম্ভীরাদির উপদ্রব না থাকায় নিরুপদ্রব নদী পুলিন অতিশয় রমণীয়। তাই আমার মন বিবেকসুখে রমিত হইতেছে।

১৯৭. মুদিত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে এক (পচ্ছি) থলে প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে গৃহপতিকুলে উৎপন্ন হন। সেই সময় রাজা কোনো কারণে তাহাদের কুল আক্রমণ করেন। মুদিত ভীত হইয়া পলায়নপূর্বক অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় এক অর্হৎ স্থবিরের বাসস্থানে

উপস্থিত হন। স্থবির তাঁহার ভীতভাব দেখিয়া আশ্বাসিত করিলেন যে, 'ভয় করিও না।' 'ভন্তে, কতদিন পরে আমার এই ভয় উপশম হইবে?' 'সাত আট মাস পরে।' ভন্তে, এতদিন আমি উহা সহ্য করিতে পারিব না, আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' তিনি জীবন রক্ষণার্থ প্রব্রজ্যা যাচঞা করেন। স্থবির তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিলেন। ভয় দূর হইলেও শ্রমণ ধর্মের প্রতি রুচি পরিত্যাগ করিলেন না। ভাবনা করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 'অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত না হইয়া কামড়া হইতে বাহির হইব না।' তৎপর দৃঢ়তার সহিত ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গী ভিক্ষুরা তাহার মার্গফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গাথা প্রসঙ্গে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি প্রকাশ করেন।

৩১১-৩১৪. আমি সুখে জীবন যাপনের জন্য প্রব্রজিত হই ও পরে উপসম্পদা লাভ করি। তৎপর রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি ও দৃঢ়বীর্য সহকারে সাধনায় রত হই। আমার এই পূতিগন্ধময় শরীর বীর্যবলে ভগ্ন হউক ও মাংসপেশী বিধ্বস্ত হইক। আমার উভয় জানুসন্ধি, জঙ্ঘা ও উরু ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পতিত হউক।

(অবশিষ্ট দুই গাথার ব্যাখ্যা ২২৩, ২২৪ নম্বর গাথায় দেখ)

এই নিপাতে বারোজন স্থবির কর্তৃক ৫২টি গাথা ভাষিত হইয়াছে।

চতুষ্ক নিপাত সমাপ্ত।

পঞ্চক নিপাত

১৯৮. রাজদত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চৌদ্দ কল্প পূর্বে বুদ্ধশূন্য সময়ে কুলগৃহে জাত হন। একদিবস কোনো কার্যবশত বনে গিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট একজন পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে অম্বাটকফল দান করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেব-মনুষ্যকুলে বিচরণপূর্বক গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সার্থবাহকুলে উৎপন্ন হন। মহারাজ বেশ্রবণকে প্রার্থনা করিয়া তাহাকে লাভ করাতে মাতাপিতা তাঁহার নাম রাখিলেন রাজদত্ত। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে পঞ্চশত শকটযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্যার্থ রাজগৃহে আগমন করেন। সেই সময় রাজগৃহে এক সুন্দরী গণিকা দৈনিক সহস্র টাকা লইয়া পুরুষের সেবা করিত। সার্থবাহপুত্র দৈনিক হাজার টাকা দিয়া তাহার সহিত রমিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি এখন দরিদ্র হইলেন যে পরিশেষে অন্ন-বস্ত্রের পর্যন্ত অভাব হইল। তাই ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি উপাসকদের সহিত বেণুবনে চলিয়া গেলেন। সেই সময় শাস্তা মহাপরিষদে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। তিনি সভার একপ্রান্তে বসিয়া ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন এবং ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিয়া শ্মশানে বাস করেন। তখন অন্য একজন সার্থবাহপুত্র সহস্র টাকা দিয়া ওই গণিকার নিকট গমন করিত। গণিকা তাহার নিকট মহামূল্য মণিরত্ন আছে দেখিয়া উহার প্রতি লোভ উৎপন্ন করে। পরে এক ধূর্তলোকের সাহায্যে সার্থবাহপুত্রকে মারিয়া মণিরত্ন আত্মসাৎ করে। অতঃপর সার্থবাহপুত্রের কর্মচারিগণ এই সংবাদ পাইয়া দূত পাঠাইয়া দিল। সেই দূতগণ রাত্রিতে গণিকার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল এবং তাহার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত না করিয়া মশানে ফেলিয়া দিল। রাজদত্ত স্থবির অশুভ নিমিত্ত গ্রহণ করিবার জন্য শ্মশানে বিচরণ করিয়া সেই গণিকার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তখনও সেই দেহ কুকুর শৃগাল স্পর্শ করে নাই, সদ্যমৃত বলিয়া বিকৃতও হয় নাই। কিন্তু ওই দেহ দর্শনে ভাবনা করিবার চেষ্টা করিলেও স্থবিরের কামরাগ উৎপন্ন হইল। তিনি জ্ঞানবলে চিত্তকে তর্জন করিয়া কিছুদূরে চলিয়া গেলেন। তথায় বসিয়া অশুভ ভাবনায় মনোযোগী হইলেন। সেই ভাবনাবলেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। তখন নিজের পূর্বকৃত

কার্য স্মরণ করিয়া প্রীতিভরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৩১৫. ভিক্ষু মশানে গমন করয়া পরিত্যক্ত একটি স্ত্রীর দেহ দেখিতে পাইলেন। উহা মশানে নিরপেক্ষভাবে পরিত্যক্ত, অথচ দেহজাত কৃমি তাহাকে খাইতেছে।

৩১৬. কেহ কেহ মৃতদেহ দর্শনে পাপযুক্ত বলিয়া ঘৃণা করে। অথচ বিপরীতভাবে মনোনিবেশ করিয়া উহাতে আমার কামরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। যেই দেহের নবদ্বারে অশুচি স্রাবিত হয়, আমি সেই দেহের পরিণাম না ভাবিয়া কামরাগে অন্ধতুল্য হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

৩১৭. তথাপি এক সের চাউল পাক হইতে যতক্ষণ সময় লাগে, তাহা হইতেও অল্প সময়ের মধ্যে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই।

৩১৮. তৎপর আমি স্মৃতিসহকারে মনোনিবেশ করিয়া এক উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করি। তখন আমার ধ্যানের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। কামভোগের দোষ প্রাদুর্ভূত হইল। নির্বাণজ্ঞানে চিত্ত সুস্থিত হইল।

৩১৯. সেই হইতে আমার চিত্ত আসবমুক্ত হইল। সুগত শাসনে নির্বাণপ্রদ ধর্মের মহৎগুণ দর্শন কর। আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বুদ্ধের শাসনে আমার মার্গফল লাভ হইল।

১৯৯. সুভূত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া কাশ্যপ ভগবানের সময় বারাণসীতে মহাধনাঢ্যকুলে জাত হন। একদিন শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে শরণ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মাসে আটবার চারি প্রকাশ সুগন্ধ দ্রব্যে ভগবানের গন্ধকুটি মুছিয়া দিতেন। সেই পুণ্যফলে জন্মে জন্মে সুগন্ধ শরীর লাভ করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে গৃহপতিকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তির্থীয়দলে প্রব্রজিত হইলেন। তথায় কোনো সার না পাইয়া দেখিলেন যে, 'বুদ্ধের নিকটে উপতিষ্য, কোলিত, শেল ব্রাহ্মণাদি বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রব্রজিত হইয়া শ্রামণ্যসুখ উপভোগ করিতেছেন।' তখন তিনিও বুদ্ধের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া প্রব্রজিত হন ও বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত

হন। পূর্বে তির্থীয়দলে প্রব্রজিত হইয়া বিবিধ দৈহিক দুঃখ ও বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া উত্তম ধ্যানসুখ প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩২০. কোনো পুরুষ শরীর নির্যাতনমূলক বিষয়ে নিজকে নিযুক্ত করিয়া ইহ-পরকালের হিতসাধন করিতে চায়, কিন্তু তদনুরূপ আচরণ করিলেও অভিলষিত হিতসুখ লাভ করিতে পারে না।

৩২১. আমি তির্থীক প্রব্রজ্যাকালে যে আত্মগ্লানি উপভোগ করিয়াছি, তাহা আমার দুর্ভাগ্য বা অপুণ্য লক্ষণ। যে কামরাগাদি নির্মূলভাবে উৎপাটন না করিয়া যদি একমাত্র অপ্রমাদকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিমুক্তি পরিপাচক বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা এই সমস্ত যদি পরিত্যাগ করা যায়, তা হইলে উচ্চ-নিচ অদর্শনকারী অন্ধের ন্যায় হইতে হইবে।

৩২২. যাহা কার্যত করিবে তাহা বলিবে, যাহা করিবে না তাহা বলিবে না। কার্যে না দেখাইয়া কেবল কথায় দেখাইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে জানিতে পারেন।

৩২৩. সুশোভিত, বর্ণসম্পন্ন পুষ্প সুগন্ধহীন হইলে যেমন কেহ উহা ধারণ করে না, সেইরূপ সুভাষিত ত্রিপিটক বচন, কার্যত আচরণ না করিলে বলাও নিষ্ফল হইয়া থাকে।

৩২৪. সুশোভিত, বর্ণসম্পন্ন পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে যেমন সকলে উহা ধারণ করে, সেইরূপ সুভাষিত ত্রিপিটক বচন কার্যত আচরণ করিলে বলাও সফল হইয়া থাকে।

২০০. গিরিমানন্দ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাসে থাকেন। নিজের ভার্যার ও পুত্রের মরণে শোকাভিভূত হইয়া অরণ্যে চলিয়া যান। ভগবান অরণ্যে গমন করিয়া ধর্মোপদেশে তাহার শোক নিবারণ করেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা বুদ্ধপূজা করেন ও পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে বিম্বিসার রাজার পুরোহিত পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবান রাজগৃহে আসিলে বুদ্ধপ্রভাব দর্শনে প্রব্রজিত হইলেন। কয়েকদিন গ্রাম্য বিহারে থাকিয়া ভগবানকে বন্দনা

করিবার জন্য রাজগৃহে গমন করেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হন। নিবেদন করিলেন যে, 'ভন্তে, আপনি এখানে বাস করুন, আমি আপনার সেবা করিব।' রাজা নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। কাজেই স্থবির গৃহাভাবে মুক্তস্থানে বাস করিলেন। দেবগণ স্থবিরের ভিজিবার উপদ্রব নিবারণার্থ বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজা অনাবৃষ্টির কারণ অবগত হইয়া স্থবিরের জন্য কুটির নির্মাণ করাইয়া দিলেন। স্থবির কুটিরে প্রবেশ করিয়া থাকিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এই সুযোগে ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তাঁহার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিতে হৃষ্ট-তুষ্ট ভাব প্রদর্শনের ন্যায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। স্থবির আরও অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য দেবতাদিগকে নিয়োগ করিবার ইচ্ছায় এই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৩২৫-৩২৯. মেঘ যেমন সুগর্জন করিয়া বর্ষণ করিতেছে, তেমন আমার কুটির আচ্ছাদিত ও বায়ুহীন হওয়ায় আমি সুখেই চিত্ত উপশম করিয়া সেই কুটিরে বাস করিতেছি। হে মেঘ, যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ কর। আমি শান্তচিত্তে... বীতরাগ... বীতদোষ... বীতমোহ চিত্তে... বাস করিতেছি। হে মেঘ, যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ কর।

২০১. সুমন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পঁচানব্বই কল্প পূর্বে বুদ্ধশূন্য ধরায় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা একজন পচ্চেক বুদ্ধকে পীড়িত দেখিয়া হরিতকী ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অতিশয় সুখের সহিত লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতুল প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া অরণ্যে বাস করিলেন। সুমনও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানপূর্বক চরিত-নিয়মে কর্মস্থান প্রদান করিলেন। তিনি যোগবলে চারি ধ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করিলেন। তৎপর স্থবির বিদর্শন ভাবনা প্রণালি শিক্ষা দিলেন। অচিরে তিনিও অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া মাতুল স্থবিরের সেবার্থ উপস্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে মার্গফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৩৩০. শমথ-বিদর্শন ধর্মের মধ্যে আমার যাহা আকাঙ্ক্ষা ছিল, উপাধ্যায় সেই অমৃত বা নির্বাণ বিষয়ক উপদেশ দিয়া

আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমা দ্বারা সেই কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে।

৩৩১. আমি স্বয়ং নির্বিঘ্নে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছি ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি।

৩৩২. আমি পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতেছি, আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে ও অর্হত্ত্বফল লাভ হইয়াছে। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি।

৩৩৩. আপনার শাসনে অপ্রমত্তভাবে আমার শিক্ষা পূর্ণ হইয়াছে ও সুন্দররূপে ধর্ম শ্রুত হইয়াছে। আমার সমস্ত আসক্তি ক্ষয় হইয়াছে, আর পুনর্জন্ম হইবে না।

৩৩৪. আমাকে সুবিশুদ্ধ শীলাদি ব্রত দ্বারা অনুশাসন ও অনুকম্পা-অনুগ্রহ করিয়াছেন। শিষ্যের প্রতি আপনার উপদেশ অব্যর্থ। আমি শীলাদিতে সুশিক্ষিত হইয়াছি।

২০২. বড়্‌ঢ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় ভারুকচ্ছ নগরে গৃহপতিকুলে জাত হন। অতঃপর তাঁহার মাতা সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণ হইয়া পুত্রকে জ্ঞাতিবর্গের হাতে অর্পণপূর্বক ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজিত হন। পরে ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। অন্য সময়ে পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বেলুদত্ত স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। তিনি বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া বহুশ্রুত ও ধর্মকথিক হইলেন। তিনি গ্রন্থধূরেই নিবিষ্ট থাকিতেন। একদা দুইখানি মাত্র চীবর পরিধান করিয়া মাতৃদর্শনে ভিক্ষুণীদের আশ্রমে উপনীত হন। তাঁহার মাতা পুত্রকে দেখিয়া বলিলেন, 'আপনি একাকী দুইখানি মাত্র চীবর পরিয়া কেন এখানে আসিয়াছেন?' তিনি মাতার নিগ্রহ-বাক্যে ব্যথিত হইয়া বিহারে চলিয়া আসেন ও দিবা-বাসস্থানে বসিয়াই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তৎপর মাতার উপদেশ প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৩৫. ভালোই আমার মাতা প্রজ্ঞারূপ শিরে প্রতোদ বা যষ্টিশূল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। আমি মাতা দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছি। মাতার বচন শুনিয়া আমি দৃঢ়বীর্য-সহকারে ও নির্বাণপ্রবণ চিত্তে বাস করিয়া পরম অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩৩৬. আমি অর্হৎ ও দাক্ষিণেয় হইয়াছি, ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি ও নিবার্ণামৃত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নমুচী বা মারসৈন্যকে বিনাশ করিয়া অনাসব হইয়া বাস করিতেছি।

৩৩৭. আমার দেহের ভিতর-বাহিরে যেই আসবসমূহ বিদ্যমান ছিল, সেই সমস্ত আসব উচ্ছিন্ন হইয়াছে, পুনরায় উৎপন্ন হইবে না।

৩৩৮. আমার বিশারদা ভগিনি (মাতা) এ সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন যে, এখন আমার ও আপনার নিকট অবিদ্যারূপ বন বিদ্যমান নাই।

৩৩৯. যাবতীয় দুঃখের অবসান করা হইয়াছে। এই আমাদের অন্তিম জন্ম-মৃত্যু ও সংসার। আর পুনর্জন্ম হইবে না।

২০৩. নদীকাশ্যপ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদিবস শাস্তাকে পিণ্ডচারণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে নিজের রোপিত বাগান হইতে মনোশিলাবর্ণ একটি আম্রফল দান করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উরুবেল কাশ্যপের ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইলেন। নৈরঞ্জনা নদীতীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া তিনশত তাপস শিষ্য সহিত বাস করেন। নদীতীরে বাস ও কাশ্যপ গোত্রে জন্ম বিধায় তিনি নদীকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। ভগবান তাঁহাকে সপরিষদ ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি 'আদিত্তপরিযায' সূত্র শ্রবণ করিয়া অর্হৎ হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৩৪০. বুদ্ধ নিশ্চয়ই আমার হিতার্থ নৈরঞ্জনা নদীতীরে আসিয়াছেন। আমি বুদ্ধের চারি সত্যধর্ম শ্রবণ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টি পরিবর্জন করিয়াছি।

৩৪১. আমি সোমযাগ, বাজপেয়াদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলাম ও অগ্নিহোম পরিচর্যা করিয়াছিলাম। এই যজ্ঞ-হোমেই শুদ্ধি ভাবিয়া পৃথগ্‌জনাবস্থায় অবিদ্যান্ধ হইয়া পড়ি।

৩৪২. মিথ্যাদৃষ্টি গহনে ধাবিত হইয়া মিথ্যাভাবে মোহিত হইয়া অশুদ্ধিকে শুদ্ধিজ্ঞানে গ্রহণ করি। অবিদ্যান্ধ হইয়া ধর্মকে অধর্ম, যুক্তিকে অযুক্তি মনে করি।

৩৪৩. এখন আমার মিথ্যাদৃষ্টি বিধ্বংস হইয়াছে। সমস্ত কামভবাদি বিদলিত হইয়াছে। দাক্ষিণেয় অগ্নিসদৃশ বুদ্ধের সেবা করিতেছি। সেই ভগবানকে মনস্কার করিতেছি।

৩৪৪. আমার সমস্ত মোহ বিধ্বংস হইয়াছে। ভবতৃষ্ণা প্রদতিলত হইয়াছে। জন্মরূপ সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর পুনর্জন্ম হইবে না।

২০৪. গয়াকাশ্যপ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যাশ্রমে বাস করেন। বনজাত ফলমূলাহারে জীবনধারণ করিতেন। তখন ভগবান একাকী তাঁহার আশ্রমের সমীপস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিলেন ও সময়ের দিকে লক্ষ করিয়া মনোহর কোলফল প্রদান করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন ও দুইশত শিষ্য সহিত গয়াতে বাস করেন। গয়ায় বাস ও কাশ্যপগোত্রে জন্ম বিধায় তিনিও গয়াকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। তিনি সপরিষদ ভগবানের নিকটে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করেন ও 'আদিত্তপরিয়ায়' সূত্র শুনিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তৎপর পূর্বকৃত গঙ্গাস্নানাদি স্মরণ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

৩৪৫. আমি গয়াতে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে পূর্বাহ্নে (সূর্যোদয়কালে) মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দিনে তিনবার পাপস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য জলস্রোতে নামিতাম।

৩৪৬. আমি পূর্বপূর্ব জন্মে যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপ এই গয়াতীর্থে প্রবাহিত করিব, এইরূপ বিপরীত দৃষ্টি আমার বুদ্ধের ধর্ম শুনিবার পূর্বে ছিল।

৩৪৭. বুদ্ধের ধর্মার্থপদ সংযুক্ত সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা পরমার্থ সত্যকে দর্শন করিয়াছি।

৩৪৮-৩৪৯. আমি আর্যমার্গরূপ জলে সমস্ত পাপ প্রক্ষালন করিয়াছি ও কামরাগরূপ ময়লাদি ত্যাগ করিয়া নির্মল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছি। আমি কায়-বাক্য-মনাচরণে শুদ্ধি লাভ করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধের ঔরসজাত পুত্ররূপে লোকোত্তর ধর্মের

দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হইয়াছি ও অষ্টমার্গরূপ স্রোতে পতিত হইয়া সমস্ত পাপকে প্রক্ষালন করিয়াছি। আমি ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি।

২০৫. বক্কলি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে উপাসকদের সহিত বিহারে গমনপূর্বক সভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ধর্মশ্রবণ করেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীলদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করেন। তিনি সেই পদ প্রার্থনা করিয়া সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মণবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি ভগবানের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তাই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করিতেন। গৃহবাসে থাকিলে নিত্য বুদ্ধ দর্শনের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন। কেবল ভোজনের সময় ব্যতীত যেখানে থাকিয়া বুদ্ধদর্শন করা যায়, সেখানে থাকিয়া সমস্ত কার্য পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ভগবান তাঁহার জ্ঞান পরিপক্বকাল অপেক্ষা করিয়া বহুদিন রূপদর্শনে ব্যাপৃত থাকিলেও কিছুই বলেন নাই। একদিবস বলিলেন, 'হে বক্কলি, এই পূতিকায় দর্শনে তোমার প্রয়োজন কী? 'হে বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে। যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে। হে বক্কলি, ধর্মকে দেখিলেই আমাকে দেখিয়া থাকে। তুমি ধর্মকে না দেখিয়া শুধু আমাকে দেখিয়া থাকিলে ধর্মকে দেখিতে পাইবে না।' ভগবান এইরূপ উপদেশ দিলেও তিনি বুদ্ধদর্শন না করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। ভগবান ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষু সংবেগ প্রাপ্ত না হইলে বুঝিতে পারিবে না। একদা বর্ষাবাসারম্ভ দিনে শাস্তা বলিলেন, 'হে বক্কলি, তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও।' এই বলিয়া ভগবান হস্তপ্রসারণ করিলেন। তিনি ভগবান দ্বারা নিবারিত হইয়া সম্মুখে থাকিতে আর সমর্থ হইলেন না। ভাবিলেন, 'আমার জীবন ধারণে আর কী ফল, যেহেতু আমি বুদ্ধ দর্শন করিতে পাইব না।' তখন গৃধ্রকূট পর্বতের এক প্রপাতে গিয়া উঠিলেন। ভগবান তাহার এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া ভাবিলেন, 'আমি এই ভিক্ষুকে এখন আশ্বাস প্রদান না করিলে সে মার্গফলের হেতুকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।' তখন ভগবান তাহাকে দেখা দিবার জন্য

একটি রশ্মি বিসর্জন করিলেন।

'বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন ও প্রমোদবহুল ভিক্ষু সংস্কারকে উপশম করিয়া শান্ত-সুখপ্রদ নির্বাণকে লাভ করিয়া থাকে।'

ভগবান এই গাথাটি ভাষণপূর্বক 'আস বক্কলি' বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। স্থবির ভাবিলেন, 'ভগবান আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন।' তাই 'আস' বচনটিও আমি পাইয়াছি। তখন অপ্রতিভভাবে কোন দিকে যাইবেন লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া ভগবানের দিকেই আকাশমার্গে ধাবিত হইলেন। তিনি প্রথম পদবিক্ষেপে পর্বতে স্থিত হইয়া ভগবানের কথিত গাথা চিন্তা করিলেন। তৎপর আকাশেই প্রীতি বিলোড়ন করিয়া প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। একদা তিনি বাতব্যাধি আক্রান্ত হইলে ভগবান গাথাযোগে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৫০. হে ভিক্ষু, তুমি বাতরোগাক্রান্ত হইয়া রোগের উপযুক্ত ভৈষজ্যাদির অভাবে এই মহাঅরণ্যের কঠিন ভূমিতে কী প্রকারে বাস করিবে?

৩৫১. আমি বিপুল প্রীতিসুখে শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া দুঃখে জীবনযাপন সহ্য করিয়া কাননে বাস করিব।

৩৫২. আমি স্মৃতি প্রতিষ্ঠা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল প্রভৃতি বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিয়া কাননে বাস করিব।

৩৫৩. আমি আরব্ধবীর্যপরায়ণ, আমার চিত্ত নির্বাণপ্রবণ ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং বিবাদ অভাবে মৈত্রী ভাবাপন্ন, তাই শীলবান ব্রহ্মচারীদিগের গুণ দেখিয়া কাননে বাস করিব।

৩৫৪. শ্রেষ্ঠ, দান্ত, সমাহিত সম্যকসম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়া রাত্রি-দিন অনালস্যভাবে কাননে বাস করিব।

২০৬. বিজিতসেন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। তিনি সর্বদা অরণ্যে বাস করিতেন। একদা ভগবানকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি ভগবানকে মনোহর মধুরফল প্রদান করিলে ভগবান তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া

ফল গ্রহণ করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে হস্ত্যাচার্যকুলে উৎপন্ন হন। সেন ও উপসেন নামে তাঁহার দুই মাতুল ছিল। তাঁহারা ভগবানের ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। বিজিতসেনও হস্তীবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিলেন। গৃহবাসে উৎকণ্ঠিত হইয়া একদা ভগবানের যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি দর্শনে মাতুল স্থবিরগণের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহাদের উপদেশে ভাবনায় রত হইলেও চিত্ত নানা নিমিত্তে ধাবিতে হইতে লাগিল। তখন নিজের চিত্তকে উপদেশ দিবার জন্য এই গাথা ভাষণ করেন। সেই গাথা দ্বারা চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন ও পূর্বোক্ত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

৩৫৫. হে চিত্ত, প্রাচীরবেষ্টিত নগরের ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া হস্তীর গমন নিবারণের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করিব। শরীরজ কামজালভূত লোভাদি পাপধর্মে তোমাকে নিযুক্ত করিব না।

৩৫৬. তুমি স্মৃতি-প্রজ্ঞারূপ তাড়নাঙ্কুশ দ্বারা নিবারিত হইয়াছ, হস্তীর ন্যায় বিবৃত দরজা না পাইয়া যথেচ্ছা গমন করিতে পারিবে না। হে চিত্তকলি, তুমি পুনঃপুন দুঃসাহসের সহিত পাপরত হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে না।

৩৫৭. মাহুত যেমন নববৃত অদান্ত কুঞ্জরকে কৌশলে উহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিবৃত্ত করে, তেমন আমিও তোমাকে দুশ্চরিত হইতে নিবৃত্ত করিব।

৩৫৮. যেমন বরাশ্ব দমনে সুদক্ষ সারথি অশ্বকে দমন করে, তেমন শ্রদ্ধাদি পঞ্চবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাকে দমন করিব।

৩৫৯. হে চিত্তকলি, স্মৃতিরূপ রজ্জু দ্বারা কর্মস্থানরূপ স্তম্ভে তোমাকে বন্ধ করিব ও অতি প্রযত্ন-সহকারে তোমাকে দমন করিব। হে চিত্ত, যেমন সুদক্ষ সারথি দ্বারা যুগে যোজিত অশ্ব নিগ্রহ প্রাপ্ত হইলে দূরে যাইতে পারে না, তেমন তুমিও বীর্যধূরে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কর্মস্থান হইতে দূরে যাইতে পারিবে না।

২০৭. যশদত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। পরে ব্রাহ্মণবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন। কামভোগ

পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যে বাস করিতেন। একদিবস শাস্তাকে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মল্লরাজ্যে মল্লরাজকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে তক্ষশিলায় গমন করিয়া যাবতীয় শিল্প শিক্ষা করেন। একদা সভিয় নামক পরিব্রাজকের সহিত বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সভিয় পরিব্রাজক ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান যখন উহার প্রত্যুত্তর দিতেছিলেন, তখন বুদ্ধবাক্যে তাহার দোষারোপ করিবার চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান তাহাদের চিত্তচোরকে অবগত হইয়া 'সভিয়সুত্ত' দেশনা করেন। তৎপর গাথাযোগে উপদেশ দিতে থাকেন। উপদেশ শ্রবণান্তে সংবেগ উৎপন্ন হয়। তৎপর প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন এবং সেই বুদ্ধভাষিত গাথায় পুনরাবৃত্তি করেন।

৩৬০. কোনো হীনবুদ্ধি ব্যক্তি দোষারোপণ চিত্তে বুদ্ধের ধর্ম যদি শ্রবণ করে, পৃথিবী হইতে আকাশ যেমন দূরে অবস্থিত, তেমন সেও মার্গফল সদ্ধর্ম হইতে দূরে অবস্থান করে।

৩৬১. কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার শ্রদ্ধাদি সদ্ধর্ম হইতে ক্ষয় পাইয়া থাকে।

৩৬২. জলশূন্য স্থানে মৎস্য যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেও কুশল ধর্মের অভাবে পরিশুষ্ক হইয়া যায়।

৩৬৩. ক্ষেত্রে উপ্ত পূতিবীজ যেমন গজায় না, তেমন সে সদ্ধর্মে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

৩৬৪. যিনি তুষ্টচিত্তে বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত আসব ত্যাগ করিয়া অর্হত্ত্বফলকে সাক্ষাৎ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন ও অনাসব হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন।

২০৮. সোণ কুটিকণ্ন স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হইয়া হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিবস শতসহস্র ক্ষীণাসব পরিবেষ্টিত শাস্তাকে মহতী বুদ্ধলীলা-প্রভাবে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপরাহ্নে উপাসকদের সহিত বিহারে গমন করিয়া ভগবানের নিকট ধর্মশ্রবণ করেন। তখন ভগবান এক ভিক্ষুকে মিষ্টভাষীদের প্রধান স্থানে নিয়োগ করেন। তিনিও সেই পদ লাভের প্রার্থনা করিয়া মহাদান প্রবর্তন করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা বিনা অন্তরায়ে পূর্ণ

হইবে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে মিষ্টভাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে।' তৎপর যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় প্রব্রজিত হন। সদাচার ব্রত পালন করিয়া একজন ভিক্ষুকে চীবর শেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। পুনঃ বুদ্ধশূন্য ধরায় বারাণসীতে তন্তুবায় জন্মে একজন পচ্চেক সম্বুদ্ধের জীর্ণ চীবর শেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তীরাজ্যে কুরর ঘরে মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সোণ। কোটি টাকা মূল্যের কর্ণাভরণ ধারণ করিতেন বলিয়া কোটিকর্ণ বা কুটিকণ্ন নামেই পরিচিত। যখন আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন স্থবির কুররঘরের সমীপস্থ পর্বতে বাস করিতেন, তখন তাঁহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া শরণ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হন ও চীবর-খাদ্যাদি দানে তাঁহাকে সেবা করেন। কিছুদিন পরে গৃহবাসে বীততৃষ্ণ হইয়া কচ্চায়ণ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। স্থবির অতি কষ্টে দশজন ভিক্ষু একত্রিত করিয়া উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি কিছুদিন স্থবিরের সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতিতে বুদ্ধদর্শনে গমন করেন। যখন শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন, তখন ভগবানের গন্ধকুটিতে এক সঙ্গে বাস করেন। প্রত্যুষকালে ভগবান তাঁহার মুখে গাথা শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করেন। তিনি গন্ধকুটিতেই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তৎপর উপাধ্যায় স্থবিরের নির্দেশমতে বলিতে লাগিলেন যে, 'ভন্তে, প্রত্যন্ত রাজ্যে পাঁচজন ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা কার্য সম্পাদন করা হউক, নিত্য স্নানের অনুমতি প্রদান করা হউক, চর্মাস্তরণ ব্যবহারের আদেশ করা হউক, অসুখে ও অসুবিধা স্থানে জুতা পায়ে দিবার ব্যবস্থা করা হউক ও চীবরের পাপ (আপত্তি) সম্বন্ধে বিবেচনা করা হউক।' ভগবানের নিকট এই পাঁচটি বিষয়ের আদেশ গ্রহণ করিয়া পুনরায় উপাধ্যায়ের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি অন্য সময়ে আনন্দ স্থবিরের সহিত এই প্রীতিদায়িনী গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৬৫. আমার উপসম্পদা লাভ হইয়াছে। আমি বিমুক্ত ও অনাসব হইয়াছি। আমার সেই ভগবান দৃষ্ট হইয়াছে। আমি বুদ্ধের সঙ্গে এক বিহারে বাস করিয়াছিলাম।

৩৬৬. ভগবান রাত্রির প্রথম-মধ্যম যাম মুক্ত আকাশতলে অতিক্রম করিলেন। আর্যাচরণে সুদক্ষ শাস্তা তখন বিহারে প্রবেশ করিলেন।

৩৬৭. শৈলগুহায় ভয়-ভৈরবহীন সিংহ যেমন শয়ন করে, তেমন ভগবান গৌতম চারি গুণ সজ্ঘাটি পাতিয়া সিংহশয্যায়

শয়ন করিলেন।

৩৬৮. তৎপর বিছানা হইতে উঠিয়া সোণকে গাথা ভাষণ করিতে আদেশ করিলেন। মিষ্ট-মধুরভাষী সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক সোণ বুদ্ধশ্রেষ্ঠের সম্মুখে সদ্ধর্ম গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৬৯. তিনি পঞ্চস্কন্ধকে ত্রিবিধ পরিজ্ঞান দ্বারা জানিয়া আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাবলে পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলেন ও অনাসব হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

২০৯. কোশিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ইক্ষুদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। গোত্রানুযায়ী তাঁহার নাম হইল কোশিয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে সর্বদা ধর্মসেনাপতির নিকটে গমন করিতেন এবং ধর্মশ্রবণ করিতেন। তাঁহারই উপদেশে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৩৭০. যেই ধীর ব্যক্তি গুরুদিগের অনুশাসন রক্ষা করিয়া যথাধর্ম আচরণ করে ও তৎপ্রতি প্রেম বা গৌরব উৎপাদন করে, সেই ধীরজন ভক্ত ও পণ্ডিত নামে কথিত হয়। সে লৌকিয়-লোকোত্তর ধর্ম জ্ঞাত হইয়া ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞা ও প্রতিসম্ভিদা বিশেষভাবে লাভ করিয়া থাকে।

৩৭১. ক্ষুধা-পিপাসাদি প্রকাশ্য উপদ্রব ও কামরাগাদি প্রচ্ছন্ন উপদ্রব প্রবলভাবে উৎপন্ন হইলেও যাহাকে কিছুতেই চালিত করিতে পারে না, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতাবলে শক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষভাবে লাভ করিয়া থাকে।

৩৭২. সমুদ্রের ন্যায় স্থির প্রকৃতি যাহার, অকম্পিত, গম্ভীরপ্রজ্ঞ, নিপুণার্থদর্শী, দেবমায়াদি কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সে ব্যক্তিই পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষভাবে লাভ করিয়া থাকে।

৩৭৩. সে বহুশ্রুত, ধর্মধর। সে নবলোকোত্তর ধর্মের প্রত্যেকটি গীতি পালন করিয়া থাকে। সে গুরুর অনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ গুরুসদৃশ হয়। সে পণ্ডিত,

ত্রিবিদ্যাদি বিশেষভাবে লাভ করিয়া থাকে।

৩৭৪. সম্যকসম্বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিটকের অর্থ যে জানে, ভাষিত অর্থ জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করে, সে অর্থ-কারণ-শীলাদিকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষভাবে লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চক নিপাত সমাপ্ত।

ছক্ক নিপাত

২১০. উরুবেল কাশ্যপ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে তাঁহার নিকট ধর্মশ্রবণ করেন। সে সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে মহাপরিষদলাভীর শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও ওই পদ লাভার্থ মহাদান প্রবর্তন করেন। ভগবান বলিলেন, 'তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনে মহাপরিষদ-লাভীর শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে।' তৎপর তিনি যাবজ্জীবন পুণ্যকার্য করিয়া মরণান্তে দেব-মনুষ্যলোকে বহুকাল বিচরণ করেন। বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুশ্য ভগবানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার আরও দুইজন কনিষ্ঠভ্রাতা ছিল। তাঁহারা তিনজন একত্র হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে পরমা পূজা করেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তির অল্পকাল পূর্বে বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে সহোদর ভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ গোত্রে জন্ম বিধায় তিনজন কাশ্যপ নামে পরিচিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তে তাঁহারা ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পঞ্চশত, মধ্যম ভ্রাতার তিনশত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুইশত পরিষদ ছিল। তাঁহারা গ্রন্থসমূহের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তৎপর অগ্রজ কাশ্যপ স্বীয় পরিষদবর্গ সহিত উরুবেলায় গমন করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক উরুবেল কাশ্যপ নামে পরিচিত হন। মধ্যম কাশ্যপ মহাগঙ্গা নদীর বাঁকে ছিলেন বলিয়া তিনি নদীকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। কনিষ্ঠ কাশ্যপ গয়াশীর্ষে ছিলেন বলিয়া গয়াকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। তাঁহারা তিনজন ঋষি সপরিষদ বহুকাল তথায় বাস করেন। তখন আমাদের বোধিসত্ত্ব গৌতম মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। তথায় পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবান যশ স্থবির প্রমুখ পঞ্চান্নজন বন্ধুকে অর্হত্ত্বফল প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা দেশ-দেশান্তরে গমন কর।' তৎপর ভগবান ভদ্রবর্গীয় কুমারদিগকে দমন করিয়া উরুবেল কাশ্যপের বাসস্থানে উপনীত হন এবং তাঁহার অগ্নিশালায় বাস করেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া নাগদমন প্রভৃতি ৩৫০০ প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক সপরিষদ উরুবেল কাশ্যপকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তাঁহার প্রব্রজ্যার কথা শুনিয়া অপর ভ্রাতা দুইজনও সপরিষদ বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হন। সকলেই ঋদ্ধিময়ী

উপসম্পদা লাভ করেন। ভগবান সেই এক সহস্র ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া গয়াশীর্ষে এক সুবিস্তৃত পাষাণপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন ও 'আদিত্তপরিয়ায় সুত্ত' দেশনা দ্বারা সকলকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থবির অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদে এই গাথাগুলি ভাষণ করেন।

৩৭৫. আমি মহর্ষি গৌতমের প্রাতিহার্য দর্শন করিলেও ঈর্ষাভিমান দ্বারা অভিস্ফীত হইয়া কখনো প্রণাম করি নাই।

৩৭৬. নর সারথী আমার মিথ্যাসংকল্প জানিয়া আমাকে 'অর্হৎ হও নাই' বলিয়া নিগ্রহ করিলেন। সেই হইতে আমার সংবেগ ও অদ্ভুত লোমহর্ষণ উৎপন্ন হইল অর্থাৎ পরম জ্ঞান উৎপন্ন হইল।

৩৭৭. পূর্বে জটিল সময়ে আমার যে লাভ-সৎকাররূপ সামান্য ঋদ্ধি ছিল, ভগবানের উপদেশে সংবেগ উৎপন্নকাল হইতে তাহা ত্যাগ করিয়া জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

৩৭৮. পূর্বে স্বর্গসুখ ভোগ করিব ভাবিয়া যজ্ঞে সন্তুষ্ট থাকিতাম; প্রব্রজ্যার পরে কামরাগ-দ্বেষ-মোহ সম্যকরূপে ধ্বংস করিয়া ষড়ভিজ্ঞ হইয়াছি।

৩৭৯. আমি এখন পূর্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ঋদ্ধি লাভ করিয়াছি, আমার পরচিত্ত-জ্ঞান লাভ হইয়াছে ও দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

৩৮০. আমি যেই কারণে আগার হইতে অনাগারিক কুলে প্রব্রজিত হইয়াছি, এখন আমার সেই কারণ বা পরমার্থ লাভ হইয়াছে ও যাবতীয় সংযোজন বা বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

২১১. তেকিচ্ছকানি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একানব্বই কল্প পূর্বে বিপশ্বী ভগবানের সময় অপর বৈদ্যকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বৈদ্যশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন। তিনি বুদ্ধের সেবক অশোক নামক ভিক্ষুকে ব্যাধিমুক্ত করেন। আর সাধারণকে ঔষধ দানে উপকার করিতেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সুবন্ধু ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। গর্ভকাল হইতে তাঁহার কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া 'তেকিচ্ছক' বা চিকিৎসক নামে তিনি পরিচিত হইলেন। স্বীয় কুলানুকূলে শিল্পবিদ্যাদি শিক্ষা করেন। তখন চাণক্য সুবন্ধুর প্রজ্ঞাকৌশল দর্শন করিয়া ভাবিলেন, 'যদি ইনি রাজকুলে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন, তাহা হইলে আমাকে পরাস্ত করিবেন।’ তাই ঈর্ষাপোষণ করিয়া রাজা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা কারাগারে আবদ্ধ করাইলেন। তেকিচ্ছক পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন এবং বনবাসী স্থবিরের নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে অভ্যবকাশিক ও নৈষদ্যিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করেন। শীতোষ্ণ উপেক্ষা করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেন ও সর্বদা ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিতেন। পাপাত্মা মার তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল ‘ইহাকে আমার সীমা অতিক্রম করিতে দিব না।’ তাই বিচলিত করিবার ইচ্ছায় শস্য সম্পাদনকালে ক্ষেত্ররক্ষকবেশে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিল। স্থবিরও গাথাযোগে প্রত্যুত্তর দিয়া অর্হত্বফল লাভ করিলেন। বিন্দুসার রাজার সময় এই স্থবির উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই কারণে তৃতীয় সঙ্গীতিতে এই গাথা ভাষিত হইয়াছিল।

৩৮১. মার বলিল, ব্রীহি ধান্য গোলায় বা ভাণ্ডারে আনিয়া রাখা হইয়াছে, শালি খলমণ্ডলে আনা হইয়াছে। এইরূপ সুলভ্য সময়ে পিণ্ড লাভ করিতেছি না, আমি কি উপায়ে জীবনযাপন করিব? এই বলিয়া স্থবিরকে উপহাস করিতে লাগিল।

৩৮২-৩৮৫. স্থবির মারকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, প্রমাণাতীত গুণসম্পন্ন বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে অনুস্মরণ কর। প্রীতি দ্বারা শরীরকে পূর্ণ বা ব্যাপ্ত কর। সতত সন্তুষ্ট চিত্তে থাক। তদ্রুপ ধর্ম ও সংঘকে অনুস্মরণ কর... তাহা শুনিয়া মার বলিল, ভিক্ষু, তুমি আকাশতলে বাস করিতেছ, এখন এই হৈমন্তিক রাত্রি শীতে পরিপূর্ণ, তাই শীতে অভিভূত হইয়া কষ্টভোগ করিও না। তুমি কবাটবদ্ধ বিহারে প্রবেশ কর।

৩৮৬. স্থবির বলিলেন, আমি সময়ে সময়ে চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া থাকি। সেই কারণে সর্বদা সুখে বাস করিতেছি। আমি শীতের দরুন কোনো কষ্ট অনুভব করিতেছি না। চিত্তের কম্পনভূত হিংসাদির অভাবে ধ্যানসুখে বাস করিতেছি।

২১২. মহানাগ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে অরণ্যের এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে দাড়িম্বফল প্রদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেতরাজ্যে মধুবাশিষ্ট ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান যখন সাকেত রাজ্যের অঞ্জনবনে বাস করেন, তখন তিনি আয়ুষ্মান গবম্পতি স্থবিরের ঋদ্ধি দর্শন করিয়া স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহার উপদেশে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তৎপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ভিক্ষুদের প্রতি অগৌরব প্রদর্শন করাতে তিনি উপদেশ প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করেন।

৩৮৭. সমান ব্রহ্মচারীর বা সহধর্মীর প্রতি যাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না, জলবিহীন স্থানে মৎস্য যেমন পরিক্ষয় হইয়া যায়, তেমন সেও সদ্ধর্ম হইতে পরিক্ষয় হইয়া যায়।

৩৮৮. সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না, ক্ষেত্রে পূতিবীজ বপন করিলে যেমন গজায় না, তেমন সেও সদ্ধর্মরূপ ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না।

৩৮৯. সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না, সে ধর্মরাজ বুদ্ধের শাসনে নির্বাণ হইতে দূরে বাস করে।

৩৯০. সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাঁহার গৌরব উপলব্ধি হয়, গভীর জলে মৎস্য যেমন বিনষ্ট হয় না, তেমন তিনিও সদ্ধর্ম হইতে বিনষ্ট হন না।

৩৯১. সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাঁহার গৌরব উপলব্ধি হয়, ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন করিলে যেমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, তেমন তিনিও সদ্ধর্মে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

৩৯২. সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাঁহার গৌরব উপলব্ধি হয়, ধর্মরাজ বুদ্ধের শাসনে নির্বাণ তাঁহার নিকটেই হয় অর্থাৎ তিনি নির্বাণ সমীপে অবস্থান করেন।

২১৩. কুল্ল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কুটুম্বিক (কৃষক) কুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন, কিন্তু তাঁহার কামরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। তাই সর্বদা কামজালায় জর্জরিত

হইতেন। ভগবান তাঁহার এই অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অশুভ কর্মস্থান ভাবনা করিতে দিলেন এবং বলিলেন, 'হে কুল্ল, তুমি সর্বদা শ্মশানে বিচরণ করিবে।' তিনি শ্মশানে স্ফীত দেহ প্রভৃতি দেখিয়া তৎমুহূর্তে অশুভ ভাবনায় মনোনিবেশ করেন, কিন্তু শ্মশান হইতে বাহির হওয়া মাত্রেই কামরাগে রঞ্জিত হন। ভগবান তাঁহার এই অবস্থা অবগত হইয়া একদিবস যখন তিনি শ্মশানে গমন করিলেন, তখন ঋদ্ধিবলে এক মৃতা তরুণী মূর্তি নির্মাণ করিয়া দেখাইলেন। জীবিত শরীরের ন্যায় তৎপ্রতি তিনি কামরাগ উৎপন্ন করিলেন। তৎপর ভগবান দেখাইলেন যে, সেই মৃতা স্ত্রীর নবদ্বার দিয়া অত্যন্ত বীভৎস দুর্গন্ধ ঘৃণিত কৃমি নির্গত হইতেছে। তিনি মৃত দেহের এই পরিণাম দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তখন ভগবান আলোক সম্পাত করিয়া স্মৃতি উৎপাদনার্থ গাথা ভাষণ করিলেন।

আতুর দুর্গন্ধ পূতি দেখ কুল্ল অতিশয়,
ক্ষরিত স্রাবিত দেহ বালদের প্রিয় হয়।

তিনি গাথা শ্রবণ করিয়া অশুভ ভাবনায় মনোযোগী হন। পরে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

৩৯৩. কুল্ল মশানে যাইয়া পরিত্যক্ত একটি স্ত্রীর দেহ দেখিতে পাইল। উহা শ্মশানে নিরপেক্ষভাবে পরিত্যক্ত, দেহে কৃমি উঠিয়া খাইতেছে।

৩৯৪. 'হে কুল্ল, নিত্য পীড়িত অশুচি-দুর্গন্ধপূর্ণ নাভি হইতে উপরে ও নীচে ব্রণ দিয়া ক্ষরিত, মূর্খগণের প্রশংসিত দেহ দর্শন কর।'

৩৯৫. আমি জ্ঞানদর্শন লাভার্থ ধর্মরূপ দর্পণ লইয়া ভিতর-বাহির তুচ্ছ কায়াকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিলাম।

৩৯৬. যেমন আমার শরীরজাত অশুচি দ্রব্যগুলি আয়ু-উষ্ণ-বিজ্ঞানবলে মায়াতুল্য ক্রিয়া প্রদর্শন করে, তেমন মৃত শরীরও প্রদর্শন করে অর্থাৎ যেমন জীবিত শরীর, তেমন মৃত শরীর; যেমন মৃত শরীর তেমন জীবিত শরীরও অশুচি। যেমন নাভি হইতে নীচে, তেমন নাভি হইতে উপরে, যেমন উপরে, তেমন নীচে এই শরীর অশুচি।

৩৯৭. যেমন দিবসে, তেমন রাত্রিতে, যেমন রাত্রিতে তেমন দিবসে এই অশুচি। যেমন পূর্বে যৌবনকালে, তেমন পরে বৃদ্ধকালে, যেমন বৃদ্ধকালে তেমন তরুণকালে এই শরীর

অশুচি।

৩৯৮. পঞ্চাঙ্গিক (আতত, বিতত, আততবিতত, ঘন ও সুসীর) তূর্য দ্বারা পরিচর্যামান কামসুখ, ধনাঢ্যজনের পক্ষেও তাদৃশ সুখকর নহে। যেমন সম্যকরূপে বিদর্শন ধর্মে একাগ্রচিত্ত যোগীর ধর্মরতি উৎপন্ন হয়, তেমন কামরতি ষোলো কলার এক কলাও নহে।

২১৪. মালুঙ্ক্যপুত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর কোশলরাজ্যে অগ্রাসনিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল মালুঙ্ক্যা। তাই মাতৃ নামে মালুঙ্ক-পুত্র বলিয়া পরিচিত। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা ভগবানের ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই ষড়ভিজ্ঞ হন। তিনি জ্ঞাতিদের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাদের নিকটে আগমন করেন। জ্ঞাতিগণ শ্রেষ্ঠ খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশনপূর্বক ধন দিয়া প্রলোভন দেখাইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে ধনস্তূপ স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, ‘তাত, এই ধন আপনার, চীবর ত্যাগ করিয়া এই ধন দ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনপূর্বক পুণ্যকার্য করুন।’ স্থবির তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আকাশে উপবেশনপূর্বক এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৯৯. প্রমত্তচারী ব্যক্তির মালুবলতার ন্যায় তৃষ্ণা বর্ধিত হয়। ‘বানর যেমন ফল প্রত্যাশায় বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে,’ তেমন তৃষ্ণার্থ ব্যক্তিও ভব হইতে ভবান্তরে ধাবিত হইয়া থাকে।

৪০০. এ জগতে বিষতুল্য বিষাক্ত এই হীন তৃষ্ণা যেই ব্যক্তিকে অভিভূত করে, বৃষ্টিজলে যেমন বীরণ তৃণ বর্ধিত হয়, তেমন তাহার শোক প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত হইয়া থাকে।

৪০১. এ জগতে যেই ব্যক্তি দুস্ত্যজ্য হীন তৃষ্ণাকে একান্তই অভিভূত করে, সেই ব্যক্তির ‘পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দু পতনবৎ’ শোকসমূহ পড়িয়া যায়।

৪০২. সেই কারণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাহারা এখানে সমাগত হইয়াছ, তাহারা শান্ত হও বা তৃষ্ণার দরুন বিনাশপ্রাপ্ত হইও না। যেমন উশীর (বীণামূল) প্রার্থী কুদাল

দ্বারা বীরণ তৃণকে খনন করে, তেমন অর্হত্ত্বমার্গরূপ জ্ঞানকুদাল দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশগহনকে খনন বা ছেদন কর। নদীতীরে জাত নলবনকে নদীস্রোত যেমন ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমন মার তোমাদিগকে পুনঃপুন ভগ্ন না করুক।

৪০৩. সেই কারণে বুদ্ধবচন যথানিয়মে সম্পাদন কর। যে বুদ্ধবচন রক্ষা করে না, সে সমস্ত সুক্ষণ অতিক্রম করে। কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিও না। যাহারা সুক্ষণকে অতিক্রম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিয়া থাকে।

৪০৪. প্রমাদ রজসদৃশ কেহ কেহ প্রমাদের বশবর্তী হইয়া এই রজ উৎপাদন করিয়া থাকে, অপ্রমাদ ও মার্গফল বিদ্যা দ্বারা নিজের হৃদয়াশ্রিত কামরাগাদি শল্যসমূহকে উৎপাটন করিবে।

২১৫. অপর সপ্পদাস স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলপুরে শুদ্ধোদন মহারাজের পুরোহিত পুত্ররূপে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হইলেন, কিন্তু ক্লেশ পরাজয় করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সংবেগ উৎপাদন করিলেন। ভগবান তাঁহার মনোনিবেশ বাড়াইয়া দেন। উহাতেই তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৪০৫. পঁচিশ বৎসর হইল আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, এ যাবৎ আঙ্গুলের তুরী প্রহারকালও চিত্তে শান্তি পাই নাই।

৪০৬. কারণ কামজালায় বিদগ্ধ হইয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারি নাই। ‘এতকাল কামপঙ্কে নিমগ্ন থাকা কতই অন্যায় ভাবিয়া, উভয় হস্তে বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিহার হইতে বাহির হইলাম।

৪০৭. হয় প্রপাতে পড়িব, নচেৎ গলায় দড়ি দিয়া মরিব, আমার বাঁচিয়া থাকা ফল কি? কী প্রকারে চীবর ত্যাগ করিয়া মৃত্যু সমতুল্য দুঃখ আমার ন্যায় ব্যক্তি ভোগ করিবে!

৪০৮-৪০৯. তখনই খুর লইয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক বিছানায় বসিয়া পড়ি এবং কণ্ঠনালির স্নায়ু ছেদনকল্পে গ্রীবায় যখন খুর বসাইয়া দিলাম, তখন ভাবিলাম, আমার শীল পরিশুদ্ধ আছে কি? শীলের বিশুদ্ধতা-হেতু প্রীতিবশে আমার চিত্তের একাগ্রতা

উৎপন্ন হইল, বিবিধ দোষ প্রাদুর্ভূত হইল ও নির্বাণজ্ঞান বিকশিত হইল।

৪১০. তৎপর আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল। নির্বাণপ্রদ ধর্মের প্রভাব দর্শন কর, আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইলাম।

২১৬. কাতিয়ান স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কোশিয় গোত্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হন। মাতৃগোত্র কাতিয়ান বিধায় কাতিয়ান নামে পরিচিত। ইনি সামঞ্ঞকানি স্থবিরের গৃহীবন্ধু। স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়া শ্রমণধর্ম পালন করেন। রাত্রিতে নিদ্রা দূর করিবার জন্য চঙ্ক্রমণ করিতেন। তিনি চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে নিদ্রাবেগে হঠাৎ পড়িয়া ভূমিতে শয়ন করেন। ভগবান তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তথায় গমনপূর্বক আকাশে দাঁড়াইয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বুদ্ধকে দেখিয়া জাগ্রত হইলেন ও সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করিলেন। ধর্মশ্রবণান্তে তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন ও সেই গাথায় পুনরাবৃত্তি করেন।

৪১১. হে কাতিয়ান, উত্থিত হও; পদ্মাসনে বস, নিদ্রাবহুল হইও না; জাগ্রত হও। 'শিকারীর মৃগ-পক্ষী পরাজয়ের ন্যায়' প্রমত্তবন্ধু মৃত্যুরাজ তোমার ন্যায় অলসকে পরাজয় না করুক।

৪১২. যেমন মহাসমুদ্রের উর্মিবেগ পুরুষকে অভিভূত করে, তেমন জন্ম-জরা-আলস্য তোমাকে অভিভূত করিবে। কাতিয়ান, তুমি নিজকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত কর, সেই অর্হত্ত্বফল ব্যতীত ত্রাণ লাভের আর অন্য উপায় নাই।

৪১৩. শাস্তা পঞ্চবিধ সঙ্গ ও জন্ম-জরা-ভয় অতীত করিয়াছেন অর্থাৎ আর্যমার্গবলে পরাজিত করিয়াছেন। 'ভগবানের নিকট শ্রাবকদের তাহাই গ্রহণীয়, উহা প্রত্যাখ্যান করিও না।' পূর্বযামে ও পশ্চিম যামে যোগসাধনে দৃঢ়তা উৎপাদন কর।

৪১৪. কাতিয়ান, তুমি সঙ্ঘাটি পরিধান করিয়াছ, খুরের দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ ও ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করিতেছ, সুতরাং পূর্বের গৃহীকালের কামবন্ধন খুলিয়া দাও। ক্রীড়া-

রতি-নিদ্রায় অনুরক্ত হইও না।

৪১৫. কাতিয়ান, ধ্যান কর, তৃষ্ণাকে পরাজয় কর, নির্বাণের পথস্বরূপ বোধিপক্ষীয় ধর্মে সুদক্ষ হও। জল দ্বারা অগ্নি নির্বাপনের ন্যায় অনুত্তর বিশুদ্ধিদায়ক অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হও।

৪১৬. যেমন বর্তিকার দোষে প্রদীপের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়, সামান্য লতাও বায়ুবেগে বিধ্বংস হয়, তেমন তুমি ইন্দ্রগোত্র সদৃশ মারের বশীভূত না হইয়া তাহাকে ধ্বংস কর। তুমি এই প্রকারে সেই মারকে বিধ্বস্ত কর, সমস্ত বেদনাসমূহে বীতরাগ হইয়া এই জন্মে তৃষ্ণাজালা উপশমপূর্বক নির্বাণের জন্য অপেক্ষা কর।

২১৭. মিগজাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহাউপাসিকা বিশাখার পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তিনি প্রত্যহ বিহারে গমন করিয়া বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিতেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৪১৭-৪২১. পঞ্চচক্ষুসম্পন্ন, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকর্তৃক কামরাগাদি সমস্ত অতীত সংযোজন, কর্ম-ক্লেশ-বিপাকবর্ত বিনাশশীল, সংসারচক্র হইতে উদ্ধারকারী, সংসারস্রোত হইতে উত্তীর্ণকারী, সর্বতৃষ্ণার মূলভূত অবিদ্যা-শোষণকারী ধর্ম সুদেশিত হইয়াছে এবং সেই ধর্ম বিষমূল বা দুঃখের কারণভূত কর্ম-কর্মক্লেশকে সমুচ্ছেদ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে। অজ্ঞান-মূল ভেদনার্থ কামযন্ত্র বা দেহযন্ত্রের বিধ্বংশনশীল ও চরম প্রতিসন্ধি গ্রহণে জ্ঞানরূপ বজ্র দ্বারা নিপাতনশীল ধর্ম দেশিত হইয়াছে। বেদনাসমূহের প্রকাশক কাম-উপাদানাদি দ্বারা চিত্তপ্রবাহের বিমোচনকারী, কামভবাদি প্রজ্বলিত অঙ্গারগর্তের ন্যায় মার্গজ্ঞান দ্বারা দর্শনকারী, শান্ত-প্রণীত-হেতু মহারসযুক্ত, সুগম্ভীর, জরামৃত্যু নিবারণকারী ও নানাদুঃখ উপশমকারী, নিরাপদ আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ সুদেশিত হইয়াছে।

৪২২. 'পটিচ্চসমুপ্পন্ন' হেত্বোৎপত্তি ধর্মসমূহে কর্মকে কর্ম

বলিয়া ও বিপাককে বিপাক বলিয়া জানিয়া যথাভূত লোকোত্তর জ্ঞানালোকের দর্শনভূত, উপদ্রবহীন, শান্ত, অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভের হেতুভূত ভদ্রধর্ম চক্ষুষ্মান বুদ্ধ দ্বারা দেশিত হইয়াছে।

২১৮. জেন্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কোশলরাজার পুরোহিত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে জাতি-ভোগ-ঐশ্বর্যমদমত্ত হইয়া গুরুস্থানীয় লোককে সম্মান করিতেন না, সর্বদা অহংকারে স্ফীত হইয়া বিচরণ করিতেন। তিনি একদিবস শাস্তাকে মহাসভায় ধর্মব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভাবিলেন যে, 'যদি শ্রমণ গৌতম প্রথমে আমার সহিত আলাপ না করেন, আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিব না।' ইহা মনে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন যে ভগবান প্রথমে তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন না, তখন মানভরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে ভগবান গাথা ভাষণ করিলেন।

হে ব্রাহ্মণ, মান করা ভালো নহে। হে ব্রাহ্মণ, এ জগতে কাহারো কাহারো মান আছে। তুমি যেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, তাহাই আমাকে বর্ণনা কর।

গাথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'শ্রমণ গৌতম আমার চিত্তাবস্থা অবগত হইয়াছেন। তখন তিনি ভগবানের চরণে পতিত হইয়া অতিশয় গৌরব প্রদর্শন করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসিলেন :

কাহার প্রতি মান করিবে না? কাহার প্রতি গৌরবশীল হইবে? কাহাকে সম্মান করা উচিত? কাহাকে পূজা করা উত্তম?

ভগবান আবার সেই প্রশ্নের উত্তর নিজেই প্রদান করিলেন।

মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও আচার্য এই চারিজনের প্রতি মান করিবে না। তাঁহাদিগকে গৌরব ও সম্মান করিবে। তাঁহাদিগকে পূজা করাই উত্তম। অর্হতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মান ধ্বংস করিয়া বিনীত চিত্তে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে।

ভগবান প্রশ্নোত্তর প্রদানের পর তাহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি ধর্মশ্রবণান্তে স্রোতাপন্ন হইয়া প্রব্রজিত হইলেন। পরে অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

৪২৩. আমি জাত্যাভিমানে ও ভোগৈশ্বর্য-প্রভাবে মত্ত

হইয়াছিলাম । আমি শরীরের গঠনে, বর্ণে, আরোগ্য সম্পদে মত্ততাচরণ করিয়াছিলাম।

৪২৪. নিজের সমান বা নিজের চেয়ে অতিরিক্ত গুণশালী কাহাকেও মনে করি নাই। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অতিমান দ্বারা কুশলাচার বিহত করিয়াছি। অতিশয় গর্বভরে 'উড্ডীয়মান ধ্বজার ন্যায় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি।

৪২৫-৪২৭. এমনকি মাতাপিতা ও গুরুসম্মত ব্যক্তিদিগকে মানগর্বিত হইয়া অনাদর প্রযুক্ত কাহাকেও নমস্কার করি নাই। এমন সময় বিনায়কশ্রেষ্ঠ, সারথীসমূহের অতিশ্রেষ্ঠ, 'আদিত্যের ন্যায় আলোক প্রদানকারী' ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত সর্বসত্তোত্তম বুদ্ধকে দেখিয়া মানমদ পরিত্যাগ করিয়া অবনত শিরে বন্দনা করি।

৪২৮. আমার অতিমান ও অবজ্ঞাভাব সম্যকরূপে বিনষ্ট হইল। অহংকার সমুচ্ছিন্ন হইল ও সমস্ত মান-বিধি বিহত হইল।

২১৯. সুমন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে সুমনপুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় এক উপাসকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেই উপাসক অনুরুদ্ধ স্থবিরের সেবক। উপাসকের পূর্বজাত পুত্রগুলির মৃত্যু হইয়াছিল। তাই সে মানত করিল, 'যদি আমি একটি পুত্র লাভ করি, আর্য অনুরুদ্ধ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব।' 'পরে তাঁহার এক পুত্ররত্ন লাভ হয়। তাঁহার নাম রাখিলেন সুমন। সেই সুমন ক্রমে সপ্তবর্ষে পদার্পণ করিল। উপাসক পুত্রকে স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তিনি পারমীপূর্ণ বিধায় অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। সর্বদা তিনি স্থবিরের পরিচর্যা করিতেন। একদা সুমন জল আহরণার্থ ঋদ্ধিবলে ঘট লইয়া অনবতপ্ত হ্রদে আগমন করিলেন। তথায় এক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরাজ ঋদ্ধিবলে অনবতপ্ত হ্রদকে সাতবার বেষ্টন করিয়া ও হ্রদের উপরিভাগে বৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া সুমন শ্রামণেরকে জল গ্রহণের অবকাশ দিলেন না। সুমন গরুড়রূপ ধারণ করিয়া নাগরাজকে পরাস্ত করেন এবং জল লইয়া আকাশপথে আসিতে লাগিলেন। তখন ভগবান জেতবনে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তৎপর সারিপুত্র

স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘সারিপুত্র, শ্রামণের সুমনকে দেখ।’ ভগবান চারিটি গাথা দ্বারা তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলেন। তৎপর সুমন স্থবির অর্হত্ত্বফল প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করেন। (এইখানে প্রথম দুই গাথা সুমন স্থবির ভাষণ করেন, অপর চারিটি গাথা ভগবান ভাষণ করিয়াছিলেন) পরে সমস্ত গাথা একত্র করিয়া সুমন স্থবির পুনরাবৃত্তি করেন।

৪২৯-৪৩৩. আমি যখন সপ্তম বর্ষীয় নতুন শ্রামণের তখন মহাঋদ্ধিশালী নাগরাজকে ঋদ্ধি দ্বারা পরাভূত করিয়া অনবতপ্ত মহাসর হইতে উপাধ্যায়ের জন্য জল আনিতেছি, এমন সময় শাস্তা আমাকে দেখিয়া বলিলেন যে, সারিপুত্র, অর্হত্ত্বফলে সুসমাহিত এই কুমারকে জলের ঘট লইয়া আসিতে দেখ। সে অনুরুদ্ধ স্থবিরের শ্রামণের, সুখাবহ শীলব্রত দ্বারা পরিপূর্ণ, কল্যাণ গমনাগমনসম্পন্ন, ঋদ্ধিতে বিশারদ। সপ্তম বর্ষীয় নতুন শ্রামণের মহাঋদ্ধিশালী নাগরাজকে ঋদ্ধি দ্বারা পরাভূত করিয়াছে, কাজেই ভিক্ষুনাগ অনুরুদ্ধ দ্বারা শ্রামণের নাগ ও সাধু অনুরুদ্ধ দ্বারা শ্রামণের সাধু গঠিত হইয়াছে। এই সুমন অনুরুদ্ধ দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় বিনীত ও অর্হত্ত্বফলে সুশিক্ষিত হইয়াছে।

৪৩৪. সেই পরম শান্তিভূত অর্হত্ত্বফলপ্রাপ্ত শ্রামণের সুমন এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে যে, আমাকে কেহ অর্হৎ বলিয়া অবগত না হউক।

২২০. নহাতকমুনি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে শিল্পবিদ্যায় বিশারদ হন। স্নাতক-লক্ষণযোগে জন্ম বিধায় নহাতক বা স্নাতক নামে পরিচিত। তিনি তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া রাজগৃহ হইতে তিনযোজন দূরে এক অরণ্যে বাস করিতেন। তিনি ‘নিবার’ ভক্ষণ করিতেন ও অগ্নিপরিচর্যা করিতেন। ভগবান ‘ঘটে প্রদীপের ন্যায়’ তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে অর্হত্ত্বফলের হেতু প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনে হৃষ্ট-তুষ্ট হইয়া নিজের জন্য সম্পাদিত আহার দান করেন। ভগবান তাহা ভোজন করেন। এইরূপে তিন দিন দান করিয়া চতুর্থ দিবসে বলিলেন, ‘ভগবন, আপনার

দেহ সুকোমল, কী প্রকারে এই আহারে যাপন করিতেছেন?’ ভগবান তাহাকে ‘আর্যসন্তোষগুণ’ প্রকাশ করিয়া ধর্মোপদেশ দিলেন। তাপস ধর্মশ্রবণে স্রোতাপন্ন হইলেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি তথায় বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। ভগবান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে এই গাথা প্রকাশ করিলেন।

৪৩৫. হে ভিক্ষু, তুমি বাতরোগাক্রান্ত হইয়া রোগের উপযুক্ত ভৈষজ্যাদির অভাবে এই মহাঅরণ্যের অসমতল ভূমিতে কী প্রকারে বাস করিবে?

৪৩৬. আমি বিপুল প্রীতিসুখে শরীরকে ব্যাপ্ত বা পূর্ণ করিয়া দুঃখে জীবনযাপন সহ্য করিয়া কাননে বাস করিব।

৪৩৭. আমি সপ্তবোধ্যঙ্গ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল প্রভৃতি ভাবনা করিয়া অষ্ট সমাপত্তিসম্পন্ন অনাসব হইয়া বাস করিব।

৪৩৮. আমি সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছি, আমার চিত্ত শুদ্ধ ও অনাবিল। নিত্য জ্ঞানচক্ষে দর্শনপূর্বক অনাসবাবস্থায় বাস করিব।

৪৩৯. দেহের ভিতরে-বাহিরে আমার যে সমস্ত আসব বিদ্যমান ছিল, সমস্ত নিঃশেষভাবে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, পুনরায় এই আসব আর উৎপন্ন হইবে না।

৪৪০. পঞ্চস্কন্ধের পরিণাম সম্বন্ধে আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার সমুদয় দুঃখসত্যের মূল ছিন্ন হইয়াছে ও দুঃখ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন পুনর্ভবে জন্মগ্রহণের হেতু আর নাই।

২২১. ব্রহ্মদত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কোশল রাজার পুত্ররূপে জাত হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে জেতবনে বুদ্ধপ্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হইলেন। পরে প্রতিসম্ভিদা সহিত ষড়ভিজ্ঞ হন। একদা নগরে পিণ্ডচারণ করিবার সময় জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া আক্রোশ করিয়াছিল। স্থবির তাহা শুনিয়া নীরবেই পিণ্ডচারণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পুনরায় আক্রোশ করিতে লাগিল। স্থবির তথাপি পিণ্ডচারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, ‘পুনঃপুন আক্রোশ করিলেও স্থবির কিছুই

বলিলেন না।' তথাপি স্থবির তাহাকে ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৪১. যিনি ক্রোধহীন, দান্ত, সমজীবী, সম্যকরূপে জানিয়া বিমুক্ত, উপশান্ত তাদৃশ মহাপুরুষের ক্রোধ কোথায়!

৪৪২. যে নিজের উপর ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রতিক্রোধ করে, তদ্বারা তাহার পাপ বা নিরয়াদি দুঃখ উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর ক্রোধ প্রকাশ না করিলে, সে দুর্জয় ক্লেশসংগ্রামকে পরাজিত করে।

৪৪৩. যে অপরকে সংকুপিত বলিয়া জানিয়া তাহাকে মৈত্রীবলে উপশম বা ক্ষমা করে, সে নিজের ও পরের এবং ইহ-পর উভয় লোকের অর্থ-হিত আচরণ করে।

৪৪৪. যাহারা আর্যধর্মে অপটু, তাহারা আত্মপর উভয় ব্যক্তির ক্রোধ-ব্যাধির চিকিৎসককে মূর্খ বলিয়া মনে করে।

৪৪৫. যদি তোমার ক্রোধ উৎপন্ন হয়, 'ককচোপম সূত্র' স্মরণ কর। যদি তোমার রসের প্রতি (তৃষ্ণার প্রতি) অভিলাষ জন্মে 'পুত্রমাংসোপম' সূত্র স্মরণ কর।

৪৪৬. তথাপি যদি তোমার চিত্ত পঞ্চকাম সেবনের প্রতি ধাবিত হয়, 'শস্যখাদক দুষ্ট গরুকে স্তম্ভে বাঁধিয়া যেমন সুবাধ্য করে,' তেমন স্মৃতিযুক্ত দ্বারা সমাধিস্তম্ভে চিত্তরূপ গরুকে বাঁধিয়া শীঘ্র নিগ্রহ বা দমন কর।

২২২. সিরিমণ্ড স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় সুংসুমারগিরে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। যখন ভগবান ভেসকলাবনে বাস করেন, তখন শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম শ্রবণপূর্বক প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। একদা উপোসথ দিনে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে তথায় উপবিষ্ট হন। নিদান উদ্দেশের শেষ ভাগে 'পাপ প্রকাশ করিলেই তাহার পক্ষে নিরাপদ, যে পাপ করিয়া প্রকাশ না করে, সে আরও পাপ করিয়া থাকে, সেই কারণে তাহার পক্ষে নিরাপদ হয় না।' তিনি এই অর্থ ভাবিতে ভাবিতে 'অহো, বুদ্ধের শাসন অতি পবিত্র,' এই বলিয়া আনন্দিত হইলেন। সেই আনন্দ বিলোড়ন করিয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৪৭. অপ্রকাশিত দুশ্চরিত পাপবর্ষণে ও ক্লেশবর্ষণে অতিশয় বর্ষিত হয়। প্রকাশিত পাপ বর্ষণ করে না। সেই কারণে গুপ্ত পাপ থাকিলে বিবৃত কর, এইরূপ হইলে সেই পাপ আর বর্ষণ করিবে না বা বাড়িবে না।

৪৪৮. লোক (পঞ্চস্কন্ধ) সর্বদা মৃত্যু দ্বারা অভিহত হয়, জরা দ্বারা বেষ্টিত হয়, তৃষ্ণারূপ শল্য হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করে, লোক ইচ্ছা দ্বারা সর্বদা পরিদাহ প্রাপ্ত হয়।

৪৪৯. লোক মৃত্যু দ্বারা অভিহত হয় ও জরা দ্বারা পরিক্ষিপ্ত হয়। তস্কর যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হত হয়, তেমন জরা-মরণ অশরণভূত পঞ্চস্কন্ধকে নিত্য হত্যা করে।

৪৫০. অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় সবেগে মৃত্যু-ব্যাধি-জরা এই তিনটি আগমন করিতেছে। প্রত্যুদ্গমন করিতে বল বা উৎসাহ নাই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে জঙ্ঘাবল নাই।

৪৫১. অল্পক্ষণ বা গো-দোহন পরিমাণকাল অথবা অহোরাত্রি বিদর্শন ভাবনাবলে দিনটা অমোঘ বা সফল করিবে। কারণ যেই যেই রাত্রি অতিক্রমিত হইতেছে, সেই সেই রাত্রি তাহার জীবন বা পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে।

৪৫২. গমনে, দাঁড়ানে, ভোজনে ও শয়নে চরমা রাত্রি বা মৃত্যুকাল (চরম-চিত্ত) উপস্থিত হইতেছে। সেই কারণে তোমার প্রমাদিত হওয়ার সময় নহে।

২২৩. সব্বকামি স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের শাসনে একজন স্থবির উৎপন্ন দোষ বিচার করিয়া সুমীমাংসা করিলেন দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'আমিও যেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের শাসনে উৎপন্ন দোষ মীমাংসা করিতে সমর্থবান হই।' এই প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্যকর্ম করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পূর্বে বৈশালীতে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে জ্ঞাতিগণের অনুরোধে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া আনন্দ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক শ্রমণধর্ম পালন করেন। একদা উপাধ্যায়ের সহিত বৈশালীতে গমনকালীন জ্ঞাতিগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার ভার্যা স্বামী বিয়োগ দুঃখে অতিশয় কৃশ ও দুর্বর্ণ হইয়াছিল। একখানি ক্লিষ্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে বন্দনাপূর্বক কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া স্থবিরের করুণা

পূর্বগামী মৈত্রীভাব জাগ্রত হইল। অসংযতভাবে চিন্তার দরুন সহসা তাঁহার ক্লেশ উৎপন্ন হইল। সেই কারণে কশাহত অশ্বের ন্যায় সংবেগ উৎপন্ন হইল। পরে শ্মশানে গমনপূর্বক অশুভ ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন। সেই ভাবনাবলেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর তাঁহার শ্বশুর বহু লোকজন সহিত অলংকৃতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্থবিরের চীবর ত্যাগ করাইতে বিহারে উপস্থিত হইল। স্থবির তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কামভোগের প্রতি নিজের বীততৃষ্ণাভাব প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে শ্বশুর ভাবিল, 'ইনি সর্ব বিষয়ে এখন নির্লিপ্ত, কামসেবায় প্রতারণা করা আর সম্ভব হইবে না।' এই ভাবিয়া চলিয়া গেল। স্থবির একশত বিশ বৎসর পর্যন্ত পরমায়ু লাভ করেন। বৈশালীর বজ্জীপুত্রগণ বুদ্ধশাসনে দোষ উৎপন্ন করিলে তিনি উহা মীমাংসা করিয়া দ্বিতীয় সঙ্গীতির কার্য সম্পাদন করেন। ভবিষ্যতে ধর্মাশোক রাজার সময়ে উৎপাদিত দোষ মীমাংসা করিবার জন্য তিষ্য মহাব্রাহ্মণকে আদেশ দিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

৪৫৩. এই মানব দেহ অশুচি, দুর্গন্ধ, তাই পুষ্পাদির সুগন্ধ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কেশাদি বিবিধ কুণপপূর্ণ, তাই পুষ্পগন্ধাদি অতিক্রম করিয়া নবদ্বার দিয়া থুথু-বিষ্ঠা-মূত্রাদি ও লোমকূপ দিয়া ঘর্ম নির্গত হয়। সে কারণে দেহকে সুগন্ধ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

৪৫৪-৪৫৫. নেষাদ জাল-যন্ত্রাদি দ্বারা লুক্কায়িত মৃগকে, বড়শি দ্বারা মৎস্যকে ও নির্য্যাস দ্বারা বানরকে যেমন আবদ্ধ করে, তেমন অন্ধ-মূর্খজনকেও পঞ্চকামগুণে আবদ্ধ করিয়া থাকে। স্ত্রীরূপের মধ্যে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-মনোরম স্পর্শ এই পঞ্চকামগুণ দেখা যায়।

৪৫৬. যেই সমস্ত আসক্তচিত্ত অন্ধ-মূর্খজন এই রূপাদি সেবন করে, তাহাদের ভীষণভাবে নিরয় বৃদ্ধি হইয়া যায়। তাহারা পুনঃপুন ভবতৃষ্ণাকে সঞ্চয় করিয়া থাকে।

৪৫৭. যে 'নিজের পদ দ্বারা সর্পশির ত্যাগের ন্যায়' এই স্ত্রী মায়া পরিত্যাগ করে, সে এই তৃষ্ণামুক্ত লোককে স্মৃতিসহকারে অতিক্রম করে।

৪৫৮. আমি কামের এইরূপ দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া ও

প্রব্রজ্যাকে (নৈষ্ক্রম্যকে) নিরাপদভাবে দর্শন করিয়া সমস্ত ত্রৈভূমিক ধর্ম হইতে পৃথক হইয়াছি। আমার আসবক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

ছক্ক নিপাত সমাপ্ত।

সপ্তক নিপাত

২২৪. সুন্দর সমুদ্দ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সমুদ্দ। অতিশয় সুশ্রী বিধায় সুন্দর সমুদ্দ নামে পরিচিত। তাঁহার তরুণকালে ভগবান রাজগৃহে আসেন। তিনি বুদ্ধপ্রভাব দেখিয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা গ্রহণ করেন। পরে ধুতাঙ্গব্রত গ্রহণ করিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক কল্যাণমিত্রের নিকট বিদর্শন ভাবনা শিক্ষা করেন ও কর্মস্থান ভাবনায় মনোযোগী হন। একদা রাজগৃহের উৎসব সময়ে অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীগণ সুসজ্জিত হইয়া উৎসব ক্রীড়ায় রত হয়। তখন তাঁহার মাতা-পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এক গণিকা তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। ভিক্ষুর মাতা সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। গণিকা বলিল, ‘আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি এখনই তাহাকে আনিয়া দিতেছি।’ ভালো, যদি তাহাই হয়, তোমাকেই তাহার স্ত্রী করিয়া এই কুলের অধিকারিণী করিব। তখন গণিকাকে বহুধন দিয়া পাঠাইয়া দিল। সেই গণিকা বহুলোক সহিত শ্রাবস্তীতে আসিয়া স্থবিরের পিণ্ডচারণ রাস্তায় একটি ঘরে বাস করিতে লাগিল এবং প্রত্যেক দিন শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ডদান করিতে লাগিল। গণিকা সুসজ্জিতা বেশে সুবর্ণ পাদুকায় চড়িয়া স্থবিরকে দেখা দিত। একদিন গৃহদ্বারের সম্মুখ দিয়া যখন স্থবির যাইতেছিলেন, তখন সে সুবর্ণ পাদুকা ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখভাগে উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকারে কাম-সেবনার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। স্থবির তাহা শুনিয়া ভাবিলেন, ‘পৃথগ্‌জনের চিত্তমাত্রেই চঞ্চল, এখন ধ্যানের প্রতি আমার উৎসাহিত হওয়া উচিত।’ এই সংকল্প করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়াই ভাবনায় মনোনিবেশপূর্বক ষড়ভিজ্ঞ হইলেন ও গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৫৯-৪৬৫. বিবিধ অলংকারে অলংকৃতা, সুবসনা, পুষ্পমালাধারিণী, সুগন্ধ-বিলেপনে বিভূষিতা, অলক্তক চরণযুগলা, পাদুকায় অবস্থিত গণিকা পাদুকা হইতে নামিয়া আমার সম্মুখে আসিল এবং জোড় হস্তে মধুরবাক্যে মৃদুহাস্যে বলিল, ‘তুমি অতি তরুণ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছ, আমার কথায় অবহিত হও, মনুষ্য সেবনোপযোগী কাম পরিভোগ

কর, আমি তোমাকে বিত্ত প্রদান করিব। সত্যই তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি অগ্নি আনয়ন কর, আমি অগ্নিস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিব। যখন উভয়ে জীর্ণ হইব, যষ্টির উপর ভার করিয়া চলিব, তখন উভয়ে প্রব্রজিত হইব। তাহা হইলে আমাদের ইহ-পর উভয়কাল জয়যুক্ত হইবে।' স্থবির বেশ্যাকে জোড় হস্তে যাচঞা করিতে দেখিয়া (অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যা পূর্বের ৩১৯ নম্বরে দেখ)

২২৫. লকুণ্টক ভদ্দিয় স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে মহাভোগকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে একদা শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতেছিলেন, তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে মধুরভাষীদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন। তিনিও সেই পদপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমিও যেমন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের শাসনে মধুরভাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি।' ভগবান বিনা অন্তরায়ে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপর যাবজ্জীবন পুণ্যকার্যে অতিবাহিত করিয়া ফুশ্য বুদ্ধের সময় চিত্রপত্র কোকিল হইয়া জাত হয়। একদা কোকিল রাজোদ্যান হইতে মধুর আম্রফল চঞ্চুতে করিয়া নিতে ছিল, এমন সময় ভগবানকে দেখিতে পাইয়া তাহার আম্র দান দিবার চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান তাহার মনোভাব অবগত হইয়া পাত্রহস্তে বসিয়া রহিলেন। কোকিল দশবলের পাত্রে পক্ব আম্র দান করিল। ভগবান তাহা ভক্ষণ করিলেন। কোকিল এই দানে সপ্তাহকাল প্রীতিসুখে অতিবাহিত করে। সেই পুণ্যফলেই মধুরভাষী হইয়াছিল। কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে চৈত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে সাত যোজন মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। সে তখন প্রধান বর্ধকী ছিল। সে বলিল, এত বড় মন্দির মেরামত করা কষ্টকর হইবে, তাই রজ্জু দ্বারা মাপিয়া ঠিক করিল যে, ৩/৪ যোজন প্রমাণের মধ্যে কোনো একটি করিলে ভালো হয়। তাহার কথা সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিল। 'অপ্রমাণ বুদ্ধের প্রমাণ করার দরুন' সে জন্মে জন্মে অন্যান্য লোক হইতে প্রমাণে ছোটো হইয়া জন্মগ্রহণ করিও। আমাদের গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহা ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল ভদ্দিয়। অতিশয় হ্রস্ব বিধায় বামন ভদ্দিয় নামে পরিচিত। তিনি ভগবানের ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। বহুশ্রুত বিধায় মধুর স্বরে

ধর্মোপদেশ দিতেন। এক সময় উৎসব দিনে একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি রথে করিয়া যাইতেছিলেন। তখন এক গণিকা স্থবিরকে দেখিয়া দাঁত দেখাইয়া হাসিতে লাগিল। স্থবির তাহার দন্ত দর্শনে 'অস্থি' সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং ভাবনাবলে অনাগামী হইলেন। তিনি সর্বদা 'কায়গতাস্মৃতি' ভাবনা করিতেন। একদা ধর্মসেনাপতির উপদেশে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

৪৬৬. ভদ্দিয় বিবিধ বৃক্ষলতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ অম্বাটক উদ্যানে সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটন করিয়া তথায় শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর শীলে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিতেছে।

৪৬৭. এ জগতে কেহ মৃদঙ্গ-বাদনে, কেহ বীণার স্বরে, কেহ বা করতাল শব্দে রমিত হয়। কিন্তু আমি বৃক্ষমূলে বুদ্ধের শাসনে রত ছিলাম।

৪৬৮. বুদ্ধ আমাকে (অর্হত্ত্ব) বর দিয়াছেন, আমি সেই বর লাভ করিয়াছি। সর্বলোকের নিত্য 'কায়গতাস্মৃতি' ভাবনা করা কর্তব্য বলিয়া আমি ইহা গ্রহণ করি।

৪৬৯. যাহারা আমার রূপ দ্বারা আমাকে জানিয়াছিল ও আমার মধুর শব্দে আমার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, তাহারা ছন্দরাগের (কামাসক্তির) অধীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে নাই।

৪৭০. তাহারা আমার আভ্যন্তরিক অর্হৎশীল জানে না ও বাহ্যিক সদাচারব্রত দেখে না। যে মূর্খ দেহের ভিতর-বাহিরের আবরণে আবৃত, সে কেবল শব্দ মাধুর্যে তন্ময় হইয়া থাকে।

৪৭১. সে ভিতরের গুণ জানে না, বাহিরের গুণ দর্শন করে না। কেবল বাহ্যিক ফল দেখিয়া শব্দ-সম্পদে আত্মহারা থাকে।

৪৭২. যে ভিতরের গুণ জানে, বাহিরের গুণ দেখে, কিছুতেই আবৃত বা আসক্ত নহে, কেবল আর্যগুণদর্শী সে শব্দ মাধুর্যে আত্মভোলা হয় না।

২২৬. ভদ্দ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানকে ও ভিক্ষুসংঘকে লক্ষ পরিমাণ চীবরাদি বস্তুপূজা

করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীকুলে জাত হন। স্বভাবত অপুত্রক মাতাপিতা পুত্রলাভার্থ দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। যদি তাহাতেও পুত্রলাভ না হয়, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, 'ভন্তে, যদি আমরা একটি পুত্র লাভ করি, তাহাকে আপনার দাস করিয়া দিব।' তখন স্বর্গে এক দেবপুত্রের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বলিল, 'অমুক কুলে জন্মগ্রহণ কর।' সে তাহাই করিল। এই ভদ্রও ইন্দ্র-বচনে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার সাত বৎসর বয়স হয়, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া বুদ্ধের নিকটে নিয়া গেল এবং বলিল, 'ভন্তে, ভবদীয় সদনে প্রার্থনা করিয়া এই বালককে পাইয়াছি, এখন তাহাকে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি।' ভগবান আনন্দকে আদেশ দিলেন যে, 'এই বালককে প্রব্রজ্যা দাও।' তৎপর শাস্তা গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিলেন। স্থবির তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়া সংক্ষেপে বিদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তিনি পারমীপূর্ণ বিধায় অরুণোদয়ের পূর্বেই ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। তৎপর ভগবান তাঁহাকে 'আস ভদ্র' বলিয়া আহ্বান করিলেন। তিনি তখনই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনাপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই বাক্যেই তাঁহার উপসম্পদা লাভ হইল। তখন স্থবির জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৭৩. আমি মাতাপিতার একমাত্র প্রিয় পুত্র ছিলাম। আমার মাতাপিতা বহু ব্রতানুষ্ঠান ও প্রার্থনা করিয়া আমাকে পাইয়াছেন।

৪৭৪. মাতাপিতা উভয়ে আমার প্রতি দয়া করিয়া ও অর্থ-হিতকামী হইয়া আমাকে বুদ্ধের নিকটে নিয়া আসিলেন।

৪৭৫. তৎপর বলিলেন, হে নাথ, এই কৃচ্ছ্রলব্ধ, সুখে লালিত-পালিত সুকোমল পুত্রকে জিনের কিঙ্করস্বরূপ আপনাকে দান করিতেছি।

৪৭৬. শাস্তা আমাকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন, ইহাকে শীঘ্র প্রব্রজ্যা প্রদান কর, এই বালক আমার শাসনে আজানেয় (নাগসদৃশ) হইবে।

৪৭৭. শাস্তা আমাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। সূর্যাস্ত না হইতেই আমার চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল, অর্থাৎ আমি অর্হৎ হইলাম।

৪৭৮. আমার আসবক্ষয়ের পরে শাস্তা ফলসমাপত্তি হইতে উঠিয়া 'আস ভদ্র' বলিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধের সেই বাক্যেই আমার উপসম্পদা হইল।

৪৭৯. আমার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপসম্পদা হয়। আমি ত্রিবিধ বিদ্যাপ্রাপ্ত হই। অহো, নির্বাণপ্রদ ধর্মের কী প্রভাব!

২২৭. সোপাক স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণশিল্পে সুদক্ষ হন। কামভোগের দোষ দেখিয়া গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি এক পর্বতে বাস করিতেন। ভগবান তাঁহার আসন্ন মৃত্যুদর্শনে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিলেন। শাস্তা তথায় বসিয়া অনিত্য বিষয়ক ধর্মোপদেশ দিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেন মতো আকাশপথে গমন করেন। তিনি পূর্বগৃহীত নিত্যভাব ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে অনিত্যসংজ্ঞা স্থাপন করিলেন। তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। দেহান্তে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সোপাক যোনিতে জাত হন। কেহ কেহ বণিককুলে জাত বলিয়াও সোপাক নামে অভিহিত করেন। তাঁহার চারি মাস বয়ঃক্রমকালে পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে পালন করে। তাঁহার সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে খুল্লতাত নিজের পুত্রের সঙ্গে কলহ করিতে দেখিয়া অতিশয় রাগ হয়। তখনি তাহাকে শ্মশানে নিয়া হাত দুইখানি বাঁধিয়া ফেলে এবং এক মৃত দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া চলিয়া আসে। তাহাকে 'শৃগালাদি ভক্ষণ করুক' এই ছিল খুল্লতাতের দুরভিসন্ধি, কিন্তু পারমীপূর্ণ বালক, তাহার এই শেষ জন্ম। তাই বালকের পুণ্যবলে মারিয়া ফেলিতে খুল্লতাতের সাহস হইল না, শৃগাল প্রভৃতিও অনিষ্ট করিল না। বালক অর্ধরাত্রি সময়ে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল :

'অহো, আমার কী দুর্গতি হইবে, এই অবন্ধুর বন্ধু কে হইবে। শ্মশানের মাঝে আমি একাকী বাঁধা আছি, কে আমার অভয় দাতা হইবে।'

ভগবান তখন সত্ত্বগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছিলেন। তিনি বালকের হৃদয়াভ্যন্তরে অর্হত্ত্বফলের হেতু প্রজ্জ্বলিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার দেহ হইতে একটি আলোকসম্পাত করিলেন ও স্মৃতি উৎপাদন করিয়া বলিলেন :

"সোপাক, আস ভয় করিও না, তথাগতকে দর্শন কর।

'রাহুমুখগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়' আমিই তোমাকে ত্রাণ করিব।"

বুদ্ধ-প্রভাবে বালকের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং গাথা শ্রবণের পর স্রোতাপন্ন হইয়া গন্ধকুটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার মাতা পুত্রকে না দেখিয়া বালকের খুল্লতাতকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কিছুই বলিল না। এদিক-ওদিক অন্বেষণ করা সত্ত্বেও পুত্রকে না দেখিয়া ভাবিল, 'বুদ্ধগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে জানেন, এখন আমি ভগবানের নিকট গমন করিয়া আমার পুত্রের বিষয় জানিয়া লইব।' এই ভাবিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। 'ভগবান তখন বালককে ঋদ্ধিবলে লুকাইয়া রাখিলেন।' পুত্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, আমার পুত্রকে দেখিতেছি না, আপনি তাহার কোনো খবর জানেন কি?' ভগবান তাহার প্রশ্নোত্তরে একটি গাথা ভাষণ করিলেন :

'পুত্র, পিতা, বান্ধব ত্রাণের কারণ নহে। মৃত্যুরাজ আসিয়া যখন বাধ্য করিবে, তখন জাতি বন্ধু কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।'

পরে ভগবান আরও ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্ম শুনিয়া বালকের মাতা স্রোতাপন্ন হইলেন। বালক অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। তখন ভগবান ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলেন। সেই স্ত্রী পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট-তুষ্ট হইলেন। বালক অর্হৎ হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানপূর্বক চলিয়া গেলেন। ভগবান গন্ধকুটির ছায়ায় চঙ্ক্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহাকে উপসম্পদা দিবার ইচ্ছায় 'এক নাম কী?' হইতে দশটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া 'সমস্ত সত্ত্ব আহারে স্থিত' হইতে দশটি প্রশ্নোত্তর প্রদান করেন। সেই কারণে ওই প্রশ্ন দশটি 'কুমার প্রশ্ন' নামে অভিহিত। ভগবান তাঁহার প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া উপসম্পদার আদেশ দিলেন। তাই উহা 'প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা' নামে অভিহিত হইল। তখন তিনি নিজের ঘটনা প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৮০. আমি নরোত্তম বুদ্ধকে গন্ধকুটির ছায়ায় চঙ্ক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই পুরুষোত্তমের নিকট গমনপূর্বক বন্দনা করি।

৪৮১. আমি চীবর একাংশে স্থাপন করিয়া জোড় হস্তে বিরজ, সর্বসত্ত্বোত্তম বুদ্ধের পশ্চাতে চঙ্ক্রমণ করি।

৪৮২. তৎপর প্রশ্ন বিষয়ে সুনিপুণ বুদ্ধ আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শাস্তাকে নিস্পন্দ ও নির্ভীকভাবে প্রশ্নোত্তর

প্রদান করি।

৪৮৩-৪৮৪. আমার প্রশ্নোত্তর তথাগত অনুমোদন করিলেন। তৎপর ভিক্ষুসংঘকে দর্শন করিয়া এই বিষয় বলিলেন, যেই অঙ্গ-মগধবাসীগণের চীবর-পিণ্ড-শয্যাসন ও ঔষধ এই ভিক্ষু সোপাক পরিভোগ করিতেছে, উহা তাহাদের মহালাভ। তাহাদের প্রত্যুত্থান এবং সেবাকর্মও লাভজনক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।

৪৮৫. সোপাক অদ্য যে তুমি আমাকে দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছ, ইহাই তোমার উপসম্পদা হউক।

৪৮৬. আমি সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে উপসম্পদা লাভ করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছি। অহো, নির্বাণপ্রদ ধর্মের কী মহান প্রভাব!

২২৮. শরভঙ্গ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশগত নাম ছিল ‘অনভিলক্ষিত’। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। স্বয়ং শরতৃণ ভাঙ্গিয়া এক পর্ণশালা নির্মাণপূর্বক তথায় বাস করিতেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হইয়াছিল শরভঙ্গ। ভগবান বুদ্ধ চক্ষু দ্বারা জগৎ দর্শনকালীন তাঁহার অর্হত্ত্বফলের হেতু প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি সেই উপদেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। মানুষ্যেরা তাপসকালীন নির্মিত পর্ণশালা অতিশয় জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বলিল, ‘ভন্তে, কেন এই পর্ণশালা মেরামত করিতেছেন না?’ স্থবির বলিলেন, ‘আমি আমার তাপস সময়ে যেরূপ ইহা নিজে নির্মাণ করিয়াছি, এখন সেরূপ করিতে পারিতেছি না। সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন। এই প্রকারে তৃণকুটির মেরামত সম্বন্ধে অন্য কারণ প্রদর্শনপূর্বক একটি গাথা ভাষণ করিলেন। তৎপর অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে চারটি গাথা ভাষণ করেন।

৪৮৭. আমি পূর্বে তাপসকালে স্বীয় হস্তে শরতৃণ ছেদন করিয়া কুটির নির্মাণপূর্বক বাস করিয়াছি। সেই কারণে আমার নাম শরভঙ্গ নামে কীর্তিত।

৪৮৮. আজ কিন্তু আমার স্বীয় হস্তে শরতৃণ ছেদন করা উচিত

নহে। যশস্বী গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক আমাদের শিক্ষাপদ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৮৯. সমস্ত পরিপূর্ণ পঞ্চস্কন্ধরোগ শরভঙ্গ পূর্বে দেখে নাই। বুদ্ধের উপদেশ রক্ষক শরভঙ্গ সেই পঞ্চস্কন্ধরোগ মার্গজ্ঞান দ্বারা দেখিয়াছে বা পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

৪৯০. যেই অষ্টমার্গ দিয়া বিপশ্বী, শিখী, বেশ্বভূ, ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কাশ্যপ বুদ্ধ গমন করিয়াছেন, সেই মার্গ দিয়া গৌতম বুদ্ধও গিয়াছেন।

৪৯১-৪৯২. বীততৃষ্ণ উপাদানহীন সাতজন বুদ্ধ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। তাদৃশ ধর্মপরায়ণ বুদ্ধগণ দ্বারা এই নবলোকোত্তর ধর্ম ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখক্ষয়কর মার্গসত্য - এই চারি আর্যসত্য দেশিত হইয়াছে।

৪৯৩. যেই নির্বাণ লাভে অপরিমেয় সংসারে জন্ম দুঃখ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয় তাহাও বুদ্ধের শিক্ষা। যেহেতু এই পঞ্চস্কন্ধের ও জীবিতেন্দ্রিয়ের পুনরোৎপত্তি হয় না, সেই কারণ আমি জানি বলিয়া সমস্ত ভব হইতে সুবিমুক্ত হইয়াছি।

সপ্তক নিপাতে পাঁচজন স্থবির ৩৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

সপ্তক নিপাত সমাপ্ত।

অষ্টক নিপাত

২২৯. মহাকচ্চায়ন স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় মহাধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিন শাস্তার ধর্ম শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় পটু একজন ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনি নিজেও সেই পদবী প্রার্থনা করিলেন ও দানাদি পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তৎপর সুমেধ ভগবানের সময় বিদ্যাধর হইয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এমন সময় শাস্তাকে হিমবন্ত পর্বতের এক বনে উপবিষ্টাবস্থায় দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কণিকার পুষ্প দ্বারা পূজা করেন। পরে কাশ্যপ ভগবানের সময় বারাণসীর এক কুলঘরে জাত হন। তখন ভগবানের পরিনির্বাণ চৈত্য নির্মাণকালে লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইষ্টকে পূজা করেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে, 'জন্মে জন্মে আমার শরীর সুবর্ণ বর্ণ হউক।' পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় উদেনরাজ চণ্ডপজ্জোতের পুরোহিত গৃহে জাত হন। তাঁহার নামকরণ দিবসে মাতা বলিলেন, 'আমার পুত্র সুবর্ণ বর্ণ, নিজের নাম নিজেই আনিয়াছে।' তাই তাঁহার নাম রাখিলেন কাঞ্চনমানব। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া পিতার মৃত্যুর পর পুরোহিত পদ লাভ করিলেন। কাত্যায়নগোত্রে জন্ম বিধায় তিনি কাত্যায়ন নামেও পরিচিত হইলেন। রাজা চণ্ডপজ্জোত বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আচার্য, আপনি তথায় গমন করিয়া ভগবানকে এখানে লইয়া আসুন' এই বলিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সাতজন লোক লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তখন ভগবান 'আস ভিক্ষুগণ' বলিয়া যেই হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি তাঁহাদের মস্তকে দুই আঙ্গুল মাত্র চুল রহিল, ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর ধারণ করিলেন ও শতবর্ষ স্থবিরের ন্যায় গাম্ভীর্য মণ্ডিত হইলেন। তৎপর রাজার সংবাদ ভগবানকে বলিলেন। রাজা চণ্ডপজ্জোত আপনার পদ বন্দনা ও ধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ভগবান বলিলেন, 'ভিক্ষু, তুমি তথায় যাও, তোমার গমনে রাজা প্রসন্ন হইবেন।' স্থবির ভগবানের আদেশে সাতজন ভিক্ষু লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে প্রসন্ন করিয়া অবন্তীরাজ্যে শাসন প্রতিষ্ঠাপন করিলেন। পরে আবার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। একদা তিনি

দেখিলেন যে, বহু ভিক্ষু শ্রমণধর্ম ত্যাগ করিয়া অনেক বাহ্যিক কাজে লিপ্ত হইয়াছে, জনসঙ্গপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, রসতৃষ্ণায় বিভোর হইয়াছে ও প্রমত্তবহুল হইয়া বাস করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে প্রথমে দুই গাথা ও পরে ছয় গাথা ভাষণ করিলেন। রাজা চণ্ডপজ্জোত ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করিয়া পশুঘাত যজ্ঞ করিতেন। তিনি অবিচারক ছিলেন। নির্দোষীকে দণ্ড দিতেন, অস্বামীকে স্বামী করিতেন। তাই স্থবির রাজাকে লক্ষ করিয়া শেষোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করেন। স্থবিরের উপদেশে সেই হইতে রাজা কর্তব্যকাজে মনোযোগী হইলেন।

৪৯৪. শ্রমণধর্মের ব্যাঘাতজনক নববিহার নির্মাণাদি কার্য করিবে না। জনসঙ্গ পরিবর্জন করিবে। দ্রব্যাদি উৎপাদন ও গৃহীকুলের উপকারার্থ তত উদ্যম করিবে না। কারণ, সেই বিষয়ে উৎসুক ও রসতৃষ্ণা-জড়িত ভিক্ষু শমথ-বিদর্শন মার্গফল সুখাবহ শীলাদি বিষয়ে পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৪৯৫. ভিক্ষু ভিক্ষার্থ কুলে প্রবেশ করিয়া যে বন্দনা-পূজা লাভ করে, তাহা পঙ্কতুল্য বলিয়া বুদ্ধ প্রভৃতি আর্যগণ বলেন। অন্ধ মূর্খজনের পক্ষে এই সৎকার দুরোৎপাটনীয় সূক্ষ্ম শল্য সদৃশ। কাপুরুষ উহা দুঃখে ত্যাগ করিতে পারে।

৪৯৬. অপরকে উদ্দেশ করিয়া বধ-বন্ধনাদি পাপকর্ম করাইবে না। নিজেও সেই পাপকর্ম করিবে না। কারণ সত্ত্বগণ কর্মবন্ধু ও কর্মদায়াদ।

৪৯৭. নিজে চুরি না করিলে অপরের বাক্য দ্বারা চোর হয় না, তদ্রুপ অপরের বচন দ্বারা মুনি হইতেও পারে না। নিজের চিত্ত নিজকে 'আমি পরিশুদ্ধ কি অপরিশুদ্ধ জানে।' সেইরূপ পরচিত্তজ্ঞাত দেবগণও তাহাকে জানে।

৪৯৮. অন্ধ মূর্খজনেরা 'আমরা এই জীবলোক হইতে সতত মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি' বলিয়া জানে না। 'আমরা মৃত্যুমুখে পৌঁছিতেছি' বলিয়া যেই পণ্ডিতেরা জানে, তাহারা পরহিংসা নিবারণে রত হয় অর্থাৎ অপরকে পীড়া প্রদান না করিয়া সেই হইতে আপনাদের কলহ বিবাদ উপশম করিয়া থাকে।

৪৯৯. ধনক্ষয় হইলেও জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্মত লব্ধ বিত্তে জীবনযাপন করিয়া থাকে। দুষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানের অভাবে ইহ-

পারলৌকিক ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সম্পত্তি থাকিলেও বিনাশ করে এবং সুখে জীবনযাপন করিতে পারে না।

৫০০. কর্ণ ভালো-মন্দ সমস্ত শুনে, চক্ষু ভালো-মন্দ সমস্ত দেখে; ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দৃষ্ট-শ্রুত সমস্ত বিষয়ে ভালো-মন্দ বিচার করিয়া গ্রহণের যোগ্য হইলে গ্রহণ করে, ত্যাগের যোগ্য হইলে ত্যাগ করে।

৫০১. সেই কারণে অবিষয়ে অকারণে চক্ষু থাকিয়া অন্ধের ন্যায়, কর্ণ থাকিয়া বধিরের ন্যায়, জ্ঞান থাকিয়া বোবার ন্যায়, বল থাকিয়া দুর্বলের ন্যায় হইবে। নিজের অকরণীয় বিষয় উৎপন্ন হইলে মৃতের ভানে শয়ন করিয়া থাকিবে।

২৩০. শ্রীমিত্র স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে মহাধন কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা শ্রীগুপ্তের ভগিনী। এই বিষয় 'ধর্মপদার্থ' বর্ণনায় বর্ণিত আছে। শ্রীগুপ্তের ভাগিনেয় শ্রীমিত্র। ভগবান যখন ধনপাল হস্তী দমন করেন, তখন তিনি বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। একদিন প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার জন্য আসনে উপবেশনপূর্বক ব্যজনী গ্রহণ করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৫০২-৫০৯. যদি ভিক্ষু ক্রোধহীন হন, অপকারীর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক না হন, দোষ গোপনেচ্ছায় মায়া প্রদর্শন না করেন ও পিশুন বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তিনি পরকালে শোকতাপ প্রাপ্ত হন না।... কায়বাক্য যাঁহার সংযত;... যিনি কল্যাণশীল বা বিশুদ্ধশীল;... কল্যাণপ্রাজ্ঞ, তিনি পরকালে শোকতাপ প্রাপ্ত হইবেন না। তথাগতের প্রতি অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা যাঁহার শ্রদ্ধা, শীল যাঁহার কল্যাণকর, আর্যগণের যিনি প্রিয় ও প্রশংসিত, সংঘের প্রতি যাঁহার প্রসাদ আছে, দর্শন যাঁহার সারল্যময়, তাঁহাকে দরিদ্র বলা হয় না। তাঁহার জীবন ধন্য। সেই কারণে মেধাবী, বুদ্ধের শাসনকে অনুস্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা, শীল, সন্তুষ্টি ও ধর্মদর্শনভূত প্রসাদে অনুযুক্ত হউন।

২৩১. মহাপন্থক স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে বিভবসম্পন্ন কুটুম্বিক হইয়া জাত হন। একদিবস যখন তিনি ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিতেছিলেন, তখন ভগবান এক ভিক্ষুকে সংজ্ঞাবিবর্ত কুশল ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিতেছেন দেখিয়া নিজেও সেইস্থান প্রার্থনা করিলেন ও বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে সপ্তাহকাল দান দিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আমি চিত্তবিতর্ক কুশল ও মনোমত ঋদ্ধিকায় গঠন এই দুইটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি।' ভগবান বলিলেন, 'লক্ষ কল্প পরে গৌতম বুদ্ধের শাসনে তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।' তাঁহারা দুই ভ্রাতা পুণ্যকর্ম করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। এখানে মহাপন্থকের কোনো আসন্ন পুণ্যকর্মের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাই। চুলপন্থক কাশ্যপ ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া বিশ সহস্র বৎসর 'অবদাত কসিন' ভাবনা করেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হন। কেহ কেহ বলেন, 'চুলপন্থক পদুমুত্তর ভগবানের সময় তাপস হইয়া যখন হিমবন্তে বাস করিতেন, তখন ভগবানকে পুষ্পছত্রে পূজা করেন।' তাঁহাদের দেব-মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে লক্ষ কল্প অতীত হইয়া গেল। যখন গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের ধনশ্রেষ্ঠীর ধীতা স্বীয় দাসের সহিত ব্যভিচারে রত হয়। জ্ঞাতিভয়ে কতেক সম্পত্তি গ্রহণপূর্বক দাসকে লইয়া অন্যত্র পলায়ন করে। যখন তাহার প্রথম গর্ভ হয়, তখন জ্ঞাতিগৃহে প্রসব করিবার ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেছিল। পথেই তাহার এক পুত্র প্রসব হয়। তাহার স্বামী তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনে। পথে পুত্র প্রসব হওয়ায় পুত্রের নাম রাখিল 'পন্থক'। পুনরায় দ্বিতীয় পুত্রও পথে প্রসব হওয়ায় জ্যেষ্ঠের নাম 'মহাপন্থক' রাখিয়া কনিষ্ঠের নাম 'চুলপন্থক' রাখিল। শ্রেষ্ঠী-ধীতা বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতাপিতার নিকটে পাঠাইয়া দিল। সেই ধনশ্রেষ্ঠীর গৃহেই বালকদ্বয় বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে চুলপন্থক অতি ছোটো ছিল, মহাপন্থক মাতামহের সহিত বুদ্ধের নিকটে গমন করিত। বুদ্ধদর্শনে তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তাই প্রব্রজ্যা লাভার্থ মাতামহের আদেশ গ্রহণ করিল। শ্রেষ্ঠী ভগবানকে বলিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন ও বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৫১০. আমি যখন অকুতোভয় শাস্তাকে প্রথমে দর্শন করি,

তখন হইতে পুরুষোত্তমকে দেখিয়া আমার সংবেগ উৎপন্ন হয়।

৫১১. তখন আমি চিন্তা করিলাম, যেমন কোনো ধনার্থী পুরুষ আসিয়া 'আমি আপনার নিকটে বাস করিব' বলিয়া প্রবঞ্চনাপূর্বক শ্রীশয্যায় উপগত হয়, এবং গৃহস্থ তাহাকে হস্ত-পদে আঘাত করিয়া বাহির করিয়া দেয়; সেইরূপ কোনো পুরুষ শাস্তাকে এতাদৃশ শঠতা পূর্বক আরাধনা করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। 'আমি কিন্তু সেইরূপ করিব না।'

৫১২. তখন আমি পুত্র-দার-ধন-ধান্য ত্যাগ করিয়াও কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অনাগারিক কুলে প্রব্রজিত হই।

৫১৩. আমি প্রাতিমোক্ষ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হই, ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত করি, বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করি ও ক্লেশমার দ্বারা অপরাজেয় হইয়া বাস করি।

৫১৪. সেই হইতে আমার চিত্তে এইরূপ প্রণিধান ও ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছিল, শ্রেষ্ঠ মার্গজ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাশল্যকে উৎপাটন না করিয়া এক মুহূর্তও বসিব না।

৫১৫. সেই হইতে আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বাস করিয়া আসিতেছি, এখন আমার বীর্যপরাক্রম দর্শন কর।

৫১৬. আমি পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতেছি, আমার দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে, অর্হৎ দাক্ষিণেয় ও সর্ব বিষয়ে বিমুক্ত হইয়াছি। ক্লেশ উপধি আমার নাই।

৫১৭. অতঃপর রাত্রি অবসানে সূর্যোদয় লক্ষণ দেখিয়া সমস্ত তৃষ্ণা বিশোষণপূর্বক ধ্যানাসনে উপবেশন করি।

অষ্টক নিপাতে তিনজন স্থবির ২৪টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

অষ্টক নিপাত সমাপ্ত।

নবক নিপাত

২৩২. ভূত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল সেন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে চারিটি গাথা দ্বারা স্তুতি করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত নগরে মহাবিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। সেই শ্রেষ্ঠীর পুত্র জন্মিলেই অতীতশত্রু নামক এক যক্ষ খাইয়া ফেলিত। কিন্তু বর্তমান বালকের এই অন্তিম জন্ম, তাই মনুষ্যেরা অতি সাবধানে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিত। যক্ষও রাজা বেশ্রবণের সেবার্থ গমন করাতে আর আসিবার সুযোগ পায় নাই। তাহার নামকরণ দিবসে সকলে চিন্তা করিলেন যে, ‘এই প্রকার নাম রাখিলে অমনুষ্যেরা ছেলেকে দয়া করিয়া রক্ষা করিবে।’ তাই নাম রাখিল ভূত। বালক নিজের পুণ্যবলে বিনা অন্তরায়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল। তাহার তিনটি প্রাসাদ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপাসকদের সহিত সাকেত বিহারে ভগবানের নিকট ধর্ম শ্রবণ করে। তৎপর প্রব্রজিত হইয়া অজকরণী নদীতীরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। জ্ঞাতিদের প্রতি দয়া করিয়া কিছুদিন অঞ্জনবনে বাস করেন। পুনরায় তাঁহার পূর্বস্থানে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে জ্ঞাতিগণ নিবেদন করিল যে, ‘আপনি এখানে বাস করুন, আপনার কোনো কষ্ট হইবে না।’ আমরাও আপনার আশ্রয়ে পুণ্যধনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিব। স্থবির তথায় বিবেকবাসে অসুবিধা প্রকাশ করিয়া এই গাথা ভাষণপূর্বক অজকরণী নদীতীরে চলিয়া গেলেন।

৫১৮. অন্ধ মূর্খজন যখন জরা-মরণ দুঃখকে সম্যকরূপে না জানিয়া পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে আসক্ত হইয়া দুঃখের প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারে না, যখন পণ্ডিত ভিক্ষু মার্গপ্রজ্ঞা দ্বারা দুঃখকে পরিজ্ঞাত হইয়া স্মৃতি-সহকারে ধ্যান করেন, তখন বিদর্শনরতি ও মার্গরতি হইতে অন্য পরমতর রতি অনুভব করেন না।

৫১৯. যখন ভিক্ষু দুঃখাবহকারিণী বিষতুল্য তৃষ্ণাকে ও প্রপঞ্চ (কাম-মানাদি) সংঘট্টনকর দুঃখ উৎপাদনকারিণী তৃষ্ণাকে আর্যমার্গ দ্বারা সমুচ্ছেদ করিয়া স্মৃতিসহকারে ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।

৫২০. যখন ভিক্ষু শিবপ্রদ বা নিরুপদ্রব দ্বিবিধ চারি অঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ অষ্টমার্গগামী, মার্গোত্তম ও সর্বক্লেশ শোধনকর প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিয়া স্মৃতি-সহকারে ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।
৫২১. যখন ভিক্ষু অশোক, বিরজ, অসঙ্খত, শান্তপদ লাভার্থ, সর্বক্লেশ উপশম করিয়া সংযোজন বন্ধন ছেদনপূর্বক ভাবনা করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।
৫২২. যখন বিহগপথে নভে মেঘ দুন্দুভি গর্জন করে ও চারিদিক ব্যাপিয়া অবিরামভাবে বর্ষণ করে, তখন ভিক্ষু গুহায় প্রবেশ করিয়া ধ্যান করেন, তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।
৫২৩. যখন ভিক্ষু তরু-পতিত বিবিধ বন্য কুসুমসমাকুল নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্র চিত্তে ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।
৫২৪. যখন জনবিরহিত বিবিক্ত নিশীথে কাননে বৃষ্টি বর্ষণ সময়ে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শব্দ করে, তখন ভিক্ষু গুহায় প্রবেশ করিয়া ধ্যান করে, তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।
৫২৫. যখন ভিক্ষু মিথ্যা-বিতর্কাদি উপরোধ করিয়া পবর্ত-গুহায় প্রবেশপূর্বক ক্লেশ দূর করিয়া ও চিত্তখিল উৎপাটন করিয়া ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।
৫২৬. যখন ভিক্ষু ধ্যান-প্রভাবে কামরাগাদি ময়লা, চিত্তখিল ও জ্ঞাতি বিয়োগজনিত শোক ত্যাগ করিয়া অবিদ্যারূপ অর্গল মুক্ত হইয়া নিতৃষ্ণ হয় ও কামশল্যাদি দূর করিয়া সমস্ত আসবকে আর্য আর্যমার্গ দ্বারা বিনাশ করে, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না।

নবক নিপাতে একজন স্থবির ৯টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

নবক নিপাত সমাপ্ত।

দশক নিপাত

২৩৩. কালুদায়ি স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। একদা তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদকদিগের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও সেই পদ লাভার্থ প্রার্থনা করিলেন। সেই হইতে তিনি দেব-নরলোকে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমাদের বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ দিবসে কপিলবাস্তুতে অমাত্যগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাঁহাকে একখানি শ্বেতবস্ত্রে শয়ন করাইয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে লইয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্বের সহজাত বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা, চারি নিধিকুম্ভ, আরোহণীয় হস্তী, কন্থক অশ্ব, ছন্ন সারথী ও কালুদায়ি অমাত্য এই সাতটিও ছিল। কালুদায়ির জন্মগ্রহণে সমস্ত নরগবাসী উন্নতমনা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিল উদায়ি। শরীরের বর্ণ ঈষৎ কাল বিধায় কালুদায়ি নাম পরিচিত। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্য সখা ছিলেন। সর্বদা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ক্রীড়া রত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে লোকনাথ মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধকে আনিবার জন্য সহস্র পুরুষ সহিত জনৈক অমাত্যকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্মদেশনার সময় তথায় উপস্থিত হন। ধর্ম শুনিয়া সপরিবার অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। সকলে বুদ্ধের নিকট ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করেন। অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া রাজার প্রেরিত সংবাদ দশবল বুদ্ধকে আর বলেন নাই। এদিকে রাজা তাঁহাদের কোনো সংবাদ না পাইয়া পুনঃ সহস্র পুরুষ সহিত একজন অমাত্য পাঠাইলেন। তাঁহারাও অর্হত্ত্বফল ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। এই প্রকারে রাজা নয়জন অমাত্য সহিত নয় হাজার লোক পাঠাইয়াছিলেন, সকলেই বুদ্ধের ধর্ম শুনিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। কিন্তু কেহই রাজার সংবাদ বুদ্ধকে বলেন নাই। রাজা চিন্তা করিলেন, 'বোধ হয় এতগুলি লোকের দয়া আমার উপর না থাকায় দশবলকে এখানে আগমন করিবার জন্য কেহই বলে নাই। এই উদায়ি দশবলের সমবয়স্ক, বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী, আমার প্রতি তাহার স্নেহও যথেষ্ট, ইহাকেই পাঠাইব।' এই ভাবিয়া রাজা তাহাকে বলিলেন, 'তুমি একসহস্র লোক লইয়া রাজগৃহে গমনপূর্বক

দশবলকে লইয়া আস।' তিনি বলিলেন, 'রাজন, যদি আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ভগবানকে এখানে লইয়া আসিব।' রাজা বলিলেন, 'তুমি যাহাই কর না কেন, আমার পুত্রকে দেখাও।' তিনিও বেণুবনে গিয়া সপরিষদ বুদ্ধের ধর্মশ্রবণে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন ও ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি চিন্তা করিলেন, 'এখন ভগবানের কপিলবাস্তু নগরে যাওয়ার সময় নহে। যখন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষ-লতাদি পুষ্পিত হইবে ও মাঠ হরিদ্বর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন হইবে, তখন যাওয়ার উপযুক্ত সময় হইবে।' তাই তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বসন্ত সমাগমে কপিলবাস্তু নগরে গমনার্থ ভগবানকে প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করিলেন।

৫২৭. ভদন্ত, ফলগ্রাহী বৃক্ষসমূহ পুরাতন (পাণ্ডুপলাশ) পত্র ত্যাগ করিয়া এখন ঈষৎ লোহিত বর্ণ কুসুম-কিশলয়ে সুশোভিত। সেই বৃক্ষসমূহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রভাসিত হইতেছে। হে, অর্থরসসমূহের ভাগী মহাবীর, এখন আপনার কপিলবাস্তু যাওয়ার সময়।

৫২৮. পুরাতন পত্র ত্যাগ করিয়া ফলগ্রাহী সর্বদিকে ফুল্লিত মনোরম বৃক্ষসমূহ সুগন্ধ ছড়াইতেছে, এখন আপনার প্রস্থানের উপযুক্ত সময়।

৫২৯. ভদন্ত, এখন অতি শীতও নহে, অতি উষ্ণও নহে, তাই দীর্ঘরাস্তা গমনের উপযুক্ত সুখময় ঋতু। শাক্য-কোলীয় জনপদের মধ্যে রোহিণী নদী উত্তর-দক্ষিণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। রাজগৃহ ইহার পূর্ব-দক্ষিণে। সেই কারণে রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তু গমন করিতে পশ্চাৎ দিকে রোহিণী নদী উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে ভগবানকে শাক্য-কোলীয়বাসীরা দর্শন করুক।

৫৩০. কৃষক ফসলাশায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে, ফসলাশায় বীজ বপন করে; ধনাহরণকারী বণিকেরা ধনাশায় সমুদ্রে গমন করে; আমি আপনাকে কপিলবাস্তু নিবার আশায় এখানে অবস্থান করিতেছি, আমার সেই আশা সফল হউক।

৫৩১-৫৩২. কৃষক পুনঃপুন বীজ বপন করিয়া থাকে; দেবরাজ বা মেঘ পুনঃপুন বর্ষণ করিয়া থাকে; কৃষক পুনঃপুন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া থাকে; পুনঃপুন ধান্য রাষ্ট্রে (বা

ধান্যভাণ্ডারে) আনয়ন করে; যাচক পুনঃপুন যাচঞা করে। দানপতি পুনঃপুন দান করিয়া থাকে; দানপতি পুনঃপুন দান দিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। 'তদ্ধেতু আমিও পুনঃপুন যাচঞা করিতেছি।'

৫৩৩. নিশ্চয়ই বীর বা বীর্যবান পুরুষ সাত পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। যেই কুলে ভূরিপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, আমি মনে করি সেই কুল দেবাতিদেব শক্রতুল্য। যেহেতু আপনি আর্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মুনিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫৩৪. মহর্ষি বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। যিনি বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেহত্যাগের পর তুষিত স্বর্গে প্রমোদিত হইতেছেন।

৫৩৫. সেই গৌতমী গোত্রভূতা মায়াদেবী এখান হইতে মরিয়া দেবগণের সহিত পঞ্চকামগুণে পরিবেষ্টিত হইয়া মোদিত হইতেছেন।

৫৩৬. আমি অসহ সহিষ্ণু অঙ্গীরস, অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র, আর্যজাতি হিসাবে আপনি আমার পিতা, লোক ব্যবহারেও আপনি আমার পিতা, শাক্যধর্মের অনুকূলে লৌকিক জাতি হিসাবে এবং গৌতম গোত্র বিধায় আপনি আমার পিতামহ।

২৩৪. একবিহারীতিষ্য স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া কাশ্যপ দশবলের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া তিনি প্রব্রজিত হন ও এক অরণ্য বিহারে বিবেকের সহিত বাস করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ভগবানের পরিনির্বাণের পর ধর্মাশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ অশোক ভগবানের পরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পরে সমগ্র জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করেন। তিনি নিজের কনিষ্ঠ তিষ্য কুমারকে উপরাজত্ব অর্পণপূর্বক কৌশলে শাসনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। অরণ্যে মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরকে তখন এক বন্যহস্তী শালশাখা দিয়া ব্যজন করিতেছিল। তিনি ইহা দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ভাবিলেন, 'অহো! নিশ্চয়ই মহাস্থবিরের ন্যায় প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে বাস করিলেই আমার ভালো হয়।' স্থবির তাঁহার

মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি দেখেন মতো আকাশপথে আসিয়া অশোকারাম পুষ্করিণীতে জলের উপর বসিয়া স্নান করিতে লাগিলেন এবং উত্তরাসঙ্গ চীবরখানি আকাশে ঝুলাইয়া রাখিলেন। কুমার স্থবিরের ঋদ্ধিপ্রভাব দর্শন করিয়া অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নিবেদন করিলেন যে, 'রাজন, আমি প্রব্রজিত হইব।' রাজা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি উপাসকবেশে প্রব্রজ্যাসুখ প্রার্থনা করিয়া চারটি গাথা বলিলেন। গাথা শুনিয়া রাজা ধর্মাশোক রাজবাড়ি হইতে অশোকরাম পর্যন্ত রাস্তা সজ্জিত করাইলেন ও কুমারকে সর্বালংকারে বিভূষিত করিয়া মহতী সেনাসহিত রাজলীলা প্রদর্শনপূর্বক বিহারে নিয়া গেলেন। কুমার ধ্যানকুটিরে গমনপূর্বক মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যাকে আদর্শ করিয়া পরে বহুশত লোক প্রব্রজিত হইলেন। রাজার ভাগিনেয় সংঘমিত্রার স্বামী অগ্নিব্রহ্মাও প্রব্রজিত হইলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে স্বীয় কর্তব্য প্রকাশপূর্বক তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন। তৎপর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক শ্রমণধর্ম পালন করিতে লাগিলেন এবং উপাধ্যায়ের সহিত কলিঙ্গরাজ্যে গমন করিলেন। একদা তাঁহার পায়ে বল্মীকরোগ উৎপন্ন হয়। এক বৈদ্য উহা দেখিয়া বলিল, 'ভন্তে, আপনি ঘৃত সংগ্রহ করুন, আমি আপনার চিকিৎসা করিব।' স্থবির ঘৃত অন্বেষণ না করিয়া ধ্যানরত হইলেন। ক্রমশ রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগের প্রতি স্থবিরের ঔদাসীন্য ভাব দেখিয়া বৈদ্য নিজে ঘৃত সংগ্রহপূর্বক তাঁহাকে আরোগ্য করিলেন। তিনি নীরোগ হইয়া অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজা এককোটি ধন ব্যয়ে ভোজনগিরি নামক বিহার নির্মাণ করাইয়া স্থবিরকে দান করিলেন। তিনি সেই বিহারে নির্বাণ লাভ করেন ও নির্বাণকালীন এই গাথা ভাষণ করেন।

৫৩৭. যদি পূর্ব-পশ্চাৎ দিকে দর্শন করিয়া অপর কাহাকেও দেখা না যায়, তাহা হইলে একাকী বনবাসে বড়ই চিত্তসুখ উৎপন্ন হয়।

৫৩৮. আমি বুদ্ধ প্রশংসিত অরণ্যে নিশ্চয়ই একাকী গমন করিব। কারণ নির্বাণ প্রবণচিত্ত ভিক্ষুর একাকী অরণ্যে বাস সুখকর।

৫৩৯. আমি যোগী প্রীতিকর, মত্তকুঞ্জর সেবিত রমণীয় কাননে শীঘ্র শ্রমণধর্ম সাধনে একাকী প্রবেশ করিব।

৫৪০. সুপুষ্পিত, ছায়া-জলসম্পন্ন শীতবনে শীতল গিরিকন্দরে স্নান করিয়া (গাত্রে জল সিঞ্চন করিয়া) একাকী চঙ্ক্রমণ করিব।

৫৪১. একাকী তৃষ্ণা অভাবে দ্বিতীয়জন বিহীন রমণীয় মহাবনে কৃতকার্য ও অনাসব হইয়া আমি কখন বাস করিব?

৫৪২. এই প্রকারে আমার একাকী বাস করার অভিপ্রায় সফল হউক। আমি যোগ সাধন করিব। একজন অন্যজনের নহে, অর্থাৎ সমস্তই আত্মনির্ভর।

৫৪৩. আমি বীর্যরূপ কবচ পরিধান করিয়া বা কায়-জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কাননে প্রবেশ করিব। আসববিহীন না হইয়া কানন হইতে বাহির হইব না।

৫৪৪-৫৪৬. স্নিগ্ধ সুরভিগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইলে আমি পর্বত শিখরে বসিয়া অবিদ্যাকে প্রদলিত করিব। কুসুমাচ্ছাদিত শীতল বনের গিরিবেষ্টিত গুহায় বিমুক্তি সুখে সুখীত হইয়া রমিত হইব। আমি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সংকল্প পরিপূর্ণ করিয়া সমস্ত আসবকে পরিক্ষয় করিয়াছি। এখন আমার আর পুনর্জন্ম নাই।

২৩৫. মহাকপ্পিন স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। একদিন তিনি ভগবানের ধর্ম শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা জনৈক ভিক্ষুকে উপদেষ্টা ভিক্ষুদের প্রধান স্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময় বারাণসীতে কুলগৃহে উৎপন্ন হন এবং সহস্র পুরুষের মধ্যে প্রধান হইয়া সহস্র কামড়াযুক্ত বিহার (পরিবেণ) নির্মাণ করাইলেন। তাঁহারা সকলে যাবজ্জীবন কুশলকর্ম করিয়া প্রধান উপাসক সহিত সপরিবারে দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রধান উপাসক রাজগৃহের কুক্কুট নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল কপ্পিন। অবশিষ্ট পুরুষেরা সেই নগরেই অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিল। কপ্পিন পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন; সেই হইতে তিনি মহাকপ্পিন নামে পরিচিত। সদ্ধর্ম শ্রবণে তাঁহার বাসনা বড়ই বলবতী। তাই প্রত্যহ প্রাতে চারিদিকে চারিজন দূত পাঠাইয়া বলিতেন, 'যাও, তোমরা বহুশ্রুত পণ্ডিত পাও কিনা দেখ, সকলে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে জানাইবে।' তখন

গৌতম বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী কয়েকজন বণিক পণ্যদ্রব্য লইয়া সেই নগরে উপস্থিত হয়। তাহারা দ্রব্যগুলি একস্থানে রাখিয়া উপহারসহ রাজদর্শনে আগমন করেন, রাজা তাহাদিগকে ডাকাইলে তাহারা উপহারগুলি রাজাকে দিয়া বন্দনান্তে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমরা কোনস্থান হইতে আসিয়াছ?" শ্রাবস্তী হইতে দেব। কেমন 'তোমাদের দেশে সুভিক্ষ কি? রাজা ধার্মিক কি? হ্যাঁ দেব। এখন তথায় কোন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়?' দেব, তাহা আমাদের এই উচ্ছিষ্টমুখে বর্ণনা করিতে পারিব না। রাজা তখন তাহাদিগকে স্বর্ণগারুপূর্ণ জল দেওয়াইলেন। তাহারা মুখ ধুইয়া দশবলের দিকে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দেব, আমাদের দেশে বুদ্ধরত্ন উৎপন্ন হইয়াছেন?' বুদ্ধ' শব্দ শ্রবণ মাত্রেই রাজার সমস্ত তনুমন প্রীতিপূর্ণ হইল। রাজা তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভাবিলেন 'বুদ্ধ এই পদ অপ্রমাণ', তাই তাহাদিগকে এই সুসংবাদের পুরস্কারস্বরূপ লক্ষ টাকা উপহার দিলেন এবং ধর্ম-সংঘরত্নোৎপত্তি সংবাদেও দুই লক্ষ টাকা উপহার দিলেন। তখনই রাজা বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইবার ইচ্ছায় বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অমাত্যেরাও বাহির হইল। রাজা সহস্র অমাত্য সহিত অশ্বারোহণে নদী তীরে উপনীত হইয়া ভাবিলেন। যদি ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, তাহা হইলে এই গঙ্গার জলে অশ্বসমূহের খুর আর্দ্র না হউক! এই সত্যক্রিয়া করিয়া তিনটি নদী পার হইয়া গেলেন। ভগবান সেইদিন পূর্বাহ্নে 'মহাকরুণাসমাপত্তি' ধ্যান হইতে উঠিয়া জগতের দিকে অবলোকন করিতেছেন। দেখিলেন,আজ রাজা মহাকপ্পিন তিনশত যোজন বিস্তৃত রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সহস্র অমাত্যসহ আমার নিকট প্রব্রজ্যা লাভার্থ আগমন করিবে। আজ আমার তাহাদের প্রত্যুদ্গামন করা উচিত। তৎপর ভগবান আকাশপথে চন্দ্রভাগা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যেই ঘাট দিয়া আসিবেন তাহারই সম্মুখে শাস্তা এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া ষড়রশ্মি ছড়াইয়া দিলেন। তাঁহারাও সেই ঘাটে আসিয়া চতুর্দিকে বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ দেখিয়া মনে করিলেন যে, 'আমরা যেই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, নিশ্চয় ইনিই সেই ভগবান।' তখনই অবনতশিরে অতি গৌরবের সহিত ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা ভগবানের পদ স্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন এবং সহস্র অমাত্য সহিত উপবেশন করিলেন। তখনই সকলে ভগবানের নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্তফল লাভ করিলেন ও প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে ঋদ্ধিময়ী প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। পরে শাস্তা সহস্র ভিক্ষু

লইয়া আকাশপথে জেতবনে আসিলেন। একদিবস ভগবান তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, কপ্পিন ভিক্ষু তোমাদিগকে ধর্মোপদেশ দেয় কি? না ভগবান। উনি কেবল ধ্যানসুখেই অবস্থান করিতেছেন। ভগবান তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'কপ্পিন, তোমার এইরূপ করা উচিত নয়।' আজ হইতে সকলকে ধর্মোপদেশ দাও। স্থবির বুদ্ধের উপদেশে সম্মতি প্রদান করিয়া ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। একদা তাঁহার একটিমাত্র উপদেশে এক সহস্র লোককে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদর্শনে ভগবান তাঁহাকে উপদেষ্টা ভিক্ষুদের সর্বোচ্চ পদ প্রদান করিলেন। একদিন ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিয়া নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করিলেন। ভিক্ষুণীরা তাঁহার উপদেশে থাকিয়া সদর্থ পরিপূর্ণ করিলেন।

৫৪৭. যে ব্যক্তি নিজের হিতাবহ ও অহিতাবহ দুইটি কার্য না আসিবার (সম্পাদন না করিবার) পূর্বে প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা দর্শন করে, তাহা হইলে হিতৈষী-অহিতৈষী ব্যক্তি তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পায় না।

৫৪৮. বুদ্ধ যেমন দেশনা করিয়াছেন, তেমন যাহার আশ্বাস-প্রশ্বাস ভাবনা পরিপূর্ণ সুভাবিত, যথাক্রমে পরিচিত, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এ জগতে অবিদ্যা ক্লেশ বিমুক্ত হইয়া জ্ঞান-প্রভাবে সংস্কার লোকে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৫৪৯. পঞ্চ নীবরণ অভাবে আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, প্রমাণকর কামরাগাদি বিনষ্ট হওয়ায় অপ্রমাণ নির্বাণ আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমার সমস্ত ক্লেশ নিগৃহীত হইয়া পূর্বান্তদিক প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৫০. জ্ঞানবান ব্যক্তি ধনক্ষয় হইলেও সন্তোষের সহিত পবিত্র জীবনযাপন করে। অজ্ঞানী ব্যক্তি সম্পত্তি লাভ করিলেও প্রজ্ঞার অভাবে উহা বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাই সুখে জীবনযাপন করিতে পারে না।

৫৫১. প্রজ্ঞা শ্রুত বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করিতে পারে; প্রজ্ঞা কীর্তি সম্মান শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রজ্ঞাসমাহিত ব্যক্তি এই পঞ্চস্কন্ধ আয়তনে নিরামিষ বা অনাবিল সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

৫৫২. এই জন্ম-মৃত্যু স্বভাব অধুনাগত নহে। নিত্য ইহার উৎপত্তি আছে বলিয়া আশ্চর্য বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

সেই কারণে যেই সত্ত্বের জন্ম হয়, তাহার যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

৫৫৩. জন্মের অনন্তরেই প্রাণীর মৃত্যু ধ্রুবভাবে রহিয়াছে। এ জগতে উৎপন্ন মাত্রেই সত্ত্ব মরিতেছে। ইহা প্রাণীসমূহের স্বাভাবিক ধর্ম।

৫৫৪. পরপুরুষদের পক্ষে মৃত ব্যক্তির জীবন লাভার্থ যে রোদন উহাতে মৃতের জীবন লাভ হওয়া দূরে থাকুক, কাহারও কোনো অর্থই লাভ হয় না। মৃতের জন্য রোদন করিলে ইহাতে যশ-বিশুদ্ধি লাভ কিছুই হয় না, ইহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

৫৫৫. রোদনকারীর চক্ষু ও শরীর উপহত হয় এবং বর্ণ-বল-মতি পরিহীন হয়, তাহার চারিদিকের শত্রুরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। উহাতে তাহার হিতৈষীরা সুখী হইতে পারে না।

৫৫৬. তদ্ধেতু মেধাবিগণ বহুশ্রুত ব্যক্তিকে কুলপুরোহিত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিবে, মেধাবীগণের প্রজ্ঞাবলে জলপূর্ণ নদী যেমন নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তেমন কুলপুত্রগণ নিজের কর্মশক্তি-প্রভাবে নির্বাণরূপ পার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২৩৬. চুলপন্থক স্থবির

অষ্টক নিপাতে 'মহাপন্থক স্থবিরের' উপাখ্যানে ইঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে বিশেষত্ব এই : মহাপন্থক অর্হৎ হইয়া শ্রেষ্ঠফল সুখে অবস্থানপূর্বক চিন্তা করিলেন, 'আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুলপন্থককে কী প্রকারে এই সুখে প্রতিষ্ঠিত করিব' তখন তিনি মাতামহ ধনশ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'যদি মহাশ্রেষ্ঠী আদেশ করেন, আমি চুলপন্থককে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব।' শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'ভন্তে, আপনি তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' স্থবির তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তিনি দশশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভ্রাতার নিকটে একটি গাথা চারি মাসে মুখস্থ করিতে পারিলেন না। এই শিখে এই ভুলিয়া যায়। তখন স্থবির বলিলেন, 'দেখ পন্থক, তুমি এই শাসনে অন্ধতুল্য, চারি মাসে একটি গাথা শিক্ষা করিতে পারিতেছ না, আর কখন প্রব্রজ্যাকৃত্যের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।' সুতরাং 'তুমি এখনি চলিয়া যাও।' তিনি স্থবির দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। তখন ভগবান জীবকের আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। জীবক একজন লোককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত ভগবানকে নিমন্ত্রণ কর।' সেই সময় আয়ুষ্মান মহাপন্থক 'ভক্তুদ্দেশক' অর্থাৎ নিমন্ত্রণ গ্রহীতা ছিলেন। তিনি চুলপন্থককে বাদ দিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুলপন্থক তাহা শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলেন। ভগবান তাঁহার ক্ষোভের বিষয় জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'কৌশলে সে আমার সমস্ত বিষয় জানিতে সমর্থ হইবে। তৎপর ভগবান তাহার অনতিদূরে যাইয়া দেখা দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'পন্থক, তুমি রোদন করিতেছ কেন?' 'ভন্তে, আমার ভ্রাতা আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে।' 'পন্থক, তুমি কোনো চিন্তা করিও না; আমার শাসনেই তোমার প্রব্রজ্যা। এদিকে আস, দেখ, এই বস্ত্রখণ্ড মর্দন করিয়া 'রজঃহরণ রজঃহরণ' শব্দে মনোনিবেশ কর।' তিনি বুদ্ধের আদিষ্ট নিয়মে বস্ত্রখণ্ড মর্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুই হস্তের সংঘর্ষণে বস্ত্রখণ্ড এমন ময়লা হইয়া উঠিল যে অন্নপাত্র মুছিবার ন্যাকড়ার ন্যায় অতিশয় মলিন হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, 'এই বস্ত্রখণ্ড স্বভাবত পরিষ্কৃত ছিল, অথচ এই দেহের আশ্রয়ে ময়লা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই দেহই অনিত্য, তখনই তাঁহার বিদর্শনজ্ঞান উৎপন্ন হইল এবং প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপিটকে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হইল। এদিকে ভগবান চারশত নিরানব্বই জন ভিক্ষু লইয়া জীবকগৃহে ভোজনার্থ উপস্থিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপন্থক চুলপন্থকের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া তিনি তথায় যান নাই। জীবক যাগু পরিবেশন করিতে আসিলে যখন শাস্তা হাত দ্বারা পাত্র ঢাকিয়া রাখিলেন, তখন জীবক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, কেন যাগু গ্রহণ করিতেছেন না?' জীবক, বিহারে একজন ভিক্ষু আছে। তিনি একজন লোককে বলিয়া দিলেন যে, 'যাও, বিহারে যাইয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুকে লইয়া আস।' সেই সময় চুলপন্থক নিজের প্রতিকৃতি তুল্য এক সহস্র ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে নির্মাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি বিহারে যাইয়া বহুভিক্ষু দর্শনে ফিরিয়া গিয়া জীবককে বলিল, এই ভিক্ষুদের চেয়েও অতিবেশি ভিক্ষু বিহারে আছেন, আমি আর্যকে জানিতে পারিলাম না। জীবক শাস্তাকে বলিলেন, 'ভন্তে, বিহারে যে ভিক্ষু আছেন, তাঁহার নাম কী?' জীবক, তাহার নাম চুলপন্থক। 'হে দূত, তুমি পুনরায় বিহারে যাইয়া চুলপন্থক ভিক্ষুকে জানিয়া লইয়া আস।' সে বিহারে যাইয়া যখনই জিজ্ঞাসা করিল যে, চুলপন্থক কে? তখনই সহস্রজন ভিক্ষু বলিয়া উঠিল, 'আমি চুলপন্থক, আমি

চুলপন্থক।' পুনঃ দূত ফিরিয়া গিয়া সেই বৃত্তান্ত বলিল। ভগবান বলিলেন, তবে আবার যাও, যে প্রথম বলিবে 'আমি চুলপন্থক' তুমি তাঁহাকে বলিবে 'শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন' এই বলিয়া চীবরের কোনায় ধরিবে।' সে বিহারে যাইয়া তাহাই করিল। তখনই নির্মিত ভিক্ষুরা অন্তর্হিত হইল। সেই দূত স্থবিরকে লইয়া যখন জীবকের বাড়িতে পৌঁছিল, তখন শাস্তা যাগু গ্রহণ করিলেন। ভগবান ভোজনান্তে বিহারে আসিলেন। ভিক্ষুরা ধর্মসভায় আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, 'অহো! বুদ্ধগণের কী প্রভাব, যিনি চারি মাসে একটি গাথা শিখিতে পারেন নাই, ভগবান তাঁহাকে অল্পক্ষণের মধ্যে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ভগবান ভিক্ষুদের আলোচনা শুনিয়া ধর্মসভায় গমনপূর্বক বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, চুলপন্থক আমার উপদেশে এখন যে লোকোত্তর দায়াদ হইয়াছে এমন নহে, পূর্বজন্মেও লৌকিক দায়াদ হইয়াছিল।' ভগবান তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া চুলপন্থক জাতক বলিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে 'তাঁহার অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া কীরূপে সত্যলাভ করিলেন' উহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গাথা প্রসঙ্গে ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন।

৫৫৭. আমার বুদ্ধি বড় মোটা ছিল, পৃথগ্জন সময়ে আমার স্মৃতি দুর্বল ছিল। 'তুমি এখন তোমার মাতামহের ঘরে যাও' বলিয়া, আমার ভ্রাতা আমাকে বাহির করিয়া দিলেন।

৫৫৮. আমি ভ্রাতা দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া সংঘারামের দ্বারপ্রকোষ্ঠের সমীপে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা ত্যাগ না করিবার ইচ্ছায় দুঃখিত চিত্তে তথায় দাঁড়াইয়া ছিলাম।

৫৫৯. ভগবান তথায় আগমন করিলেন। আমার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং বাহুতে ধরিয়া সংঘারামে প্রবেশ করাইলেন।

৫৬০. শাস্তা আমার প্রতি দয়া করিয়া ঋদ্ধি নির্মিত পদ মুছিবার এক টুকরা খণ্ড বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, এই শুদ্ধ বস্ত্র 'রজঃহরণ রজঃহরণ' বলিয়া চিত্তে সম্যকরূপে ধারণ কর।

৫৬১. আমি ভগবানের বচন শুনিয়া শাস্তার শাসনে অর্থাৎ ধ্যানে রত হইলাম। উত্তমার্থ বা অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির জন্য মার্গ পাটি পাটি সমাধি সম্পাদন করিলাম।

৫৬২. আমি পূর্বজন্মে কোথায় ছিলাম তাহা জানিতেছি,

আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইল। ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম এবং বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইলাম।

৫৬৩. পন্থক নিজকে সহস্রভাগে ঋদ্ধিবলে নির্মাণ করিয়া রমণীয় আম্রবনে পিণ্ডচারণকাল পর্যন্ত বসিলেন।

৫৬৪. তৎপর শাস্তা সময় জ্ঞাপক দূত পাঠাইলেন। কাল বিজ্ঞাপিত হইলে আমি আকাশপথে উপস্থিত হইলাম।

৫৬৫. আমি ভগবানের পদ বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলাম। শাস্তা আমি বসিয়াছি জানিয়া খাদ্যভোজ্য গ্রহণ করিলেন।

৫৬৬. সমস্ত লোকের শ্রেষ্ঠ দাক্ষিণেয়, দক্ষিণা-আহুতি প্রতিগ্রাহক ও মনুষ্যগণের পুণ্যক্ষেত্র খাদ্য-ভোজ্যরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন।

২৩৭. কপ্প স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ধনাঢ্যকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বিচিত্র বর্ণ বস্ত্র, আভরণ, মণিরত্ন, পুষ্পদাম, মালাদি দ্বারা কল্পবৃক্ষ অলংকৃত করিয়া ভগবানের স্তূপপূজা করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে মণ্ডলিক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন। তিনি অতিশয় কামাসক্ত ছিলেন। একদা ভগবানের জ্ঞান-জালে তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া 'সে কী ফল প্রাপ্ত হইবে ভগবান চিন্তা করিলেন।' দেখিলেন যে, সে তাঁহার নিকট অশুভ কথা শুনিয়া কামের প্রতি বীতস্পৃহ হইবে এবং প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভগবান আকাশপথে তথায় গমন করিয়া গাথা প্রসঙ্গে অশুভ কথা বলিলেন। তিনি ভগবানের মুখে শরীরের পরিণামমূলক ধর্ম কথা শুনিয়া নিজের কায়ের প্রতি ঘৃণা ও সংবেগ উৎপাদন করিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। ভগবান সমীপস্থ ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু যাও, এই ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা দিয়া লইয়া আস।' সেই ভিক্ষু তাঁহাকে 'ত্বক-পঞ্চক' কর্মস্থান দিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করেন।' তিনি খুর দ্বারা কেশ ছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বুদ্ধভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করেন।

৫৬৭-৫৭৩. এই দেহ কেশ-লোমাদি নানা প্রকার ময়লাপূর্ণ;

বিষ্ঠা-কূপতুল্য মাতৃকুক্ষিতে উৎপন্ন; উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার পুরাতন স্থান তুল্য; মহাগণ্ড সদৃশ; মহাব্রণযুক্ত; পূষ-রক্তপূর্ণ; বিষ্ঠাকূপ দ্বারা পূর্ণ অর্থাৎ বিষ্ঠাকূপ হইতে নির্গত; জলধাতু নিঃসরণশীল এই কায়; সর্বদা পিত্তাদি পূতিগন্ধ নির্গত হয়; ষাটখানি মহাস্নায়ুর সহিত সম্বন্ধ; মাংস দ্বারা লিপ্ত ও নয়শত পঞ্চাশটি মাসংপেশী দ্বারা উপলিপ্ত; চর্ম কঞ্চুক তুল্য প্রতিচ্ছন্ন এই পূতিকায়ের কোনো প্রয়োজন নাই; ত্রিশতাধিক অস্থি দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ; নয়শত স্নায়ুসূত্র দ্বারা নিবদ্ধ; চারি মহাভূত-জীবিতেন্দ্রিয়-আশ্বাস-প্রশ্বাস ও বিজ্ঞানাদির সমবায়ে গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; মৃত্যুরাজের বা মৃত্যুর নিকটে সর্বদা বা একান্তই অবস্থিত; মানব ইহ জগতেই এই দেহ ত্যাগ করিয়া যথারুচি স্থানে চলিয়া যায়। অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত শরীর, অভিধ্যাদি গ্রন্থি দ্বারা গ্রথিত। এই কায় কামাদি স্রোতে নিমগ্নশীল; কামাদি অনুশয়জালে অভিভূত বা আবদ্ধ; মোহ-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।

৫৭৪. পূর্বোক্ত নিয়মে এই কায় প্রবর্তিত হয়, সুখ দুঃখমূলক কর্মরূপ যন্ত্রে যন্ত্রিত হয়। সম্পত্তি মাত্রেই বিপত্তিকাল পর্যন্ত, দেহ নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৫৭৫. যে অন্ধ-মূর্খ পৃথগ্জনগণ এই কায়াকে ভালোবাসে বা কায়ে আসক্ত হয়, তাহারা ভীষণ নরকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে ও পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

৫৭৬. যাহারা এই কায়াকে বিষ্ঠালিপ্ত সর্পের ন্যায় বিবর্জন করে, তাহারা ভবমূলকে বমি করিয়া বা ত্যাগ করিয়া আসববিহীন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকে।

২৩৮. উপসেন স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের নিকট গমন করিয়া যখন ধর্ম শ্রবণ করিতেছিলেন, শাস্তা তখন একজন ভিক্ষুকে সর্বত্র প্রসন্নতালাভীর শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়োগ করিতেছেন দেখিয়া নিজেও সেই পদ প্রার্থনা করিলেন এবং যাবজ্জীবন কুশলকার্য করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় নালক গ্রামে রূপাসারি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নাম ছিল উপসেন। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। পরে

ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। উপসম্পদার এক বৎসর পরে 'আর্য গর্ভবৃদ্ধি করিব' ভাবিয়া একজন ভিক্ষু শিষ্য গ্রহণপূর্বক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহার শিষ্যকে দেখিয়া নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, 'হে তুচ্ছ পুরুষ, তুমি অতিশীঘ্র বহুলতায় রত হইয়াছ কেন?' তিনি ভাবিলেন, 'আজ যেই পুরুষের দ্বারা বুদ্ধ কর্তৃক আমি তিরস্কৃত হইলাম, সেই পুরুষের দ্বারাই ভগবানের প্রশংসা লাভ করিব।' তৎপর দৃঢ়বীর্যের সহিত ভাবনা করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নিজে সমস্ত ধুতাঙ্গ পালন করিতে লাগিলেন এবং অপরকে ধুতাঙ্গ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাই তাঁহাকে ভগবান সর্বত্র প্রসন্নতালাভীর শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়োগ করিলেন। যখন কৌশম্বীবাসী ভিক্ষুদের কলহ উৎপন্ন হয়, তখন এক ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে 'বিবেকবাস হইতে স্বীয় সদাচারই শ্রেয়' এই সম্বন্ধে গাথা ভাষণ করিলেন।

৫৭৭. ভিক্ষু কর্মস্থানে চিত্তাভিনিবিষ্ট কারণে বিবিক্ত, শব্দহীন, হিংস্রজন্তু সেবিত শয্যাসন সেবন করিবে।

৫৭৮. আবর্জনাপুঞ্জ, শ্মশান কিম্বা রাস্তা হইতে বস্ত্র আহরণপূর্বক সেই বস্ত্র দ্বারা সজ্ঘাটি নির্মাণপূর্বক শেলাই ও রঞ্জন দ্বারা বিরূপ করিয়া চীবর ধারণ করিবে।

৫৭৯. ভিক্ষু চক্ষুদ্বারাদি সংযম করিয়া হস্তপদ বিকৃত না করিয়া ও মান-চিত্ত ত্যাগ করিয়া ঘর পাটি-পাটি প্রত্যেক ঘরে পিণ্ডচারণ করিবে।

৫৮০. অন্ন ও খারাপ খাদ্যভোজ্য পাইলেও সন্তুষ্ট থাকিবে। অন্য বহু রস ইচ্ছা করিবে না। রস-গৃধ্ন ভিক্ষুর চিত্ত ধ্যানে রমিত হয় না।

৫৮১. মুনি বা ভিক্ষু ইচ্ছাহীন, সন্তুষ্টিপরায়ণ, প্রবিবিক্ত হইয়া বাস করিবে এবং গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়ের সহিত সংসর্গ করিবে না।

৫৮২. নিজে জড়-মূক না হইয়া অথচ তদ্রূপ দেখাইবে। পণ্ডিত ভিক্ষু সংঘমধ্যে অধিক কথা বলিবে না অর্থাৎ মিতভাষী হইবে।

৫৮৩. সেই ভিক্ষু কাহাকেও ভালো-মন্দ কোনো কথা বলিবে না ও শরীর দ্বারা কাহাকেও নিষ্পীড়ন করিবে না। প্রাতিমোক্ষ-শীলে সংযত হইবে। ভোজনে মাত্রজ্ঞ হইবে।

৫৮৪. সেই ভিক্ষু সুন্দররূপে বা মনোযোগের সহিত সমাধি

নিমিত্ত গ্রহণ করিবে। সঙ্কীর্ণ-উদ্ধত চিত্ত দমনে সুদক্ষ হইবে। শমথ ভাবনায় রত হইবে। যথাসময়ে বিদর্শন ভাবনা করিবে।

৫৮৫. সতত বীর্যবান হইবে ও ধ্যানরত থাকিবে। পণ্ডিত ভিক্ষু দুঃখান্ত বা নির্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

৫৮৬. এই ভাবে বাস করিয়া শুদ্ধিকামী ভিক্ষুর সমস্ত আসব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও নির্বাণ লাভ হইয়া থাকে।

২৩৯. অপর গৌতম স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বেই শ্রাবস্তীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদে পারদর্শী হইয়া তর্কশাস্ত্রে অতিশয় দক্ষতা লাভ করেন। তর্কে তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও না পাইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন আমাদের ভগবান ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া যশ স্থবির প্রমুখ বহু শিষ্য লাভ করিয়াছেন। তৎপর অনাথপিণ্ডিকের প্রার্থনায় শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ তথায় ভগবানের ধর্ম শুনিয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করেন। ভগবান একজন ভিক্ষু দ্বারা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন। কেশ ছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে কোশল জনপদে দীর্ঘদিন বাস করিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে আসিলেন। তাঁহার বহু জ্ঞাতি ছিল। তাহারা শুদ্ধিবাদী। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ‘কী প্রকার আচরণ করিলে সংসারে শুদ্ধি লাভ করা যায়।’ স্থবির তাহা প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। তাঁহার গাথা শুনিয়া ধনাঢ্য ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইল এবং ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৫৮৭. বিজ্ঞ পুরুষ বিচারপূর্বক নিজের ভালো-মন্দ জ্ঞাত হইবে এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বচন ও বুদ্ধবচন প্রজ্ঞাচক্ষুযোগে দর্শন করিবে। প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে যাহা প্রতিরূপ বা উপযোগী, তাহাও দর্শন করিবে।

৫৮৮. এই বুদ্ধশাসনে কল্যাণমিত্রের সেবা, বিপুল জ্ঞান লাভ, গুরুবর্গের বাক্য রক্ষা করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৮৯. বুদ্ধের প্রতি গৌরব, আর্যধর্মের পূজা, আর্যসংঘের সম্মান-সৎকার করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯০. আচার-গোচরে যুক্ত হওয়া, জীবিকা-বিশোধন করা, অগর্হিত জীবনযাপন করা, চক্ষু প্রভৃতি দ্বারে ও রূপাদি

নিমিত্তে লোভ উৎপাদন না করিয়া চিত্তকে সুরক্ষা করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯১. সদাচরণে চারিত্রশীল পূর্ণ করা, বিরতি দ্বারা বারিত্রশীল পূর্ণ করা, গমনাগমনাদিতে সংযত হওয়া, শমথ-বিদর্শন ভাবনায় চিত্তকে নিবিষ্ট করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯২. অরণ্যে, বিবিক্ত শয্যাসনে, শব্দবিহীন স্থানে মুনির বা ভিক্ষুর গমন করা কর্তব্য, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯৩. চারি পরিশুদ্ধি-শীল, বহুশ্রুতভাব, যথাভূতরূপে রূপারূপ ধর্মসমূহের পরিবীমাংসা, আর্যসত্যসমূহের উপলব্ধি, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯৪. ভিক্ষু অনিত্য, অনাত্ম ও অশুভসংজ্ঞা ভাবনা করিবে, ত্রৈভূমিক সংস্কারের অনভিরতি সংজ্ঞা উৎপাদন করিবে, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯৫. সপ্তবোধ্যঙ্গ, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, অষ্টাঙ্গ মার্গচর্যা ভাবনা করিবে, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

৫৯৬. মুনি তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিবে, সমূল আসবসমূহ বিদলিত করিবে, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া বাস করিবে, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী।

দশক নিপাতে সাতজন স্থবির ৭০টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

দশক নিপাত সমাপ্ত।

একাদশ নিপাত

২৪০. সঙ্কিচ্চ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গর্ভে থাকিতেই তাঁহার মাতা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া দাহন করিলেও গর্ভাশয় দগ্ধ হয় নাই। মনুষ্যেরা শূল দ্বারা মৃতদেহ বিদ্ধকালে গর্ভস্থিত বালকের অক্ষিপ্রান্তে আঘাত লাগে। তাহারা সেই গর্ভাশয় জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত করিয়া প্রস্থান করে। পরে কুক্ষিপ্রদেশ দগ্ধ হইয়া অঙ্গারের উপরে সুবর্ণ বিম্বসদৃশ বালক পদ্মগর্ভে শায়িতবৎ পড়িয়া থাকে। যেই সত্ত্ব অন্তিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে সুমেরু পর্বত দ্বারা চাপা দিলেও অর্হত্তফল প্রাপ্ত না হইয়া মরিবে না। পরদিন শ্মশানে গমনকারী মনুষ্যেরা সেই শায়িত বালককে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যন্বিত হয়। তাহারা বালককে গ্রামে আনিয়া নৈমিত্তিককে ইহার শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করে। নৈমিত্তিক বলিল, 'যদি এই বালক গৃহে বাস করে, সপ্তকুল দরিদ্র হইবে। যদি প্রব্রজিত হন, পঞ্চশত শ্রমণ পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিবে।' তাহা শুনিয়া জ্ঞাতিগণ বলিল, তাহাই হউক। 'বালক বয়স্ক হইলে আমাদের আর্য সারিপুত্র স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব।' শঙ্কু দ্বারা অক্ষিপ্রান্ত ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বালকের নাম রাখিল 'সঙ্কিচ্চ।' যখন তাহার বয়স সাত বৎসর, তখন সে জানিতে পারিল যে তাহাকে গর্ভে লইয়াই তাহার মাতার মৃত্যু হয়।' এই বিষয়ে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে। জ্ঞাতিগণ বলিল, 'ভালো বাছা, তাহাই হউক।' তাহাকে ধর্মসেনাপতির নিকটে নিয়া প্রার্থনা করিল, 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' স্থবির তাহাকে 'ত্বক পঞ্চক' কর্মস্থান দিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তাহার কেশছেদনকালেই অর্হত্তফল প্রাপ্তি ঘটে। তৎপর ত্রিশজন ভিক্ষু লইয়া অরণ্যে গমন করেন। একদা সেই ভিক্ষুদিগকে চোরকবল হইতে রক্ষা করিয়া চোরদিগকে মৈত্রীবলে দমনপূর্বক প্রব্রজ্যা দান করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি বহু ভিক্ষু সহিত বিহারে বাস করিতেছিলেন। একদিন ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে তিনি অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছায় ভিক্ষুদের অনুমতি চাহিলেন। এমন সময় তাঁহার এক ভক্ত উপাসক তাঁহার সেবার্থ প্রার্থনা প্রসঙ্গে একটি গাথা বলিলেন। তিনি উপাসকের প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথাসমূহ ভাষণ করিলেন।

৫৯৭. হে শ্রামণের, এই বর্ষাকালে উজ্জুহান নামক অস্বাস্থ্যকর পর্বতে তোমার কী প্রয়োজন? এই ভীষণ ঝটিকার সময় তথায় বাস তোমার রমণীয় (সুখকর) হইবে কি? ধ্যানীর পক্ষে নির্জন গুহাই বিবেকজনক বা উপযুক্ত স্থান।

উপাসকের গাথা শ্রবণে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন :

৫৯৮. যেমন বর্ষাকালে ভীষণ ঝটিকা প্রবাহে মেঘমালা অপসারিত করে, তেমন বিবেক-প্রতিসংযুক্ত বনই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

৫৯৯. অণ্ডজাত কৃষ্ণবর্ণ কাক যেমন শ্মশানাশ্রয়ে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বিচরণ করে, তেমন আমার চিত্তে বিরাগাশ্রিত 'কায়গতস্মৃতি' কর্মস্থান-মার্গ উৎপন্ন হইতেছে।

৬০০. মৈত্রীবিহারী ও বস্তুকামে অলোভী প্রব্রজিতকে যেমন অন্য সেবকেরা রক্ষা করে না, তেমন যেকোনো প্রব্রজিত নিরুপদ্রব কারণে অন্য কাহাকেও ইচ্ছা করে না। কাম্যবস্তুসমূহে একান্ত নিরপেক্ষ ভিক্ষু গ্রামে বা অরণ্যে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়া থাকে।

৬০১. অগম্ভীর পরিষ্কৃত জলসম্পন্ন, মহৎ শিলা বিস্তৃত, গরুর ন্যায় লাঙ্গুলবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ বানরযুত ও শৈবালাচ্ছাদিত শীতলজল পূর্ণ সেই শৈলসমূহ আমাকে আনন্দ দান করে।

৬০২. সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ সমাকুল অরণ্যে, কন্দরে, গুহায় ও জনমানবহীন শয্যাসনে আমি পূর্বেও বাস করিয়াছি।

৬০৩. এই বন্য প্রাণীসমূহকে কেহ তীর দ্বারা হত্যা করুক, মুষ্টিযুদ্ধে বধ করুক, যে কোনো উপায়ে দুঃখ উৎপাদন করুক, এইরূপ ক্রোধসংযুক্ত এবং অনার্যাচরিত হিংসামূলক পাপসংকল্প বা মিথ্যা বিতর্ক আমার মনে কোনোদিন উদিত হইয়াছে কি না আমি জানি না।

৬০৪. আমা দ্বারা শাস্তার উপদেশ-অনুশাসন উপাসিত হইয়াছে, আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি, আমি গুরুভার বিশিষ্ট পঞ্চস্কন্ধাদি নামাইয়া রাখিয়াছি ও আমি ভবতৃষ্ণা সমুহত করিয়াছি।

৬০৫. আমি যে কারণে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আমার সমস্ত

ভবতৃষ্ণা পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

৬০৬. এখন আমি মরণকে ইচ্ছা করি না, চিরজীবন লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না। ভৃত্য যেমন কেবল দিন গণিয়া বেতনের অপেক্ষায় থাকে, আমিও তেমন পরিনির্বাণ লাভের অপেক্ষায় আছি।

৬০৭. আমি মরণকে অভিনন্দন করি না, দীর্ঘ জীবনকেও অভিনন্দন করি না। কেবল জাগ্রত স্মৃতিতে অবহিত হইয়া পরিনির্বাণ লাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

একাদশ নিপাতে একজন স্থবির **১১**টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

একাদশ নিপাত সমাপ্ত।

দ্বাদশক নিপাত

২৪১. সীলব স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহুজন্ম কুশল সঞ্চয়ের পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সীলব কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় প্রচণ্ড মত্তহস্তী তাঁহার উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু হস্তীর আক্রমণে তাঁহার মৃত্যু হইল না দেখিয়া রাজা আরও বহুবিধ হত্যা কৌশল উদ্ভাবন করেন। কিন্তু কুমারের এই শেষ জন্ম, অর্হত্ত্বফল অপ্রাপ্তে তাঁহাকে হত্যা করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তাই রাজার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভগবান এমন পুণ্যবানের উপর মহাবিপদ দেখিয়া মোদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে আদেশ দিলেন যে, 'তুমি সীলব কুমারকে লইয়া আস।' স্থবির ঋদ্ধিবলে কুমারকে হস্তীপৃষ্ঠে চড়াইয়া বুদ্ধের সম্মুখে হাজির করিলেন। কুমার হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া শাস্তার চরণে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক একান্তে বসিলেন। ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্ম শ্রবণে কুমারের শ্রদ্ধা জাগ্রত হইল। পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। যখন তিনি কোশলরাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন অজাতশত্রু পুনরায় তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় কয়েকজন ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। ঘাতকেরা সীলব স্থবিরের মুখে ধর্ম শুনিয়া সংবিগ্ন হৃদয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। স্থবির তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করেন।

৬০৮. এই সত্ত্বলোকে আত্মহিতকামী কুলপুত্র 'চারিত্র-বারিত্র' শীলকে শিক্ষা বা পূর্ণ করে। সে শিক্ষা করিলেও পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধভাবে উহাতে সুশিক্ষিত হয়, কারণ এই শীল উত্তমরূপে সেবিত হইলে সমস্ত (দেবত্ব-ব্রহ্মত্ব-মোক্ষত্ব) সম্পত্তি আনয়ন করে।

৬০৯. মেধাবী উক্ত ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনা করিয়া শীল রক্ষা করে ও ব্রতাদি পূর্ণ করে। সে ইহকালে প্রশংসা, বিত্ত, সন্তুষ্টি লাভার্থ ও পরকালে স্বর্গে পঞ্চকাম সুখ লাভার্থ শীল রক্ষা করে।

৬১০. কায়সংযমের দ্বারা শীলবান বহু মিত্র লাভ করে, পাপকর্ম দ্বারা দুঃশীল মিত্রদিগকে ধ্বংস করে।

৬১১. দুঃশীল ব্যক্তি নিন্দা ও অকীর্তির ভাজন হয়, শীলবান প্রশংসা ও সুকীর্তি অর্জন করিয়া থাকে।

৬১২. কুশলধর্মসমূহের মধ্যে শীল আদি বা প্রথম। সেই শীল উত্তম জ্ঞানার্জনের আধারস্বরূপ ও 'শমথ-বিদর্শন' সাধনার মাতৃতুল্য বা জননীস্বরূপ। তাই পবিত্র ধর্মসমূহের মূলভূত বলিয়া আদিতে শীলকে সম্পূরণ করিবে।

৬১৩. সংযমশীল দুশ্চরিত্র নিবারণের বেলা বা সীমা স্বরূপ, মনস্তুষ্টি সাধক। সমস্ত বুদ্ধগণের নির্দেশমতে নির্বাণ মহাসমুদ্রের অবগাহন তীর্থস্বরূপ।

৬১৪. সেই কারণে শীল পালনে মনোযোগী হইবে। মারসৈন্য মর্দনে শীলরূপ সৈন্যসদৃশ আর অন্য সৈন্য নাই, তৃষ্ণাছেদনকালেও শীলরূপ অস্ত্রই উত্তম, শরীরের শোভাবৃদ্ধি কারণে শীলাভরণই শ্রেষ্ঠ, জীবন রক্ষণে শীলরূপ কবচই অভেদ্য।

৬১৫. অপায় অতিক্রম কারণে শীলরূপ সেতু মহাশক্তিশালী, সর্বদিক সুগন্ধ করণে শীলরূপ গন্ধই অনুত্তর, শীলরূপ বিলেপনই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই শীলগন্ধ দশদিকে প্রবাহিত হয়।

৬১৬. শীলরূপ সম্বল অগ্র, শীলরূপ পাথেয় উত্তম, শীলরূপ বাহনই নিরাপদ যান। তৎপ্রভাবে স্বর্গ-ব্রহ্মাদিতে সুখেই গমন করিতে পারে।

৬১৭. দূষিতচিত্ত ব্যক্তি ইহকালে নিন্দা ও পরকালে নরক ভোগ করিয়া থাকে। শীল পালনে অমনোযোগী দুর্মনা, অজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোকে লোকের তাড়না ও পরলোকে যমের তাড়না ভোগ করিয়া থাকে।

৬১৮. সুচিত্তপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে সুকীর্তি ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করে। শীলপালনে সুসমাহিত, সুমন, ধীর ব্যক্তি ইহ-পরলোকে বিবিধ শান্তিসুধা উপভোগ করে।

৬১৯. ইহলোকে শীল পালনই অগ্র, প্রজ্ঞাসাধন উত্তম, দেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে শীলকে আদিতে এখানে গৃহীত বলিয়া প্রজ্ঞার চেয়ে শীলের জয়ই প্রধান। স্থবির এই শীল দেশনা দ্বারা নিজের অর্হত্ত্বফল প্রকাশ করিলেন।

২৪২. সুনীত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু জন্ম দেব-মনুষ্যকুলে পুণ্য সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধশূন্যকালে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে কয়েকজন অসৎ বন্ধুর সংসর্গে পড়িয়া এক পচ্চেক বুদ্ধকে বলিল, 'কিহে, সর্বদা ব্রণ ঢাকিয়া রাখার ন্যায় সমস্ত শরীর চীবরাবৃত করিয়া ভিক্ষাচরণ কর কেন? তুমি কি কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা জীবনযাপন করিতে পার না? যদি তাহাও করিতে না পার ঘরের বিষ্ঠা-মূত্রাদি বাহির করিয়া আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ কর না কেন?' এই প্রকার আক্রোশ করার ফলে মরণান্তে তাহার নরক প্রাপ্তি হয়। বহুকাল নরক যন্ত্রণা ভোগের পর মনুষ্যলোকে পুষ্পাবর্জনাত্যাগী নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। বহুজন্ম নীচকুলে আবর্জনা পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় আবার আবর্জনা শোধনকারীর কুলে জাত হইয়া নীচকর্মে জীবনযাপন করে। এই জন্মে অন্ন-বস্ত্রাভাবে বড়ই দুঃখ পাইতে থাকে।

তৎপর ভগবানের করুণাচক্ষে সে পতিত হইল। বুদ্ধ দেখিলেন যে, 'ঘটে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপতুল্য তাহার দেহরূপ ঘটে অর্হত্ত্ব শিখা জ্বলিতেছে।' রাত্রি প্রভাত হইলে শাস্তা ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে পিণ্ডার্থ প্রবেশপূর্বক সুনীত যেই রাস্তায় ময়লা পরিষ্কার করিতেছিল, সেই রাস্তায় উপনীত হইলেন। সুনীত আবর্জনা-ভার স্কন্ধে লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত শাস্তাকে আসিতে দেখিয়া সে আকুল হৃদয়ে ইতস্তত করিতে লাগিল। অন্যপথেও লুকাইবার সুযোগ না পাইয়া আবর্জনার ভারটি এক প্রাচীরের কিনারায় রাখিয়া দিল এবং একটি গলিতে প্রবেশপূর্বক প্রাচীরের সঙ্গে এমন ভাবে শরীর লাগাইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সে প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া পলাইতে পারিল না। তথাপি ভগবান তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'এই সুনীত বুঝিতে পারে নাই যে আমি তাহার মঙ্গলার্থ আসিয়াছি, অথচ সে হীন কর্মের দরুন আমার সম্মুখে আসিতেও লজ্জানুভব করিতেছে।' তাহার অন্তরের সঙ্কীর্ণতা এখনি দূর করিয়া দিব। শাস্তা এই ভাবিয়া ব্রহ্মস্বরে বিনন্দিত জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, 'সুনীত, এই দুঃখময় জীবনে তোমার লাভ কী! তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে কি?' সুনীত শাস্তার অমৃতবাণীতে অভিষিক্ত হইল, তাহার হৃদয় প্রীতিতে পূর্ণ হইল। আর থাকিতে না পারিয়া মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, 'ভগবন, আমার ন্যায় অধম যদি প্রব্রজ্যার অধিকারী হয়, কেন আমি এই সম্পদের অধিকারী হইব

না, দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' শাস্তা অমনি 'আস ভিক্ষু, বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। সে এই বাক্যে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করিয়া এমন শোভা পাইতে লাগিল, 'যেন প্রব্রজ্যার বয়স শতবর্ষ হইয়াছে।' তখনি সে বুদ্ধ-সদনে আসিয়া দাঁড়াইল। করুণাবতার বুদ্ধ তাহাকে বিহারে নিয়া কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তিনি প্রথম সাধনাবলেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং পরে বিদর্শন ভাবনাবলে ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। তখনি ইন্দ্র-ব্রহ্মাগণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন।

ভগবান তাঁহাকে দেব-ব্রহ্ম পরিষদ পরিবৃত দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে গাথাযোগে দেশনা করিলেন। তারপর ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহার প্রভাব দর্শন মানসে জিজ্ঞাসিলেন, 'বন্ধু সুনীত, আপনি কোন কুল হইতে প্রব্রজিত? কিরূপেই বা নির্বাণ সত্য অভিজ্ঞাত হইলেন? তিনি প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬২০. আমি নীচকুলে দরিদ্র ও অনশনক্লিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করি। আমার কাজ অতিশয় হীন ছিল, পুষ্পাদি আবর্জনা ত্যাগ করিতাম।

৬২১. মানুষের পক্ষে যাহা ঘৃণিত, অবজ্ঞাকৃত, তিরস্কৃত কাজ, তাহা অতি ছোটো মনে করিতাম ও দর্শন মাত্রেই সকলকে প্রণাম করিতে হইত।

৬২২. একদা ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত বৃদ্ধকে দর্শন করি, মহাবীর তখন পুরোত্তম মগধরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

৬২৩. এমন সময়ে আমার ভারখানি অদূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বন্দনার জন্য অগ্রসর হই। পুরুষোত্তম আমার প্রতি দয়া করিয়া দাঁড়াইলেন।

৬২৪. আমি তখন শাস্তার চরণে বন্দনাপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সর্বসত্ত্বোত্তমের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করি।

৬২৫. সেই সর্বলোকের করুণাধার কারুণিক শাস্তা আমাকে 'আস ভিক্ষু' বলিয়া যেই আহ্বান করিলেন, উহাতেই আমার উপসম্পদা হইল।

৬২৬. সেই হইতে আমি একাকী অরণ্যে আলস্য পরিত্যাগপূর্বক জিনরাজের উপদেশানুযায়ী সাধনায় রত হই।

৬২৭. রাত্রির প্রথম যামে পূর্বজন্ম জ্ঞান লাভ করি, রাত্রির মধ্যম যামে দিব্যচক্ষু জ্ঞান লাভ করি ও রাত্রির শেষযামে

অবিদ্যারূপ তমঃকে প্রদলন করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করি।

৬২৮. পরে রাত্রির অবসানে যখন সূর্যোদয় হয়, তখন ইন্দ্র-ব্রহ্মা প্রভৃতি আগমন করিয়া আমাকে বন্দনা করিলেন।

৬২৯. হে পুরুষনাগ, তোমাকে নমস্কার হউক, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার হউক। যেহেতু তোমার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, তাই হে মারিষ, তুমি দাক্ষিণেয় হইয়াছ।

৬৩০. অতঃপর শাস্তা আমাকে দেবসংঘ পরিবেষ্টিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে এই গাথা ভাষণ করিলেন :

৬৩১. ইন্দ্রিয় সংযমে, শীলরক্ষণে, প্রজ্ঞাসাধনে ও বিবিধ শ্রেষ্ঠাচরণে আর্য-ব্রাহ্মণ নামে কথিত হয়, এই কারণে আর্য-ব্রাহ্মণই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

দ্বাদশক নিপাতে দুইজন স্থবির ২৪টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

দ্বাদশক নিপাত সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ নিপাত

২৪৩. সোণকোলিবীস স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণের পর বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করেন। অনোমদর্শী বুদ্ধের সময়ে মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠীত্ব লাভ করেন। একদা উপাসকদের সহিত বিহারে যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন। শাস্তার চঙ্ক্রমণে চূর্ণ লেপন করিয়া নানাবর্ণ পুষ্পে পূজা করেন ও চন্দ্রাতপ বন্ধন করেন। ভিক্ষুসংঘের জন্য সুদীর্ঘ শালা দান করেন। এই সমস্ত পুণ্য-প্রভাবে দেব-নরকুলে বহুজন্ম বিচরণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে শ্রেষ্ঠীকুলে জাত হন। নাম ছিল সিরিবড্ঢ। বয়ঃপ্রাপ্তে বিহারে গমনপূর্বক শাস্তার ধর্ম শ্রবণ করিতে বসিয়া দেখিলেন যে, শাস্তা একজন ভিক্ষুকে আরব্ধবীর্যবানের প্রধান স্থান দিতেছেন। তিনিও সেই উপাধিপ্রার্থী হইয়া সপ্তাহকাল মহাদান প্রবর্তন করেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বাসিত করিলেন। তৎপর তিনি দেব-নরকুলে বহুজন্ম পরিভ্রমণ করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে গৌতম বুদ্ধের আগমনের পূর্বে বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গঙ্গাতীরে একখানি পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া জনৈক পচ্চেক বুদ্ধকে চারি প্রত্যয়ে পূজা করেন। পচ্চেক বুদ্ধ তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া বর্ষান্তে গন্ধমাদন পর্বতে চলিয়া যান। তিনিও পুনরায় দেব-নরকুলে বহু জন্ম পরিভ্রমণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় চম্পানগরে উসভ শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি শ্রীবৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং জন্মদিনে মহোৎসব সম্পন্ন হইল। বালক পূর্বে পচ্চেক বুদ্ধকে লক্ষ টাকা মূল্যের এক কম্বল দান দিয়াছিল, সেই পুণ্য-প্রভাবে সুধৌতরক্ত সুবর্ণবর্ণ সুকোমল দেহ প্রাপ্ত হইল। সে কারণে তাহার নাম হইল সোণ বা স্বর্ণ কুমার। সে অতিশয় সুখে লালিত পালিত হইতে লাগিল। তাহার হস্ত-পদতল বন্ধুজীবক পুষ্প (রক্তজবা) বর্ণ হইয়াছিল। তাহার শতধুনিত কার্পাসের ন্যায় সুকোমল হস্ত-পদতল। পদতলে মণিকুণ্ডলাকারে লোমজাত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবিধ ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হয়। প্রাসাদ নিত্য নর্তকী-নৃত্যে শব্দায়মান থাকিত। তিনি ঋতুত্রয়ের অনুকূল প্রাসাদে দেবকুমারের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া রাজগৃহে পৌঁছিলে রাজা বিম্বিসার আশি হাজার গ্রামবাসীকে আহ্বান করিলেন। তিনিও রাজার আহ্বানে রাজগৃহে

আসেন। তখন শাস্তার ধর্ম শুনিয়া মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। শাস্তার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া জনসংসর্গ পরিত্যাগপূর্বক শীতবনে সাধনায় রত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার শরীর সুকোমল, এ জগতে সুখে সুখলাভ করা যায় না, শরীরকে দুঃখ দিয়া সাধনে রত হওয়াই উচিত।' তাই অধিষ্ঠান করিলেন, 'চঙ্ক্রমণেই সাধন-রত হইব।' হাটিতে হাটিতে তাঁহার সুকোমল পদতলে ফোস্কা উঠিল, তথাপি বেদনার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। দৃঢ়বীর্য-সহকারে উপেক্ষা করিয়াও যখন ধ্যানফল লাভ করিতে পারিলেন না, তখন হতাশ হইয়া ভাবিলেন আমি 'যদি মার্গফল উৎপাদন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার এই প্রব্রজ্যা লাভে ফল কী? গৃহী হইয়া সুখে থাকিব ও পুণ্যার্জন করিব।' শাস্তা তখন তাঁহার চিত্তের দুর্বলতা পরিজ্ঞাত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বীণার উপমা দিয়া ধর্মোপদেশ দিলেন। 'হে সোণ, তুমি বীর্যসমতা যোজনা দ্বারা কর্মস্থানে উৎসাহিত হও।' শাস্তা এই উপদেশ দিয়া গৃধ্রকূট পর্বতে চলিয়া গেলেন! স্থবির বুদ্ধের নির্দেশমতে সাধনা করিয়া অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গাথাসমূহ ভাষণ করিলেন।

৬৩২. অঙ্গরাজ্যের অশীতি সহস্র প্রজারঞ্জক, সমুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য সমন্বিত রাজা বিম্বিসারের পরিবার স্থানীয় যে সোণ শ্রেষ্ঠী ছিল, সেই সোণ আজ লোকোত্তর ধর্মে উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করিল; সে গৃহীকালে শ্রেষ্ঠ মানব ছিল, এখনো সংসারাবর্ত দুঃখের পরপারে চলিয়া গেল।

৬৩৩. অপায়-কামসুগতিতে জন্মদাতা পাঁচটি নিম্নমুখী বন্ধন মার্গত্রয়ে (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী) ছেদন করিবে। রূপারূপভবে জন্মদাতা পাঁচটি উপরিমুখী বন্ধন শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়বলে বিশেষভাবে আয়ত্ব করিয়া অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা ত্যাগ করিবে। এই প্রকারে কামরাগ-দ্বেষ-মোহ-মান-মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা) এই পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রমকারী ভিক্ষু কাম-ভব-মিথ্যাদৃষ্টি-অবিদ্যারূপ স্রোত উত্তীর্ণ নামে কথিত হয়।

৬৩৪. উদ্গত নলতুল্য তুচ্ছ মানী, স্মৃতিবিহ্বলতা-হেতু প্রমত্ত, বহিরায়তন কামপঙ্কে নিমগ্নশীল ভিক্ষুর শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করে না।

৬৩৫. কারণ সে প্রব্রজিতকাল হইতে শীলরক্ষণে-অরণ্যবাসে-

ধুতাঙ্গ পালনে-ভাবনা সাধনে অবহিত না হইয়া কেবল পাত্র-চীবর ছাতা-জুতা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য সংগ্রহজনিত অকার্য সাধনে সচেষ্ট হইয়া থাকে। তাই তাহার নলতুল্য তুচ্ছ-মান প্রমত্তভাব ও কাম-ভব-মিথ্যাদৃষ্টি-অবিদ্যা এই আসব চতুষ্টয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৬৩৬. যাহাদের কায়ানুদর্শী ভাবনা সুভাবিত হইয়াছে, তাহারা দ্রব্যাদি সংগ্রহে অকার্য সাধন করে না, সতত চারি সম্প্রজ্ঞানে (সার্থক, হিতজনক, গোচর, অসম্মোহে) অবস্থিত থাকে, সেই স্মৃতিশীল সম্প্রজ্ঞানী ভিক্ষুদের আসব ক্ষয় পাইয়া থাকে।

৬৩৭. 'এখন সমীপস্থ ভিক্ষুদিগকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন, 'কামসুখ-আত্মগ্লানি অন্তদ্বয় বর্জিত মধ্যম পন্থা অষ্টমার্গ দেশক ভগবানের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চল, মধ্যে মধ্যে থামিও না।

৬৩৮. তাই আত্মহিতকামী কুলপুত্র নির্বাণ প্রত্যক্ষ কারণে নিজকে নিয়োজিত করে। আমি দৃঢ়বীর্য সহকারে সাধনে রত হইলে ত্রিলোকপূজ্য অনুত্তর শাস্তা আমার গতি নির্দেশ করিয়া দেন। চক্ষুষ্মান বীণার টান-ঢিল-সমতা নির্দেশক উপমা প্রদান করিয়া আমাকে ধর্মোপদেশ দেন, আমি তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া ভাবনায় মনোযোগী হই।

৬৩৯. তিনি আমাকে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির জন্য অতিদৃঢ়তায় চঞ্চলতা ও অতি শৈথিল্যে আলস্য উৎপত্তির দোষ বর্ণনা করিয়া ইন্দ্রিয় সমতায় নিয়োগ করিলেন। আমি সেই নির্দেশমতে ভাবনা করিয়া ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি।

৬৪০-৬৪১. আমি প্রব্রজিত হইয়া সাধু উপায়ে কামবাসনা ত্যাগ করিয়াছি ও ধ্যানচিত্ত লাভ করিয়াছি; দুঃখ ত্যাগ করিয়া শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, অর্হত্ত্বফল লাভার্থ বিদর্শন ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তৃষ্ণার ক্ষয় সাধনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি, চিত্তের সম্মোহ বর্জনে আর্যমার্গে উপগত হইয়াছি। চক্ষু প্রভৃতি আয়তনের উৎপত্তি দেখিয়া চিত্ত সর্বাসব বিমুক্ত হইয়াছে।

৬৪২. সেই কারণে সম্যক প্রকারে বিমুক্ত-শান্তচিত্ত অর্হৎ

ভিক্ষুর কৃত কুশলাকুশলের উপচয় নাই, আর তাঁহার কোনো কর্তব্যও অবশিষ্ট নাই।

৬৪৩-৬৪৪. শিলাময় পর্বত যেমন বায়ুবেগে কম্পিত হয় না, তেমন রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিমিত্ত প্রভৃতি ইষ্টানিষ্ট গুণে অর্হতের চিত্তকে কম্পিত করিতে পারে না। সেই সর্বযোগ-বিমুক্ত সুস্থির চিত্ত ভিক্ষু সময়ে সময়ে সাধনে রত হইয়া ব্যয় বা নিরোধ লক্ষণ এবং ভগ্নপ্রবণ স্বভাবধর্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ত্রয়োদশ নিপাতে একজন স্থবির তেরোটি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ নিপাত সমাপ্ত।

চতুর্দশ নিপাত

২৪৪. খদিরবনীয় রেবত স্থবির

এই রেবত স্থবিরের চরিত-কথা একক নিপাতে কথিত হইয়াছে। তথায় তাঁহার ভাগিনার স্মৃতি উৎপাদনকল্পে প্রদর্শিত, এখানে স্থবিরের প্রব্রজিতকাল হইতে পরিনির্বাণ পর্যন্ত বলা হইতেছে। স্থবির অর্হত্তফল প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে শাস্তা ও ধর্মসেনাপতি প্রমুখ মহাস্থবিরগণের সেবার্থ গমন করিতেন। তথায় কিছুদিন তাঁহাদের সেবা করিয়া পুনরায় খদিরবনে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সাধন সুখে ও ব্রহ্মবিহারে অতিক্রম করিতেন। যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন তিনি একদিন বুদ্ধের সেবার্থ গমনকালীন শ্রাবস্তীর অনতিদূরে পথিমধ্যে অরণ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন চোর প্রহরীগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাহাদের চোরামালগুলি স্থবিরের নিকটে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল। প্রহরীরা স্থবিরের নিকটে মাল পাইয়া স্থবিরকে চোর ভাবিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং রাজার নিকটে আনয়ন করিল। তাহারা বলিল, 'দেব, এই চোর।' তখন রাজা স্থবিরের বন্ধনমুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভন্তে, আপনি কি এই মাল চুরি করিয়াছেন, না করেন নাই? স্থবির বলিলেন, 'রাজন, জন্মগ্রহণকাল হইতে কোনোদিন চুরি করি নাই, প্রব্রজ্যার পর হইতে সমস্ত তৃষ্ণাক্ষয় কারণে চুরি করিতে পারি নাই।' এই সমস্ত কারণ প্রদর্শন মানসে সমীপস্থ ভিক্ষুদিগকে ও রাজাকে ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে গাথাসমূহ ভাষণ করিলেন।

৬৪৫. আমি যখন আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, সেই হইতে অনার্যজন আচরিত হিংসাযুক্ত সংকল্প আমার চিত্তে কোনোদিন উদিত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

৬৪৬. 'এই বন্য প্রাণীদিগকে বধ করুক, হত্যা করুক, ইহারা যেকোনো উপায়ে দুঃখ প্রাপ্ত হউক, এই সংকল্প প্রব্রজিতকাল হইতে এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনো দিন আমার উদিত হয় নাই।

৬৪৭. বুদ্ধ যেভাবে মৈত্রীধর্ম দেশনা করিয়াছেন, সেইভাবে মৈত্রী ভাবনাই বিশেষরূপে জানি। উহা অপ্রমাণরূপে আমার সুভাবিত হইয়াছে, অনুক্রমে উহাই আমার পরিচিত হইয়াছে।

৬৪৮. সকলে আমার মিত্র, সকলে আমার সখা, সর্ব প্রাণীর

প্রতি আমার দয়া, আমি সর্বদা সকলের হিতকামী ও সকলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করি।

৬৪৯. আমি নিকটস্থ কাহাকেও হিংসাবশে আকর্ষণ করি না, দূরস্থ কাহারও প্রতি কুপিত চিত্ত নহি। আমি সকলকে আনন্দ দান করি, আমি অকাপুরুষ সেবিত ব্রহ্মবিহারেই অবস্থান করি।

৬৫০. আমি বিতর্কহীন দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত, আর্য তূষ্ণীভাবযুত সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক নামে কথিত হই।

৬৫১. যেমন শিলাময় পর্বত অচল সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমন মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত অর্হৎ ভিক্ষু পর্বতের ন্যায় কম্পিত হয় না।

৬৫২. কামরাগাদিহীন, শুচি অনুসন্ধিৎসু সৎপুরুষের কেশাগ্র মাত্র পাপও সুপরিব্যাপ্ত মেঘতুল্য বোধ হয় 'সেই কারণে আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবেন না।'

৬৫৩-৬৫৭. যেমন প্রত্যন্তবাসীরা নগরের ভিতর-বাহির প্রাচীর শক্তভাবে প্রস্তুত করে, তেমন তোমরাও শরীরের ষড়্দ্বারকে পাপ হস্ত হইতে রক্ষা কর। যে রক্ষা করে না, সে সুক্ষণকে অতিক্রম করিতেছে। (অবশিষ্ট ব্যাখ্যা ৬০৫ নম্বরে দেখ)

৬৫৮. দান-শীলাদি কুশলকর্ম সকলে অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন কর, ইহাই আমার অনুশাসন বা উপদেশ। আমি সমস্ত ক্লেশভব হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, নিশ্চয়ই আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব।

স্থবির এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়া আকাশে উঠিয়া বসিলেন এবং আকাশেই পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

২৪৫. গোদত্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বহুজন্ম দেব-নরকুলে কুশল সঞ্চয়ের পর গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সার্থবাহ কুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম রাখিয়াছিল গোদত্ত। তাঁহার যৌবনকালে পিতার মৃত্যু হয়। তিনি পঞ্চশত শকটযোগে বাণিজ্য করিতেন ও সম্পত্তির অনুকূলে পুণ্যক্রিয়া করিতেন। তিনি একদিন গাড়ি লইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে ভারবহনে অক্ষম একটি গরু হঠাৎ পড়িয়া যায়। তাঁহার চাকরেরা কিছুতেই গরুটি

তুলিতে না পারায়, গোদত্ত স্বয়ং আসিয়া গরুর লেজে কাঁটা বিদ্ধ করিয়া দিল। তখন গরু ভাবিল, 'এই অসৎ পুরুষ আমার বলাবল না জানিয়া আমাকে কণ্টকবিদ্ধ করিতেছে।' এই দুঃসময়ে গরু (দৈব-প্রভাবে) মনুষ্য বাক্যে বলিতে লাগিল, হে গোদত্ত, আমি এতকাল আত্মশক্তি গোপন না করিয়া তোমার ভার বহন করিয়া আসিতেছি, আজ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছি, অথচ তুমি আমাকে অতিশয় দুঃখ দিতেছ। আমি প্রার্থনা করি, এবার মরিয়া জন্মে জন্মে তোমাকে দুঃখ দিব এবং তোমার প্রতিশত্রু হইয়া জন্মিব।' গোদত্ত গরুর এইরূপ অভিশাপোক্তি শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই প্রকারে প্রাণীদিগকে দুঃখ দিয়া জীবনযাপনে ফল কী!' তাই অতিশয় উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সমস্ত বিভব ত্যাগ করিয়া জনৈক মহাস্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হইলেন। পরে ভাবনাবলে অর্হৎ হইয়া তাঁহার নিকটে সমাগত গৃহস্থ-প্রব্রজিতদিগকে লোকধর্ম বিষয়ক ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৫৯-৬৬০. যেমন শকটধূরে যোজিত ধূরবাহী উত্তম বৃষভ অতিভারে মর্দিত হইয়াও যুগ ত্যাগ করিয়া যায় না, তেমন বারিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় লৌকিক-লোকোত্তর প্রজ্ঞাবলে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ অপরকে পরিভব বা অনাদর করেন না, প্রাণীদের প্রতি আর্যগণের স্বভাবতই করুণা থাকে।

৬৬১. সাধারণত লভ্যালভ্য বিষয়ে লাভে আনন্দিত, অলাভে দুঃখিত হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপ হানি-বৃদ্ধি কারণে নরগণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহপরলোকেও মানবগণ সেই কারণে শোক প্রাপ্ত হয়।

৬৬২. স্বভাবত সকলে সুখে থাকিলেই উন্নতি ও দুঃখে থাকিলে অবনতি মনে করে অর্থাৎ ধনাগমে উন্নতি ও ধনক্ষয়ে অবনতি মনে করে। অজ্ঞানীগণ ধন যে নশ্বর, নিজেও যে তৃষ্ণামুক্ত নয় ইহা সম্যকরূপে না দেখিয়া উন্নতি-অবনতি দুইটিতে নিষ্পীড়িত হয়।

৬৬৩-৬৬৫. যেই আর্যগণ সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা বেদনায় অনাসক্ত হইয়া তৃষ্ণাকে অতিক্রম করিয়াছেন, নগরদ্বারের সুপ্রোথিত স্তম্ভ যেমন বাতাসে কম্পিত হয় না, তেমন উন্নতি-অবনতিতে সেই আর্যগণও কম্পিত হন না। তাঁহারা লাভে-অলাভে, কীর্তিতে-অকীর্তিতে, নিন্দায়-প্রশংসায়, সুখে ও দুঃখে এই অষ্ট লোকধর্মে কমলদলে অলিপ্ত জলবিন্দুবৎ

সর্বপ্রকারে লিপ্ত হন না। সেই বীরগণ সর্বদা নিরুদ্বেগে থাকেন। তাঁহারা সর্বত্র অপরাজিত।

৬৬৬-৬৬৭. ধর্মসাধনে যে অলাভ, অধর্মসাধনে সে লাভ, এই দুইটির মধ্যে ধর্মত অলাভও শ্রেয়, অধর্মত লাভও শ্রেয়স্কর নহে নির্বোধদের যশলাভ, জ্ঞানীদের অযশ লাভ এই দুইটির মধ্যে ধর্মত অযশ লাভই শ্রেয়, অধর্মত যশ লাভ শ্রেয়স্কর নহে।

৬৬৮. অজ্ঞানীর প্রশংসা লাভের ও জ্ঞানীর নিন্দা লাভের মধ্যে ধর্মত নিন্দা লাভ শ্রেয়, অধর্মত অজ্ঞানীর প্রশংসা লাভও শ্রেয়স্কর নহে।

৬৬৯. কামজনিত সুখ ও বিবেকজনিত দুঃখের মধ্যে বিবেকজনিত দুঃখই শ্রেয়, কামজনিত সুখও শ্রেয়স্কর নহে।

৬৭০. অধর্মত জীবন ধারণের ও ধর্মত মরণের মধ্যে ধর্মত মরণই শ্রেয়, অধর্মত বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে।

৬৭১. আর্যমার্গ-প্রভাবে কামনা প্রভৃতি যাঁহাদের ধ্বংস হইয়াছে, ভবাভবে ক্লেশ ক্ষয় করিয়া যাঁহারা শান্ত চিত্ত, পঞ্চস্কন্ধে তৃষ্ণা-দৃষ্টিবশে যাঁহারা অনাশ্রিত, তাঁহাদের প্রিয়াপ্রিয় কিছুই নাই।

৬৭২. তাঁহারা বোধ্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, বল বিষয়ক ভাবনা করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন এবং আসববিহীন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন।

চতুর্দশ নিপাতে দুইজন স্থবির ২৮টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

চতুর্দশ নিপাত সমাপ্ত।

ষোড়শ নিপাত

২৪৬. অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শাস্তার নিকটে ধর্মশ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে ধর্মজ্ঞানলাভীর সর্বপ্রধান স্থানে নিয়োগ করিতেছেন দেখিয়া, তিনিও সেই পদ কামনা করেন এবং লক্ষ ভিক্ষুসংঘ সহিত বুদ্ধকে সপ্তাহকাল দান দিয়া ভাবী বুদ্ধের শাসনে সর্বাগ্রে জ্ঞানলাভের পদ প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি আজীবন পুণ্যকর্মে অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধের নির্বাণ চৈত্যাঙ্গণে রত্নময় চৈত্য নির্মাণপূর্বক পূজা করেন। ইহার পর দেব-নরকুলে বহুজন্ম পুণ্য করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের মহাকাল নামে কুটুম্বিক হন। তখন আট করীষ পরিমাণ ধান্য ক্ষেত্রের কচি তণ্ডুলে ক্ষীর-পায়স মধু-ঘৃত-শর্করা যোগে পাক করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। তাঁহার পুণ্য-প্রভাবে কর্তিত ধান্য বৃক্ষ পুনরায় ফললে পূর্ণ হইল। তাই তিনি ধান্যকর্তন সময় হইতে এক শস্য দ্বারা নয়বার দান করেন। এই প্রকারে যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম করিয়া মরণান্তে দেব-নরকুলে বহুজন্ম পরিগ্রহের পর গৌতম বুদ্ধের জন্মগ্রহণের পূর্বে কপিলবাস্তুর অনতিদূরে দ্রোণবস্তু গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। গোত্রের নামানুকূলে তাঁহার নাম হইল কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করিলেন এবং লক্ষণ মন্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যখন গৌতম বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে আসিয়া কপিলপুরে শুদ্ধোদন রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বোধিসত্ত্বের নামকরণ দিবসে একশত আটজন ব্রাহ্মণ আনীত হয়। তৎ মধ্যে আটজন ব্রাহ্মণ লক্ষণদৃষ্টে গণনা করিবার জন্য নির্বাচিত হয়। সেই গণক ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিলেন যে, 'ইনি বুদ্ধ হইবেন।' সেই হইতে কোনদিন বোধিসত্ত্ব অভিনিষ্ক্রমণ করিবেন, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া অনোমা নদীতীরে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক উরুবিল্ব বনে কঠোর সাধনায় রত হইলে কোণ্ডঞ্ঞ সেই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি চারিজন গণক ব্রাহ্মণের পুত্রসহ প্রব্রজিত হইয়া সিদ্ধার্থের নিকটে উপস্থিত হন। ছয় বৎসর যাবৎ মহাসাধকের সেবা করেন। একদা সিদ্ধার্থের আহার্য গ্রহণে তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া ইসিপতনে গমন

করেন। বোধিসত্ত্ব আহার্য গ্রহণ করিয়া শরীরে শক্তি সঞ্চয়পূর্বক বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে বোধিমূলে উপস্থিত হন। তথায় অপরাজিত পালঙ্কে উপবেশনপূর্বক মারত্রয়ের মস্তক মর্দন করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপর সপ্ত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডে অবস্থান করিয়া পঞ্চবর্গীয়দিগকে জ্ঞান প্রদান মানসে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ইসিপতনে গমন করেন। আঠারো কোটি মহাব্রহ্মাপ্রমুখ কোণ্ডঞ্ঞ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হন এবং পঞ্চমী তিথিতে 'অনত্তলক্ষণ' সূত্র শুনিয়া অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপর ভগবান জেতবনে মহাবিহারে তাঁহাকে জ্ঞানলাভীর অগ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অভ্যর্থনা লাভ করিয়াও গ্রামের বিহারে বাস করা উপদ্রবমূলক মনে করেন। নিত্য দায়কগণের সেবা-পূজা ও ভিক্ষু-গৃহীদের সহিত নিত্য আলাপ করা বিবেকের ব্যাঘাত মনে করিয়া শাস্তার অনুমতি গ্রহণপূর্বক ছদ্দন্ত হ্রদের তীরে গমন করিলেন। ছদ্দন্ত নাগরাজ তাঁহাকে সেবা করিতেন। তথায় তিনি বার বৎসর বাস করেন। একদিবস দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ধর্মোপদেশ দিতে প্রার্থনা করেন। তিনি চারিসত্য, ত্রিলক্ষণ, শূন্যতাসংযুক্ত বিচিত্র গম্ভীর ধর্ম বুদ্ধলীলায় দেশনা করেন। ইন্দ্ররাজ ধর্মশ্রবণে আনন্দিত হইয়া নিজের আনন্দজ্ঞাপক গাথা ভাষণ করিলেন।

> ৬৭৩. যদিও আমি অনেকবার শাস্তার ধর্ম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার মহারসমূলক ধর্ম শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছি। সমস্ত ক্লেশ ও সংস্কার হইতে বিরাগ উৎপাদন কারণে ও রূপাদি কোনো উপাদান অননুগৃহীত কারণে এই ধর্ম দেশিত হইয়াছে।

'ইন্দ্ররাজ আনন্দজ্ঞাপনী গাথায় স্থবিরের প্রশংসা করিয়া অভিবাদনপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। একদিন স্থবির মিথ্যাবিতর্কে মর্দিত পৃথগ্জনগণের চিত্ত বিকার দর্শন করিয়া নিজের তদ্বিপরীত চিত্ত উৎপাদন করিয়াছেন ভাবিয়া গাথাগুলি প্রকাশ করিলেন।'

> ৬৭৪. এ জগতের মধ্যে মনুষ্যলোকে নীল-পীতাদি ও স্ত্রী-পুরুষাদি বহু বিচিত্র কামবিতর্কজাত শোভনকর মিথ্যাসংকল্প অজ্ঞানীদের চিত্ত মর্দন করিয়া থাকে।
>
> ৬৭৫. বায়ুবেগে উত্থিত রজ যেমন মহামেঘ বর্ষণে উপশম হয়, তেমনি আর্যশ্রাবক লোকের বিচিত্রকর সমুদয় আস্বাদ-দোষ-নিঃসরণ প্রজ্ঞাযোগে দর্শন করিয়া মিথ্যা সংকল্পকে

উপশম করে।

৬৭৬-৬৭৮. যখন প্রজ্ঞাবান ষড়বিষয়ে সংগৃহীত সমস্ত ত্রৈভূমিক পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য বলিয়া বিদর্শন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, তখন সংসারাবর্ত দুঃখে উৎকণ্ঠিত হইয়া যথার্থ সত্য উপলব্ধি করে, এই জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধির একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় বা পথ। যখন ভয়মূলক উৎপত্তি বিনাশকে দুঃখ বলিয়া... যখন সমস্ত ত্রৈভূমিক ধর্মকে অসার-অবাধ্য-শূন্য-আত্ম প্রতিপক্ষ অনাত্মারূপে দর্শন করে...।

৬৭৯. দৃঢ়বীর্যপরায়ণ, জন্ম-মৃত্যু ধ্বংসকারী, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ও মার্গফল প্রাপ্ত যেই কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির সম্যকসম্বুদ্ধের কথিত নিয়মে ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি পর্বততুল্য দুষ্প্রদলনীয় চারি স্রোতরূপ পাশ ও পঞ্চ চিত্তখিলকে (স্থাণুকে) আর্যমার্গরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া এবং অজ্ঞানতারূপ দুর্ভেদ্য শৈলকে বজ্রতুল্য জ্ঞানে ভাঙ্গিয়া চারি স্রোতের পরতীরে উত্তীর্ণ ও নির্বাণগত হইয়াছেন, সেই ধ্যানী মারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

৬৮১-৬৮৩. তৎপর একদিবস স্থবির নিজের এক শিষ্যভিক্ষুকে কুসংসর্গে আলস্যপরায়ণ, হীনবীর্য ও উদ্ধত চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। বলিলেন, 'বন্ধু, এইরূপ করিও না, কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসংসর্গে শ্রমণ ধর্ম পালন কর।' শিষ্য স্থবিরের উপদেশে কর্ণপাত করিল না। তাই তাঁহার ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইল। তৎপর তিনি শিষ্যের অনাচারকে নিন্দা করিয়া ও বিবেকবাসের প্রশংসা করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

'সমুদ্রে পতিত পুরুষ যেমন তরঙ্গাঘাতে ডুবিয়া যায়, তেমন উদ্ধত চপল ভিক্ষুও পাপী মিত্রাশ্রয়ে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। অনুদ্ধত, অচঞ্চল, হিতাহিত চিন্তায় সুনিপুণ, সংযতেন্দ্রিয়, কল্যাণমিত্র মেধাবী সংসারাবর্ত দুঃখের অবসান করিতে সমর্থ হয়।'

৬৮৪-৬৮৮. বিবেকপরায়ণ, তপস্যা কারণে কৃশ-শরীর, শিরাজাল বিস্তৃত গাত্র, মাত্রজ্ঞ, অন্ন-পানীয়ের প্রতি অলোভী সাধক মহাবনে দংশক-মশক দ্বারা দংশিত হইয়া সংগ্রামশীর্ষে

নাগতুল্য স্মৃতিসহকারে বাস করে। (অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ) আমি আগার হইতে অনাগারে যেই কারণে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এমন অবাধ্য শিষ্যের প্রয়োজন কী?'

স্থবির উপরোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করিয়া ছদ্দন্ত-হ্রদে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বারো বৎসর একাকী বাস করিলেন। যখন পরিনির্বাণকাল আসন্ন হইল, তখন শাস্তার চরণে নিবেদন করিয়া ছদ্দন্ত-হ্রদেই পরিনির্বাপিত হইলেন।

২৪৭. উদায়ি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহুজন্ম দেব-নরকুলে বিচরণপূর্বক গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুর এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল উদায়ি। শাস্তার জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধপ্রভাব দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক প্রব্রজিত হন। পরে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। পালি গ্রন্থে তিনজন উদায়ির নাম পরিদৃষ্ট হয়, একজন অমাত্যপুত্র উদায়ি, ইঁহার পূর্ব নাম কালুদায়ি বলিয়া উল্লেখ আছে। একজন কোবরিয় পুত্র লালুদায়ী। একজন এই ব্রাহ্মণপুত্র মহাউদায়ি। সর্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত শ্বেত বারণকে মহাজনসংঘ প্রশংসা করিয়া থাকে' দেখিয়া একদা শাস্তা নাগের উপমা গ্রহণপূর্বক 'নাগোপম' সূত্র দেশনা করেন। দেশনাবসানে উদায়ি স্বীয় জ্ঞানানুরূপ শাস্তার গুণ অনুস্মরণপূর্বক প্রীতি সমুৎসাহিত চিত্তে বলিলেন, 'এই জনসংঘ পশু নাগকে কতই প্রশংসা করে, অথচ বুদ্ধ নাগকে তেমন প্রশংসা করে না।' বুদ্ধরূপ মহাগন্ধহস্তীর কী যে গুণ, আমি আজ তাহাই প্রকাশ করিব। এই ভাবিয়া শাস্তার গুণ বর্ণনা মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৮৯. মনুষ্যজন্ম লব্ধ, আত্মদান্ত, সমাহিত চিত্ত, চারি ব্রহ্মবিহারপথে অবস্থিত সম্বুদ্ধ সমস্ত সংস্কারকে সাম্য করিয়া নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

৬৯০. পণ্ডিত মনুষ্যগণ স্কন্ধাদি ষড়বিধ ধর্মে পারগত যেই সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার করেন, দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করেন, ইহা আমি সারিপুত্র প্রমুখ অর্হৎগণের মুখেই শুনিয়াছি।

৬৯১. সমস্ত দশবিধ সংযোজনকে অতিক্রমকারী, ক্লেশরূপ বন হইতে নির্বাণে আগমনকারী, সমস্ত কামবাসনা হইতে

বাহিরে আসিয়া প্রব্রজ্যা-ধ্যান-বিদর্শনে অভিরত, শৈল-নির্গত কাঞ্চন সদৃশ বুদ্ধকে দেব-নরগণ বন্দনা করিয়া থাকেন।

৬৯২. পর্বতরাজ হিমালয় যেমন অন্যান্য পর্বতের চেয়ে সর্ববিষয়ে প্রধান, তেমন এই বুদ্ধনাগ কায়রুচি ও জ্ঞানরুচি-প্রভাবে দেব-নরের মধ্যে একান্তই সর্বপ্রধান; অহিনাগ, হস্তীনাগ, পুরুষনাগ ও স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎনাগ ও পচ্চেক বুদ্ধ নাগ প্রভৃতির মধ্যে সত্যনাগ বুদ্ধই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৬৯৩-৬৯৬. আমি সেই বুদ্ধনাগের গুণ তোমাদিগকে কীর্তন করিব। তিনি কোনো প্রকারের আগু বা পাপ করেন না, সেই কারণে তিনি নাগ নামে অভিহিত। সেই বুদ্ধনাগের সম্মুখস্থ পদদ্বয় শীল ও করুণা; তাঁহার অপর চরণদ্বয় স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান। সেই মহানাগ বুদ্ধের শৌণ্ড শ্রদ্ধা; তাঁহার শ্বেতদন্ত উপেক্ষা; স্মৃতি তাঁহার গ্রীবা শির; তাঁহার প্রজ্ঞা; ধর্মচিন্তা তাঁহার ঘ্রাণ বা মীমাংসা; উদর তাঁহার শমথ-বিদর্শন ভাবনা; বালধি তাঁহার বিবেক। তিনি নিমিত্ত ও লক্ষণ গ্রহণে সুদক্ষ ধ্যানী, পরমাশ্বাসপ্রদ নির্বাণরত, ফলসমাপত্তিতে সুসমাহিত।

৬৯৭. কারণ সেই বুদ্ধনাগ গমনে, দাঁড়ানে, শয়নে, উপবেশনে সর্বদা সমাহিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত চক্ষুদ্বারাদি সমস্ত বিষয়ে তিনি সংযত। এই কারণে বুদ্ধগন্ধ হস্তীর সর্বাবয়ব পরিপূর্ণ।

৬৯৮. তিনি পবিত্র বা নিষ্পাপমূলক ভোজন করেন, সদোষজনক ভোজন করেন না। তিনি অন্ন-বস্ত্র পাইলেও সঞ্চয় দোষ বর্জন করিয়াছেন।

৬৯৯. তিনি ক্ষুদ্র-মহৎ সমস্ত আবর্ত-সংযোজন ও ক্লেশ-বন্ধন ছেদন করিয়া যেই যেই দিকে গমন করেন, নিরপেক্ষভাবেই গমন করেন।

৭০০-৭০১. পুণ্ডরীক যেমন জলে উৎপন্ন হইয়া জলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অথচ সেই শুচি-গন্ধ মনোরম পুষ্প জলে লিপ্ত হয় না, তেমন বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়া জগতেই বিচরণ করেন, অথচ পদ্ম যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তেমন তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানবশে সংসারে লিপ্ত হন না।

৭০২-৭০৩. প্রজ্জ্বলিত মহাঅগ্নি যেমন অঙ্গার অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ইন্দনাভাবে নিবিয়া গেলেও নির্বাপিত বলিয়া বলা হয়, তেমন বিজ্ঞ কর্তৃক অর্থ প্রকাশিনী এই নাগোপমা বর্ণিত হইয়াছে। আমি অর্হৎনাগ দ্বারা যেই বুদ্ধনাগের গুণ বর্ণনা করা হইল, তাহা অন্য মহানাগ ক্ষীণাসবগণ পরিজ্ঞাত হইবেন।

৭০৪. কামরাগ-দ্বেষ-মোহ বিগত অনাসব শরীরকে ত্যাগ করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।

স্থবির চৌষট্টি পদযুক্ত ষোলোটি গাথা চৌদ্দ প্রকার উপমাযোগে সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশপূর্বক উপসংহারে অনুপাদিশেষ নির্বাণ সংযোগ করিয়া দেশনা শেষ করিলেন।

মহাঋদ্ধিশালী কোণ্ডঞ্ঞ ও উদায়ি এই দুইজন স্থবির ষোড়শ নিপাতে ৩২টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

ষোড়শ নিপাত সমাপ্ত।

বিংশতি নিপাত

২৪৮. অধিমুক্ত স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভিক্ষুসংঘের জন্য মহাদান প্রবর্তন করেন। তৎপর দেব-নরকুলে বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় আয়ুষ্মান সংকিচ্চ শ্রামণেরের ভগ্নির গর্ভে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম হইল অধিমুক্ত। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে মাতুল স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। শ্রামণের অবস্থাতেই অর্হৎ হইয়া একদা উপসম্পদার অনুমতি গ্রহণার্থ মাতার নিকটে যাইতেছেন, এমন সময় পঞ্চশত চোরের সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। চোরেরা দেবপূজার জন্য মাংসান্বেষণ করিতেছিল। তাঁহাকে পথে পাইয়া ধরিয়া ফেলিল। তাঁহার দ্বারা দেবতার পূজা দিবে, ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিস্মিত না হইয়া প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দলপতি তাঁহার নির্ভীক ভাব দর্শনে আশ্চর্য হইয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিল :

৭০৫. আমরা যজ্ঞ সম্পাদন ও ধন সংগ্রহ কারণে যেই প্রাণীদিগকে পূর্বে হত্যা করিয়াছি, ভয়ে আজ একজন ব্যতীত অবশিষ্ট প্রাণীদের মৃত্যুভয় জাত হইয়া তাহাদের শরীর কম্পিত হয়। 'আপনাদের দাস হইব, আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন' বলিয়া তাহারা বিলাপ করিয়া থাকে।

৭০৬. অথচ তোমার সেই ভয় নাই, বরঞ্চ তোমার স্বাভাবিক বর্ণ হইতে মুখের চেহারা আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তখন তিনি ভাবিতেছেন, 'যদি চোরেরা আমাকে হত্যা করে, এখন আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইব। তাই তাঁহার মুখের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়াছিল।' হে শ্রমণ, এইরূপ মহাভয় সময়ে কেন তুমি বিলাপ করিতেছ না? 'তখন তিনি দলপতিকে প্রত্যুত্তর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন।

৭০৭. হে গ্রামণি, আমার ন্যায় বীততৃষ্ণ ব্যক্তির কোনো দুঃখ-দৌর্মনস্য নাই, অর্হতের পঞ্চবিংশতি মহাভয় নিশ্চয়ই অপগত হয়।

৭০৮. আমার ভবতৃষ্ণা পরিক্ষীণ ও মার্গপ্রজ্ঞাবলে যথার্থ ধর্ম

দৃষ্ট হওয়াতে যেমন কোনো পুরুষ গুরুভার পরিত্যাগ করিয়া ভারমুক্ত হয়; তেমন আমার মরণ হেতু ভয় উৎপন্ন হয় না।

৭০৯. আমার ব্রহ্মচর্য উত্তমরূপে আচরিত হইয়াছে, অষ্টমার্গ সুভাবিত হইয়াছে, বহু রোগমুক্ত ব্যক্তি যেমন আনন্দ লাভ করে, তেমন পঞ্চস্কন্ধরূপ রোগ হইতে মুক্ত বলিয়া মৃত্যুতে আমার ভয় নাই।

৭১০-৭১১. উত্তমরূপে আমার ব্রহ্মচর্য আচরিত হইয়াছে, অষ্টমার্গ সুভাবিত হইয়াছে, ভ্রমে বিষপান করিয়া উহা পরিত্যাগের ন্যায় আমি ত্রিবিধ দুঃখে জর্জরিত ও একাদশ প্রকার অগ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া ত্রিভবে যে আস্বাদ নাই, তাহা জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেজন্য এই মৃত্যুতে আমার ভয় নাই। যেমন বধ্যস্থানে বধার্থ গৃহীত চোর হস্ত হইতে মুক্ত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে, তেমন সংসারের অপরপারে নির্বাণগত, চারি উপাদান হীন, ষোড়শ প্রকার কার্য উত্তীর্ণ, কামাদি আসব বিমুক্ত বলিয়া আমার আয়ুক্ষয় হইয়াছে; তাই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৭১২. আমি উত্তম অর্হৎ ধর্ম লাভ করিয়াছি, সমস্ত লোকে যে দীর্ঘায়ু ও সুখ চায়, আমি তাহা চাহি না। প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর জন্য শোক করে না, তেমন অর্হৎ মরণ-শোক প্রাপ্ত হয় না।

৭১৩. এ জগতে মনুষ্যের যাহা কিছু সঞ্চিত বস্তু আছে, প্রাণীদের যাহা উৎপত্তি ভব উপলব্ধি হয়, ইহা ইচ্ছানুরূপ অধিকৃত বিষয় নহে বলিয়া মহর্ষি বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, কারণ 'সমস্ত চাতুর্ভূমিক ধর্ম অনিত্য,' ইহা জানা থাকিলে আর শোক করিতে হয় না।

৭১৪. বুদ্ধ যেরূপ দেশনা করিয়াছেন, সেরূপ ভবত্রয়কে প্রজ্ঞাবলে জানিতে পারিলে, যেমন সুখকামী কোনো ব্যক্তি আতপ-তপ্ত লৌহগুলি হাতে নেয় না, তেমন ক্ষুদ্র-মহৎ ভবে জন্ম গ্রহণার্থ কেহ তৃষ্ণা উৎপাদন করে না।

৭১৫. অতীতকালে আমি এরূপ ছিলাম বলিয়া আমার আত্মদৃষ্টি উৎপন্ন হয় না, ভবিষ্যতে আমার এরূপ হইবে বলিয়া আমার আত্মদৃষ্টি নাই। ক্ষণে ক্ষণে সংস্কার ভগ্ন হইবে,

ইহাতে আমার আর কী বিলাপ করিবার আছে।

৭১৬. হে গ্রামণি, আত্মসারে অমিশ্র শুদ্ধ অবিদ্যাদি প্রত্যয় ধর্ম উৎপন্ন হইতেছে, শুদ্ধ ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-সংস্কার সন্ততি প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ সবিদর্শন মার্গ প্রজ্ঞাবলে যথার্থরূপে দর্শকের মৃত্যুভয় উৎপন্ন হইতে পারে না।

৭১৭. অস্বামীক তৃণকাষ্ঠসম সংস্কার লোককে যখন প্রজ্ঞাবলে দর্শন করে, তখন 'আমার বলিয়া' কিছুই তথায় না পাইয়া প্রজ্ঞাবান যখন ঠিক জানে যে 'ইহা আমার নহে' তখন আর শোক করে না।

৭১৮. আমি এই ঘৃণিত শরীরে উৎকণ্ঠিত হইতেছি, আমি কোনো ভবকে প্রার্থনা করিতেছি না, আমার এই শরীর ভগ্ন হইয়া যাইবে, আমাকে অন্য শরীর আর গ্রহণ করিতে হইবে না।

৭১৯-৭২১. আমার শরীরের দ্বারা তোমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা তোমরা কর। তোমরা আমাকে হত্যা করিলেও সেই কারণে আমার দ্বেষ-প্রেম বা তোমাদের প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হইবে না, সঙ্গীতিকারকেরা বলিয়াছেন, স্থবিরের এই বচন শুনিয়া তাহাদের অদ্ভুত লোমহর্ষণ উৎপন্ন হইল অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া চোরেরা বলিল, 'ভন্তে, আপনি কোন তপস্যা কর্ম করিয়াছেন? আপনার আচার্য বা উপদেষ্টা কে? কাহার ধর্ম-শাসনকে অবলম্বন করিয়া শোকহীন হইয়াছেন?

৭২২-৭২৩. সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, পঞ্চমারজিন, মহাকারুণিক, সর্বলোকের চিকিৎসক শাস্তাই আমার আচার্য। সেই সর্বজ্ঞ দ্বারা এই অনুত্তর নির্বাণগামী ধর্ম দেশিত হইয়াছে, তাঁহার ধর্মশাসনকে অবলম্বন করিয়া সেই অশোকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

৭২৪. চোরগণ অধিমুত্ত ঋষির সুভাষিত বাক্য শ্রবণে অসি-ধনু প্রভৃতি শস্ত্রায়ুধ নিক্ষেপ করিয়া কেহ কেহ চুরিকর্ম হইতে বিরত হইল, কেহ কেহ প্রব্রজ্যার্থ নিবেদন করিল।

৭২৫. সেই চোরগণ সুগতশাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণপণে বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিতে লাগিল। সকলে হৃষ্ট-তুষ্টচিত্ত ও ভাবিত ইন্দ্রিয় হইয়া অসঙ্খত নির্বাণপদ লাভ করিল।'

শ্রামণের তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া মাতৃসদনে চলিয়া গেলেন। তৎপর মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া উপাধ্যায়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করিলে কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন।

২৪৯. পারাপরিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণের বহুজন্ম পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্রের নাম পারাপরিয়, তাই তিনি গোত্র নামে পরিচিত। ত্রিবেদ ও ব্রাহ্মণশিল্পে তিনি পারদর্শী হন। একদা শাস্তার ধর্ম শ্রবণার্থ জেতবনে গমন করিয়া সভার শেষ প্রান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহার চিত্তের অবস্থা জানিয়া ইন্দ্রিয় ভাবনা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তচ্ছ্রবণে শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হন এবং সেই 'ইন্দ্রিয় ভাবনা সূত্র' শিক্ষা করিয়া ওই ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। পরে নিজের চিন্তিত বিষয় প্রকাশপূর্বক বলিলেন :

৭২৬-৭২৭. একাকী উপবিষ্ট, বিবেকপরায়ণ, ধ্যানী, প্রব্রজিত, পারাপরগোত্রীয় ভিক্ষুর চিন্তা হইল : অর্থকামী পুরুষ কোন ব্রত, কোন আচরণ অনুক্রমিক সম্পাদন করিবে? অথবা কোন প্রকার শীল আচরণ করিয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিবে এবং কোনো সত্ত্বকে নিষ্পীড়ন করিবে না।

৭২৮-৭২৯. মনুষ্যগণের ষড়েন্দ্রিয় হিত ও অহিতভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বার স্মৃতিরূপ কবাট দ্বারা বদ্ধ না করিলে অহিত সাধন করে, সুরক্ষিত হইলে হিতসাধন করে। স্মৃতিসহকারে ইন্দ্রিয়সমূহ সুরক্ষিত হইলে অকুশলরূপ চোর ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে নিজের কর্তব্য পূর্ণ হয় ও অপরকে দুঃখ প্রদান হইতে বিরত হয়।

৭৩০. যে চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রূপের প্রতি আকৃষ্ট সময়ে নিবারণ না করে, সে ইহ-পরকালের দোষকে প্রত্যক্ষ না করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হয় না।

৭৩১. যে কর্ণেন্দ্রিয় শব্দের প্রতি আকৃষ্ট সময়ে নিবারণ না করে, সে ইহ-পরকালের দোষকে প্রত্যক্ষ না করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে না।

৭৩২. ভবদুঃখ হইতে অমুক্তিকামী গন্ধসমূহে মোহিত হইয়া

যদি গন্ধ সেবন করে, সে বর্ত-দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

৭৩৩. রসগৃধ্রু ব্যক্তি অম্ল-মধুর-তিক্ত রসের আস্বাদ স্মরণ করিয়া রসতৃষ্ণায় আবদ্ধ হয়, তাই দুঃখ ক্ষয়কর ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৭৩৪. সুন্দর রমণীয় স্পর্শের কথা অনুস্মরণ করিয়া কামাসক্ত ব্যক্তি কামভোগ কারণে ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

৭৩৫. যেই ব্যক্তি চিত্তকে পঞ্চকাম হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, তাহার পঞ্চকাম ভোগের কারণে বিবিধ দুঃখ অনুগমন করে।

৭৩৬. এই শরীর পূষ রক্তে পরিপূর্ণ ও পিত্ত-শ্লেষ্মাদি বহু দুর্গন্ধ বস্তুর আকর; এই দেহ কোনো সুদক্ষ শিল্পীর সুচিন্তিত বাক্য তুল্য; দেহের অভ্যন্তরে বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্য পরিপূর্ণ চামড়ার বেষ্টনীতে উহাকে মনোহর করা হইয়াছে।

৭৩৭. এই শরীর নরক-দুঃখাদিতে উত্তপ্ত বলিয়া কটুযুক্ত, কৃত্রিম মধুরাস্বাদযুক্ত, প্রিয়বন্ধনকর, দুঃখের আধার, তথাপি ঈদৃশ শরীরে আস্বাদ গ্রাহী ব্যক্তি শরীরের অবস্থা না বুঝিয়া মধুলিপ্ত ক্ষুরধারকে লেহন তুল্য মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

৭৩৮. স্ত্রীর রূপে, স্ত্রীর স্বরে, স্ত্রীর স্পর্শে আসক্ত ব্যক্তি বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।

৭৩৯-৭৪০. স্ত্রীর রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ এই পঞ্চস্রোত পুরুষের পঞ্চদ্বারে প্রবাহিত হয়। যেই বীর্যবান ব্যক্তি সেই স্রোতসমূহকে বন্ধ করিতে পারে, সেই উত্তম বুদ্ধিমান; ধর্মপালনে নিপুণ, বিচক্ষণ বা অনলস গৃহী সাংসারিক বিষয়ে রমিত হইলেও ধর্মত কর্তব্য প্রতিপালন করিবে।

৭৪১. ঐহিক কর্তব্যে সুস্থিত থাকিবে, পারত্রিক অহিতকর কার্য বর্জন করিবে, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিচারপূর্বক 'ইহা আমার অহিতকর কর্ম, ইহা করা অনুচিত' এই ভাবিয়া উহা বর্জন করিবে।

৭৪২. যাহা ঐহিক-পারত্রিক কালে হিতকর, যাহা শমথ-বিদর্শন রতি উৎপাদনকর, তাহাই গ্রহণ করিয়া চলিবে। তাহাই উত্তমা ধর্মরতি নামে কথিত হয়।

৭৪৩. যেই ব্যক্তি কামনাপূর্ণ মানসে অপরকে হত্যা করিয়া, আঘাত করিয়া, শোক প্রদান করিয়া ক্ষুদ্র-মহৎ যে কোনো উপায়ে পরের সম্পত্তি হরণের জন্য দুঃসাহসিক কর্ম করে ও অপরকে পরাজিত করে, তাহার ঈদৃশ কর্ম অতিশয় হীন।

৭৪৪. যেমন বৃক্ষ তক্ষণকারী বলবান পুরুষ খিল দ্বারা খিলকে বাহির করে, তেমন সুদক্ষ ভিক্ষু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিহত করে।

৭৪৫. শ্রদ্ধা-বীর্য-সমাধি-স্মৃতি-প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়বলে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় নিহত করিয়া দুঃখহীন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নির্বাণে গমন করে।

৭৪৬. সেই ব্রাহ্মণ উত্তমার্থশীল, যথাধর্মে স্থিত সমস্ত বুদ্ধের বাক্যভূত অনুশাসন পালন করিয়া সুস্থিত, সেই উত্তম পুরুষই নির্বাণ সুখকে বর্ধিত করেন।

২৫০. তেলকানি স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণের পর বহুজন্ম দেব-নরকুলে পরিভ্রমণপূর্বক গৌতম বুদ্ধের জন্মগ্রহণের পূর্বে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল তেলকানি। বয়ঃপ্রাপ্তে পূর্বকৃত কুশল বিধায় কামভোগে ঘৃণা উৎপাদন করিয়া পরিব্রাজক-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরিব্রাজকাবস্থায় সাধনায় উন্নতি করিতে না পারিয়া 'এ জগতে কে নির্বাণ পারে গিয়াছেন,' এই চিন্তায় বিমোক্ষপথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রশ্নোত্তর দিতে সমর্থ হইত না এবং কাহারও প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইতেন না। সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া লোকহিত সাধন করিতেছিলেন। একদা তিনি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ধর্মশ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। একদিন ভিক্ষুদের সহিত ধর্মালাপ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা দ্বারা নিজের অধিগত জ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

৭৪৭. আমি আরব্ধবীর্য-সহকারে সুদীর্ঘদিন বিমোক্ষগামী ধর্মকে অনুসন্ধান করিয়া বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু চিত্তের উপশমমূলক ভবনিঃসারক আর্যধর্ম লাভ করিতে পারি নাই।

৭৪৮. এ জগতে কে নির্বাণপারে গমন করিয়াছেন? নির্বাণ-প্রবিষ্ট বিমোক্ষমার্গ কে প্রাপ্ত হইয়াছেন? পরমার্থজ্ঞাপক কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিব?

৭৪৯. বড়শি গলাধঃকরণকারী মৎস্যের ন্যায় সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে বক্রভাবে ক্লেশ বা তৃষ্ণা বিদ্যমান আছে; যেমন ইন্দ্রপাশে আবদ্ধ অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয়, তেমন তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ জীব বহু দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

৭৫০. যেমন পাশবদ্ধ মৃগ-শুকর মোচনের উপায় না জানিয়া ছটফট করিতে করিতে জালকে আকর্ষণপূর্বক গাঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়, তেমন আমি তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হইয়াছি এবং মোচনের উপায় না জানিয়া পাপানুষ্ঠানে আরও আকর্ষিত হইতেছি, কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, বরঞ্চ আরও অধিকতর শোক-বিলাপ প্রাপ্ত হইতেছি। এ জগতে তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ কে আমাকে মোচন করিয়া বিমোক্ষমার্গের কথা বলিবে?

৭৫১. তৃষ্ণা বিধ্বংস করিতে সমর্থ কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে উপদেষ্টারূপে পাইব! জরা-মৃত্যু প্রবাহকারী কাহার ধর্মকে গ্রহণ করিব!

৭৫২-৭৫৩. বিচিকিৎসা ও সন্দেহ দ্বারা গ্রথিত, মদবল সংযুক্ত, ক্রোধযুক্ত, কঠিন চিত্তগত, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভে চিত্ত প্রদলন তুল্য, তৃষ্ণা-ধনু বা বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি ও দশ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি এই দুই পঞ্চদশ মিথ্যাদৃষ্টি শল্য দৃঢ়ভাবে বক্ষ ভেদ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত হইতেছে দেখ।

৭৫৪. সৎকায়দৃষ্টি বিদূরীত না হইলে শাশ্বতদৃষ্টি প্রভৃতি থাকিয়া যায়, সেই কারণে আমি অন্যান্য মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারি নাই ও মিথ্যাবিতর্ক দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছি, সেই দৃষ্টিশল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আমি শাশ্বত-উচ্ছেদবশে এপাশ-ওপাশ পরিবর্তন করিতেছি, যেমন বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত বৃক্ষপত্র কম্পিত হয়।

৭৫৫. আমার দেহ হইতে এই শল্য সমুত্থিত হইয়া ষড়বিধ স্পর্শায়তনযুক্ত কায়াকে ‘অগ্নি যেমন স্বীয় আশ্রয়কে দগ্ধ করে, তেমন শীঘ্র দগ্ধ করিতেছে অর্থাৎ যথায় উৎপন্ন তথায়

প্রবর্তিত হইতেছে।

৭৫৬. যে আমার সেই দৃষ্টিশল্য ও তৃষ্ণাশল্যকে উৎপাটন করিবে, এমন যে চিকিৎসক আমি তাহাকে দেখিতেছি না, কোনো অস্ত্রবলে বা মন্ত্র-ঔষধবলে এই শল্য উৎপাটন করিতে পারে, তেমন চিকিৎসক আমি দেখিতেছি না।

৭৫৭. কোনো অস্ত্র না লইয়া, ব্রণ উৎপাটন না করিয়া ও সমস্ত শরীরকে কোনোরূপ পীড়াদান না করিয়া কে আমার হৃদয় অভ্যন্তরস্থ তৃষ্ণাশল্যকে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে?

৭৫৮. যিনি ধর্মত আমার কামতৃষ্ণাদি প্রবাহ উৎসন্ন করিবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ, কে অতিগভীর সংসার স্রোতে পতিত আমাকে 'ভয় করিও না' বলিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক নির্বাণরূপ স্থলকে আর্যমার্গরূপ হস্তে দেখাইয়া দিবেন? আমি সেই সুবৃহৎ সংসাররূপ হ্রদে ডুবিয়া যাইতেছি, কিন্তু সেই হ্রদের মৃত্তিকা কর্দমতুল্য কামতৃষ্ণাদি রজ আহরণ করিতে পারে না।

৭৫৯. উহাতে বিদ্যমান দোষ আচ্ছাদনকারিণী মায়া, পরসম্পত্তি অসহ্যকারিণী ঈর্ষা, অতিশয় ব্যাপক লক্ষণযুত মান, চিত্তের দুর্বলতাকারক স্ত্যান, কায়ের দুর্বলতাকারক মিদ্ধ এই পাপধর্মগুলি সুবিস্তৃত।

৭৬০. ঔদ্ধত্যরূপ মেঘ-গর্জিত দশবিধ সংযোজন-মেঘ ও মহাজাল প্রবাহ সদৃশ মিথ্যাসংকল্পাদিতে অবস্থিত কুদৃষ্টি আমাকে অপায়রূপ সমুদ্রে ফেলিবার উদ্দেশ্যে আকর্ষণ করিতেছে।

৭৬১. তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান-অবিদ্যা-ক্লেশ এই পঞ্চস্রোত আমার পঞ্চদ্বারে স্রাবিত হইতেছে, তৃষ্ণারূপ লতা ষড়দ্বারে উৎপন্ন হইয়া রূপাদি ষড়নিমিত্তে অবস্থান করিতেছে। কে আমার সেই স্রোত নিবারণ করিবে? সেই তৃষ্ণালতাকে কে ছেদন করিয়া দিবে?

৭৬২. হে ভদন্ত, আমাকে সেতু করিয়া দেন, কেননা এই জলস্রোত অতি খরতর, তাই অজ্ঞানী ব্যক্তিরাও সেতুযোগে উত্তীর্ণ হইয়া ওই দুঃখকে নিবারণ করে, কিন্তু এই সংসার স্রোত অতিশয় সূক্ষ্ম বিধায় নিবারণ করা সুকঠিন। এই স্রোত বৃদ্ধি পাইয়া 'উপকূলে স্থিত বৃক্ষের পতন তুল্য' তোমরা

অপায় তীরে স্থিত বলিয়া অপায় সমুদ্রে পড়িয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইও না।

৭৬৩-৭৬৪. এই প্রকারে আমি সংসারাবর্ত ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া নির্বাণপার অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তখন লোকত্রাতা প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রধারী ভিক্ষুসংঘনিসেবিত শাস্তা সুকৃত, পরিশুদ্ধ, ধর্মময় দৃঢ় সোপান 'সংসার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে' আমাকে প্রদান করিলেন এবং আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, 'ভয় করিও না।'

৭৬৫. তৎপর স্মৃতি প্রতিষ্ঠারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া চারি সত্যধর্মকে মার্গজ্ঞানে অবগত হইলাম। সৎকায়দৃষ্টিতে অভিরত তৈর্থিক যাহা 'আমি' বলিয়া 'আমার' বলিয়া ধারণা করিত, আমিও তাহা সারভাবে পূর্বে ধারণা করিয়াছি।

৭৬৬-৭৬৭. আর্যমার্গরূপ নৌকায় আরোহণের উপায় স্বরূপ যখন বিদর্শনমার্গ দর্শন করিলাম, সেই হইতে তৈর্থিক কল্পিতভাবে চিত্তে গ্রহণ না করিয়া নির্বাণের তীর্থ স্বরূপ উত্তম আর্যমার্গ দর্শন করিলাম, 'আমি' বলিয়া গৃহীত দৃষ্টি-মানাদি শল্য ও ভবতৃষ্ণাশ্রয়ভূত পাপধর্মসমূহের অনুৎপত্তির জন্য উত্তম আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ ও তদুপায়ভূত বিদর্শনমার্গ শাস্তা দেশনা করিলেন।

৭৬৮. আমার অনাদিকাল প্রবর্তিত সংসারাবর্তে সুদীর্ঘকাল অনুশয়িত ও সুচিরকাল অধিষ্ঠিত হৃদয়াভ্যন্তরে গ্রথিত তৃষ্ণারূপ বিষের দোষ বুদ্ধ সমূলে অপনোদন করিলেন।

২৫১. রাষ্ট্রপাল স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের উৎপত্তির পূর্বে হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মহাধনের অধিকারী হইলে কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে সেই অপরিমেয় রত্নভাণ্ডার দেখাইলেন। তিনি ধনদর্শনে ভাবিলেন, 'এই ধনরাশি আমার পিতা-পিতামহ কেহই সঙ্গে নিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু আমার সমস্ত ধন সঙ্গে নিয়া যাওয়া উচিত।' তৎপর ভিখারীদিগকে প্রত্যহ মহাদান দিতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞানবান একজন তাপসের সেবা করিতেন। তাপস তাঁহাকে দান-প্রভাবে স্বর্গগামী হইতে উপদেশ দিতেন। এভাবে যাবজ্জীবন পুণ্য সম্পাদনে দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ

করেন। পরে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা উপাসকদের সহিত শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা প্রব্রজিতদের প্রধান পদ প্রদান করিলেন। তিনিও সেই পদ প্রার্থী হইয়া এক লক্ষ ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল দান দিলেন। শাস্তা গৌতম বুদ্ধের সময়ে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তৎপর মরণান্তে দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় ফুশ্য বুদ্ধের সময়ে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তিনজন রাজপুত্র যখন দান দিতেছিলেন, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পুণ্যকার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে জন্মে জন্মে বহু পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যে খুল্লকোট্ঠিত নগরে রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগ্নশীল রাজ্য সংযোজন করিতে সমর্থ বিধায় বংশানুগত নামে পরিচিত হইলেন রাষ্ট্রপাল। মাতাপিতা মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। সেই হইতে তিনি পুণ্য-প্রভাবে দেবতুল্য বিভব ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবান যখন কুরুরাজ্যে খুল্লকোট্ঠিত নগরে পদার্পণ করেন, তখন তিনি বুদ্ধের সদনে উপস্থিত হইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন। তারপর তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের বলবতী বাসনা হইলেও, কিন্তু মাতাপিতা অনুমতি দিলেন না। তিনি সপ্তাহকাল প্রায়োপবেশন করিয়া প্রব্রজ্যার্থ মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক জনৈক স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন।

কিছুকাল পরে শাস্তার অনুমতি গ্রহণপূর্বক মাতাপিতার দর্শনার্থ স্বীয় নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করিয়া নিজের বাড়ি হইতে পর্যুসিত পিষ্টক প্রাপ্ত হইয়া অমৃতের ন্যায় ভোজন করিলেন। একদা পিতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পিতৃগৃহে ভোজনান্তে বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আর্যপুত্র, আপনি যেই অপ্সরা লাভের কারণে প্রব্রজিত হইয়াছেন, আপনার সেই অপ্সরা কেমন সুন্দরী?' এই বলিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অভিপ্রায় পরিবর্তন করিয়া অনিত্যমূলক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন :

৭৬৯. বস্ত্রাভরণে বিচিত্রিত, নব দ্বারবিশিষ্ট, ত্রি-শতাধিক অস্থি আশ্রিত, নিত্যাতুরগ্রস্ত, বহু মিথ্যাসংকল্প পূর্ণ, যাহার ধ্রুব স্থিতি নাই এমন দেহকে দেখ।

৭৭০. মণিকুণ্ডল দ্বারা বিচিত্রিত, অস্থি ত্বক দ্বারা আবৃত রূপ দেখ। উহা মণিকুণ্ডলে বিচিত্রিত হইলেও বস্ত্রাচ্ছাদিত হওয়াতেই শোভা পাইতেছে।

৭৭১. আলতামাখা চরণ ও সুগন্ধ চূর্ণমাখা মুখখানি কেবল অজ্ঞানীকে (অন্ধ, পৃথগ্জনকে) মোহিত করিতে সমর্থ, বিবর্তগামীকে উহা মোহিত করিতে পারে না। ললাটাচ্ছাদিত অলকে ও অঞ্জন ম্রক্ষিত নেত্রে অজ্ঞানীকে মোহিত করিতে সমর্থ, বিবর্তগামীকে নহে।

৭৭২-৭৭৩. যেমন নতুন অঞ্জনীপাত্র বহির্ভাগে কারুকার্য খচিত, দেখিতে দর্শনীয়, অভ্যন্তরে কি আছে দেখা যায় না, তেমন অলংকৃত পূতিময় শরীর বহির্ভাগে উজ্জ্বল, অথচ ভিতরে বিষ্ঠাদি অশুচিপূর্ণ, উহা অজ্ঞানীকে মোহিত করে, বিবর্তগামীকে করে না।

৭৭৪-৭৭৫. যেমন মৃগয়াকারী জাল পাতিয়া, তথায় আহার্য প্রদানপূর্বক গুপ্তস্থানে লুকিয়া মৃগের প্রতীক্ষা করে, অথচ সুচতুর মৃগ জাল স্পর্শ না করিয়া আহার্য গ্রহণে মৃগয়াকারীর ক্রন্দন সত্ত্বেও প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া যায়। অন্য মৃগ আহার্য গ্রহণ করিয়া জালাবদ্ধ হইলেও সজোড়ে জাল ছিঁড়িয়া মৃগয়াকারীর শোক করা সত্ত্বেও চলিয়া যায়। তেমন স্থবির মৃগয়াকারীর ন্যায় মাতাপিতাকে হিরণ্য সুবর্ণ স্ত্রীমহলরূপ বাগুরাকে ও অতীতের বর্তমানের খাদ্য-ভোজ্যকে ত্যাগ করিয়া নিজকে মহামৃগতুল্য উপমা প্রদান করিয়া আকাশমার্গে গমনপূর্বক রাজা কোরব্যের মৃগজিন নামক উদ্যানের মঙ্গল শিলাসনে উপবেশন করিলেন। এদিকে স্থবিরের পিতা সাতখানি দরজা অর্গলবদ্ধ করাইয়া প্রহীরদিগকে আদেশ দিলেন যে, 'সাবধান তাহাকে বাহির হইতে দিও না, তাহার চীবরগুলি খুলিয়া শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া দাও।' তাই স্থবির আকাশপথে চলিয়া গেলেন। রাজা কোরব্য মঙ্গল শিলাসনে উপবিষ্ট স্থবিরের বার্তা শুনিয়া তথায় গমনপূর্বক তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। হে রাষ্ট্রপাল, এ জগতে কেহ বৃদ্ধ হইয়া, কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, কেহ সম্পত্তি শূন্য হইয়া, কেহ জ্ঞাতিশূন্য হইয়া প্রব্রজিত হয়, আপনি এই গুলির কোনটিই প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন কেন? স্থবির 'জগৎ অনিত্য, জগৎ কাহাকেও ত্রাণ করে না, এ জগতে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, এ জগতে তৃষ্ণাকে কেহই

পূর্ণ করিতে পারে না।’

এই চারিটি ধর্মোপদেশ দিয়া এখন নিজের বিবিক্ত কারণ জ্ঞাপন মানসে অনুগীতি স্বরূপ বলিলেন :

৭৭৬-৭৭৮. মহারাজ, এ জগতে বহু ধনাঢ্য লোকদিগকে দেখিতেছি, তাহারা ধনলাভ করিয়া কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে দান দেয় না, কারণ কর্ম-কর্মফল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান নাই। সেই লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে থাকে, পুনঃ ততোধিক বিত্তলাভার্থ চেষ্টা করিয়া থাকে। রাজা বলপূর্বক পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া সসাগরা মহীকে আয়ত্ত করিয়া থাকে, এমনকি সমুদ্রের এপারে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সমুদ্রের পরপারকে (দ্বীপকে)ও প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু রাজা ও অন্যান্য বহু মনুষ্য অবীততৃষ্ণ হইয়া মরিয়া থাকে, মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তাহারা দেহত্যাগ করিয়া থাকে, এ জগতে তৃষ্ণার্থ ব্যক্তির বস্তুকামে অর্থাৎ ধন-সম্পত্তিতে তৃপ্তি নাই, যত পায় ততই সঞ্চয় করিতে চায়।

৭৭৯. মৃতব্যক্তির জন্য তাহার জ্ঞাতিগণ আলুলায়িত কেশে গুণ কীর্তন করিতে করিতে ক্রন্দন করিয়া থাকে। অহো, আমাদের জ্ঞাতিগণ অমর হউক বলিয়া বিলাপ করিয়া থাকে, অথচ মৃত ব্যক্তিকে বস্ত্রাবৃত করিয়া বাহির করে ও চিতা সজ্জিত করিয়া তথায় দাহন করিয়া থাকে।

৭৮০. শবদাহকারী শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃতদেহ দাহন করে। অপিচ মৃতব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সঙ্গে একখানি বস্ত্রমাত্র শ্মশানে নিয়া যায়, মৃতব্যক্তির জ্ঞাতি-মিত্র-সহায় কেহ পরিত্রাণকারী নহে।

৭৮১. তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা ধন-সম্পত্তি নিয়া যায়, সত্ত্ব কিন্তু কর্মানুযায়ী চলিয়া যায়, মৃতব্যক্তি কোনো ধনই সঙ্গে নিতে পারে না, তাহার পুত্রদারেরা ধন-রাজ্য সমস্ত লইয়া যায়।

৭৮২. ধনের দ্বারা কেহ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না, বিত্ত দ্বারা কেহ বার্ধক্য ধ্বংস করিতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মানুষ অল্পদিন সংসারে বাঁচিয়া থাকে, জীবন অস্থায়ী

এবং পরিবর্তনশীল।

৭৮৩. ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই মৃত্যুর স্পর্শ হইতে কেহই রক্ষা পাইতে পারে না, সেইরূপ পণ্ডিত-মূর্খ কেহই মৃত্যুকবল বা ইষ্টানিষ্ট বিষয় হইতে রক্ষা পায় না। অজ্ঞানী নিজের অজ্ঞানতাবশত বক্ষে করাঘাত করিয়া ভালো-মন্দ ফল ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ভালো-মন্দ বিষয়ে কম্পিত হয় না।

৭৮৪. তদ্ধেতু যেই প্রজ্ঞাবলে চরমাবস্থা বা নির্বাণ লাভ করা যায়, সেই প্রজ্ঞাই ধনের চেয়ে শ্রেয়। মোহন্ধগণ এই ক্ষুদ্র-মহৎ ভবের ফলাফল বুঝিতে না পারিয়া বহু পাপকর্ম করিয়া থাকে।

৭৮৫. সে পাপকর্ম করিয়া পরম্পরা সংসারে জন্মগ্রহণপূর্বক পরলোকে উৎপত্তির কারণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহার কর্মকে অনুকরণ বা বিশ্বাস করিয়া সেও গর্ভ ও পরজন্ম লাভ করিয়া থাকে, উহার কারণ হইতে মুক্তি লাভ করে না।

৭৮৬. যেমন সন্ধিমুখে চোর গৃহীত হইলে রাজপুরুষেরা তাহার সেই পাপকর্মের দরুন তাহাকে কশাঘাতাদি দণ্ডকর্ম দিয়া থাকে, তেমন এই জগতে প্রাণীগণ পাপ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের সেই পাপকর্মের দরুন তাহাদিগকে নরক ও পঞ্চ বন্ধনাদিতে দণ্ড পাইতে হয়।

৭৮৭. এ জগতে বিচিত্র, মধুর, মনোরম বস্তুকামসমূহ বিবিধ প্রকারে প্রাণীদের চিত্ত মর্দন করিয়া থাকে, সেই কারণে প্রব্রজ্যায় অভিরমিত হইতে দেয় না। তাই হে রাজন, আমি কাম্যবস্তুতে বা কাম সেবনে দোষ দেখিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি।

৭৮৮. যেমন পক্বাপক্ব বৃক্ষফল পতিত হয়, তেমন কী বালক, কী বৃদ্ধ মানবগণ শরীর ত্যাগে পতিত হইয়া থাকে। রাজন, আমি এই অনিত্যভাব প্রজ্ঞাচক্ষে দেখিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি। এই সব কারণে অবিরুদ্ধ শ্রামণ্যভাবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

৭৮৯. আমি কর্ম কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া জিনশাসনে সদাচরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হওয়ায় আমার প্রব্রজ্যা অবন্ধ্যা, কামঋণাভাবে স্বামীস্বরূপে আহার্য গ্রহণ

করিতেছি।

৭৯০-৭৯৩. আমি বস্তু ও ক্লেশকামকে এগার প্রকার অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিতরূপে দেখিয়া, স্বর্ণ-রৌপ্যসমূহ অস্ত্রস্বরূপ দেখিয়া, গর্ভে জন্ম হইতে সংসারাবর্তকে দুঃখরূপে দেখিয়া ও অষ্ট মহানিরয় ভয়কে দেখিয়া এই সমস্ত কামভোগের দোষ বলিয়া যখন জ্ঞাত হই, তখন বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি গৃহস্থকালে কামরাগাদি শল্য দ্বারা বিদ্ধ হই, এখন বুদ্ধের শাসনে আসিয়া আমার আসব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ব্যাখ্যা পূর্ববৎ।

স্থবির রাজা কোরব্যকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া শাস্তার নিকটে চলিয়া গেলেন। শাস্তা একদা আর্যগণের মধ্যে উপবিষ্ট স্থবিরকে শ্রদ্ধা প্রব্রজিতের প্রধান স্থান প্রদান করিলেন।

২৫২. মালুক্যপুত্র স্থবির

এই স্থবিরের আত্মকাহিনী ছক্ক নিপাতে বলা হইয়াছে, স্থবির অর্হৎ হইয়া জ্ঞাতিদিগকে ধর্মোপদেশচ্ছলে সেই পূর্বভাষিতা গাথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এখানে পৃথগ্‌জনাবস্থায় তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, ‘ভন্তে, আমাকে সংক্ষেপে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।’ তখন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘হে মালুক্যপুত্র, চক্ষুবিজ্ঞেয় যেই সমস্ত রূপ, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনোবিজ্ঞেয় যে সমস্ত ধর্ম আছে, যাহা তুমি দেখ নাই, যাহা দেখিবার জন্য তোমার চিত্তও কোনোদিন উৎপন্ন হয় নাই, তাহাতে তোমার কামনা, তৃষ্ণা, প্রেম উৎপন্ন হয় কি?’ ‘না ভন্তে।’ তবে তুমি যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, গন্ধ পাইয়াছ, জ্ঞাত হইয়াছ, এই ধর্মসমূহে তোমার দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতে শ্রুতমাত্র, গন্ধে গন্ধমাত্র, জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞাতমাত্র হইবে। যখন হইতে তোমার চিত্তে এই অবস্থাগুলি আসিবে, তখন হইতে তোমার মধ্যেও সেইগুলি নাই, তাহাতেও তুমি নাই; যেই হইতে তোমাতে সেগুলি নাই, উহাতে তুমি নাই, সেই হইতে তুমি ইহলোকেও নাই, পারলোকেও নাই, উভয় লোকে নাই। ইহাই তোমার দুঃখের চরমাবস্থা।’ ভগবানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মালুক্যপুত্র অবগত হইয়া তিনি যে উহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মানসে গাথাগুলি ভাষণ করিলেন।

৭৯৪. কেহ রূপ দেখিয়া অর্থাৎ চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ চক্ষুদ্বারে

পাইয়া সেই রূপ দৃষ্টমাত্রেই উহাতে স্থিত না থাকিয়া প্রিয়-নিমিত্ত ভাবিয়া বা শোভনাকারে মনোনিবেশপূর্বক অনবহিত চিত্তে দর্শনে স্মৃতিবিহ্বল হইয়া থাকে। যে এই রূপনিমিত্তে আসক্তি অনুভব করে বা আস্বাদবশে রূপকে অভিনন্দন করে, সে উহাতে 'সুখ আছে, সুখ আছে' ভাবিয়া গলাধঃকরণের মতো আসক্তচিত্তে অবস্থান করে।

৭৯৫. এই প্রকার লোকের সেই রূপসম্ভার হইতে বহু ক্লেশ বা তৃষ্ণা উৎপত্তিমূলক বেদনা বর্ধিত হইয়া থাকে। সেই প্রিয়রূপে আসক্ত হওয়ার দরুন লোভ ও শোকাদি দুঃখ তাহার চিত্তকে নিষ্পীড়ন করিয়া থাকে। এই প্রকারে সেই সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে ভবাভিসংস্কার সঞ্চিত হইয়া তাহার সংসারাবর্ত দুঃখ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। সেই কারণে নির্বাণ লাভ তাহার পক্ষে সুদূর হয়।

৭৯৬-৮১৭. সেইরূপ শব্দ শুনিয়া, আঘ্রাণ লইয়া, রসাস্বাদন করিয়া, স্পর্শানুভব করিয়া ও ধর্ম নিমিত্ত জ্ঞাত হইয়া... নির্বাণ লাভ তাহার পক্ষে সুদূর হয়। যে ব্যক্তি রূপ দেখিয়া দৃষ্টিপথে আগত রূপনিমিত্তকে চক্ষুবিজ্ঞানে গ্রহণপূর্বক চারি সম্প্রজ্ঞানে অবস্থিত হয়, সে রূপনিমিত্ত দর্শনে কামতৃষ্ণা উৎপাদন করে না, বরঞ্চ উহার উৎপত্তির যথার্থ কারণ অবগত হইয়া রূপের প্রতি বিতৃষ্ণভাব আনয়ন করিয়া থাকে। 'ইহা আমার ইহাতে আমি, ইহা আমার আত্মা' এইরূপ তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানবশে উহাতে নিবিষ্ট হয় না বা উহাকে অভিনন্দন করে না। সেই যোগীর যেমন উহাতে লোভাদি প্রবর্তিত না হয়, তেমন অনিত্যভাবে রূপকে দর্শন করে, অনিত্যভাবে সেবন করাতে, তাহার সমস্ত ক্লেশাবর্ত পরিক্ষয় হইয়া থাকে, আর দোষ সঞ্চিত হয় না, এভাবেই যোগী তৃষ্ণাপনয়নে স্মৃতিশীল হইয়া বিচরণ করে। মার্গ-প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত সংসারাবর্ত দুঃখ তাহার অপচয় হওয়াতে নির্বাণের নিকটে আগত বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে ও ধর্মে আসক্ত না হওয়াতে... নির্বাণের নিকটে আগত বলিয়া কথিত হয়।

স্থবির এই গাথা ভাষণে শাস্তার উপদিষ্টভাবে ধর্মজ্ঞাত হইয়া প্রকাশ্যভাবে জ্ঞাপন করিয়া ভগবানকে বন্দনাপূর্বক প্রস্থান করিলেন এবং অচিরেই

অর্হত্তফল লাভ করিলেন।

২৫৩. শেল স্থবির

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক নিজেই প্রধান হইয়া তিনশত লোকের সহিত শাস্তার গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর গন্ধকুটি উৎসব সময়ে ভিক্ষুসংঘকে মহাভোজ প্রদান করেন ও শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুদিগকে ত্রিচীবর দান করেন। বহুজন্ম পুণ্যানুষ্ঠানের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে অঙ্গুত্তরাপ রাজ্যের আপণ নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল শেল ব্রাহ্মণ। ত্রিবেদজ্ঞ শেল আপণ গ্রামে তিনশত ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। সেই সময় শাস্তা সাড়ে বারশত ভিক্ষু সহিত শ্রাবস্তী হইতে অঙ্গুত্তরাপে উপস্থিত হইলেন এবং শেল ব্রাহ্মণের অন্তেবাসীদিগের জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া নিকটে এক বনে বাস করিতেছিলেন। তখন কেনিয় নামক জটিল বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনিয়া সশিষ্য বুদ্ধকে আগামী দিনের জন্য তাঁহার আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রভূত খাদ্য-ভোজ্য সজ্জিত করিতে লাগিলেন। তখন শেল ব্রাহ্মণ তিনশত ছাত্র সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কেনিয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে, কাজের বড় ধূম পড়িয়াছে ও দানীয় বস্তু সজ্জিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, 'হে জটিল, আপনার কি মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে?' তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ মহাশয়, আগামীকল্য বুদ্ধ আমার আশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।' তাঁহারা 'বুদ্ধ' এই বাক্যটি শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তখনই ছাত্রগণসহ শেল বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ আলাপের পর ভগবানের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয়ই যাঁহার এই লক্ষণ থাকে, তিনি চক্রবর্তী রাজা হন, নতুবা বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। যাঁহারা সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের গুণ কীর্তনে তাঁহারা নিজেই পরিচয় দেন, সম্যকসম্বুদ্ধ না হইলে অধোমুখে ভীতভাবে বসিয়া থাকেন। এখন আমি ভগবান গৌতমকে স্তুতি গাথা ভাষণ করিব।

৮১৮. ভগবন, আপনার শরীর দ্বাত্রিংশ লক্ষণপূর্ণ, শরীরের প্রভা সুন্দর, আপনার অভিজাত রূপ, চারু দর্শন, শুভ্র দন্ত, সুবর্ণবর্ণ দেহ ও আপনি বীর্যবান।

৮১৯. আপনি নরের মধ্যে মহাপুরুষ, মহাপুরুষগণের মধ্যে যাহা কিছু চিহ্ন থাকে, সমস্ত আপনার শরীরে সেই মহাপুরুষ লক্ষণ আছে।

৮২০. আপনার প্রসন্ননেত্র, পরিপূর্ণ মুখ, ব্রহ্মার ন্যায় ঋজু গাত্র ও আপনি প্রতাপশালী। আপনি শ্রমণসংঘের মধ্যে আদিত্যতুল্য উদিত হইয়াছেন।

৮২১. আপনি কল্যাণদর্শন ভিক্ষু, আপনার ত্বক কাঞ্চনতুল্য, এমন উত্তমবর্ণ লাভ করিয়া শ্রামণ্যবেশে আপনার কী প্রয়োজন?

৮২২. আপনি রথার্ষভ, চক্রবর্তী রাজা হওয়ার উপযুক্ত। আপনি চারিদিক বিজয়ী, জম্বুদ্বীপের একেশ্বর হইতে পারিতেন।

৮২৩. ক্ষত্রিয় রাজগণ আপনার সেবক হইবেন। হে রাজাধিরাজ, মনুজেন্দ্র গৌতম, আপনি রাজত্ব করুন।

বুদ্ধ তাঁহার এই বাক্য সমর্থন করিয়া বলিলেন :

৮২৪. হে শেল, তুমি যে আমাকে রাজা হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ, বাস্তবিক আমি রাজা, আমি অনুত্তর ধর্মরাজ, আমি যথাধর্ম মতে আদেশ-অনুশাসন করি, আমার এই চক্র অন্য কেহ প্রবর্তন করিতে পারিবে না।

ভগবানের পরিচয় শুনিয়া শেল সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :

৮২৫-৮২৬. হে গৌতম, আপনি অনুত্তর ধর্মরাজ সম্বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন এবং ধর্মত চক্র প্রবর্তন করেন বলিয়া ভাষণ করিতেছেন। ভবৎ ধর্মরাজের ধর্মত প্রবর্তিত চক্রের অনুপ্রবর্তক সেনাপতি কে? কে এই আপনার প্রবর্তিত ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তন করেন?

সেই সময় ভগবানের দক্ষিণপার্শ্বে সুবর্ণ পুঞ্জতুল্য শ্রীশোভাবিশিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবির উপবিষ্ট ছিলেন, ভগবান তাঁহাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন :

৮২৭. আমার প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্রকে তথাগত দ্বারা অনুজাত সারিপুত্র অনুপ্রবর্তন করিতে সমর্থ।

ভগবান তাহার সন্দেহ ভঞ্জন মানসে বলিলেন :

৮২৮. আমি অভিজ্ঞেয় চারি আর্যসত্যকে অভিজ্ঞাত হইয়াছি। ভাবিতব্য মার্গসত্য আমা দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, আমা দ্বারা প্রহীনযোগ্য সমুদয়সত্য প্রহীন করা হইয়াছে, 'এই দুইটি গ্রহণে নিরোধসত্যও প্রকাশিত হইয়াছে।' সেই কারণে হে

ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ।

ভগবান নিজের পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিলেন :

৮২৯-৮৩১. হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার সন্দেহ দূর কর। আমি সম্যকসম্বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস কর, সম্বুদ্ধগণের নিত্যদর্শন দুর্লভ হয়। জগতে যাঁহাদের উৎপত্তি একান্তই নিত্য দুর্লভ, হে ব্রাহ্মণ, আমি সেই কামতৃষ্ণাদি শল্য উৎপাটনকারী অনুত্তর সম্বুদ্ধ। ব্রহ্মতুল্য, নিরুপম, মারসৈন্য প্রমর্দনকারী অকুতোভয় আমি সকল অমিত্রদিগকে বাধ্য করিয়া আমোদিত হইতেছি।

তখনই ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ ইচ্ছায় বলিলেন :

৮৩২. ওহে মানবগণ, আমার বাক্যে মনোযোগ করুন, যেমন সিংহ বনে শব্দ করিয়া থাকে, তেমন শল্য উদ্ধরণকারী, মহাবীর, চক্ষুষ্মান বুদ্ধ ভাষণ করিতেছেন।

৮৩৩. ব্রহ্মতুল্য নিরুপম, মারসৈন্য প্রমর্দনকারী বুদ্ধকে দেখিয়া কোন জ্ঞানবান প্রসন্ন না হইবেন? এমনকি নীচ স্বভাবপরায়ণ ব্যক্তিও বুদ্ধ-দর্শনে আনন্দ লাভ করিবে।

৮৩৪. যিনি আমাকে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার সঙ্গে আসুন, যিনি ইচ্ছা করেন না, তিনি গমন করুন। আমি বরপ্রাজ্ঞ বুদ্ধের নিকটে এখানেই প্রব্রজিত হইব।

তাঁহার অন্তেবাসীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছায় তাঁহাকে বলিলেন :

৮৩৫. যদি আপনার সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা হয়, আমরাও শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

শেল তাঁহাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছেন :

৮৩৬. ভগবন, এই তিনশত ব্রাহ্মণ আপনার নিকট 'ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব' বলিয়া যাচঞা করিতেছে।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে শেলপ্রমুখ এই তিনশত ব্রাহ্মণ কুশলবীজ বপন করিয়া গৌতম বুদ্ধের শাসনে আবার একত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ও শেল তাঁহাদের এই শেষ জন্মেও প্রধান হইলেন। তখন তাঁহারা ত্রিচীবর দান করিয়া ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাই এখন

ভগবান তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা প্রদান মানসে বলিলেন :

৮৩৭. উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, প্রত্যক্ষ, মার্গক্ষণেই ফললাভ-হেতু কালাকাল বিরহিত এই ব্রহ্মচর্য, সেই কারণে এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ অতিশয় ফলদায়ক, যদি ত্রিশিক্ষাকে শিক্ষা করা যায়।

ভগবান, 'আস ভিক্ষুগণ' বলিয়া যখন সম্বোধন করিলেন, তখন ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভ করিয়া ষাট বৎসর বয়স্ক স্থবিরতুল্য পরিশোভিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক পরিবেষ্টন করিলেন। সপরিষদ শেল প্রব্রজিত হইয়া সপ্তম দিবসে সকলে অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। তাঁহার অর্হত্ত্বফল প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন :

৮৩৮. হে পঞ্চচক্ষুষ্মান, আজ হইতে আট দিন পূর্বে আপনার শরণে আসিয়াছিলাম, হে ভগবন, সাত রাত্রির মধ্যেই আপনার শাসনে দান্ত হইলাম। অহো, শরণগমনের কী মহাপ্রভাব!

৮৩৯-৮৪০. আপনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, আপনি শাস্তা, আপনি মারপরাভবকারী মুনি, আপনি আর্যমার্গরূপ অস্ত্র দিয়া কামানুশয় ছেদনপূর্বক স্বয়ং সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই সত্ত্বদিগকেও স্কন্ধ উপধি হইতে পরিত্রাণ করিলেন। আপনার স্কন্ধ উপধি অতিক্রান্ত হইয়াছে, আপনার আসব প্রদলিত হইয়াছে, আপনি সিংহতুল্য উপাদানহীন ও আপনার ভৈরবভয় বিধ্বংস হইয়াছে।

তিনি পূর্বোক্ত গাথা দ্বারা বুদ্ধের স্তুতি করিয়া উপসংহার গাথায় অভিবাদনপূর্বক প্রার্থনা করিতেছেন :

৮৪১. হে বীর, আপনার পদবন্দনার জন্য এই তিনশত ভিক্ষু কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আপনি পদ প্রসারণ করুন, অর্হৎ নাগগণ শাস্তাকে বন্দনা করুক।

তৎপর স্থবির সপরিষদ ভগবানকে বন্দনা করিলেন।

২৫৪. ভদ্দিয় স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক একদা শাস্তার ধর্ম শ্রবণ করিতেছিলেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে উচ্চকুলীনের প্রধান স্থানে নিয়োগ করিতেছিলেন।

তিনিও ওই পদপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান প্রদানপূর্বক প্রার্থনা করিলেন, শাস্তা বিনা অন্তরায়ে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কী উপায়ে উচ্চকুলীন হওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ধর্মশ্রবণার্থ ধর্মমণ্ডপ নির্মাণ, আসনদান, ব্যজনীদান, ধর্মদেশকের পূজা-সৎকার ও উপোসথাগারে প্রয়োজনীয় বস্তু দান করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তিনি সমস্ত কর্তব্য পালন করিলেন। মরণান্তে দেব-নরকুলে বহুজন্ম গ্রহণের পর কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের শেষভাগে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার বহুকাল পূর্বে বারাণসীতে এক কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা দেখিলেন যে, পচ্চেক বুদ্ধগণ পিণ্ডচারণ করিয়া সর্বদা একস্থানে আহার করেন, তিনি আহার্যস্থানে পাষাণ ফলক সুবিস্তৃত করিয়া পদধৌত করিবার জল প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপকরণ স্থাপন করিলেন এবং আজীবন তাঁহাদের সেবা করিলেন। তৎপর বহুজন্মাবসানে কপিলবাস্তু নগরের শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম রাখিলেন ভদ্দিয়। যখন শাস্তা অনুপিয় আম্রবনে বাস করেন, তখন অনুরুদ্ধ প্রমুখ পাঁচজন সঙ্গীর সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। সেই সময় ভগবান তাঁহাকে উচ্চ কুলীনের প্রধান স্থানে নিয়োগ করেন। তিনি নির্বাণ ফল লাভ করিয়া এতই পরমানন্দ লাভ করিলেন যে, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, নির্জনস্থানে সর্বত্র 'অহো সুখ, অহো সুখ' বলিয়া প্রীতি গাথা ভাষণ করিতেন। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুরা শাস্তাকে বলিলেন, 'ভন্তে, কালিগোধার পুত্র ভদ্দিয় নিত্য 'অহো সুখ, অহো সুখ' বলিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্দিয়, সত্যই কি তুমি এইরূপ বলিয়া থাক?' 'হ্যাঁ ভগবন।' ভন্তে, পূর্বে যখন রাজত্ব করিতাম, তখন আমাকে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইত, সর্বদা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্থ থাকিতাম। প্রব্রজ্যা লাভের পর হইতে অভীত অনুদ্বিগ্নাবস্থায় বাস করিতেছি, এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৮৪২. যখন পূর্বে আমি হস্তীর স্কন্ধে বসিয়া বিচরণ করিতাম, সূক্ষ্ম বস্ত্র ধারণ করিতাম, তিত্তির প্রভৃতির সুপাচ্য মাংসযুক্ত শালি ধান্যের অন্ন ভোজন করিতাম, তখন আমি সুখ পাই নাই।

৮৪৩. আজ আমি শীলগুণে ভদ্র, কর্মস্থান ভাবনায় সতত নিরত। ভিক্ষাচরণে প্রাপ্ত লব্ধাহারে সন্তুষ্ট, সেই কালিগোধার পুত্র ভদ্দিয় আসক্তিহীন হইয়া ধ্যান করিতেছে।

৮৪৪-৮৬১. আজ সে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ত্যাগ করিয়া

পাংশুকুলিক, সংঘভাত ত্যাগ করিয়া পিণ্ডচারিক, অতিরিক্ত চীবর ত্যাগ করিয়া ত্রিচীবরিক, লোলুপ আচার ত্যাগ করিয়া সপদানচারী, নানা আসনে ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করিয়া একাসনিক, দ্বিতীয় ভাজন ত্যাগ করিয়া পাত্রপিণ্ডিক, অতিরিক্ত ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করিয়া খলুপশ্চাদ্‌ভত্তিক, গ্রামের শয্যাসন ত্যাগ করিয়া আরণ্যিক, আচ্ছাদিত স্থান ত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলিক, বৃক্ষচ্ছায়ায় বাসও ত্যাগ করিয়া অভ্যবকাশিক, অশ্মশান ত্যাগ করিয়া শ্মশানিক, শয্যাসন লোলুপ ত্যাগ করিয়া যথাসন্থতিক ও শয়ন পরিত্যাগ করিয়া নৈষদ্যিক। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ধুতাঙ্গ নির্দেশ দ্রষ্টব্য)

৮৬২. আমি শতপল কাংস্য ভাজন ও শতরাজি সুবর্ণ ভাজন ত্যাগ করিয়া মৃণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমার দ্বিতীয় অভিষেক।

৮৬৩. আমি মণ্ডলাকারে প্রাকারযুক্ত উচ্চ প্রাসাদে ও দ্বার প্রকোষ্ঠ রচিত নগরে অসিহস্ত প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত থাকিতাম, তথাপি পূর্বে আমি সভয়ে বাস করিতাম।

৮৬৪. আজ আমি ভদ্র, ত্রাসহীন, ভয়-ভৈরবশূন্য, কালিগোধার পুত্র ভদ্দিয়; আমি বনে প্রবেশ করিয়া একাকী নিরুদ্বেগে ধ্যান করিতেছি।

৮৬৫. আমি শীলগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থিতি-প্রজ্ঞা বিষয়ক ভাবনায় রত হইয়াছি। আমার অনুক্রমে সমস্ত বন্ধন পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থবির শাস্তার সম্মুখে সিংহনাদে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন, ভিক্ষুরা তাহা শুনিয়া অতীব প্রসন্ন হইলেন।

২৫৫. অঙ্গুলিমাল স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বহুজন্ম কুশলানুষ্ঠানের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর কোশলরাজার পুরোহিত ভগ্‌গব ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মদিনে সমস্ত নগরের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ জ্বলজ্বল বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। রাজার মঙ্গলায়ুধ তাঁহার শয়নকক্ষে ছিল, তাহারও জ্বলজ্বল করিয়া জ্যোতি বাহির হইল। রাজা তদ্দর্শনে ভীত উদ্বিগ্ন হইয়া আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। পুরোহিত ওই লক্ষণ দেখিয়া চোর

নক্ষত্রে পুত্রের জন্ম বিবরণ জ্ঞাত হইলেন। তিনি প্রভাতে রাজদর্শনে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন রাজন, সুখ-শয়ন হইয়াছে তো?' 'কোথায় আচার্য, সুখ-শয়ন! রাত্রিতে আমার মঙ্গলায়ুধ কেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল বলুন।' 'মহারাজ, ভয় করিবেন না, আমার এক পুত্র হইয়াছে; তাহার প্রভাবেই এই কাণ্ড হইয়াছে।' 'সে কেমন হইবে?' 'মহারাজ, সে চোর হইবে।' 'একচর চোর হইবে, না দলবদ্ধ চোর হইবে?' 'দেব, একচর চোর হইবে।' 'তবে তাহাকে হত্যা করাইব কি?' পুরোহিত চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন, 'যদি একাকী চুরি করে, সে কী করিতে পারিবে? তাহাকে পালন কর।' তাহার জন্মক্ষণে রাজার চিত্তে দুঃখ দিয়েছে বলিয়া শিশুর নাম রাখিলেন হিংসক। কিন্তু পরে তাহার সদাচরণে অহিংসক বলিয়া প্রকাশিত হইল। পূর্বকৃত সুকর্মফলে তাহার দেহে সপ্ত হস্তীর বল উৎপন্ন হয়।

'সে বুদ্ধশূন্যকল্পে কৃষক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। একদা বর্ষাজলে সিক্ত, আর্দ্র চীবর পরিহিত ও শীতার্ত একজন পচ্চেক বুদ্ধ তাহার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পচ্চেক বুদ্ধ দেখিয়া তাহার বড়ই ভক্তি হইল। 'অহো, আমি আজ পুণ্যক্ষেত্রে পাইয়াছি,' সে এই আনন্দভরে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিয়া দিল। এইমাত্র পুণ্যফলে সে জন্মে জন্মে মহাশক্তিশালী হইয়াছিল। তাই এই শেষ জন্মেও তাহার দেহে সপ্ত হস্তীর বল হয়।'

অহিংসক কুমার তক্ষশিলায় গমনপূর্বক এক প্রসিদ্ধ আচার্যের নিকট বিবিধ শিল্প শিক্ষা করিতে লাগিল। সে আচার্যকে ও আচার্যের স্ত্রীকে যত্নপূর্বক সেবা করিত। ইহাতে ব্রাহ্মণী তাহাকে যাহা পায়, তাহা দিত। কিন্তু অন্য ছাত্রগণের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা নানা কৌশল প্রয়োগ করিয়া আচার্যের মন বিগড়াইয়া ফেলিল। আচার্য ভাবিলেন, 'অহিংসক বড় শক্তিশালী, ইহাকে কৌশলে মারিয়া ফেলিতে হইবে।' একদা স্কুল ছুটি হইলে কুমার নগরে যাইতেছিল, ইত্যবসরে আচার্য তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন যে, 'দেখ অহিংসক, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, এখন আমাকে গুরু দক্ষিণা দিয়া তুমি বিদায় গ্রহণ কর।' সে বলিল, 'অতি উত্তম আচার্য, তবে আপনাকে কীরূপ দক্ষিণা প্রদান করিব?' আমার দক্ষিণা হইবে, 'মনুষ্যের দক্ষিণ হস্তের এক সহস্র অঙ্গুলি।' আচার্য মনে করিয়াছিলেন, 'যখন সে এতগুলি নরহত্যা করিবে, অবশ্য যে কেহ তাহাকে মারিয়া ফেলিবে।' অহিংসক নিজেও একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল, তাহা শুনিয়া সে সানন্দে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইল। কোশলরাজ্যে জালিনি নামে এক বনখণ্ড ছিল, সেই বনে তাহার বাসস্থান করিল। পর্বতাসন্নে এক সদর রাস্তা ছিল, সে পর্বতশিখরে

বসিয়া লোকজনের যাতায়াত প্রত্যক্ষ করিত, যেই দেখিত রাস্তা দিয়া লোক যাইতেছে, অমনি ভীমপরাক্রমে ধাবিত হইয়া অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া আনিত এবং বৃক্ষাগ্রে ঝুলাইয়া রাখিত। ওই কর্তিত অঙ্গুল কিছু কিছু কাক, গৃধ্রেরাও খাইয়া ফেলিত।' কতকগুলি মাটিতে পড়িয়া পঁচিয়া যাইত। বহুদিন গত হইল আঙ্গুল পূর্ণ করিতে পারিল না। সে সূতা দিয়া মালাকারে আঙ্গুল গাথিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় স্কন্ধে ঝুলাইয়া রাখিত। সেই হইতে তাহার নাম হইল অঙ্গুলিমাল। তাহার ভয়ে সদর রাস্তা দিয়া পথিকের গমনাগমন বন্ধ হইল। সেই রাস্তায় মানুষ না পাইয়া এবার গ্রাম্য রাস্তার ধারে আসিয়া লুকিয়া রহিল। তথায় বহু নরহত্যার পর গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এখন গ্রামে নগরে সর্বত্র তাহার ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্থ হইল। এতদিনে সহস্র আঙ্গুলের মধ্যে তাহার আর একটি মাত্র আঙ্গুল বাকি রহিল। এ সময় তাহার উপদ্রবের বিষয় মানুষেরা রাজার কর্ণগোচর করিল। কোশলরাজ এই সংবাদ পাইয়া ভেরী পিটিয়া ঘোষণা করিলেন যে, 'শীঘ্র চোর অঙ্গুলিমালকে ধরিতে হইবে, সৈন্যগণ আগমন করুক।' তখন অঙ্গুলিমালের মাতা মন্তানী এ সংবাদ তাহার পিতাকে জানাইল। 'তোমার পুত্র চোরবেশে বহু গুরুতর ঘটনা করিতেছে, তাহাকে এই কার্য না কর বলিয়া জ্ঞাপন কর ও তাহাকে নিয়া আস, নচেৎ রাজা হত্যা করিয়া ফেলিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার তেমন কুলাঙ্গার পুত্রের প্রয়োজন নাই, রাজার যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।' কিন্তু পুত্রবৎসলা মাতা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া 'পুত্রকে যে কোনো প্রকারে বুঝাইয়া আনয়ন করিব' এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তখন ভগবান দিব্যচক্ষে দেখিলেন, 'তাহার মাতা আজ পুত্রকে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় যাইতেছে, যদি সে যায়, অঙ্গুলিমাল সহস্র আঙ্গুল নিশ্চয় পূর্ণ করিয়া লইবে।' এই কারণে সে আজ মাতৃহত্যা করিয়া তাহার মার্গফলের অন্তরায় ঘটাইবে। 'যদি আমি অদ্য গমন না করি, তাহার মহাপরিহানি হইবে।' ভগবান উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া অপরাহ্নে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক অঙ্গুলিমালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাহার অবস্থিত স্থান জালিনিবন শ্রাবস্তী হইতে ত্রিশ যোজন। ভগবান পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে গোপালকেরা নিষেধ করিতে লাগিল যে, 'ভগবন, এই রাস্তা দিয়া যাইবেন না।' বুদ্ধ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া জালিনিবনে উপস্থিত হইলেন। তখনি সে তাহার মাতাকে দেখিতে পাইল। দূরে থাকিতে মাতাকে দেখিয়া ভাবিল, 'আজ মাতৃহত্যা করিয়াই অবশিষ্ট আঙ্গুলটি পূর্ণ করিয়া লইব।' তাই অসি উত্তোলনপূর্বক সবেগে ধাবিত হইল। অঙ্গুলিমাল ও তাহার

মাতার দূরত্ব সামান্য আছে, এমন সময় বুদ্ধ উভয়ের মধ্যস্থলে দেখা দিলেন। সে ভগবানকে দেখিয়া ভাবিল, 'আর মাতৃহত্যা করিব কেন, মাতা জীবিত থাকুন, এখন এই শ্রমণকে মারিয়া আঙ্গুলটি লইব। সেই উক্ষিপ্ত অসি লইয়া ভগবানের অনুধাবন করিল। ভগবান তখন এমন এক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন, যেন তিনি আস্তে আস্তে পথ চলিতেছেন, অথচ অঙ্গুলিমাল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ভগবানের নিকটে আসিতে না পারে। সে অবশ হইয়া পড়িল, শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ ছুটিল, সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইল এবং পদ চালনে অসমর্থ হইল, স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া ভগবানকে বলিল, 'দাঁড়াও শ্রমণ।' ভগবান হাঁটিতে হাঁটিতে বলিলেন, 'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও।' ভগবানের এই বাক্যে সে ভাবিল, 'এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সত্যবাদী, অথচ তিনি পথ চলিতে চলিতে আমাকে বলিতেছেন, 'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও।' সে ভাবিল 'আমি দাঁড়াইয়াছি, এই বাক্য বলার উদ্দেশ্য কি?' না তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি :

> ৮৬৬. "হে শ্রমণ, তুমি গমনাবস্থায় থাকিয়া 'আমি স্থিত আছি' বলিতেছ, আমাকে স্থিতাবস্থায় দেখিয়াও তুমি 'অস্থির বলিয়া' বলিতেছ, বোধ হয় এখানে কোনো রহস্য থাকিবে। সেই কারণে হে শ্রমণ, আমি এই বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কী প্রকারে স্থিত আছ, আর আমি কী প্রকারে অস্থিত আছি?"
>
> ৮৬৭. "অঙ্গুলিমাল, আমি সর্বদা সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দণ্ডদান নিবারণ করিয়া স্থিত আছি, তুমি প্রাণীদের প্রতি অসংযম আচরণ করিতেছ, সেই কারণে আমি পথ চলিলেও স্থিত, তুমি দাঁড়াইয়া থাকিয়াও অস্থিত আছ।"

অঙ্গুলিমাল ভগবানের এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া জলে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন সহসা পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তেমন ভগবানের সুব্যাপ্ত সুকীর্তি পূর্বে শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া ও জ্ঞানের পরিপক্বতা বিধায় অতিশয় আনন্দিত হইল। ভাবিল, এই মহাসিংহনাদ, এই মহাগর্জন অন্য কাহারও নহে, নিশ্চয়ই ইহা শ্রমণ গৌতমের গর্জন, এই মহাপুরুষ সম্যকসম্বুদ্ধ, আজ তিনি আমাকে দেখা দিলেন, তিনি আমার উপকারার্থই এখানে শুভাগমন করিয়াছেন।

> ৮৬৮. "বহুদিনের পর আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্বলোক-পূজিত মহর্ষি শ্রমণ এই মহাবনে উপস্থিত

হইয়াছেন, আমি তোমার ধর্মসংযুক্ত গাথা শ্রবণ করিয়াছি। আমার সুদীর্ঘকাল সঞ্চিত সেই সহস্র পাপ পরিত্যাগ করিব।"

৮৬৯. এই প্রকার বলিয়া তখনি অঙ্গুলিমাল ছিন্নতটে, প্রপাতে ও বিদীর্ণ ভূমির বিবরে অসি এবং অন্যান্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিল। তৎপর সুগত চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তথায়ই বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল।

৮৭০. সেই সদেব সত্ত্বলোকের কারুণিক মহর্ষি বুদ্ধ তখন হস্ত প্রসারণপূর্বক তাহাকে বলিলেন, 'আস ভিক্ষু' এই বাক্যেই তাহার ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর যোগে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ হইল। পরে ভাবনাবলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া বিমুক্তিসুখ-জ্ঞাপক প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন।

৮৭১. "যখন কোনো গৃহস্থ-প্রব্রজিত পাপমিত্র সংসর্গে পড়িয়া প্রথমে সদাচরণে ভুল করিয়া থাকে, পরে কল্যাণমিত্র সংসর্গে শমথ-বিদর্শন ভাবনাবলে ত্রিবিধ বিদ্যা ও ষড়ভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন সে মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য স্বীয় বিদ্যাবলে এই পঞ্চস্কন্ধাদি লোককে উদ্ভাসিত করে।

৮৭২-৮৭৩. যাহার পূর্বকৃত পাপকর্মকে লোকোত্তর কুশল দ্বারা আবৃত করে, সেও...। বায়ু, রৌদ্র প্রভৃতির উপদ্রব অগ্রাহ্য করিয়া যেই তরুণ সাধক ভিক্ষু প্রাণপণে বুদ্ধশাসনে সগৌরবে শিক্ষাত্রয় সম্পাদন করে, সেও...।

যখন অঙ্গুলিমাল স্থবির নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিতেন, তখন কেহ অন্যদিকে ঢিল, দণ্ড ছুড়িলেও সমস্ত আসিয়া তাঁহার শরীরে পতিত হইত, তিনি ভগ্নপাত্রে বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধের নিকটে গমন করিতেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, 'হে ব্রাহ্মণ, সহ্য কর, তুমি যেই পাপকর্ম করিয়াছ, উহার ফলে বহু সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে, অথচ তুমি সেই কর্মফল ইহজন্মে ভোগ করিয়া যাইতেছ।' স্থবির সমস্ত প্রাণীর প্রতি অসীম অনন্তভাবে মৈত্রীচিত্ত পোষণ করিয়া বলিতেছেন :

৮৭৪. যাঁহারা আমার কারণে জ্ঞাতিবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ধর্মকথা শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শুনিয়া সকলে বুদ্ধশাসনে সৎকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত হউন। তাঁহারা ধার্মিক কল্যাণমিত্রদের সেবা করুন। যাঁহারা লোকোত্তর ধর্ম গ্রহণ করাইতে সমর্থ, তাঁহাদের সেবা করুন।

৮৭৫. যাঁহারা ক্ষান্তিশীলতার কথা বলেন, যাঁহারা মৈত্রীধর্মের প্রশংসা করেন, তাঁহাদের নিকটে সময়ে যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করুন এবং যথাধর্ম আচরণ করুন।

৮৭৬. কেহ আমার শত্রু হইয়া আমাকে হিংসা করিবেন না, কেবল আমাকে নহে, অন্য কাহাকেও হিংসা করিবেন না। পরম শান্তি বা নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সত্ত্বদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন।

৮৭৭-৮৭৮. জলার্থীরা নালাযোগে ইচ্ছিত ইচ্ছিত স্থানে জল নিয়া যায়, ইষুকারগণ ইষু উত্তপ্ত করিয়া বক্রতাকে সোজা করিয়া বাণ প্রস্তুত করে, সূত্রধরেরা বৃক্ষকে তক্ষণ করিয়া যথেচ্ছা ঋজু ও বক্র করে, পণ্ডিতগণ নিজকে অর্হত্ত্বফলের দ্বারা দমন করেন, এ জগতে কেহ কেহ বিবিধ দণ্ড দ্বারা অর্থাৎ হস্তীকে অঙ্কুশ দ্বারা, অশ্বকে কশাঘাত দ্বারা দমন করে, কিন্তু আমি শাস্তা কর্তৃক বিনা দণ্ডে, বিনা অস্ত্রে দান্ত হইয়াছি।

৮৭৯. পূর্বে আমার নাম হিংসক যোগ্য থাকিলেও আমি অহিংসক নামে পরিচিত হইতাম। অদ্যই আমার অহিংসক নাম সত্যতায় পরিণত হইল, আমি আর কাহাকেও হিংসা করি না।

৮৮০. আমি পূর্বে চোর অঙ্গুলিমাল নামে বিশ্রুত ছিলাম; কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যাস্রোতে ডুবিয়ে যাওয়ার সময়ে বুদ্ধের শরণে উপস্থিত হই।

৮৮১. আমি পূর্বে রক্তপাণি অঙ্গুলিমাল নামে বিশ্রুত ছিলাম; মহাফলদায়ক শরণগমনের প্রভাব দেখ, আমার ভবতৃষ্ণা সমূহত হইয়াছে।

৮৮২. আমি শতশত পুরুষ বধ ও তাদৃশ বহু দুর্গতিগামী কর্ম করিয়াছি, তথাপি লোকোত্তর কর্মের ফলস্বরূপ বিমুক্তিসুখ লাভ করিয়াছি। অঋণী হইয়া অর্থাৎ স্বামী পরিভোগে চারি প্রত্যয় সেবন করিতেছি।

৮৮৩. ইহ-পরলোকের হিতসাধনে অজ্ঞানী ও প্রমাদকর বিষয়ে অদোষদর্শী দুর্মেধ ব্যক্তিগণ প্রমাদের সহিত সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকে, ধর্মজ্ঞানী মেধাবী উত্তম সপ্তরত্নের ন্যায় অপ্রমাদকে রক্ষা করে।

৮৮৪. প্রমাদের সহিত কাল ক্ষেপণ করিও না, কামরতি উপভোগের জন্য সচেষ্ট হইও না, স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ব্যক্তিই সাধনাবলে উত্তম নির্বাণ সুখকে প্রাপ্ত হয়।

৮৮৫-৮৮৬. তখন শাস্তার নিকটে আমার আগমন ও এই মহাবনে শাস্তার আগমন স্বাগমন হইয়াছে, অন্যায়রূপে আগমন হয় নাই। শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণের যে মন্ত্রণা, তাহা সুমন্ত্রণা হইয়াছে। সদোষ-নির্দোষ ধর্মের মধ্যে উত্তম নির্বাণমূলক ধর্মে উপনীত হইয়াছি...। আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হইয়াছি।

৮৮৭. পূর্বে আমি যেই যেই অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, গুহায় অবস্থান করিতাম, সেই সেই স্থানে তখন উদ্বিগ্ন চিত্তে থাকিতাম।

৮৮৮. এখন আমি সুখে শয়ন করিতেছি, সুখে অবস্থান করিতেছি, সুখে জীবনযাপন করিতেছি। অহো, আমি বুদ্ধের দয়া প্রাপ্ত হইয়া এখন ক্লেশমার প্রভৃতির অগোচরে বাস করিতেছি।

৮৮৯. আমি পরিশুদ্ধ মাতৃ-পিতৃকুলে ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ আমি ধর্মরাজ সুগত শাস্তার পরমার্থ ব্রাহ্মণ পুত্র নামে অভিহিত।

৮৯০. এখন আমি বীততৃষ্ণ হইয়াছি, আমার বলিয়া কিছুই গ্রহণের নাই, ইন্দ্রিয় আমার সংযত-সুরক্ষিত হইয়াছে, পাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া আমার আসক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

৮৯১. শাস্তা এখন আমার সুপরিচিত, বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হইয়াছি, পঞ্চস্কন্ধের ভার নামাইয়া ফেলিয়াছি ও আমার ভবতৃষ্ণা সমূহত হইয়াছে।

২৫৬. অনুরুদ্ধ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ধনাঢ্য কুটুম্বিকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ধর্মশ্রবণার্থ বিহারে গমন করিয়া দেখিলেন যে, শাস্তা একজন ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠাসনে নিয়োগ করিতেছেন। তিনিও সেই পদপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল দান করেন। শাস্তা বলিলেন, ‘গৌতম বুদ্ধের সময়ে তোমার

কামনা পূর্ণ হইবে।’ তিনি দিব্য চক্ষুলাভার্থ সাত যোজন সুবর্ণময় চৈত্য, বহুসহস্র দীপবৃক্ষ, দীপাধার প্রভৃতি পূজা করিলেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে কুটুম্বিক গৃহে উৎপন্ন হন। বুদ্ধের পরিনির্বাপিত যোজন প্রমাণ কনক চৈত্যের চারিদিকে শ্রেণিবদ্ধভাবে ঘৃতপূর্ণ কাংস্য পাত্র স্থাপনপূর্বক উহাতে বর্তিকা দিয়া প্রদীপ পূজা করেন। স্বীয় মস্তকোপরি ঘৃতভাণ্ডে সহস্র বর্তিকাযুক্ত প্রদীপ জ্বালিয়া সারারাত্রি চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন। মরণান্তে দেবলোকে উৎপন্ন হন। তৎপর বারাণসীতে এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম ছিল অন্নভার। তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে মজুরী করিতেন। একদা উপরিটঠ নামক একজন পচ্চেক বুদ্ধকে তাঁহার অংশের অন্নদান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর অংশও দিয়া ফেলিলেন। তিনি উভয়াংশ পচ্চেক বুদ্ধের হাতে তুলিয়া দিলেন। পচ্চেক বুদ্ধ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সুমন শ্রেষ্ঠীর গৃহদেবতা তাঁহার পুণ্যকার্য দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, ‘অহো, তাঁহার দান পরম দান, যাহা পচ্চেক বুদ্ধকে সমর্পণ করা হইয়াছে।’ শ্রেষ্ঠী দেবতার এই বাক্য শুনিয়া ভাবিলেন, ‘দেবতা যে দানের প্রশংসা করিতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই উত্তম দান।’ শ্রেষ্ঠী অন্নভারের সেই পুণ্যাংশ চাহিলে, অন্নভার অকাতরে অর্পণ করিলেন। শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, ‘এই হইতে তোমাকে আর স্বহস্তে কাজ করিতে হইবে না, উপযুক্ত একখানি গৃহ নির্মাণ করিয়া বাণিজ্য কর্মে জীবনযাপন কর।’ তাহার প্রতি এত করুণা প্রদর্শনের কারণ এই যে ‘নিরোধ ধ্যান হইতে উত্থিত পচ্চেক বুদ্ধকে যেই পিণ্ড দান করা হইয়াছিল তৎপ্রভাবে সেইদিন হইতে ওই পুণ্যফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।’ শ্রেষ্ঠী সেইদিন রাজদর্শনে যাওয়ার সময়, তাঁহাকেও সঙ্গে নিলেন, রাজা অতি করুণাচক্ষে তাঁহার উপর দৃষ্টি করিলেন, তখন শ্রেষ্ঠী বলিলেন, ‘মহারাজ, সে দর্শনীয় পুরুষ।’ আমি সহস্র টাকা দিয়া তাহার সেই পুণ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছি। রাজা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তিনিও এক সহস্র টাকা দিয়া আদেশ করিলেন যে, ‘যাও তুমি অমুক স্থানে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস কর।’ যখন অন্নভার রাজার নির্দেশিত স্থানে গৃহ নির্মাণার্থ শোধন করাইতে ছিলেন, তখন সেই স্থান হইতে নিধিকুম্ভসমূহ উঠিতে লাগিল। তিনি উহা দেখিয়া রাজাকে এই সংবাদ জানাইলেন। রাজা সমস্ত ধন উঠাইয়া একটি স্তূপ করাইলেন। তখন জিজ্ঞাসিলেন, ‘এত মহাধন এ নগরে অন্য কাহারও নিকটে আছে কি?’ সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, ‘না দেব।’ তাহা হইলে আজ হইতে তাহার

নাম ধনশ্রেষ্ঠী রাখা হউক। তৎপর তিনি বহুজন্ম সুকার্য সাধন করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে অমিতোদন শাক্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল অনুরুদ্ধ। তিনি মহানাম শাক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শাস্তার খুল্লতাতের পুত্র। তাঁহার চেহারা অতিশয় কমনীয় ছিল, তিনি মহাপুণ্যবান। ত্রিঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ তাঁহার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। দেবকুমারের ন্যায় দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। একদা রাজা শুদ্ধোদন কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া ভদ্দিয় কুমার প্রভৃতির সহিত অনুপ্রিয় আম্রবনে গমনপূর্বক শাস্তার নিকটে বর্ষাকালেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই বর্ষার মধ্যেই দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। তৎপর ধর্মসেনাপতির নিকটে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া প্রাচীনবংশ নামক বনে গমন করেন। একদা তিনি সপ্ত মহাপুরুষ বিতর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অষ্টম বিতর্ক মনে করিতে পারিলেন না, শাস্তা তাঁহাকে উহা জানাইয়া চারি প্রত্যয় সম্ভোগ সম্বন্ধে 'আর্যবংশ সূত্র' দেশনা করেন। তিনি সেই দেশনা অনুসারেই ভাবনা করিয়া অর্হত্তফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে এই প্রীতিগাথা ভাষণ করেন।

৮৯২. মাতাপিতা, ভগ্নি, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও পঞ্চকামগুণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অনুরুদ্ধ ধ্যান করিতেছে।

৮৯৩. আমি নৃত্য-গীত দ্বারা সর্বদা পূজিত হইতাম, প্রত্যুষকালে নৃত্যতালে আমাকে জাগ্রত করিত। কিন্তু এই কামভোগে শুদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। আমি ক্লেশমারভোগ্য কামগুণে রত থাকিতাম।

৮৯৪. এই পঞ্চবিধ কামগুণ অতিক্রম করিয়া বুদ্ধশাসনে রত হইয়াছি। সমস্ত কামস্রোতাদি ত্যাগ করিয়া অনুরুদ্ধ ধ্যান করিতেছে।

৮৯৫. এই মনোরম রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ ত্যাগ করিয়া অনুরুদ্ধ ধ্যান করিতেছে।

৮৯৬. পিণ্ড গ্রহণ ত্যাগ করিয়া একাকী নিতৃষ্ণ অনাসব অনুরুদ্ধ মুনি পাংশুকূল বস্ত্র অন্বেষণ করিতেছে।

৮৯৭. আবর্জনাপূর্ণ স্থানে অন্বেষণ করিয়া পাংশুকূল বস্ত্রখানি গ্রহণপূর্বক ধৌত করিলেন। তারপর রঞ্জিত করিয়া অনাসব মতিমান অনুরুদ্ধ মুনি পরিধান করিলেন।

৮৯৮. যে বহু দ্রব্য ইচ্ছুক, যথালব্ধ বিষয়ে অসন্তুষ্ট, গৃহী-প্রব্রজিতের সহিত অন্যায় মতে সংশ্লিষ্ট, তাহার এই সমস্ত

চিত্তমালিন্যকর পাপধর্মগুলি থাকে। প্রাচীনবংশ বনে ভগবান তাঁহাকে উপরোক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন।

৮৯৯-৯০০. যখন কোনো ব্যক্তি সৎপুরুষ সেবা ও সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া স্মৃতিসহকারে বহু দ্রব্য লোভ ত্যাগপূর্বক অল্পেচ্ছু হয়, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট হয়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত বিষয় ত্যাগপূর্বক বিবেকপরায়ণ হয়, সন্তুষ্ট চিত্ত হয় ও আলস্য ত্যাগে আরব্ধবীর্যবান হয়, তখন তাঁহার বোধিপক্ষীয় কুশল ধর্মগুলি উৎপন্ন হয়। ইহাতে তিনি অনাসব হন, মহর্ষি বুদ্ধকর্তৃক প্রাচীনবংশ বনে ইহা কথিত হইয়াছে।

৯০১. জগতের অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্প জ্ঞাত হইয়া মনোময় শরীর নির্মাণপূর্বক ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

৯০২. যখন আমার অষ্টম মহাপুরুষ বিতর্ক হয়, তখন শাস্তা আমার সংকল্প জ্ঞাত হইয়া ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদতিরিক্ত দেশনা করিলেন। কামতৃষ্ণাদি প্রপঞ্চহীন লোকোত্তর ধর্মে অভিরত বুদ্ধ, চারি সত্যধর্ম দেশনা করিলেন।

৯০৩. আমি তাঁহার ধর্মজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ পালনপূর্বক শিক্ষাত্রয়ে রত হইলাম, আমার ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ হইল, বুদ্ধশাসনে আমি কৃতকার্য হইলাম।

৯০৪. সেই হইতে পঞ্চান্ন বৎসর আমার উপবিষ্টাবস্থায় বিগত হইল, তৎমধ্যে পঁচিশ বৎসর আমি নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম।

৯০৫. যখন বুদ্ধ নির্বাণপ্রাপ্ত হইতেছেন, তখন চতুর্থ ধ্যানে আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, চতুর্থ ধ্যানে স্থিত শাস্তার আশ্বাস-প্রশ্বাস ছিল না, তৃষ্ণাহীন সমাধিতে অবস্থিত চক্ষুষ্মান নির্বাণকে নিমিত্ত করিয়া পরিনির্বাপিত হইলেন।

৯০৬. শাস্তা অসঙ্কুচিত চিত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, অর্থাৎ তিনি বেদনায় কাতর হইয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন না। যেমন বর্তিকা ও তৈলক্ষয়ে প্রদীপ নিবিয়া যায়, কোথাও থাকে না, অদর্শন হইয়া যায়, তেমন তৃষ্ণা অভাবে বিমুক্তচিত্ত শাস্তা নির্বাণ লাভ করিলেন।

৯০৭. আমি ধ্যানযোগে শাস্তার চরমাবস্থায় স্পর্শমাত্র প্রত্যক্ষ

করিলাম, ইহার পর বুদ্ধ নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে অন্য চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ আর উৎপন্ন হইবে না।

৯০৮. স্থবিরের পূর্বজন্মের সেবিকা দেবতাকে লক্ষ করিয়া বলিতেছেন, হে জালিনি, দেবজন্মে পুনরোৎপত্তি আমার নাই, আমার জন্মাবর্ত পরিক্ষীণ হইয়াছে, আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হইবে না।

৯০৯. যেই অর্হৎ ভিক্ষুর মুহূর্তকাল মধ্যে সব্রহ্মলোক সহস্র সহস্র প্রকারে জ্ঞাত, সেই ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে জন্ম-মৃত্যুক্ষণও জানিতে সমর্থ, তিনি দেবতাকেও দেখিয়া থাকেন, এই দর্শনে দেবগণের পরিহানি হয় না। দেবতার বিতর্ক কারণে স্থবির উক্ত গাথা বলিয়াছিলেন।

৯১০. আমি পূর্বজন্মে অন্নভার নামে এক দরিদ্র ছিলাম, কেবল আহারার্থ মজুরী করিতাম; উপরিট্‌ঠ নামক পচ্চেক বুদ্ধকে শ্রদ্ধাচিত্তে আহার্য দান করি।

৯১১. আমি শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনুরুদ্ধ নামে পরিচিত হই। নৃত্যগীতে আমার সেবা হইত ও নৃত্যতালে নিদ্রা হইতে জাগাইত।

৯১২. তৎপর নির্ভীক শাস্তাকে দর্শন করি। তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনাগারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

৯১৩. পূর্বে আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই পূর্বজন্ম বিবরণ আমি স্মরণ করিতেছি। আমি তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্ররাজ ছিলাম।

৯১৪. আমি সাতবার চারিদিক বিজয়ী জম্বুদ্বীপেশ্বর হইয়া চক্রবর্তী রাজত্ব করিয়াছি, বিনাদণ্ডে বিনা অস্ত্রে ধর্মত রাজত্ব করিয়াছি।

৯১৫. আমি মনুষ্যলোক হইতে দেবকুলে সাতবার ও দেবলোক হইতে মনুষ্যকুলে সাতবার চক্রবর্তী রাজা হইয়া এই চৌদ্দ জন্ম বিচরণ করিয়াছি। তখন দেবলোকে থাকিয়াও দিব্যজ্ঞানে পূর্ব পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে জানিতাম।

৯১৬. অভিজ্ঞা পাদক চতুর্থ ধ্যানে বা প্রীতি-সুখ-চিত্ত-আলোক-প্রত্যবেক্ষণ ব্যাপক এই পঞ্চাঙ্গ ধ্যানে, শান্ত সুচরিত চিত্তের একাগ্রতায় চিত্তক্লেশ উপশম করিয়া একাদশ প্রকার

উপক্লেশ মুক্ত বিধায় আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ হইয়াছে।

৯১৭-৯১৮. এখন আমি সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু ও তাহারা কোন স্থান হইতে কোন স্থানে যাইতেছে, তাহা জানিতেছি, পঞ্চাঙ্গিক ধ্যানে স্থিত হইয়া মনুষ্য জন্ম হইতে তির্যকাদিকুলে গমন করিবার পূর্বেও জানিতেছি। অন্য গাথা পূর্ববৎ।

৯১৯. আমি বৃজিদিগের বেলুবগ্রামের এক বাঁশ ঝাড়ের নীচে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইব।

২৫৭. পারাপরিয় স্থবির

এই পারাপরিয় স্থবিরের অতীত কাহিনী পূর্বে বলা হইয়াছে। তখন বুদ্ধের বর্তমান সময়ে পৃথগ্‌জনাবস্থায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এখন বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর নিজের নির্বাণ আসন্ন, ভাবী ভিক্ষুগণের উচ্ছৃঙ্খল ও ধর্ম-বিনয়ের দুরবস্থা দর্শনে গাথা ভাষণ করিলেন :

৯২০. সঙ্গীতিকারকেরা বলিতেছেন, একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট, বিবেকপরায়ণ ধ্যানী শ্রমণ পারাপরিয়ের পুষ্পিত মহাবনে চিন্তা হইল :

৯২১. পুরুষোত্তম লোকনাথ বুদ্ধের বর্তমানে ভিক্ষুদের আচরণ অন্য প্রকার ছিল, এখন তাঁহার অবর্তমানে অন্য প্রকার দেখা যাইতেছে।

৯২২. ভিক্ষুরা কেবল প্রয়োজনবোধে শীত ও বায়ুর প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অন্তর্বাস পরিধান করিতেন এবং যথালব্ধ চীবরাদি প্রত্যয়ে সন্তুষ্ট থাকিতেন।

৯২৩. উত্তম হউক বা হীন হউক, অল্প হউক বা বেশি হউক ওইসব বস্তুতে রসতৃষ্ণা উৎপন্ন না করিয়া নির্লিপ্তচিত্তে ভোজন করিতেন।

৯২৪. পূর্বকালের ভিক্ষুরা আসক্তি ক্ষয় করিতে যেমন উৎসুক ছিলেন, জীবন রক্ষার কারণে ভৈষজ্য উপকরণ সেবনে তেমন উৎসুক ছিলেন না।

৯২৫. তাঁহারা অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, কন্দরে, গুহায় বিবেকপরায়ণ হইয়া বাস করিতেন।

৯২৬. তাঁহারা অহংকার করিতেন না, শাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকিতেন, অল্পেচ্ছুভাবে জীবনযাপন করিতেন, ব্রতাদি

সম্পাদন করিয়া মৃদুচিত্তে বাস করিতেন, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেন না; তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানে মিশ্রিত হইতেন না, মুখর ছিলেন না, আত্ম-পরহিত সাধনে অবহিত থাকিতেন।

৯২৭. তাঁহাদের প্রসাদজনক গমনাগমন, চীবরাদি পরিভোগ ও ভিক্ষাব্রত ছিল, তৈলাধার তুল্য স্নিগ্ধ অর্থাৎ সংযত ইর্যাপথ (দাঁড়ানে-গমনে-শয়নে-উপবেশনে সংযতভাব) ছিল।

৯২৮. সেই সর্বাসব পরিক্ষীণ, মহাধ্যানী, মহাহিতকারী স্থবিরগণ নির্বাপিত হইয়াছেন, তাদৃশ এখন অল্পমাত্র স্থবিরগণ আছেন।

৯২৯. এখন বিমোক্ষজনক ধর্মসমূহের ও তদনুরূপ প্রজ্ঞার পরিক্ষয় হইয়াছে, সর্বাবয়ব পূর্ণ শ্রেষ্ঠ জিনশাসন বিনষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে।

৯৩০. কায়িক দুশ্চরিতাদি পাপধর্মসমূহের ও লোভাদি তৃষ্ণাজনক ধর্মসমূহের এখন ঋতু বা সময়, যাহারা আরব্ধবীর্যবান, কায়-চিত্ত-উপধি বিবেকপরায়ণ, তাহারা সদ্ধর্মের অনুকূলে কাজ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

৯৩১. দুঃশীলেরা তৃষ্ণাসমূহ বর্ধিত করিয়া অন্ধ-মূর্খজনের পর্যায়ভুক্ত হইতেছে, যেমন ক্রীড়ামত্ত রাক্ষস ভিষক রহিত উন্মাদের মধ্যে মিশিয়া দুঃখ উৎপাদন করে, তেমন উন্মত্ততারূপ তৃষ্ণাসমূহ বুদ্ধের ন্যায় বৈদ্যের অভাবে অন্ধ-মূর্খ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিতেছে।

৯৩২. সেই ক্লেশাভিভূত ভিক্ষুগণ নানা প্রকার অনাচার সম্পাদন করিয়া থাকে। যেমন মানবেরা তৃষ্ণাকর বস্তুর জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া থাকে, তেমন তৃষ্ণাকর বিষয়ে যেই যেই তৃষ্ণা যেই যেই সত্ত্বকে মর্দন করে, সেই সেই তৃষ্ণা তাহার তাহার হউক, এইভাবে মূর্খগণ সেই সেই নিমিত্তে ধাবিত হইয়া থাকে।

৯৩৩. 'তাহারা বিধাবিত হইয়া কী করে?' তাহারা ধর্মপালন ত্যাগ করিয়া আমিষ লোভের কারণে পরস্পর কলহ করে, মিথ্যাদৃষ্টির অনুগমন করিয়া 'ইহাই শ্রেয়' বলিয়া মিথ্যা মত গ্রহণ করে।

৯৩৪. অথচ তাহারা ধন-পুত্র-ভার্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে

বাহির হইয়াছে, এক চামচ ভাতের জন্য গৃহীদিগকে নিজের অকার্য প্রদর্শন করিয়া থাকে।

৯৩৫. তাহারা পেটের যন্ত্রণা হয় মতো উদরপূর্ণ ভোজন করিয়া মহাপুরুষশয্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে না শুইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে এবং বুদ্ধ যেই হীন কথার নিন্দা করিয়াছেন, জাগ্রত হইয়া সেই কথাই বাড়াইয়া তোলে।

৯৩৬. সমস্ত হস্তশিল্প ছত্র ব্যজনী নির্মাণে অতিশয় আগ্রহ করিয়া থাকে, অথচ নিজের তৃষ্ণা উপশমের জন্য শ্রামণ্যধর্মে তত মনোযোগ দেয় না।

৯৩৭. স্নানের উপযোগী মৃত্তিকা, তৈল, সুগন্ধি চূর্ণ, জল, আসন, ভোজন প্রভৃতি ততোধিক প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায় গৃহীদের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখে।

৯৩৮. দন্তকাষ্ঠ, কপিত্থ ফল, সুগন্ধ পুষ্প, আঠারো প্রকার খাদ্যবস্তুর মধ্যে যাহা কিছু, আম্র, আমলকী প্রভৃতি ফল ও ভাত-তরকারী প্রভৃতি ততোধিক প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায় গৃহীদের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখে।

৯৩৯. সেই ভিক্ষু গৃহীদের ভৈষজ্য সম্পাদনে বৈদ্যের ন্যায়, ছোটো-বড়ো কাজে গৃহীর ন্যায়, নিজের শরীর বিভূষণে গণিকার ন্যায় ও ঐশ্বর্য সম্পাদনে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

৯৪০. শঠামি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, গর্হিতাচরণ প্রভৃতি মিথ্যা ব্যবসায় দ্বারা আমিষ বস্তু পরিভোগ করিয়া থাকে।

৯৪১. বস্তু প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য বিবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মহাতৃষ্ণকর কাজে অনুধাবিত হয়, জীবন যাপনের উপায় স্বরূপ বহু ধন উপার্জন বা সঞ্চয় করিয়া থাকে।

৯৪২. নিজের কার্য সাধনের উপযোগী পরিষদ গঠন করিয়া থাকে, কিন্তু ধর্মত পরিষদ গঠন করে না। নিজের লাভের জন্য ধর্মদেশনা করিয়া থাকে, কিন্তু অপরের হিত সাধনের জন্য করে না।

৯৪৩. আর্যসংঘের বহির্ভূত সংঘীয় বস্তু লাভের জন্য কলহ করিয়া থাকে, শীলবানের জন্য লব্ধ বস্তু বা দায়কের প্রদত্ত বস্তু দ্বারা জীবনধারণ করিতে নির্লজ্জ ভিক্ষুরা লজ্জা করে না।

৯৪৪. সেইরূপ মুণ্ডিত মস্তক, জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত কোনো কোনো ভিক্ষুরা শ্রমণানুরূপ কাজ না করিয়া কেবল লাভ-সৎকারে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় মান-প্রত্যাশী হইয়া থাকে।

৯৪৫. এই প্রকারে সেই ভিক্ষুরা বহু ক্লেশকর বিষয় আচরণ করাতে এ জগতে কল্যাণমিত্র, সদ্ধর্ম শ্রবণাদি দুর্লভ না ভাবিয়া শাস্তার বর্তমানে ধ্যান-সাধনে যেমন উন্নতি করিতে পারে নাই, তেমন পরে শীল পালন করিয়া কিছুই সম্পাদন করিতে পারে না।

৯৪৬. কণ্টকময় স্থানে যেমন জুতা ছাড়া চলিতে গেলে, স্মৃতিসহকারে অর্থাৎ কণ্টকবিদ্ধ না হয় মতো সাবধানে চলিতে হয়, তেমন তৃষ্ণারূপ কণ্টকে বিদ্ধ না হয় মতো যোগী ভিক্ষু গ্রামে কর্মস্থান ভাবনা করিতে করিতে বিচরণ করিবেন।

৯৪৭. পূর্বে সাধন-ভজনে অনুরক্ত যোগী আরব্ধ-বীর্যবানদিগকে স্মরণ করিয়া এবং তাহাদের সদাচরণে মনোযোগী হইয়া শাস্তা শাসনের অন্তিমকালে হইলেও নির্বাণ লাভে সমর্থ হইবে।

৯৪৮. 'সঙ্গীতিকারকগণ বলিতেছেন, ভাবিত ইন্দ্রিয় শ্রমণ পারাপরিয় শালবনে এই উপদেশমূলক কথা বলিয়া সেই জন্ম ক্ষয়কারী ঋষি অর্হৎ ব্রাহ্মণ তথায় পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

বিংশতি নিপাতে দশজন স্থবির ২৪৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

বিংশতি নিপাত সমাপ্ত।

ত্রিংশ নিপাত

২৫৮. ফুশ্য স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে একজন মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল ফুশ্য। তিনি ক্ষত্রিয় কুমারদের সহিত শিল্প শিক্ষা করেন। জনৈক মহাস্থবিরের নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক কর্মস্থান ভাবনায় অগ্রসর হলেন। কিছুদিন পরে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। একদা পণ্ডর গোত্রীয় এক তাপস তাঁহার নিকটে ধর্ম শ্রবণ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় তিনি ভিক্ষুদের সংযতেন্দ্রিয় ভাবিত চিত্ত দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, 'বাস্তবিক এমন উত্তম আচরণ সুদীর্ঘদিন জগতে থাকিবে কি?' তৎপর স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভবিষ্যৎ ভিক্ষুদের আচরণ কীরূপ হইবে?' সঙ্গীতিকারকগণ এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

৯৪৯. প্রসাদযোগ্য, ভাবিতচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয় বহু ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া পণ্ডর গোত্রীয় ঋষি ফুশ্য স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯৫০. ভবিষ্যতে এই শাসনে ভিক্ষুরা হীনোত্তম ভাবের কোনটি গ্রহণ করিবে? বিশুদ্ধাবিশুদ্ধ বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় কোনটি হইবে? চরিত্র-বারিত্র শীলের মধ্যে কী প্রকার আচরণ হইবে? আমি আপনাকে সেইগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন।

৯৫১. হে পণ্ডর গোত্রীয় ঋষি, আমার বচন শ্রবণ কর, মনোযোগের সহিত উপধারণ কর, আমি অনাগত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচার সম্বন্ধে বলিতেছি।

৯৫২. ভবিষ্যতে বহু ভিক্ষু ক্রোধী, চিরক্রোধী, গুণধ্বংসী, অতিমানী, শঠ, ঈর্ষুকী, পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইবে।

৯৫৩. গম্ভীর সদ্ধর্ম অজ্ঞাত ভিক্ষুরা পারদর্শী বলিয়া অভিমান করিবে এবং তাহারা চপল, সদ্ধর্মের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি গৌরবহীন হইবে।

৯৫৪. এ জগতে অনাগতে বক্ষ্যমান বহু দোষ উৎপন্ন হইবে, দুর্মতিগণ বুদ্ধদেশিত কল্যাণধর্মকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে।

৯৫৫. শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মুখর, গুণহীন, কুমিত্র পক্ষাবলম্বনে বলীয়ান ভিক্ষুগণ সংঘ মধ্যে নির্ভীক চিত্তে যাহা তাহা বলিবে।

৯৫৬. লজ্জাশীল, হিতকামী গুণবান ভিক্ষুগণ সংঘমধ্যে ধর্মত যথার্থ কথা বলিয়া দুর্বল হইবে।

৯৫৭. দুর্মেধগণ ভবিষ্যতে সোণা, রূপা, ক্ষেত্রভূমি, ছাগ, মেষ, দাস-দাসী প্রভৃতি আরও অন্যান্য বস্তু গ্রহণ করিবে।

৯৫৮. সজ্জনের দোষারোপকারী, চারি পরিশুদ্ধশীলে অসংযত, অতিমানী মৃগতুল্য কলহপরায়ণ মূর্খগণ অহংকারের ধ্বজা উড়াইয়া বিচরণ করিবে।

৯৫৯. ভিক্ষুর অযোগ্য নীলবর্ণ চীবর ধারণ করিয়া উদ্ধত স্বভাবে বিচরণ করিবে, তাহারা কুহকগুণে অপরের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, ক্রোধ-মানবলে হৃদয় শক্ত করিয়া, লাভের প্রত্যাশায় দায়কবর্গের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া শৃঙ্গতুল্য স্বীয় তৃষ্ণা বিকাশ করিয়া আর্যপুদ্গালের ন্যায় বিচরণ করিবে।

৯৬০. দন্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ চীবর ধারণপূর্বক কেশে জল-তৈল ও নেত্রে অঞ্জন মাখিয়া চাঞ্চল্যভাব প্রদর্শনে সদর রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিবে।

৯৬১. তাহারা শ্বেতবর্ণ চীবরে অতিশয় আসক্ত হইয়া আর্যগণের অঘৃণিত সুরক্ত অর্হৎধ্বজাকে (চীবরকে) ঘৃণা করিবে।

৯৬২. তাহারা লাভ তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া, পিণ্ডচারণে আলস্য উৎপাদন করিয়া, শ্রমণধর্ম পালনে হীনবীর্যপরায়ণ হইবে, নির্জনে বনে-জঙ্গলে বাস কষ্টকর মনে করিয়া গ্রামের বিহারে বিহারে বাস করিবে।

৯৬৩. অধর্মত উপায়ে জীবনযাপনকারী যেই যেই ভিক্ষুরা সর্বদা লাভবান হইবে, সেই সেই ভিক্ষুদের অনুকরণ করিয়া অসংযত ভিক্ষুগণ ভ্রমণ করিবে।

৯৬৪. যেই যেই ভিক্ষুরা অসদুপায়ে জীবনযাপন না করিয়া অলাভী হইবে, তাহারা পূজনীয় হইবে না, তাহাদিগকে প্রশংসা করিবে না, ভবিষ্যতে কেহ সেই প্রিয়শীল বা শীলবান পণ্ডিত ভিক্ষুদের সেবা করিবে না।

৯৬৫. কেহ কেহ স্বকীয় চীবর নিন্দা করিয়া কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত অথবা তৈর্থিকদের শ্বেতবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিবে।

৯৬৬. ভবিষ্যতে তাহাদের চীবরের প্রতি গৌরব থাকিবে না,

এমনকি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করিয়া চীবর ধারণও ভিক্ষুদের থাকিবে না।

৯৬৭. 'একদা ছদ্দন্ত নাগরাজের চিন্তা হইয়াছিল, ভবিষ্যতে ভিক্ষুরা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাযোগে চীবর ধারণকে এইরূপ মনে করিবে, যেমন কেহ শল্যবিদ্ধ দুঃখে অভিভূত হইয়া শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে, তেমন কায়-জীবনের প্রতি নিরপেক্ষভাবপ্রসূত এই ঘোরতর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা সাধারণের অচিন্তনীয়।

৯৬৮. 'তখন নাগরাজ সোণুত্তর ব্যাধের বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ হইয়া' তাহার শরীরে অর্হতের চীবর দেখিয়া সংবেগভরে হিতাহিত কারণযুক্ত গাথা ভাষণ করিল।

৯৬৯. সে কামরাগাদি দোষযুক্ত হইয়া চীবরাদি পরিভোগ করে, সে ইন্দ্রিয় দমন ও সত্যভাষণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এতাদৃশ ভিক্ষুর চীবর পরিভোগ ধর্মানুকূল নহে।

৯৭০. যে চারি মার্গদ্বারা কামরাগাদি দোষ পরিত্যাগ করিতে পারে, চারি পরিশুদ্ধ শীলে সুস্থিত, ইন্দ্রিয় দমনে ও সত্যভাষণে রত এতাদৃশ ভিক্ষুই চীবরাদি পরিভোগের উপযুক্ত।

৯৭১. শীলভ্রষ্ট, দুঃশীল বলিয়া প্রকাশিত, যথেচ্ছাচারী, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, লজ্জা-ভয়বর্জিত দুর্মেধ ভিক্ষু চীবর ধারণের উপযুক্ত নহে।

৯৭২. যে শীলবান, বীতরাগী, সংযতেন্দ্রিয়, অনাবিল সংকল্প সে-ই চীবর ধারণের উপযুক্ত।

৯৭৩. যে উদ্ধত, অতিমানী, মূর্খ, যাহার শীল বিদ্যমান নাই, তাহার সাদা বস্ত্র পরিধান করা উচিত, তাহার চীবর ধারণ কী প্রয়োজনে আসিবে?

৯৭৪. কামতৃষ্ণাদি দ্বারা দূষিত চিত্ত, শাস্তার ধর্মে অগৌরবশীল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা মৈত্রীচিত্তপরায়ণ শীলবান ভিক্ষুদিগকে নিগ্রত করিবে ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিবে।

৯৭৫. শীলবান ভিক্ষুগণ চীবর ধারণ প্রভৃতি সংযম শিক্ষা দিলেও সেই যথেচ্ছাচারী, দুঃশীল বলিয়া প্রকাশিত, দুর্মেধ মূর্খগণ উপদেশ গ্রহণ করিবে না।

৯৭৬. পরস্পরের প্রতি অগৌরবশীল মূর্খগণ আচার্য-উপাধ্যায় দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও দুষ্ট অশ্ব যেমন সারথির বাক্য গ্রহণ করে না, তাহারাও গ্রহণ করিবে না।

৯৭৭. 'বিমুক্তি-সমাধি-শীল-শ্রুত-দান এই পঞ্চযুগের মধ্যে যখন শ্রুতযুগ প্রবর্তিত হইবে, তখন শাসনের শেষাবস্থা।' অন্তিমকাল প্রাপ্ত হইলে এই প্রকার ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদিগের আচরণ ভবিষ্যতে হইবে।

৯৭৮-৯৭৯. বুদ্ধশাসন ধ্বংসকর এই অনাগত মহাভয় যাবৎ না আসে, তাবৎ তোমরা গুরুবাক্য প্রাণপণে পালন কর, হৃদয়কে সরল কর, পরস্পরের প্রতি গৌরবশীল হও, মৈত্রীচিত্ত হও, করুণা প্রদর্শন কর, শীলে সংযত হও; নিত্য আরব্ধবীর্যবান, নির্বাণপ্রবণ চিত্ত ও দৃঢ় পরাক্রমশালী হও।

৯৮০. প্রমাদকে উপদ্রবরূপে দেখিয়া ও অপ্রমাদকে নিরুপদ্রবরূপে দেখিয়া অষ্টাঙ্গিক মার্গকে ভাবনা কর। যাহারা এতাদৃশ কার্য সম্পাদন করে, তাহারা অমৃতপদ বা নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে বা নির্বাণকে স্পর্শ করিয়া থাকে।

২৫৯. সারিপুত্র স্থবির

লক্ষাধিক অসংখ্যকল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সরদ। মৌদ্গাল্লায়নও তখন জনৈক কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সিরিবড্‌ঢ। সরদ যাবতীয় সম্পত্তি দান করিয়া হিমালয়ের লম্বক নামক পর্বতে চলিয়া যান। তথায় তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার ৭৪ হাজার শিষ্য ছিল। তখন অনোমদর্শী বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশে সরদ তাপস প্রথম অগ্রশ্রাবকপদ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার ৭৪ হাজার শিষ্য অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। পরে সিরিবড্‌ঢও বুদ্ধের নিকটে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবকপদ প্রার্থনা করেন। তৎপর সরদ রাজগৃহের অনতিদূরে উপতিষ্য গ্রামে ও সিরিবড্‌ঢ কোলিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া সঞ্জয় পরিব্রাজকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট নির্বাণের কোনো তথ্য না পাইয়া সারিপুত্র অশ্বজি স্থবিরের ধর্মোপদেশে স্রোতাপন্ন হন ও মৌদ্গাল্লায়ন সারিপুত্রের নিকট নির্বাণ-গাথা শুনিয়া স্রোতাপন্ন হন।

একদা তাঁহারা আড়াই শত শিষ্য সহিত রাজগৃহের বেণুবনে বুদ্ধের

নিকটে উপস্থিত হন। তখন বুদ্ধের ধর্মোপদেশে সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর লাভ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং আড়াই শত ভিক্ষু অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। মৌদ্গাল্লায়ন সপ্তাহ পরে মগধরাজ্যের কল্লবাল গ্রামে শ্রাবকপারমী জ্ঞান প্রাপ্ত হন। রাজগৃহের শূকরখতলেনে দীঘনখ পরিব্রাজককে ভগবান যখন 'বেদনা পরিগ্রহ সূত্র' দেশনা করেন, তখন সারিপুত্র সেই ধর্মোপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যার পনরো দিন পরে শ্রাবকপারমী জ্ঞান লাভ করেন।

ভগবান জেতবন মহাবিহারে অবস্থান করিবার সময়ে আর্যসংঘের মধ্যে সারিপুত্র স্থবিরকে মহাপ্রজ্ঞাবানের শ্রেষ্ঠস্থান প্রদানপূর্বক ধর্মসেনাপতি নামে অভিহিত করেন।

'তাঁহার জীবন-চরিতের বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধ মিশন হইতে প্রকাশিত 'সারিপুত্র চরিত' গ্রন্থে দেখ। এখানে তাঁহার নির্বাণ যাত্রা মাত্র সংযোজিত হইল।'

সারিপুত্রের নির্বাণ যাত্রা

"ভগবান তখন 'উক্কলাত' হইতে বৈশালীর পথে 'বেলুব' গ্রামে উপস্থিত। এমন সময় দয়াল হৃদয় মারজিন ভক্ত দায়কবৃন্দের বিনয়নম্র প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া 'বেলুব' গ্রামেই বর্ষাযাপন করিলেন। বর্ষান্তে আর এক মুহূর্তও অন্যত্র বাসে তাঁহার যেন আজ অনিচ্ছা হইল। চিরবিদায় দানের অভিনন্দনের সারা যেন তাঁহার মনে বাজিয়া উঠিল। তাই তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান তখন সুগন্ধ গন্ধকুটিরে। এমন সময় সারিপুত্র ব্রত করিতে আসিলেন। এ ব্রত জীবনের শেষ ব্রত। তাই মনোমত সেবা করিয়া দিবা বিশ্রামার্থ স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন। প্রথমে কক্ষটি সম্মার্জন করিয়া চর্মখণ্ডখানি ভূমিতে পাতিলেন এবং পদ প্রক্ষালন করিয়া ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সে দিনকার ধ্যান-প্রভাবে অতীত অনাগত বহুবিষয় তাহার পরিদৃষ্ট হইল। তখন হঠাৎ তাঁহার বিতর্ক জাগ্রত হইল, প্রথমে বুদ্ধগণ পরিনির্বাণ লাভ করেন? না অগ্রশ্রাবকদ্বয়? যোগনেত্রে দেখিলেন, বুদ্ধের পূর্বে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তৎপর তাঁহার পরমায়ু সম্বন্ধে লক্ষ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মাত্র সাত দিনই তিনি এই মর-জগতে থাকিবেন।

সে সময় নির্বাণ স্থানের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। তিনি দিব্যনেত্রে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রতিম শিষ্য রাহুল তাবতিংস স্বর্গে ও অঞ্ঞকোণ্ডঞ্ঞ ছদ্দন্ত-হ্রদে নির্বাপিত হইয়াছে, এখন আমার নির্বাণ স্থান

কোথায় হইবে? এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মাতার কথা মনে পড়িল। অহো, আমরা ভ্রাতা-ভগ্নী সাতজন অর্হৎ। অথচ আমার মাতা সাত অর্হতের মাতা হইয়া ত্রিরত্নে অপ্রসন্না। মাতার কি তেমন পূর্বকৃত পুণ্য নাই, যাহাতে মুক্তিপদ লাভে সমর্থা হন? যিনি সপ্তরত্নগর্ভা, নিশ্চয় তাঁহার অতীত কুশল সঞ্চিত আছে। তিনি দিব্যনেত্রে দেখিলেন, তাঁহার ধর্মোপদেশ ব্যতীত বৃদ্ধা মাতার মুক্তিপদ প্রদর্শক আর কেহই নাই। যদি আমি মাতার মুক্তিদানে প্রমাদিত হই, তাহা হইলে বহুলোক আমার দোষারোপ করিবে যে, 'যখন স্থবির 'সমচিত্ত-সুত্ত' দেশনা করিয়াছিলেন, তখন লক্ষকোটি দেবতা অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কত যে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, মুক্তিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা গণনা করা যায় না। এই প্রকার আরও বহু উপদেশ দিয়া দেব-মানবের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন, বিশেষত তাঁহার সদাচারে প্রসন্ন হইয়া ৮০ সহস্র কুলের নর-নারী দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; অথচ তাঁহার মাতার ভ্রান্ত ধারণা (মিচ্ছাদিট্ঠি)-টুকু দূর করিতে পারিলেন না।'

এইভাবে তাঁহার বহু চিন্তার উদ্রেক হইল। স্থির করিলেন, 'মাতার ভ্রান্ত ধারণা মোচন করিয়া ভূমিষ্ঠ ঘরেই পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।' আর গৌণ না করিয়া অনতিবিলম্বেই বুদ্ধের সদনে বিদায় গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সংকল্প করিলেন, অদ্যই বুদ্ধের অনুমতি লইয়া নির্বাণ পথের যাত্রী হইব।

তিনি চুন্দ ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাও চুন্দ, আমার পঞ্চশত শিষ্য ভিক্ষুদিগকে বল, ধর্মসেনাপতি নালক গ্রামে যাত্রা করিবেন, তোমরা পাত্র-চীবর গ্রহণ কর। চুন্দ তাঁহার আদেশে ত্বরায় পঞ্চশত ভিক্ষুকে স্থবিরের নিকটে আনয়ন করিলেন।

স্থবির তাঁহার বিছানাখানি সামলাইয়া রাখিলেন, বিশ্রাম কক্ষখানি সম্মার্জন করিলেন, একবার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া চিরদিনের মতো কক্ষখানি দেখিয়া লইলেন, এই তাহার অন্তিম দর্শন, পুনরায় এই কক্ষে আর পদার্পণ করিবেন না।

তৎপর পঞ্চশত শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধ সকাশে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে :

জীর্ণ এবে লোকনাথ ওহে মহামুনি,
যাতায়াত শেষ মোর, নমি জোড়পাণি।
আয়ু মোর অল্প মাত্র সপ্তদিন পরে,
ভারবৎ নিক্ষেপিব দেহ রবে পড়ে।

অনুজ্ঞা প্রদান কর হে বুদ্ধ সুগত,
নির্বাণ আসন্ন মম আয়ু হলো গত।

ভগবান জ্যেষ্ঠপুত্রের নির্বাণ প্রার্থনায় সুস্থির রহিলেন। ভাবিলেন, যদি আমি সারিপুত্রকে 'নির্বাণ লাভ কর' বলি, তাহা হইলে মরণের গুণ বর্ণনা করা হইল, যদি 'নির্বাণ লাভ না কর' বলি সংসারাবর্তের প্রশংসা করা হইল, তাই দুইটির কোনোটি না বলিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারিপুত্র, তুমি কোথায় নির্বাণ লাভ করিবে? ভন্তে, মগধরাজ্যের নালক গ্রামে ভূমিষ্ঠ গৃহে। সারিপুত্র, তোমার যথা ইচ্ছা সম্পাদন করিতে পার, কিন্তু এই হইতে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের তোমার ন্যায় ভিক্ষুর দর্শন দুর্লভ হইবে। তোমার এই অন্তিম সময়ে তাহাদিগকে একবার ধর্মোপদেশ প্রদান কর।

স্থবির ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই ভগবান আমার স-ঋদ্ধি ধর্মোপদেশ আকাঙ্ক্ষা করেন।' তখনি তিনি বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া তালবৃক্ষ প্রমাণ আকাশে উত্থিত হইলেন। পুনরায় অবতরণ করিয়া সুগতচরণ বন্দনা করিলেন। এই প্রকারে সপ্ত তালবৃক্ষ প্রমাণ অন্তরীক্ষে উঠিয়া বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন এবং ধর্মোপদেশ দিলেন। নগরের যাবতীয় লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

স্থবির নামিয়া আসিলেন। বুদ্ধের চরণে মস্তক রাখিয়া শেষ বিদায়ের মতো আবার বন্দনা করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন, 'ভন্তে, আমার শেষ যাত্রার সময় হইয়াছে। সারিপুত্র গাত্রোত্থান করিলে, ভগবান ধর্মাসন হইতে উঠিয়া গন্ধকুটি অভিমুখে গমনপূর্বক মণিপালঙ্কে দাঁড়াইলেন। তখন স্থবির তিনবার ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়া চারিস্থানে বন্দনা করিলেন এবং নিবেদন করিলেন যে, ভগবন, এই হইতে লক্ষ কল্পাধিক অসংখ্য বর্ষ পূর্বে অনোমদর্শী বুদ্ধের চরণমূলে শায়িত হইয়া ভবদীয় যেই দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সে সময়ে আমি আপনাকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম। এইবার আমার শেষ দর্শন, আর আপনার দর্শন আমার ঘটিবে না। এই বলিয়া দশনখযুক্ত করে শিরে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক যতদূর বুদ্ধকে দেখা যায় ততদূর পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া 'এই আমার শেষ জন্ম, অন্যত্র গমনাগমনের কারণ নিরুদ্ধ হইল' বলিয়া আবার বিদায়াভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় মহাভূমি কম্পন হইল, এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শেষ বুদ্ধদর্শন। ভগবান তখন ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, ভিক্ষুগণ, তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন কর, ভিক্ষুগণ জেতবনের দরজা পর্যন্ত অনুগমন করিলে, স্থবির বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, অপ্রমাদের সহিত বাস কর'

ভিক্ষুরা প্রত্যাবৃত হইলে তিনি সপরিষদ নালক গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গৃহিগণ কাঁদিতে লাগিল। অহো! আমাদের আর্য পূর্বে কোনো দিকে গেলেও প্রত্যাগমন করিতেন, আজ তাঁহার অন্তিম গমন, আর তিনি ফিরিবেন না। স্থবিরের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুবর্তন করিল। স্থবির আবার বলিলেন, বন্ধুগণ অপ্রমত্ত হউন, জন্মিলেই মরিতে হইবে। এই প্রকারে গৃহীদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া প্রতিনিবৃত করিলেন।

অতঃপর স্থবির পথিমধ্যে সাত দিন যাবৎ জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া সন্ধ্যার সময় নালক গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় স্থবিরের ভাগিনেয় উপরেবত বহির্গ্রামে যাইতেছিলেন। তিনি স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আগমনপূর্বক বন্দনান্তে একস্থানে দাঁড়াইলেন। স্থবির তাহাকে বলিলেন, তোমার মাতামহী বাড়িতে আছে কি? আছে ভন্তে। তবে তাহার নিকটে আমাদের আগমন বার্তা জানাও। কেন আসিয়াছেন যদি জিজ্ঞাসা করে, বলিও, অদ্য দিবস গ্রাম মধ্যে বাস করিবেন, স্থবিরের ভূমিষ্ঠ গৃহটি পরিষ্কার করিতে বলিয়াছেন, আর পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্যও বাসগৃহ নির্বাচন করিতে আদেশ দিয়াছেন।

উপরেবত গমন করিয়া বলিল, আর্যে, আমার মাতুল আসিয়াছেন, এখন কোথায়? গ্রামদ্বারে। একাকী আসিয়াছেন, না আরও কেহ সঙ্গে আছে? পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে আছেন। কি কারণে আসিয়াছেন? সে স্থবিরের কথিত নিয়মে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল। ব্রাহ্মণী বলিল, কেন এখন এতগুলি ভিক্ষুর বাসস্থান পরিষ্কার করাইতেছে? বৃদ্ধা ভাবিল, বোধ হয় বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়া বৃদ্ধকালে গৃহী হইবার ইচ্ছায় আসিয়াছেন।

তৎপর স্থবিরের কথিত নিয়মে ভূমিষ্ঠগৃহ পরিষ্কার করাইয়া পঞ্চশত ভিক্ষুর বাসস্থান প্রস্তুত করাইলেন এবং দণ্ডপ্রদীপ জ্বালাইয়া স্থবিরকে আসিতে সংবাদ দিলেন। স্থবির সশিষ্যে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ গৃহে উপবেশন করিলেন। তারপর ভিক্ষুদিগকে স্বীয় স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা যথাস্থানে যাওয়ামাত্রেই স্থবিরের কঠিন রোগ উৎপন্ন হইল। তিনি রক্তাতিসারে মৃত্যুসম দুঃখ ভোগিতে লাগিলেন। এতই পায়খানা হইতে লাগিল ভাজন একটার পর একটা রাখিতে হইল। ব্রাহ্মণী পুত্রের দুঃখ দর্শনে ছটফট করিতে লাগিলেন। আর কক্ষে প্রবেশ না করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বিরুপাক্ষ ও কুবের এই চারি লোকপাল

দেবরাজ সারিপুত্রের খোঁজ নিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তিনি নালক গ্রামে ভূমিষ্ঠগৃহে পরিনির্বাণমঞ্চে অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। সে সময় তাঁহারা অন্তিম দর্শনার্থ আগমনপূর্বক বন্দনান্তে এক স্থানে দাঁড়াইলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? ভন্তে, আমরা মহারাজগণ। কী কারণে আসিয়াছেন? আপনার রোগের সেবার্থ। আমার সেবক আছে, আপনারা ফিরিয়া যাউন। তাঁহারা চলিয়া গেলে দেবেন্দ্র আসিলেন। দেবেন্দ্রের গমনের পর সুষাম প্রভৃতি স্বর্গীয় দেবরাজগণ ও যথাক্রমে মহাব্রহ্মা আগমন করিলেন। স্থবির তাঁহাদিগকেও বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মণী দেবগণের আগমন ও গমন দেখিয়া ভাবিল, ইহারা কে? তাহারা কেন আমার পুত্রকে প্রণাম করিয়া করিয়া চলিয়া যাইতেছে? তখন তিনি স্থবিরের প্রকোষ্ঠদ্বারে আসিয়া চুন্দকে তাঁহার রোগবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। চুন্দ রোগ বিবরণ বলিয়া স্থবিরকে বলিলেন, ভন্তে, উপাসিকা আসিয়াছেন। কেন অসময়ে আসিয়াছেন? তখন উপাসিকা বলিল, বাছা, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। রাত্রির প্রথম ভাগে তোমার নিকটে কাহারা আসিয়াছিল? চারি লোকপাল দেবরাজ উপাসিকে! বাছা, তুমি তাহাদের চেয়েও মহৎ কি? উপাসিকে, তাহার তো আমাদের চিরদাসের ন্যায়। যখন আমাদের শাস্তা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন হইতে তাঁহারা অসিহস্তে চৌকী দিয়া আসিতেছেন। বাছা, তারপর কে আসিয়াছিল? তাবতিংস স্বর্গাধীশ্বর দেবেন্দ্র। তুমি দেবরাজের চেয়েও মহৎ কি? উপাসিকে, ইন্দ্র তো আমাদের বোঝা বহনকারী শ্রামণদের ন্যায়। যখন আমাদের শাস্তা তাবতিংস স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন ইন্দ্র ভগবানের পাত্র-চীবর লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গমনের পর মহাজ্যোতিষ্মান একজন কে আসিয়াছিল? উপাসিকে, তোমাদের ভগবান শাস্তা সেই মহাব্রহ্মা। বাছা, তুমি আমার ভগবান মহাব্রহ্মার চেয়েও মহৎ কি? হ্যাঁ উপাসিকে, আপনি এমন কেন বলিতেছেন? যখন আমাদের শাস্তা ভূমিষ্ঠ হন, সেইদিন চারি মহাব্রহ্মা মহাপুরুষকে সুবর্ণজালে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, আমার পুত্রের প্রভাব যদি এত মহৎ হয়, যিনি আমার পুত্রের ভগবান, তাঁহার প্রভাব কত শতগুণে শ্রীবৃদ্ধি হইবে! এই চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাহার পঞ্চবর্ণ প্রীতি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইল। স্থবির অবগত হইলেন যে, বুদ্ধের প্রতি আমার মাতার প্রীতি-সৌমনস্য জাত হইয়াছে, এখনই ধর্মোপদেশ দিবার সুসময় উপস্থিত। উপাসিকে, কী চিন্তা করিতেছ? ভন্তে, যদি আপনার এত গুণ থাকে, কী জানি ভগবান বুদ্ধের কত

গুণই বা আছে; তাহাই ভাবিতেছি।

মহাউপাসিকে, আমাদের শাস্তার জন্মক্ষণে, মহানিষ্ক্রমণে, সম্বোধিকালে, ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে দশ সহস্র লোকধাতু কম্পিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় শীলবান, সমাধিনিষ্ঠ, প্রজ্ঞাবান, বিমুক্তিশীল, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনসম্পন্ন আর কেহই নাই। তৎপর স্থবির মাতাকে বুদ্ধের নবগুণসংযুক্ত ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রিয়পুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণে স্রোতাপন্ন ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং প্রিয়পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পুত্র, এরূপ করিলে কেন? এমন ধর্মামৃত আমাকে আরও পূর্বে দিলে না কেন? স্থবির বলিলেন, আজ রূপসারি ব্রাহ্মণীকে (আমাকে) পোষণের মূল্য প্রদান করিলাম। যাও উপাসিকে, এতেই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে।

উপাসিকার গমনের পর স্থবির চুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চুন্দ, সময় কত হইয়াছে? ভন্তে, এখন ভোর বেলা। তাহা হইলে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত কর। ভন্তে, সংঘ একত্রিত হইয়াছেন। তবে আমাকে একটু তুলিয়া ধর। চুন্দ তাঁহাকে শয্যার উপরে বসাইলেন।

স্থবির তখন ভিক্ষুদিগকে সাদরাহ্বান করিলেন, বন্ধুগণ, ৪৪ বৎসর যাবৎ আপনাদের সঙ্গে বাস করিয়াছি। যদি কদাচিৎ আমার কায়-বাক্যজনিত দোষ হইয়া থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন। ভিক্ষুগণ বলিলেন, ভন্তে, আপনি এমন কথা বলিবেন না, আপনি এতকাল আমাদের ছায়ার ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন, কোনোদিন আপনার সামান্য ব্যবহারও আমাদের অরুচী হয় নাই, আপনি আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

সেই দিন কার্তিকী পূর্ণিমা। বালারুণ রশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মহাপৃথিবীকে উন্মাদিত করিয়া ধর্মসেনাপতি অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে বিলীন হইয়া গেলেন। তৎমুহূর্তেই তদীয় ভক্ত দেব-মনুষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া মহাপূজার আয়োজন করিলেন। মহাসমারোহে তাঁহার দাহকার্য সম্পাদন করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান চুন্দ স্থবিরের পাত্র-চীবর ও পুটলিবদ্ধ ধাতু লইয়া জেতবনে আগমন করিলেন এবং আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান জ্যেষ্ঠপুত্রের ধাতুগুলি হাতে লইয়া পঞ্চশত গাথায় স্থবিরের গুণাবলি কীর্তন করিলেন।

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারেই একটি চৈত্য নির্মাণ করাইয়া তাঁহার পবিত্র ধাতুগুলি নিধান করাইলেন। তৎপর ভগবান রাজগৃহে গমনার্থ আনন্দ স্থবিরকে ইঙ্গিত করিলেন, স্থবির ভিক্ষুসংঘকে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ

দিলেন। শাস্তা মহাভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে পদার্পণ করিলেন।

ভগবান সশিষ্য রাজগৃহে উপস্থিত সারিপুত্রের নির্বাণের ঠিক চৌদ্দ দিন পরে কালশৈল পর্বতে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহামৌদ্গাল্লায়নেরও পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। শাস্তা তাঁহার ধাতু লইয়া বেণুবন বিহারের পূর্বদ্বারে নিধান করাইলেন।

'দুই অগ্রশ্রাবকের জন্ম রাজগৃহে, নির্বাণও রাজগৃহে। ভগবান পুত্রদ্বয়ের সৎকার কার্য সম্পাদন করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনুক্রমে 'উক্কবেল' গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সুপ্রশস্ত গঙ্গাতীরে মহাভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উপবেশনপূর্বক সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের পরিনির্বাণ প্রতিসংযুক্ত সূত্র দেশনা করিলেন।'

একদিবস জেতবন মহাবিহারে স্থবির ভিক্ষুদের নিকটে স্বীয় চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্হত্ত্বফল প্রকাশপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

> ৯৮১. যে শীলসম্পন্ন, শান্ত, স্মৃতিমান, সংযত, দৃঢ় সংকল্প, ধ্যানশীল, অপ্রমত্ত, কর্মস্থান ভাবনায় অভিরত, সমাহিত চিত্ত, জনসংসর্গ ত্যাগ করিয়া কায়-চিত্তবিবেকে বাসকারী, চারি প্রত্যয়ে ও ভাবনায় সন্তুষ্ট তাহাকে ভিক্ষু বলে।
>
> ৯৮২-১০১৫. উত্তম বা নিকৃষ্ট আহার্য পর্যাপ্তরূপে ভোজন না করিয়া উনোদর ও পরিমিত আহার গ্রহণপূর্বক স্মৃতি-সহকারে বাস করিবে। এইরূপ লঘু আহার নির্বাণ-চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে ভাবনার অনুকূল হয়। যদি ভিক্ষু অনুরূপ চীবর লাভ করে, তাহা সে কেবল প্রয়োজনবোধে পরিভোগ করিবে...। পদ্মাসনে উপবেশন করিলে দুইটি জানু যদি বৃষ্টিজলে না ভিজে, ন্যূনপক্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র কুটিরে বসিয়াও ভিক্ষু সাধনাবলে সিদ্ধকাম হইতে পারে...। যে সুখ-বেদনাকে দুঃখরূপে দেখে, দুঃখ-বেদনাকে শল্যরূপে দেখে, সুখ-দুঃখের মধ্যস্থাবস্থায় যাহার আত্মদৃষ্টি থাকে না, সে এই পঞ্চস্কন্ধে কোন ক্লেশ দ্বারা আবদ্ধ হইবে (?) অর্থাৎ তাহার তৃষ্ণাবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অবিদ্যমান গুণ প্রকাশেচ্ছু পাপী, শ্রমণধর্মে উৎসাহহীন কুশীদ, হীনবীর্যপরায়ণ, গম্ভীর ধর্মে অল্পশ্রুত, আদেশ-অনুশাসনে আদরহীন নীচাশয় ব্যক্তি আমার নিকটে না থাকুক, কারণ এ জগতে তাদৃশ ব্যক্তিকে উপদেশদানে কোনো কাজ হয় না। বহুশ্রুত, মেধাবী, শীলধর্মে সুসমাহিত,

লৌকিক-লোকোত্তর জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি আমার মস্তকে স্থিত থাকুক। যে ব্যক্তি বাহ্যিক কাজে ও রূপনিমিত্তাদির আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত বা তৃষ্ণাদিতে রত, সে অদোষদর্শী মৃগতুল্য অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ হইতে সুদূরে অবস্থান করে। যে তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া নির্বাণের পথস্বরূপ আর্যমার্গে রত, সে যোগক্ষেম অনুত্তর নির্বাণ লাভ করিয়াছে। গ্রামে, অরণ্যে, নিম্নে বা স্থলে যেখানে অর্হৎগণ বাস করেন, সেই ভূমি রমণীয়। যেই রমণীয় অরণ্যে কামভোগী ব্যক্তি রমিত হয় না, সেই অরণ্যে বীতরাগী অর্হৎগণ রমিত হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা কামবস্তু অন্বেষণে রত নহেন। 'স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবত স্থবিরের অরণ্যবাস সম্বন্ধে পূর্বোক্ত গাথা দুইটি বর্ণিত হইয়াছে।' দরিদ্রের প্রতি দয়া করিয়া নিধি প্রদর্শকের ন্যায়, যে অপরের শীল বিশুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহার প্রতি রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাদৃশ নিগ্রহকারী মেধাবী পণ্ডিতের সেবা করিবে, তাদৃশ পণ্ডিতের সেবা করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পরিহানি হয় না। 'স্থবির রাধ ভিক্ষুর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত গাথা বলিয়াছিলেন।' যে উপদেশ প্রদান করে, অনুশাসন করে, অসৎ ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিয়া কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে, সে সতের প্রিয় হয়, অসতের অপ্রিয় হয়। 'স্থবির অশ্বজি পুনব্বসু ভিক্ষুর কুব্যবহারে উক্ত গাথা বলিয়াছিলেন।' যখন আমার ভাগিনেয় দীঘনখ পরিব্রাজককে চক্ষুষ্মান ভগবান বুদ্ধ 'বেদনা পরিগ্রহ সূত্র' দেশনা করিতেছিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া বুদ্ধকে পাখায় বাতাস দিতেছিলাম, সেই সময় ধর্মদেশনার প্রতি শ্রোত্রাবধান করি। আমার সেই শ্রবণ অমোঘ বা সার্থক হইয়াছিল। আমি বিমুক্ত হই ও আসবহীন হই, নিজের ও পরের পূর্বনিবাস জানিবার জন্য, দিব্যচক্ষু, চিত্ত পরিজ্ঞান ও ঋদ্ধিজ্ঞান লাভের জন্য, সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু জানিবার জন্য, দিব্যকর্ণ লাভের জন্য আমার কোনো চিত্ত প্রণিধান ছিল না। অর্থাৎ সেখানেই সমস্ত শ্রাবকগুণ আমার অধিগত হইয়াছিল, পৃথক কোনো পরিকর্ম করিতে হয় নাই। প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠ স্থবির উপতিষ্য কেশচ্ছেদন করিয়া ও সঙ্ঘাটি

আচ্ছাদন করিয়া যখন বৃক্ষমূল আশ্রয়ে ধ্যান করিতেছিলেন, 'তখন নন্দযক্ষ তাঁহার মস্তকে প্রহার করিয়াছিল,' সেই সময় সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক চতুর্থ ধ্যানে আর্য-তুষ্ণীভাবে অবস্থিত ছিলেন। শিলাময় পর্বত যেমন অচলভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমন মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত বা সর্বক্লেশহীন ভিক্ষু পর্বতের ন্যায় অকম্পিত থাকেন। একদা স্থবির সম্মার্জনী করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার চীবরের কোনা একটা নামিয়া যায়, তখন একজন সপ্তাহ প্রব্রজিত শ্রামণের তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'ভন্তে, পরিমণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করা উচিত।' তখনি স্থবির বুদ্ধের দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে গাথা বলিলেন যে, 'নিত্য শুচি অন্বেষণকারী পবিত্র পুরুষের পক্ষে কেশাগ্র পরিমাণ পাপও মেঘখণ্ডের ন্যায় বোধ হয়।' 'পুনরায় মরণে-জীবনে সমচিত্ত প্রদর্শন করিয়া দুইটি গাথা বলেন।' গাথাদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। 'অপরকে ধর্মদেশনা করিয়া নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বলিলেন, উভয়কালেই মরণ আছে, অমরণ নাই, তরুণকালের পরে, জরাজীর্ণ কালের পূর্বে বাল্যকালে হইলেও নিশ্চয় মরিতে হইবে। তাই শীলাদি ধর্ম পরিপূর্ণ কর। অপায় দুঃখ লাভ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইও না, অষ্ট সুক্ষণকে অতিক্রম করিও না। যেমন প্রত্যন্ত নগরের ভিতর-বাহির শত্রুর ভয়ে সুরক্ষিত করে, তেমন নিজকেও রক্ষা কর, সুক্ষণ অতিক্রম করিও না, যাহারা সুক্ষণ অতিক্রম করে, তাহারা নরকে গিয়া শোক করিয়া থাকে। 'স্থবির একদা মহাকোট্ঠিত ভিক্ষুর গুণ প্রকাশপূর্বক তিনটি গাথা বলিলেন, উপশান্ত, উপরত, মিতভাষী, অনুদ্ধত ভিক্ষু বায়ুবেগে যেমন বৃক্ষপত্র ফেলিয়া দেয়, তেমন পাপধর্মসমূহ ধূনিয়া ফেলে।... বায়ু চালিত পত্রের ন্যায়, পাপধর্ম পরিত্যাগ করে। উপশান্ত, ক্লেশ-দুঃখহীন, বিপ্রসন্ন, অনাবিল সংকল্প, কল্যাণশীল, মেধাবী ভিক্ষু দুঃখে অবসান করিয়া থাকে। 'দেবদত্তের অনুকরণকারী ভিক্ষুদিগকে লক্ষ করিয়া স্থবির বলিলেন, কোনো অস্থিরচিত্ত গৃহস্থ প্রব্রজিতকে বিশ্বাস করিবে না কেহ প্রথমে সাধু হইয়া পরে লোভের বশবর্তী হইয়া অসাধু হয়, কেহ অসৎ সংসর্গে প্রথমে অসাধু পুনরায় সৎসংসর্গে সাধু হয়,

তাই অসাধুকে বিশ্বাস করিবে না। কামেচ্ছা, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা-ঔদ্ধত্য ও সন্দেহ এই পঞ্চ নীবরণাচ্ছন্ন ভিক্ষুর চিত্ত ক্লেশজনক। যাঁহাকে সৎকার করিলেও বা না করিলেও এই উভয় কারণে সমাধি-কম্পিত হয় না, অপ্রমাদ বিহারী, সতত ধ্যানপরায়ণ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিদর্শন ভাবনাকারী ও উপাদানক্ষয়ে যিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সৎপুরুষ নামে কথিত হন। শাস্তাপ্রদত্ত অর্হত্ত্ব ফলবিমুক্তির সঙ্গে মহাসমুদ্র, পর্বত, অনিল ষোড়শাংশের একাংশও উপমিত হয় না। শাস্তার দেশিত ধর্মচক্রের অনুপ্রবর্তনকারী সারিপুত্র স্থবির মহাজ্ঞানী, সমাহিত ও পৃথিবী, জল, অগ্নি সদৃশ তিনি নির্বিকার, কোনো বিষয়ে তিনি আকৃষ্ট হন না ও দূষিত হন না। তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা প্রাপ্ত, মহাবুদ্ধিশালী, মহামতি, অজড় হইয়াও জড়তুল্য অর্থাৎ পরিচয় না দিয়া ক্লেশ-পরিদাহ অভাবে নিত্য শান্তভাবে অবস্থান করেন। (অপর গাথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ)।

১০১৬. সকলে অপ্রমাদের সহিত শীলাদি পরিপূর্ণ কর, ইহাই আমার অনুশাসন। আমি সর্বপ্রকারে বিপ্রমুক্ত-হেতু নিশ্চয়ই পরিনির্বাণ লাভ করিব।

২৬০. আনন্দ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুমন। পিতার নাম রাজা আনন্দ। রাজা সুমন কুমার বয়স্ক হইলে হংসবতী নগর হইতে ১২০ যোজন দূরে একখানি উপরাজ্য প্রদান করেন। সুমন তথায় থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে শাস্তার ও পিতার দর্শনার্থ হংসবতীতে আগমন করিতেন। তখন রাজা স্বয়ং বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষ পরিমাণ ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতেন। অন্য কাহাকেও সেবা করিতে দিতেন না। সেই সময়ে প্রত্যন্তরাজ্যবাসীরা রাজার বিদ্রোহী হইলে, সুমন রাজাকে না জানাইয়া স্বয়ং সেই বিদ্রোহ দমন করিলেন। রাজা পুত্রের এই ব্যাপারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে বর দিতে ডাকাইলেন এবং বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কুমার বলিলেন, 'পিত, যদি আমাকে শাস্তাপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তিন মাসের জন্য সেবা করিতে দেন, ইহাতে আমার জীবনধারণ সার্থক হইবে।' রাজা বলিলেন, 'এই বর দিতে পারিব না, অন্য বর চাও।' দেব, ক্ষত্রিয়গণের দুই

বাক্য কখনো নাই, আমাকে এই বরই দিন, অন্য বরের প্রয়োজন নাই। রাজা বলিলেন, 'যদি শাস্তা তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমিও বর প্রদান করিলাম।' অতঃপর তিনি শাস্তার নিকটে চলিয়া গেলেন। সেই সময় শাস্তা আহারান্তে গন্ধকুটিরে প্রবেশ করিয়াছেন। সুমন ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি বুদ্ধকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।' তখন সুমন স্থবির শাস্তার সেবক। ভিক্ষুরা বলিলেন, 'তাঁহার নিকটে যাও।' কুমার স্থবিরের নিকটে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। স্থবির কুমার দেখে মতো পৃথিবীতে নিমগ্ন হইয়া শাস্তার নিকটে গমনপূর্বক রাজকুমারের আগমন বার্তা জানাইলেন। শাস্তা বাহিরে আসন করিতে আদেশ দিলেন। স্থবির পুনরায় মাটি ভেদ করিয়া কুমারের সম্মুখে আসিলেন এবং গন্ধকুটির পরিবেণে আসন পাতিয়া দিলেন। কুমার স্থবিরের ঋদ্ধি দর্শনে আশ্চর্য হইলেন। ভাবিলেন, 'এই স্থবির মহৎ গুণসম্পন্ন।' ভগবান আসিয়া আসনে বসিলেন। কুমার ভগবানকে বন্দনাপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, 'ভন্তে, এই ভিক্ষু আপনার শাসনে প্রধান কি?' 'হ্যাঁ কুমার প্রধান।' 'কী প্রকারে প্রধান হওয়া যায়?' 'দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিলে।' ইহা শুনিয়া কুমার সাত দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া সুমন স্থবিরের ন্যায় প্রধান হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিন মাস বর্ষাবাসের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিলেন, শাস্তা তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষায় সুফল হইবে দেখিয়া বলিলেন, 'কুমার, তথাগতগণ শূন্যাগারে অবস্থান করেন।' ভগবান, আপনার বাক্য আমি জ্ঞাত হইয়াছি, আমি আপনাদের পূর্বে গমন করিয়া বিহারাদি নির্মাণ করিব, আমার সংবাদ পাইলে আপনারা আসিবেন। তৎপর পিতাকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া শোভাযাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রতি যোজনে শাস্তার বিশ্রাম স্থান ও দানশালা নির্মাণ করাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তথায় লক্ষ টাকায় শোভন কুটুম্বিকের উদ্যান ক্রয় করিয়া বিহারাদি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করিলেন। যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন, 'শাস্তাপ্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুসংঘ পাঠাইয়া দেন' রাজা এই সংবাদ বুদ্ধের চরণে জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা সশিষ্য প্রস্থান করিলেন। সুমন কুমারও যোজন প্রমাণ রাস্তা অগ্রসর হইয়া গন্ধমালা দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন এবং বিহারে আনয়ন করিয়া মহাদানের প্রর্বতন করিলেন। তিনি স্বয়ং সুমন স্থবিরের সঙ্গে তিন মাস বুদ্ধের সেবা করিয়া বর্ষাসন্নে সাত দিন মহাদান দিয়া ভাবী বুদ্ধের সেবক হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপর কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক ভিক্ষুকে বস্ত্রদান করেন। পরে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়া

আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন দান করেন ও মঙ্গল উদ্যানে আটখানি পর্ণশালা এবং বসিবার আসন দান দিয়া দশ হাজার বৎসর সেবা করেন। দেহান্তে গৌতম বোধিসত্ত্বের সহিত তুষিত স্বর্গে বাস করেন। দেবলোক হইতে অমিতোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের অন্তরে আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন আনন্দ। তিনি ভদ্দিয় কুমারগণের সহিত বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হন। আয়ুষ্মান পুণ্নমন্তানি পুত্রের নিকট ধর্ম শুনিয়া স্রোতাপন্ন হন।

ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার নির্দিষ্ট সেবক কেহই ছিলেন না। নাগসমাল, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্ত, চুন্দ সাগত ও মেঘিয় প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সেবা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোমত হইত না; একদা ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমার স্থায়ী একজন সেবকের প্রয়োজন।' সারিপুত্র প্রভৃতি সেবক হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, বুদ্ধ কাহাকেও অনুমতি দিলেন না। ভিক্ষুরা আনন্দকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন; আনন্দ বলিলেন, 'বুদ্ধ কি আমাকে দেখিতেছেন না, আমি যাচঞা করিয়া কেন সেবকের ভার লইব।' তখন ভগবান বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা আনন্দকে উৎসাহিত করিও না, সে নিজে বুঝিয়াই আমার সেবা করিবে।' আনন্দ বলিলেন, 'যদি ভগবান স্বীয় লব্ধ চীবর আমাকে না দেন, স্বীয় লব্ধ পিণ্ড না দেন, (এক) গন্ধকুটিতে থাকিতে না দেন, নিমন্ত্রণে লইয়া না যান, তাহা হইলে আমি সেবা করিব। যদি ভগবান আমার গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন, কোনো দেশবাসী বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলে যদি আমি যখন তখন বুদ্ধকে দেখাইতে পারি, যখন আমার কোনো বিষয়ে সন্দেহ হইবে, তখন যদি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি ও আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যাহা ধর্মোপদেশ দিবেন, তাহা যদি আমাকে আসিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুদ্ধের সেবা করিব।' বুদ্ধের নিকটে এই আটটি বর লইয়া আনন্দ চির সেবক নিযুক্ত হইলেন। তিনি বুদ্ধের সেবক হইবার জন্য লক্ষকল্প পারমী পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। আজ সেই ফল প্রাপ্ত হইলেন।

বুদ্ধের সেবক পদ পাইয়া তিনি নিত্য দুই প্রকার জল ও তিন প্রকার দন্তধাবন দিতেন। পদ ধৌত করিয়া দিতেন, পৃষ্ঠ পরিকর্ম করিতেন, গন্ধকুটি সম্মার্জন করিতেন। 'এই সময় শাস্তার এই দ্রব্য প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। দিবসে নিকটে অবস্থান করিতেন, রাত্রিতে গন্ধকুটিরের চারিদিকে দণ্ডপ্রদীপ হস্তে নয়বার পরিভ্রমণ করিতেন। কারণ

ভগবান যখন ডাকিবেন, তখন যেন উপস্থিত হইতে পারেন। যাহাতে আলস্য না আসে, তাহাই ভাবিয়া পরিভ্রমণ করিতেন, আজীবন বুদ্ধের সেবা করিয়া বুদ্ধের নির্বাণের পরে প্রথম সঙ্গীতির পূর্ব দিনে দেবতা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কর্মস্থান ভাবনায় রত হন। স্থবির সারারাত্রি চঙ্ক্রমণ বিদর্শন ভাবনা করিয়া যখন ক্লান্ত শরীরে শুইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন পদদ্বয় ভূমি হইতে মুক্ত হইয়াছে, বালিশে মস্তক স্থাপিত হয় নাই, এই সময়ের মধ্যেই ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। ষড়ভিজ্ঞ হইয়া সঙ্গীতি-মণ্ডপে প্রবেশপূর্বক ভিক্ষুদিগকে উদ্দেশপ্রসঙ্গে যেই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন, তাহা খুদ্দকনিকায় সঙ্গায়নকালে থেরগাথায় সংযোগ করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

১০১৭. পিশুনভাষী, ক্রোধী, মাৎসর্যপরায়ণ, ভেদোৎসাহীর সহিত পণ্ডিত ব্যক্তি সংসর্গ বা বন্ধুত্ব করিবে না, কারণ কাপুরুষ সংসর্গ অতিশয় হীন।

'দেবদত্ত পক্ষীয় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে লক্ষ করিয়া উক্ত গাথা ভাষিত হইয়াছে।'

১০১৮-১০২৩. শ্রদ্ধাবান, প্রিয়শীল, প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুতের সহিত পণ্ডিত ব্যক্তি সংসর্গ করিবে, কারণ সৎপুরুষ সংসর্গ অতিশয় উত্তম।' অপর সাতটি গাথা উত্তরা উপাসিকাকে লক্ষ করিয়া ভাষিত হইয়াছে। 'উহাদের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রপাল চরিতে দেখ।'

১০২৪. বহুশ্রুত, বিচিত্রকথী, বুদ্ধের সেবক, পঞ্চস্কন্ধ ভার অবতরণকারী, চারি যোগমুক্ত আনন্দ স্থবির অর্হৎ হইয়া শয়ন করিতেছেন।

১০২৫. ক্ষীণাসব, চারি যোগমুক্ত, কামতৃষ্ণাদি অতিক্রমকারী, ক্লেশপরিদাহ উপশান্ত, জন্ম-মরণপার অতিক্রমকারী স্থবির আনন্দ অন্তিম দেহ ধারণ করিলেন। 'তিনি অর্হৎ হইয়া উদানবশে উক্ত গাথা দুইটি ভাষণ করিলেন।'

১০২৬. আদিত্য বন্ধু বুদ্ধের ধর্ম যাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যাঁহার এই ধর্ম জ্ঞাত, তিনি এই গৌতম গোত্রীয় আনন্দ স্থবির অনুপাদিশেষ নির্বাণমার্গে অবস্থিত হইয়াছেন। 'মহাব্রহ্মা উক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছেন।'

১০২৭. আমি বুদ্ধ হইতে ৮২ হাজার ধর্মস্কন্ধ শিক্ষা করিয়াছি ও ধর্মসেনাপতি প্রভৃতি হইতে দুই হাজার ধর্মস্কন্ধ শিক্ষা

করিয়াছি; এই ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ আমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি মুখস্থ করিয়াছি। 'গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণের প্রশ্নোত্তরে স্থবির উক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছেন।'

১০২৮. ন্যূনকল্পে এক পরিচ্ছেদ বা একবর্গও যে শিক্ষা করে নাই এবং কর্মস্থান ভাবনা যাহার নাই, সে অল্পশ্রুত, তেমন পুরুষ বলীবর্দের ন্যায় কেবল নিজের শরীরের মাংস বৃদ্ধি করে মাত্র, সেইরূপ ব্রতবিহীন ভিক্ষু মাংস বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তাহার লৌকিক-লোকোত্তর প্রজ্ঞা একাঙ্গুল মাত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। 'বিদর্শন ও গ্রন্থধূরবিহীন জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা দুইটি ভাষিত হইয়াছে।'

১০২৯. যে বহুশ্রুত অল্পশ্রুতকে শ্রুতিবিষয় দ্বারা মানবশে পরাজিত করে, তাহাকে প্রদীপধারী অন্ধের ন্যায় আমার বোধ হইতেছে অর্থাৎ যে শিক্ষিত ভিক্ষু নিজে ধর্মাচরণ না করিয়া অপরকে ধর্মোপদেশ দেয়, সে অন্ধের প্রদীপ দেখানোর ন্যায় অপরের হিতসাধন করে মাত্র, নিজের হিতসাধন করে না।

১০৩০. বহুশ্রুতের নিকটে উপস্থিত হইবে বা তাঁহার সেবা করিবে, শ্রুত বিষয়কে ধারণা বা পরিচয় করিবে, উহা বিনাশ করিবে না, ইহাই ব্রহ্মচর্যের মূলস্বরূপ, সেই কারণে বিমুক্তিকামী ধর্মধর হইবে।

১০৩১. ধর্মদেশক কোনো বিষয়ের পূর্বভাগ ও অপর ভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে, অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে, নিরুক্তিপদে বা অন্যান্য বিষয়ে সুদক্ষ হইবে, অর্থ-ব্যঞ্জনকে সুন্দররূপে শিক্ষা করিবে ও ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা এইরূপে মনোযোগের সহিত দর্শন করিবে।

১০৩২. সুচিন্তিত বিষয়ের প্রতি ক্ষান্তিশীল ও রূপপরিগ্রহের প্রতি বিদর্শন ইচ্ছা জাগ্রত করিবে, নাম-রূপ ধর্মে ত্রিলক্ষণ আরোপনে উৎসাহিত হইবে ও সেই নাম-রূপকে বিশেষরূপে দর্শন করিবে। সে এইরূপে দর্শন করিয়া চিত্তকে সময়ে প্রগ্রহ-নিগ্রহ করে এবং বিদর্শন ও মার্গ সমাধি দ্বারা সুসমাহিত হয়।

১০৩৩. বহুশ্রুত, ধর্মধর, সপ্রজ্ঞ, বুদ্ধ, শ্রাবক ও ধর্মবিজ্ঞানভূত ধর্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি তাদৃশ

কল্যাণমিত্রের সেবা করিবে।

১০৩৪. বহুশ্রুত, ধর্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের ধর্মকোষ বা ধর্মরত্ন রক্ষক, সর্বলোকের চক্ষুস্বরূপ, পূজনীয় বহুশ্রুত ভিক্ষু।

১০৩৫. শমথ-বিদর্শন ধর্মে রমিত, সেই ধর্মে রত, পুনঃপুন ধর্ম চিন্তায় নিবিষ্ট, ধর্ম অনুস্মরণকারী ভিক্ষু বোধিপক্ষীয় ও নবলোকোত্তর ধর্ম হইতে পরিহীন হয় না।

১০৩৬. কায়িক সুখে মত্ত ভিক্ষু ক্ষণে ক্ষণে কায়-জীবন যে পরিক্ষয় হইতেছে, তাহা না ভাবিয়া শীলাদি পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয় না, কেবল নিজের শরীরের প্রতি গৃধ্র, আসক্তিপরায়ণ ভিক্ষু কোথায় শ্রামণ্য সুখ লাভ করিবে? 'জনৈক হীনবীর্যপরায়ণ ভিক্ষুকে লক্ষ করিয়া উক্ত গাথা ভাষিত হইয়াছে।'

১০৩৭. আমার চারিদিক দেখা যাইতেছে না, অভ্যস্ত ধর্মসমূহ আমার মনে হইতেছে না, সদেবলোকের কল্যাণমিত্র ধর্মসেনাপতির পরিনির্বাণ হওয়াতে আমার নিকট সমস্ত জগৎ অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। 'সারিপুত্র স্থবিরের নির্বাণ সংবাদ শুনিয়া উক্ত শোক-গাথা ভাষিত হইয়াছে।'

১০৩৮. কল্যাণমিত্র না থাকিলে, শাস্তাও পরিনির্বাণ লাভ করিলে 'কায়গতাস্মৃতি' ভাবনার মতো অনাথ লোকের পক্ষে এমন হিতাবহ মিত্র আর নাই।

১০৩৯. ধর্মসেনাপতি প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন কল্যাণমিত্র, তাঁহারা অতীত হইয়াছে, নব ভিক্ষুদের সহিত আমার চিত্ত সমতা হইতেছে না, বর্ষাকালে নীড়গত পক্ষীর ন্যায় আজ আমি বৃদ্ধ ভিক্ষুদের অভাবে একাকী ধ্যান করিতেছি।

১০৪০-১০৪১. বিবিধ প্রদেশ হইতে বহু প্রবাসী জনসংঘ আমার দর্শনার্থ আগমন করিলে তাহাদের অবকাশ করিয়া দিত, চক্ষুষ্মান বুদ্ধ নিবারণ করিতেন না। 'উক্ত গাথা শাস্তা ভাষিত।'

১০৪২-১০৪৩. আমি স্রোতাপন্নাবস্থায় পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত ছিলাম, কোনোদিন আমার কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই ও দ্বেষসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই, নৈর্বাণিক ধর্মের মহাপ্রভাব কীরূপ দেখ।

১০৪৪-১০৪৬. পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমি ভগবানের সেবা করিয়াছি, মৈত্রীপূর্ণ কায়-বাক্য-মনে অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। 'পূর্বোক্ত পাঁচটি গাথা প্রধান সেবক বলিয়া পরিচয় প্রদানার্থ ভাষিত হইয়াছে।'

১০৪৭. আমি বুদ্ধের চঙ্ক্রমণকালে তাঁহার পশ্চাতে অনুচঙ্ক্রমণ করিতাম, ধর্মদেশনাকালে আমার স্রোতাপত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

১০৪৮. এখনো আমার কর্তব্য অবশিষ্ট আছে, কারণ আমি স্রোতাপন্ন, অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হই নাই, যেই শাস্তা আমার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত, সেই শাস্তার পরিনির্বাণকাল আসন্ন। 'শাস্তার পরিনির্বাণের পূর্বক্ষণে শোকচিত্তে এই গাথা ভাষিত হইয়াছে।'

১০৪৯. সর্বগুণশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তখন ভীষণভাবে ভূমিকম্পন ও অশনিপাতে সকলের লোমহর্ষণ হইয়াছিল। 'নিম্নোক্ত গাথা তিনটি স্থবিরের প্রশংসা করিয়া সঙ্গীতিকারকগণ ভাষণ করিয়াছেন।'

১০৫০-১০৫৩. বহুশ্রুত, ধর্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের ধর্মরত্ন রক্ষক, সমস্ত লোকের চক্ষুস্বরূপ আনন্দ স্থবির সমস্ত তৃষ্ণা উপশম করিয়াছে ও অবিদ্যারূপ অন্ধকারে অবিদ্যাতমঃকে দূর করিয়াছে। যেই ঋষি অসদৃশ জ্ঞান-গতিসম্পন্ন, অতিশয় স্মৃতিশীল, অসাধারণ ধৃতিশীল, সদ্ধর্মধারক সেই স্থবির আনন্দ সদ্ধর্মরূপ রত্নের আকরভূত। 'শেষের গাথাটি স্থবির পরিনির্বাণ সময়ে বলিয়াছেন।' (ব্যাখ্যা পূর্ববৎ)

ত্রিংশতি নিপাতে তিনজন স্থবির ১০৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

ত্রিংশতি নিপাত সমাপ্ত।

চত্বারিংশ নিপাত

২৬১. মহাকাশ্যপ স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন 'বেদেহ' নামক কুটুম্বিক ছিলেন। শাস্তাপ্রমুখ ৬৮ লক্ষ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া শাস্তার তৃতীয় শ্রাবক ধুতাঙ্গধর নিসভ স্থবিরের ন্যায় ভাবী বুদ্ধের শাসনে ধুতাঙ্গধারী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। তৎপর বিপশ্বী বুদ্ধ যখন বন্ধুমতী নগরে বাস করেন, তখন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে বুদ্ধ সাত বৎসরে একবার ধর্মোপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণ ধর্মদেশনার কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মাত্র একখানি উত্তরীয় বস্ত্র থাকায় ব্রাহ্মণীকে দিনে ধর্মশ্রবণার্থ পাঠাইয়া ব্রাহ্মণ রাত্রিতে ধর্ম শুনিতে গেলেন। ধর্ম শ্রবণে ব্রাহ্মণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেই উত্তরীয় বস্ত্রখানি বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিলেন। বন্ধুমতী রাজা ব্রাহ্মণের এই মহাত্যাগে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বত্রিশখানি বস্ত্র দান করেন। ব্রাহ্মণ ওই বস্ত্র হইতে মাত্র দুইখানি বস্ত্র রাখিয়া ত্রিশখানি বুদ্ধকে দান করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রত্যেক বস্তু আট আটটি করিয়া দান করেন। একখানি মাত্র উত্তরীয় বস্ত্র ছিল বলিয়া তিনি একসাটক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। তৎপর কোনাগমন ও কাশ্যপ বুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বারাণসীর কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্মে পচ্চেক বুদ্ধকে বস্ত্রখণ্ড দান করেন। তৎপর কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে ধনাঢ্য কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক বুদ্ধের পরিনির্বাণ চৈত্যে কম্বলকঞ্চুক দান করেন। পুনরায় মরণান্তে বারাণসী হইতে এক যোজন দূরে এক অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বারাণসীতে রাজত্ব লাভ করিয়া নন্দরাজ নামে অভিহিত হন। এই জন্মে পঞ্চশত পচ্চেক বুদ্ধকে বর্ষাযাপনের নিমন্ত্রণ করেন। বর্ষাবাস সময়ে পচ্চেক বুদ্ধগণ পরিনির্বাণ লাভ করিলেন, তিনিও তাঁহার রাণী রাজত্ব ত্যাগ করিয়া রাজোদ্যানে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক মরণান্তে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার স্ত্রী ভদ্রা কপিলানী মদ্দরাজ্যে সাগল নগরে কোশীয় গোত্র ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অর্হতের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক রাজগৃহের দিকে আসিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার প্রত্যুদগমন ইচ্ছায় রাজগৃহ ও নালন্দার

মধ্যস্থলে বহুপুত্রক নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তথায় ভগবান তাঁহাকে উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি উপসম্পদার অষ্টম দিনে অর্হৎ হইয়া একদা বিবেকসুখ কীর্তন মানসে ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদানপূর্বক স্বীয় চরিত প্রকাশ করিলেন।

(মহাকাশ্যপের বিস্তৃত চরিত বৌদ্ধমিশন হইতে প্রকাশিত 'মহাকাশ্যপ-চরিত' গ্রন্থে দেখ।)

১০৫৪. ভিক্ষুগণ বহুপরিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিবে না, কারণ পরিষদ পরিচালনায় চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়, সংসর্গহেতু একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ায় সমাধি দুর্লভ হয়; নানাজনের নানারুচি পূর্ণ করা দুঃখকর, এই কারণে পরিষদ পরিচালনায় বহুবিধ দোষ জ্ঞানচক্ষে দেখিয়া পরিষদ পরিচালনা করিবে না।

১০৫৫. কখনো প্রব্রজিত পৌরহিত্যে আত্মনিয়োগ করিবে না, কারণ যাজনিক কাজে চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়, গৃহী সংসর্গে একাগ্রতা বিনষ্ট হয় ও সমাধি দুর্লভ হয়; গৃহীকুলে গমনার্থ উৎসুক ভিক্ষু রস-তৃষ্ণায় জড়িত হয়, পৌরহিত্য কারণে যে মার্গফল নির্বাণ সুখাবহ শীলবিশুদ্ধিভূত অর্থ তাহা পরিত্যাগ করে।

১০৫৬. গৃহীকুলাদিতে যে বন্দনা-পূজা লাভ করা যায়, তাহা পঙ্কতুল্য নিকৃষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, উহা সূক্ষ্মশল্য তুল্য দুস্ত্যজ্য, কাপুরুষের সৎকারকে ত্যাগ করা কঠিন। 'উপরোক্ত গাথাত্রয় শিষ্য ও দায়ক সহিত সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ করিয়া ভাষিত হইয়াছে।'

১০৫৭. আমি পর্বত-শয্যাসন হইতে নামিয়া পিণ্ডার্থ নগরে প্রবেশ করিলে এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পুরুষ ভোজন করিতে দেখিলাম, এমন সময় সাদরে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম।

১০৫৮-১০৫৯. সে গলিত হস্তে পিণ্ড আনিয়া আমার পাত্রে দিতেছিল, পিণ্ড দিবার সময় একখণ্ড অঙ্গুলি ছিঁড়িয়া (আহারের সঙ্গে) আমার পাত্রে পড়িল, আমি তাহার আনন্দ উৎপাদনার্থ গৃহ সমীপে বসিয়া সেই পিণ্ড ভোজন করিলাম;

ভোজনের সময়ে ও পরে আমার কোনো ঘৃণা উৎপন্ন হয় নাই।

১০৬০. আমার আহার পিণ্ডচারণে লব্ধ মিশ্র ভিক্ষা, আমার ঔষধ গোমূত্র-পরিভাষিত হরিতকী, আমার শয্যাসন বৃক্ষমূল, আমার পাংশুরাশিতে লব্ধ চীবর, যেই ভিক্ষু এই চারিপ্রত্যয়ে সন্তুষ্ট, সেই ভিক্ষুই যে কোনো দিকে নিরাপদে বাস করিতে পারেন।

১০৬১. কেহ চরম বয়সে পর্বতে আরোহণ করিয়া শরীর ক্লান্তিতে মানসিক কষ্টভোগ করিয়া থাকে, এই জরাজীর্ণ কালেও বুদ্ধের দায়াদভোগী, সম্প্রজ্ঞানে অবস্থিত, ঋদ্ধিবলে শক্তিসম্পন্ন কাশ্যপ পর্বতে আরোহণ করিয়া থাকে।

১০৬২-১০৬৪. ভয়-ভৈরবহীন, অনাসক্ত কাশ্যপ পিণ্ডচারণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পর্বতে আরোহণপূর্বক ধ্যানরত হয়।... দাহ্যমান একাদশ প্রকার কামাদি অগ্নি শীলতত্ত্ব প্রাপ্ত।... কর্তব্য কার্য সমাপ্ত করিয়া অনাসবভাব প্রাপ্ত। 'বুদ্ধকালে পর্বতারোহণ কষ্টকর মনে করিয়া দায়কগণের প্রশ্নোত্তরে উপরোক্ত চারিটি গাথা ভাষিত হইয়াছে।'

১০৬৫. বরুণ বৃক্ষশ্রেণী-বিন্যস্ত রমণীয় ভূমি প্রদেশযুক্ত ও কুঞ্জর-বৃংহিত সেই রমণীয় শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৬৬. নীলাভ্রবর্ণ, মনোজ্ঞ, বারিসিক্ত, শুচিধর, ইন্দ্রগোপক কীটাচ্ছাদিত শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৬৭. নীলাভ্রকূট সদৃশ অত্যুত্তম কূটাগার ও বারণ-বৃংহিত সেই রমণীয় শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৬৮. মহামেঘ বর্ষিত রমণীয় ভূমিতলবিশিষ্ট, ঋষিগণ সেবিত পর্বত, শিখীনাদে মুখরিত সেই রমণীয় শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৬৯. এই শৈলমালা আমার মতো ধ্যানকামী ও নির্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত, আমার মতো অর্থকামী ও নির্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত।

১০৭০. এই শৈলমালা আমার মতো নিরাপদকামী ও নির্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত আমার মতো অর্থকামী ও নির্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত, আমার মতো তাদৃশ যোগকামী ও নির্বাণগত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত।

১০৭১. উমাপুষ্প সদৃশ নীলাকাশাচ্ছাদিত, নানা দ্বিজকুল সমাকীর্ণ সেই শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৭২. গৃহী সম্বাধ বিরহিত, মৃগসংঘ সেবিত, নানা দ্বিজকুল সমাকীর্ণ সেই শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৭৩. প্রসন্নসলিল, পৃথুশিলাবিশিষ্ট, গোলাঙ্গুল মৃগযুত, অম্বুশৈবালাচ্ছাদিত সেই শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে।

১০৭৪. আমার পঞ্চাঙ্গ তূর্যনাদে তেমন রতি হয় না, যেমন একাগ্রচিত্তে সম্যক বিদর্শন ভাবনায় রতি হয়।

১০৭৫. বহুকার্যে সংশ্লিষ্ট হইবে না, অকল্যাণমিত্রকে পরিবর্জন করিবে, লাভবৃদ্ধি ও পরিষদ বৃদ্ধিকল্পে উদ্যোগ বা চেষ্টা করিবে না, সেই বিষয়ে উৎসাহী, রসতৃষ্ণায় অভিভূত ভিক্ষু যাহা সুখাবহ শীলবিশুদ্ধি, তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে।

১০৭৬. বহুকার্যে যোগ দিবে না, পাপীমিত্রকে বর্জন করিবে, বহুকার্যে নিজের হিত-সুখ সাধিত হয় না, কেবল ইহাতে দুঃখের বৃদ্ধি হয়, শরীর ক্লান্ত হয়, কাজেই দুঃখিত ব্যক্তি চিত্তের শান্তি বা একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না।

১০৭৭-১০৭৮. ওষ্ঠ প্রহারে বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে যে অর্থবোধ করিতে পারে না, সে কেবল মানবশে আমি পণ্ডিত, আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রীবা উঁচু করিয়া বিচরণ করে মাত্র। অশ্রেষ্ঠ মূর্খ নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই গর্বিতচিত্ত মূর্খকে প্রশংসা করে না।

১০৭৯. যেই পণ্ডিত আমি উত্তম জানিয়াও শ্রেষ্ঠভাব প্রদর্শন করে না, নিজকে হীন মানী সদৃশ মনে করে, সে নববিধ মানের মধ্যে কম্পিত হয় না।

১০৮০. অর্হত্ত্বফল লাভে প্রজ্ঞাবান, তাদৃশ শীলে সুসমাহিত

অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত সেই মানহীনকে বিজ্ঞগণ প্রশংসা করিয়া থাকে।

১০৮১. সব্রহ্মচারীর প্রতি যাহার সম্মান করিতে দেখা যায় না, নভোমণ্ডল হইতে পৃথিবী যেমন দূরে, সেও তেমন সদ্ধর্ম হইতে দূরে বাস করে।

১০৮২. যাহাদের লজ্জা ভয় সর্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহারা ব্রহ্মচর্যগুণে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনরায় ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১০৮৩. যদি উদ্ধত চপল ভিক্ষু পাংশু বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সে সিংহচর্ম পরিহিত বানরের ন্যায়, তদ্বারা শোভা প্রাপ্ত হয় না।

১০৮৪. অনুদ্ধত অচপল প্রজ্ঞাবলে সংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষু গিরি-গহ্বরে সিংহ বাস তুল্য পাংশু বস্ত্রে শোভা পাইয়া থাকে।

১০৮৫. যেই দেবগণের মধ্যে সকলেই ঋদ্ধিমান ও বহু পরিবারবিশিষ্ট, সেই সমস্ত ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সংখ্যা দশ হাজার।

১০৮৬. তাহারা মহাবিক্রমশালী, মহাধ্যানী, সমাহিত চিত্ত, ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে।

১০৮৭. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার, তুমি কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতেছ, তাহা আমরা জানিতেছি না, কারণ আমাদের ততদূর জ্ঞান নাই।'

১০৮৮. বুদ্ধগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই আশ্চর্য, পরম গম্ভীর, সাধারণের অবোধ্য, ধানুকীর শরতুল্য অতিসূক্ষ্ম বিধায় আমরা জানিতেছি না।

১০৮৯. তখন দেবসংঘ কর্তৃক পূজিত পূজার্হ সেই সারিপুত্রকে দেখিয়া মহাকপ্পিন স্থবির মৃদুহাস্য করিলেন।

১০৯০-১০৯১. যাবতীয় বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে অর্থাৎ আদেশ ক্ষেত্রে মহামুনি বুদ্ধ ব্যতীত এমন ধুতগুণসম্পন্ন আমার ন্যায়

আর কেহই নাই। (অপর গাথা পূর্ববৎ)

১০৯২. যেমন নীলোৎপল বিরজ জলে উপলিপ্ত হয় না, তেমন অপরিমাণ গুণসম্পন্ন, অভিনিষ্ক্রমণ প্রবণ, ত্রিভব-মুক্ত ভগবান গৌতম চীবরে, শয্যায় ও ভোজনে লিপ্ত হন না।

১০৯৩. সেই মহামুনির স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা গ্রীবাস্বরূপ, শ্রদ্ধা হস্তস্বরূপ, প্রজ্ঞা শিরঃস্বরূপ, তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ নিত্য সুশান্তভাবে বিচরণ করেন।

চত্বারিংশ নিপাতে মহাকাশ্যপ স্থবির ৪২টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

চত্বারিংশ নিপাত সমাপ্ত।

পঞ্চাশক নিপাতো

২৬২. তালপুট স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক নটকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে বংশগত নৃত্যকার্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে সমগ্র জম্বুদ্বীপে নাটগ্রামণী নামে পরিচিত হন। পঞ্চশত রমণী তাঁহার দলে ছিল। বহু দেশ-বিদেশে তিনি সম্মানিত হইয়া একদা রাজগৃহে আগমনপূর্বক অভিনয় প্রদর্শন করিতেছিলেন। নগরবাসীরা অভিনয় দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান ও সৎকার করিলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ হইল, তখন শাস্তার নিকটে গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে, আমি প্রাচীন নটাচার্যগণের মুখে শুনিয়াছি, যে সত্য-মিথ্যা বলিয়া অভিনয় প্রদর্শন করে, জনসংঘের হাস্য উৎপাদন করে ও নৃত্যগানে অপরকে রমিত করে, সে মরণান্তে পহাস নামক দেবলোকে উৎপন্ন হয়।' ভগবান তাহা শুনিয়া তিনবার তাহাকে নিবারণ করিলেন যে, 'গ্রামণি, আমাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না।' চতুর্থবারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান বলিলেন, 'গ্রামণি, স্বভাবত অভিনয়কারীরা লোভ-দ্বেষ-মোহাসক্ত হয়, তাহারা বহুলভাবে জনসাধারণকে লোভ-দ্বেষ-মোহযুক্ত ধর্মে প্রমাদিত করে বলিয়া মরণান্তে নরকে উৎপন্ন হয়। 'যদি সে জনসংঘকে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া স্বর্গগামী হইবে মনে করে, তবে ইহা তাহার মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা।' মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নরকে কিংবা তির্যক যোনীতে নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তালপুট গ্রামণি বুদ্ধের মুখে এই দেশনা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গ্রামণি, আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি তুমি আমাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না। ভন্তে, আমি সেই কারণে রোদন করিতেছি না। আমাকে প্রাচীন নটাচার্যগণ বঞ্চনা করিয়া বলিয়াছেন, 'জনসংঘকে অভিনয় প্রদর্শন করিলে সুগতি লাভ হয়' ইত্যাদি বলিয়া তিনি তখনই ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন এবং বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে চিত্তনিগ্রহ করিয়া কীভাবে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বহুধা প্রদর্শনপূর্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৯৪. কখন আমি শৃঙ্খলমুক্ত মহাগজের ন্যায় গৃহীবন্ধন ছেদনপূর্বক একাকী পর্বত-কন্দরে তৃষ্ণার অভাবে অদ্বিতীয়

অবস্থায় সমস্ত ভবকে অনিত্যরূপে দর্শন করিয়া বাস করিব, কখন আমার অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব?

১০৯৫. কখন আমি ছিন্নবস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হইব, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া মমতা শূন্য এবং কোন বিষয়ের প্রার্থনা অভাবে নিরাশ হইব ও আর্যমার্গ দ্বারা ক্লেশ ছেদন করিয়া মার্গ-ফল সুখে মহাবনে বাস করিব?

১০৯৬. কখন আমি অনিত্য, মরণ ও রোগাগার তুল্য মৃত্যু-জরা দ্বারা উপদ্রুত এই পঞ্চস্কন্ধকে দর্শনপূর্বক বীতভয়ে বাস করিব এবং কখন আমার একাকী বনে বাস হইবে?

১০৯৭. কখন আমি পঞ্চবিংশতি ভয় উৎপাদনকারিণী সংসারাবর্ত দুঃখাবহ বহুবিধ অনুবর্তনকারিণী তৃষ্ণালতাকে মার্গপ্রজ্ঞাময় সুতীক্ষ্ণ অসি শ্রদ্ধারূপ হস্তে লইয়া ছেদন করিব ও কখন আমার অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব?

১০৯৮. কখন বুদ্ধ-পচ্চেক বুদ্ধ-আর্যশ্রাবকগণের শমথ-বিদর্শনরূপ শিলায় শাণিত উগ্রতেজ সুধারাল প্রজ্ঞাময় অস্ত্র লইয়া শীঘ্র সসৈন্য মারকে ধ্বংস করিব ও অপরাজেয় সিংহাসনে কখন আমার উপবেশন হইবে?

১০৯৯. কখন আমি সাধু সমাগমে তাদৃশ ধর্মগুরুর চক্ষে পরিদৃষ্ট হইব ও যথার্থদর্শী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধ-সমাগমে সাধকরূপে পরিগণিত হইব?

১১০০. কখন আমাকে গিরিব্রজে বা পর্বত-কন্দরে আলস্য, ক্ষুধা, পিপাসা, বায়ু, রৌদ্র, কীট, সরীসৃপ পীড়া প্রদান না করিবে?

১১০১. কখন আমার সেই সদর্থলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কখন মহর্ষি কর্তৃক বিদিত যেই সুদুদর্শ চারি সত্য, সমাহিতচিত্ত হইয়া স্মৃতি-সহকারে আর্যমার্গপ্রজ্ঞায় লাভ করিব ও কখন তাহা আমার লাভ হইবে?

১১০২. কখন আমি অপরিমিত শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শনীয় ধর্ম যে একাদশ প্রকার অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ধ্যান-সমাধিতে স্থিত হইয়া উহা বিদর্শন প্রজ্ঞায় দর্শন করিব ও কখন আমার তাহা লাভ হইবে?

১১০৩. কখন আমি দুর্বচনজাত পুরুষবাক্য শ্রবণে দুঃখিত না

হইব, অথবা কাহারও প্রশংসিত বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট না হইব, কখন আমার তাহা লাভ হইবে?

১১০৪. কখন আমি কাষ্ঠ, তৃণ, লতা স্কন্ধে ও অপরিমিত এই রূপধর্মে বা পঞ্চস্কন্ধের ভিতর-বাহিরে সমজ্ঞান লাভ করিব, কখন ইহা আমার লাভ হইবে?

১১০৫. বুদ্ধাদি ঋষিগণের গমনমার্গ শমথ-বিদর্শনপথে নিবিষ্ট হইয়া বনে বিচরণকালে বর্ষণকারী কৃষ্ণমেঘের নবজলে কখন সচীবর আমাকে আর্দ্র করিবে, তাহা আমার কখন লাভ হইবে?

১১০৬. বনের গিরি-গহ্বরে নাদকারী দ্বিজ শিখণ্ডী ময়ূরের শব্দ শুনিয়া কখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক নির্বাণামৃত লাভার্থ অনিত্য ভাবনায় মনোনিবেশ করিব, তাহা আমার কখন লাভ হইবে?

১১০৭. কখন আমি গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পাতাল প্রক্ষিপ্ত ভয়ানক নিরয়াবর্তমুখে ঋদ্ধিবলে অলগ্নভাবে পার হইয়া যাইব? তাহা আমার কখন লাভ হইবে?

১১০৮. যেমন মত্ত মাতঙ্গ সুদৃঢ় স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া স্বাধীনভাবে বনে প্রবেশপূর্বক একাকী বিচরণ করে, তেমন কখন আমি ধ্যানরত হইয়া সমস্ত শোভন নিমিত্তভূত পঞ্চকামেচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিব, কখন তাহা আমার লাভ হইবে?

১১০৯. ঋণদায়ে দুঃখিত দরিদ্র ব্যক্তি মহাজন দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া ঋণ পরিশোধপূর্বক যেমন সন্তুষ্ট হয়, তেমন আমি ঋণতুল্য পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করিয়া কখন মণিরত্ন সদৃশ মহর্ষি বুদ্ধের শাসন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইব, তাহা কখন আমার লাভ হইবে?

১১১০. হে চিত্ত, আমি তোমা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া বহু বৎসর গৃহীকার্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, পুনঃ তোমার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, এখন কি কারণে তুমি শমথ-বিদর্শন ধ্যান ত্যাগ করিয়া আমাকে আলস্যে নিযুক্ত করিতেছ?

১১১১. হে চিত্ত, আমি তোমা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া অরণ্যে আসিয়াছি, কেন তুমি তদনুরূপ আচরণ করিবে না, গিরিব্রজে

বিচিত্র পেখমধারী বিহঙ্গগণ মেঘ-গর্জন শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহারা তোমাকে অরণ্যে ধ্যানরত দেখিলে আনন্দিত হইবে।

১১১২. এ সংসারে কুল, মিত্র, প্রিয়জ্ঞাতি, ক্রীড়ারতি, কামসেবা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আসিয়াছ এবং প্রব্রজিত হইয়াছ, হে চিত্ত, তোমার অনুবর্তনে আমার আনন্দ হইবে না।

১১১৩. হে চিত্ত, তুমি আমার, অপরের নহে, ক্লেশমার সহিত যুদ্ধহেতু ভাবনা অনুষ্ঠানকালে তোমার বিলাপে কী প্রয়োজন অর্থাৎ তোমাকে আমি অন্যথা হইতে দিব না। এই চিত্ত অন্য, সমস্ত ত্রৈভূমিক সংস্কার অস্থির, প্রজ্ঞাচক্ষে এইরূপ দর্শনপূর্বক একমাত্র নির্বাণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, তাহা তোমাকে লাভ করিতেই হইবে।

১১১৪. অবীতরাগীর পক্ষে বানর তুল্য অস্থির চিত্ত সংযম করা সুকঠিন বলিয়া সুভাষিতবাদী, দ্বিপদোত্তম, মহাভিশক্র, নরদমনকারী সারথি বুদ্ধ বলিয়াছেন।

১১১৫. পঞ্চকাম বিচিত্র, মধুর, মনোরম, বালান্ধগণ অজ্ঞানতাবশত বস্তুকামে ও ক্লেশকামে আসক্ত হয় এবং পুনরায় ভবে জন্মান্বেষণ করে, তাহারাই দুঃখকে বরণ করিয়া থাকে ও চিত্তের বশীভূত হইয়া হিত-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়।

১১১৬. ময়ূর-ক্রৌঞ্চ-কূজিত কাননে দীপি ব্যাঘ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিয়া শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ কর, অষ্ট রক্ষণ বিমুক্ত হইয়া নবম সুক্ষণের প্রতি বিরোধী হইও না, হে চিত্ত, প্রব্রজিত হওয়ার পূর্বেই তুমি আমাকে এই ধর্ম শাসনে নিযুক্ত করিয়াছ।

১১১৭. চারি ধ্যানলাভে অগ্রসর হও, শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, চারি সমাধি ভাবনা ও ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হও এবং সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশে সম্যক স্থিত হও...।

১১১৮. নির্বাণ প্রাপ্তির কারণে সর্বদুঃখ ক্ষয়কর নির্বাণ প্রবেশক, সংসারাবর্ত দুঃখ মোচক, সর্ব ক্লেশশোধনকারক অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা কর...।

১১১৯. পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখজনক বলিয়া বিদর্শন জ্ঞানে দর্শন কর, যাহা হইতে দুঃখ সমুদিত হয়, (অর্থাৎ সমুদয় তৃষ্ণাকে) তাহা ত্যাগ বা উচ্ছেদ কর, এই জন্যেই দুঃখের অবসান হয়...।

১১২০. এই দেহ অনিত্য, দুঃখময়, স্বামী অভাবে শূন্য, পাপাধার, বধ-বন্ধনের হেতু বলিয়া অবহিতচিত্তে দর্শন কর। মনস্তত্ত্ববিদ আঠার প্রকার চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিবেন...।

১১২১. তুমি শিরঃকেশ ছেদন করিয়া ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া বিবর্ণ হইয়াছ, পাত্রহস্তে গৃহীকুলে ভিক্ষা সংগ্রহ কারণে আর্যগণের অভিশাপকে বরণ করিয়াছ, মহর্ষি সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশে মনোযোগী হও...।

১১২২. তুমি গৃহীকুলে ভিক্ষা সংগ্রহ কারণে কাম্য বস্তুতে অলিপ্ত চিত্ত ও সুসংযতেন্দ্রিয় হইয়া রাস্তায় বিচরণ করিতেছ, দোষবিহীন বা কলঙ্কমুক্ত নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, যেমন নিত্য নতুনভাবে তোমার বিচরণ করা হয়...।

১১২৩. তুমি আরণ্যক ও পিণ্ডপাতিক হও, শ্মশানিক ও পাংশুকুলিক হও, নৈষষ্যিক হও, সর্বদা ধুতগুণে নিবিষ্ট হও...।

১১২৪. যেমন ফল প্রত্যাশী ব্যক্তি বৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়া উহার ফল লাভের পর সমূলেতরকে ছেদন করে, হে চিত্ত, সেইরূপ তুমিও আমাকে করিতেছ কি? আমাকে প্রব্রজ্যায় নিযুক্ত করিয়া প্রব্রজ্যার অর্ধকাল সময়ে প্রব্রজ্যাফল অনিত্য মনে করিয়া অস্থির সংসার মুখে নিযুক্ত করিতেছ।

১১২৫. চিত্তের নীলাদি রূপ নাই, দূরস্থিত নিমিত্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ বলিয়া চিত্ত দূরগামী, একসঙ্গে এক চিত্তের চেয়ে অধিক উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া একচারী।

১১২৬. আমি পূর্বে তোমার বাধ্য ছিলাম, শাস্তার উপদেশ গ্রহণকাল হইতে এখন তোমার বচন আর রক্ষা করিব না। কারণ চিত্ত অতীতকালেও দুঃখদায়ক ছিল, ভবিষ্যতেও কটু ফল দিবে ও আত্মনিন্দা প্রভৃতি মহাভয়ের হেতু হইবে, সেই কারণে নির্বাণ অভিমুখেই বিচরণ করিব।

১১২৭. অশোভন ও নির্লজ্জভাব প্রদর্শনের জন্য আমি গৃহ

হইতে বাহির হই নাই, সময়ে নির্গ্রন্থ, সময়ে পরিব্রাজক প্রব্রজ্যাপ্রার্থী অস্থির চিত্ত পুরুষের ন্যায় আমি চিত্ত-বাধ্য নহি, কাহারও প্রতি দোষকর্ম করিয়াও নহে, জীবন যাপনের হেতুও নহে, এই সব কারণে প্রব্রজিত হই নাই। হে চিত্ত, আমি তোমার বাধ্য নহি, তুমি আমার বাধ্য, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি নহে কি? সৎপুরুষ বুদ্ধগণ অল্পেচ্ছভাবের প্রশংসা করিয়াছেন, অপরের গুণ মর্দন স্বভাব ত্যাগেই দুঃখের উপশম হয়, হে চিত্ত, তুমি সেই গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যই নিযুক্ত হইয়াছিলে, এখন তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া পূর্বাভ্যস্ত মহেচ্ছাদি পথে গমন করিতেছ।

১১২৮. তৃষ্ণা, অবিদ্যা, পুত্রদারের প্রিয়াপ্রিয়ভাব, শোভন রূপসমূহ, সুখ বেদনা, মনোরম কামবিশেষ বমি বা ত্যাগ করিয়াছি, আমি একবার যাহা বমি করিয়াছি, তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ করিব।

১১২৯. হে চিত্ত, প্রত্যেক জন্মে আমি তোমার বচন রক্ষা করিয়াছি, বহুজন্মে আমি তোমাকে রাগ করি নাই, তথাপি তোমাকে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অথচ তোমার কতৃকার্য দ্বারা অনন্তকাল সংসার দুঃখে পরিভ্রমণ করিয়াছি।

১১৩০. হে চিত্ত, তুমিই আমাকে ব্রাহ্মণ করিয়াছ, তুমিই আমাকে ক্ষত্রিয় ও রাজা করিয়াছ। একদা তোমার প্রভাবে বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছি। তোমার কারণেই আবার দেবত্ব লাভ করিয়াছি।

১১৩১. তোমার কারণে অসুর হইয়াছি, তোমার নিমিত্ত নরকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একদা তির্যককুলেও গমন করিয়াছি, তোমার কারণে প্রেতজন্মও লাভ করিয়াছি।

১১৩২. তুমি আমাকে পুনঃপুন প্রতারণা করিয়াছ নহে কি? সর্বদা তোমার কৃতদাসের ন্যায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিয়াছ, উন্মত্ততুল্য আমাকে বারবার প্রলোভিত করিয়াছ, হে চিত্ত, আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি, তাহা আমাকে বল?

১১৩৩. এই চিত্ত ইহার পূর্বে রূপাদি নিমিত্তে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়াছে, যথাসুখে কাম ভোগে রত হইয়াছে, মত্ত মাতঙ্গকে মাহুত অঙ্কুশাঘাতে যেমন দান্ত করে, আমিও আজ সেই

চিত্তকে মনোযোগের সহিত নিগ্রহ করিব!

১১৩৪. আমার শাস্তা সমস্ত স্কন্ধলোককে অনিত্য, অধ্রুব, অসাররূপে জ্ঞানযোগে অধিষ্ঠান করিয়াছেন বা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, হে চিত্ত, জিনশাসনে প্রধাবিত হও, সুদুস্তর অনন্ত সংসার স্রোত হইতে আমাকে ত্রাণ কর।

১১৩৫. হে চিত্ত, এই তোমার দেহরূপ গৃহ প্রাচীরের মতো নহে, এখন তোমার বাধ্য হইয়া থাকা আমার উচিত নহে। মহর্ষি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিতকাল হইতে শ্রমণ নামে পরিচিত হইয়াছি, আমি উহা বিনাশকারীর মধ্যে পরিগণিত নহি।

১১৩৬. পর্বত, সমুদ্র, নদী, বসুন্ধরা, চারিদিক, চারি অনুদিক, অধঃদিকে পৃথিবী ধারক বায়ু পর্যন্ত, দেবলোক, সমস্ত কামভবাদি ত্রিভব অনিত্য ও জন্মরোগ, ক্লেশ দ্বারা উপদ্রুত, কোথাও নিরাপদ স্থান নাই, হে চিত্ত, বল দেখি কোথায় গমন করিয়া তুমি সুখে রমিত হইবে?

১১৩৭. আমি পরম স্থিরভাবে স্থিত। হে চিত্ত, তুমি আমাকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারিবে না, হে চিত্ত, তোমার বশে অনুবর্তন করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। উভয় মুখবিশিষ্ট ভস্ত্রা বা দুর্মপাত্রতুল্য দেহকে আমি পদেও স্পর্শ করিব না, নবদ্বারে অশুচি প্রবাহিত পায়খানা তুল্য এই দেহকে ধিক। ‘পূর্বোক্ত ২৮টি নিগ্রহসূচক গাথা দ্বারা চিত্তকে উপদেশ দিয়া এখন বিবেক স্থানকে প্রশংসাপূর্বক বলিতে লাগিলেন :

১১৩৮. বরাহ ও সর্পকুলের আবাস স্থান পর্বত শিখর, প্রাকৃতিক শোভায় মনোহর বা প্রাকৃতিক ভূমি প্রদেশ ও নববারিতে উপসিক্ত কাননের সেই গুহাগৃহে (পর্বত কাননে) উপগমন করিয়া তুমি ভাবনা করিতে রমিত হইতে পারিবে।

১১৩৯. সুনীলগ্রীব, শিখা-পেখমধারী সুচিত্র পক্ষাচ্ছাদন সেই বিহঙ্গগণ মেঘ গর্জন শ্রবণে সুমধুর রব করিয়া তোমাকে বনে ধ্যানরত দেখিলে আনন্দিত হইবে।

১১৪০. মেঘ-বর্ষিত জলে সুরক্ত কম্বল সদৃশ চারি অঙ্গুলিপ্রমাণ তৃণ জাত হইলে ও মেঘসন্নিভ কানন পুষ্পিত হইলে পর্বত মধ্যে বিটপি অভ্যন্তরে আমি শয়ন করিব, তুলার ন্যায় মৃদু সংস্পর্শ সেই নবজাত তৃণপুঞ্জ আমার শয্যা হইবে।

১১৪১-১১৪২. যেমন কোনো ধনীলোক নিজের সুবাধ্য দাসের প্রতি ব্যবহার করে, হে চিত্ত, আমিও তোমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিব? অর্থাৎ আমি তোমাকে বাধ্য করিব। চারি প্রত্যয়ের মধ্যে যাহা যেরূপ পাওয়া যায়, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, যেমন সুমর্দিত কর্মক্ষম ভস্ত্রা যথাইচ্ছা ব্যবহৃত হয়, তেমন তোমাকে আমি অতন্দ্রিত ভাবে ভাবনা করিয়া কর্মক্ষম করিব।... সুদক্ষ অঙ্কুশগ্রাহী মাহুত যেমন মত্তমাতঙ্গকে সুবাধ্য করে, আমিও স্বকীয় বীর্যবলে ভাবনা উৎপাদন করিয়া তদ্বারা তোমাকে সুবাধ্য করিব।

১১৪৩. যেমন সুযোগ্য অশ্ব দমনকারী সংকটস্থান হইতে অশ্বকে সোজাপথে আনয়ন করে, তেমন বিদর্শন ভাবনা বিধিতে অবস্থিত সুদান্ত তোমার দ্বারা শিবমার্গ বা ক্লেশহীন পথ লাভ করিতে সমর্থ হইব অর্থাৎ স্বীয় চিত্ত অনুরক্ষণশীল বুদ্ধাদি দ্বারা সর্বকাল সেবিত আর্যমার্গ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

১১৪৪. যেমন মাহুত শক্ত রজ্জু দ্বারা মহাহস্তীকে স্তম্ভে বাঁধিয়া রাখে, তেমন হে চিত্ত, কর্মস্থান হস্তে ভাবনাবলে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব। হে চিত্ত, তুমি আমার স্মৃতি দ্বারা সুরক্ষিত ও সুভাবিত হইয়া আর্যমার্গ ভাবনাবলে কামভবাদি সমস্ত ভবে তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানাশ্রয় পরিহীন হইবে।

১১৪৫. বিপথগামী আয়তন সমুদয়কে প্রজ্ঞাবলে ছেদন করিয়া ও বিদর্শনযোগে নিগ্রহ করিয়া বিদর্শনপথে প্রতিষ্ঠিত করিব, সমস্ত বিভব সম্ভব বা আয়তন সমুদয়কে অসম্মোহরূপে দেখিয়া সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মোরসজাত পুত্র হইতে সমর্থ হইবে।

১১৪৬. হে চিত্ত, তুমি আমাকে অনিত্যে নিত্যভাব, অশুভে শুভভাব, দুঃখে সুখভাব ও অনাত্মায় আত্মভাব এই চারি বিপরীত ভাবের অধীন করিয়া গ্রামের বালকের ন্যায় এদিক ওদিক আকর্ষণ করিতেছ, দশবিধ সংযোজন (বন্ধন) ছেদনকারী কারুণিক মহামুনি বুদ্ধকে দূরে থাকিতে বর্জন করিয়াছ, আর আমাকে যথারুচি পরিণত করিতেছ।

১১৪৭. স্বাধীন মৃগ যেমন বৃক্ষলতাদি সুচিত্রিত কাননে রমিত

হয়, যেমন বর্ষাকালে অভ্রমালিনী গিরি মনোরম স্বভাব ধারণ করে, তেমন আমিও তথায় অনাকুল বা জনবিবিক্ত পর্বতে রমিত হইব, কিন্তু হে চিত্ত, আমার মনে হয় তুমি নিঃসন্দেহে সংসার-ব্যসনে পরাভূত হইবে।

১১৪৮. হে চিত্ত, যেই নর-নারীরা তোমার ইচ্ছাবশে স্থিত, তাহারা যাহা গৃহীসুখ ভোগ করে, সেই অন্ধমূর্খগণ ক্লেশমার প্রভৃতির অনুবর্তন করিয়া কামাদি ভবকে অভিনন্দন করিয়া থাকে। আমরা বুদ্ধের শ্রাবক, তোমার বাধ্য হইয়া থাকিব না।

পঞ্চাশক নিপাতে একজন স্থবির ৫৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

পঞ্চাশক নিপাত সমাপ্ত।

ষাট নিপাত

২৬৩. মহামৌদ্গল্লায়ন স্থবির

ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরের চরিতে মৌদ্গল্লায়ন স্থবিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রব্রজ্যার সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যের কল্লবাল গ্রামে কর্মস্থান ভাবনা করিতেছিলেন, এমন সময় আলস্য মর্দিত হইলে ভগবান বলিলেন, 'মৌগদ্গালায়ন, মৌগদ্গালায়ন, আর্যতুষ্ণীভাবে প্রমাদিত হইও না।' ভগবানের উপদেশে তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইয়া আলস্য বিদূরিত হইল। তিনি শাস্তার মুখে 'ধাতু কর্মস্থান' শ্রবণ করিয়া অচিরে অর্হত্ত্বফলের সহিত শ্রাবকপারমী জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। শাস্তা একদা জেতবন মহাবিহারে আর্যসংঘের মধ্যে স্থবিরের গুণাবলী প্রকাশ করিয়া ঋদ্ধিশালীর প্রধান স্থানে তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন। স্থবির শ্রাবকপারমী জ্ঞান লাভ করিয়া যখন যাহা গাথা ভাষণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গীতাচার্যগণ পরে ভাষণ করিয়াছেন।

১১৪৯-১১৫০. আমি আরণ্যিক ও পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিব, ভিক্ষাচরণে রত হইয়া সন্তুষ্টভাবে জীবনযাপন করিব, ক্লেশমারকে সমুচ্ছেদ করিব ও চিত্তকে সুসমাহিত করিব... মাতঙ্গ যেমন নলাগারকে দলিত করে, আমিও তেমনভাবে মৃত্যু সৈন্যকে বিধ্বংস করিব।

১১৫১-১১৫২. আমি বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিব, সতত বীর্যপরায়ণ হইব, পিণ্ডচারণে সন্তুষ্ট থাকিব, হস্তীর নলাগার দলনের ন্যায় মৃত্যু সৈন্যকে দলিত করিব। 'উপরি উক্ত গাথাত্রয় ভিক্ষুদিগকে উপদেশচ্ছলে বলা হইয়াছে।'

১১৫৩. এই দেহ-অস্থি-কঙ্কালময় কুটির সদৃশ মাংসলযুক্ত, নবশত স্নায়ু দ্বারা শেলাই করা কেশলোমাদি দ্বারা দুর্গন্ধপূর্ণ, তাই দেহের প্রতি ধিক, কুকুর-শৃগাল কৃমিকুলের আধারভূত এই দেহের প্রতি কেন মমতা করিতেছ।

১১৫৪. বিষ্ঠাপূর্ণ ভস্ত্রা সদৃশ, ত্বকাবৃত, বক্ষজাত ভীষণ গণ্ড পিশাচ সদৃশ তোমার শরীরের নবদ্বার দিয়া রাত্রিদিন অশুচি ক্ষরিত হইতেছে।

১১৫৫. তোমার শরীর নবস্রোতযুক্ত, দুর্গন্ধকর, পরিবন্ধনভূত, পবিত্রকামী যেমন বিষ্ঠা দেখিয়া দূর পথে চলিয়া যায়, তেমন

ভিক্ষু অশুচিপূর্ণ দেহকে পরিবর্জন করিবে।

১১৫৬. আমি যেমন এই অশুচিপূর্ণ দেহকে জানি, যদি মহাজনসংঘ তেমন জানে, তাহা হইলে বর্ষাকালীন বিষ্ঠাস্থানের ন্যায় দূরে থাকিতে অশুচি শরীরকে পরিবর্জন করিবে। 'কোনো প্রলোভনকারিণী গণিকাকে উপদেশচ্ছলে গাথা চতুষ্টয় বলা হইয়াছে।'

১১৫৭. হে মহাবীর, বাস্তবিক দেহ এই প্রকারই; হে শ্রমণ, তুমি যেরূপ বলিতেছ, যেমন দুর্বল বলীবর্দ পঙ্কে আবদ্ধ হয়, তেমন কোনো কোনো সত্ত্ব এই অশুচি কায়ে নিমগ্ন হয়। 'গণিকা লজ্জাবনতমুখে স্থবিরের প্রতি গৌরব করিয়া পূর্বোক্ত গাথা বলিয়াছিল।'

১১৫৮. যে ব্যক্তি আকাশকে হরিদ্রাবর্ণে বা অন্যকোনো রঞ্জনযোগে রঞ্জিত করিতে চায়, তাহার সেই কর্ম চিত্তদুঃখ আনয়ন করে মাত্র।

১১৫৯-১২১০. কোনো বিষয়ে অলগ্ন হেতু আমার চিত্ত আকাশ সদৃশ, আমার চিত্ত সুসমাহিত, তাই আমার মতো ব্যক্তিকে পাপচিত্তে আসক্ত করিও না, পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝম্প দিয়া পুড়িয়া দেহ ত্যাগ করে, তুমিও সেইরূপ আমার নিকট দুঃখিত হইবে। 'গণিকার প্রতি ভাষিত গাথা' 'তৎপর সাতটি গাথার ব্যাখ্যা রাষ্ট্রপাল-চরিতে দেখ।' 'গণিকা এই গাথা শুনিয়া পলায়ন করিল।' বিবিধ প্রকারে সংযমপূর্ণ সারিপুত্র স্থবির নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তখন ভীষণ ভূমিকম্পন হইল ও অশনিপাতে লোমহর্ষণ হইল। [অপর গাথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] যেমন শতধা বিভক্ত কেশাগ্র অন্ধকার রাত্রির বিদ্যুতালোকে বিদ্ধ করা হয়, তেমন জ্ঞানী ব্যক্তি পঞ্চস্কন্ধকে আত্মারূপে না দেখিয়া অনাত্মারূপে দর্শন করে। যাহারা সংস্কারসমূহ আত্মারূপে না দেখিয়া অনাত্মারূপে দর্শন করে, ইষু দ্বারা কেশাগ্র যেমন বিদ্ধ করে, তাহারা তেমন নিপুণ ভাবে দর্শন করিয়াছে। স্মৃতিশীল ভিক্ষু শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করার ন্যায় ও দাহ্যমান মস্তকের ন্যায় কামরাগ পরিত্যাগের জন্য তেমন ভাবে উদ্যোগ করিবে।... ভবরাগ পরিত্যাগের জন্য তেমনভাবে উদ্যোগ করিবে। ভাবিত চিত্ত, অন্তিম শরীরধারী

বুদ্ধকর্তৃক কথিত হইয়া মিগার মাতা বিশাখার প্রাসাদ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্থবির কাঁপাইয়াছিলেন। দৃঢ়বীর্যের অনুষ্ঠান না করিয়া সামান্য বীর্যবলে সর্বগ্রন্থিমোচনকর নির্বাণকে লাভ করিতে পারে না। বেদ নামক হীনবীর্য ভিক্ষুকে লক্ষ করিয়া ভাষিত।' এই অল্পবয়স্ক ভিক্ষু, এই উত্তম পুরুষ সসৈন্য মারকে উচ্ছেদ করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিলেন। বিদ্যুতালোকে বেভার ও পণ্ডব পর্বতের বিবর দেখা যাইতেছে, অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র পর্বতবিবরে প্রবেশ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। উপশান্ত, উপরত, নির্জন শয্যাসনগত, বুদ্ধশ্রেষ্ঠের দায়াদলাভী মুনি ব্রহ্মা দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছেন।... কাশ্যপ ব্রাহ্মণকে বন্দনা কর। যিনি বারবার মনুষ্যকুলে শতজন্ম পর্যন্ত সর্বদা ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছেন, সোত্রিয় নামক পবিত্র জাতিভূত ও জ্ঞানসম্পন্ন, অধ্যায়ক, ত্রিবেদে পারদর্শী এমন মহাকাশ্যপ স্থবিরকে বন্দনাজনিত পুণ্য অতিশয় মহৎ। অন্য পুণ্য ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। 'সারিপুত্রের মিথ্যাদৃষ্টিরত ভাগিনেয়্যকে লক্ষ করিয়া ভাষিত।' যিনি প্রথম ধ্যান হইতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অনুলোমবশে ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা হইতে প্রথম ধ্যান প্রতিলোমবশে ভাবনা করিয়া পূর্বাহ্নে পিণ্ডচারণের পূর্বেই অষ্ট বিমোক্ষ সম্প্রাপ্ত হইয়া পিণ্ডার্থ গমন করেন, তাদৃশ গুণসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি পাপাচরণ করিও না। হে ব্রাহ্মণ, আর্যনিন্দা করিয়া নিজের কুশলধর্মের মূলোচ্ছেদ করিও না, তাদৃশ অর্হতের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন কর, শীঘ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা কর, তোমার মস্তক সেই অপরাধে সপ্তধা ছিন্ন করিও না। অবিদ্যা পরিবেষ্টিত এই পোঠিল ভিক্ষু সদ্ধর্মকে দর্শন করিতেছে না, মায়া-শঠতারূপ অধোগামী মিথ্যামার্গ অবলম্বনপূর্বক কুমার্গে অনুধাবন করিতেছে। পোঠিল বিষ্ঠালিপ্ত কৃমির ন্যায় ক্লেশ-অশুচি মিশ্রিত সংস্কারে মূর্ছিত হইয়াছে, লাভ-সৎকারে নিমজ্জিত হইয়া শীলাভাবে হীনমার্গে গমন করিতেছে। অরূপ সমাপত্তির দ্বারা রূপকায় হইতে ও মার্গ দ্বারা নামকায় হইতে এই উভয়ভাগবিমুক্ত, সুসমাহিত চিত্তযুক্ত সুদর্শন সারিপুত্র স্থবির আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখ। কামরূপশল্যবিহীন, কামাদিযোগক্ষীণ,

ত্রিবিদ্যা, মৃত্যুধ্বংসকারী, মনুষ্যদের দাক্ষিণের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র স্থবিরকে দেখ। ঋদ্ধিশালী, মহাপরিবারবিশিষ্ট এই বহুদেবগণ, তাঁহারা পরিমাণে দশ সহস্র, ব্রহ্মপুরোহিত সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌদ্গাল্লানকে নমস্কার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে। [অপর গাথার ব্যাখ্যাও পূর্ববৎ] নরদেব দ্বারা পূজিত, মরণকে পরাজয়কারী ভিক্ষু, পুণ্ডরীক যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমন তৃষ্ণা-দৃষ্টি লেপনে লিপ্ত হয় না। যেই মহাঋদ্ধিশালী আয়ুষ্মান মহামোদ্গালান সহস্র জগৎ ক্ষণকের মধ্যে জ্ঞাত হন, যিনি মহাব্রহ্মা সদৃশ, সেই ভিক্ষু ঋদ্ধিগুণে জন্ম-মৃত্যুকালে দেবতাকে দর্শন করেন। 'সারিপুত্র স্থবির ভাষিত গাথা।' যিনি প্রজ্ঞায়, শীলে, ক্লেশ উপশমে নির্বাণ পারগত ভিক্ষু, তাঁহাদের চেয়ে সেই সারিপুত্র স্থবিরই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। আমি মুহূর্তের মধ্যে লক্ষকোটি দেহ নির্মাণ করিতে পারি, কেবল মনোময় ঋদ্ধিতে নহে, সমস্ত ঋদ্ধিতেই নিপুণতা লাভ করিয়াছি। সবিতর্ক সবিচার সমাধি প্রভৃতিতে ও পূর্বনিবাসজ্ঞান বিদ্যা প্রভৃতিতে পারমীর চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; তৃষ্ণাদি রহিত শাস্তার শাসনে মোদ্গালান গোত্রীয় নামে পরিচিত, যেমন নাগ অক্লেশে গুলঞ্চ লতার বন্ধনকে ছেদন করে, তেমন আমিও ধীর সমাহিত চিত্তে সমস্ত ক্লেশবন্ধনকে সমুচ্ছেদ করিয়াছি। [অপর দুই গাথার ব্যাখ্যাও পূর্ববৎ] ব্রাহ্মণ ককুসন্ধ বুদ্ধের প্রতি ও বিধুর নামক শাস্তার অগ্রশ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া যেই নিরয়ে দুসী নামক মার নিরয়াগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, সেই নিরয় কী প্রকার? ককুসন্ধ বুদ্ধের মস্তকে মার যে পাথর নিক্ষেপ করাইয়াছিল, তাহা অগ্রশ্রাবক বিধুরের মস্তকে পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে বলা হইয়াছে দুসী মার বুদ্ধ ও শ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া যেই নরকে জ্বলিতেছিল, সেই নরক এই প্রকার, উহাতে পৃথক পৃথকভাবে বেদনা প্রদানকারী প্রজ্জ্বলিত তালস্কন্ধ প্রমাণ এক শত লৌহ শঙ্কু ছিল। যে এই কর্মফলকে জানে, যিনি বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু, হে কৃষ্ণ, (মার), তাদৃশ ভিক্ষুর প্রতি অপরাধ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিবে। মহাসমুদ্রের মধ্যে কল্পকালস্থায়ী যেই সমস্ত বিমান আছে,

উহাদের বর্ণ বৈদূর্যতুল্য, উহাদের রশ্মি পর্বতাগ্রে প্রজ্জ্বলিত নলাগ্নি সদৃশ, নীলাদিবর্ণযুক্ত বহু অপ্সরা তথায় নৃত্য করিয়া থাকে। [অন্যান্য গাথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] যিনি ঋদ্ধিবলে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পন করিয়া দেবগণের সংবেগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি বৈজয়ন্ত প্রাসাদে শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু, এখন তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্তি সম্বন্ধে অবগত হইয়াছ কি? প্রশ্নোত্তরে ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে বুদ্ধের দেশনানুক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন। যিনি সুধর্মা সভায় স্থিত হইয়া মহাব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বন্ধু, বুদ্ধ আগমনের পূর্বে তোমার যেই দৃষ্টি ছিল অদ্যও সেই দৃষ্টি আছে কি? ভগবানের চিন্তিত নিয়মে মহামোদ্গলান, কাশ্যপ স্থবির প্রভৃতি ব্রহ্মলোকের সুধর্মা সভায় গমনপূর্বক সকলে ধ্যানস্থ হইলেন ও তাঁহাদের আলোকে ব্রহ্মালোক অতিক্রম করিলেন, তাই মহাব্রহ্মাকে বলিলেন, তুমি ইহা দেখিতেছ কি? প্রশ্নোত্তরে মহাব্রহ্মা তাঁহাকে যথাযথভাবে উত্তর প্রদান করিলেন, হে মারিষ, পূর্বে আমার যেই দৃষ্টি ছিল, এখন আমার সেই দৃষ্টি নাই, ব্রহ্মালোককে স্থবিরগণের উজ্জ্বলালোকে অতিক্রম করিতে দেখিতেছি; 'একদা মহাব্রহ্মার এইরূপ মিথ্যা বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছিল, বুদ্ধ বা শ্রাবকগণের মধ্যে কেহ ব্রহ্মলোকে আসিতে পারিবেন কি?' তখন বুদ্ধ জেতবনে ছিলেন, তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মালোকের আকাশে উপস্থিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তৎপর মহামৌদ্গালায়ন পূর্বদিকে, মহাকাশ্যপ দক্ষিণদিকে, মহাকপ্পিন পশ্চিমদিকে ও অনুরুদ্ধ স্থবির উত্তরদিকে অবস্থানপূর্বক ধ্যানালোকে আলোকিত করিলেন। সেই সময় মোদ্গলান স্থবির এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন। মহাব্রহ্মা স্থবিরগণের মহাপ্রভাব দর্শনে প্রশ্নোত্তর গাথা বলিলেন। তাই ব্রহ্মা অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, আমি আজ যাহা অপরাধ করিয়াছি, তাহা আমি নিত্য শাশ্বত দৃষ্টিতে থাকিবার অনুরূপই করিয়াছি।

১২১১-১২১২. যিনি সুমেরুকূট, জম্বুদ্বীপ, পূর্ববিদেহ, গৃহ অভাবে ভূমিশায়ী অপর গোয়ান ও উত্তরকুরু প্রভৃতিকে

বিমোক্ষবলে অধিগত করিয়াছেন। [অন্য গাথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ]

১২১৩-১২১৪. আমি মূর্খকে দগ্ধ করিতেছি বলিয়া অগ্নির তেমন চেতনা বা চেষ্টা নাই, বালই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে জড়াইয়া ধরিয়া দগ্ধীভূত হইয়া থাকে, এই প্রকার হে মার, তুমি তথাগতের প্রতি অপরাধ করিয়া মূর্খ ব্যক্তির অগ্নি স্পর্শ তুল্য নিজকে নিজেই দহন করিবে।

১২১৫. মার তথাগতের শ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া মহাঅপুণ্য প্রসব করিল, হে পাপাত্মা, তুমি কি মনে করিতেছ, 'পাপ আমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।'

১২১৬. হে অন্তক, তোমার কৃতপাপ চিরকাল তোমাকে নিশ্চয়ই দুঃখ প্রদান করিবে, হে মার, বুদ্ধশ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া তুমি অনুতপ্ত হও, ভিক্ষুদিগকে কষ্ট প্রদান করিব, এইরূপ আশা মনে পোষণ করিও না।

১২১৭. ভেসকলাবনে ভিক্ষু মৌদ্গাল্লায়ন মারকে তর্জন গর্জন করিলেন। তাহা শুনিয়া যক্ষ বা মার তথা হইতে দুঃখিত চিত্তে অন্তর্হিত হইল।

ষাট নিপাতে একজন স্থবির ৬৮টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

ষাট নিপাত সমাপ্ত।

সপ্ততি নিপাত

২৬৪. বঙ্গীস স্থবির

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক ধানঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকগুলি বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধের সদনে বিচিত্র ধর্মকথিকের প্রধান স্থান প্রার্থনা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল বঙ্গীস। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক আচার্যের নিকটে 'মৃতশির মন্ত্র' শিক্ষা করেন। মৃত মস্তকে নখাঘাত করিয়া 'এই ব্যক্তি অমুক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে' বলিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ জীবনযাত্রার উপায়স্বরূপ এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া বঙ্গীসকে প্রতিচ্ছন্ন যানে স্থাপনপূর্বক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বঙ্গীস তিন বৎসরের মৃতশির দেখিয়াও জন্ম লাভ বিবরণ বলিতে পারিতেন। সেই কারণে তিনি সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। কেহ একশত, কেহ সহস্র টাকা তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদা বঙ্গীস বুদ্ধগুণে প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধের নিকটে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'শ্রমণ গৌতম মায়াবলে তোমাকে আবর্তন করিবে,' সুতরাং তুমি তথায় যাইও না। তিনি পিতৃবাক্য গ্রহণ না করিয়া শাস্তার নিকটে গমনপূর্বক মধুর সম্ভাষণে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, 'বঙ্গীস, কোনো শিল্প জান কি?' 'হ্যাঁ, শবশির মন্ত্র জানি।' ভগবান নিরয়, মনুষ্যলোক, নির্বাণগত তিনটি মৃতশির আনাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষার্থ দিলেন, তিনি নিরয়গত ও মনুষ্য জন্মপ্রাপ্ত শির দুইটি পরীক্ষা করিয়া যথার্থভাবে বলিয়া দিলেন, কিন্তু নির্বাণপ্রাপ্ত শিরের আদি-অন্ত জানিতে না পারিয়া, তাহার ঘর্ম হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'কী হে বঙ্গীস, তুমি বোধ হয় তৃতীয় মৃতশিরের কথা বলিতে পারিবে না, না ভন্তে, আপনি যদি জানেন দয়া করিয়া বলুন।' আমি ইহার বিষয়ও জানি, অন্যান্য সমস্ত শিরের বিষয়ও জানি। 'ভগবান, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার সেই মন্ত্র প্রদান করুন।' বুদ্ধ বলিলেন, 'আমার ন্যায় চীবর ধারণ করিলে শিক্ষা দিব।' বঙ্গীস ভাবিলেন, 'যে কোনো উপায়ে এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমি জম্বুদ্বীপে সর্বশ্রেষ্ঠ হইব।' তাই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'আপনি চিন্তা করিবেন না, ইহাতে আপনার বহু মঙ্গল সাধিত হইবে।' যখন বঙ্গীস বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন, তখন স্থবির নিগ্রোধকপ্প শাস্তার নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিতে স্থবিরকে আদেশ

দিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া শাস্তার নিকটে মন্ত্রস্বরূপ বত্রিশ অশুভ ভাবনা ও বিদর্শন কর্মস্থান গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবনা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন বঙ্গীস, শ্রমণ গৌতমের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ কি?' তিনি বলিলেন, 'মন্ত্র শিক্ষায় কী প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।' আপনারা প্রস্থান করুন, আমার সঙ্গে আপনাদের কোনো কাজ নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বঙ্গীস, তুমি শ্রমণ গৌতমের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছ কি?' আমরা তোমার নিকটেই অবস্থান করিব, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রস্থানের পর অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধদর্শনে আসিতেছেন, এমন সময় শাস্তাকে দেখিয়া চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, মহাসমুদ্র, সুমেরু পর্বতরাজ, সিংহ, হস্তীনাগ প্রভৃতির সহিত বুদ্ধের উপমা প্রদর্শনপূর্বক বহু প্রশংসামূলক গাথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভগবান সংঘমধ্যে তাঁহাকে 'বিচিত্র কথক' আখ্যা প্রদান করিলেন। স্থবির অর্হৎ হওয়ার পূর্বে ও পরে যেই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন, তাহা আনন্দ স্থবির প্রমুখ সঙ্গীতিকারক স্থবিরগণ তদনুরূপ ভাষণ করিয়াছেন :

১২১৮. আমি আগার হইতে বাহির হইয়া অনাগারে প্রব্রজিত হই, তখন এই নির্লজ্জ, হীন কামবিতর্কাদি আমার নিকট উপগমন করে।

১২১৯-১২২১. যেমন শিক্ষিত হস্ত দ্বি-সহস্র শক্তিশালী মহাধনুগ্রাহী উগ্রপুত্রগণ সহস্র পরিমাণ যুদ্ধে অপরাজিত হইয়া চারিদিকে বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তেমন যদি তাহাদের চেয়েও বেশি রমণী আমার নিকট আগমন করে, তথাপি তাহারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আমাকে কামবাণে নিষ্পীড়ন করিতে পারিবে না, কারণ আমি আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের প্রমুখাৎ এই নির্বাণগামী মার্গ সম্বন্ধে শুনিয়াছি, সেই বিদর্শনমার্গে আমার মন নিরত হইয়াছে।

১২২২. হে ক্লেশমার, আমাকে এভাবে অশুভ ও বিদর্শন ভাবনায় রত দেখিয়া তুমি গমন করিবে, আমার গমনমার্গ যেমন তুমি না দেখ, তেমনভাবে আমি অন্তিম মৃত্যু লাভ করিব। 'অলংকৃতা স্ত্রী দর্শনে উক্ত পঞ্চগাথা ভাষিত।'

১২২৩. নির্জনবাসে উৎকণ্ঠা, পঞ্চকামগুণে রতি এবং সর্বপ্রকারে পুত্রদার-সংযুক্ত জ্ঞাতিবিতর্ক ও মিথ্যা-বিতর্ক ত্যাগ করিয়া ভিতর-বাহিরের কোনো বস্তুতে তৃষ্ণা উৎপাদন করিবে

না, তাদৃশ ভিক্ষুই নিতৃষ্ণ নির্বিকার মধ্যে গণ্য হয়।

১২২৪. এ জগতে যাহা কিছু ভূমি আশ্রিত, দেবলোকাশ্রিত, রূপজাত, ভবত্রয় ভূত আছে, সমস্ত জরাজীর্ণ হইবে, সমস্ত অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণযুক্ত, পণ্ডিতগণ বিদর্শন জ্ঞানে এইরূপ জ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন।

১২২৫. জ্ঞানান্ধগণ স্কন্ধ উপাধিতে ও রূপে-শব্দে-স্পর্শে-রসে আসক্ত হইয়া থাকে, এই পঞ্চকামগুণের লালসা দূর কর, তাহা হইলে নিতৃষ্ণ হইতে পারিবে, যে এই পঞ্চকামগুণে তৃষ্ণা দ্বারা লিপ্ত না হয়, সেই মুনি নামে কথিত হয়।

১২২৬. কেহ জ্ঞানান্ধ কারণে ষাট প্রকার বিতর্ক আশ্রিত হইয়া অধর্মে নিবিষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনো শাশ্বত-উচ্ছেদবাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করেন না; যিনি ক্লেশ দোষে দূষিত বা মিথ্যা উপায়ে জীবনযাপনে রত নহেন, তাঁহাকেই ভিক্ষু নামে অভিহিত করা হয়।

১২২৭. চিরকাল সমাহিত, অমায়াবী, নিপুণ, নিতৃষ্ণ, পণ্ডিত, শান্তপদলাভী মুনি সউপাদিশেষ নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া কেবল অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভার্থ সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন।

১২২৮-১২৩০. হে গৌতম শ্রাবক, নববিধ মান ত্যাগ কর, জাতি প্রভৃতিও তদুৎপন্ন ক্লেশ ত্যাগে মানপথ নিঃশেষরূপে ত্যাগ কর, আমি মানপথে মূর্ছিত হইয়া বহুকাল অনুতাপ করিতে করিতে পূর্বে অর্হৎ হইতে পারি নাই; পরগুণ মর্দনে মর্দিত প্রজাগণ হতমান হইয়া নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে; হতমানী, নিরয় উৎপন্ন জনগণ চিরকাল শোক পাইয়া থাকে। মার্গ দ্বারা বিজিত তৃষ্ণ, সদাচরণসম্পন্ন ভিক্ষু কখনো শোক করেন না, তিনি বিজ্ঞ-প্রশংসিত কীর্তি ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, সেই সদাচরণসম্পন্ন ভিক্ষুই ধর্মদর্শী পণ্ডিত নামে কথিত হন। তদ্ধেতু পঞ্চচিত্তখিলহীন, বীর্যবান, পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত ভিক্ষু নববিধ মানকে অর্হত্ত্বমার্গে নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া ক্লেশ উপশমপূর্বক ত্রিবিদ্যা নামে কথিত হন।

১২৩১. 'একদা স্থবির আনন্দ বঙ্গীস শ্রামণেরকে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তথায় অলংকার ভূষিতা রমণী স্থবিরকে

ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময় বঙ্গীস শ্রামণের তাঁহাদের রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া কাম জ্বালায় দগ্ধ হন, তাই স্থবিরকে বলিতেছেন।'

১২৩২. আমার শরীর কামাগ্নিতে দহন করিতেছে, আমার চিত্ত দগ্ধ হইতেছে, হে গৌতম গোত্রীয় আনন্দ, দয়া করিয়া ইহাকে নির্বাপনমূলক উপদেশ প্রদান করুন।

১২৩৩. অশুভ বিষয়ে শুভসংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া তোমার চিত্ত জ্বালা করিতেছে, সেই শোভন কামরাগসংযুক্ত নিমিত্ত পরিবর্জন কর। সংস্কারধর্মকে দুঃখরূপে দর্শন কর, আত্মারূপে দেখিও না, সেই মহা কামজ্বালাকে নিভাইয়া ফেল, পুনঃপুন চিত্তকে দহন করিও না।

১২৩৪. অশুভ ভাবনায় চিত্ত একাগ্র ও সুসমাহিত করিয়া ভাবনা কর, তোমার কায়গতাস্মৃতি ভাবনায় চিত্ত ভাবিত হউক, দেহের প্রতি বাহুল্যভাবে উৎকণ্ঠিত হও।

১২৩৫. অনিত্য ভাবনায় মনোযোগী হও, অগ্রমার্গানুক্রমে মানরূপ অনুশরকে সমুচ্ছেদ কর, মানের দর্শন ও ত্যাগকাল উৎপন্ন হইলে তৎপর কামজ্বালাদির উপশম করিয়া বিচরণ করিতে পারিবে।

১২৩৬. যেই বাক্য প্রয়োগে নিজকে অনুতাপানলে উত্তপ্ত বা পীড়া প্রদান না করিবে, সেইরূপ বচনই বলিবে, অপরকে ভেদ করিয়া কষ্ট প্রদান করিবে না, সেই মৈত্রীপূর্ণ বাক্যই উত্তম বাক্য।

১২৩৭. প্রিয় বাক্যই বলিবে, যেই বাক্য প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সুগৃহীত হয়, এমন বাক্য বলিলে যাহাতে অপরের অনিষ্টজনকরূপে গৃহীত না হইয়া প্রিয়ভাবেই গৃহীত হয়, তেমন মধুর বাক্য বলিবে।

১২৩৮. সত্য বাক্যই অমৃত বাক্য মধ্যে পরিগণিত, ইহা সনাতন বা প্রাচীন আর্যধর্ম, পণ্ডিত সত্যার্থে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত আত্মপর উভয়ার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

১২৩৯-১২৪১. বুদ্ধ যেই নিরুপদ্রব বাক্য বলেন তাহা নির্বাণ লাভার্থ বলিয়া থাকেন, সেই বচনসমূহই দুঃখের অবসান

করিবার পক্ষে উত্তম; গম্ভীরপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, মার্গামার্গে সুদক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ সারিপুত্র ভিক্ষুদিগকে ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন, পক্ব আম্বের স্বাদ গ্রহণে শালিক পক্ষী যেমন মধুর নাদ করে, তেমন সারিপুত্র স্থবির সমুদ্রের বীচির ন্যায় উপর্যুপরি অনন্ত জ্ঞানতরঙ্গযোগে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে দেশনা করেন।

১২৪২. ভিক্ষুরা তাঁহার মধুর ধর্মদেশনা সাদরে শ্রবণ করিতে লাগিলেন; রমণীয়, কর্ণসুখদ মনোহর স্বরে প্রসারিত চিত্ত, আমোদিত ভিক্ষুগণ অবহিত চিত্তে শুনিতে লাগিলেন।

১২৪৩. অদ্য পঞ্চদশী উপোসথ দিনে বিশুদ্ধি প্রবারণাহেতু পঞ্চশত ভিক্ষু সমাগত হইয়াছেন, সকলে সংযোজন বন্ধন ছেদন করিয়াছেন; তাহারা ক্লেশদুঃখ ও পুনর্জন্মহীন ঋষি।

১২৪৪-১২৪৫. যেমন চক্রবর্তীরাজা চারিদিকে অমাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া সসাগরা মহী পর্যন্ত অবস্থান করেন, তেমন ক্লেশ সংগ্রামবিজয়ী, সার্থবাহ বা অষ্টমার্গ-রথে সংসার কান্তার উত্তীর্ণকারী, অনুত্তর শাস্তাকে ত্রিবিদ্যা মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিতেছেন।

১২৪৬. সকলেই ভগবানের পুত্র, দুঃশীলতা তাঁহাদের বিদ্যমান নাই, তাঁহারা তৃষ্ণাশল্য বিধ্বংসকারী আদিত্য বন্ধু বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছেন।

১২৪৭. অকুতোভয়, বিরজ, নির্বাণ ধর্মদেশক সুগতকে ও অপর সাড়ে বারোশত ভিক্ষুকে পরিবেষ্টন করিতেছেন।

১২৪৮. সকলে সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত বিমলধর্ম শুনিতেছেন, ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত সম্বুদ্ধ অতিশয় শোভা পাইতেছেন।

১২৪৯. ভগবান নাগ নামে অভিহিত, তিনি বিপশ্বী বুদ্ধ হইতে সপ্তম ঋষির মধ্যে পরিগণিত, চারিদ্বীপ ব্যাপ্ত মহামেঘতুল্য হইয়া তিনি শ্রাবকদিগকে ধর্মামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

১২৫০. শাস্তার দর্শনাভিলাষী বঙ্গীস দিবা বিশ্রাম হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, হে মহাবীর, আপনার শ্রাবক বঙ্গীস ভবদীয় পদে বন্দনা করিতেছে।

১২৫১-১২৫৪. মারের সংসারাবর্ত প্রসূত পথকে অভিভব করিয়া ও পঞ্চচিত্তখিলকে ভগ্ন করিয়া যিনি বিচরণ করিতেছেন, সেই বন্ধনমুক্ত, কোনো বিষয়ে অনাশ্রিত বুদ্ধকে

দেখ, তিনি 'সতিপট্‌ঠান' সূত্রকে বিভক্ত করিয়া ধর্মদেশনা করিতেছেন, কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা স্রোত হইতে নিস্তার করিবার জন্য বহুবিধ কর্মস্থান মার্গসম্বন্ধে তিনি বর্ণনা করিলেন, তিনি তথায় ধর্মামৃত পান করাইলে ধর্মদর্শীগণ মনোযোগের সহিত অবস্থানপূর্বক শুনিতে পাইলেন এবং প্রদ্যোতকর ধর্মকে সকলে অবগত হইয়া সকলের বিজ্ঞানস্থিতিকে অতিক্রমপূর্বক নির্বাণ দর্শন করিলেন, তিনি ধর্মকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ও প্রত্যক্ষ করিয়া দশার্ধ বা পঞ্চবর্গীয়কে উত্তম ধর্মদেশনা করিলেন; এমন সুদেশিত ধর্ম যাঁহার জানা আছে, তাঁহার প্রমাদে কী প্রয়োজন? তদ্ধেতু সেই ভগবানের শাসনে অপ্রমত্ত থাকিয়া সর্বদা ত্রিবিধ শিক্ষা, বিদর্শনমার্গ পাটিপাটি শিক্ষা করিবেন।

১২৫৫-১২৫৭. বুদ্ধগণের মধ্যে অনুবুদ্ধস্বরূপ, ইহকালে সুখবিহারীদের মধ্যে ও নিত্য ত্রিবিধ বিবেক লাভীগণের মধ্যে দৃঢ়বীর্যশালী যেই কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির সমস্ত অপ্রমত্তভাবে শিক্ষাকারী ও শাস্তার আদেশ পালনকারী শ্রাবক কর্তৃক যাহা পাওয়া উচিত, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন; মহানুভব, ত্রিবিদ্যা চিত্তবিষয়ে সুদক্ষ, বুদ্ধের দায়াদলাভী কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির শাস্তার পদবন্দনা করিতেছেন।

১২৫৮. ইসিগিলি পর্বত পার্শ্বে কালশিলায় উপবিষ্ট, সর্বদুঃখের অতিক্রমকারী, ত্রিবিদ্যা, মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিলেন।

১২৫৯. মহাঋদ্ধিশালী মৌদ্গাল্লায়ন স্বীয় চিত্ত দ্বারা তাঁহাদের বিপ্রমুক্ত, উপাধিহীন চিত্তকে অনুসন্ধান করিয়া অনুক্রমে বিভাগ করিতে লাগিলেন।

১২৬০. এইরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্ন, সর্বদুঃখ অতিক্রমকারী, অনেক প্রকার গুণসম্পন্ন গৌতম মুনিকে শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিতেছেন।

১২৬১. পূর্ণচন্দ্র যেমন মেঘবিহীন শারদীয় গগনে শোভা পায়, তেমন সূর্য যেমন বীতমল হইয়া নভোস্থলে শোভা পায়; হে অঙ্গীরস মহামুনি, তুমি স্বীয় যশোবলে সর্বলোককে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছ। 'চম্পারাজ্যে গর্গরা পুষ্করিণী তীরে

উক্ত গাথা ভাষিত।'

১২৬২-১২৬৩. আমি পূর্বে গ্রামে গ্রামে, পুরে পুরে কেবল কাব্য রচনা করিয়া বিচরণ করিতাম, তৎপর সমস্ত ধর্মে পারদর্শী সম্বুদ্ধকে দর্শন করি, সেই সর্বদুঃখ সমতিক্রমকারী মুনি আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, ধর্মশ্রবণে আমি অতিশয় প্রসন্ন হই, বাস্তবিক রত্নত্রয় আমাদের উপকারের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছেন।

১২৬৪. আমি তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া পঞ্চস্কন্ধে বারো আয়তন, আঠারো ধাতু অবগত হইয়া অনাগারে প্রব্রজিত হই।

১২৬৫-১২৬৬. যে-সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ বুদ্ধের আদেশ পালনকারী, সেই বহু জন-মানবগণের হিতার্থই তথাগতগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা বুদ্ধের প্রবর্তিত নিয়ম মানিয়া চলেন, সেই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের হিতার্থই মুনি সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছেন।

১২৬৭-১২৬৯. পঞ্চচক্ষুষ্মান আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকর্তৃক প্রাণীদের অনুকম্পার্থ চারি আর্যসত্য সুদেশিত হইয়াছে। যথা : দুঃখ, দুঃখোৎপত্তির কারণ, দুঃখের অতিক্রম ও দুঃখ উপশমগামী আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই দুঃখ আর্যসত্যাদি অনন্যথাভাবে কথিত হইয়াছে, শাস্তা যেভাবে বলিয়াছেন, আমি ঠিক সেইভাবে দেখিয়াছি বা জ্ঞাত হইয়াছি। আমি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি বুদ্ধের উপদেশ অনুশাসনে প্রবিষ্ট হইয়াছি।

১২৭০. আমার বুদ্ধ-সদনে গমন, সুগমন হইয়াছে, তাঁহারা সবিভক্ত ধর্মসমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আমি উপস্থিত হইয়াছি অর্থাৎ তাহা আমি লাভ করিয়াছি।

১২৭১. আমি ষড়ভিজ্ঞা পারমীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার দিব্যশ্রোত্রজ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি ত্রিবিদ্যায়, ঋদ্ধিগুণে ও চিত্ত বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছি। 'পূর্বোক্ত গাথা দশটি অর্হৎ হইয়া ভাষিত।'

১২৭২-১২৭৩. আমি মহাপ্রজ্ঞাধার শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহজন্মে বিচিকিৎসা বা সন্দেহসমূহ ছেদন করিয়া অগালব বিহারে প্রসিদ্ধ, লাভ-সৎকারসম্পন্ন, উপশান্ত স্বভাব

যেই ভিক্ষু দেহত্যাগ করিলেন, নির্বাণদর্শী ভগবান তাদৃশ ছায়াসম্পন্ন নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত আরব্ধবীর্য নিগ্রোধকপ্প নামে অভিহিত করিলেন, আমি সেই আচার্যকে নমস্কার করিতেছি।

১২৭৪. হে সমস্ত চক্ষু শাক্যপুঙ্গব, আমরা সকলে সেই শ্রাবককে জানিতে ইচ্ছা করি। সম্যকরূপে অবস্থিত আমাদের প্রশ্নোত্তর শ্রবণের একমাত্র তুমিই হেতু, তুমিই অনুত্তর শাস্তা।

১২৭৫. হে ভূরি প্রাজ্ঞ, আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন, ইনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বলিয়া আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন, হে সমস্ত চক্ষু, সহস্র নেত্র শক্র যেমন দেবগণের মধ্যে কোনো বাক্য বলেন, তেমন আপনিও আমাদের মধ্যে ইহা বর্ণনা করুন।

১২৭৬. এ জগতে যাহা কিছু অজ্ঞানপক্ষীয় ও সন্দেহস্থানীয় প্রধান মোহগ্রন্থি আছে, সেই সমস্ত তথাগতের দেশনাবলে বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কারণ নরগণের তথাগতই পরম চক্ষুস্বরূপ।

১২৭৭. বায়ু যেমন মেঘপটলকে বিধ্বংস করে, তেমন শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ভগবান যদি ক্লেশমারকে বিধ্বংস না করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া যাইত, এমন কী প্রজ্ঞাজ্যোতিসম্পন্ন সারিপুত্র প্রভৃতির প্রভাবও প্রকাশিত হইত না।

১২৭৮. ধীরগণই প্রজ্ঞালোক উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেই কারণে হে বীরপুরুষ বুদ্ধ, আমি তোমাকে প্রজ্ঞালোকস্বরূপ মনে করি। সমস্ত ধর্মে অভিজ্ঞ কারণে তোমাকে জানিয়া আমরা তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের এই পরিষদ মধ্যে নিগ্রোধকপ্প স্থবিরের বিষয় প্রকাশ করুন।

১২৭৯. যেমন সুবর্ণহংস খাদ্যান্বেষণে বিচরণপূর্বক বনগহনে হ্রদ দেখিয়া বক্রগ্রীবায় পঞ্চ চালনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে শনৈ শনৈ মধুর কূজন করে, তেমন সুবিকম্পিত মহাপুরুষস্বরে নাতিশীঘ্র মনোহর বাক্য প্রকাশ করুন, আমরা অবিক্ষিপ্ত চিত্তে আপনার সুমধুর ধর্মঘোষ শ্রবণ করিব।

১২৮০. নিরবশেষভাবে জন্ম-মরণহীন, সর্বপ্রকার বিহত পাপমূলক ধর্মবাক্য বলিতে প্রার্থনা করিতেছি। পৃথগ্জন ও

স্রোতাপন্ন প্রভৃতি তথাগতগণের সুচিন্তিত প্রজ্ঞাপূর্বঙ্গম ক্রিয়া সম্বন্ধে জানিতে সমর্থ হয়।

১২৮১. আপনার এই সুঋজু সুগৃহীত বাক্য সুসম্পন্ন অর্থাৎ আপনার সমস্ত বাক্য অব্যর্থ, হে মহাপ্রজ্ঞ বুদ্ধ, আমি পুনরায় উপসংহারে কৃতাঞ্জলিপুটে জ্ঞাপন করিতেছি, এই নিগ্রোধকপ্প স্থবিরের গতি সম্বন্ধে জানিয়া আমাদিগকে অন্যথা বলিবেন না।

১২৮২. হে মহাপ্রজ্ঞ বীর, লৌকিক-লোকোত্তর ভেদে সুন্দরাসুন্দর ও দূরাসন্ন চারি আর্যসত্যধর্ম বিদিত হইয়া সর্বধর্মে আপনি অভিজ্ঞ, আমাদিগকে অন্যথা বলিবেন না। যেমন গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত পিপাসিত পুরুষ জল পাইতে ইচ্ছা করে, তেমন আপনার বাক্য শুনিতে আমরাও আকাঙ্ক্ষা করি, এই প্রকার শ্রুতময় বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

১২৮৩. নিগ্রোধকপ্প স্থবির যেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়াছেন, তাহা অমোঘরূপে বিদ্যমান কি? তিনি অনুপাদিশেষ, না সউপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন? তিনি যে প্রকারে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে চাই। 'পূর্বোক্ত ১২টি গাথা দ্বারা স্থবির স্বীয় আচার্য স্থবিরের নির্বাণ বার্তা বুদ্ধের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপর ভগবান প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।'

১২৮৪. এই নামরূপ ধর্মে কামতৃষ্ণাদির স্রোত সুদীর্ঘকাল অনুসৃত থাকে, সেই তৃষ্ণাকে নিগ্রোধকপ্প স্থবির ছেদন করিয়াছে, সে তৃষ্ণাকে ছেদন করিয়া নিরবশেষরূপে জন্ম-মরণ উত্তীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিয়াছে, শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ ভগবান বঙ্গীস স্থবিরকে এই উত্তর প্রদান করিলেন।

১২৮৫. হে ঋষি সপ্তম, আপনার বচন শুনিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, আমার প্রশ্নের উত্তর অমোঘভাবে প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ পরিনির্বাপিত বলিয়া প্রকাশ করায়, আমাকে বঞ্চনা করেন নাই।

১২৮৬. বুদ্ধের শ্রাবক যাহা বলেন তাহাই করেন; তিনি ত্রৈভূমিক আবর্তে প্রসারিত মায়াবী মৃত্যুর সুদৃঢ় তৃষ্ণাজাল

ছেদন করিয়াছেন।

১২৮৭. ভগবান অবিদ্যা-তৃষ্ণাদির মূল কারণ জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক ভগবান সঙ্গত বচনই বলিয়াছেন, কপ্পায়ন সুদুস্তর মাররাজ্য নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়াছেন।

১২৮৮. হে দেবাতিদেব, দ্বিপদোত্তম, তোমাকে বন্দনা করিতেছি, বুদ্ধনাগের ঔরসে অনুজাত মহাবীর নাগপুত্রকে বন্দনা করিতেছি।

আয়ুষ্মান বঙ্গীস স্থবির এই গাথাসমূহ আবৃত্তি করিলেন।

সপ্ততি নিপাতে একজন স্থবির ৭১টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

এই স্থবির গাথা সমস্ত ১৩৬০টি, ২৬৪ জন স্থবির গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছেন। অনাসব বুদ্ধপুত্রগণ সিংহনাদে এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়া নিরাপদ নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নিস্কন্ধতুল্য নিবিয়া গেলেন।

খুদ্দকনিকায়ে থেরগাথা সমাপ্ত।

দুর্বোধ্য শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অষ্ট সমাপত্তি—চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান।

পঞ্চভিজ্ঞান—ঋদ্ধিবিধজ্ঞান, দিব্যশ্রোত্রজ্ঞান, পরচিত্ত বিজাননজ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান ও দিব্যচক্ষুজ্ঞান, (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের অভিজ্ঞা নির্দেশে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য)

সিনেরু—পালিতে সিনেরু পর্বতের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে সুমেরু পর্বত দৃষ্ট হয়। বস্তুত সিনেরু ও সুমেরু একার্থবাচক। পালিগ্রন্থে ৮৪ হাজার যোজন ইহার উচ্চতা নির্ণীত হইয়াছে।

অর্হৎ—যিনি পাপরূপ অরিকে বিধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সংসাররূপ অরা বা পাপ বিহত করিয়াছেন, যিনি পূজার্হ ও যিনি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার পাপচিত্ত পোষণ করেন না, তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত। এই অর্হৎই অশেখ পুদ্গল মধ্যে পরিগণিত, কারণ তাঁহার শিক্ষণীয় আর কোনো বিষয় নাই।

শ্রাবকপদ—এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত ৮০জন মহাশ্রাবক প্রমুখ অন্যান্য স্থবিরপুঙ্গবগণ এক একজন বুদ্ধের নিকটে এক একটি বর বা উপাধি প্রার্থনা করিয়াছেন। বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞচক্ষে যাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া বলিয়াছেন, 'তুমি অমুক বুদ্ধের সময়ে এই উপাধি বা শ্রাবকপদ প্রাপ্ত হইবে।' ইহা প্রধান প্রধান বুদ্ধ শিষ্যগণের বিশিষ্ট গুণবিশেষ।

ব্রহ্মলোক—ত্রিপিটক গ্রন্থে ১৬টি রূপব্রহ্মপুরী ও ৪টি অরূপব্রহ্মপুরী। এই ২০টি ব্রহ্মপুরীর মধ্যে ৫টি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মপুরী। এই শুদ্ধাবাসে অনাগামী অর্থাৎ যাঁহারা আর দেব-নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন না, এমন মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হন। অপর ১৫টি ব্রহ্মপুরী হইতে কর্মফলে ব্রহ্মগণের পতন হয়।

তাবতিংস—ত্রিপিটক গ্রন্থে ৬ প্রকার স্বর্গের বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে তাবতিংসটি দ্বিতীয় স্বর্গ, ইহা ইন্দ্রভবন। ইহাকে 'ত্রয়োত্রিংশ' বা 'স্ত্রয়োতিংশ'ও বলা হয়। কারণ 'মঘবা' প্রভৃতি ৩৩জন মহাপুরুষ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা মেরামত, জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার ও ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া স্বর্গগামী হন। সেই ৩৩জনের পুণ্যস্মৃতিজড়িত 'ত্রয়োতিংশ বা তাবতিংস' স্বর্গ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্রোতাপত্তি, পালিগ্রন্থে চারি মার্গ বলিলে, স্রোতাপত্তিমার্গ বা নির্বাণযাত্রার প্রথম রাস্তা বা সোপান বুঝায়, অর্থাৎ যিনি ধর্মস্রোতে পতিত হইয়াছেন। কোনো স্রোতাপন্ন এক জন্মে, কেহ দুই-তিন জন্মে, কেহ কেহ সাত জন্মে নির্বাণপ্রাপ্ত হন, অষ্টম জন্ম তাঁহারা গ্রহণ করেন না।

ষড়েন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন।

কায়দুশ্চরিত—প্রাণিহত্যা, চুরি ও পরদার লঙ্ঘন।

বাক্যদুশ্চরিত—মিথ্যা, পিশুন, পরুষ ও বৃথালাপ।

মনোদুশ্চরিত—লোভ, হিংসা, কর্ম-কর্মফলে অবিশ্বাস।

দেশনা—পালিগ্রন্থে দেশনা শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সূত্রপিটকে—দেশনা অর্থে ধর্মোপদেশ, শাসন-অনুশাসন বাক্য বুঝায়। বিনয়পিটকে—দেশনা অর্থে পাপ খ্যাপন; দুইজন বা ততোধিক ভিক্ষুর মধ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন বুঝায়।

সপ্ত বিশুদ্ধি—শীল, চিত্ত, দৃষ্টি, কঙ্খাবিতরণ, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন, প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন ও জ্ঞানদর্শন (বিস্তৃত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

উত্তরকুরু—পালিগ্রন্থে সিনেরু পর্বতের পূর্বদিকে পূর্ববিদেহ, দক্ষিণদিকে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমদিকে অপরগোয়ান ও উত্তরদিকে উত্তরকুরু এই চারিদ্বীপ বর্ণিত হইয়াছে। (আটানাটিয় সূত্র দ্রষ্টব্য)

ঋদ্ধি—চতুর্থ ধ্যানলাভী যোগী ইচ্ছা করিলে বিবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি একজন শত-সহস্রজন হইতে পারেন। পৃথিবী-পর্বত ভেদ করিয়া জলের উপরে-ভিতরে ও গগনমার্গে যাতায়াত করিতে পারেন ইত্যাদি। (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের 'ঋদ্ধিবিধ নির্দেশ' দ্রষ্টব্য)

দব্ব—মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য খুঁটি প্রোথিত করিয়া কাষ্ঠ সজ্জিত করা হয়, সম্ভবত ছেলে সেই খুঁটিতেই আটকিয়া ছিল। তাই খুঁটির নামে তাঁহার নামকরণ হয়। 'দব্বথন্ত'।

ত্বক পঞ্চক—কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক শরীরস্থ এই পাঁচটি অশুচি পদার্থ স্মরণ করিবার জন্য নবপ্রব্রজিতদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কর্মস্থান—পালি গ্রন্থে কর্মস্থান বলিলে যোগ, সমাধি, ভাবনা, পারমার্থিক চিন্তা, ধ্যান, সাধনা বুঝায়।

সকৃদাগামী—যিনি সংসারে সকৃৎ বা একবার মাত্র আগমন করিবেন।

উপসম্পদা—ভিক্ষুত্ব বা শ্রমণত্ব লাভ।

বস্তু—চীবর-আহার-শয্যাসন-ঔষধ এই চারি দ্রব্য।

লোকধর্ম—লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা ও সুখ-দুঃখ এই

আটটি।

ক্লেশক্ষয়—যাবতীয় তৃষ্ণার সমুচ্ছেদ সাধন 'কিলেসা'।

ধুতাঙ্গ—তৃষ্ণা বা আসক্তি ও লোভ ধুনিবার বা বিধ্বংস করিবার কারণ। ধুতাঙ্গ ১৩ প্রকার, (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে 'ধুতাঙ্গ নির্দেশ' দ্রষ্টব্য)

কায়গতাস্মৃতি—সমাধি প্রণালী বিশেষ। 'সতিপট্‌ঠান' সূত্রের 'কায়ানুপস্‌সনা' দ্রষ্টব্য।

বেস্‌সবণ—লোকপাল দেবতা।

ত্রিবিদ্যা—পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান। অর্হতের অপর নামান্তর।

পচ্চেকবুদ্ধ—সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনের শেষভাগে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহারা দুই অসংখ্যকল্প পারমিতা পূর্ণ করেন। সম্যকসম্বুদ্ধ একাকী উৎপন্ন হন, পচ্চেক বুদ্ধগণ একসঙ্গে সহস্রজনও উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ধর্ম প্রচারের প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে দান দিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। বুদ্ধ বিদ্বেষী দেবদত্তও পিতৃহন্তা অজাতসত্তু অনাগতে পচ্চেক বুদ্ধ হইবেন।

শরণ গ্রহণ—বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের আশ্রয় লওয়া।

কেশধাতু—বুদ্ধের শিরকেশ।

ষড়ভিজ্ঞ—যাঁহারা ছয় প্রকার অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। যথা—পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত বিজানন, বিবিধ ঋদ্ধি ও আসবক্ষয় জ্ঞান। অর্হতের অপর নামান্তর।

সংঘপূজা—বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষুদিগকে দান।

বোধিপক্ষীয়—৩৭ প্রকার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রসূত ধর্ম (বিভঙ্গ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

উপাধ্যায়—যিনি ভিক্ষুত্ব প্রদান করেন, শ্রমণগুরু।

কোণ্ড—বিদ্রূপসূচক বাক্য।

শলাকা—বর্তমান টিকেট দিয়া যেমন বিবিধ কার্যসম্পন্ন করা হয়, পূরাকালেও তেমন বংশ-শলাকা দ্বারা আবশ্যকীয় কার্যের ভোট লওয়া হইত।

পাঁচটি নিম্নভাগীয় সংযোজন—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতানুষ্ঠান, কামবাসনা ও হিংসা বা ব্যাপাদ।

পাঁচটি উপরিভাগীয় সংযোজন—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

শমথ—৪০ প্রকার সমাধি বা কর্মস্থান, (বিশুদ্ধিমার্গে বিস্তৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

বিদর্শন—অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা এই ত্রিবিধ লক্ষণ দ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করা। ইহাও কর্মস্থান ভাবনাবিশেষ।

কায়বিবেক—জনসংঘ হইতে একাকী দূরে বাস করা।

চিত্তবিবেক—অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া তৃষ্ণাকে বিনোদন করা।

উপধিবিবেক—নির্বাণপদ লাভ করিয়া সংস্কারপুঞ্জের উচ্ছেদ করা।

পৃথগ্‌জন—মার্গফল অপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মুক্তিমার্গ যাহারা পাইতে পারে নাই। তাহারা কল্যাণ ও অন্ধভেদে দ্বিবিধ।

চারিযোগ—কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যাযোগ চতুষ্টয়।

লোকোত্তর সুখ—নির্বাণ সাক্ষাৎ করিলেই লোকোত্তর সুখ লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ মার্গফলভূত পরম জ্ঞানপ্রাপ্তি।

পঞ্চকামগুণ—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শগুণ।

চতুর্মহারাজিক—যুগন্ধর পর্বতে অবস্থিত প্রথম স্বর্গ।

বেভার ও পণ্ডব—রাজগৃহে অবস্থিত পর্বতদ্বয়। বর্তমানে পণ্ডব পর্বত উদয়গিরি ও বেভার পর্বত বেভার গিরি নামে পরিচিত।

তপোদারাম—বেভার পর্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থিত আশ্রম, বর্তমানে যেখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

যমক প্রাতিহার্য—যমকভাবে বিসদৃশ অগ্নি ও জল যেই অলৌকিক শক্তি বা ঋদ্ধিপ্রভাবে শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে নির্গত হইয়া দশ সহস্র চক্রবালপ্রান্তে পতিত হয় ও তথা হইতে আবার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাই ইহার নাম যমক প্রাতিহার্য।

সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম—চারি স্মৃতি প্রতিষ্ঠা, চারি সম্যক চেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চবল, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সপ্তবোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

ব্রহ্মদণ্ড—ভিক্ষুদের যাবতীয় সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করা।

চতুরার্যসত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ নিরোধগামী উপায়, দুঃখাবসানে মার্গসত্য।

গন্ধকুটির—ভগবানের সুবাসিত বাসগৃহ।

ধর্মসেনাপতি—সারিপুত্র স্থবিরের অপর নাম।

পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পাঁচটিকে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বলে।

চারি সম্যক চেষ্টা—অর্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ চেষ্টা, অলব্ধ পুণ্যের উপার্জন

চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ ত্যাগের চেষ্টা ও অনুৎপাদিত পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা।

চারি স্মৃতি প্রতিষ্ঠা—কায়, বেদনা, চিত্ত ও ধর্মানুদর্শন।

নবলোকোত্তর ধর্ম—স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও ফল, অনাগামীমার্গ ও ফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও ফল এবং নির্বাণ এই নয়টি।

ষড়রশ্মি—নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রভাস্বর বর্ণ।

বর্ষকার—মগধরাজ বিম্বিসারের প্রধানমন্ত্রী।

পাষণ্ডদল—পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের অন্যতম।

ত্রৈভূমিক—কাম, রূপ ও অরূপভূমি সম্বন্ধীয়।

চারি প্রকার আসব—কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা-আসব। পূর্বসঞ্চিত তৃষ্ণাকে আসব, ইহজন্মের আসক্তিকে তৃষ্ণা বা নন্দী বলে।

কুমীন—বংশনির্মিত মৎস্য ধরিবার পেটারাবিশেষ।

পঞ্চবিধ সঙ্গ—কাম, দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টি বা কর্ম-কর্মফলে অবিশ্বাস।

সংযোজন—কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা, শীলব্রতাকর্ষণ, বিচিকিৎসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও অবিদ্যা সংযোজন বা বন্ধন।

অনুপাদিশেষ—পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমানে যে তৃষ্ণাক্ষয় তাহা সউপাদিশেষ, অবিদ্যমানে অনুপাদিশেষ।

আর্যসন্তোষগুণ—চীবর ধারণে, পিণ্ডভোজনে, শয্যাসন পরিভোগে ও ঔষধ সেবনে যথালব্ধ, যথাবল এবং যথাসন্তোষগুণকে দ্বাদশ আর্যবংশ বা দ্বাদশ আর্যসন্তোষগুণ বলে।

ক্রকচোপম সূত্র—মজ্ঝিমনিকায়ের মূলপণ্ণাসকে এই সূত্রের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

অবদাতকসিন—১৬ আঙ্গুল পরিমণ্ডলাকার স্থানে শ্বেতবর্ণ রং মাখিয়া ওই মণ্ডল হইতে যোগী আড়াই হাত দূরে বসিয়া যেই সাধনা করেন, তাহাকে অবদাত কসিন বলে।

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা—নয়টি বুদ্ধগুণের মধ্যে যে কোনোটিতে অবহিত হইয়া ভাবনা করাকে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা বলে।

পঞ্চনীবরণ—কাম, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-অনুতাপ ও বিচিকিৎসা।

সৎকায়দৃষ্টি—রূপকে আত্মভাবে দর্শন করা, আত্মাকে রূপভাবে দর্শন করা, আত্মাতে রূপ দর্শন করা ও রূপে আত্মদর্শন করা, যেমন এই চারি

প্রকারে রূপস্কন্ধকে দর্শন করা, তেমন বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধে চারি চারি প্রকারে দর্শন করা, ইহাকেই পঞ্চস্কন্ধে বিংশতি প্রকার সৎকায়দৃষ্টি।

ভূতরূপ ৪টি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু।

বস্তুরূপ ৬টি—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, হৃদয়।

ভাবরূপ ২টি—স্ত্রীভাব, পুংভাব।

জীবনীশক্তিরূপ ১টি—জীবিতেন্দ্রিয়।

আহাররূপ ১টি—ওজঃ।

পরিচ্ছেদরূপ ১টি—আকাশ।

বিজ্ঞপ্তিরূপ ২টি—কায়, বাক্য।

বিকাররূপ ৩টি—লঘুতা, মৃদুতা, কর্মজ্ঞতা।

লক্ষণরূপ ৪টি—উপচয়, সন্ততি, জড়তা, অনিত্যতা।

এখানে 'ভাবরূপ' ২টিকে একটি গৃহীত হইয়াছে, তাই ২৮টি রূপ। তবে ৪টি ভূতরূপ, অবশিষ্ট ২৪টি উপাদারূপ। এই ২৮টি রূপকে পূর্বোক্ত ৪ সৎকায়দৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে রূপস্কন্ধ-সমবায়ে ১১২টি সৎকায়দৃষ্টি।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোসংস্পর্শজ বেদনা ৬টিকে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা এই ৩টি বেদনা দ্বারা গুণন করিলে ১৮টি বেদনা, এই ১৮ প্রকার বেদনাকে পূর্বোক্ত ৪ সৎকায়দৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে বেদনাস্কন্ধে ৭২টি সৎকায়দৃষ্টি।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম এই ৬টি সংজ্ঞাকে ৪ সৎকায়দৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে সংজ্ঞাস্কন্ধে ২৪টি সৎকায়দৃষ্টি।

অভিধর্মে সংস্কার ৫০ প্রকার। উহা হইতে ১টি চেতনা প্রধানভাবে গৃহীত হইলে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সঞ্চেতনা ৬ প্রকার। এই ৬টি সংস্কারকে ৪ সৎকায়দৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে সংস্কারস্কন্ধে ২৪টি সৎকায়দৃষ্টি।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনঃ এই ৬টি বিজ্ঞানকে ৪ সৎকায়দৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে বিজ্ঞানস্কন্ধে ২৪টি সৎকায়দৃষ্টি। পঞ্চস্কন্ধে এই ২৫৬ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি। ৪০৩ পৃ.

খুদ্দকনিকায়ে থেরগাথার
দুর্বোধ্য শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমাপ্ত।

খুদ্দকনিকায়ে

থেরীগাথা

ভিক্ষু শীলভদ্র
কর্তৃক অনূদিত

খুদ্দকনিকায়ে **থেরীগাথা**
ভিক্ষু শীলভদ্র
কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশক :
শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ
মহাবোধি সোসাইটি
৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

লোকান্তরিতা সহধর্ম্মিণী
সুনীতি দেবী
ও
কন্যা সুজাতা দেবীর
উদ্দেশে—

সূ চি প ত্র

খুদ্দকনিকায়ে থেরীগাথা

প্রথম সর্গ

এক শ্লোকাত্মক গীতি

দ্বিতীয় সর্গ

দ্বি-শ্লোকাত্মক গীতি

তৃতীয় সর্গ

ত্রিশ্লোকাত্মক গীতি

চতুর্থ সর্গ

চারি শ্লোকাত্মক গীতি

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চ শ্লোকাত্মক গীতি

ষষ্ঠ সর্গ

ষড় শ্লোকাত্মক গীতি

সপ্তম সর্গ

সপ্ত শ্লোকাত্মক গীতি

অষ্টম সর্গ

অষ্ট শ্লোকাত্মক গীতি

নবম সর্গ

নব শ্লোকাত্মক গীতি

দশম সর্গ

একাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

একাদশ সর্গ

দ্বাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

দ্বাদশ সর্গ

ষোড়শ শ্লোকাত্মক গীতি

ত্রয়োদশ সর্গ

বিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

চতুর্দশ সর্গ

ত্রিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

পঞ্চদশ সর্গ

চত্বারিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

ষোড়শ সর্গ

মহানিপাত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত
এমএ, পিএইচডি, ডিলিট, পিআরএস লিখিত।

মুখবন্ধ

একাধিক ভাষায় ত্রিপিটক

বুদ্ধদেবের আদেশানুসারে প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য নানাবিধ ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। তিব্বতি ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, ত্রিপিটক প্রধানত সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও পৈশাচী এই চারি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। পালি বা মাগধী ভাষার উল্লেখ তাঁরা করেন নাই। পালি ভাষাকে খুব সম্ভব উহারা প্রাকৃত বা পৈশাচীর অন্তর্গত বলিয়া ধরিতেন। মগধ, কলিঙ্গ, অবন্তী প্রভৃতি দেশে পালি ভাষার ত্রিপিটক প্রচলিত ছিল। আর এই দেশগুলির কোনো এক স্থান হইতে ওই পালি ত্রিপিটকখানি সযত্নে সিংহলে নীত হইয়া তথায় সুরক্ষিত ও পঠিত হইয়াছিল। থেরীগাথা এই ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত। ইহার টীকার নাম 'পরমত্থদীপনী'। পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরাধিবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল কর্তৃক উহা রচিত হয়। সংস্কৃত ত্রিপিটক সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া মথুরা, গান্ধার, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত হইয়াছিল। পরে এই সমস্ত দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে উহা মধ্য এশিয়া, চীন এবং তৎসন্নিহিত বহুদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে আর সেই সেই দেশের ভাষায় অনূদিত হইয়া পঠিত হইতে থাকে। এই সংস্কৃত ত্রিপিটকের মধ্যে আমরা 'স্থবির-গাথা' পাইয়াছি। ইহা পালি 'থেরীগাথা' ও 'অপদানের' সংস্কৃত রূপান্তর। সংস্কৃত ভাষায় 'থেরীগাথা' এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এমনকি, এই গ্রন্থের কোনো উল্লেখও পাই নাই। 'দিব্যাবদানে' স্থবিরগাথা এবং অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি ও সংস্কৃত পিটকের মধ্যে যে কীরূপ ঐক্য ছিল, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোক কয়টি হইতে বিশেষরূপে প্রতীত হইবে। অবশ্য সর্বত্রই যে এইরূপ ঐক্য লক্ষিত হয় তাহা নহে, পার্থক্যও যথেষ্ট আছে।

অপদান (২৯৮ পৃ.)—

বিপস্সিনো পাবচনে একং লেণং ময়া কতম্।
চাতুদ্দিসস্স সংঘস্স বন্ধমা-রাজধানীয়া ॥
দুস্সেহি ভূমি লেণস্স সন্থরিত্বা পরিচ্চজিম্।

উদগ্‌গচিত্তো সুমনো অকাসিং পাণিধিং তদা ॥
আরাধয়েয্যং সম্বুদ্ধং পব্বজ্জং চ লভেয্য’হম্‌।
অনুত্তরং চ নিব্বাণং সন্তিমুত্তম্‌ম ॥
তেনেব সুক্কমূলেন কপ্পং নবুতি সংসরিম্‌।
দেবভূতো মনুস্‌সো বা কতপুঞ্‌ঞো বিরোচ’হম্‌ ॥
ততো কম্মাবসেসেন ইধ পচ্ছিমকে ভবে।
চম্পায়ামগ্‌গসেট্‌ঠিস্‌স জাতো’হমেকপুত্তকো ॥
জাতমত্তস্‌স মে সুত্বা পিতুচ্ছন্দো অয়মহু।
দদাম’হং কুমারস্‌স বীসকোটি অনূনকা ॥
চতুরঙ্গলা চ মে লোমা জাতা পাদতলে উভো।
সুখুমা মুদুসম্ফস্‌সা’তুলাপি চ মহাসুভো ॥
ইত্যাদি।

স্থবিরগাথা (১৮১ পৃ.)—

চাতুর্দিশস্য সংঘস্য ময়ৈকং লয়নং কৃতম্‌।
বন্ধুমত্যাং প্রবচনে রাজধান্যং বিপশ্যিনঃ ॥
সংস্তীর্য লয়নস্যাহং দূষ্যমেতত্তবাসৃজম্‌।
প্রহৃষ্টচিত্ত সুমনা অকার্যং প্রণিধিং তদা ॥
সমারাধ্য চ সংবুদ্ধমহমত্রোপসম্পদা।
লপ্স্যে চাতুর্বিধে দুঃখৈর্বিহীনমজরং পদম্‌ ॥
অহমেতেন পুণ্যেণ কল্পান্‌ নবতি সংসৃতঃ।
দেবভূতো মনুষ্যশ্চ কৃতপুণ্যো বিরোচিতঃ।
ততঃ কর্মাবশেষেণ পশ্চিমেহস্মিন্‌ সমুচ্ছ্রয়ে।
শ্রেষ্ঠিনোহগ্রস্য জাতোহহমেক এব সুতস্তদা ॥
জাতমাত্রং সমাকর্ণ্য হৃষ্টো মে জনকোহব্রবীৎ।
দাস্যম্যহং কুমারস্য কোটীদ্রব্যস্য বিংশতিম্‌ ॥
রোমভূং পাদতলাযোর্জাতাভূচ্চতুরঙ্গুলাঃ।
সুসূক্ষ্মা মৃদুসংস্পর্শাঃ শুভাস্তুলপিচূপমাঃ ॥
ইত্যাদি।

নানাবিধ ভাষায় ত্রিপিটক প্রচারের দ্বারা সহজেই অনুমেয়, বৌদ্ধগণ শাস্ত্রচর্চায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পালি ত্রিপিটক তুলনা

করিলে দেখা যায় যে, পালি ত্রিপিটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, আর এই ত্রিপিটকেই মূল বৌদ্ধধর্মের নীতি, দর্শন এবং ইতিহাসের সুষ্ঠু পর্যালোচনা রহিয়াছে।

বৌদ্ধসাহিত্যে কাব্যের স্থান

বৌদ্ধসাহিত্য সাধারণত বৈরাগ্য বিষয়ক কথা ও কাহিনীতেই পূর্ণ। সচরাচর, কাব্যের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে অর্থ ও কাম-বিষয়ক রচনাবলি বৌদ্ধসাহিত্যে একরূপ নাই বলিলেই চলে। এ কারণ বাক্যরচনার দিক দিয়া বৌদ্ধসাহিত্য সবিশেষ পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই। বৈরাগ্য-বিষয়ক কাব্য যাহা বুদ্ধের ধর্মদেশনার মধ্যে পাওয়া যায় তাহাও সামান্য। অবশ্য ত্রিপিটকে কাব্য একেবারেই নাই, এ কথা ধরিয়া লওয়া যায় না। তবে ইহা ঠিক কবিত্বের ভঙ্গী লইয়া রচিত নহে, প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ভাব পরিবেশের উদ্দেশ্য লইয়া ইহা রচিত। এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে 'থেরীগাথা' অন্যতম। কাব্যজগতে 'থেরীগাথা'র স্থান অতি উচ্চ, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অন্তরের গভীর আবেগই হইতেছে কাব্যসৃষ্টির মূল। সংসারতাপ-দগ্ধ দুঃখজর্জরিত থেরীগণ তথাগত বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া যে অপূর্ব শান্তি ও পরমানন্দের আস্বাদ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, গাথাগুলির দ্বারা কবি তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সংসারজীবনে বৈরাগ্য প্রচার করাই থের-থেরীগাথার প্রধান উদ্দেশ্য, আর তাহার সহিত আছে মূল বৌদ্ধধর্মের সারাংশ প্রকাশ করার চেষ্টা। তবে সাধারণের চিত্তে বৈরাগ্যভাব উদিত হওয়া অস্বাভাবিক, এ কারণ কবিকে সংসারের সুখ-দুঃখ, মিলন ও বিরহাদির আশ্রয় লইয়া পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং স্ত্রী-পুরুষের রূপলালসা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুবিধ কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে, আর উহার মধ্য দিয়াই কবি সংসারত্যাগ ও বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং মঙ্গলময়ত্ব প্রভৃতি প্রচার করিতে যত্নবান হইয়াছেন। এ কারণ থের-থেরীগাথা যথার্থত বৈরাগ্যোত্মক হইলেও সংসার জীবনের বিশ্লেষণেও ইহার মূল সমধিক। উল্লিখিত বিষয়সমূহ পরিস্ফুট করিতে গিয়া কবি স্থানবিশেষে ভাষার পারিপাট্য ও রোমাঞ্চকর রসাত্মক বর্ণনার দ্বারা নিজের কবিত্ব সুষ্ঠুভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কবির কবিত্ব ও কৃতিত্ব প্রকৃতই অতুলনীয়। কারণ, সংসারের নানাবিধ ভাব পরিবেশাত্মক কাহিনীর মধ্য দিয়া তিনি সংসারত্যাগপূর্বক বৌদ্ধধর্মানুশাপ্রসিন তপালন করাকে এমন সুন্দরভাবে লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, ইহাতে সাধারণের মধ্যে

অনেকেরই চিত্ত বিচলিত এবং বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। ফলত উক্তরূপ বর্ণনায় কবির অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির কয়েকটি গীতিকাব্য ও নাটকীয় কথোপকথন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রতিটি গাথা হইতেছে এক এক থেরীর আত্মকথাস্বরূপ। এই আত্মকথা তাঁহাদের জীবনের এমন সুস্পষ্ট ছবি যে, ইহা সাধারণকে মুগ্ধ না করিয়া থাকিতে পারে না।

থেরীগাথার আত্মকথার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহু রমণী পুত্রাদির শোক অপনোদনের নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্বক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন। বহু রূপলাবণ্যময়ী যুবতী ধনবান ও রূপবান যুবকগণের প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। সাধারণ রমণীগণের মধ্যেও অনেকে সংসারের কঠোর পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে বিরল নহে। ইহা ছাড়া কতিপয় নর্তকী ও বারবনিতা তাহাদের উদ্দাম জীবনযাত্রা পরিত্যাগপূর্বক ভিক্ষুণী হইয়া শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার উল্লেখও দেখা যায়।

উল্লিখিত নর্তকী ও বারবনিতার জীবন কাহিনী হইতে কতিপয় আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ অনুমান করিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধযুগে নর্তকী ও বারবনিতা শ্রেণির রমণীগণের আধিক্য ছিল এবং রমণীদিগের মধ্য হইতে ওই জাতীয় অনেক রমণী ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করিতে বলিয়া বুদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, উক্তরূপ অনুমান ভ্রান্ত, কারণ বারবনিতার সংখ্যা গণনা করিলে দেখা যায় যে উহা অতি সামান্য। কয়েক জন ধনাঢ্যা ও রূপলাবণ্যবতী বারবনিতা ভিক্ষুণী হইয়াছেন, উহা দ্বারা ধন ও রূপলাবণ্যে মত্ত কামবিলাসিনী নারীরাও যে বুদ্ধধর্মানুশাসনের প্রতি সমধিক আকৃষ্টা হইয়াছেন, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এ বিষয়ে এ কথাও চিন্তনীয় যে, বুদ্ধধর্ম কী উদার! এ ধর্ম রাজমহিষী হইতে আরম্ভ করিয়া দাসী পর্যন্ত এবং সতী সাবিত্রী রমণী হইতে বারবনিতা পর্যন্ত কাহাকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত নহে। এরা সকলেই যেমন ভিক্ষুণী জীবনযাপন করিবার যোগ্য তেমন নির্বাণপ্রাপ্তিরও উপযুক্ত। এক কথায় বলিতে গেলে, এই ধর্মের দ্বার উচ্চ নীচ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের পক্ষেই সর্বদা উন্মুক্ত। উক্ত কারণে এই বুদ্ধধর্ম শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সমগ্র এশিয়ায় প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

থেরীগাথার বৌদ্ধ দর্শন

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে থেরীগাথায় মূল বুদ্ধধর্মের সারাংশ নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার গাথাসমূহে অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধদর্শনের প্রকৃত তথ্য সন্নিবিষ্ট। ইহা হইতে দেখা যায় যে, জীবের নির্বাণপ্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় হইতেছে, অবিদ্যা অর্থাৎ পরমার্থ সত্যের অনুপলব্ধি এবং তৎসহ রাগ বা অনুরাগ, দ্বেষ, হিংসা, মোহ বা অশুভে শুভজ্ঞান ইত্যাদি, আর তজ্জনিত কাম ও তৃষ্ণা প্রভৃতির উৎপত্তি। এ সমস্ত অন্তরায় নিরাকরণের প্রকৃত উপায় হইতেছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা অর্থাৎ সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাস জীবনের ব্রতাদি পালন করিলে ব্রতী ক্রমে ক্রমে কায়শুদ্ধি, বাক্‌শুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি এবং তৎসহ বোধ্যঙ্গ ও ষড়ভিজ্ঞা প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতেও নির্বাণপ্রাপ্তি হয় না, কারণ নির্বাণ লাভ করিতে হইলে সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা নিরাকরণ আবশ্যক। আর সম্যক জ্ঞান লাভের উপায় হইতেছে একমাত্র স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর বিশ্লেষণ এবং উহাদের অনিত্যতা ও নিঃসারতা উপলব্ধি। সংসার পঞ্চস্কন্ধ হইতে উদ্ভূত, পঞ্চস্কন্ধের প্রথম স্কন্ধ রূপ, ইহা হইতে ষড়িন্দ্রিয় ও ষড়ায়তনের বা বিষয়ের সৃষ্টি। আর ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয়সমূহের সংযোগে ষড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই অষ্টাদশ ধাতু জীবদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফলত ওইগুলিকে সবিশেষ বিশ্লেষণ করিলে তবেই সম্যক জ্ঞান জন্মে এবং তদনন্তর নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। এ কারণ থেরীগাথার প্রায় গাথাতেই ‘স্কন্ধ-আয়তন-ধাতুর জ্ঞান লাভ হইয়াছে’ এই কথার উল্লেখ দেখা যায়।

বুদ্ধধর্মে নারীর স্থান

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মে, সমাজে, শাস্ত্রচর্চা বা রাজকীয় কার্যে রমণীগণের স্থান বিশেষ উচ্চ ছিল এমন নহে, তবে ধর্মচর্চায় তাঁহাদের স্থান অপেক্ষাকৃত কতকটা উন্নতই ছিল। কারণ স্বামীর ধর্মচর্চায় তাঁহাদের সহায় হইতে হইত। এজন্য স্ত্রী ‘সহধর্মিনী’ নামেও অভিহিত হইতেন। উপনিষদে কতিপয় রমণীর দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে পারদর্শিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতেও নারীর স্থান অনেকটা উচ্চেই রাখা হইয়াছে। তবে গৃহে, সমাজে বা ধর্মক্রিয়াকলাপে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। বরঞ্চ বৌদ্ধশাস্ত্রেই দেখা যায় যে ধর্ম, সাধনা ও শাস্ত্রচর্চায় পুরুষ ও স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ নাই। কেহ কেহ ‘ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষসূত্র’ দৃষ্টে অনুমান করেন যে

বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ নারীদিগকে অনেক নিম্নে স্থান দিয়াছেন। অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে নারী চরিত্রের যে অনবস্থিততা অস্বীকৃত হইয়াছে এমন নহে, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম, কৃষ্টি বা সাধনার দিক দিয়া তাঁহাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় নাই। ভিক্ষুণীসংঘ সংগঠনই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভিক্ষুণীগণের মধ্যে অনেকেই ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সুপণ্ডিত এবং বাদানুবাদে সমর্থ ছিলেন। এই থেরীগাথার ভদ্দা, কুণ্ডলকেশীর জীবনবৃত্তান্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক শ্রেণির ঐতিহাসিকগণ বুদ্ধধর্মের সাধারণ পাঠকদিগের চিত্তে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিতেছেন যে নারীদিগের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের ধারণা ছিল অত্যন্ত হীন। আমি মনে করি উক্তরূপ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি গভীর চিন্তার সহিত 'থেরীগাথা'র প্রত্যেক গাথাটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেন, তবে তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইত। এইরূপ আরও কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের লেখকগণ প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন 'অহিংসা'ই বুদ্ধদেবের বাণী আর 'আর্যসত্য' অর্থাৎ দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ বুদ্ধদেবের ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব যে অহিংসা লইয়াই বিশেষ ভাবিত ছিলেন এমন নহে, তাঁহার অহিংসা নীতির উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র 'পাণাতিপাত বেরমণী' এই কথায়। আর 'আর্যসত্য' অর্থে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, যে সত্য আর্যগণের অর্থাৎ স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এই চতুর্বিধ দর্শকগণের পক্ষে উপলব্ধ হয়। ফলত এই চতুর্বিধ দ্রষ্টা যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাই আর্যসত্য, উহা সংসারের সুখ-দুঃখ বা তাহার উৎপত্তি-বিনাশ নহে। সুখের বিষয় হইতেছে যে, 'থেরীগাথা'র ভিক্ষু শীলভদ্র কৃত ভিক্ষুণী জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত এই প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হওয়ায় উক্তরূপ ভ্রান্ত ধারণাগুলি লোকের চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবার সুযোগ হইবে। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচার কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ভিক্ষু শীলভদ্র এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য তিনি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। আর এই অনুবাদ প্রকাশ এবং অনুরূপ নানাবিধ সৎকার্য সাধনের প্রচেষ্টার জন্য মহাবোধি সোসাইটি ততোধিক প্রশংসনীয়। পালি ত্রিপিটককে রক্ষা করার জন্য আজ ভারত সিংহল দেশবাসীর নিকট ঋণী এবং সেই ঋণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে মহাবোধি সোসাইটির দ্বারা পালিগ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রচারে। মহাবোধি সোসাইটি যে কেবল বুদ্ধধর্মের সঠিক জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহারা বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করিতেছেন। ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদ সঠিক ও প্রাঞ্জল। ইহা গদ্যে রচিত হইলেও বাক্যবিন্যাসে অনুবাদকের পারিপাট্য এরূপ যে উহা গদ্য বলিয়া ভ্রম হয়। পালিশাস্ত্রের

বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ প্রায়ই প্রাঞ্জল হয় না, কিন্তু ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদে সে দোষ দেখা যায় না। এর অনুবাদ পড়িয়া আমাদের বলিতে হয়, অনুবাদকের যদি প্রেরণা থাকে তবেই অনুবাদ সঠিক ও প্রাঞ্জল হয়। অনুবাদক নিজে একজন সাধক ও সুপণ্ডিত, তাঁহার বুদ্ধধর্মের ও শাস্ত্রের জ্ঞান সুগভীর এবং সেই গভীরতাই প্রতিছত্রে প্রতীত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদের মুখবন্ধ লিখিতে বলায় এবং তাঁহার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িত করিবার সুযোগ দেওয়ায় আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করিতেছি।

নলিনাক্ষ দত্ত

‘নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স’

ভূমিকা

থেরীগাথা বুদ্ধধর্মগ্রন্থ সূত্রপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত উহার ইতিহাস নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তদীয় পিতা শুদ্ধোধন স্বর্গরোহণ করিলে, শুদ্ধোধনের পত্নী, সিদ্ধার্থের বিমাতা প্রজাপতি সংসার ত্যাগের বাসনা করিলেন। ওই সময়েই রাজধানী কপিলবাস্তুর অভিজাত বংশোদ্ভুত পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নীগণও অনুরূপ বাসনা করিয়া প্রজাপতির নিকট আগমনপূর্বক তাঁহাদের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন ও ভগবান বুদ্ধের সমীপে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রজাপতিকে অনুরোধ করিলেন। প্রজাপতি ওই নারীদিগকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের সহায়তায় বুদ্ধের নিকট হইতে সংসার ত্যাগপূর্বক বৌদ্ধ সংঘভুক্ত হইবার অনুমতি লাভ করিলেন। এইরূপে প্রজাপতি ও পূর্বোক্ত পাঁচশত নারী একই সময়ে অভিষিক্ত হইলেন।

অভিষেকান্তর প্রজাপতি বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেন ও ভগবান প্রদর্শিত মার্গানুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভান্তে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অপর পাঁচশত নারীও যথাসময়ে অর্হত্ত্ব হইলেন। কালক্রমে ভিক্ষুণীসংঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল; গ্রামে, নগরে, বিস্তৃত জনপদসমূহে এবং রাজপ্রাসাদে উহার সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। ফলে সম্ভ্রান্ত বংশের বর্ষীয়সীগণ, পুত্রবধূগণ এবং কুমারীগণ বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘে অনুরক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় অভিভাবকবর্গের নিকট সংসার ত্যাগের অনুমতি লাভ করিয়া ভিক্ষুণীসংঘভুক্ত হইলেন। এইরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বুদ্ধ ও তদীয় শিষ্যবর্গ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আয়াস ও শ্রম স্বীকারপূর্বক সাধনমার্গে বিচরণ করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। সাধনমার্গে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ কালে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসব্যঞ্জক তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত মঙ্গলগীতিগুলি কালক্রমে সংগৃহীত হইয়া থেরীগাথা নামে খ্যাত হয়। ইহাই থেরীগাথার ইতিহাস। বর্তমান পুস্তক মূল পালির বঙ্গানুবাদ।

প্রত্যেক গীতির সহিত গীতিকারিকার জীবনবৃত্তান্তও বর্ণিত হইয়াছে। উহা একদিকে যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, অপরদিকে তেমনই গীতিগুলির মর্ম উপলব্ধি করিতে পাঠকবর্গকে সাহায্য করিবে।

বৌদ্ধসাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের নিকট গ্রন্থের প্রারম্ভ নীরস মনে হইতে পারে; কিন্তু পাঠকগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন ধৈর্য রক্ষা করিয়া পাঠ করিয়া চলেন। এইরূপে যতই পড়িবেন, ততই তাঁহাদের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহারা হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন বুদ্ধধর্মের বিস্তৃতি আর্য ভারতের সমাজে কীরূপ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। নারীগণ প্রাচীন প্রবাদের নিগড় ছিন্ন করিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নারীর হীনত্ব তাহারা নতমস্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, আধ্যাত্মিক জীবনে যে তাহারা পুরুষের সমকক্ষ তাহা তাহারা প্রমাণ করিয়াছিল। সাংসারিক জীবনে বিরক্ত হইয়া মুক্তিলাভের কামনায় যাহারা ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সকল শ্রেণির নারীই ছিল। সন্তান হারা জননী, নিঃসন্তান বিধবা দুঃখ ও সমাজের অবজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়াছিল; বারনারী অনুতপ্ত জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল; রাজমহিষী অথবা ধনী শ্রেষ্ঠীপত্নী অলস বিলাসিতার জীবন হইতে মুক্তি পাইয়াছিল; দরিদ্রের পত্নী গার্হস্থ্য জীবনের উদ্বেগ ও কঠিন পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল; তরুণী পিতামাতা কর্তৃক সর্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য দান করিতে প্রস্তুত পুরুষের হস্তে ন্যস্ত হইবার লজ্জা ও ঘৃণা দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল; চিন্তাশীলা নারী তাহার উচ্চ চিন্তার বিকাশে অন্তরায় সামাজিক প্রতিযেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভে সক্ষম হইয়াছিল।

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহারা যে কেবল সাংসারিক জীবন হইতে মুক্ত হইয়াছিল তাহাই নহে, তাহাদের মুক্তি আরো উচ্চস্তরের, ওই মুক্তি এত উচ্চ যে উহা অপেক্ষা উচ্চ আর কিছুই নাই। উহা 'চিত্তের মুক্তি!' ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্তি, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, তৃষ্ণা হইতে মুক্তি এবং পুনর্জন্মের চক্র হইতে মুক্তি। ভিক্ষুণী মুক্তা কহিতেছেন :

সত্যই আমি মুক্ত! ত্রিবিধ বক্র পদার্থ
হইতে... আমার মুক্তি
গৌরবময়, কিন্তু তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর
মুক্তি—তৃষ্ণার উন্মূলনে আমি জাতি ও
মরণের গ্রাস হইতে মুক্ত!

পুনশ্চ সুমঙ্গলের মাতা কহিতেছেন :

অতীতের রাগ-দোষাদি বর্জন করিয়া
আমি স্বচ্ছন্দে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হই।
সুখী, আমি সত্যই সুখী!

ভিক্ষুণীগণ ইহজগতের সবই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিবর্তে তাঁহারা মনুষ্য সমাজে পুরুষ-নিরপেক্ষ মানুষের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে পুরুষ হইতে বিযুক্ত স্বতন্ত্র অবস্থা তাঁহাদের ছিল না। মুণ্ডিতমস্তক ও পীতবসনা হইয়া তাঁহারা স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতেন, গভীর অরণ্যে একাকিনী প্রবেশ করিতেন, উচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণ করিতেন।

শুধু তাহাই নয়। অর্হৎ ভিক্ষুগণও তাঁহাদিগকে আপনাদের সহিত সমান স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নারীত্ব এই সমতার স্বীকৃতিতে বাধা দিতে পারে নাই। তাঁহারাও পিটকসমূহে উক্ত গৌরবপ্রভাময় 'আর্য' শ্রেণিভুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থ হইতে আপরাপর স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকায় কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। পাঠকগণ দেখিবেন যে, সংগৃহীত গাথাগুলি যেমন একদিকে ধর্মপিপাসুর তৃষ্ণার শান্তি করিবে, সেইরূপ সাধারণ পাঠকের অতীত ভারতের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার তৃপ্তি বিধান করিবে এবং প্রাচীন ভারতের সর্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস লিখনে তাঁহাদিগকে অপরিহার্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবে। কবি ও নাট্যকারগণ ইহা হইতে অনেক তথ্য লাভ করিবেন যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা কাব্য ও নাটক লিখিয়া যশস্বী হইবেন।

পুস্তকে সন্নিবেশিত চিত্রখানি শ্রীমতি ছবি দেবী অঙ্কিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা শ্রীমতির দীর্ঘ জীবন ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত, MA, PhD, D.Litt., পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

উমা বিলাস **শীলভদ্র**
২৯নং একডালিয়া প্রেস, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

শারদীয় জাতীয় উৎসবের সমাগমে 'থেরীগাথা'র সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকবর্গকে উপহার দিবার অবসর লাভ করিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত, MA, PhD., D.Litt., মহোদয় এই সংস্করণের মুখবন্ধ লিখিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু শীলভদ্র সদ্ধর্মের বহুল প্রচার মানসে পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়া মহাবোধি সভার হস্তে প্রকাশনের জন্য সমর্পণ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়বাহুল্যহেতু পুস্তকের মূল্য কিঞ্চিৎ বর্ধিত হইল।

শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ
মহাবোধি সোসাইটির প্রধান সম্পাদক

মহাবোধি সোসাইটি
৪/এ, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

খুদ্দকনিকায়ে

থেরীগাথা

প্রথম সর্গ

এক শ্লোকাত্মক গীতি

১. অজ্ঞাতনামা ভিক্ষুণী উচ্চারিত

বৎসে, সুখনিদ্রায় নিদ্রিত হও, স্বহস্তনির্মিত
চীবরাচ্ছাদিত দেহে স্বচ্ছন্দে বিরাম লাভ কর।
চুল্লীর উপরিস্থিত শুষ্ক নীরস উদ্ভিজ্জের ন্যায়
অভ্যন্তর আলোড়নকারী রাগসমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়াছে।

অতীতে কোনো বিশিষ্ট কুলের এক দুহিতা বুদ্ধ কোণাগমনের[১] উপদেশে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবতী হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্বক সাদরে তাঁহার সেবাপরায়ণা হন। এইরূপ জীবনব্যাপী সুকৃতির জন্য দেহান্তে তিনি দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তৎপরে পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকালীন বুদ্ধ কাশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক সংসার ত্যাগ করেন। পরবর্তী জন্ম দেবলোকে গ্রহণ করিয়া সর্বশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি বৈশালীর এক উচ্চ বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অনুরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন এক যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বুদ্ধ বৈশালীতে আগমন করিলে, তরুণী তাঁহার উপদেশে বিশ্বাসবতী হইয়া তাঁহার শিষ্যা শ্রেণিভুক্ত হন। অনতিবিলম্বে, খ্যাতনামা ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতির ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগের বাসনা করিলেন এবং স্বামীর নিকট স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী অসম্মত হইলেন। তরুণী পূর্বের ন্যায় সাংসারিক কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ধর্মচিন্তায় মগ্ন রহিল। তিনি অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষের জন্য নিজকে সর্বান্তকরণে নিয়োজিত করিলেন। একদিন

---

[১]। সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পূর্বে কোণাগমন এবং কাশ্যপ যথাক্রমে বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রন্ধনশালায় যখন ব্যঞ্জন পাক হইতেছিল, ওই সময় প্রচণ্ড অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া সমুদয় খাদ্য ভস্মীভূত করিল। তরুণী এই ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া উহাকে সর্ববস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধীয় গভীর ধ্যানের বিষয়ীভূত করিলেন। ইহার ফলে তিনি অনাগামীত্বের[১] মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং ওই সময় হইতে রত্নাদি অলংকারসমূহ বর্জন করিলেন। স্বামী রত্নালংকার বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, সাংসারিক জীবনযাপন করিতে তিনি নিজকে সম্পূর্ণ অসমর্থ অনুভব করিতেছেন। উহাতে স্বামী তাঁহাকে বহুসংখ্যক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতির নিকট উপস্থিত করিয়া স্ত্রীর অভিষেকের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তরুণী অভিষিক্ত হইয়া বুদ্ধের সমীপে আনীত হইলেন। বুদ্ধ, যে ঘটনায় তরুণীর অন্তর্দৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, ওই ঘটনাকে লক্ষ করিয়া উপরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করেন।

পরিশেষে ভিক্ষুণী অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ওই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করেন। এইরূপে শ্লোকটি তাঁহারই উচ্চারিত শ্লোকরূপে গৃহীত হয়।

বিদ্যার্থিনী জীবনে মুক্তাকে উৎসাহিত করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রায়শ উচ্চারিত শ্লোক।

২. মুক্তা (মুত্তা)

মুক্তে, মুক্ত হও, রাহুর গ্রাসমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়
মুক্ত হও। বিমুক্ত চিত্তে অনৃণা[২] হইয়া স্বীয়
প্রাপ্য গ্রহণ কর।

এই শ্লোকটি মুক্তা নামক বিদ্যার্থিনীর উচ্চারিত। তিনিও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে দৃঢ় সংকল্পবলে জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যরাশি অর্জন করিয়া

---

[১]। প্রাণীসমূহকে জন্মের শৃঙ্খলে বদ্ধকারী দশটি বিঘ্নের প্রথম পাঁচটিকে জয় করিতে পারিলে 'অনাগামীত্ব' লাভ হয় অর্থাৎ কামপ্রবল রূপালোকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিঘ্নগুলি এই : ১. আত্মনের মোহ, ২. সত্য সম্বন্ধে দ্বিধা, ৩. যাগ-যজ্ঞক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে আনুরক্তি, ৪. কামরাগ, ৫. ক্রোধ, ৬. নিষ্কাম রূপালোকে অস্তিত্বের বাসনা, ৭. অরূপ অস্তিত্বের কামনা, ৮. অহম্কায়, ৯. একাগ্রতাহীনতা, ১০. অবিদ্যা। যিনি সমগ্র দশটি বিঘ্নকে জয় করিয়াছেন, তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত অরহন্।

[২]। পুনর্জন্মের অতীত।

সর্বশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে জনৈক খ্যাতনামা ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিয়তি নির্দিষ্ট সময়ে, বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি গৌতমী মহাপ্রজাপতির নিকট দীক্ষিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং প্রহর্ষজনক অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য নির্দিষ্ট মার্গ অনুশীলন করেন। একদিন ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, অন্যান্য কর্তব্য সমাপনান্তে তিনি নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনে নিযুক্ত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ ওই সময়ে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া উপরোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করেন। উচ্চারিত শ্লোকের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় স্থির লক্ষ্য রহিয়া মুক্তা অবিলম্বে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ওই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে সংঘনির্দিষ্ট পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি পুনরায় শ্লোকটির আবৃত্তি করেন।

৩. পূর্ণা (পুণ্ণা)

নিম্নলিখিত শ্লোকটি পূর্ণা নাম্নী বিদ্যার্থিনী উচ্চারিত। জন্ম-জন্মান্তরে অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া তিনি চন্দ্রভাগা নদীতীরে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময়ে বিশ্বের ত্রাণকর্তা বুদ্ধ কেহই ছিলেন না। একদিন তিনি এক পচ্চেক বুদ্ধের[১] পূজা করিলেন। উহার ফলে তিনি স্বর্গলাভ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে জনৈক প্রথিতনামা নাগরিকের কন্যা পূর্ণারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। নিয়তি নির্দিষ্ট সময়ে বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতির ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি গৃহত্যাগপূর্বক অধ্যয়নরত হইয়া অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ওই সময় ভগবান বুদ্ধ গন্ধকূটি[২] হইতে স্বীয় অলৌকিক প্রভাব বিস্তারপূর্বক এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন :

পূর্ণে, পঞ্চদশ দিবসের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পবিত্র
জীবনের পূর্ণতা সাধন করো। পূর্ণপ্রজ্ঞা দ্বারা
অবিদ্যার অন্ধকারকে দূরীভূত করো।—৩

ইহা শ্রবণে, পূর্ণার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়া তিনি অর্হত্ত্ব[৩] লাভ করিলেন।

---

[১]। পচ্চেক বুদ্ধ : যিনি মাত্র নিজের মুক্তির জন্য বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, যিনি জগতের মুক্তিদাতা নহেন।

[২]। ভগবান বুদ্ধের অধিকৃত প্রকোষ্ঠ।

[৩]। অর্হৎ—যিনি অরিকে নিহত করিয়াছেন।

প্রজ্ঞার উন্মেষে উল্লসিত হৃদয়ে তিনি উহার পুনরাবৃত্তি করেন।

৪. তিষ্যা (তিস্‌সা)

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বিদ্যার্থিনী তিষ্যার উচ্চারিত। অতীত বুদ্ধগণের সময়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তিষ্যা ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে সম্ভ্রান্ত শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌতমী মহাপ্রজাপতির সহিত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করেন। পূর্বোক্ত ভিক্ষুণীগণের নিকট ভগবান বুদ্ধ যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন তিষ্যার নিকটও সেইরূপেই প্রকাশিত হইয়া তিনি কহিলেন :

তিষ্যে, ত্রিবিধ[১] শিক্ষায় শিক্ষিতা হও। বর্তমান
মহৎ যোগ[২] যেন বৃথা চলিয়া না যায়! সর্ববিধ
শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আসব[৩] মুক্ত হইয়া
লোকে বিচরণ করো।—৪

ইহা শ্রবণান্তে তিষ্যার অন্তর্দৃষ্টি বর্ধিত হইল ও তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার পর তিনি উক্ত শ্লোক আবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

৫. তিষ্যা নামধারী অপর একজন ভিক্ষুণী

তিষ্যে, উচ্চতম মানসিক উন্নতির অনুশীলনে
যত্নবতী হও। দেখো, সময় উপস্থিত।
ইহা যেন বৃথা না যায়! যাহারা শুভ মুহূর্তের
সুযোগ গ্রহণে অক্ষম হয়, তাহারা নরকে
পতিত হইয়া অনুতপ্ত হয়।—৫

৬. ধীরা

ধীরে, চিত্তবৃত্তির নিরোধে উপনীত হও,
সংজ্ঞার উপশম সুখময়। যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই
বন্ধন-মুক্তিরূপ শান্তির উৎস নির্বাণের আরাধনা করো।—৬

---

[১]। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

[২]। তিষ্যার মানবকুলে জন্ম, সক্রিয় মনোবৃত্তি সমূহ, বুদ্ধের আবির্ভাব এবং তরুণ বিদ্যার্থিনীর শ্রদ্ধা—এই সুযোগগুলির শুভযোগ ব্যক্ত হইয়াছে।

[৩]। আসব চতুর্বিধ; যথা : ইন্দ্রিয়সমূহ, পুনর্জন্ম, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

৭. ধীরা নাম্নী অপর ভিক্ষুণী

দ্যুতিমান আর্যমার্গধর্ম দ্বারা ভাবিতেন্দ্রিয়া
ভিক্ষুণী ধীরা, সবাহন মারকে পরাজিত করিয়া
তুমি অন্তিম দেহ ধারণ করো।—৭

৮. মিত্রা (মিত্তা)

মিত্রে, তুমি শ্রদ্ধাভরে গৃহত্যাগ করিয়াছ,
যাহারা তোমার মৈত্রীর যোগ্য,
মনে ও বাক্যে তাহাদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হও।
সর্বোত্তম শান্তিপ্রদায়ী মঙ্গলাচরণে ব্রতী হও।—৮

৯. ভদ্রা

ভদ্রে, তুমি শ্রদ্ধাভরে প্রব্রজ্যা লইয়াছ,
যাহা পরম আনন্দ, সর্বান্তকরণে
তাহাতে নিয়োজিত হও। মঙ্গলের অনুশীলনপূর্বক
অত্যুৎকৃষ্ট শান্তির দিকে অগ্রসর হও।—৯

১০. উপশমা

উপশমে, মৃত্যুর রাজ্য দুস্তর মরণ সিন্ধু
অতিক্রম করো, তোমার সর্বশেষ মূর্তি
এই লক্ষ্যে বদ্ধ করো, তুমি মার ও
তদীয় অনুচরবর্গকে পরাজিত করিয়াছ।—১০

উপরোক্ত ছয়জন ভিক্ষুণীর আখ্যান তিষ্যার আখ্যানের অনুরূপ, প্রভেদ এই যে, ধীরা নাম্নী অপর ভিক্ষুণীর নিকট বুদ্ধ কর্তৃক কোনো শ্লোক উচ্চারিত হয় নাই। ভগবানের উপদেশ শ্রবণান্তে ধীরার অন্তকরণ বিচলিত হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধের উপদেশকে আশ্রয় করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য প্রয়াসী হইলেন। এইরূপে যখন তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহারা গীতি গাহিলেন। অপরাপর ভিক্ষুণীগণও তাহাই করিলেন।

১১. মুক্তা (মুত্তা)

মুক্তা অতীত বুদ্ধদিগের সময় পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের

আবির্ভাবকালে কোশল দেশে ওঘাটক নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একজন কুঁজোপৃষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল; কিন্তু তিনি স্বামীকে কহিলেন যে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীও তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে অনুমতি দিলেন। মুক্তা অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনে ব্রতী হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত তথাপি বাহ্য বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিকারার্থে তিনি আত্মসংযম অভ্যাস করিলেন এবং স্বীয় শ্লোক আবৃত্তিপূর্বক অন্তর্দৃষ্টি লাভে যত্নবতী হইলেন। যথাকালে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া তিনি সোল্লাসে শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করিলেন :

সত্যই আমি মুক্ত। ত্রিবিধ বক্র পদার্থ হইতে
উদূখল, মুষল ও কুঁজোদেহ স্বামী হইতে
আমার মুক্তি গৌরবময়।
কিন্তু তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর মুক্তি—তৃষ্ণার উন্মূলনে
আমি জাতি ও মরণের গ্রাস হইতে মুক্ত।—১১

১২. ধর্মদিন্না

এই ভিক্ষুণী যখন পদুমুত্তর বুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই সময় হংসবতী নগরে বাস করিতেন; পরিচারিকাবৃত্তি তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ওই সময়ে একদিন বুদ্ধের এক প্রধান শিষ্যের ধ্যানভঙ্গের পর তিনি তাঁহার সেবা ও পূজা করেন। ওই সুকৃতির ফলে তিনি স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন এবং যথাক্রমে দেব ও মনুষ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ ফুস্‌স যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ওই সময় বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য স্বামী কর্তৃক নির্দিষ্ট দান দ্বিগুণ করিয়া দিয়া তিনি সুকৃতি অর্জন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাবকালে তিনি কাশীরাজ কিকির সপ্তকন্যার[১] মধ্যে অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর বিংশতি সহস্র বৎসর পবিত্র জীবন যাপনান্তর গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশাখ নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী নাগরিকের পত্নী হন। একদিন তাঁহার স্বামী বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতে গিয়া অনাগামিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পত্নীর অভিবাদনে দৃকপাত করিলেন না, সান্ধ্যভোজনের সময় পত্নীর সহিত

১। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যোক্ত শীর্ষস্থানীয়া সতজন স্ত্রীলোক উক্ত সপ্ত ভগ্নী বলিয়া কথিত। তাঁহাদের নাম—ক্ষেমা, উপ্পলবন্না, পটাচারা, ভদ্রা, কিসাগোতমী, ধম্মদিন্না ও বিশাখা।

বাক্যালাপও করিলেন না। পত্নী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, ‘ধম্মদিন্না, তোমার কোনো ত্রুটি নাই, কিন্তু অতঃপর আমি স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে কিম্বা পান-ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিতে অক্ষম। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পারো, যদি এই স্থানেই থাকিতে ইচ্ছা করো, থাকিতে পারো, কিংবা আবশ্যকমতো ধনাদি লইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারো।’ কিন্তু ধর্মদিন্না স্বামীর অনুবর্তিনী হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন, ‘আমাকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিন।’ বিশাখা ‘তথাস্তু’ বলিয়া পত্নীকে স্বর্ণময় শিবিকাযোগে ভিক্ষুণীগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। অভিষেকের অল্পক্ষণ পরেই তিনি শিক্ষয়িত্রীগণকে কহিলেন, ‘মাতৃগণ, জনতাপূর্ণ স্থানের প্রতি আমার আকর্ষণ নাই; নির্জনবাস আমার অভিপ্রেত।’ ভিক্ষুণীগণ তাঁহার জন্য ওইরূপ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ওইরূপ নির্জনে অবস্থানকালে, অতীত জন্মে কায়, মন ও বাক্য স্ববশে আনিবার ফলে, অনতিবিলম্বে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্মের বাহ্য ও অভ্যন্তর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন, ‘আমি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। অতঃপর এখানে থাকিয়া আমি আর কী করিব? আমি রাজগৃহে গিয়া ভগবান বুদ্ধের পূজা করিব এবং আমার আত্মীয় কুটুম্বগণ আমার সাহায্যে সুকৃতি অর্জন করিবেন।’ তদন্তর তিনি ভিক্ষুণীদিগের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিশাখ তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ অবগত হইয়া কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্কন্ধাদি বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। পদ্মের বৃন্ত ছুরিকাঘাতে যেইরূপ ছিন্ন হয়, ধর্মদিন্নাও সেইরূপেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং পরিশেষে বিশাখকে বুদ্ধের নিকট যাইতে কহিলেন। ভগবান ধর্মদিন্নার গভীর জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া প্রচারক ভিক্ষুণীগণের মধ্যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

নির্জনবাসকালে ধর্মদিন্না সাধনার সর্বনিম্ন মার্গে অবস্থান করিয়া যখন সর্বোচ্চে উন্নীত হইবার জন্য অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিতেছিলেন, ওই সময় তিনি তাঁহার শ্লোক উচ্চারণ করেন :

যিনি সর্বান্তকরণে চিরবিশ্রামের বাসনা
করেন, ভোগতৃষ্ণার আকর্ষণে যিনি প্রলুব্ধ
হন না, তিনি ‘উদ্ধংসোতা’[১] কথিত হন।—**১২**

---

[১]। সংসারস্রোতের ঊর্ধ্বে গমনকারী। যিনি দশবিধ বিঘ্নের প্রথম পাঁচটিকে জয় করিয়া অনাগামী হইয়াছেন, দেহান্তে তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গ হইতে

১৩. বিশাখা

ইহার জীবনবৃত্তান্ত ভিক্ষুণী ধীরারই জীবনের অনুরূপ। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পর মুক্তির পরমানন্দ অনুভব করিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন :

বুদ্ধশাসনের অনুগামী হও। ইহাতে অনুতপ্ত
হইবার কারণ কখনোই ঘটিবে না। সত্বরে পদাদি
ধৌত করিয়া নির্জনে একাকী উপদিষ্ট হও।—১৩

এইরূপে তিনি অপর ভিক্ষুণীগণকে স্বীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন।

১৪. সুমনা

ইহার জীবনবৃত্তান্ত ভিক্ষুণী তিষ্যার জীবনের অনুরূপ। ভগবান বুদ্ধ সুমনার সম্মুখে উপবিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিয়াছিলেন :

জীবনের প্রত্যেক উৎসে দুঃখ ও অমঙ্গলের
অস্তিত্ব দেখিয়া পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিও না।
জন্মের প্রতি অত্যাসক্তি পরিহারপূর্বক শান্ত
ও নির্মল চিত্তে বিচরণ করো।—১৪

১৫. উত্তরা

ইহার জীবনবৃত্তান্তও ভিক্ষুণী তিষ্যার জীবনের অনুরূপ। যে গীতির সহায়তায় তিনি অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, সিদ্ধিলাভের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি ওই গীতি গাহিয়াছিলেন :

কায়, মন ও বাক্য সংযত করিয়া, তৃষ্ণা ও
তৃষ্ণার মূল[১] বিনষ্ট করিয়া, আমি এখন শান্ত;
নির্বাণের শান্তি আমার জ্ঞাত।—১৫

১৬. সুমনা

(এই ভিক্ষুণী বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন)

নির্বাণ লাভ করেন। এইরূপ সাধক উদ্ধংসোতা কথিত হন। দশবিঘ্নের প্রথম পাঁচটি; যথা : সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ এবং ব্যাপাদ।

[১]। অর্থাৎ অবিদ্যা।

ইনিও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যার্জনপূর্বক ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরে কোশলরাজের ভগ্নীরূপে জন্মগ্রহণ করন।

একদিন বুদ্ধ যখন কোশলরাজ পসেনদিকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন, ওই সময় সুমনা উহা শ্রবণ করিয়া ধর্মে বিশ্বাসবতী হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ত্রিরত্নের শরণ লইলেন ও শীলগ্রহণ করিলেন। সংসারে অনাসক্তি জন্মিলেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ স্থগিত রাখিয়াছিলেন, কারণ পিতামহীর জীবনের অন্ত পর্যন্ত তিনি তাঁহার সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পর সুমনা কোশলরাজ সমভিব্যাহারে বিহারে গমনপূর্বক সংঘকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন দান করিলেন। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণান্তে তিনি অনাগামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অভিষেকের বাসনা করিলেন। ভগবান তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া কহিলেন :

> বৃদ্ধা, তুমি সুখে বিশ্রাম করো! স্বকৃত
> চীবরাচ্ছাদিত হইয়া বিরাম লাভ করো।
> অভ্যন্তর আলোড়নকারী রাগাদি নিষ্ক্রিয়
> হইয়াছে। তুমি এখন শান্ত, নির্বাণের শান্তি
> তোমার জ্ঞাত।—১৬

ভগবানের বাক্য শেষ হইলে সুমনা অর্হত্ত্ব লাভপূর্বক ধর্মের[১] সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে উল্লাসের আধিক্যে উপরিউক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তদবধি উহা সুমনার শ্লোক নামে খ্যাত। অনতিবিলম্বে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সংঘভুক্ত হইলেন।

১৭. ধম্মা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্তান্তরে বহু পুর্ণ্যার্জনপূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যোগ্যপাত্রে সমর্পিত হইয়া তিনি বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মে আস্থাবান হন এবং সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করেন, কিন্তু স্বামী তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সংঘে প্রবেশ করিলেন। একদিন ভিক্ষা হইতে আবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেহভারের সামঞ্জস্য রক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হন। ওই ঘটনাকে অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তি করিয়া ধর্মের

---

[১]। 'ধম্ম' শব্দ এখানে এবং সর্বত্র মাত্র বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সম্যক জ্ঞান লাভপূর্বক তিনি অর্হত্ত্বে উপনীত হন। বিজয়োল্লাসে তিনি এই শ্লোক আবৃত্তি করেন :

দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য বহুদূর ভ্রমণ করিয়া
ক্লান্ত কম্পিত দেহে যষ্টির সহায়তায় আবাসে
উপনীত হইলাম, কিন্তু সেখানে ভূতলে পতিত
হইলাম। পতনমাত্র এই অকিঞ্চিৎকর নশ্বর
দেহের সর্বপ্রকার অশুভ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে নগ্ন
রূপে প্রকাশিত হইল। দেহ ভূতলশায়ী;
কিন্তু আমার বিমুক্ত চিত্ত ঊর্ধ্বগামী হইল।—**১৭**

১৮. সঙ্ঘা

এই ভিক্ষুণীর কাহিনী ভিক্ষুণী ধীরার জীবনের অনুরূপ, কিন্তু তাঁহার গীতি এই :

আমি সংসার ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি,
সন্তান ত্যাগ করিয়াছি, প্রিয় পশুপাল ত্যাগ
করিয়াছি! আমি রাগ, দোষ ও অবিদ্যা দূর
করিয়াছি; তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত
করিয়া আমি এক্ষণে শান্ত, নির্বাণের শান্তি
আমার জ্ঞাত।—**১৮**

দ্বিতীয় সর্গ

দ্বি-শ্লোকাত্মক গীতি

১৯. অভিরূপা-নন্দা

বুদ্ধ বিপশ্বীর[১] আবির্ভাবকালে তদীয় জন্মভূমি বন্ধুমতী নগরে অভিরূপা-নন্দা জনৈক ধনবান নাগরিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মানুরক্তা ছিলেন। তৎকালীন বুদ্ধের তিরোভাবের সময় তদীয় দেহাবশিষ্ট ভস্ম যে মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল, ওই মন্দিরের জন্য তিনি রত্নমণ্ডিত একটি স্বর্ণছত্র উপহার দিলেন। ওই সুকৃতির জন্য একাধিক স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে তিনি কপিলবাস্তু নগরে শাক্য ক্ষেমকের প্রধানা স্ত্রীর কন্যা নন্দারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মুগ্ধকর অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য তিনি সুন্দরী-নন্দা নামে খ্যাত ছিলেন।

নন্দার স্বয়ংবরের দিন তাহার ইপ্সিত তরুণ শাক্য যুবক চরভূত মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পিতামাতা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করাইলেন। কিন্তু সংঘভুক্ত হইয়াও তিনি নিজের সৌন্দর্যে নিজে মুগ্ধ হইতেন এবং বুদ্ধের ভর্ৎসনা ভীতির জন্য তাঁহার নৈকট্য পরিহার করিতেন। কিন্তু ভগবান অবগত ছিলেন যে, নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত। তিনি মহাপ্রজাপতিকে আদেশ করিলেন যে, সমস্ত ভিক্ষুণী তাহার নিকট আসিয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবে। নন্দা নিজের পরিবর্তে অপর একজনকে প্রেরণ করিল। ভগবান কহিলেন, ‘কেহই প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না।’ এইরূপে বাধ্য হইয়া নন্দাকে আসিতে হইল। ভগবান তাহার অলৌকিক ক্ষমতা পরিচালনাপূর্বক এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্তি উপস্থাপিত করিয়া উহার বার্ধক্য ও শুষ্ক অবস্থায় পরিণতি প্রদর্শন করিলেন। ওই দৃশ্য নন্দার মর্মে আঘাত করিল। বুদ্ধ নন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

নন্দে, পূতি, অশুচি ও ব্যাধির এই সমষ্টিকে
অবলোকন করো। সুসমাহিত ও একাগ্র হইয়া
অশুভ ভাবনায়[২] চিত্তকে নিয়োজিত করো।—১৯

---

[১]। বৌদ্ধ পিটকোল্লিখিত সপ্ত বুদ্ধের মধ্যে বিপস্সি সর্বপ্রথম বুদ্ধ।

[২]। এই স্থানে দেহের অশুদ্ধি সূচিত হইয়াছে।

অনিমিত্তের[১] উপর চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করো।
অনিষ্টকর অহংকারকে নির্বাসিত করো। উহার
সম্যক দমনান্তে শান্ত ও নির্মল চিত্তে অবস্থান
করো।—২০

বুদ্ধের বচন সমাপ্ত হইলে নন্দা অর্হত্ত্ব লাভপূর্বক শ্লোকের পুনরাবৃত্তি দ্বারা স্বীয় সিদ্ধি ঘোষণা করিলেন।

২০. জেন্তি (অথবা জেন্তা)

এই ভিক্ষুণী অতীত ও বর্তমান সুন্দরী-নন্দার ন্যায়। কিন্তু তিনি বৈশালী নগরে লিচ্ছবি রাজবংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরো প্রভেদ এই : ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মপ্রচার শ্রবণ করিয়া তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় পরিবর্তন চিন্তা করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে তিনি এই শ্লোকগুলি উচ্চারণ করেন :

বুদ্ধোপদিষ্ট নির্বাণপ্রদায়ী সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ[২]
আমার আয়ত্তাধীনে।—২১
উহাদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধকে আমি যেন
স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই আমার শেষ জীবন।
জন্মের চক্র ধ্বংস হইয়াছে—আমি পুনর্জন্মের অতীত!—২২

২১. সুমঙ্গলের মাতা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে দৃঢ় সংকল্প প্রণোদিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যরাশি অর্জনপূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া কোনো এক ছত্র নির্মাণকারীর সহিত বিবাহিতা হন। তাঁহার প্রথম সন্তান এক পুত্র। পুত্রের ওই জন্মই শেষ জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র ভিক্ষু সুমঙ্গল নামে খ্যাত হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। মাতার নাম অজ্ঞাত থাকায় পালি পুস্তকসমূহে তিনি অজ্ঞাতনামা জনৈক থেরীরূপে উল্লিখিত হন। তিনি সুমঙ্গলের মাতা নামে বিদিত এবং ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। একদিন, সাংসারিক জীবন যাপনকালে তাঁহাকে যে সকল দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, ওই কথা চিন্তা করিয়া তিনি গভীররূপে

---

[১]। যাহা অনিত্য, দুঃখ ও আত্মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়।

[২]। বোধি অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞানের অঙ্গ—প্রণিধান, ধর্ম জিজ্ঞাসা, উদ্যম, আনন্দ, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা।

অভিভূত হইলেন। ফলে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির দ্রুত বিকাশ হইয়া তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন ও ধর্মের সর্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করিলেন। এই সফলতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি গাহিলেন :

সুমুক্তা নারী, পাকশালার দাস্যবৃত্তি হইতে
মুক্তি কী মধুর মুক্তি! পাকপাত্রসমূহের মধ্যে
শ্রমরতা আমার মলিন ও নিষ্প্রভ দেহ আমার
নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট তাঁহার নির্মিত ছত্র
দণ্ডের অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর ছিল।—২৩
অতীতের রাগ-দোষাদি বর্জন করিয়া আমি
স্বচ্ছন্দে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হই। সুখী, আমি
সত্যই সুখী!—২৪

২২. অর্ধকাশী (অড্ঢকাসী)

বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাবকালে এই ভিক্ষুণী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের ফলে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া শীলপালনে তৎপর হন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত এক ভিক্ষুণীকে বেশ্যা[১] নামে অভিহিত করার পাপে তিনি নরকে গমন করেন। বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি কাশীতে একজন খ্যাতনামা সমৃদ্ধিশালী নাগরিকের সন্তানরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বের কুবাক্যের কুফল এখনো তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। সেই হেতু তাঁহাকে নিজেও গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। পরবর্তীকালে তাঁহার সংসারত্যাগ ও ভিক্ষুণীরূপে অভিষেকের বিবরণ বিনয়পিটকান্তর্গত চূলবগ্গে বর্ণিত আছে। তিনি শ্রাবস্তী নগরে ভগবান বুদ্ধের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার নিকট অভিষেক লইবার কামনা করেন। কিন্তু বারাণসীর বারনারীগণ তাঁহার গমনপথে বাধা স্থাপন করায় তিনি বার্তাবহ প্রেরণপূর্বক বুদ্ধের মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান তাঁহাকে বার্তাবহ দ্বারা অভিষিক্ত হইবার অনুমতি দান করেন। অভিষেকের পর তিনি অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া অনতিবিলম্বে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন, ধর্মের পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিণী হইলেন। উল্লাসে তিনি গাহিলেন :

কাশীরাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বিপুল—
আমারও পারিশ্রমিক তদপেক্ষা কম ছিল না।

---

[১]। ৫৬ নং গীতি দ্রষ্টব্য।

নগরবাসীগণ উহাই মূল্যরূপ নির্দিষ্ট করিয়া
আমাকে অমূল্য মনে করিত।—২৫
কিন্তু আমার সকল সৌন্দর্য এখন আমার
নিকট বিরক্তিকর, শ্রান্তিজনক; আমি মোহমুক্ত,
পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আমি আর ঘূর্ণিত হইব
না! আমি ত্রিবিদ্যার[১] ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি।
ভগবান বুদ্ধের উপদেশ পালিত হইয়াছে।—২৬

২৩. চিত্রা (চিত্তা)

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময় দৃঢ় সংকল্পের সহিত জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যার্জন করিয়া ৯৪তম কল্পে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা এক পচ্চেক[২] বুদ্ধের পূজা করিয়া দেব ও মনুষ্যের মধ্যে একাধিক জন্মগ্রহণপূর্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে রাজগৃহ নগরে জনৈক ধনাঢ্য নাগরিকের পরিবারে জন্ম লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে রাজগৃহ নগরের প্রবেশদ্বারে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে ধর্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া তিনি গৌতমী মহাপ্রজাপতি কর্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। অবশেষে, বার্ধক্যে গৃধ্রকূট পর্বতের শিখরে অবস্থানপূর্বক তপস্বিনীর মতো উদ্‌যাপন করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভান্তে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অতীত দিবসের চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গীতি গাহিয়াছিলেন :

আমি দুঃখক্লিষ্ট, বলহীন—বিগতযৌবনা;
তথাপি যষ্টির সাহায্যে আমি পর্বত শিখরে
আরোহণ করিয়াছি।—২৭
আমার স্কন্ধদেশ চীবরোন্মুক্ত, ভিক্ষাপাত্র
উৎপাতিত। শৈলগাত্র আশ্রয়পূর্বক আমি
এই দেহ রক্ষা করিয়াছি—উদ্ভ্রান্তকারী,
বন্ধনস্বরূপ, দীর্ঘ অন্ধকার ভেদ করিয়াছি।—২৮

---

[১]। ত্রিবিদ্যা—জাতিস্মরতা, দিব্যচক্ষু এবং আসব-নাশ।
[২]। ৩ নং গীতি দেখ।

২৪. মেত্তিকা

অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে পুণ্যরাশি অর্জন করিয়া বুদ্ধ সিদ্ধার্থের[১] আবির্ভাবকালে এই ভিক্ষুণী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধের মন্দিরে রত্নখচিত কটিবন্ধ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন। ওই সুকৃতির ফলে যথাক্রমে স্বর্গে ও পৃথিবীতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহ নগরে জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার আখ্যান পূর্ববর্তী আখ্যানের ন্যায়, মাত্র এই প্রভেদ যে তিনি যে পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন উহা গৃধ্রকূট নহে, অন্য একটি পর্বত[২]।

তিনিও সিদ্ধির উল্লাসে গাহিয়াছিলেন :

আমি দুঃখক্লিষ্ট, বলহীন—বিগতযৌবনা,
তথাপি যষ্টির সাহায্যে আমি পর্বতশিখরে
আরোহণ করিয়াছিল।—২৯
আমার চীবর দূরে নিঃক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র ভিক্ষাপাত্র
উৎপাতিত। আমি শৈলোপরি উপবিষ্ট।
আমার চিত্ত মুক্ত। ত্রিবিদ্যা[৩] আমার আয়ত্তে।
বুদ্ধের উপদেশ পালিত হইয়াছে।—৩০

২৫. মিত্রা (মিত্তা)

মিত্তা বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত একজন ভিক্ষুণীকে খাদ্য এবং মূল্যবান পরিচ্ছদ দান করিয়া তিনি পুণ্যার্জন করেন। সর্বশেষে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি কপিলবাস্তু নগরে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতমী মহাপ্রজাপতির সহিত একত্রে সংসার ত্যাগপূর্বক অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনের শিক্ষায় ব্রতী হইয়া অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

বিগত জীবন চিন্তা করিয়া হর্ষাবেশে তিনি গাহিয়াছিলেন :

দেবলোকে জন্মপ্রার্থিনী হইয়া, মাসের চতুর্দশ
ও পঞ্চদশ দিবস এবং প্রতি মাসার্ধের অষ্টম
দিবস আমি পালন করিয়াছি; অষ্টাঙ্গসমন্বিত

---

[১]। চতুর্বিংশ বুদ্ধের মধ্যে অন্যতম (পরবর্তীকালের স্থিরীকৃত সংখ্যা)। ১৯ নং গীতি দেখ।
[২]। রাজগৃহ সাতটি পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত।
[৩]। ২২ নং গীতি দেখ।

প্রাতিহারিক পক্ষ এবং উপবাস-ব্রত পালন
করিয়াছি।—৩১

আজ আমি একাহারী, মুণ্ডিত মস্তক, পীতাম্বরাচ্ছাদিতা।
দেবস্থান স্বর্গ আর আমার কাম্য
নয়। হৃদয়ের জ্বালা-অনুশোচনা সমুদয়
দূরে পরিহার করিয়াছি।—৩২

২৬. অভয়ের মাতা

অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে পুণ্যার্জন করিয়া তিস্‌স বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এই ভিক্ষুণী তাঁহাকে ভিক্ষায় বহির্গত হইতে দেখিয়া সানন্দে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া উহাতে খাদ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সুকৃতির জন্য তিনি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে একাধিক জন্মগ্রহণান্তর বুদ্ধ গৌতমের সময় উজ্জয়িনী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সুন্দরী পদ্মাবতী নামে খ্যাতি লাভ করেন। মগধ নৃপতি বিম্বিসার তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজপুরোহিতের নিকট সুন্দরীকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। পুরোহিতের মন্ত্রবলে আনীত এক যক্ষ স্বীয় শক্তির প্রয়োগে নৃপতিকে উজ্জয়িনীতে লইয়া গেল। পরবর্তীকালে পদ্মাবতী বিম্বিসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি নৃপতি কর্তৃক সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন। ওই সংবাদে বিম্বিসার উত্তর দিলেন যে সন্তান যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে শৈশব অতিক্রম করিলে তিনি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। পদ্মাবতী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তাহার নাম অভয় রাখিলেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পুত্রকে তাহার পিতাকে তাহা বলিয়া তাহাকে বিম্বিসারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নৃপতি বালকের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। প্রাসাদস্থ অন্যান্য বালকের সহিত সে বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার দীক্ষা ও অভিষেক থেরগাথায় বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে মাতা পুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগপূর্বক যথাকালে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া শ্লোকদ্বারা তাঁহাকে উপদিষ্ট করিয়াছিলেন তিনি ওই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করিয়া উহাতে স্বরচিত গীতি সংযোজন করেন :

'মাতা, অশুচি পূতিগন্ধময় এই দেহের পদতল
হইতে ঊর্ধ্বে এবং মস্তকের কেশাগ্র হইতে নিম্নদিকে
দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।'—৩৩
ওই চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া আমার সর্বরাগ বিনষ্ট

হইয়াছে; প্রদাহ উচ্ছিন্ন হইয়াছে; আমি
নির্বাণের শান্তি লাভ করিয়াছি।—৩৪

২৭. অভয়া

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে অবিচলিত সংকল্পে জন্ম-জন্মান্তরে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া শিখি[১] বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জন্ম গ্রহণপূর্বক তদীয় পিতা অরুণের প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষা গ্রহণের সময় শিখি বুদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিলে তিনি রাজদত্ত রক্তপদ্মের দ্বারা বুদ্ধের পূজা করেন। এই সুকৃতির ফলে তিনি স্বর্গ ও মনুষ্যলোকে একাধিক জন্ম পরিগ্রহপূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে পুনরায় উজ্জয়িনীর এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম লইয়া অভয়ের মাতার ক্রীড়াসঙ্গিনী হইয়াছিলেন। অভয়ের মাতা সংসার ত্যাগ করিলে, অভয়াও তৎপ্রতি প্রেমের আকর্ষণে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন। উভয়ে রাজগৃহে অবস্থানকালে অভয়া একদিন অশুভ ভাবনার[২] জন্য নিভৃত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট বুদ্ধ অভয়ার বাঞ্ছিত দৃশ্য তাঁহাকে প্রদর্শন করিলে অভয়া ভীতি-বিহ্বল হইলেন। তদনন্তর বুদ্ধ অভয়ার সম্মুখে উপবিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন :

অভয়ে, দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর, ওই অনিশ্চিতের উপর
সাংসারিকের সুখ নির্ভর করে।[⊗] সর্ববিষয়ে
চিত্তকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, ধ্যানপরায়ণা
হইয়া এই নশ্বর দেহ আমি পরিত্যাগ করিব।—৩৫
দুঃখের সর্বপ্রকার উৎসের সহিত সর্বান্তকরণে
সংগ্রাম করিয়া আমি তৃষ্ণার বিনাশ-সাধন
করিয়াছি। বুদ্ধের উপদেশ পালিত হইয়াছে।—৩৬

---

[১]। সপ্ত বুদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয়।

[২]। এই স্থানে মৃতদেহের ভাবনা কথিত হইয়াছে। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ওই সময়ে মৃতদেহ দগ্ধ কিংবা প্রোথিত প্রথা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। উহা অধিকাংশ স্থলে শ্মশানক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইত। পরিত্যক্ত দেহের ভীতিজনক ক্রমিক ধ্বংস 'অশুভ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

[⊗] মাত্র এই পঙ্‌ক্তিটি বুদ্ধের উক্তি। গাথার অবশিষ্টাংশ অভয়ার উক্তি।

২৮. শ্যামা (সামা)

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময় কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে সুখময় জীবনযাপন ও পুণ্য সঞ্চয়পূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে কৌশাম্বী নগরে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রিয় সখী সামাবতীর মৃত্যু হইলে শোকাতিশয্যে সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু শোক দমনে অসমর্থ হইয়া তিনি আর্যধর্মমার্গ অনুধাবন করিতে অক্ষম হইলেন। একদিন বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের প্রচারিত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবার সময় তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সপ্তম দিবসে অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়া ধর্মের সম্যক জ্ঞানের অধিকারিণী হইলেন।

পরে স্বীয় সাফল্যের বিষয় চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত সংগীতে উহা প্রকাশ করিলেন :

বিদ্রোহী চিত্তে চিত্তশান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া
চারিবার, পাঁচবার আমি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত
হইয়াছিলাম।—৩৭
অষ্টম দিবসে সাফল্য আমার দ্বারে আসিল
আমি তখন সর্ববিধ তৃষ্ণা হইতে মুক্ত। বহু
দুঃখের সহিত একান্তে সংগ্রাম করিয়া আমি
তৃষ্ণার বিনাশ সাধন করিয়াছি। বুদ্ধের আদেশ
পালিত হইয়াছে।—৩৮

তৃতীয় সর্গ

ত্রিশ্লোকাত্মক গীতি

২৯. অপরা শ্যামা (সামা)

এই ভিক্ষুণীও পূর্বোল্লিখিত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় সুকৃতি অর্জন করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের আবির্ভাবকালে চন্দ্রভাগা নদীতীরে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিসুলভ ক্রীড়াবতী অপ্সরী একদিন দেখিলেন যে বুদ্ধ প্রাণীগণের মধ্যে মঙ্গল বিতরণের জন্য নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। মহানন্দে অপ্সরী পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা বুদ্ধের পূজা করিলেন। এই সুকৃতির ফলে দেব ও মনুষ্যের মধ্যে যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি কোশাম্বী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনিও সামাবতীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং সামাবতীর মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া সংঘে প্রবেশ করেন। পঞ্চবিংশ বৎসর তিনি আত্মজয়ে অক্ষম হইয়া বৃদ্ধকালে সময়োচিত একটি উপদেশ শ্রবণ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভপূর্বক অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। সাফল্যের উল্লাসে তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয় গাহিয়াছিল :

পূর্ণ পঞ্চবিংশ বৎসর আমি সংসার ত্যাগ
করিয়াছি! কিন্তু আমার তপ্ত হৃদয়ে আমি
কখনো চিত্তের শান্তি অনুভব করি নাই।—৩৯

বিদ্রোহী চিত্তে চিত্তশান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া
পরে বুদ্ধবাক্য[১] স্মরণ করিয়া আমি সংবিগ্ন
হইয়াছিলাম।—৪০

বহু দুঃখের সহিত একান্তে সংগ্রাম করিয়া
আমি তৃষ্ণার বিনাশ-সাধন করিয়াছি। বুদ্ধের
উপদেশ পালিত হইয়াছে। আজ তৃষ্ণানাশের
সপ্তম রাত্রি।—৪১

---

[১]। ধর্মোপদেশের যে অংশে মানবজন্মের দুর্লভত্ব ও ক্ষণস্থায়ীত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, এখানে উহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

৩০. উত্তমা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বন্ধুমতী নগরের জনৈক ধনশালী ভূস্বামীর গৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রভুর গৃহকর্মের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। ওই সময়ে বিপশ্বীর পিতা রাজা বন্ধুমা পুণ্যাহ পালনার্থে মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে দান বিতরণপূর্বক ভোজনান্তে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। জনগণও তাঁহার এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত। ইহা দেখিয়া ক্রীতদাসী চিন্তা করিলেন, 'সকলেই যাহা করিতেছে আমিই বা তাহা না করি কেন?' তৎপরে পুণ্যাহের সর্বাঙ্গীন প্রতিপালন করিয়া তিনি ত্রয়ত্রিংশ দেবতাদিগের মধ্যে এবং অন্যান্য সুখময় স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে বুদ্ধ গৌতমের সময়ে শ্রাবস্তী নগরের কোষাধ্যক্ষের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া তিনি পটাচারার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংঘে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতায় উপনীত হইতে অক্ষম হইলেন। ইহা দেখিয়া পটাচারা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। উপদিষ্ট হইয়া তিনি ধর্মের সর্বাঙ্গীন জ্ঞানের সহিত অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। ওই সফলতায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি গাহিলেন :

বিদ্রোহী চিত্তে চিত্তশান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া
চারি পাঁচবার আমি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত
হইয়াছিলাম।—৪২
তিনি আসিলেন, সেই উচ্চমনা ভিক্ষুণী;
আমার ধর্মমাতা—তিনি আমাকে স্কন্ধ, আয়তন
এবং ধাতুসমূহের অনিত্যতার উপদেশরূপ
ধর্ম শিক্ষা দিলেন।—৪৩
ওই উপদেশ হৃদয়ে রক্ষা করিয়া সপ্তাহকাল
আমি একাসনে ধ্যানানন্দ অনুভব করিলাম,
অবশেষে অষ্টম দিবসে অজ্ঞানের অন্ধকার ছিন্ন
করিয়া আসন ত্যাগ করিলাম।—৪৪

৩১. অপরা উত্তমা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যার্জনপূর্বক বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতী নগরে পরিচারিকারূপে

জন্মগ্রহণ করেন। একদা বুদ্ধের সংঘভুক্ত একজন অর্হৎকে ভিক্ষায় নিযুক্ত দেখিয়া তিনি ওই ভিক্ষুকে তিনখানি মিষ্ট পিষ্টক দান করেন। এই সুকৃতির ফলে একাধিক সুখময় জন্ম পরিগ্রহান্তে সর্বশেষে তিনি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে কোশল দেশে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগপূর্বক ধর্মের সম্যক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ত্ব লাভ করেন। সাফলের আনন্দে তিনি গাহিয়াছিলেন :

আমি বুদ্ধশাসনের অনুবর্তিনী হইয়া নির্বাণ
প্রদায়ী সপ্ত বোজ্বঙ্গের[১] বিকাশ ও পূর্ণতা
সাধন করিয়াছি।—৪৫
অন্তরের বাসনা এখনে পূর্ণ আমি শূন্যতায়[২]
উপনীত হইয়াছি, অনিমিত্তকে[৩] লাভ
করিয়াছি! সদা নির্বাণাভিরতা আমি বুদ্ধের
কন্যা।—৪৬
দৈব অথবা মানুষ সর্বপ্রকার কাম নিঃশেষে
উৎপাটিত হইয়াছে। জন্মচক্র ধ্বংস হইয়াছে।
আমি পুনর্জন্মের অতীত।—৪৭

৩২. দন্তিকা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময় কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়পূর্বক যৎকালে পৃথিবীতে কোনো বুদ্ধই ছিলেন না, ওই সময় চন্দ্রভাগা নদীতীরে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ক্রীড়াবতা অপরাপর অপ্সরা হইতে ক্ষণেকের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এক পচ্চেক বুদ্ধের দর্শন পাইয়া সবিশ্বাসে পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। এই সুকৃতিবলে দেব ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সর্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরে ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজপুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া

---

[১]। ২০ নং গীতি দেখ।

[২]। লোভ, দ্বেষ ও মোহ এবং সৎকায়দৃষ্টিশূন্য অবস্থা। লোভ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটি সমুদয় অশুভের উৎস।

[৩]। ১৯ নং গীতি দেখ। ইহার অর্থ—যাহা কিছু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, ওই সমস্ততেই আমি সর্বপ্রকার আসক্তিহীন।

তিনি জেতবনে অবস্থান করেন। পরে গৌতমী মহাপ্রজাপতি কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সংঘে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে রাজগৃহে অবস্থানকালে একদিন আহারান্তে তিনি গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ করেন। ওই স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে একটি দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তাঁহার গীতিতে তিনি ওই দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ওই দৃশ্য তাঁহাকে অর্হত্ত্বে উপনীত করিয়াছিল। পরে সিদ্ধির উল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন :

গৃধ্রকূট পর্বতে দিবাবিহার হইতে প্রত্যাগমন
কালে এক হস্তীকে স্নান সমাপনান্তে নদীতীরে
উত্তীর্ণ হইতে দেখিলাম।—৪৮
অঙ্কুশধারী এক মনুষ্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া
বিশালদেহ নাগ তাহার পাদ প্রসারিত করিল,
মনুষ্য তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিল।—৪৯
অদান্ত দমিত হইয়া মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার
করিল। ইহা দেখিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক
আমি চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করিলাম।—৫০

৩৩. উব্বিরী

এই মহিলাও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যরাশি অর্জন করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের আবির্ভাবকালে হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতার অনুপস্থিতিতে একাকী অবস্থানকালে তিনি একদিন এক অর্হৎকে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, 'স্বাগত, আর্য'। পরে তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার ভিক্ষাপাত্র লইয়া উহা খাদ্যে পূর্ণ করিয়া দিলেন। অর্হৎ তাঁহাকে সাধুবাদ দানান্তে প্রস্থান করিলেন। ওই সুকৃতির ফলে তিনি ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকে ও অন্যান্য সুখময় স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সৌন্দর্যের জন্য তিনি কোশলরাজের অন্তঃপুরে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার একটি কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম হইল জীবা। রাজা শিশুকে দেখিয়া এত প্রীত হইলেন যে উব্বিরীকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু শিশু অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শোকার্তা মাতা প্রতিদিন শ্মশান ক্ষেত্রে যাইতে লাগিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধের সমীপে গিয়া বুদ্ধের পূজান্তে উপবেশন করিলেন; কিন্তু সত্বরেই সেস্থান ত্যাগ করিয়া অচিরাবতী নদীতীরে

দণ্ডায়মান হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'কী হেতু কাঁদিতেছ?' 'দেব, আমি কন্যার জন্য কাঁদিতেছি।' 'এই শ্মশান ক্ষেত্রে তোমার ৮৪০০০ চুরাশি হাজার কন্যা ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন কন্যার জন্য অশ্রুপাত করিতেছ?' এই কথা বলিয়া বুদ্ধ শ্মশানের যে স্থানে যে কন্যার সৎকার হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া গীতির অর্ধাংশ উচ্চারণ করিলেন :

উব্বিরী, 'মা, বাবা, মা জীবা' রবে তুমি বনে
বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ! শান্ত হও! দেখ,
এই সমাধিক্ষেত্রে তোমার সহস্র সহস্র জীবা
নাম্নী কন্যা ভস্মীভূত হইয়াছে। তুমি কোন
জীবার নিমিত্ত শোকার্ত হইতেছ?—৫১

গীতির অন্তর্নিহিত উপদেশে চিত্ত সংযোগ করিয়া উব্বিরীর অন্তর্দৃষ্টি এতদৃশ স্ফুট হইয়া উঠিল যে, তিনি অচিরে অর্হত্ত্ব[১]রূপ সর্বোচ্চ ফলের অধিকারিণী হইয়া গীতির অপরার্ধ গাহিয়া স্বীয় গৌরবমণ্ডিত সাফল্য ঘোষণা করিলেন :

আমার অন্তরে বিদ্ধ শর অপসারিত হইয়াছে!
প্রিয় সন্তানের নিমিত্ত প্রাণনাশি শোক আমার
সমস্ত জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছিল। ঐ
শোক আর নাই।—৫২
আজ আমার হৃদয় শান্ত, আকুলতাশূন্য।
চিত্ত নির্মল ও শান্তিপূর্ণ। আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ,
তদীয় ধর্ম ও সংঘের শরণ লইতেছি।—৫৩

৩৪. শুক্রা (সুক্কা)

ইনিও পূর্বোল্লিখিত ভগ্নীগণের ন্যায় অতীত জীবনে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া এক সম্ভ্রান্ত বংশে[২] জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সংঘবহির্ভূত স্ত্রীশিষ্যগণের সহিত বিহারে গমনপূর্বক তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। শ্রদ্ধাবতী হইয়া সংসার ত্যাগপূর্বক তিনি বিদ্যাবতী, ধর্মজ্ঞা ও

---

[১]। সংঘভুক্ত না হইয়াও উব্বিরী অর্হৎ হইয়াছিলেন।

[২]। কোন বুদ্ধের সময়ে এই জন্ম গৃহীত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই।

বাকপটুতাসম্পন্না হইলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া ধর্মানুরক্ত জীবন[১] যাপন করিয়াও দেহত্যাগকালে তাঁহার চিত্ত সাংসারিকত্ব হইতে মুক্ত হয় নাই। তিনি তুষিত স্বর্গে পরবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। পরে বিপশ্বী এবং বেস্‌সভূ যথাক্রমে বুদ্ধ হইবার কালে তিনি শীলব্রত গ্রহণপূর্বক ধর্মের গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী হন। পুনরায় যখন ককুসন্ধ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে কোণাগমনের বুদ্ধরূপে আবির্ভাবের সময়, তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণপূর্বক শুদ্ধাচারিণী, বিদ্যাবতী এবং প্রচারিকা হইয়াছিলেন। সর্বশেষে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি রাজগৃহ নগরে এক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময় তাঁহার নাম শুক্রা হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্তিকালে তিনি বুদ্ধানুশাসনে শ্রদ্ধাবতী হইয়া সংঘবহির্ভূত শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, ধর্মদিন্নার উপদেশ তাঁহার মর্মস্পর্শ করিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া তিনি অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তদন্তর, পাঁচশত ভিক্ষুণী পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগপূর্বক খ্যাতি লাভ করিলেন। একদিন রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া, তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক আহার সমাপনান্তে তাঁহারা ভিক্ষুণী উপনিবেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় শুক্রা বহু শ্রোতা পরিবেষ্টিত হইয়া এরূপ ধর্মোপদেশ দিলেন যে, উহা শ্রোতৃবর্গের নিকট অমৃত অনুমিত হইল। তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ও নিশ্চল হইয়া উহা শ্রবণ করিলেন। উপদেশ সমাপ্ত হইলে, ভিক্ষুণীদিগের কক্ষপ্রান্তে স্থিত বৃক্ষের দেবতা উহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজগৃহ নগরে গমনপূর্বক শুক্রার শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া কহিল :

রাজগৃহবাসীগণ, শুক্রা প্রচারিত অমূল্য বুদ্ধবাণী
শ্রবণে বিরত থাকিয়া কী নিমিত্ত তোমরা
পানোন্মত্তের ন্যায় শায়িত?—৫৪
পর্যটকের আদৃত বারি বর্ষণের ন্যায় শুক্রার
মধুর বাণীরূপ জীবন সঞ্চারিণী সুধা জ্ঞানীগণের
আদৃত।—৫৫

বৃক্ষদেবতার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনগণ বিচলিত হইয়া ভিক্ষুণীর নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিল।

---

[১]। অতি প্রাচীনকালে মনুষ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু ছিল এইরূপ কথিত আছে।

পরবর্তীকালে, অন্তিম সময়ে তাঁহার মুক্তিপ্রদায়ী শিক্ষার সফলতা প্রদর্শন করিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন :

শুক্রা, তুমি জ্ঞানালোকের সাহায্যে ভয়াবহ
তৃষ্ণা হইতে মুক্ত; দৃঢ়তা ও ধৃতির সহিত শান্ত
চিত্তে ওই সিদ্ধি সম্মুখে রাখিয়া তোমার এই
শেষ মূর্তি রক্ষা করো। মার ও তদীয় অনুচরবর্গ
তোমার নিকট পরাজিত।—৫৬

৩৫. শৈলা (সেলা)

এই নারীও পূর্বোক্ত ভগ্নীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহান্তে হংসবতী[১] নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম লাভ করেন। সমপদস্থ পুরুষের সহিত বিবাহিত হইয়া তিনি স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সুখে কালযাপন করেন। তৎপরে বার্ধক্যে মঙ্গলের অন্বেষণে আরাম হইতে আরামান্তরে বিহার হইতে বিহারান্তরে গমনপূর্বক তিনি ধর্মানুরাগীদিগকে উপদিষ্ট করেন। এইরূপে তিনি একদিন বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের সমীপস্থ হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্বক চিন্তা করিলেন : 'যদি মনুষ্যলোকে কোনো মহিমাময় অতুলনীয় বুদ্ধ থাকেন, তিনি যেন আমাকে বুদ্ধত্বের অলৌকিক প্রভাব দর্শন করান'। এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইবামাত্র বৃক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হইল, উহার শাখাসমূহ স্বর্ণময় প্রতীয়মান হইল। চতুর্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া পূজা করিলেন। সপ্ত দিবস তিনি এইরূপে ওই স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া সপ্তম দিবসে মহাসমারোহের সহিত বুদ্ধপূজা সম্পন্ন করিলেন। ওই সুকৃতির ফলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি আলবীরাজ্যের রাজকন্যা সেলারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ তাঁহার পিতাকে উপদিষ্ট ও দীক্ষিত করেন ও তাঁহার সহিত আলবী নগরীতে গমন করেন। সেলা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ও উহাতে শ্রদ্ধাবতী হইয়া সংঘবহির্ভূত শিষ্য স্থানীয়া হইলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনপূর্বক পূর্ণ জ্ঞান লাভ ও সংস্কারের বিনাশ সাধনপূর্বক অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

তদন্তর তিনি শ্রাবস্তী নগরে বাস করেন। ওই সময়ে একদিন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের নিমিত্ত তিনি নগরের বাহিরে অন্ধবন উদ্যানে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট

[১]। কোন বুদ্ধের সময়ে তাহা কথিত হয় নাই।

হইলে, আগন্তুকের ছদ্মবেশে মার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল :

যতদিন পৃথিবীতে স্থিতি ততদিন মুক্তি নাই!
নির্জন বাসে কী লাভ? সময় থাকিতে
ভোগসুখ রত হও। অন্যথা অনুতাপিনী হইবে।—৫৭

'নির্বাণের পথে আমাকে বাধা দিবার জন্য নিশ্চয়ই মূঢ় মার আসিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবন যাপনে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আমার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি সে অবগত আছে। আমি তাহাকে সমুচিত উত্তর দিব' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভিক্ষুণী কহিলেন :

ভোগের আনন্দ শূলসম আমাদের নশ্বর দেহ
আমার কাছে তাহা মূল্যহীন।—৫৮
ভোগানুরক্তি দমিত ও অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণ
হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখো!
এখানে তোমার স্থান নাই।—৫৯

৩৬. সোমা

এই নারীও পূর্বোক্ত ভগ্নীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহণান্তর শিখি বুদ্ধের সময়ে এক প্রতিষ্ঠাবান সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা অরুণাভার প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি রাজগৃহ নগরে নৃপতি বিম্বিসারের পুরোহিতের কন্যা সোমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৎপূর্বের জীবন ভিক্ষুণী অভয়ার ন্যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হইয়া স্বগৃহে সংঘবহির্ভূত শিষ্যার শ্রেণিভুক্ত হন। পরে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণপূর্বক অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করেন ও অনতিবিলম্বে ধর্মের সম্যক জ্ঞান লাভপূর্বক অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন।

তদন্তর শ্রাবস্তী নগরে মুক্তির আনন্দ উপভোগকালে তিনি একদিন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য অন্ধবন উদ্যানে উপবিষ্ট হইলে মার আকাশপথে অদৃশ্যরূপে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিল :

যে স্থান ঋষিদিগের প্রাপ্তব্য উহা লাভ করা
সুকঠিন। নারীগণ তাহাদের দুই অঙ্গুলিপরিমিত
জ্ঞান দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইতে পারে না!—৬০

যেহেতু নারী সপ্তম অষ্টম বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবন অন্ন পক্বে অভ্যস্ত হইয়াও পাত্রস্থ চাউল কোনো সময়ে সিদ্ধ হইল জানে না; উহা জানিবার জন্য তাহাকে দুই একটি চাউল হাতার সাহায্যে উঠাইয়া দুই

অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখিতে হইবে। এই কারণে 'দুই অঙ্গুলি পরিমিত জ্ঞান' কথিত হইয়াছে। তৎপরে ভিক্ষুণী মারকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন :

যাহাদের চিত্ত সুসমাহিত, মার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত
হইয়া যাহাদের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান, অন্তর্দৃষ্টি
দ্বারা যাহারা ধর্মের সম্যক অনুধাবনে সমর্থ
হইয়াছে, স্ত্রী-স্বভাব তাহাদের কী করিতে পারে?—৬১
ভোগানুরক্তি দমিত ও অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণ
হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখো!
এখানে তোমার স্থান নাই।—৬২

চতুর্থ সর্গ

চারি শ্লোকাত্মক গীতি

৩৭. ভদ্রাকপিলানী

এই নারী পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণকালে একজন ভিক্ষুণী বুদ্ধকর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিস্মররূপে স্বীকৃত হইলেন। জীবনব্যাপী সুকর্ম সাধন করিয়া তিনি বারাণসীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময় কোনো বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই। যথাসময়ে তিনি বিবাহিত হন।

একদিন তাঁহার সহিত তাঁহার ননদিনীর কলহ হয়। ওই সময় শেষোক্ত নারী কোনো পচ্চেক বুদ্ধকে আহার্য দান করিলে ভদ্রা চিন্তা করিলেন, 'ননদিনী এই দানে গৌরবান্বিত হইবে'। এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আহার্যের পরিবর্তে উহা মৃত্তিকাপূর্ণ করিলেন। জনগণ কহিল, 'মূঢ় নারী! পচ্চেক বুদ্ধ তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছেন?' লজ্জিত হইয়া তিনি ভিক্ষাপাত্র পুনঃ গ্রহণপূর্বক উহা শূন্য করিয়া সুগন্ধ চূর্ণে মার্জিত করিলেন। পরে চতুর্বিধ সুমিষ্ট খাদ্যে উহা পূর্ণ করিয়া আহার্যের উপরিভাগ পদ্মকোষবর্ণ ঘৃতে প্রোক্ষণপূর্বক পচ্চেক বুদ্ধকে পাত্র পুনঃ প্রত্যর্পণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন আমি যেন এই ভিক্ষাপাত্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হই!'

বহু সুখময় জন্ম-জন্মান্তরের পর তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বারাণসীর ধনাঢ্য কোষাধ্যক্ষের কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্বকর্মের ফলে তাঁহার দেহ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইত, অপরে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। অতিশয় ব্যথিত হইয়া তিনি স্বীয় স্বর্ণাভরণ গলিত করিয়া উহা বুদ্ধমন্দিরে রক্ষাপূর্বক পদ্মপূর্ণ হস্তে তথায় পূজা করিলেন। ওই সুকৃতির ফলে, ওই জন্মেই তাঁহার দেহ সৌগন্ধময় ও মনোহর হইল। স্বামীর আদরিণী হইয়া জীবনব্যাপী সুকর্ম করিয়া তিনি স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন এবং বহুকাল পরে বারাণসীর রাজকন্যারূপে তাঁহার জন্ম হয়। তথায় তিনি পরম সুখে বাস করিয়া পচ্চেক বুদ্ধদিগের সেবা করেন। তাঁহারা দেহত্যাগ করিলে ক্লিষ্ট হইয়া তিনি তপস্যার জন্য সংসার ত্যাগ করেন। অরণ্যে বাস

করিয়া তিনি ধ্যানের অনুশীলন করেন। তৎপরে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণান্তর তথা হইতে সাগলে কোশীয় বংশীয় এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া তিনি মহাতীর্থ নামক স্থানে পিপ্পলি নামক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবককে বিবাহ করেন। স্বামী সংসার ত্যাগ করিলে তিনিও তাঁহার অনুবর্তিনী হইবার জন্য সমুদয় ধনৈশ্বর্য আত্মীয়স্বজনকে দান করিলেন। তৎপরে তিনি পাঁচ বৎসর তির্থীয়ারামে[১] বাস করিবার পর গৌতমী মহাপ্রজাপতি কর্তৃক অভিষিক্ত হন। অন্তর্দৃষ্টি লাভান্তে অচিরে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন।

তদন্তর তাঁহার পূর্বজীবনসমূহের স্মৃতি তাঁহার গোচরীভূত হইল ও তিনি বুদ্ধকর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিস্মররূপে স্বীকৃত হইলেন। ওই সময়ে বুদ্ধ জেতবন বিহারে আর্যগণ[২] পরিবেষ্টিত হইয়া ভিক্ষুণীদিগের শ্রেণিবিভাগে ব্যাপৃত ছিলেন। একদিন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে নিম্নলিখিত গাথায় তিনি নিজের কাহিনী ও ভিক্ষু মহাকাশ্যপের[৩] গুণাবলি কীর্তন করিয়াছিলেন :

আত্মবিজয়ী, শান্ত মহাকাশ্যপ বুদ্ধের পুত্র
ও উত্তরাধিকারী! তাঁহার দৃষ্টি বহুদূরগামী,
স্বর্গ ও মর্ত্যে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই।—৬৩
তিনি পুনর্জন্মের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, তিনি
অভিজ্ঞার গভীর জ্ঞানের অধিকারী, এই
ত্রিবিধ জ্ঞানের জন্য তিনি ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ ব্রাহ্মণ।—৬৪
ভদ্রাকপিলানীও ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ, জন্ম-মৃত্যুজয়ী,
ওই পরিণতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সর্বশেষ
মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, তিনি সবাহন মারকে
পরাজিত করিয়াছেন।—৬৫
সংসারের দৈন্য দেখিয়া আমরা উভয়েই উহা
ত্যাগ করিয়াছি। আমরা উভয়েই আত্মবিজয়ী
অর্হৎ, উভয়েই শান্ত, উভয়েই নির্বাণপ্রাপ্ত!—৬৬

---

[১]। তির্থীয়ারাম—শ্রাবস্তীর অন্তর্গত জেতবন বিহারের নিকটে স্থিত।

[২]। আর্য শব্দ বুদ্ধগণ, পচ্চেক বুদ্ধগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

[৩]। মহাকাশ্যপ (পূর্বোক্ত পিপ্পলি) গৃহস্থ জীবনের ভদ্রার স্বামী ছিলেন।

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চ শ্লোকাত্মক গীতি

৩৮. বড্‌ঢেসী

এই ভিক্ষুণীও পূর্বোক্ত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতমী মহাপ্রজাপতির সেবিকারূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার নাম বড্‌ঢেসী ছিল, কিন্তু তাঁহার বংশের নাম অজ্ঞাত। তাঁহার কর্ত্রী সংসার ত্যাগ করিলে তিনিও তাঁহার অনুবর্তিনী হন। কিন্তু পঞ্চবিংশতি বৎসর তিনি ঐন্দ্রিক লালসা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া মুহূর্তের জন্যও চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সক্ষম হইলেন না। ওই অক্ষমতার জন্য বহু বিলাপান্তে অবশেষে তিনি ধর্মদিন্নার উপদেশ শ্রবণ করিলেন। ওই উপদেশ শ্রবণে তাঁহার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইল। তিনি ধ্যানের অনুশীলন করিয়া অচিরে অভিজ্ঞা[১] লাভ করিলেন। সাফল্যের উচ্ছ্বাসে তিনি গাহিলেন :

গৃহত্যাগের পর পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি
মুহূর্তের জন্যও চিত্তে শান্তি অনুভব করি নাই।—৬৭
আমার প্রত্যেক চিন্তা ঐন্দ্রিক লালসা সিক্ত
ছিল। চিত্তশান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া,
প্রসারিত বাহু ও ক্রন্দনরতা হইয়া, আমি
বিহারে প্রবেশ করিতাম।—৬৮
পরিশেষে যিনি আমার মাতৃস্থানীয়া, তিনি
আসিয়া আমাকে স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু
সমূহের অনিত্যতার উপদেশ রূপ-ধর্মশিক্ষা দিলেন।—৬৯
আমি স্কন্ধ-আয়তন-ধাতুর জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার
নিকট উপবেশনপূর্বক ধ্যানরত হইলাম।
এখন অতীত জন্ম আমার জ্ঞাত, বিশোধিত
দিব্যচক্ষু আমার অধিকারে।—৭০
আমি অপরের চিন্তা নির্ণয়ে সক্ষম, আমি

---

[১]। অভিজ্ঞার পূর্ণতা ও অর্হত্ত্ব বস্তুত একই।

বিশোধিত শ্রবণ শক্তির দ্বারা অবর্ণনীয় বস্তুর
শব্দ শ্রবণ করি। আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি,
আসবের বিনাশ করিয়াছি। ষড় অভিজ্ঞা
আমার নিকট জীবন্ত সত্য, বুদ্ধের আদেশ
পালিত হইয়াছে।—৭১

৩৯. বিমলা

(প্রথম জীবনে গণিকা ছিলেন)

এই নারীও পূর্বোক্ত নারীদিগের ন্যায় বহু জন্মগ্রহণান্তর গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালী নগরে এক গণিকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম বিমলা ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দূষিত জীবন যাপনকালে একদিন তিনি মাননীয় মহামৌদ্গাল্যায়ণকে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহার বাসস্থানে গমনপূর্বক তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ কহেন, বিরুদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া তিনি ওই কার্য করিয়াছিলেন। ভিক্ষু তাঁহার অসঙ্গত আচরণে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পরে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ভিক্ষুর উপদেশে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে সংঘবহির্ভূত শিষ্য শ্রেণিভুক্ত হইলেন। পরবর্তীকালে তিনি সংঘে প্রবেশ করিয়া শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। সফলতার উল্লাসে তিনি গাহিলেন :

সৌন্দর্যের লাবণ্যে উদ্দীপিত হইয়া
জনসাধারণে সৌভাগ্য ও খ্যাতি লাভ করিয়া,
যৌবনের অহংকারে মত্ত হইয়া, অজ্ঞান ও
অনবহিত হইয়া আমি কতই স্ফীত হইতাম!—৭২
আমার বিভূষিত সুরঞ্জিত দেহ তরুণগণকে
আকর্ষণ করিত; আমি পাশনির্মাণরত ধূর্ত
ব্যাধের ন্যায় গণিকালয়ের দ্বারে সতর্ক দৃষ্টিতে
দাঁড়াইতাম।—৭৩
আমি লজ্জা ত্যাগপূর্বক দেহভূষণ প্রদর্শন
মানসে অনাবৃতবসনা হইতাম; উচ্চহাস্যে,
বিবিধ মায়ার প্রয়োগে বহুজনকে কলঙ্কিত
করিতাম।—৭৪
আজ আমি মুণ্ডিত মস্তক, পীতাম্বর পরিহিতা,

ভিক্ষারতা; আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা অবিতর্ক[১]
লব্ধা ভিক্ষুণী।—৭৫
দৈব ও মানুষ সর্ববিধ বন্ধন আমি ছিন্ন
করিয়াছি। চিত্ত বিমূঢ়কর সমুদয় আসব আমি
দূর করিয়াছি। আমি শান্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত।—৭৬

৪০. সিংহা (সীহা)

এই নারীও পূর্বোক্ত নারীদিগের ন্যায় বহুজন্ম পরিগ্রহান্তর গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বৈশালীতে সেনাপতি সিংহের ভগ্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলের নামানুসারে তাঁহার নামকরণ হওয়ায় তিনি সিংহা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি সেনাপতিকে বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া উহাতে শ্রদ্ধাবতী হইলেন এবং সংঘে প্রবেশের জন্য পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনকালে তিনি বাহ্যবস্তুর কুহক হইতে চিত্তকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। সাত বৎসর এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া তিনি স্থির করিলেন, 'এই দুঃখের জীবন হইতে কী উপায়ে মুক্তি লাভ করি? আমি মরিব।' এই সংকল্পের পর তিনি একটি পাশ বৃক্ষশাখায় লম্বিত করিয়া উহা গলদেশে বদ্ধ করিলেন। এই অবস্থায় তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগপূর্বক চিত্তকে অন্তর্দৃষ্টির দিকে ধাবিত করিলেন। সেই মুহূর্তেই তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর গলদেশ হইতে রজ্জু অপসারিত করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুণী গাহিয়াছিলেন :

ভোগতৃষ্ণা বিভ্রান্ত ও উৎপীড়িত হইয়া,
বস্তুসমূহের কারণ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, অতীত
দিবসে বিদ্রোহী চিত্ত কর্তৃক আমি স্ফীত হইতাম।—৭৭
অশুভ দ্বারা অভিভূত হইয়া আমি সুখের স্বপ্ন
দেখিতাম, চিত্তের সমতা রক্ষা আমার ক্ষমতার
বহির্ভূত ছিল, উহা ভোগের স্বপ্নে আবিষ্ট ছিল।—৭৮
এইরূপে দীর্ঘ সাত বৎসর অশান্তির উৎপীড়িনে
অতিবাহিত করিয়া আমি ক্ষীণ ও পাণ্ডুবর্ণ

---

[১]। অবিতর্ক—ধ্যানমার্গের অবস্থাবিশেষ। উহা দ্বিতীয় ধ্যানের অবস্থা। ওই অবস্থায় সকল বিতর্কের অবসান হইয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান থাকে।

হইয়াছিলাম। দুঃখমগ্না হইয়া দিবারাত্রি সুখ
আমার অজ্ঞাত ছিল।—৭৯
হতাশ হইয়া রজ্জু হস্তে আমি বনে প্রবেশ
করিলাম; পুনরায় হীন জীবনযাপন অপেক্ষা
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ শ্রেয়।'—৮০
দৃঢ় পাশ বৃক্ষশাখায় বদ্ধ করিয়া উহা গলদেশে
স্থাপন করিলাম। সেই মুহূর্তেই আমার চিত্ত
মুক্তি লাভ করিল!—৮১

৪১. সুন্দরী-নন্দা

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ওই উপদেশ দানকালে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে ধ্যানের ক্ষমতায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ওইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য তিনিও বদ্ধপরিকর হইয়া সুকর্ম করিতে আরম্ভ করেন। বহু কল্প দেব ও মনুষ্যলোকে জন্মিয়া তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্য রাজবংশে নন্দারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দরী-নন্দা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর ভগবান যখন কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নন্দ এবং রাহুল নামক রাজকুমারদ্বয়কে সংঘভুক্ত করাইলেন, এবং পরে যখন রাজা শুদ্ধোধনের মৃত্যু হইল মহাপ্রজাপতি ভিক্ষুণী সংঘভুক্ত হইলেন, তখন নন্দা চিন্তা করিলেন : 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাম্রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক বুদ্ধ, পুরুষোত্তম হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাহুলও সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতা রাজা নন্দ, মাতা মহাপ্রজাপতি এবং ভগ্নী রাহুলের মাতা, সকলেই ওই পথের অনুসরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি গৃহে থাকিয়া কী করিব? আমিও গৃহত্যাগ করিব।' এইরূপে তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধাবশত নহে, স্বজনের প্রতি প্রেমবশত। এই কারণে সংসার ত্যাগ করিয়াও তিনি স্বীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেন, এবং বুদ্ধের তিরস্কারের ভীতিতে তাঁহার সমীপবর্তী হইতেন না। কিন্তু তাঁহার সমুচিত শিক্ষা হইল, যেরূপ অভিরূপ-নন্দার হইয়াছিল[১], উভয় ঘটনার মধ্যে মাত্র এই প্রভেদ : ভগবান কর্তৃক উপস্থাপিত স্ত্রীমূর্তিকে ক্রমশ বার্ধক্যে উপনীত হইতে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত জীবনের অনিত্যতা ও দুঃখে কেন্দ্রীভূত হইয়া

[১]। ১৯ নং গীতি দেখ।

ধ্যানমার্গের অনুগামী হইল। ইহা দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে নিম্নলিখিত গাথায় উপদেশ দিলেন :

নন্দে, পূতি, অশুচি ও ব্যাধির এই সমষ্টিকে
অবলোকন করো। সুসমাহিত ও একাগ্র হইয়া
অশুভ ভাবনায় চিত্তকে নিয়োজিত করো।—৮২
এই দেহ যাহা, তোমার দেহও তাহাই;
তোমার সৌন্দর্যের যে পরিণতি, এই
সৌন্দর্যেরও সেই পরিণতি; মূঢ়ের আদরের
বস্তু এই দুর্গন্ধময় অপবিত্র দেহের উহাই
পরিণাম।—৮৩
অতএব দৃঢ়সংকল্পের সহিত একাগ্রচিত্তে অনুক্ষণ
ইহার উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করো। উহাতে যথাসময়ে
একাকিনী নিজ জ্ঞানের সাহায্যে
সৌন্দর্যের দাসত্বমুক্ত হইয়া সত্য দৃষ্টি লাভ করিবে।—৮৪

এই উপদেশে মনসংযোগ করিয়া নন্দার জ্ঞানের উন্মেষ হইল এবং তিনি প্রথম মার্গে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে বুদ্ধ তাঁহাকে উচ্চতর জ্ঞান লাভের অনুকূল শিক্ষা প্রদান করিয়া কহিলেন, 'নন্দা, এই দেহে বিন্দুমাত্রও সার পদার্থ নাই। ইহা কেবল ক্ষয় এবং মৃত্যুরূপে অস্থিরাশির উপর মাংস ও রক্তের লেপন।' যেরূপ 'ধর্মপদে' উক্ত হইয়াছে : 'ইহা রক্তমাংসের লেপন নিম্নস্থ অস্থিরাশি দ্বারা নির্মিত দুর্গবিশেষ, উহার অভ্যন্তরে জরা, মরণ, অহংকার এবং প্রবঞ্চনা লুক্কায়িত।'

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে নন্দা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। স্বকীয় জয় চিন্তা করিয়া সোল্লাসে তিনি ভগবদ্বাক্যের পুনরাবৃত্তিপূর্বক উহাতে স্বরচিত গীতি যোজনা করিলেন :

অদম্য উৎসাহের সহিত দেহের স্বরূপ ও
উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া আমি উহার
বাহির ও অন্তর সম্যকরূপে দেখিয়াছি।—৮৫
এই দেহের জন্য আর আমার চিন্তা নাই,
আমি অধ্যাত্মে রাগমুক্ত। লক্ষ্যবদ্ধ, অনাসক্ত
ও শান্তচিত্তে আমি নির্বাণের শান্তি উপভোগ
করিতেছি।—৮৬

৪২. নন্দুত্তরা

এই নারীও পূর্বোক্ত নারীদিগের ন্যায় বহু জন্মগ্রহণের পর বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে কুরুরাজ্যে কম্মস্‌সধম্ম নগরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া নির্গ্রন্থ[১]দিগের সংঘে প্রবেশপূর্বক ভদ্রা কুণ্ডলকেশার[২] ন্যায় বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া, তিনি ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইলে ভিক্ষু মহামৌদ্গলায়নের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহার সহিত তর্কে পরাস্ত হন। তৎপরে ভিক্ষুর উপদেশে বৌদ্ধসংঘভুক্ত হইয়া অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। এই সফলতায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি গাহিয়াছিলেন :

স্নানানুষ্ঠানের জন্য নদীতীর্থে গমনকালে আমি
অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য ও দেবতাদিগের পূজা করিতাম।—৮৭
শীর্ষার্ধমুণ্ডন, ভূ-শয্যায় শয়ন, রাত্রিভোজনে
বিরতি রূপ বহুবিধ ব্রত আমি পালন করিতাম।—৮৮
রাগের উদ্দীপনায় আমি রত্নালংকার, স্নান ও
সুগন্ধ প্রলেপাদি দ্বারা এই দেহকে ভূষিত
করিতাম।—৮৯
অবশেষে দেহের স্বরূপ দর্শনান্তে শ্রদ্ধালাভপূর্বক
গৃহত্যাগ করিয়া অনাগামিত্ব আশ্রয়
করিলাম। কামরাগ নির্মূল হইল।—৯০
সর্ব বাসনা ও কামনার সহিত জন্মচক্র ছিন্ন
হইল। সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া আমি চিত্তের
শান্তি পাইলাম।—৯১

৪৩. মিত্রকালী (মিত্তকালী)

এই নারীও পূর্বোক্ত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় বহুজন্ম পরিগ্রহান্তে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে কুরুরাজ্যে কম্মস্‌সধম্ম নগরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্মৃতি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় বিখ্যাত উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালাভপূর্বক তিনি ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করেন। তৎপরে সাত বৎসর তিনি দান গ্রহণ এবং সম্মান অর্জনে আসক্ত ছিলেন এবং গৃহত্যাগিণী হইয়াও ওই কালে প্রায়শই কলহে প্রবৃত্ত হইতেন। পরবর্তীকালে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অর্হত্ত্ব

---

[১]। জৈনদিগের অপর নাম।

[২]। ৪৩ নং গীতি দেখ।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যের উল্লাসে গাহিয়াছিলেন :

শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগপূর্বক অনাগামিত্ব অবলম্বন
করিয়া আমি ভক্তদিগের দান এবং সৎকার
গ্রহণে উৎসুক হইয়া পথে পথে ভ্রমণ
করিয়াছিলাম।—৯২

পরমার্থ অবহেলা করিয়া আমি হীনার্থ সেবী
হইয়াছিলাম। অনাচারে আসক্ত হইয়া প্রব্রজ্যার
উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম।—৯৩

স্বীয় ক্ষুদ্র কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া মর্মবেদনায়
চিন্তা করিলাম : তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়া আমি
উন্মার্গগামী হইয়াছি!—৯৪

আমার আয়ুষ্কাল প্রায় পূর্ণ; প্রাণনাশী বার্ধক্য
ও ব্যাধি আসন্ন। এই দেহের বিলয়ের পূর্বে
আমাকে ক্ষিপ্র হইতে হইবে।—৯৫

উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল স্কন্ধসমূহের প্রকৃত রূপ
অনুধাবন করিয়া বিমুক্তচিত্তে আমি উত্থান
করিলাম! বুদ্ধবাক্য সত্য হইল।—৯৬

৪৪. সকুলা[১]

এই নারী বুদ্ধ পদুমুত্তরের আবির্ভাবকালে হংসবতী নগরে রাজা আনন্দের কন্যা এবং বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভগ্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দা নামে অভিহিত হন। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। ওই সময়ে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন নারীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলে তিনিও একদিন ওইস্থান অধিকার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তৎপরে বহু সুকর্ম করিয়া এবং তজ্জনিত একাধিক সুখময় জন্মগ্রহণান্তে, যখন কাশ্যপ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ওই সময় পৃথিবীতে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণপূর্বক পরিব্রাজিকারূপে সংসার ত্যাগ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধের মন্দিরে সমস্ত রাত্রিব্যাপী দীপদানের অনুষ্ঠান করেন। ফলে ত্রয়ত্রিংশতি দেবতাদিগের স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করেন। পরে বুদ্ধ গৌতমের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণপূর্বক তিনি সকুলা

---

[১]। ইনি পকুলা নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।

নামে অভিহিত হন। বুদ্ধকর্তৃক জেতবনের দান গ্রহণ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া তিনি ধর্মে শ্রদ্ধাবতী হন; এবং পরবর্তীকালে সংঘভুক্ত জনৈক অর্হতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে সংঘে প্রবেশপূর্বক অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন দ্বারা অচিরে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন।

তৎপরে, পূর্বোক্ত সংকল্পের ফলে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে নৈপুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধকর্তৃক উহাতে সর্বোচ্চ স্থান প্রদত্ত হন। তদন্তর হর্ষাবেশে তিনি গাহিয়াছিলেন :

গৃহবাসকালে এক ভিক্ষুর ধর্মোপদেশ শ্রবণ
করিয়া আমি নির্মল ধর্মরূপ অক্ষয় নির্বাণের
মার্গ দর্শন করিলাম।—৯৭
পুত্রকন্যা ও ধনধান্যাদি পরিত্যাগপূর্বক মস্তক
মুণ্ডনান্তে আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা
আশ্রয় করিলাম।—৯৮
শিক্ষার্থিণী হইয়া উচ্চতর মার্গের শান্তির
অনুসরণে আমি রাগদোষাদির সহিত সমুদয়
আসব পরিহার করিলাম।—৯৯
ভিক্ষুণীব্রত উদযাপনান্তে পূর্বজন্মের স্মৃতি
ফিরিয়া আসিল। ধ্যানোৎকর্ষলব্ধ বিশুদ্ধ,
বিমল দিব্যদৃষ্টি আমি পাইলাম।—১০০
সংস্কারকে অনাত্ম, অনিত্য ও হেতুজাত
জানিয়া, সর্ব আসবের বিনাশ সাধন করিয়া
আমি এখন শান্ত, নির্বাণের শান্তিপ্রাপ্ত।—১০১

৪৫. সোণা

এই নারীও বুদ্ধ পদুমুত্তরের আবির্ভাবকালে হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। ওই সময়ে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে সম্যক ব্যায়ামের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান দান করিলে তিনিও একদিন ওই স্থান অধিকার করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। অতঃপর বহু সুখময় জন্ম পরিগ্রহান্তর তিনি গৌতমের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি দশ সন্তানের জননী হইয়া 'বহু পুত্রিকা' নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার স্বামী সংসার ত্যাগ করিলে, তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া

নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই পুত্র-পুত্রবধূগণ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরত হইল। তদন্তর, 'যে গৃহে আমার সম্মান নাই সেখানে থাকিয়া আমি কী করিব?' ইহা কহিয়া তিনি ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়াছি; সুতরাং আমাকে একান্তে বর্তমান কর্তব্যে রত হইতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দিবাভাগ ভিক্ষুণীদিগের সেবার জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া সমস্ত রাত্রি ধর্মগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিবার সংকল্প করিলেন। এইরূপে তিনি স্থির লক্ষ্যে ও অবিচলিত চিত্তে স্বীয় সংকল্প কার্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় সর্বজনবিদিত হইল। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা দেখিয়া মহিমা বলে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন :

'শতবর্ষের দীর্ঘায়ু লইয়া অমৃতপদের সন্ধান না পাওয়া অপেক্ষা উহার সন্ধান পাইয়া মাত্র একদিন জীবন ধারণও শ্রেয়।'

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ভিক্ষুণীদিগের শ্রেণি নির্দেশকালে ভগবান তাঁহাকে সম্যক ব্যায়ামে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলেন। সিদ্ধির উল্লাসে তিনি গাহিলেন :

স্কন্ধসমূহের এই মিলন মন্দিরে[১] আমি দশ
পুত্রকন্যা ধারণ করিয়াছিলাম। দুর্বল ও
জীর্ণ হইয়া আমি এক ভিক্ষুণীর নিকট গমন
করিলাম।—১০২

তিনি আমাকে স্কন্ধ ও আয়তনসমূহের[২] ধর্ম
সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশ
শ্রবণে মুণ্ডিত মস্তক হইয়া আমি প্রব্রজ্যা
আশ্রয় করিলাম।—১০৩

ত্রিবিদ্যার অনুশীলনে[৩] আমি নির্মল দিব্যচক্ষু
লাভ করিলাম; দূরাতীতের জন্ম ও নিবাসস্থলসমূহ
আমার জ্ঞাত হইল।—১০৪

---

[১]। এই দেহে।

[২]। পঞ্চস্কন্ধ; যথা : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। আয়তন—ক. ছয়টি আধ্যাত্মিক এবং খ. ছয়টি বাহির, যথা—ক. চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় এবং মন; খ. রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও ধর্ম।

[৩]। ৪ নং গীতি দ্রষ্টব্য।

আমি এখন একাগ্র ও সুসমাহিত হইয়া
অনিমিত্তের[১] ভাবনা করিতেছি। মুক্তিপ্রাপ্ত
ও অনাসক্ত হইয়া আমি নির্বাণে প্রবেশ
করিয়াছি।—১০৫
পঞ্চস্কন্ধের এই সংযোগ আমার পরিজ্ঞাত।
উহা এক্ষণে ছিন্ন মূল। আমি দৃঢ়ভিত্তিতে
স্থিত এবং অটল—পুনর্জন্মহীন।—১০৬

৪৬. ভদ্রা কুণ্ডলকেশা (ভদ্দা কুণ্ডলকেসা)

এই নারীও যখন পদুমুত্তর বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ওই সময় হংসবতী নগরে এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণকালে বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্দেশ করায়, তিনি একদিন ওই স্থান অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এবং দেব ও মনুষ্যলোকে বহু জন্ম পরিগ্রহান্তর, বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাবকালে তিনি কাশীরাজ কিকির সপ্ত কন্যার মধ্যে অন্যতম হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক বিংশতি সহস্র[২] বৎসর ধরিয়া শীলব্রত পালন করেন এবং সংঘের জন্য একটি বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দেন। সর্বশেষে বুদ্ধ গৌতমের সময় তিনি রাজগৃহ নগরে রাজ-কোষাধ্যক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভদ্রা নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি দেখিলেন যে নগররক্ষী রাজাদেশে রাজপুরোহিতের পুত্র সত্থুকে দস্যুতার অপরাধে বধার্থ লইয়া যাইতেছে। অপরাধীর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তিনি শয্যাশ্রয়পূর্বক কহিলেন : 'উহাকে পাইলে জীবন ধারণ করিব, নচেৎ মরিব।' পিতা ইহা অবগত হইয়া কন্যার প্রতি গভীর স্নেহবশত রক্ষীকে প্রচুর উৎকোচ দানপূর্বক অপরাধীকে মুক্ত করিলেন। পিতার অনুমতিক্রমে চৌর রত্নালংকার ভূষিতা ভদ্রার নিকট আনীত হইলে সে ভদ্রার রত্নসমূহের প্রতি লোভপরবশ হইয়া কহিল, 'ভদ্রা, নগর রক্ষীরা যখন আমাকে শৈলশৃঙ্গে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি উক্ত স্থানের দেবতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে প্রাণরক্ষা হইলে অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিব। তুমি অর্ঘ্য প্রস্তুত করো।' তাহার মনোরঞ্জনার্থ ভদ্রা ওই অনুরোধ পালন করিলেন। সমুদয় রত্নাদি অঙ্গে

[১]। ১৯ নং গীতি দ্রষ্টব্য।
[২]। ১২ নং গীতি দেখ।

ধারণ করিয়া তিনি দুষ্টের সহিত রথারোহণে শৈল শৃঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন। দুষ্ট ভদ্রার অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া একাকী তাঁহাকে লইয়া শৈলারোহণ করিল। তাহার আচরণে ভদ্রা তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে সে ভদ্রাকে তাঁহার সমুদয় অলংকার দেহ হইতে উন্মোচন করিতে আদেশ করিল। ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কী অপরাধ করিয়াছেন। উত্তরে দুষ্ট কহিল, 'তুমি কী মনে কর আমি এখানে অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি? আমি তোমার রত্নাভরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি।' 'কিন্তু প্রিয়, অলংকার কাহার, আমিই বা কাহার?' 'আমি তাহা জানি না' 'তথাস্তু, কিন্তু আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করো : আমাকে সালংকারা হইয়া তোমায় আলিঙ্গন করিতে দাও।' দুষ্ট সম্মত হইল। আলিঙ্গন করিবার ছলে ভদ্রা তাহাকে ধাক্কা দিয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিলেন। স্থানীয় দেবতা ইহা দেখিয়া ভদ্রার চাতুর্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন :

'সর্বক্ষেত্রেই মানুষ নারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; নারীও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। নারীও চতুর, সে চিন্তা করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয়।'

তদনন্তর ভদ্রা চিন্তা করিলেন, 'অতঃপর আমি আর গৃহে ফিরিব না,' আমি সংসার ত্যাগ করিব। এইরূপে তিনি নির্গ্রন্থদিগের সংঘভুক্ত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোন শ্রেণির ভিক্ষুণী হইবে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'যে শ্রেণিতে কঠোরতম নিয়ম পালন করিতে হয় সেই শ্রেণিতে।' এইরূপে তাহার তালবৃন্তের কঙ্কতিকা দ্বারা তাঁহার কেশোৎপাটন করিল। (কুণ্ডলাকারে কেশের পুনরাবির্ভাব হইলে তিনি কুণ্ডলকেশা নামে অভিহিত হইলেন।) নির্গ্রন্থদিগের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহা সম্যক জ্ঞান দানে অসমর্থ। এই হেতু তিনি নির্গ্রন্থদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানেই বিদ্বানগণের সন্ধান পাইলেন সেখানেই গমনপূর্বক তাহাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এতই বিদূষী হইলেন যে বিতর্কে তাঁহার সমকক্ষ তিনি কাহাকেও দেখিলেন না। তৎপরে তিনি একটি গ্রামের প্রবেশদ্বারে একটি বালুকার স্তূপ করিয়া উহার উপর একটি জম্বুবৃক্ষের শাখা রোপণপূর্বক বালক-বালিকাদিগকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, 'যে আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম, সে এই শাখা পদদলিত করিতে পারে।' ইহা কহিয়া তিনি আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সপ্তাহকাল পরেও শাখা দণ্ডায়মান রহিল দেখিয়া তিনি উহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ওই সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তনে নিযুক্ত হইয়া শ্রাবস্তীর নিকটস্থ

জেতবন উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। কুণ্ডলকেশাও পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রাম নিগম রাজধানীতে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া নগর দ্বারে ওই জম্বুশাখা স্থাপন করিয়া বালকদিগকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কহিলেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র উক্ত বালক-বালিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিজন্য এই শাখা এখানে রক্ষিত হইয়াছে?' তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বলিল। সারিপুত্র কহিলেন, 'যদি তাহাই হয়, শাখা পদদলিত করো।' বালক বালিকারা তাহাই করিল। তৎপরে কুণ্ডলকেশা নগরে ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পদদলিত শাখা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এইরূপ করিয়াছে। সমস্ত অবগত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন, 'অসমর্থিত তর্ক ফলপ্রসূ হয় না।' তৎপরে পুনরায় শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক পথ হইতে পথান্তরে ভ্রমণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'শাক্যবংশীয় তপস্বীদিগের সহিত আমার তর্কযুদ্ধ কে দেখিতে চাও?' এইরূপে বহু ব্যক্তি তাঁহার সমীপবর্তী হইলে তিনি তাহাদিগকে লইয়া বৃক্ষতলোপষ্টি সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া রীত্যনুযায়ী অভিবাদনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার জম্বুশাখা কি আপনারই আদেশে দলিত হইয়াছে?' 'হাঁ, আমারই আদেশে।' 'কে প্রশ্ন করিবে, কে উত্তর দিবে?' আমাকেই প্রশ্ন করো; ইচ্ছামতো আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।' এইরূপে উভয়ে প্রশ্নোত্তরে নিযুক্ত হইয়া সারিপুত্র জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রশ্ন নিঃশেষ হইলে ভদ্রা নিরস্ত হইলেন। তৎপরে সারিপুত্র কহিলেন, 'তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ; আমি তোমাকে মাত্র একটি প্রশ্ন করিব।' 'তথাস্তু।' 'এক কী?' কুণ্ডলকেশা হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, 'দেব, আমি জানি না।' সারিপুত্র কহিলেন, 'তুমি যখন ইহাও জান না, তখন আর কী জানা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে?' ইহা কহিয়া তিনি ভদ্রাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন। ভদ্রা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, 'দেব, আমি আপনার শরণ লইতেছি।' 'ভদ্রা, আমার শরণ লইও না; ভগবান বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার শরণ লও, তিনি দেব ও মনুষ্যলোকে সর্বপ্রধান।' 'আমি তাহাই করিব' ভদ্রা ইহা কহিয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় ভগবান নির্দিষ্ট ধর্মোপদেশের সময় তাঁহার নিকট গিয়া ও তাঁহার পূজা করিয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। বুদ্ধ ভদ্রার জ্ঞানের পূর্ণতা অবগত হইয়া কহিলেন :

'গাথা সহস্র শ্লোকত্মক হইলেও যদি উহা অর্থহীন হয়, তাহা হইলে অর্থপূর্ণ শান্তিপ্রদায়ী একটি মাত্র শ্লোকও উহাপেক্ষা শ্রেয়।'

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে ভদ্রা অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি বুদ্ধকর্তৃক

অভিষিক্ত হইয়া সংঘে প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিয়া তিনি নির্বাণের শান্তি উপভোগপূর্বক পরমানন্দে গাহিলেন :

কেশহীন, ধূলিম্লান ও একবস্ত্রাবৃত হইয়া আমি
ভ্রমণ করিতাম। যাহা বর্জনীয় তাহা গ্রহণীয়
মনে করিতাম, যাহা অবর্জনীয় তাহা পরিহার
করিতাম।—১০৭
দিবাবিশ্রামান্তে গৃধ্রকূটে গমন করিয়া ভিক্ষু-
সংঘপূজিত ভগবান বুদ্ধকে দেখিলাম।—১০৮
নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধের পূজা
করিলাম। 'ভদ্রে, এসো!' কহিয়া বুদ্ধ আমাকে
অভিষিক্ত করিলেন।—১০৯
পঞ্চাশৎ বৎসর অঙ্গ, মগধ, বজ্জী, কাশী এবং
কোশলদেশে ভ্রমণ করিয়া, অঋণী[১] হইয়া,
ভিক্ষালব্ধ অন্নে আমি জীবনধারণ
করিয়াছি।—১১০
যে বিজ্ঞ উপাসক মুক্তচিত্ত ভদ্রাকে চীবর দান
করিয়াছিলেন, তিনি বহু পুণ্য অর্জন
করিয়াছেন।—১১১

৪৭. পটাচারা

এই নারীও বুদ্ধ পদুমুত্তর আবির্ভূত হইবার কালে হংসবতী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন যখন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে সংঘের নিয়মাবলিতে অভিজ্ঞ ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলেন। উহা দেখিয়া তিনিও ওইরূপ সম্মান লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন। জীবনব্যাপী সুকর্ম করিয়া তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বহু জন্মগ্রহণান্তর বুদ্ধ কাশ্যপের সময় কাশীরাজ কিকির সপ্ত কন্যার মধ্যে অন্যতমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশতি সহস্র বৎসর পবিত্র জীবন যাপন করিয়া তিনি সংঘের নিমিত্ত বাসস্থান নির্মাণ

---

[১]। গীতিকারিকা এই স্থলে কহিতেছেন যে, যদিও তিনি রাষ্ট্রপিণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের নিকট ঋণী নহেন, তাহার কারণ পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। [তিনি সর্বসাধারণকে দানপ্রসূত পুণ্য অর্জন করিবার সুযোগ দিয়াছেন।]

করিয়া দেন। পৃথিবীতে যখন কোনো বুদ্ধ ছিলেন না ওই সময় ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া তিনি দেবতাদিগের মধ্যে বাস করেন। সর্বশেষে, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে রাজকোষাধ্যক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি গৃহে নিযুক্ত একজন পরিচারকের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতামাতা সমপদস্থ এক যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের দিন স্থির করিলে তিনি প্রণয়ীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি কহিলেন, 'স্বামীন, আমার শুশ্রূষা করিবার এখানে কেহই নাই, চল আমরা গৃহে যাই।' স্বামী 'আজ যাইব, কাল যাইব' করিয়া বিলম্ব করায় তিনি অবশেষে কহিলেন, 'এই নির্বোধ কখনোই আমাকে গৃহে লইয়া যাইবে না।' তৎপরে স্বামীর অনুপস্থিতিতে পথভ্রমণের সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া একাকিনী বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার গৃহযাত্রার সংবাদ স্বামীকে দিবার জন্য প্রতিবেশীগণকে অনুরোধ করিয়া গেলেন। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত অবগত হইয়া স্বামী অনুতাপসহকারে কহিলেন, 'আমারই কারণে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা আজ অসহায়।' তৎপরে তিনি দ্রুতপদে গমন করিয়া স্ত্রীর নিকটে পৌঁছিলেন। গৃহে পৌঁছিবার অর্ধপথ অতিক্রম করিলে স্ত্রী প্রসববেদনা অনুভব করিলেন। প্রসবান্তে তাঁহারা পুনরায় পল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসন্ন দ্বিতীয় প্রসবের সময়ও পূর্বানুরূপ ঘটিল। প্রভেদ এই যে মধ্যরাত্রিতে স্ত্রী যখন প্রসববেদনা অনুভব করিলেন, তখন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। স্ত্রী কহিলেন, 'স্বামীন, বৃষ্টি নিবারণের উপায় করো।' যখন স্বামী অরণ্যে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত ছিলেন, ওই সময় সর্প দংশনে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। স্ত্রী গভীর উদ্বেগে স্বামীর অপেক্ষায় ভয়ার্ত রোরুদ্যমান শিশুদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া ভূমিতে অবনত দেহে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিবার পর প্রত্যুষে স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। ক্রন্দন করিয়া তিনি কহিলেন, 'হায়, আমারই জন্য স্বামী মৃত!' সমস্ত রাত্রি তিনি অশ্রুমোচন ও বিলাপ করিলেন। এদিকে তাঁহার পথস্থ নদী অত্যধিক বারিপাতে স্ফীত হইয়া আজানু গভীর হইয়াছিল, তিনি উদ্ভ্রান্তি ও দুর্বলতাবশত উভয় শিশুকে লইয়া নদী উত্তরণে অক্ষম হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠকে এই তীরে রক্ষা করিয়া কনিষ্ঠকে লইয়া অপর পারে গমন করিলেন। স্বীয় মস্তাকাবরণ বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি শিশুকে শায়িত করিয়া পুনরায় নদীমধ্যে গমন করিলেন। অর্ধপথ অতিক্রম করিবার পর একটি শ্যেন পক্ষী, শিশুটিকে মাংসখণ্ড বোধে তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে ঊর্ধ্বে তুলিল। মাতার করতালির শব্দ ও চিৎকার

কার্যকরী হইল না, কারণ তিনি অনেক দূরে ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শিশু, মাতা তাহারই জন্য চিৎকার করিতেছেন মনে করিয়া, উত্তেজনায় নদী গর্ভে পতিত হইল। এইরূপে উভয় সন্তানই হারাইয়া মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। তথায় একজন মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথায় বাস করো?' সে উত্তর করিল, 'শ্রাবস্তীতে।' তৎপরে স্বীয় পিতামাতা ও তাঁহাদের বাসস্থানের উল্লেখ করিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রাবস্তীর ওই লোকদিগকে তুমি জানো?' 'আমি তাহাদিগকে জানি, কিন্তু তাহাদের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করুন।' 'আমি অন্য কিছু জানিতে চাই না। আমি তাহাদের বিষয়ই জানিতে চাই।' 'আপনি কি নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না? গতরাত্রির বৃষ্টি আপনি অবগত আছেন?' 'সত্য, আমি নিজে সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছি। আমি এখনোই তোমাকে সমস্ত বলিব। কিন্তু প্রথমে তুমি আমাকে বলো, ওই কোষাধ্যক্ষের পরিবারবর্গের কী হইয়াছে।' 'গত রাত্রে গৃহ ভগ্ন হইয়া তাহাদের উপর পতিত হয়, এখন কোষাধ্যক্ষ, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার পুত্র একই চিতায় দগ্ধ হইতেছেন। ওই দেখুন, চিতার ধূম দেখা যাইতেছে।' ইহা শুনিয়া তিনি শোকে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন, অঙ্গের বসন খসিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি তাহাও জানিতে পারিলেন না।

'দুই সন্তানই হারাইয়াছি, অরণ্যে স্বামীর
মৃতদেহ পড়িয়া আছে; একই চিতায় মাতা,
পিতা ও ভ্রাতা দগ্ধ হইতেছেন।

এইরূপ বিলাপোক্ত করিয়া ওই দিন হইতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কটিসংলগ্ন বস্ত্র চ্যুত হওয়ায় তাঁহার নাম হইয়াছিল 'পটাচারা'।[১] জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, 'দূর হও' উন্মাদিনী।' কেহ তাঁহার মস্তকে আবর্জনা নিক্ষেপ করিল, কেহ ধূলি, কেহ বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিল। ওই সময় বুদ্ধ জেতবন উদ্যানে বহু সংখ্যক শ্রোতা পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। তিনি নারীকে ওইরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্তি অভিলাষ করিলেন। নারী বিহারাভিমুখে আগমন করিলে ভগবানও সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রোতৃবর্গ নারীকে দেখিয়া কহিল, 'উন্মাদিনীকে যেন এখানে আসিতে দেওয়া না হয়।' ভগবান কহিলেন, 'উহাকে বাধা দিও না।' তৎপরে নারী তাঁহার সমীপবর্তিনী হইলে

---

[১]। পট (পট্ট) + আচরা।

তিনি তাঁহাকে কহিলেন : 'ভগিনি, তুমি স্মৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হও।' বুদ্ধের অলৌকিক প্রভাবে হৃত স্মৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তিনি বিবসনা। লজ্জা ও জ্ঞানের উদয়ে অভিভূত হইয়া তিনি সঙ্কুচিত দেহে বসিয়া পড়িলেন। এক ব্যক্তি তাহার গাত্রবস্ত্র তাঁহাকে দান করিল। তিনি উহাতে দেহ আবৃত করিয়া বুদ্ধের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। পরে বুদ্ধের পূজা করিয়া কহিলেন, 'ভগবান, রক্ষা করো। আমার এক সন্তান শ্যেন পক্ষী দ্বারা অপহৃত, অপরটি জলমগ্ন; পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগ্ন গৃহের পতনে বিনষ্ট হইয়া একই চিতায় দগ্ধ হইতেছেন।' এইরূপে তিনি বুদ্ধের নিকট শোকের কারণ ব্যক্ত করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে এইরূপ শিক্ষা দিলেন : 'পটাচারা, তোমার হৃত ধনের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সন্তান প্রভৃতির জন্য তুমি যেমন এখন অশ্রুপাত করিতেছ, সেইরূপ পূর্বেও অগণ্য জন্মে একই কারণে অশ্রুপাত করিয়াছ। তোমার অশ্রু চারিটি মহাসমুদ্রের একত্রীভূত বারি অপেক্ষাও অধিক :

'দুঃখতপ্ত মানুষের অশ্রুর রাশি মহাসমুদ্র চতুষ্টয়ের বারিরাশি অপেক্ষাও অধিক। শোকমগ্ন হইয়া বৃথা কেন জীবন নষ্ট করিতেছ?'

এইরূপে কোন পথে মুক্তি অলভ্য, ভগবানের উপদেশে তাহা অবগত হইয়া সন্তপ্তা জননীর শোকের ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইল। ভগবান পুনরায় কহিলেন, 'পটাচারা, লোকান্তরে সন্তান সন্ততি, আত্মীয় কুটুম্ব কেহই মানুষকে কোনো প্রকার সাহায্য করণে অক্ষম। এই পৃথিবীতেই তাহারা উহা করিতে অসমর্থ। সেই হেতু, জ্ঞানীমাত্রই বিশুদ্ধ আচারপরায়ণ হইয়া নির্বাণপ্রদায়ী মার্গের অনুশীলন করিবেন।' শোকাতুরা নারীকে এইরূপ উপদেশ দানান্তে বুদ্ধ কহিলেন :

'পুত্র, পিতা, আত্মীয়বর্গ কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলে রক্তের সম্বন্ধ তোমাকে আশ্রয় দিবে না। এই সত্য অনুধাবন করিয়া প্রাজ্ঞ শীল পালনপূর্বক সত্বরে নির্বাণের পথে পরিষ্কৃত করেন।'

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে পটাচারা 'স্রোতাপন্ন'[১] হইয়া অভিষেকের বাসনা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষুণীদিগের সমীপস্থ করিয়া সংঘভুক্ত করাইলেন।

উচ্চতর মার্গের অনুশীলনে রত হইয়া পটাচারা একদিন একটি বাটি জলে পূর্ণ করিয়া পাদ প্রক্ষালনান্তে পাত্রস্থ জলের কিয়দংশ ঢালিয়া

---

[১]। মুক্তির চারিটি সোপানের প্রথম। অপর তিনটি যথাক্রমে সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ।

ফেলিলেন। জল অল্পদূর গড়াইয়া অদৃশ্য হইল। পুনরায় তিনি ওইরূপ করিলেন, জল পূর্বাপেক্ষা বেশিদূর গমন করিল। তৃতীয়বার জল আরও বেশিদূর গিয়া পরে অদৃশ্য হইল। এই ঘটনাকে ধ্যানের ভিত্তি করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, 'এইরূপেই জীবসমূহও বাল্যে, কিংবা মধ্যবয়সে, কিংবা বার্ধক্যে মরণপ্রাপ্ত হয়।' গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট ভগবান মহিমার বিকাশপূর্বক পটাচারার সম্মুখস্থরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন, 'পটাচারা, সর্বজীবই মৃত্যুর অধীন; অতএব এমনভাবে জীবনধারণ করা উচিত যাহাতে পঞ্চস্কন্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হয়। ওই দৃষ্টি লাভ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা উহা লাভ করিয়া মাত্র এক দিন, এক মুহূর্তও জীবন ধারণ শ্রেয়।

'যে মানুষ শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পায় না, তাহার পক্ষে উহা দেখিয়া মাত্র এক দিন জীবন ধারণও শ্রেয়।'

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে পটাচারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। স্বীয় সফলতার উল্লাসে তিনি গাহিলেন :

লাঙ্গলদ্বারা তুমি কর্ষণ ও বীজ বপনপূর্বক
মনুষ্যধন লাভ করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করে।—**১১২**
শীলবতী ও বুদ্ধশাসন পালনে তৎপর হইয়া,
অনলস ও নিরহংকার হইয়া আমি নির্বাণ
পাইব না?—**১১৩**
একদিন পাদপ্রক্ষালনান্তে পাদোদকে ফুৎকার
পূর্বক নিম্নগামী জলপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিয়া,
উচ্চশ্রেণির অশ্ব যেরূপে শিক্ষিত হয়, সেইরূপ
আমি চিত্তকে শান্ত করিলাম।—**১১৪**
তৎপরে দীপগ্রহণপূর্বক বিহারে প্রবেশ
করিলাম; পরে শয্যা অবলোকন করিয়া
মঞ্চোপরি উপবেশন করিলাম।—**১১৫**
অনন্তর সূচি লইয়া দীপবর্তিকা নিম্নে টানিয়া
তৈলে নিমজ্জিত করিলাম—দীপের নির্বাণ
হইল! আমার চিত্তও দীপেরই ন্যায় মুক্ত হইল!—**১১৬**

৪৮. পটাচারার ত্রিংশতি ভিক্ষুণী

এই নারীগণও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া, জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া মুক্তির পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে সদ্বংশে জন্মগ্রহণপূর্বক পটাচারার উপদেশ শ্রবণান্তর তদ্দারা দীক্ষিত হইয়া সংঘে প্রবেশ করেন। যৎকালে তাঁহারা ধর্মানুশীলনে ও স্বীয় স্বীয় কর্তব্যে রত ছিলেন, ওই সময় পটাচারা তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশে সম্বুদ্ধ করেন :

পুরুষ মুষলাদি দ্বারা ধান্য চূর্ণকরণে রত
হইয়া, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণার্থে, ধনাহরণ
করে।—১১৭
তোমরা বুদ্ধের ইচ্ছা পূরণে রত হও, উহা
অনুতাপ আনয়ন করিবে না। শীঘ্র পাদ-
প্রক্ষালনান্তে একাকিনী হইয়া উপবেশন করো,
চিত্তকে শান্ত করিয়া বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ করো।—১১৮

উপদেশ শ্রবণান্তে ভিক্ষুণীগণ উদ্বুদ্ধ হইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে উহার যথাযথ অনুশীলনে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণপূর্বক অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহারা সাফল্যের উল্লাসে নিম্নলিখিত গীতি গাহিয়া উহাতে পটাচারার উক্তি যোজনা করিলেন :

পটাচারার উপদেশানুবর্তিনী হইয়া ভিক্ষুণীগণ
অবিলম্বে পাদপ্রক্ষালন করিয়া একাকিনী
হইয়া উপবেশনপূর্বক চিত্তের শান্তি রক্ষায়
নিযুক্ত হইয়া বুদ্ধশাসন পালনে রত
হইলেন।—১১৯
রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্বজন্মের স্মৃতি এবং
দ্বিতীয় প্রহরে নির্মল দিব্যচক্ষু আসিল; শেষ
প্রহরে অবিদ্যার অন্ধকার দূর হইল।—১২০
উত্থান করিয়া তাঁহারা পটাচারার পাদ বন্দনা
করিলেন : তোমার ইচ্ছা পূর্ণ! সংগ্রামে
অপরাজেয় ত্রিংশতি দেবাধিপতি ইন্দ্র যেরূপ
পূজিত, আমরাও সেইরূপেই তোমার পূজা
করিব। আমরা ত্রিবিদ্যালব্ধ ও আসবমুক্ত।—১২১

৪৯. চন্দ্রা

এই নারীও পূর্বোক্তদিগের ন্যায় অতীতে বহু জন্ম পরিগ্রহান্তর বুদ্ধ গৌতমের সময় এক ব্রাহ্মণ পল্লীতে কোনো অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণে করেন। শৈশবেই পিতামাতা হৃতসর্বস্ব হওয়ায় তিনি অতিশয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া আত্মীয়বর্গ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বীয় ভরণ-পোষণে অক্ষম হইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পটাচারার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উহার কিয়ৎ পূর্বেই পটাচারা আহার সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীগণ, দুর্দশাগ্রস্তা ক্ষুধার্তা নারীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যে তাঁহার ক্ষুধা শান্তি করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের বদান্যতায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া চন্দ্রা উপদেশ দান নিরতা থেরীর সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। মনোনিবেশপূর্বক উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। অধ্যবসায়ের সহিত থেরীর উপদেশ পালন করিয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনতিবিলম্বে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া তিনি গাহিয়াছিলেন :

বিধবা, নিঃসন্তান, মিত্র ও জ্ঞাতিহীন, নিরন্ন ও
বস্ত্রহীন হইয়া আমি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম।—১২২
দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা
করিতাম। রৌদ্রতপ্ত ও শীতার্ত হইয়া সাত
বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলাম।—১২৩
তৎপরে এক ভিক্ষুণীর দর্শন পাইলাম। তিনি
আমাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক পানভোজনে
তৃপ্ত করিয়া অনাগামিত্ব আশ্রয় করিতে কহিলেন।—১২৪
তিনি—পটাচারা—কৃপাপূর্বক আমাকে
প্রব্রজ্যা দান করিলেন। তৎপরে ধর্মোপদেশ
দ্বারা তিনি আমাকে পরমার্থে নিয়োজিত
করিলেন।—১২৫
ওই উপদেশ পালন করিয়া আমি তাঁহার ইচ্ছা
পূর্ণ করিয়াছি—অমোঘ এই দেবীর উপদেশ!
আমি এক্ষণে ত্রিবিদ্যা সিদ্ধ ও আসবমুক্ত।—১২৬

ষষ্ঠ সর্গ

ষড় শ্লোকাত্মক গীতি

৫০. পটাচারার পাঁচশত ভিক্ষুণী

এই নারীগণও পূর্বোক্ত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় অতীত বুদ্ধগণের সময়ে বহু জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বিভিন্ন স্থানে সদ্বংশে জন্ম লাভপূর্বক বিবাহিতা ও সন্তানবতী হইয়া সংসারিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কর্মফলে তাঁহারা সন্তান বিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করেন। শোকাভিভূত হইয়া তাঁহারা পটাচারার নিকট আসিয়া দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভিক্ষুণী তাঁহাদের দুঃখ শান্ত করিয়া কহিলেন :

মানুষ কোন পথে আসে এবং কোন পথে
চলিয়া যায় তাহা অজ্ঞাত। তবে কী নিমিত্ত,
যে তোমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাকে
'আমার পুত্র, আমার পুত্র' বলিয়া রোদন
করিতেছ?*—**১২৭**

সে কোন পথে আসিয়াছিল এবং কোন পথে
চলিয়া গেল তাহা তোমার অজ্ঞাত। রোদন
করিও না, পৃথিবীতে ইহাই প্রাণীর ধর্ম।—**১২৮**

অযাচিত হইয়া সে আসিয়াছিল, চলিয়া
যাইতেও সে আদিষ্ট হয় নাই। মাত্র
কতিপয় দিনের জন্য কোথা হইতে এই আগমন
ও অবস্থান?—**১২৯**

এক পথে আগমন, অন্য পথে গমন, মরণান্তে
রূপান্তর গ্রহণ—যেরূপ আগমন সেইরূপই
প্রস্থান, রোদন কী নিমিত্ত?—**১৩০**

থেরীর উপদেশে বিক্ষোভিত অন্তরে নারীগণ সংসার ত্যাগ করিলেন।

---

* অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনংগতাঃ।
নতে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা ॥ [মহাভারত—স্ত্রীপর্ব]
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ গীতা—২য় অধ্যায়

অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনপূর্বক অনতিবিলম্বে তাঁহারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহারা থেরীর গাথা পুনরাবৃত্তিপূর্বক উহাতে নিম্নলিখিত গীতি যোজনা করিলেন :

হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থিত যে শেলসম পুত্রশোক
আমাকে দগ্ধ করিতেছিল উহা আজ উন্মুলিত।—১৩১
আজ আমি জ্বালাহীন, আমার হৃদয় শান্ত,
আমি নির্বাণপ্রাপ্ত। আমি মুনি বুদ্ধ, ধর্ম ও
সংঘের শরণ লইলাম।—১৩২

উক্ত পাঁচশত ভিক্ষুণী পটাচারার উপদেশে পারদর্শী হওয়ায় তাঁহারা পটাচারার ভিক্ষুণী অভিহিত হন।

৫১. বাশিষ্ঠী (বাসিট্‌ঠী)

পূর্বোল্লিখিত নারীগণের ন্যায় এই নারীও অতীতে বহু জন্মগ্রহণান্তে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে বৈশালী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম লাভ করেন। উপযুক্ত পাত্রে বিবাহিত হইয়া তিনি এক পুত্র লাভ করিয়া স্বামীর সহিত সুখে বাস করেন। পুত্রটি যখন চলিতে শিখিল সেই সময় তাহার মৃত্যু হইল। মাতা শোকে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন। আত্মীয়বর্গ যখন স্বামীকে সান্ত্বনা দানে রত ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের অজ্ঞাতে শোকাতুরা মাতা আর্তনাদ করিতে করিতে গৃহত্যাগ করিলেন। ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া তিনি মিথিলায় উপনীত হইলেন। ওইস্থানে তিনি তথাগতের দর্শন লাভ করিলেন। ভগবান তখন নগরীর পথে চলিতেছিলেন। তাঁহার শান্ত সংযত অপূর্ব মূর্তি দর্শনে এবং তদীয় অলৌকিক মহিমার প্রভাবে পুত্রশোকোন্মাদিনী জননী সুস্থ হইলেন। তৎপরে বুদ্ধ তাঁহাকে সংক্ষেপে ধর্মশিক্ষা দান করিলে তিনি সোদ্বেগে সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধের আদেশে তিনি অভিষিক্ত হইলেন। শিক্ষার্থিণীর প্রাথমিক কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেন এবং সর্বশক্তি প্রয়োগপূর্বক সাধনার ফলে অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। সাফল্যের আনন্দে তিনি গাহিলেন :

পুত্রশোকার্তা, উন্মাদিনী প্রায়, বিবসনা ও
আলুলায়িতকেশা হইয়া, আমি পথিপার্শ্বস্থ
জঞ্জাল স্তূপে, শ্মশানে ও শকটবর্ত্মে ক্ষুধার্তা
ও তৃষ্ণার্তা হইয়া তিন বৎসর ভ্রমণ করিয়াছি।—১৩৩-৩৪
পরিশেষে মিথিলা নগরে সুগতের দর্শন

পাইলাম—সেই সুগত, যিনি অদান্তের দমন
কারক, অকুতোভয় বুদ্ধ।—১৩৫
সুস্থ হইয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া উপবেশন
করিলাম। তিনি, সেই গৌতম, অনুকম্পা
পরবশ হইয়া আমাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন।—১৩৬
তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসারত্যাগ
পূর্বক প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলাম—বুদ্ধ বাক্য
পালন করিয়া সর্বোত্তম মঙ্গলের অধিকারিণী
হইলাম।—১৩৭
এক্ষণে আমি সর্বশোক হইতে বিমুক্ত,
যেহেতু যাহা হইতে শোকের উৎপত্তি তাহা
আমার পরিজ্ঞাত।—১৩৮

৫২. ক্ষেমা (খেমা)

যখন বুদ্ধ পদুমুত্তর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ওই সময়ে এই নারী হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণপূর্বক দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষু সুজাতকে ভিক্ষায় নিযুক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তিনখানি সুমিষ্ট পিষ্টক এবং স্বীয় মস্তকের কেশ দান করিয়া কহিলেন, 'আমি যেন ভবিষ্যতে কোনো বুদ্ধের শিষ্যত্ব লাভ করি!' যথাশক্তি সুকৃতি অর্জনপূর্বক বহু জন্ম দেব ও মনুষ্যলোকে রাজ্ঞীরূপে বিচরণ করিয়া বুদ্ধ বিপশ্বীর সময় তিনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ধর্মপ্রচার কার্যে ব্রতী হন। বুদ্ধ ককুসন্ধের সময়ে তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক এক বৃহৎ উদ্যান নির্মাণ করিয়া সবুদ্ধ সংঘকে উহা দান করেন। কাশ্যপ বুদ্ধ হইবার কালে তিনি নৃপতি কিকির[১] জ্যেষ্ঠা কন্যা সমণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুজীবন যাপন করেন ও সংঘকে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দেন। অবশেষে, বুদ্ধ গৌতমের সময় তিনি মগধদেশে সাগল নগরে মগধরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষেমা নামে অভিহিত হন। সুন্দরী ও স্বর্ণবর্ণা ক্ষেমা নৃপতি বিম্বিসারের পত্নী হন। ওই সময় বুদ্ধের বেণুবনে[২] অবস্থানকালে, ক্ষেমা বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে অস্বীকৃত হন, কারণ সৌন্দর্যগর্বিতা ক্ষেমা মনে

---

[১]। ১২ নং গীতি দ্রষ্টব্য।

[২]। বিম্বিসার কর্তৃক সংঘকে উপহৃত উদ্যান। উহা রাজগৃহ হইতে ছয় মাইল দূরে স্থিত।

করিতেন যে তাঁহার রূপাভিমান বুদ্ধকর্তৃক নিন্দিত হইবে। তাঁহাকে বুদ্ধদর্শনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য রাজাদেশে রাজপুরীস্থ সকলে তাঁহার নিকট উদ্যানের প্রশংসা কীর্তন করিলে তিনি অবশেষে ওই স্থানে যাইতে সম্মত হইলেন। উদ্যানে গিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার বুদ্ধের দর্শন লাভ ঘটিল। তিনি বুদ্ধের সম্মুখবর্তিনী হইলে, ভগবান স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক স্বর্গের অপ্সরার সৃষ্টি করিলেন, উহা তালবৃন্ত লইয়া বুদ্ধকে ব্যজনে রত হইল। ওই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেমা মনে করিলেন, 'ভগবান স্বর্গের দেবীর ন্যায় সৌন্দর্যশালিনী নারীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। আমি উহাদিগের দাসী হইবারও উপযুক্ত নই। আমার হীন অভিমান আমাকে ধ্বংস করিয়াছে!' তিনি দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধের ইচ্ছাক্রমে ব্যজনরতা অপ্সরা যৌবন হইতে মধ্যবয়সে এবং উহা হইতে বার্ধক্যে উপনীত হইল, ওই দশায় দন্তহীন, পক্বকেশ ও লোলচর্ম হইয়া অবশেষে তালবৃন্ত হস্তে ভূপতিত হইল। তৎপরে ক্ষেমা, পূর্বজন্মের সংকল্পবশত চিন্তা করিলেন, 'ওই অপূর্ব সৌন্দর্যের এই পরিণতি? তবে তো আমার দেহেরও ওই পরিণাম!' বুদ্ধ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া কহিলেন :

'স্বকৃত জালে ঊর্ণনাভের নিম্নগতির ন্যায়
কামাসক্তগণের অধঃপতন হয়। কিন্তু যাঁহারা
সমস্ত শৃঙ্খল মোচন করিয়া মুক্ত, যাঁহাদের
চিত্ত পরমার্থে সংলগ্ন হইয়াছে, তাঁহারা
সংসারত্যাগ করিয়া ভোগসুখ পরিহার করেন।'[১]

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে ক্ষেমা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। পরবর্তীকালে জেতবন বিহারে আর্য সম্মিলনে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণ কর্তৃক অন্তর্দৃষ্টিতে সর্বপ্রধানরূপে স্বীকৃত হন।

একদিন যখন ক্ষেমা বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, ওই সময় মার, মুর্ত অশুভ, তরুণের বেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল :

তুমি রূপসী যুবতী, আমি রূপবান যুবক,
এস ক্ষেমা, পঞ্চাঙ্গিক[২] তূর্যের ধ্বনির সহিত
আমরা প্রমোদে রত হই।—১৩৯

১। ধর্মপদ ৩৪৭ শ্লোক।

২। পঞ্চবিধ তূর্য—আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন, সুসির।

‘এই ঘৃণিত, ক্ষণভঙ্গুর, ব্যাধিমন্দির কর্তৃক
আমি উৎপীড়িত। আমি কামতৃষ্ণার
মূলোচ্ছেদ করিয়াছি।—১৪০
কামতৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ ছুরিকা ও শূলের ন্যায়
বিদ্ধ করে। তোমার কাছে যাহা ভোগের
আনন্দ, আমার কাছে তাহা দুঃখ।—১৪১
অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া আমি
সর্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করিয়াছি।
হে পাপী, ইহা জানিয়া রাগ; হে কাল, তুমি
পরাজিত।—১৪২
মূঢ়গণ, তোমরা যথার্থের জ্ঞানহীন হইয়া,
নক্ষত্রগণকে নমস্কার ও তপোবনে অগ্নিপূজা
করিয়া শুদ্ধি লাভের আশা করো।—১৪৩
আমি সর্বোত্তম পুরুষ বুদ্ধের পূজা করিয়া,
বুদ্ধশাসন পালন করিয়া সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত
হইয়াছি।’—১৪৪

৫৩. সুজাতা

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যরাশি সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধ গৌতমের সময়ে সাকেত নগরে তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিতা হইয়া তিনি স্বামীর সহিত সুখে বাস করেন। একদা প্রমোদ উদ্যানে নক্ষত্রোৎসব হইতে অনুচরবর্গের সহিত নগরে প্রত্যাবর্তনকালে অঞ্জন উদ্যানে তিনি বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন ও বন্দনান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ সুজাতার চিত্তের নির্মলতা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে প্রাণস্পর্শী ধর্মোপদেশ দিলেন। ওই উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিণত বোধশক্তিসম্পন্না সুজাতা সেইক্ষণেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধের বন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তিনি স্বামী ও স্বামীর পিতামাতার অনুমতি লইয়া বুদ্ধের আদেশক্রমে ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ লাভ করিলেন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি গাহিলেন :

অলংকাতা, সুবসনা, মাল্যবিভূষিতা, চন্দনচর্তিা,
সর্বাভরণশোভিতা হইয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে

পর্যাপ্ত পানাহারের সহিত গৃহ হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রমোদ উদ্যানে
আসিলাম।—১৪৫-৪৬
তথায় আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিয়া
স্বীয় গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সাকেতের
নিকটস্থ অঞ্জন উদ্যানে বিহার দর্শন করিয়া
উহাতে প্রবেশ করিলাম।—১৪৭
জগজ্জ্যোতির দর্শনলাভান্তে বন্দনাপূর্বক
উপবেশন করিলাম। সেই চক্ষুষ্মান অনুকম্পা
পরবশ হইয়া আমাকে ধর্মোপদেশ দিলেন।—১৪৮
মহর্ষির উপদিষ্ট সত্য আমার মর্মস্পর্শ করিল,
তদ্দণ্ডেই অমৃত পদপ্রদর্শী ধর্মের পূর্ণানুভূতি
হইলে।—১৪৯
এইরূপে সদ্ধর্মের জ্ঞান লাভ করিয়া আমি
গৃহত্যাগ করিলাম। এক্ষণে আমি ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ।
বুদ্ধবাক্য অমোঘ!—১৫০

৫৪. অনুপমা (অনোপমা)

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে সুকৃতি অর্জনপূর্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে সাকেত নগরে শ্রেষ্ঠী মজ্ঝের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইয়া তিনি 'অনোপমা'[১] নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বহু ধনবান যুবক, রাজমন্ত্রী, রাজপুত্র প্রভৃতি তাঁহারা পাণিপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু অনোপমা গার্হস্থ্য জীবনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, কারণ তাঁহার চিত্ত উচ্চতর লক্ষ্যে আবদ্ধ ছিল। তিনি বুদ্ধের সমীপবর্তিণী হইলে বুদ্ধ তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। ওই উপদেশে প্রলুব্ধ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভের একান্ত আগ্রহে তিনি মুক্তির তৃতীয় সোপান অনাগামীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে বুদ্ধের অনুমতিক্রমে ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ লাভপূর্বক সপ্ত দিবসান্তে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। স্বীয় সাফল্য স্মরণ করিয়া তিনি গাহিলেন :

আমি বহু ধনৈশ্বর্যশালী উচ্চবংশোদ্ভূত মজ্ঝের

---

[১]। অনুপমা।

কন্যা, রূপে ও বর্ণে শ্রেষ্ঠা।—১৫১
রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠী পুত্র প্রভৃতি সোৎসুকে আমার
পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা পিতার
নিকট দূত প্রেরণপূর্বক কহিয়াছিলেন :
'অনোপমাকে আমায় দান করুন।—১৫২
তুলাদণ্ডে তূলিতা অনোপমার দেহভারের অষ্টগুণ
পরিমিত স্বর্ণরত্নাদি আমি দিতে প্রস্তুত।'—১৫৩
কিন্তু আমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, বুদ্ধের
সমীপবর্তিনী হইয়া তদীয় পাদ বন্দনান্তে
অদূরে উপবেশন করিলাম।—১৫৪
সেই গৌতম অনুকম্পাপরবশ হইয়া আমাকে
ধর্মোপদেশ দিলেন। আসনোপবিষ্ট হইয়াই
মার্গের তৃতীয় ফল[১]প্রাপ্ত হইলাম।—১৫৫
তৎপরে কেশ কর্তনপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন
করিলাম। আমার তৃষ্ণার নিবৃত্তির আজ
সপ্তম রাত্রি।—১৫৬

৫৫. মহাপ্রজাপতি গৌতমী (মহাপজাপতী গোতমী)

এই নারী, যে সময় পদুমুত্তর বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ওই সময়ে হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানকালে একজন ভিক্ষুণীকে অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্থান দান করিলে পূর্বোক্তা নারীও একদিন ওই আসন অধিকার করিতে বদ্ধপরিকর হন। বহু জন্মের পর তিনি, বুদ্ধ কাশ্যপ এবং বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী যুগে, যখন জগতে কোনো বুদ্ধ ছিলেন না, ওই যুগে পুনরায় বারাণসীতে পঞ্চশত দাসীর প্রধানারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ষা আগত প্রায় হইলে পাঁচজন পচ্চেক বুদ্ধ ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া নন্দমূলক পর্বতগুহা হইতে ইসিপতনে[২] আসিলে উল্লিখিত দাসীগণ বর্ষার তিন মাস অতিবাহিত করিবার জন্য বুদ্ধদিগকে পাঁচটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন ও ওই সময়ের জন্য তাঁহাদের যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। পূর্বোক্তা নারী বারাণসীর

[১]। অনাগামীত্ব।
[২]। বারাণসীর নিকটস্থ বর্তমান সারনাথ।

নিকটস্থ এক তন্তুবায় পল্লীতে তত্রত্য প্রধানের গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় পচ্চেক বুদ্ধগণের সেবা করিয়াছিলেন। সর্বশেষে, বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে তিনি দেবদহ নগরে মহাসুপ্রবুদ্ধের গৃহে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। তিনি গৌতম বংশীয়া এবং মায়াদেবীর সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। নৃপতি শুদ্ধোধন দুই ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধ ধর্ম প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়া বৈশালী নগরে আগমন করিলে তদীয় পিতা স্বর্গগত হন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়া বুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বুদ্ধ অনুমতি দানে অস্বীকৃত হইলেন। তৎপরে প্রজাপতি মস্তক মুণ্ডন ও পীতবস্ত্র পরিধানপূর্বক পাঁচশত শাক্যবংশীয় নারী সমভিব্যাহারে বৈশালীতে গমন করিলেন। তথায় থেরো আনন্দ তাঁহাদের পক্ষ গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধের নিকট আবেদন করিলেন। এইবার প্রজাপতির প্রার্থনা পূর্ণ হইল, নারীগণ ভিক্ষুণী সংঘভুক্ত হইলেন।

অভিষেকান্তে মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের সমীপে আগমনপূর্বক তাঁহার বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলে, বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দান করিলেন। অধ্যবসায় বলে অবিলম্বে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

পরবর্তীকালে জেতবন বিহারে ভিক্ষু সম্মিলনীতে মহাপ্রজাপতি বুদ্ধকর্তৃক অভিজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়াছিলেন। নির্বাণের শান্তির অধিকারিণী হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে তিনি গাহিয়াছিলেন :

সর্বোত্তম প্রাণী বীর বুদ্ধকে নমস্কার। তিনি
আমারও অন্য বহুজনের দুঃখ মোচন
করিয়াছেন।—১৫৭

সর্বদুঃখের কারণ আমার পরিজ্ঞাত।
অশুভের-হেতু তৃষ্ণা এক্ষণে বিশুষ্ক। আমি
দুঃখের নিবৃত্তিদায়ক আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে
বিচরণ করিতেছি।—১৫৮

যথার্থ অপরিজ্ঞাত ও লক্ষ্যহীন হইয়া আমি
পূর্বে মাতা, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ও মাতামহীরূপে
বহু জন্মগ্রহণ করিয়াছি।—১৫৯

এক্ষণে ভগবানের সন্দর্শনে আমি জানিয়াছি
এই দেহই আমার সর্বশেষ দেহ। জাতিচক্র

চূর্ণীকৃত হইয়াছে, আমার আর পুনর্জন্ম
অসম্ভব।—১৬০
আন্তরিক উদ্যমসম্পন্ন, দৃঢ়-চেতা, অটল,
শক্তিশালী সংঘভুক্ত সমগ্র ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রতি
দৃষ্টিপাত করো, ইহাই বুদ্ধের বন্দনা।—১৬১
অহো! সত্যই বহুজনের মঙ্গলার্থে মায়াদেবী
গৌতমকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই গৌতম
যিনি ব্যাধি মরণজনিত দুঃখের নাশ
করিয়াছেন!—১৬২

৫৬. গুপ্তা (গুত্তা)

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয়পূর্ণ সঞ্চয়পূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গুপ্তা নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি গার্হস্থ্য জীবনে বীতরাগ হন এবং পিতামাতার অনুমতিক্রমে মহাপ্রজাপতির নিকট দীক্ষিত হইয়া সংঘে প্রবেশ করেন। তদনন্তর, সানুরাগে ধর্মসাধনে নিযুক্ত হইলেও তাঁহার চিত্ত বাহ্যবস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া একাগ্রতা লাভে অসমর্থ হইয়াছিল। তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বুদ্ধ স্বীয় মহিমাবলে শূন্যে উপবিষ্টরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া কহিলেন :

গুপ্তে, সন্তানাদি পার্থিব ঐশ্বর্যের আশা
বিসর্জন দিয়া যে ধনের জন্য তুমি প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিয়াছ, উহাতেই একাগ্র হও, বিদ্রোহী
মনোবৃত্তির বশীভূত হইও না।—১৬৩
চিত্তকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য মারের কবলে
পতিত হয়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জন্মবহুল সংসার
চক্রের অনুসরণ করে।—১৬৪
কিন্তু, ভিক্ষুণী, তোমার লক্ষ্য অন্য, তুমি
ভোগতৃষ্ণা, দ্বেষ, আত্মত্ব, ব্রতানুষ্ঠানানুরাগ ও
সংশয় রূপ ইহলোক-সংক্রান্ত পঞ্চ বিঘ্ন
অতিক্রম করিবে, তুমি আর এই সংসারে
আসিবে না।—১৬৫-৬৬
তুমি রাগ, মান, অবিদ্যা, অহংকার বর্জন করিয়া

সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, দুঃখের বিনাশ সাধন
করিবে।—১৬৭
পুনর্জন্মের কারণ তোমার পরিজ্ঞাত, সংসার
চক্র ভেদ করিয়া, তৃষ্ণাহীন হইয়া এই জগতে
তুমি শান্তিতে অবস্থান করিবে।—১৬৮

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে ভিক্ষুণী অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে উল্লসিত হৃদয়ে তিনি বুদ্ধের উক্তি পুনরাবৃত্তি করিলেন। তদনুসারে উহা তাঁহারই গাথারূপে পরিচিত হইল।

৫৭. বিজয়া

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয়পূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে রাজগৃহ নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ক্ষেমার সহচরী হইয়াছিলেন। ক্ষেমা সংসার পরিত্যাগ করিলে তিনি কহিলেন, 'রাজমহিষী হইয়াও যদি ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও অবশ্যই উহা করিতে পারি।' এইরূপে তিনি ক্ষেমার নিকট গমন করিলে ক্ষেমা তাঁহার চিত্তের গতি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন। ক্ষেমার উপদেশে বিজয়ার চিত্ত উদ্বেলিত হইল, তিনি ধর্মের শরণ লইয়া ক্ষেমাকর্তৃক ভিক্ষুণীরূপে অভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর সংঘের সেবা ও অধ্যয়নাদিতে রত হইয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বর্ধিত হইল এবং অচিরে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে নিম্নলিখিত গাথায় তিনি স্বীয় সাফল্য ঘোষণা করিলেন :

চিত্তের শান্তি লাভে এবং বিদ্রোহী চিন্তা
প্রবাহের দমনে অসমর্থ হইয়া চারিবার পাঁচবার
আমি বিহার হইতে নির্গত হইয়াছিলাম।—১৬৯
পরে ভিক্ষুণীর নিকট গমনপূর্বক সসম্মানে
তাঁহাকে স্বীয় সংশয় সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিলাম।
তিনি আমাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন : ধাতু ও
আয়তনসমূহ, চতুরঙ্গ আর্যসত্য, ইন্দ্রিয় ও বল[১]সমূহ,
সপ্ত বোজ্ঝঙ্গ[২] এবং পরমার্থদায়ক

---

[১]। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা।
[২]। প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি, উপেক্ষা, ধর্মবিচয়।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ।—১৭০-৭১
তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ও উহার
অনুবর্তিনী হইয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে
পূর্বজন্মসমূহের স্মৃতি, এবং মধ্যম প্রহরে
নির্মল দিব্যচক্ষু লাভ করিলাম।
শেষ প্রহরে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল।—১৭২-৭৩
সুখ ও শান্তিতে দেহ ও মন ভরিয়া গেল,
সপ্তম দিবসে অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া
আসন ত্যাগ করিলাম।-১৭৪

সপ্তম সর্গ

সপ্ত শ্লোকাত্মক গীতি

৫৮. উত্তরা

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের সময়ে জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণপূর্বক উত্তরা নামে অভিহিত হন। পূর্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি ফলপ্রসূ হইয়া তাঁহারা মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি পটাচারার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাবতী হইয়া সংঘে প্রবেশ করেন ও অর্হত্ত্ব লাভ করেন। সোল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন :

'স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণার্থে মানব মূষলাদির
সাহায্যে ধান্য পেষণপূর্বক ধনাহরণ করে।—১৭৫
বুদ্ধশাসনের অনুবর্তী হও, ইহা কখনো
অনুতাপের কারণ হইবে না। সত্বরে পাদ
প্রক্ষালনপূর্বক নির্জনে উপবেশন করো।
চিত্তকে শান্ত করিয়া বুদ্ধের উপদেশ পালন
করো।—১৭৬
একাগ্র ও সুসমাহিত হইয়া অটল চিত্তে
সংস্কারসমূহের অনিত্যত্বও অনাত্মত্ব পর্যবেক্ষণ
করো।'—১৭৭
পটাচারার এই উপদেশ শ্রবণে পাদ প্রক্ষালন
পূর্বক নির্জনে উপবেশন করিয়া চিত্তের শান্তি
রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া বুদ্ধশাসন পালনে রত
হইলাম।—১৭৮
রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্বজন্মের স্মৃতি আসিল।
দ্বিতীয় প্রহরে নির্মল দিব্যচক্ষু পাইলাম, শেষ
প্রহরে অজ্ঞানান্ধকার বিচ্ছিন্ন হইল।—১৭৯
ত্রিবিদ্যাসিদ্ধা হইয়া আমি উত্থান করিয়া
কহিলাম : 'দেবী, তোমার আদেশ পালিত।—১৮০
সংগ্রামে অপরাজেয় ইন্দ্র যেরূপ ত্রিদশ দেবতার

অধিপতি, সেইরূপ আমিও তোমাকে শ্রেষ্ঠ
দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ
ও আসবমুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিব।'—**১৮১**

৫৯. চালা

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে মগধরাজ্যে নালক গ্রামে ব্রাহ্মণী সুরূপসারীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের দিবস তিনি চালা নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী উপচালা এবং সর্বকনিষ্ঠা শিশূপচালা। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের ভ্রাতা সারিপুত্রের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। ভ্রাতা সারিপুত্র সংসার ত্যাগ করিলে ভগ্নীত্রয় কহিলেন, 'ভ্রাতা সারিপুত্রের ন্যায় ব্যক্তি যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, সে ধর্ম অসাধারণ, ওই সন্ন্যাসও অসাধারণ।' তাঁহারাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, ক্রন্দনরতা আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তদনন্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্বক অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা নির্বাণের পরম সুখ উপভোগ করেন।

ভিক্ষুণী চালা একাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে বিশ্রাম লাভার্থে অন্ধবনে প্রবেশ করেন। তথায় মার আসিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইরূপে পুনরায় অপর এক দিবস মার তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল। ওই প্রশ্ন তাঁহার গাথায় উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে তিনি বুদ্ধের গুণ ও ধর্মের বল কীর্তন করিলে মার বিষণ্ন হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত তাঁহার গাথায় উভয়েরই উক্তি স্থান পাইয়াছে :

ধ্যানযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের পূর্ণতা
লাভপূর্বক আমি সংস্কারসমূহের দমনরূপ
সুখময় পরম পদ লাভ করিয়াছি।—**১৮২**

মার

কী উদ্দেশ্যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রমণীর বেশ
ধারণ করিয়াছ, যদি তাপস সম্প্রদায়ভুক্ত না
হইলে? মূঢ়ে, তোমার এই আচরণের কারণ
কী?—**১৮৩**

চালা

মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পাষণ্ডগণের[১] সহিত আমরা
সম্পর্কহীন। ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব তাহাদের
অবিদিত।—১৮৪
শাক্যকুলোদ্ভূত মনুষ্যলোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধ
আমাকে ভ্রান্তির উচ্ছেদকারী সত্যধর্মের
শিক্ষা দিয়াছেন :—১৮৫
যে ধর্মে দুঃখ, দুঃখের কারণ, উহার নিবৃত্তি এবং
ওই নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ
প্রদর্শিত হইয়াছে।—১৮৬
তাঁহার উপদেশ শ্রবণপূর্বক উহা পালনে রত
হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ
করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।—১৮৭
ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার
বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া
রাখো, তুমি পরাজিত।—১৮৮

৬০. উপচালা

এই নারীর বিষয় শেষোক্ত সংখ্যায় কথিত হইয়াছে। তাঁহার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পর, মার তাঁহাকেও চালার ন্যায় প্রলুব্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল। বিজয়গৌরবে তিনি গাহিয়াছিলেন :

আমি ভিক্ষুণী স্মৃতিমতী, চক্ষুষ্মতী ও ইন্দ্রিয়সমূহের
জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সাধুজন
সেবিত পরম পদ লাভ করিয়াছি।—১৮৯

মার

জন্মে বিরাগ কী নিমিত্ত? জন্মলাভ করিয়া
ভোগানন্দের অনুভব হয়। ভোগবিলাসে রত
হও, নচেৎ পরে অনুতপ্তা হইবে।—১৯০

উপচালা

জন্মের পরিণাম মৃত্যু। জন্ম হইলেই

---

[১]। এই স্থানে ‘পাষণ্ড’ শব্দের অর্থ মিথ্যা মার্গাবলম্বী। মূলে ওই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হস্তপদচ্ছেদন, বধ, বন্ধন ইত্যাদি দুঃখে
নিমজ্জিত হইতে হয়।—**১৯১**
শাক্যকুলে এক পুরুষ জন্মিয়াছেন—তিনি
সম্পূর্ণ বুদ্ধ, অপরাজেয়। তিনি আমাকে
ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, ওই ধর্ম জন্মচক্রের ধ্বংসসাধক।—**১৯২**
ওই ধর্মে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি
এবং ওই নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক
মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।—**১৯৩**
তাঁহার উপদেশ শ্রবণপূর্বক উহা পালনে রত
হইয়া আমি ত্রিবিদ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।
বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছি।—**১৯৪**
ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার
বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া
রাখো, তুমি পরাভূত।—**১৯৫**

অষ্টম সর্গ

অষ্ট শ্লোকাত্মক গীতি

৬১. শিশূপচালা

এই নারীর বৃত্তান্ত তদীয় ভগ্নী চালার আখ্যানে কথিত হইয়াছে। স্বনামখ্যাত ভ্রাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও সংঘে প্রবেশপূর্বক অর্হত্ত্ব লাভ করেন। চরম সিদ্ধির অন্তে পরম সুখময় অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি গাহিয়াছিলেন :

আমি ভিক্ষুণী শীলসম্পন্না ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া
জীবনসঞ্চারিণী সুধারূপ পরম পদে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছি।—১৯৬

মার

ত্রয়ত্রিংশ দেবগণ, যমলোকস্থ দেবগণ, তুষিত
স্বর্গস্থ দেবগণ এবং সংযতেন্দ্রিয় নির্মাণরতি
দেবগণের বিষয় চিন্তা করো। যে সকল স্থানে
পূর্বে বাস করিয়াছ, ওই সকল স্থানে
মনোনিবেশ করো।—১৯৭

মারের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া থেরী কহিলেন, 'মার! ক্ষান্ত হও। যে কামলোকের কথা তুমি কহিতেছ, উহা ইহজগতেরই ন্যায় তৃষ্ণা, বিদ্বেষ ও অবিদ্যার অগ্নিতে জ্বলিতেছে। দৃষ্টিসম্পন্ন চিত্ত উহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে না।' তদনন্তর মারকে ভর্ৎসনা করিয়া নিম্নলিখিত গীতিতে তিনি স্বীয় চিত্তের অনাসক্তি ব্যক্ত করিলেন :

জন্মমৃত্যুচক্রের গতিপ্রদায়ী আত্মত্বের দমনে
পরাম্মুখ হইয়া উহাতেই লক্ষ্যবদ্ধ হইয়া
ওই সকল দেবগণ যুগে যুগে জন্ম হইতে মৃত্যুতে
এবং মৃত্যু হইতে জন্মে উপনীত হয়।—১৯৮-৯৯
সর্বজগৎ অগ্নিসংযুক্ত হইয়া জ্বলিতেছে—
প্রকম্পিত হইতেছে।—২০০
কিন্তু যাহা নিষ্কম্পা, যাহা অতুলনীয়, সাংসারিক
কর্তৃক যাহা অসেবিত, সেই ধর্ম বুদ্ধ আমাকে

শিক্ষা দিয়াছেন। আমার মন তাহাতেই নিরত।—২০১
তাঁহার উপদেশ শ্রবণপূর্বক উহা পালনে রত
হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ
করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।—২০২
ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার
বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া
রাখো, তুমি পরাভূত।—২০৩

নবম সর্গ

নব শ্লোকাত্মক গীতি

৬২. বর্ধমাতা (বড়্ঢমাতা)

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয়পূর্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারুকচ্ছ' নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাহার নাম হইয়াছিল বর্ধ। ওই সময় তিনি বর্ধের মাতা নামে পরিচিত হন। একদা এক ভিক্ষুর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রদ্ধাবতী হইয়া স্বীয় পুত্রকে এক আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণপূর্বক ভিক্ষুণীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় সংঘভুক্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্রও প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। একদিন বর্ধমাতাকে দেখিবার জন্য একাকী ভিক্ষুণীদিগের বাসস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কহিলেন, 'তুমি একাকী এইস্থানে কেন আসিয়াছ?' ইহা কহিয়া ভিক্ষুণী পুত্রকে নিম্নলিখিত উপদেশ দান করিলেন :

বৎস বর্ধ, এই পৃথিবীর তৃষ্ণায় অরণ্যে কখনো
প্রবেশ করিও না। হে পুত্র, পুনঃপুন দুঃখানুসরণে
নিবৃত্ত হও।—২০৪
বৎস বর্ধ, যাঁহারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন,
তৃষ্ণাকে দমন করিয়া উহার বশ্যতা হইতে মুক্ত
হইয়াছেন, যাঁহারা শান্ত ও অনাসব, তাঁহারাই
প্রকৃত সুখের অধিকারী।—২০৫
বর্ধ, তুমি উক্ত ঋষিদিগের অনুসৃত দুঃখ-
মোচনকারী দিব্যদৃষ্টিদায়ক মার্গের অনুশীলন করো।—২০৬

তদনন্তর বর্ধমাতা 'নিশ্চয়ই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে' ইহা চিন্তা করিয়া কহিলেন :

জননী, তুমি যাহা কহিলে তাহা তোমার বিশ্বস্ত
অন্তরের কথা। মাতা, মনে হইতেছে বিষবৃক্ষ
তোমার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।—২০৭

তৎপরে ভিক্ষুণী স্বীয় সিদ্ধি ব্যক্ত করিয়া উত্তর করিলেন :

বর্ধ, হীন, উৎকৃষ্ট অথবা মধ্যম সংস্কারজাত
বিষারণ্যের বিন্দুমাত্রেরও অস্তিত্ব আমার
নিকট নাই।—২০৮
অনলস হইয়া ধ্যানের অনুশীলনে আমি সর্ব
আসবের নাশ করিয়াছি! আমি ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ।
বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।—২০৯

ভিক্ষু মাতৃবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া স্বীয় বিহারে প্রবেশপূর্বক আসন গ্রহণান্তে ধ্যাননিবিষ্ট হইলেন। অন্তর্দৃষ্টি স্ফুট হইয়া উঠিল, তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। পরে মাতৃসদনে গমনপূর্বক নিম্নলিখিত গাথায় স্বীয় সাফল্য ঘোষণা করিলেন :

মাতার অঙ্কুশাঘাত এবং সানুকম্পে প্রদত্ত
তাঁহার পরমার্থপ্রদায়ী উপদেশ আমার উত্থান
সাধন করিয়াছে।—২১০
তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার উপদেশ
হৃদয়স্থ করিয়া, লভিতব্য পরম শান্তির চিন্তায়
আমি পুলকমগ্ন হইলাম।—২১১
অহোরাত্রব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াস প্রয়োগে জননী
কথিত সর্বোত্তম শান্তির অধিকারী হইলাম।—২১২

দশম সর্গ

একাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

৬৩. কৃশা-গৌতমী (কিসা-গৌতমী)

এই নারী বুদ্ধ পদুমুত্তর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন ওই সময় হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদা বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানকালে এক ভিক্ষুণীকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানে সর্বোচ্চ স্থান দান করিলেন। উহা দেখিয়া উপরোক্তা নারী সংকল্প করিলেন যে তিনিও একদিন ওই উচ্চাসন লাভ করিবেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম গৌতমী ছিল। তাঁহার দেহ কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা-গৌতমী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনে তিনি অনাদৃতা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে অনাথা বলিত। কিন্তু একপুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তিনি সম্মান লাভ করিলেন। পুত্রটি বর্ধিত হইয়া যখন চলিবার ক্ষমতা পাইল, ওই সময় তাহার মৃত্যু হইল। মাতা শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। উন্মাদিনী প্রায় হইয়া তিনি সন্তানের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া কহিতে লাগিলেন : 'সন্তানের জন্য ওষুধ দাও।' নগরবাসীগণ ঘৃণাভরে কহিল, 'ওষুধ? কী জন্য?' শোকাতুরা জননী তাহাদের কথা বুঝিলেন না। অবশেষে এক ব্যক্তি আর্তা নারীর বেদনা বুঝিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বুদ্ধের নিকট গিয়া ওষুধ প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিল। কৃশা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ দানের নির্দিষ্ট সময়ে বিহারে গমনপূর্বক কহিলেন, 'ভগবন! আমার সন্তানের জন্য ওষুধ দাও।' ভগবান কৃশার উচ্চতর জীবনের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া কহিলেন, 'নগরে যাও, সেখানে গিয়া তথাকার এমন কোনো গৃহ হইতে একটি সর্ষপবীজ লইয়া এস যে গৃহে কখনো কোনো মনুষ্যের মৃত্যু হয় নাই।' 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কৃশা অপেক্ষাকৃত শান্ত হৃদয়ে নগরে প্রবেশ করিলেন। গৃহ হইতে গৃহান্তরে গিয়া তিনি সর্ষপ বীজ ভিক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওই গৃহে কোনো মৃত্যু ঘটিয়াছে কি না। কিন্তু সর্বত্রই এক উত্তর মিলিল, 'এখানে কত মৃত্যু হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।' এইরূপ দ্বারে দ্বারে বিফলমনোরথ হইয়া কৃশা সুস্থ হইলেন। তিনি বুঝিলেন কোনো গৃহই মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে মুক্ত নয়। ওই চিন্তা তাঁহার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে লইয়া গেল। নগর ত্যাগ করিয়া তিনি শ্মশান ক্ষেত্রে গমনপূর্বক পুত্রের

মৃতদেহ তথায় রক্ষাপূর্বক কহিলেন :

‘ইহা পল্লীবিশেষের ধর্ম নয়, নগর বিশেষের
নয়, কোনো বংশ বিশেষেরও নয়; স্বর্গ, মর্ত্য
সর্বজগতের জন্য এই ধর্ম—সর্ব বস্তু অনিত্য!’

ইহা কহিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘গৌতমী, সর্ষপ বীজ পাইয়াছ?’ কৃশা উত্তর করিলেন, ‘ভগবন, সর্ষপ বীজের প্রয়োজন আর নাই। আমায় দীক্ষা দান করুন। তদন্তর বুদ্ধ কহিলেন :

‘মহাপ্লাবনে সুপ্ত পল্লী যেরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া
যায়, ভোগবৃক্ষের পুষ্পচয়নে রত মনুষ্যও
সেইরূপ মৃত্যু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া যায়।’

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে কৃশা সোতাপন্ন[১] হইয়া অভিষেকের প্রার্থিণী হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তৎপরে সাধনার বলে অনতিবিলম্বে তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভিক্ষুণীজীবনের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে জেতবনে সংঘসম্মিলনে ভিক্ষুণীদিগের শ্রেণিবিভাগকালে বুদ্ধ তাঁহাকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারিণী ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিলেন। স্বীয় সাফল্যের উল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন :

সজ্জনের সহিত মিত্রতা জ্ঞানীগণের প্রশংসিত,
উহার অনুসরণ করো। উহার অনুসরণে নির্বোধ
ও জ্ঞানী হয়।—২১৩
সৎপুরুষের অনুসরণে জ্ঞান বর্ধিত হয়, সর্ব
দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয়।—২১৪
দুঃখের স্বরূপ অবগত হও, উহার উৎপত্তি,
উহার নিরোধ এবং নিরোধক অষ্টাঙ্গিক মার্গ—
এই চতুর্বিধ আর্যসত্যের জ্ঞান লাভ করো।—২১৫
‘স্ত্রীজন্ম দুঃখ’ ইহা নরচিত্তদমনকারী বুদ্ধের
বাক্য। সপত্নী সহবাস দুঃখ, সন্তান প্রসবদুঃখ।—২১৬
কেহ স্বকীয় কণ্ঠছেদন করে, কোনো সুন্দরী
তরুণী বিষ পান করে। প্রাণনাশী ভ্রূণ

[১]। মুক্তিমার্গের প্রথম সোপান।

মাতৃকুক্ষিগত হইয়া উভয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।—২১৭
'প্রসবার্থে গৃহাভিমুখিনী হইয়াছিলাম, পথে
স্বামীকে হারাইলাম। প্রসব সময়ে গৃহে
উপনীত হইতে অসমর্থ হইলাম।—২১৮
হতভাগ্য নারী! দুই পুত্র হারাইলাম, পথে
স্বামীর মৃত্যু দেখিলাম; মাতা, পিতা ও ভ্রাতাকে
একচিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলাম।'[১]—২১৯
ভাগ্যহীনা নারী! তুমি অপরিমিত দুঃখ
ভোগ করিয়াছ, বহু সহস্র জন্ম অশ্রুমোচন
করিয়াছ।—২২০
শ্মশানে পরিত্যক্ত পুত্রের মৃতদেহ বন্যপশুর
খাদ্য হইল, তাহাও দেখিয়াছি। হৃতসর্বস্বা,
সর্বজন বর্জিতা, পতিহীনা হইয়াছি। তথাপি
এক্ষণে আমি মৃত্যুর অতীত!—২২১
আমি অমরত্বপ্রদায়ী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছি,
ধর্মের দর্পণে নিরীক্ষণ করিয়াছি।—২২২
আমি বেদনামুক্ত, ভারমুক্ত, আমার সমুদয়
কর্তব্য শেষ হইয়াছে। আমার চিত্ত পূর্ণ
মুক্তিপ্রাপ্ত। আমি কৃশা গৌতমী ইহা
কহিলাম!—২২৩

----

[১]। স্ত্রীলোকের দুঃসহ জীবনভার অধিকতররূপে ব্যক্ত করিবার জন্য কৃশা পটাচারার কাহিনী এই স্থলে উল্লেখ করিতেছেন।

একাদশ সর্গ

দ্বাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

৬৪. উৎপবর্ণা (উপ্পলবণ্ণা)

এই নারীও যৎকালে পদুমুত্তর বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, ওই সময়ে হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদা তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন। ওই সময় বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষুণীকে ঋদ্ধিবলে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া উক্ত নারীও ওই শ্রেষ্ঠপদ লাভের নিমিত্ত বুদ্ধ ও সংঘকে সপ্ত দিবসব্যাপী দান বিতরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহ নীলপদ্মের বর্ণবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি উৎপলবর্ণা কথিত হন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন সমস্ত ভারত হইতে বহুজন তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইল। সকলের প্রার্থনা পূরণ অসম্ভব দেখিয়া শ্রেষ্ঠী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না। কন্যা তাঁহার শেষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি উৎফুল্ল চিত্তে কহিলেন, 'আমি এখনোই প্রস্তুত।' পিতা সসম্মানে কন্যাকে অভিষিক্ত করিবার জন্য ভিক্ষুণীদিগের নিকট লইয়া গেলেন। কন্যা সেখানে অভিষিক্ত হইলেন। পরে সাধনার বলে যথাসময়ে অর্হৎ হইয়া তিনি ঋদ্ধিলাভ করিলেন।

তদনন্তর জেতবনে সংঘসম্মিলনে বুদ্ধ তাঁহাকে ঋদ্ধিবলে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করিলেন। সাধনা ও সিদ্ধির পরমানন্দ চিন্তা করিয়া একদিন তিনি কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করেন। গাথাগুলি এক অনুতপ্তা জননীর মর্মবাণী। এ নারী নিজকন্যার সহিত একই পুরুষে আসক্ত হইয়া মাতা-পুত্রী উভয়েই দূষিত জীবনযাপন করিয়াছিলেন। যে পুরুষে তাঁহারা আসক্ত হইয়াছিলেন তিনি পরজীবনে সংঘভুক্ত হইয়া গঙ্গাতীরীয় স্থবির নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গাথাগুলি ইন্দ্রিয়-লালসার অনিষ্টকারিতা, জঘন্যতা ও অপবিত্রতা ব্যক্ত করিতেছে :

ক

'আমরা, মাতা ও কন্যা, উভয়ে সপত্নীর জীবন
যাপন করিতেছিলাম। ক্রমে অভূতপূর্ব

লোমহর্ষক হৃৎকম্প অনুভব করিলাম!—২২৪
ধিক এই ইন্দ্রিয়লালসা—এই অশুচি, দুর্গন্ধময়,
কণ্টকাকীর্ণ লালসা! ওই লালসায় আমরা
মাতা ও পুত্রী সপত্নী হইয়াছিলাম!'—২২৫
কামতৃষ্ণার দীনতা উপলব্ধি করিয়া তিনি
গৃহত্যাগপূর্বক রাজগৃহ নগরে গমন করিয়া
প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন, উহাতে নিশ্চিত
শান্তি নিহিত।—২২৬

খ

আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তিনি স্বকীয় সিদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করিলেন :

পূর্বজন্মের স্মৃতি, পরচিত্ত-জ্ঞান এবং বিশোধিত
দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রুতি আমার অধিকারে।—২২৭
আমি ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, আসবমুক্ত। আমি বড়
অভিজ্ঞায় পারদর্শিনী। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।—২২৮

গ

বুদ্ধের অনুমতিক্রমে এক অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া তিনি কহিতেছেন :

ঋদ্ধিবলে নির্মিত চতুরশ্বযোজিত রথে আরূঢ়
হইয়া আসিলাম, জগৎপতি ভগবান বুদ্ধের
পাদবন্দনা করিলাম।—২২৯

ঘ

তৎপরে শালকুঞ্জে মারকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তিনি মারকে ভর্ৎসনা করিতেছেন :

মার

পুষ্পিত তরুকুঞ্জে আগমনপূর্বক তুমি
একাকিনী বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান; তুমি অরক্ষিতা;
মূঢ়ে, তুমি ধূর্তভয়ে ভীত নও?—২৩০

উত্তর

তোমার ন্যায় সহস্র ধূর্ত আসিলেও আমার
কেশাগ্রও কম্পিত হইবে না, একাকী তুমি
কী করিবে? —২৩১
আমি এইক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া তোমার দেহে

প্রবেশ করিতে পারি; দেখো, আমি তোমার
ভ্রূযুগের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান, কিন্তু তুমি
আমায় দেখিতেছ না!—২৩২
চিত্ত আমার বশীভূত, আমি ঋদ্ধিপাদে
প্রতিষ্ঠিত; আমি ষড় অভিজ্ঞায় পারদর্শিনী।
বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।—২৩৩
কামতৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ শূলের ন্যায় বিদ্ধ করে।
তোমার কাছে যাহা ভোগের আনন্দ, আমার
কাছে তাহা অকিঞ্চিৎকর।—২৩৪
অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া আমি
সর্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করিয়াছি।
হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখো; হে কাল, তুমি
পরাজিত।—২৩৫

দ্বাদশ সর্গ

ষোড়শ শ্লোকাত্মক গীতি

৬৫. পূর্ণা (পূণ্নিকা)

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধ বিপশ্বীর আবির্ভাবকালে এক সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করায় তিনি ভিক্ষুণীদিগের নিকট গিয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণান্তে সংঘে প্রবেশ করিলেন। সম্যকরূপে শীল পালনপূর্বক ত্রিপিটক অধ্যয়নান্তে উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি ধর্মের শিক্ষয়িত্রী হইলেন। পূর্ববর্তী পঞ্চবুদ্ধ—শিখী, বেস্সভূ, ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কাশ্যপের সময়েও তাঁহার ওই পদলাভ হইয়াছিল, কিন্তু অভিমানের বশবর্তী হইয়া তিনি অপবিত্রতা[১]সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। অভিমানজনিত কর্মফলে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের গৃহে ক্রীতদাসের পুত্রীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের সিংহনাদ[২] নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সোতাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে একজন উদক শুদ্ধিক ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনয়নে সমর্থ হইয়া তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট এত সুখ্যাতি অর্জন করেন যে, প্রভু তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রভুর অনুমতিক্রমে সংঘে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যবসায় বলে অচিরে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন :

> সর্বদা জলাহরণ আমার নির্দিষ্ট কর্ম ছিল,
> আর্যাদিগের দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাদের
> ক্রুদ্ধ বাক্যে উৎপীড়িত হইয়া শীতেও আমাকে
> জলে অবতরণ করিতে হইত।—২৩৬
> ‘ব্রাহ্মণ, তুমি কিসের ভয়ে ভীত হইয়া সর্বদা
> নদী-গর্ভের দুরন্ত শীতে আর্ত হইতেছ?’—২৩৭
> ‘পুণ্নিকে, তুমি কারণ জ্ঞাত হইয়াও জিজ্ঞাসা

---

[১]। কিলেস—উহা দশবিধ : লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, সংশয়, ঔদাসীন্য, উত্তেজনা, অধর্মের ভয়শূন্যতা ও অসমসাহসিকতা।

[২]। সূত্রপিটকের মজ্ঝিমনিকায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

করিতেছ। আমি পাপকর্মের ফল রোধ
করিবার জন্য কুশল কর্ম করিতেছি।—২৩৮
বার্ধক্যে কিংবা যৌবনে যে পাপকর্ম করে,
সে স্নানশুদ্ধি দ্বারা ওই পাপ হইতে মুক্ত হয়'।—২৩৯
'স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি হয় ইহা
তোমাকে কে কহিয়াছে? উহা মূঢ় কর্তৃক
মূঢ়ের প্রতি উপদেশ।—২৪০
যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভেক, কচ্ছপ,
সর্প, কুম্ভীরাদি জলচরগণের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত!—২৪১
যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মেষ, শূকর ও
মৃগমাংস বিক্রেতা, মৎস্যজীবী, চোর,
হত্যাকারী প্রভৃতি পাপকর্ম কারকেরা স্নানশুদ্ধি
দ্বারা পাপমুক্ত হইবে।—২৪২
এই নদীসমূহ যদি পূর্বেকৃত পাপ ধৌত
করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার পুণ্যও
ওইরূপে ধৌত হইয়া যাইবে, তোমার যে কিছুই
থাকিবে না!—২৪৩
ব্রাহ্মণ, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তুমি সদা
স্নাননিরত ওই ভয় তুমি দূর করিতেছ না, শীত
হইতে দেহকে রক্ষা করো।'—১৪৪
'আমি কুমার্গে পতিত হইয়াছিলাম, তুমি
আমাকে আর্যমার্গ প্রদর্শন করিয়াছ; তোমাকে
এই স্নান বস্ত্র দান করিতেছি।'—২৪৫
'বস্ত্র তুমিই রাখিয়া দাও, উহাতে আমার
প্রয়োজন নাই। যদি দুঃখের ভীতি থাকে
যদি দুঃখ তোমার অপ্রিয় হয়;—২৪৬
তাহা হইলে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে পাপকর্ম
করিও না। যদি পাপ করিতে সংকল্প করিয়া
থাক, কিংবা ইতিপূর্বেই করিয়া থাক;—২৪৭
তাহা হইলে দুঃখ হইতে মুক্তি নাই, পলায়ন
করিয়াও মুক্তি পাইবে না। যদি দুঃখের ভীতি
থাকে, যদি দুঃখ তোমার অপ্রিয় হয়;—২৪৮

তাহা হইলে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ লও,
শীলসমূহের পালনে ব্রতী হও। মঙ্গল হইবে।'—২৪৯
'আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ লইব,
শীলসমূহের পালনে ব্রতী হইব। উহা মঙ্গলপ্রসূ
হইবে।—২৫০
পূর্বে আমি মাত্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলাম, এক্ষণে
আমি সত্যই ব্রাহ্মণ। আমি ত্রিবিদ্যালব্ধ,
প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি স্নাতক।'—২৫১

ব্রাহ্মণ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংঘে প্রবেশপূর্বক সিদ্ধিলাভান্তে উক্ত গাথায় স্বীয় সাফল্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরে ভিক্ষুণী ডহার পুনরাবৃত্তি করায় ওইগুলি তাঁহারই গাথারূপে খ্যাত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ সর্গ

বিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

৬৬. অম্বপালী

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম-জন্মান্তরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়া শিখি বুদ্ধের সময়ে সংঘে প্রবেশ করেন। যখন তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী ছিলেন, ওই সময় একদিন অন্যান্য ভিক্ষুণীদিগের সহিত চৈত্যের পূজা করিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় একজন অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী তাঁহার অগ্রে গমন করিতেছিলেন। ওই ভিক্ষুণী সহসা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে উহা চৈত্যের অঙ্গনে পতিত হয়। ওই অনাসবা ভিক্ষুণীকে না দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, 'কোন গণিকা এই স্থানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছে?'*

ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করিয়া শীলপালনে নিরত রহিবার কালে তিনি গর্ভাবাসজনিত জন্মে বীতরাগ হইয়া স্বয়ংসম্ভবা হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সর্বশেষ জন্মে তিনি বৈশালীস্থ রাজ্যোদ্যানে আম্র বৃক্ষতলে স্বয়ংসম্ভবারূপে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। উদ্যানরক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে নগরে আনয়ন করে। এই প্রকারে তিনি অম্বপালী নামে পরিচিতা হন। তাঁহার সৌন্দর্য ও গুণে মুগ্ধ হইয়া বহু রাজপুত্র তাঁহাকে অধিকার করিবার জন্য পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। পরিশেষে কলহের অবসানের জন্য এবং কর্মের প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাজপুত্রগণ অম্বপালীকে গণিকারূপে স্থাপিত করিল।[১] পরে, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া অম্বপালী স্বীয় উদ্যানে বিহার নির্মাণ করিয়া উহা বুদ্ধ এবং সংঘকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার পুত্র সংঘভুক্ত হইয়া স্থবির বিমল কোণ্ডঞ্ঞ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। পুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অম্বপালী অন্তর্দৃষ্টি লাভের প্রয়াস করেন। পরিণত বয়সে স্বীয় দেহের পরিবর্তনে প্রতিফলিত সর্ববস্তুর অনিত্যতাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা আবৃত্তি করেন :

একসময় আমার কেশ ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ ও
কুঞ্চিতাগ্র ছিল। জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে

---

* ইহার কর্মফল পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১। ইহার হেতু পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বল্কল বস্ত্রের আকার ধারণ করিয়াছে;
সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না।*—২৫২
ওই কেশ পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া পূর্বে সুগন্ধি
প্রসাধন সমুদ্গোর মধুর গন্ধ বহন করিত; এক্ষণে
জরাগ্রস্ত হইয়া উহা শশকলোম গন্ধবিশিষ্ট।
সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না।—২৫৩
সুরোপিত নিবিড় উপবনের ন্যায়, কঙ্কতিকা
ও সূচীশোভিত সুবিন্যস্ত ওই কেশরাশি এক্ষণে
জরাগ্রস্ত হইয়া বিরল ও আলুলায়িত।
সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না।—২৫৪
বেণীসুশোভিত স্বর্ণালংকারে ভূষিত উজ্জ্বল কৃষ্ণ
কেশরাজি জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে শির হইতে
স্খলিত। সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা
হয় না।—২৫৫
আমার ভ্রূযুগ পূর্বে চিত্রকরের অঙ্কিত ভ্রূর
ন্যায় প্রতীয়মান হইত। জরাগ্রস্ত হইয়া উহা
এক্ষণে বলিবিশিষ্ট ও প্রলম্বিত। সত্যবাদীগণের
বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৫৬
আয়ত চক্ষুদ্বয় গাঢ় নীলবর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল
ও জ্যোতিবিশিষ্ট ছিল; জরাগ্রস্ত হইয়া উহা
এক্ষণে শোভাহীন। সত্যবাদীগণের বাক্য
কখনো বৃথা হয় না।—২৫৭
নবযৌবনের কোমল সুদীর্ঘ নাসিকা জরাগ্রস্ত
হইয়া এক্ষণে শুষ্ক ও কুঞ্চিত। সত্যবাদীগণের
বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৫৮
পূর্বে আমার কর্ণদ্বয় সুগঠিত কঙ্কণের ন্যায়
শোভিত হইত, জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে
বলিবিশিষ্ট ও প্রলম্বিত। সত্যবাদীগণের বাক্য
কখনো বৃথা হয় না।—২৫৯
কদলীমুকুল বর্ণবিশিষ্ট আমার পূর্বের দন্তরাজি

* এই স্থানে সর্ববস্তুর অনিত্যতারূপ সত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।

জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে ভগ্ন ও যবের ন্যায় পীতবর্ণবিশিষ্ট!
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬০
বনচারিণী কোকিলার ধ্বনির ন্যায় আমার
সুমিষ্ট স্বর জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে ভগ্ন।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬১
সুচিক্কণ শঙ্খের ন্যায় আমার মার্জিত গ্রীবাদেশ
এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়া ভগ্ন ও বিনষ্ট।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬২
সুগোল স্তম্ভসদৃশ আমার বাহুযুগল জরাগ্রস্ত
হইয়া এক্ষণে বিশুষ্ক পাটলী শাখার ন্যায়।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬৩
অঙ্গুরীয় ও সুবর্ণমণ্ডিত আমার কোমল হস্তদ্বয়
জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে গ্রন্থিল। সত্যবাদীগণের
বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬৪
স্থূল সুগোল উন্নত পূর্বের স্তনদ্বয় জরাগ্রস্ত
হইয়া এক্ষণে বারিশূন্য লম্বিত চর্মথলির ন্যায়।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬৫
মার্জিত সুবর্ণ ফলকের ন্যায় শোভিত মদীয়
দেহ এক্ষণে সূক্ষ্ম বলি আচ্ছাদিত।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬৬
হস্তীশুণ্ডের ন্যায় পূর্বের ঊরুদ্বয় জরাগ্রস্ত হইয়া
এক্ষণে বেণুনলের ন্যায় প্রতীয়মান।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬৭
স্বর্ণনুপুর-শোভিত পূর্বের জঙ্ঘাদেশ জরাগ্রস্ত
হইয়া এক্ষণে বিশুষ্ক তিলদণ্ডকের ন্যায় হইয়াছে।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৬৮
আমার কোমল পাদদ্বয় পূর্বে তুলাপূর্ণরূপে
প্রতীয়মান হইত। জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে
শুষ্ক ও বলি আচ্ছাদিত। সত্যবাদীগণের বাক্য
কখনো বৃথা হয় না।—২৬৯
এই দেহ এক সময়ে ওইরূপ ছিল। এক্ষণে উহা
জর্জরিত, দুঃখের আলয়। ওই জীর্ণাগার হইতে

প্রলেপ খসিয়া পড়িতেছে। সত্যবাদীগণের
বাক্য কখনো বৃথা হয় না।—২৭০

থেরী স্বীয় দেহে দৃশ্যমান অনিত্যতার চিহ্ন হইতে ত্রিলোকের অনিত্যতা উপলব্ধি করিলেন। উহাকেই ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া তিনি দুঃখ ও অনাত্মতে লব্ধদৃষ্টি হইয়া অচিরে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

৬৭. রোহিণী

এর নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া একনবতি কল্প পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধের আবির্ভাবকালে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে বন্ধুমতী নগরে ভিক্ষায় রত দেখিয়া তিনি বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। ওই সুকর্মের ফলে স্বর্গে ও মর্ত্যে বহু জন্মগ্রহণপূর্বক নির্বাণের মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি বুদ্ধ গৌতমের সময়ে বৈশালী নগরে এক সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া রোহিণী নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের বৈশালীতে অবস্থানকালে বিহারে গমনপূর্বক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। সোতাপন্ন হইয়া তিনি পিতামাতার নিকট ধর্মপ্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন ও সংঘে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাদের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। তৎপরে অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা করিয়া তিনি অচিরে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। তদনন্তর, সোতাপন্ন হইয়া তিনি পিতার সহিত যে বিতর্ক করিয়াছিলেন, উহা চিন্তা করিয়া উহার সারাংশ তিনি নিম্নলিখিত গাথায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন :

তোমার মুখে সর্বদা "ওই শ্রমণ!" তুমি
আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া কহিয়া
থাকো "ওই শ্রমণ, দেখো! শ্রমণের যশকীর্তনই
তোমার মুখে। তুমি কি শ্রমণী হইবে?—২৭১
তুমি শ্রমণগণকে বিপুল অন্নপানাদি দান
করিয়া থাকো। রোহিণী, তোমায় জিজ্ঞাসা করি,
শ্রমণগণ কেন তোমার এত প্রিয়?—২৭২
তাহারা শ্রমবিমুখ, অলস, পরান্নভোজী, তাহারা
লোভী ও ভোজনবিলাসী; ওই শ্রমণগণ কেন
তোমার প্রিয়?'—২৭৩
পিতা, তুমি বহুবার আমাকে শ্রমণগণের বিষয়

জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এইবার আমি তোমাকে
তাঁহাদের প্রজ্ঞা, তাঁহাদের সদাচার, তাঁহাদের
কর্মতৎপরতা কীর্তন করিব।—২৭৪
তাঁহারা শ্রমশীল, অনলস, শ্রেষ্ঠ কর্মের কারক।
তাঁহারা তৃষ্ণাহীন, দ্বেষহীন, সেইজন্য তাঁহারা
আমার প্রিয়।—২৭৫
ত্রিবিধ পাপের মূলোৎপাটন করিয়া তাঁহারা
বিশুদ্ধ দেহ, বিশুদ্ধ চিত্ত। তাঁহারা সর্বপাপ
পরিহার করেন। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৭৬
কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কৃত তাঁহাদের সমুদয় কর্ম
বিশুদ্ধ। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৭৭
তাঁহাদের অন্তর ও বাহির বিমল শঙ্খমুক্তার
ন্যায়, তাঁহারা সর্বোত্তম গুণের আধার।
সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৭৮
তাঁহারা বহুশ্রুত, ধর্মধর, আর্য; ধর্মই
তাঁহাদের উপজীবিকা। তাঁহারা ধর্ম ও
ধর্মার্থ উপদেশ দিয়া থাকেন। সেইজন্য
তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৭৯
তাঁহারা বহুশ্রুত, ধর্মধর, আর্য; ধর্মই তাঁহাদের
উপজীবিকা। তাঁহারা একাগ্রচিত্ত, নিষ্ঠাবান।
সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৮০
তাঁহারা দূর দূরান্তর গমনকারী, নিষ্ঠাবান,
ধর্মের আবৃত্তিকারক, বিনয়ী; দুঃখনিবৃত্তির
মার্গ তাঁহাদের জ্ঞাত। সেইজন্য তাঁহারা
আমার প্রিয়।—২৮১
পল্লীতে ভ্রমণকালে তাঁহাদের দৃষ্টি ইতস্তত
নিক্ষিপ্ত হয় না। সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের সহিত
তাঁহারা গমন করেন। সেইজন্য তাঁহারা
আমার প্রিয়।—২৮২
পার্থিব সম্পদ রক্ষার জন্য তাঁহাদের গৃহ নাই,
পাত্রাদিও নাই। তাঁহারা সিদ্ধসংকল্প।
সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৮৩

মুদ্রা, স্বর্ণ, রৌপ্য কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করেন
না। অতীত ও বর্তমানের চিন্তা দূরে রাখিয়া
তাঁহারা মাত্র বর্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট।
সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৮৪
বিবিধ কুল ও জনপদ হইতে তাঁহারা প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি
মৈত্রে আবদ্ধ। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।—২৮৫
'রোহিণী, আমাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি এই
কুলে জন্মিয়াছ! বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে তুমি
শ্রদ্ধাবতী, তোমার নিষ্ঠা একান্ত।—২৮৬
ইহাই যে সর্বোত্তম পুণ্যক্ষেত্র তাহা তোমার
সুবিদিত। অতঃপর আমরাও শ্রমণদিগের
সেবায় রত হইয়া বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিব।'—২৮৭
'যদি দুঃখে ভয় থাকে, যদি দুঃখ তোমার অপ্রিয়
হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ
লও। শীল পালনে ব্রতী হও, মঙ্গল হইবে'।—২৮৮
'আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ লইব,
শীলসমূহের পালনে ব্রতী হইব, উহা মঙ্গলপ্রসূ
হইবে।—২৮৯
পূর্বে আমি মাত্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলাম, এক্ষণে
আমি সত্যই ব্রাহ্মণ। আমি ত্রিবিদ্যালব্ধ,
প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি স্নাতক।'—২৯০

ব্রাহ্মণ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া শীল পালনে ব্রতী হইয়া পরে সংসার পরিত্যাগপূর্বক সাধনা-নিরত হইয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি সর্বশেষ শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

৬৮. চাপা

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম-জন্মান্তরে বহু সুকৃতি সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধ গৌতমের সময়ে বঙ্কহার দেশে এক ব্যাধপল্লীতে তত্রত্য প্রধানের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চাপা নামে অভিহিত হন। ওই সময়ে

বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার জন্য বারাণসীর অভিমুখে যাইবার কালে উপক নামক তপস্বীর সম্মুখবর্তী হন। উপক বুদ্ধের দেহের লাবণ্যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিত্র, কী কী নিমিত্ত তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ? কে তোমার শিক্ষক? তুমি কাহার শিক্ষায় আস্থাবান?' বুদ্ধ উত্তর করিলেন :

'আমি সর্ববিজয়ী। আমি সর্বজ্ঞ, সর্ববস্তু
কর্তৃক অস্পৃষ্ট। আমি সর্বত্যাগী, তৃষ্ণার
বিনাশসাধন করিয়া আমি মুক্ত। আমি
স্বয়ং অভিজ্ঞালব্ধ। তোমার নিকট আমি
কাহার নাম করিব? আমার শিক্ষক নাই।
আমার সদৃশ আর কেহই নাই। স্বর্গে ও
মর্ত্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আমি এক্ষণে
ধর্মচক্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বারাণসী
যাইতেছি। নির্বাণের দুন্দুভিনিনাদে অন্ধ
সুপ্ত জগৎবাসীকে জাগরিত ও চালিত করিব।'

তপস্বী কহিলেন, 'তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হউক।' তৎপরে তিনি পথান্তর অবলম্বনপূর্বক বঙ্কহার প্রদেশে উপনীত হইয়া তত্রত্য ব্যাধপল্লীর নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পল্লীপ্রধান তাঁহার সেবায় নিরত হইল। একদিন ব্যাধ পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত শিকার অন্বেষণে দূরে গমন করিলেন। যাইবার পূর্বে কন্যাকে তপস্বীর সেবায় অবহিত হইবার আদেশ দিয়া গেলেন। কন্যা অতিশয় রূপসী ছিলেন। উপক চাপার গৃহে ভিক্ষার্থ আসিয়া চাপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া অনাহারী হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে চাপাকে না পাইলে তিনি মৃত্যু আলিঙ্গন করিবেন। সপ্ত দিবসান্তে ব্যাধ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তপস্বীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে তপস্বী প্রথম দিবসের পর আর ভিক্ষার্থে আসেন নাই। ব্যাধ উপকের নিকট গিয়া দেখিলেন যে তপস্বী শয্যাশায়ী। উপক সমস্তই স্বীকার করিলেন। ব্যাধ উপককে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কোনো শিল্পে পারদর্শী কি না। উপক উত্তর করিলেন 'না'; কিন্তু তিনি ব্যাধের শিকার বিক্রয় করিবার ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। ব্যাধসম্মত হইয়া উপককে গাত্রবস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিয়া কন্যাকে দান করিলেন। যথাসময়ে চাপা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। উহার নাম হইলে সুভদ্র। শিশু ক্রন্দন করিলে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চাপা স্বামীকে উপহাস করিয়া গাহিতেন : 'উপকের পুত্র, তপস্বীর পুত্র, ব্যাধের পুত্র, শান্ত হও, শান্ত হও!' অবশেষে একদিন উপক

কহিলেন, 'চাপা, মনে করিও না আমাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। সর্ববিজয়ী মহাপুরুষের সহিত আমার মিত্রতা আছে। আমি তাঁহার নিকট যাইব।' স্বামীর বিরক্তিতে আমোদ অনুভব করিয়া চাপা তাঁহাকে উত্যক্ত করিবার জন্য পুনঃপুন উক্ত গীত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন ক্রোধের বশীভূত হইয়া উপক গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। চাপা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। উপক পশ্চিম অভিমুখে চলিলেন। ওই সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, 'অদ্য যে ব্যক্তি আসিয়া 'সর্ববিজয়ী কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিও।' উপক আসিয়া বিহারের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সর্ববিজয়ী কোথায়?' তিনি বুদ্ধের নিকট নীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?' হাঁ, পারিতেছি। কিন্তু তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?' 'বঙ্কহার দেশে।' উপক, তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; ধার্মিক জীবন যাপনে তুমি সমর্থ হইবে কি?' 'দেব, আমি উহাই আশ্রয় করিব।' তদনন্তর বুদ্ধের আদেশে উপক অভিষিক্ত হইলেন। সাধনায় ব্রতী হইয়া তিনি অচিরে অনাগামিত্ব[১] লাভপূর্বক দেহত্যাগ করিলেন। দেহান্তে তিনি অবিহ[২] স্বর্গে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। ওই স্থানে তাঁহার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি হয়।

চাপা, স্বামীর গৃহত্যাগে ব্যথিত হইয়া, পুত্রকে মাতামহের হস্তে সমর্পণপূর্বক উপকের অনুগামী হইয়া শ্রাবস্তী নগরে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর উপকের উক্তির সহিত স্বীয় গাথার সংযোজন করিয়া উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন :

(উপকের উক্তি)

'আমি—পূর্বের দণ্ডধারী তপস্বী—এক্ষণে
মৃগঘাতক, তৃষ্ণার মহাপঙ্কে পতিত হইয়া
পরপারে যাইতে অক্ষম।—২৯১
চাপা, আমাকে তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ মনে
করিয়া, পুত্রের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে
উপহাস করে। চাপার বন্ধন ছিন্ন করিয়া
আমি পুনরায় প্রব্রজ্যা আশ্রয় কবির।'—২৯২

---

[১]। মুক্তিমার্গের তৃতীয় সোপান।

[২]। ওইস্থান ব্রহ্মলোকে স্থিত।

(চাপা)

‘হে মহাবীর, হে মহামুনি, ক্ষুব্ধ হইও না,
ক্রোধপরবশের শুদ্ধিলাভ হয় না, কী প্রকারে
তপোলাভ হইবে?’—২৯৩
‘আমি নালা[১] ত্যাগ করিব। যেস্থানে
ধর্মজীবী শ্রমণ নারীর সৌন্দর্যপাশে বদ্ধ হয়,
সেই নালাতে কে বাস করিবে?’—২৯৪
‘কৃষ্ণ,[২] ফিরে এসো, পূর্বের ন্যায় চাপার প্রেমসুধা
পান করো। আমি তোমার দাসী, আমার
জ্ঞাতিবর্গও তোমার দাসত্ব করিবে।’—২৯৫
‘চাপা, তুমি আমাকে যাহা দিতে প্রস্তুত,
যদি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষ তাহার এক-
চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও সে নিজকে
ধন্য মনে করিবে।’—২৯৬
‘কৃষ্ণ, গিরিশিখরে পুষ্পিত কালাঙ্গিনী তক্কারি
লতা, ফুল্ল দাড়িম্ব বৃক্ষ, দ্বীপগহ্বরে পাটলি
বৃক্ষের ন্যায় আমি সৌন্দর্যসম্পন্না;—২৯৭
তোমার জন্য আমি অঙ্গে হরিচন্দন লেপনপূর্বক
কাশীর বস্ত্র পরিধান করিব।
এই সৌন্দর্য কাহাকে অর্পণ করিয়া যাইবে?’—২৯৮
‘এইরূপেই পক্ষী শাকুনিক কর্তৃক ধৃত হয়।
তোমার রূপের মোহ আমাকে আর বন্ধন
করিবে না।’—২৯৯
‘কৃষ্ণ, আমার এই পুত্র—তুমিই ইহার জনক,
এই পুত্রের মাতাকে কাহাকে অর্পণ করিয়া যাইবে?’—৩০০
‘জ্ঞানীগণ সূত, ধন, জন সমুদয় পরিত্যাগ
করিয়া বীরের ন্যায় প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন,
যেরূপ হস্তী শৃঙ্খলমুক্ত হয়।’—৩০১

---

[১]। নালা উপকের জন্মস্থান। উহা মগধদেশে বোধিবৃক্ষের নিকটে অবস্থিত ছিল। বিবাহের পর উপক সস্ত্রীক সেই স্থানে বাস করিতে গিয়াছিলেন।

[২]। উপক কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ায় স্ত্রী কর্তৃক ওইরূপে সম্বোধিত হইয়াছেন।

'এইক্ষণেই আমি তোমার পুত্রকে দণ্ড কিংবা
ছুরিকাঘাতে ভূমিতে পাতিত করিব; পুত্রশোক
ভয়ে তুমি যাইতে পারিবে না।'—৩০২
'সন্তানোৎপাদিকা নিষ্ঠুর নারী, পুত্রকে শৃগাল
কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিলেও তুমি আমাকে
নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।'—৩০৩
'হায়, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আর্য!
তুমি কোথায় যাইবে? কোন গ্রামে, নগরে
কিংবা রাজধানীতে?'—৩০৪
'পূর্বে আমরা দলবদ্ধ হইয়া প্রকৃত শ্রমণ না
হইয়াও শ্রমণের ন্যায় ভ্রমণ করিতাম—গ্রাম
হইতে গ্রামান্তরে, নগরে রাজধানীতে বিচরণ করিতাম।'—৩০৫
'এক্ষণে ভগবান বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীতীরে সর্ব
প্রাণীর সর্ব দুঃখাপনোদনকারী ধর্ম প্রচার
করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইব,
তিনি আমার শিক্ষক হইবে।'—৩০৬
'অদ্বিতীয় লোকশ্রেষ্ঠকে আমার বন্দনা
জানাইও; তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের
দক্ষিণা দান করিও।'—৩০৭
'তোমার অনুরোধ রক্ষা করাই আমার কর্তব্য,
অদ্বিতীয় লোকশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া
আমাদের দক্ষিণা দান করিব।'—৩০৮
তৎপরে কাল[১] নৈরঞ্জনা তীরে গমন করিয়া
তথায় বুদ্ধকে নির্বাণপদপ্রদর্শী ধর্মোপদেশে
নিরত দেখিলেন—দুঃখ, দুঃখের কারণ, উহার
নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথপ্রদর্শী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।—৩০৯-১০
বুদ্ধের পাদবন্দনা ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া
উপক চাপার অনুরোধ রক্ষা করিলেন; পরে
প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক ত্রিবিদ্যালব্ধ হইলেন।
বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।—৩১১

[১]। কৃষ্ণাঙ্গ উপককে উল্লেক করা হইয়াছে।

৬৯. সুন্দরী

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করিয়া একত্রিংশতি কল্প পূর্বে, যখন বেস্‌সভূ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময় এক সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধকে ভিক্ষাদানপূর্বক পূজা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। স্বর্গ ও অন্যান্য সুখময় লোকে বহু জন্মগ্রহণান্তর বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি বারাণসী নগরে সুজাত নামক ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুগঠিত দেহের জন্য তিনি সুন্দরী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। শোকাভিভূত পিতা ইতস্তত গমন করিতে করিতে থেরী বাশিষ্ঠীর[১] সাক্ষাৎ লাভ করেন। থেরী তাঁহাকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম দুইটি শ্লোকে উত্তর দেন। তাঁহার শোক দমন করিবার জন্য থেরী পরবর্তী দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া স্বীয় শান্তির বর্ণনা করেন। ব্রাহ্মণ থেরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর্যে, আপনি কিরূপে শোকমুক্ত হইলেন?' উত্তরে থেরী তাঁহাকে ত্রিরত্ন-ত্রিশরণের কথা বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বুদ্ধ কোথায় আছেন?' 'তিনি এক্ষণে মিথিলায় আছেন।' ব্রাহ্মণ শকটারোহণে মিথিলায় গিয়া বুদ্ধের সম্মুখীন হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া সংঘে প্রবেশ লাভপূর্বক আন্তরিক সাধনার বলে তৃতীয় দিবসে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

শকটচালক বারাণসীতে প্রত্যাগমনপূর্বক সমস্ত বিষয় ব্রাহ্মণীকে অবগত করাইল। সুন্দরী সমস্ত শ্রবণ করিয়া মাতাকে কহিলেন, 'মা, আমিও সংসার ত্যাগ করিব।' মাতা কহিলেন, 'এই গৃহের সমস্ত ধনসম্পদ তোমার। তুমিই এই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া উপভোগ করো। গৃহত্যাগ করিও না। কিন্তু সুন্দরী কহিলেন, অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। মাতা, আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এইরূপে মাতার সম্মতিপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ধনৈশ্বর্য ঘৃণাসহকারে পরিত্যাগ করিয়া তিনি বারাণসী নগরে সংঘভুক্ত হইলেন। পূর্বজন্মের পুণ্যফলে সাধনায় ব্রতী হইয়া তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ফলপ্রাপ্তি ও নির্বাণের শান্তি অনুভব করিতে করিতে তিনি চিন্তা

[১]। ৫১ নং গীতি দ্রষ্টব্য।

করিলেন, 'আমি বুদ্ধের সম্মুখে সিংহনাদ[১] কবির।' স্বীয় শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি লইয়া বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী সমভিব্যাহারে তিনি বারাণসী ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বুদ্ধকে প্রণিপাত করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলে তিনি তাঁহার অর্হত্ত্ব ঘোষণা করিলেন। ওই ঘোষণায় তিনি আপনাকে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত কন্যারূপে বর্ণিত করেন। তদনন্তর তাঁহার মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জ্ঞাতিবর্গ অনুচরগণ সহিত সংসার ত্যাগ করিলেন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি পিতার উক্তি স্বীয় গাথার সহিত সংযোজিত করিয়া গাহিয়াছিলেন :

সুজাত

পূর্বে পুত্রহারা হইয়া তুমি দিবারাত্রি গভীর
আর্তনাদ করিয়াছ।—৩১২
ব্রাহ্মণী, সপ্তপুত্র[২] হারাইয়াও আজ তুমি কিরূপে
সেই গভীর শোকে অভিভূত নও? —৩১৩

বাশিষ্ঠী

হে ব্রাহ্মণ, তুমি ও আমি-আমরা উভয়েই
অতীতে বহুশত পুত্র, বহুশত জ্ঞাতিবর্গ
হারাইয়াছি।—৩১৪
কিন্তু জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞাত
হইয়া আমি আর বিলাপ করি না, রোদন
করি না, আর্তনাদ করি না।—৩১৫

সুজাত

বাশিষ্ঠী, তোমার বাক্য অদ্ভুত। কাহার নিকট
উপদিষ্ট হইয়া তুমি এইরূপ কহিতেছ?—৩১৬

বাশিষ্ঠী

ব্রাহ্মণ, মিথিলা নগরে ভগবান বুদ্ধ প্রাণীগণের
সর্বদুঃখ মোচনকারী ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন।—৩১৭
সেই অর্হৎ-কথিত পুনর্জন্মের কারণ

---

[১]। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, ওই সময়ে স্তুতিগান কিম্বা বিজয়গীতি সিংহনাদ নামে কথিত হইত।

[২]। প্রকৃতপক্ষে বাশিষ্ঠী মাত্র একপুত্র হারাইয়াছিলেন; কিন্তু সুজাত পুত্রশোকজনিত উদ্‌ভ্রান্তিবশত সপ্তপুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

ধ্বংসকারী ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডেই
আমি উদ্বুদ্ধ হইলাম—পুত্রশোক পরিহার করিলাম।—৩১৮

সুজাত

আমিও মিথিলানগরে যাইব। হয়তো সেই
ভগবান আমার সর্বদুঃখ মোচন করিবেন।—৩১৯
মিথিলায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দর্শন লাভ
করিলেন—জন্মমৃত্যুর মূলোৎপাটনকারী মুক্ত
বুদ্ধ। সেই সর্বদুঃখ অতিক্রমকারী মুনি
তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দান করিলেন : দুঃখ,
দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি, ওই নিবৃত্তির পথ
প্রদর্শক আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ।—৩২০-২১
তদ্দণ্ডেই সদ্ধর্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তিনি
প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক ত্রিরাত্রির মধ্যেই
ত্রিবিদ্যায়[১] পারদর্শী হইলেন।—৩২২
'সারথি, রথ লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, ব্রাহ্মণীর
স্বাস্থ্য কামনান্তে তাঁহাকে কহিও ব্রাহ্মণ সুজাত
সংসার ত্যাগপূর্বক ত্রিরাত্রির মধ্যে
ত্রিবিদ্যালব্ধ হইয়াছেন।'—৩২৩
এইরূপে সারথি রথ ও সহস্র মুদ্রা লইয়া গৃহে
প্রত্যাগমনপূর্বক ব্রাহ্মণীর আরোগ্য কামনান্তে
তাঁহাকে কহিল ব্রাহ্মণ সুজাত প্রব্রজ্যা অবলম্বন
পূর্বক ত্রিরাত্রির মধ্যে ত্রিবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন।—৩২৪

সুন্দরী মাতা

সারথি, ব্রাহ্মণ ত্রিবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন
শুনিয়া আমি তোমাকে এই অশ্ব, রথ ও অর্থ
সমস্তই দান করিতেছি।—৩২৫
'ব্রাহ্মণী, অশ্ব, রথ ও অর্থ আপনিই রক্ষা
করুন। আমিও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠের নিকট প্রব্রজ্যা,
লইব।'—৩২৬
'হস্তী গবাদি ও গৃহের এই পরিপূর্ণ রত্নভাণ্ডার

---

[১]। ২২ নং গীতি দ্রষ্টব্য।

পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতা প্রব্রজ্যা আশ্রয়
করিয়াছেন। সুন্দরী, এখন এ সমস্তই তোমার,
তুমিই দায়াধিকারিণী, তুমিই ইহা উপভোগ
করো।'—৩২৭
'হস্তী গবাদি ও গৃহের এই রম্য রত্নভাণ্ডার
পরিত্যাগপূর্বক পুত্রশোকে অভিভূত পিতা
প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। আমিও
ভ্রাতৃশোকে ক্লিষ্ট, আমি গৃহত্যাগ করিব।'—৩২৮
'সুন্দরী, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হউক! ভুক্তাবশিষ্ট
পিণ্ড, উঞ্ছ ও ধূলিম্লান চীবরে সন্তুষ্ট হইয়া
পরলোকে তুমি আসব হইতে মুক্ত হইবে।'—৩২৯

সুন্দরী

আর্যে, আমি ত্রিবিধ[১] শিক্ষায় শিক্ষিত
হইয়াছি, আমার বিশোধিত দিব্যচক্ষু, পূর্বের
জন্ম ও বাসস্থানসমূহ আমার জ্ঞাত।—৩৩০
তুমি, কল্যাণী, থেরীসংঘের ভূষণস্বরূপ,
তোমাতেই নির্ভর করিয়া আমি ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ
হইয়াছি; বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।—৩৩১
আর্যে, অনুমতি করুন, আমি শ্রাবস্তী গমনে
ইচ্ছুক। আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকটে
সিংহনাদ করিব।—৩৩২

সুন্দুরী, দেখ, ওই হেমবর্ণ উজ্জ্বলদেহ ত্রিলোকের
শিক্ষক; ওই অদান্তের দমনকারক, অকুতোভয়
বুদ্ধ।—৩৩৩
দেব, সুন্দরী আসিতেছেন, অবলোকন করুন,
যে সুন্দরী জন্মমৃত্যুর মূল উচ্ছেদ করিয়া সম্পূর্ণ
মুক্ত, যিনি বীতরাগ, বন্ধন মুক্ত, যিনি সমুদয়
কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া অনাসব হইয়াছেন।—৩৩৪

----

[১]। ৪৫ নং গীতি দ্রষ্টব্য।

হে মহাবীর, আমি সুন্দরী বারাণসী হইতে
আসিয়াছি। আমি ভবদীয় শ্রাবিকা, আপনার
বন্দনা করিতেছি।—৩৩৫
আপনি বুদ্ধ, ত্রিলোকের শিক্ষক, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ,
আমি আপনার মুখ হইতে জাত, আপনার কন্যা,
আমি সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া অনাসব
হইয়াছি।—৩৩৬
'এসো, ভদ্রে, তুমি অদূর[১] হইতে আগত।
যাঁহারা আত্মদমন করিয়াছেন, যাঁহারা রাগমুক্ত,
বন্ধনহীন, যাঁহারা কর্তব্য পালনান্তে অনাসব
হইয়াছেন, তাঁহারা এইরূপেই আসিয়া লোক
শিক্ষকের বন্দনা করেন।'—৩৩৭

৭০. শুভা (স্বর্ণকার কন্যা)

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধ গৌতমের সময়ে রাজগৃহ নগরে জনৈক স্বর্ণকারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেহের সৌন্দর্যের নিমিত্ত তিনি শুভা নাম প্রাপ্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি বুদ্ধের সন্নিধানে গমনপূর্বক বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলে তিনি সোতাপন্ন হইলেন। পরবর্তীকালে সাংসারিক জীবনের বাধা উপলব্ধি করিয়া তিনি মহাপ্রজাপতি গৌতমের তত্ত্বাবধানে সংঘে প্রবেশ করেন। আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পুনঃপুন সংসারে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। একদিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি সাংসারিক জীবনের বিপদ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিলেন। যথাসময়ে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি কহিয়াছিলেন :

তরুণ বয়সে নির্মল বসন পরিহিতা হইয়া
যে-দিন সাগ্রহে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিলাম,
ওইদিন সত্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলাম।—৩৩৮
ওইদিন হইতেই ভোগসুখে গভীর অনাসক্তি
জন্মিল। নামরূপের অনর্থত্ব দর্শনে উহার

---

[১]। অর্থাৎ সুন্দরীর সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ প্রায় শেষ হইয়াছে।

উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।—৩৩৯
জ্ঞাতিগণ, দাস ও কর্মকারগণ, গ্রাম ও বিস্তৃত
ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সমুদয় রমণীয় ভোগ্যবস্তু
পরিত্যাগ করিলাম। সুবিশাল ঐশ্বর্য
দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলাম।—৩৪০
পূর্ণ শ্রদ্ধায় সংসার ত্যাগ করিয়া, সদ্ধর্মের
প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া, স্বর্ণ-রৌপ্যজনিত
সমুদয় ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া আমি পুনরায়
সংসারাসক্তা হইতে পারি না। আকিঞ্চন্যই
আমার একমাত্র কাম্য।—৩৪১
রৌপ্য ও স্বর্ণ জ্ঞান কিংবা শান্তি কিছুই আনিতে
পারে না। উহা শ্রমণের উপযুক্ত নয়, উহা
শ্রেষ্ঠ ধন নয়।—৩৪২
উহা লোভ, মদ, মোহ ও কামের জনক, উহা
আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ, উহা স্থিতিহীন।—৩৪৩
উহাতে আসক্ত হইয়া প্রমত্ত ও ভোগলালায়িত
মনুষ্য পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া শত্রুতায়
নিযুক্ত হয়।—৩৪৪
বধ, বন্ধন, নির্যাতন, বিত্তনাশ, শোক এবং
বিলাপ এই সমস্তই কামাসক্ত নরের
নিয়তি।—৩৪৫
তবে কী নিমিত্ত তোমরা-জ্ঞাতিগণ-শত্রুর
ন্যায় আমাকে কামে নিয়োজিত করিতেছ?
জানিয়া রাখো, কামের অমঙ্গল দর্শনে আমি
প্রব্রজিত।—৩৪৬
হিরণ্য সুবর্ণ প্রভৃতির দ্বারা আসবের নাশ হয়
না; ভোগতৃষ্ণা নির্দয়, প্রাণনাশী শত্রু;
উহা মানুষকে শরবিদ্ধ করে, বন্ধনদশায়
উপনীত করে।—৩৪৭
তবে কি জন্য তোমরা-জ্ঞাতিগণ-শত্রুর ন্যায়
আমাকে কামে নিয়োজিত করিতেছ? জানিয়া
রাখ, আমি মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসনা; আমি

প্রব্রজিত।—৩৪৮
ভুক্তাবশিষ্ট ভিক্ষালব্ধ অন্ন ও ধূলিম্লান চীবর,
ইহাই আমার উপযুক্ত, যেহেতু আমি গৃহহীন
জীবন আশ্রয় করিয়াছি।—৩৪৯
মহর্ষিগণ-স্বর্গেই হউক কিংবা মর্ত্যেই হউক—
ভোগতৃষ্ণা পরিহার করেন; তাঁহারা শান্ত ও
বিমুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ
করেন।—৩৫০
পার্থিব ভোগ্য বস্তুতে যেন আমি লিপ্ত না হই;
উহাতে পরিত্রাণ নাই; তাহারা প্রাণনাশী শত্রু
এবং দুরন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়।—৩৫১
উহারা বিঘ্নসঙ্কুল, ভয়জনক, বিরক্তিকর,
কণ্টকাকীর্ণ, উহা দুর্গম গহ্বর সদৃশ;
ওই গহ্বরে মানুষ জ্ঞানহারা হয়।—৩৫২
উহারা উন্নত মস্তক সর্পের ন্যায় ভীতিজনক
উপসর্গ। যাহারা নির্বোধ, অজ্ঞানান্ধ ও
সংসারাসক্ত, উহারা তাহাদেরই প্রীতিপ্রদ।—৩৫৩
জ্ঞানহীন কামপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া, যাহা
জন্ম-মৃত্যুর ধ্বংসকারক, তাহা অবগত হয় না।—৩৫৪
ভোগতৃষ্ণাই মনুষ্যের দুর্গতির কারণ। মনুষ্য
আপনার রোগ আপনিই আহ্বান করে।—৩৫৫
ওই তৃষ্ণা হইতে শত্রুতা, অনুশোচনা ও পাপের
উদ্ভব হয়। উহা মনুষ্যকে পার্থিব প্রলোভনে ও
মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ করে।—৩৫৬
ওই তৃষ্ণা হইতে উন্মত্ততা ও প্রলাপের উৎপত্তি
হয়, উহাতে চিত্ত মথিত হয়; উহা মনুষ্যের
ক্লেশকারক মার কর্তৃক স্থাপিত পাশ।—৩৫৭
ভোগতৃষ্ণা অনন্ত দুর্দশার আকর, বহু
দুঃখে পূর্ণ, বিষাধার; উহা স্বাদহীন,
অশান্তিকর; উহা মানবজীবনের উজ্জ্বলাংশের
শোষণকারী।—৩৫৮
এতদূর অগ্রসর হইয়া আমি আর তৃষ্ণাজনিত

ধ্বংসের অনুসরণ করিব না; নির্বাণের
অনুসরণেই আমার আনন্দ।—৩৫৯
বাসনাসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমি
শান্তির অপেক্ষায় রহিয়াছি। আমি তাহাদের
শৃঙ্খল ছেদনে একান্তচিত্তে নিযুক্ত।—৩৬০
যে মার্গে শোক নাই, যে মার্গ নির্মল ও
নির্বাণপ্রদর্শী, মহর্ষিগণ যাহা দ্বারা উত্তীর্ণ
হইয়াছেন, সেই সরল আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ
আমার অনুসরণীয়।—৩৬১
ওই দেখো! স্বর্ণকার কন্যা শুভা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত
হইয়া তৃষ্ণাকে জয় করিয়া বৃক্ষমূলে ধ্যান
নিরতা!—৩৬২
যে দিন তিনি শ্রদ্ধাবতী হইয়া, সদ্ধর্মের
আলোকে শোভিত হইয়া প্রব্রজিতা হন, সেই
দিন হইতে আজ অষ্টম দিবস। উৎপলবর্ণা
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তিনি ত্রিবিদ্যা সিদ্ধ,
মৃত্যুজয়ী!—৩৬৩
তিনি মুক্ত, অঋণী, উচ্চজ্ঞানশালিনী ভিক্ষুণী;
তিনি সর্ববন্ধনবিমুক্ত, তাঁহার সমুদয় কর্তব্য
সুসম্পন্ন, তিনি অনাসব।—৩৬৪
ইন্দ্র দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন
করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন, তিনি, শুভা,
স্বর্ণকার কন্যা, কিন্তু সর্বভূতের অধিপতি।—৩৬৫

শুভার দীক্ষার অষ্টম দিবসে তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ ভিক্ষুগণের নিকট উপরোক্ত তিনটি শ্লোক ('ওই দেখো' হইতে 'অনাসব' পর্যন্ত) আবৃত্তি করেন। সর্বশেষ শ্লোক ভিক্ষুগণ কর্তৃক আবৃত্ত হয়। ইহাতে তাঁহারা দেবগণ কর্তৃক শুভার পূজা ঘোষণা করেন।

চতুর্দশ সর্গ

ত্রিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

৭১. জীবকের[১] আম্রকুঞ্জবাসিনী শুভা

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয়পূর্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে রাজগৃহ নগরে এক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শুভা নাম প্রাপ্ত হন। দেহের সৌন্দর্যের জন্য তিনি ওই নামে অভিহিত হন। বুদ্ধের রাজগৃহে অবস্থিতিকালে তিনি শ্রদ্ধাবতী হইয়া সংঘবহির্ভূত শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত হন। কালক্রমে পুনর্জন্মের চিন্তা তাঁহার চিত্তে উদ্বেগ আনয়ন করিল। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনর্থ তিনি অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন সে সংসার ত্যাগ করাই নিরাপদ। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট অভিষিক্ত হইয়া তিনি সংঘে প্রবেশপূর্বক অন্তর্দৃষ্টি অনুশীলনে কতৃকার্য হইয়া অচিরে অনাগামিত্ব লাভ করিলেন।

একদিন রাজগৃহ নগরের এক ভ্রষ্টচরিত্র যুবক জীবকের আম্রকুঞ্জে দণ্ডায়মান ছিল। ওই সময়ে শুভা বিশ্রামার্থ তথায় যাইতেছিলেন। যুবক তাঁহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গতি রুদ্ধ করিল এবং অসদভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তিনি যুবককে ইন্দ্রিয়লালসার অনর্থ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন এবং তিনি যে সংসারত্যাগিনী তাহাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; শুভার চক্ষুদ্বয়ের সৌন্দর্য তাহাকে অন্ধ করিয়াছিল। অবশেষে শুভা তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটিত করিয়া উহা যুবকের হস্তে দান করিয়া কহিলেন, 'এই লও, এই চক্ষুই যত অনর্থের মূল।' যুবক ভীত ও স্তম্ভিত হইল, তাহার লালসা অন্তর্হিত হইল, সে থেরীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল। থেরী বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার পূর্বের চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন। নির্মল আনন্দে শুভার সর্বদেহ স্ফুরিত হইল। বুদ্ধ তাঁহাকে সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের উপায় শিক্ষা দিলেন। শুভা অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তৎপরে নির্বাণের শান্তি অনুভব করিয়া সাফল্যের উল্লাসে তিনি নিম্নলিখিত গাথায় উল্লিখিত দুষ্ট যুবকের সহিত

---

[১]। জীবক—রাজগৃহ নগরে নৃপতি বিম্বিসার নিযুক্ত রাজ চিকিৎসক।

তাঁহার কথোপকথন ব্যক্ত করিলেন :

জীবকের রম্য আম্রকুঞ্জে ভিক্ষুণী শুভা ভ্রমণ
করিতেছিলেন। এক ধূর্ত তাঁহার গতিরোধ
করিল। শুভা তাহাকে কহিলেন :—৩৬৬
আমি কী অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার
পথে অন্তরায় হইলে? সংঘভুক্তা ভিক্ষুণীকে
পুরুষের স্পর্শ করা অনুচিত।—৩৬৭
বুদ্ধের পবিত্র বিধিতে উহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।
আমি বিশুদ্ধদেহ, নির্মলচিত্ত; কী নিমিত্ত
আমার পথরোধ করিয়াছ? —৩৬৮
তুমি কলুষিতচিত্ত, আমি নির্মল, তুমি রাগদুষ্ট,
আমি রাগহীন, মলিনতাশূন্য; আমি সর্বরূপে
বিমুক্তচিত্ত; কী হেতু আমার পথে
বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছ?—৩৬৯
'তুমি তরুণী, সরলা; প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া
তোমার কী লাভ হইবে? কাষায় বস্ত্র দূরে
নিক্ষেপ করো, এসো, এই কুসুমিত উপবনে আমরা
প্রমোদে রত হই।—৩৭০
পুষ্পরেণু শোভিত চঞ্চল বৃক্ষকুল মধুর গন্ধে
দিগন্ত পূর্ণ করিতেছে; এই সুখ-প্রথম বসন্তে,
এই পুষ্পিত উপবনে, এসো, আমরা প্রমোদে রত
হই।—৩৭১
ওই শুন, বায়ুকম্পিত পুষ্পশির বৃক্ষের মর্মরধ্বনি;
এই বনে তুমি একাকিনী, কিরূপে তুমি
তৃপ্তিলাভ করিবে?—৩৭২
হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ মত্ত কুঞ্জরালোড়িত অরণ্য,
মনুষ্যহীন সেই ভয়ানক মহাবনে তুমি একাকী
যাইবে? —৩৭৩
তুমি স্বর্ণপুত্তলী, নন্দন-কাননে অপ্সরায় ন্যায়,
তুমি অনুপমা। কাশীর সুচিক্কণ সুন্দর বস্ত্রে
তুমি শোভিতা হইবে।—৩৭৪
এই বনভূমে আমি তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত

থাকিব! তুমি কিন্নরীর ন্যায় মন্দলোচনসম্পন্না;
পৃথিবীতে তোমাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু
আমার নাই।—৩৭৫
যদি আমার বাক্য গ্রহণযোগ্য হয়, এসো, সুখে
গৃহে বাস করো, পরিচারিকা বেষ্টিত হইয়া
প্রাসাদে অবস্থান করো।—৩৭৬
কাশীর সুকোমল বস্ত্র পরিধান কর, পুষ্পমাল্য
ধারণ করো, অঙ্গ লেপনে শোভিত হও। আমি
তোমাকে কাঞ্চন-মণি-মুক্তাখচিত বহুবিধ
অলংকার উপহার দিব।—৩৭৭
সুকোমল শুভ্র বসনাচ্ছাদিত, নবনির্মিত ঔর্ণতুলিকা
সমন্বিত, চন্দনমণ্ডিত, পুষ্পসারগন্ধ
মহার্ঘ শয়নে তুমি বিশ্রাম করিবে।—৩৭৮
দেবভোগ্য সরোবরোদ্ভূত পদ্মের ন্যায় বিশুদ্ধ
অস্পৃষ্ট দেহে তুমি বার্ধক্যে উপনীত
হইবে।'—৩৭৯
'এই পূতিমাংসপূর্ণ শ্মশানবর্ধক ক্ষণভঙ্গুর দেহ,
যাহা দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইয়াছ—ওই দেহে
এমন কী আছে যাহার জন্য তুমি ওইরূপ
কহিতেছ?'—৩৮০
'মৃগীর নয়ন সদৃশ—পর্বতবক্ষে কিন্নরীর নেত্র
সদৃশ তোমার আঁখি যুগল। ওই আঁখিদ্বয় আমার
অতৃপ্ত পিপাসাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে।—৩৮১
পদ্মকোষের ন্যায় নির্মল স্বর্ণোজ্জ্বল বদনে
তোমার ওই চক্ষু আমার অতৃপ্ত পিপাসাকে
উদ্দীপ্ত করিতেছে।—৩৮২
আয়ত তোমার ভ্রূযুগ, মোহন তোমার নয়নদ্বয়,
তুমি দূরে থাকিলেও তোমায় ভুলিব না;
কিন্নরী মন্দলোচনে! তোমার ওই আঁখি যুগল
অপেক্ষা অন্য প্রিয়তর বস্তু আমার নাই।'—৩৮৩
'তুমি পথহীন স্থানে ভ্রমণে ইচ্ছুক, তুমি
আকাশস্থ চন্দ্রকে ক্রীড়নক করিতে অভিলাষী।

তুমি মেরু উল্লঙ্ঘন করিবার বাসনা করিয়াছ,
যিনি বুদ্ধের কন্যা, তুমি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে
নিযুক্ত!—৩৮৪
স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমার
তৃষ্ণার উদ্রেক করিতে সক্ষম; উহা যে
কী প্রকার তাহাও আমি অবগত নই।
আর্যমার্গে স্থিত হইয়া উহা সমূলে উৎপাটিত
করিয়াছি।—৩৮৫
হস্ত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডের
ন্যায়, অথবা বিষপাত্রের ন্যায়, উহা অদৃশ্য
হইয়াছে; আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি
উহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছি।—৩৮৬
যে নারী দৃষ্টিসম্পন্ন নহে, যাহার উপদেশকের
শিক্ষা অসমাপ্ত, তুমি সেইরূপ নারীকে প্রলুব্ধ
কর। আমি বোধশক্তিসম্পন্ন; তুমি বিধ্বস্ত
হইয়াছে।—৩৮৭
আমি নিন্দা কিংবা স্তুতিতে, সুখে ও দুঃখে,
সর্বাবস্থায় সমভাবে স্মৃতিমতী। সর্বপ্রকার
সংযোগকে অশুভ জানিয়া আমার মন উহাতে
সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত।—৩৮৮
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ যানে অধিরূঢ়া আমি
বুদ্ধের শিষ্য। আমি এক্ষণে বেদনাহীন, অনাসব
হইয়া শূন্যাগার আশ্রয় করিয়াছি; তাহাতেই
আমার আনন্দ।—৩৮৯
আমি দেখিয়াছি—সেই নবদারু-দণ্ডবিশিষ্ট
সুচিত্রিত পুত্তলিকা তন্ত্রী ও খিলকে আবদ্ধ
হইয়া বিবিধ নৃত্যসঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে!—৩৯০
তন্ত্রী ও খিলক অপসারিত হইলে ওই পুত্তলিকা
বিকল ও ছিন্নভিন্ন হইবে। উহার আর অস্তিত্ব
থাকিবে না; উহা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইবে।
ওই ভগ্নাবশেষের কোন অংশ তোমার
মনোরঞ্জন করিবে?—৩৯১

মনুষ্যদেহও ওইরূপ; বিভিন্ন অবয়ব ও
তাহাদের ক্রিয়া তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মদ্বারা
চালিত। ওইগুলি যদি পৃথকীকৃত হয়, তাহা
হইলে কিছুই থাকিবে না। খণ্ডীভূত দেহের
কোন অংশ তোমার মনোরঞ্জন করিবে?—৩৯২
ভিত্তিগাত্রে হরিতালাঙ্কিত চিত্র বাস্তব প্রদর্শনে
অক্ষম; তুমিও সাধারণ মনুষ্যের নিরর্থক
মিথ্যাজ্ঞানবিশিষ্ট।—৩৯৩
তুমি অন্ধ হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট সুবর্ণবৃক্ষের ন্যায়
জনমধ্যে মায়াকার প্রদর্শিত তুচ্ছ ইন্দ্রজালের
প্রতি ধাবিত হইতেছ।—৩৯৪
কোটরস্থিত গোলকে অশ্রুবাহী অক্ষিগূথজনক
বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র! ওই মিশ্র পিণ্ডই চক্ষু—উহা আর
কিছুই নয়!'—৩৯৫
সুন্দরী নির্বিকারচিত্তে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু
উৎপাটিত করিয়া ধূর্তকে প্রদান করিয়া
কহিলেন, 'এই তোমার চক্ষু, লও!'—৩৯৬
তদ্দণ্ডেই ধূর্তের পিপাসা অন্তর্হিত হইল; সে
ক্ষমা প্রার্থনান্তে কহিল, 'ব্রহ্মচারিণী, তোমার
মঙ্গল হউক, আমি আর এরূপ কর্ম করিব না।'—৩৯৭
তোমার ন্যায় ব্রহ্মচারিণীর প্রতি অপরাধ করিয়া
আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে আলিঙ্গন করিয়াছি,
বিষাক্ত সর্পকে স্পর্শ করিয়াছি। তুমি স্বাস্থ্য
লাভ করো, আমাকে ক্ষমা করো।'—৩৯৮
মুক্ত হইয়া ভিক্ষুণী বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট গমন
করিলেন। মহাপুরুষের দর্শনে তিনি হৃত
চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।—৩৯৯

পঞ্চদশ সর্গ

চত্বারিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

৭২. ইসিদাসী

এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে একাগ্রচিত্তে সৎকর্ম করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ জন্মের পূর্বের সপ্তম জন্মে তাঁহার পদস্খলন হয়। তিনি ব্যভিচার দোগে দুষ্ট হন। ওই পাপের জন্য বহুশত বর্ষ নরক ভোগ করিয়া পরে একে একে তিন বার তাঁহাকে ইতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তদনন্তর তিনি এক ক্রীতদাসীর গর্ভে নপুংসকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি এক দরিদ্রের কন্যারূপে জন্ম লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক ধনী বণিকের পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর প্রথমা পত্নী সুশীলা ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তিনি স্বামীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে উজ্জয়িনী নগরে এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বণিকের কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। ওই সময় তাঁহার নাম হইয়াছিল ইসিদাসী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা তাঁহাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করেন। বিবাহের পর এক মাস তিনি স্বামীর সহিত সুখে বাস করেন। পরে, পূর্বজন্মের কর্মফলে, স্বামী তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় বিবাহিত হন, কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইয়া পুনরায় অসুখী হন। ইহার পর তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে পিতার সম্মতি লইয়া থেরী জীনদত্তার নিকট অভিষেক গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করেন। সাধনার ঐকান্তিকতায় তিনি অচিরে সিদ্ধি লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন।

এইরূপে যখন তিনি নির্বাণের পরম শান্তি অনুভব করিতেছিলেন, ওই সময় একদিন আহারান্তে পাটলীপুত্র নগরে গঙ্গাসৈকতে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। সেই সময় তাঁহার সহচরী থেরী বোধি তাঁহার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি ওই অভিজ্ঞতা গাথায় ব্যক্ত করেন। নিম্নে উদ্ধৃত প্রথম তিনটি শ্লোক গাথা সংকলনকারীগণ কর্তৃক সংযোজিত :

পাটলী নামক কুসুমের নামধারী পৃথিবীর
নগরশ্রেষ্ঠ পাটলীপুত্রের শাক্যকুলোদ্ভূত দুই

গুণবতী ভিক্ষুণী ছিলেন।—৪০০
একজনের নাম ইসিদাসী, অপরের নাম বোধি;
তাঁহারা শীলসম্পন্না, ধ্যানানুরক্তা, বহুশ্রুতা
হইয়া নিষ্কাম জীবন যাপন করিতেন।—৪০১
একদিন ভিক্ষান্তে আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্রাদি
ধৌত করণান্তর তাঁহারা নিভৃতে সুখাসীনা
হইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন :—৪০২
'ইসিদাসী, তুমি চারুমুখী, যৌবনসম্পন্না;
কী অবিচার দেখিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়া
তুমি প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ?'—৪০৩
এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই নিভৃত স্থানে
ধর্মার্থ কথনে সুদক্ষা ইসিদাসী কহিলেন :
'বোধি, আমি কীরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম,
শ্রবণ করো।—৪০৪
পুরশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী নগরে আমার পিতার
বাসস্থান, তিনি ধর্মশীল শ্রেষ্ঠী; আমি তাঁহার
একমাত্র কন্যা, তাঁহার অতি প্রিয় আনন্দদায়িনী
স্নেহের পুতলি।—৪০৫
সাকেত নগর হইতে আগত এক শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভূত
ধনবান শ্রেষ্ঠী তাঁহার পুত্রের সহিত আমার
বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার
পুত্রবধূ হইলাম।—৪০৬
আমার শিক্ষানুসারে সায়ংকালে ও প্রাতে শ্বশ্রু
ও শ্বশুরকে প্রণাম করিতাম, নতমস্তকে
তাঁহাদের পদধূলি লইতাম।—৪০৭
স্বামীর ভগিনী, ভ্রাতা ও পরিজন বর্গকে
দেখিবামাত্র শশব্যস্তে আসন প্রদান করিতাম।—৪০৮
গৃহে রক্ষিত অন্ন, পান, খাদ্যাদি পরিবেশনকালে
যাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে সেইরূপে
বিতরণ করিয়া তাহাদের প্রীতি উৎপাদন
করিতাম।—৪০৯
যথা সময়ে শয্যাত্যাগপূর্বক গৃহদ্বার

ও হস্তপদ ধৌত করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্বামীর
নিকট গমন করিতাম।—৪১০
কঙ্কতিকা, মুখবিলেপন, অঞ্জন, দর্পণ ইত্যাদি
লইয়া পরিচারিকার ন্যায় স্বয়ং স্বামীকে
বিভূষিত করিতাম।—৪১১
আমি নিজ হস্তে অন্নপাক করিতাম, নিজ হস্তে
পাত্রাদি ধৌত করিতাম। একমাত্র পুত্রের
মাতার ন্যায় স্বামীর পরিচর্যা করিতাম।—৪১২
আমার ন্যায় অতুলনীয়া পরিচারিকা, নিরভিমানা,
নিরন্তর পতি—সেবাপরায়ণা, প্রত্যুষে
শয্যাত্যাগশীলা, অনলসা, ধর্মানুরক্তা পত্নীর
প্রতি স্বামী বিমুখ হইলেন।—৪১৩
তিনি মাতাপিতাকে কহিলেন, 'আমাকে
গৃহত্যাগ করিতে অনুমতি দাও, ইসিদাসীর
সহিত একগৃহে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব
নয়।—৪১৪
'পুত্র, এরূপ কথা কহিও না, ইসিদাসী পণ্ডিতা,
বুদ্ধিমতী, প্রত্যুষে শয্যাত্যাগশীলা, অনলসা;
তুমি কি তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছ?'—৪১৫
'সে আমার কোনো অনিষ্ট করে নাই, তথাপি
আমি ইসিদাসীর সহিত বাস করিব না; সে
অসহ্য; ক্ষান্ত হও, অনুমতি দাও, আমি
গৃহত্যাগ করিব।'—৪১৬
'স্বামীর এই বচনে শ্বশ্রু এবং শ্বশুর আমাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কী অপরাধ
করিয়াছ? নিঃসঙ্কোচে সত্য কহ।'—৪১৭
'আমি কোনো অপরাধ করি নাই, কোনো অনিষ্ট
করি নাই, কোনো দুর্বাক্য প্রয়োগ করি
নাই। স্বামী এরূপ বিরূপ হইলে আমি কি
করি?'—৪১৮
দুঃখে বিমনা ও বিকলচিত্ত হইয়া তাঁহারা পুত্রকে
রক্ষার্থে আমাকে পিতৃগৃহে লইয়া গেলেন,

তাঁহারা কহিলেন, 'আমরা লক্ষ্মীহীন
হইলাম!'—৪১৯
তৎপরে পিতা, পূর্বে শ্রেষ্ঠীপ্রদত্ত অর্থের অর্ধ
পরিমাণ গ্রহণপূর্বক, পুনর্বার ধনবানের
গৃহে আমার বিবাহ দিলেন।—৪২০
এক মাস সেখানে বাস করিবার পর সেখান
হইতেও বহিষ্কৃত হইলাম, যদিও সেখানে
নির্দোষ ও শীলসম্পন্না হইয়া ক্রীতদাসীর ন্যায়
অপরের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম।—৪২১
আত্মসংযম নিরত, শান্তচিত্ত উদাসীনকে ভিক্ষায়
রত দেখিয়া পিতা তাঁহাকে কহিলেন, 'তোমার
চীর ভিক্ষাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করো, এসো,
আমার জামাতা হইবে।'—৪২২
ওই স্বামীর সহিত একপক্ষ বাস করিবার পর
তিনিও পিতাকে কহিলেন, 'আমার চীর,
ভিক্ষাপাত্র ও পান পাত্র দাও, আমি পুনরায়
ভিক্ষাজীবী হইব।'—৪২৩
উহা শুনিয়া মাতা ও জ্ঞাতিবর্গ সকলে তাঁহাকে
কহিলেন, 'এখানে বাস তোমার অপ্রিয়
হইতেছে কেন? আমরা কী করিলে তুমি
প্রীত হও, শীঘ্র বলো।'—৪২৪
ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 'একাকী
থাকিয়াই আমি তৃপ্ত। ইদিদাসীর সহিত
একত্রে আমি বাস করিব না।'—৪২৫
তিনি বিদায় লইলেন। আমি একাকিনী চিন্তা
করিতে লাগিলাম। পরে মাতাপিতার নিকট
দেহ কিংবা গৃহ ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা
করিলাম।—৪২৬
ঘটনাক্রমে বিনয়ধরী[১] বহুশ্রুতা, শীলসম্পন্না
আর্য জীনদত্তা ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া পিতার

[১]। যিনি বিনয়পিটক আবৃত্তি করণে সক্ষম।

গৃহে আগমন করিলেন।—৪২৭
তাঁহাকে দেখিয়া আমরা আসন ত্যাগ করিয়া
দণ্ডায়মান হইলাম ও তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত
করিলাম। তিনি উপবিষ্ট হইলে তাঁহার পাদ
বন্দনান্তে তাঁহাকে অন্নপানাদি আহার প্রদান
করিয়া তুষ্ট করিলাম।—৪২৮
তৎপরে তাঁহাকে কহিলাম, 'আর্যে, আমি
প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক।'—৪২৯
পিতা কহিলেন, 'কন্যা, তুমি এই স্থানেই
ধর্মাচরণে সক্ষম। অন্নপানাদি দ্বারা শ্রমণ ও
দ্বিজগণের তুষ্টি সাধন করো।'—৪৩০
আমি রোদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে
প্রণাম করিয়া কহিলাম, 'আমি স্বকৃত পাপের
ক্ষালন করিব।'—৪৩১
তখন পিতা কহিলেন, 'বোধি প্রাপ্ত হও,
সর্বোচ্চ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্বাণ লাভ করো,
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ[১] ওই পরমপদ লাভ করিয়াছেন।'—৪৩২
মাতাপিতা ও জ্ঞাতিবর্গের নিকট বিদায় লইয়া
প্রব্রজ্যা আশ্রয়পূর্বক সপ্ত দিবসের মধ্যে
ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ হইলাম।—৪৩৩
এক এক করিয়া অতীত সপ্ত জীবনের ইতিহাস
অবগত হইলাম। ওই কাহিনী তোমার নিকট
বর্ণনা করিব, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করো।—৪৩৪
আমি এরককচ্ছ নগরে প্রভূত ধনশালী সুবর্ণকার ছিলাম;
যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমি
পরস্ত্রীতে রত হইতাম।—৪৩৫
মরণান্তে বহুকাল নিরয়ে দগ্ধ হইয়াছিলাম।
সেখানে কর্মক্ষয় করিয়া বানরীর গর্ভে জন্মলাভ
করিয়াছিলাম।—৪৩৬
জন্মের সপ্ত দিবসের মধ্যে বানরযূথপতি আমার

[১]। এই স্থানে বুদ্ধকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুষ্কচ্ছেদ করিল। পরদার গমনের ওই ফল
প্রাপ্ত হইলাম।—৪৩৭
মরণান্তে সিন্ধুর অরণ্যে একচক্ষুবিশিষ্ট ও
খঞ্জ ছাগীর গর্ভে জন্ম লাভ করিলাম।—৪৩৮
মুষ্কচ্ছিন্ন ও কৃমি দষ্ট হইয়া দ্বাদশ বর্ষ তীব্র
যন্ত্রণা ভোগ করিলাম; ওই সময় বালক-
বালিকাগণকে পৃষ্ঠে বহন করা আমার দৈনিক
কর্ম ছিল। পরদার গমনের ওই ফল প্রাপ্ত
হইলাম।—৪৩৯
মরণান্তে এক গো-ব্যবসায়ীর গাভীর গর্ভে
লাক্ষা-রক্তবর্ণ বৎসরূপে জন্ম লাভ করিলাম।
দ্বাদশ মাসে মুষ্কচ্ছিন্ন হইলাম।—৪৪০
লাঙ্গল ও শকট বহনে নিযুক্ত হইয়া অন্ধ ও
অকর্মণ্য হইলাম। পরদার গমনের ওই ফল
প্রাপ্ত হইলাম।—৪৪১
মরণান্তে গৃহহীনা ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিলাম। আমি স্ত্রীও হইলাম না, পুরুষও
হইলাম না। পরদার গমনের ওই ফল প্রাপ্ত
হইলাম।—৪৪২
ত্রিংশতি বৎসর বয়সে আমার মৃত্যু হইল।
মৃত্যুর পর অতিশয় দরিদ্র বহু ঋণভারগ্রস্ত
এক শকট চালকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ
করিলাম।—৪৪৩
বিপুল ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্থের
বিনিময়ে এক বণিক আমাকে অধিকার করিল।
আমি বিলাপ করিতে করিতে গৃহ হইতে
বিচ্ছিন্ন হইলাম।—৪৪৪
ষোড়শবর্ষ বয়সে আমি যৌবনে পদার্পণ
করিলে বণিকের পুত্র গিরিদাস আমাকে স্ত্রীরূপে
গ্রহণ করিল।—৪৪৫
গিরিদাসের অন্য এক পত্নী ছিলেন; তিনি
গুণবতী, শীলবতী, যশবতী ও পতিগতপ্রাণা।

আমি ওই স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইলাম।—৪৪৬
দাসীর ন্যায় যাহাদের সেবা করিয়াছিলাম,
তাহারাই আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। উহা
আমার কর্মফল। এক্ষণে আমি তাহারও
নাশ করিয়াছি!—৪৪৭

ষোড়শ সর্গ

মহানিপাত

৭৩. সুমেধা

এই নারীও পুর্ববর্তী বুদ্ধগণের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে বহু সুকৃতি সঞ্চয়পূর্বক মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিয়া বুদ্ধ কোণাগমনের সময়ে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ও তাঁহার সহচরীগণ স্থির করিলেন যে তাঁহারা এক সুবৃহৎ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া উহা বুদ্ধ ও সংঘকে দান করিবেন। ওই সুকৃতির ফলে তিনি ত্রয়ত্রিংশতি দেবগণের স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করেন। সেখানে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া পরে বিভিন্ন স্বর্গে একাধিক জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে দেবরাজের পত্নী হইয়াছিলেন। তদনন্তর, বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাবকালে ধনবান নাগরিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করেন। তৎপরে পুনরায় তিনি ত্রয়ত্রিংশতি দেবগণের স্বর্গে জন্ম লাভ করেন। সর্বশেষে, বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি মন্তাবতী নগরে নৃপতি কোঞ্চের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সুমেধা নাম প্রাপ্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা বরণাবতীর রাজা অনিকরট্‌ঠকে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু কন্যা শৈশবকাল হইতে ভিক্ষুণীদিগের নিকট গিয়া তাঁহাদের নিকট ধর্মোপদেশ শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। জন্মকে ভীতিজনক জ্ঞান করিয়া ধর্মে আত্মনিয়োগপূর্বক তিনি সর্বপ্রকার ভোগাসক্তি হইতে দূরে থাকিতেন।

পিতামাতার প্রস্তাব অবগত হইয়া তিনি কহিলেন, 'সাংসারিক জীবনে আমার করণীয় কিছুই নাই। আমি গৃহত্যাগ করিব।' কেহই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি স্বীয় কেশ কর্তন করিলেন। দৈহিক সৌন্দর্যের অসারত্বের উপর চিত্তকে সমাধিস্থ করিয়া তিনি প্রথম ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলেন। যখন তিনি ধ্যানমগ্ন, তখন মাতাপিতা তাঁহাকে সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁহার কক্ষে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশে রাজপুরীস্থ সকলেই তাঁহার মতানুবর্তী হইল; তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীদিগের আবাস আশ্রয় করিলেন।

অনতিবিলম্বে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া তিনি উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে কহিয়াছিলেন :

মন্তাবতী নগরের রাজা কোঞ্চের প্রধানা

মহিষীর গর্ভজাত কন্যা সুমেধা অর্হৎদিগের
ভক্ত ছিলেন।—৪৪৮
তিনি শীলবতী, বাগ্মিনী, বহুশ্রুতা ও বুদ্ধধর্মে
শিক্ষিতা ছিলেন। মাতা পিতার নিকট গমন
করিয়া তিনি কহিলেন, 'আপনারা উভয়ে
শ্রবণ করুন! —৪৪৯
আমি নির্বাণগতপ্রাণা; দেহ দেবস্বভাবসম্পন্ন
হইলেও নশ্বর; এই অকিঞ্চিৎকর, বহু অনিষ্টজনক,
তৃষ্ণার আকর দেহ লইয়া আমি কী করিব?—৪৫০
তৃষ্ণা সর্পবিষের ন্যায় কটু; নির্বোধগণ উহাতে
উদ্ভ্রান্ত হয়; তাহারা নিরয়গামী ও দুঃখপীড়িত
হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করে।—৪৫১
পাপকর্মাসক্ত ও পাপবুদ্ধিগ্রস্তগণ নিরয়ে পতিত
হইয়া অনুতপ্ত হয়; নির্বোধগণ সদা কর্মে
অসংযত, বাক্যে অসংযত এবং চিন্তায় অসংযত।—৪৫২
মূঢ়গণ বুদ্ধি ও চেতনাহীন; দুঃখের উৎপত্তির
কারণ তাহাদের অজ্ঞাত; উপদিষ্ট হইলেও
তাহারা উপদেশ গ্রহণে অক্ষম; তাহারা
চতুরঙ্গ আর্যসত্য অনুধাবনে অসমর্থ।—৪৫৩
মাতা, বুদ্ধশ্রেষ্ঠ উপদেশিত ধর্ম অধিকাংশের
অজ্ঞাত; উহারা জন্মে আসক্ত হইয়া দেবলোকে
উৎপত্তির কামনা করে।—৪৫৪
দেবলোকে জন্মও নশ্বর; সর্ব জন্মেরই
অনিত্যতা নিশ্চিত। তথাপি মূঢ়গণ পুনর্জন্মের
ভীতি দর্শন করে না।—৪৫৫
দুর্গতি[১] চতুর্বিধ, সুগতি[২] দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ
সুগতি প্রাপ্তি সুকঠিন। পুনশ্চ, দুর্গতি প্রাপ্ত
হইলে উহা হইতে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবার
উপায় নাই।—৪৫৬

---

[১]। নরকে জন্ম, ইতর যোনিতে জন্ম, প্রেতজন্ম এবং যক্ষজন্ম।

[২]। মনুষ্যজন্ম এবং দেবলোকে জন্ম।

যিনি দশবিধ বলসমন্বিত, সেই তথাগতের
উপদেশের অনুগামী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণে
উভয়ে আমাকে অনুমতি দাও। আমি
অবিচলিত চিত্তে জন্মমৃত্যুর মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত
হইব।—৪৫৭

পুনঃপুন জন্ম এবং এই অসার ক্ষীণদেহ লইয়া
আমি কী করিব? ভবতৃষ্ণার নিরোধের
জন্য আমি প্রব্রজ্যা লইব। আমাকে অনুমতি
দাও।—৪৫৮

ইহা বুদ্ধগণের আবির্ভাবের যুগ! সুযোগের
অভাব আর নাই, শুভক্ষণ উপস্থিত। জীবনব্যাপী
ব্রহ্মচর্য ও শীল পালন হইতে যেন আমি
ভ্রষ্ট না হই!—৪৫৯

সুমেধা মাতাপিতাকে পুনরায় কহিলেন, ‘আমি
এই স্থানে মৃত্যু আলিঙ্গন করিব, তাহাও
শ্রেয়, কিন্তু গৃহীরূপে পুনর্বার আহার গ্রহণ
করিব না।’—৪৬০

শোকার্তা মাতা রোদন করিতে লাগিলেন,
হর্ষোৎফুল্ল পিতা* প্রাসাদতলে পতিতা
কন্যাকে শান্ত ও নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা
করিলেন :—৪৬১

‘বৎসে, উঠো। দুঃখ কী নিমিত্ত? তুমি
বারণবতীর রাজা প্রিয়দর্শন অনিকরট্‌ঠের
বাগদত্তা।—৪৬২

তুমি রাজা অনিকরট্‌ঠের প্রধানা মহিষী হইবে।
বৎসে, শীল ও ব্রহ্মচর্যের পালন, প্রব্রজ্যা
অবলম্বন কষ্টকর।—৪৬৩

তুমি রাজ্ঞী হইয়া প্রভুত্ব ও ধনৈশ্বর্যের

---

* মূলের ‘পিতা চ অস্‌সা সব্বসো সমভিসাতো’ এই বাক্যের অর্থ Mrs Rhys Davids তাঁহার Psalms of the Sisters গ্রন্থে ‘দুঃখাভিভূত পিতা’ এইরূপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার যৌক্তিকতা নাই।

অধিকারিণী হইবে। তুমি তরুণী, সর্বসুখ
তোমার আয়ত্তে। জীবনের সুখভোগে রত
হও। এসো, বৎসে, স্বামী বরণ করো।'—৪৬৪
তৎপরে সুমেধা তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তাহা
হইবে না। পুনঃপুন জন্মের মধ্যে সারবস্তু
কিছুই নাই। হয় আমি প্রব্রজ্যা লইব,
নয়তো আমার মৃত্যু হইবে। উহাই আমার
বরণীয়।—৪৬৫
এই কলুষিত, অপবিত্র, দুর্গন্ধবাহী, ভীতিপ্রদায়ী,
পূতিমাংসপূর্ণ চর্মের আধার, মলনিঃসারী দেহের
কী মূল্য আছে?—৪৬৬
মাংস ও রক্তের লেপনাচ্ছাদিত, কদর্য,
কৃমিকুলের আলয়, পক্ষীদিগের খাদ্য এই দেহ।
উহা জানিয়াও আমার নিকট ওই দেহের কী মূল্য
আছে? উহা কে চায়?*—৪৬৭
চেতনাহীন দেহ অচিরে শ্মশানে নীত হইবে;
তখন উহা অব্যবহার্য কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পরিত্যক্ত
এবং জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক ঘৃণিত।—৪৬৮
অপরের খাদ্যে পরিণত দেহ শ্মশানে নিক্ষেপ
করিয়া জ্ঞাতিগণ ঘৃণাভরে স্নান করে; স্বীয়
মাতাপিতা কর্তৃকও উহা বর্জিত হয়, অন্যের
কথা দূরে থাক।-৪৬৯
মনুষ্য অস্থি ও স্নায়ুগ্রথিত, সর্বপ্রকার
মলনিঃস্রাবপূর্ণ, পূতিমাংস এই অসার দেহে
আসক্ত।—৪৭০
এই দেহের ব্যবচ্ছেদ করিয়া যদি উহার
অভ্যন্তরকে বাহির করা হয়, তাহা হইলে
উহার অসহ্য দুর্গন্ধে স্বীয় মাতাও উহাকে বর্জন
করিবে।—৪৭১
স্কন্ধসমূহ, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি ক্ষণস্থায়ী সংযোগ

---

* অর্থাৎ কোনো পুরুষ উহা লইবে না।

মাত্র; উহারা দুঃখজনক জন্মের উৎস। উহাতে
আমার অনুরাগ নাই। তবে কাহাকে আমি
বরণ করিব? —৪৭২
যদি প্রতিদিন শত শত নব ছুরিকাঘাতে
শতবর্ষ ধরিয়া আমাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে
হয়, তাহাও শ্রেয়, যদি ওই মৃত্যু সর্বদুঃখের
চরম অবসান হয়।—৪৭৩
এই নির্মূল বিনাশ জ্ঞানীগণের ঈপ্সিত। বুদ্ধ
কহিয়াছেন, 'যাহাদের পুনঃপুন মৃত্যু হয়,
তাহাদের সংসারে বিচরণ দীর্ঘ।'—৪৭৪
দেবলোকে, মনুষ্যলোকে, পশুযোনিতে, অসুরজন্মে,
প্রেতলোকে এবং নিরয়ে আমরা
অসংখ্যবার মৃত্যুর মুখে পতিত হই।—৪৭৫
অসংখ্য প্রাণী নিরয়ে দুর্গতিপ্রাপ্ত এবং নির্যাতিত
হয়, দেবলোকেও নিস্তার নাই। নির্বাণের
সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর নাই।—৪৭৬
তাঁহারাই নির্বাণপ্রাপ্ত যাঁহারা অনাসক্ত
চিত্তে দশবল-সমন্বিত বুদ্ধের বাক্য অনুসরণপূর্বক
জন্ম ও মৃত্যু পরিহারার্থ প্রয়াস করিয়াছেন।—৪৭৭
পিতা, আমি অদ্যই প্রব্রজিত হইব। অসার
ভোগে আমার প্রয়োজন নাই। উহা ঘৃণ্য
এবং আমার অকাম্য। উন্মূলিত তালবৃক্ষের
ন্যায় উহা এক্ষণে নির্মূল।—৪৭৮
তিনি পিতাকে এইরূপ কহিলেন। কন্যাদান
অঙ্গীকারলব্ধ প্রীতি-রক্তিম রাগযুক্ত
অনিকরট্ঠও নির্দিষ্ট সময়ে ভাবী বধূর সম্মতি
লাভার্থ অগ্রসর হইলেন।—৪৭৯
কিন্তু সুমেধা স্বীয় সুকোমল, নিবিড়, কৃষ্ণ
কেশরাজি খড়গ দ্বারা কর্তনপূর্বক নিজ কক্ষের
দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানোপবিষ্ট হইলেন এবং
প্রথম ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করিলেন।—৪৮০
তাঁহার এইরূপ ধ্যাননিবিষ্ট অবস্থায় অনিকরট্ঠ

নগরে আগমন করিলেন। সুমেধা অনিত্যের
ভাবনায় নিযুক্ত হইলেন।—৪৮১
মণিকাঞ্চন ভূষিত দেহ অনিকরট্‌ঠ ত্বরিতে
প্রাসাদে আরোহণপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া
সুমেধার পাণি প্রার্থনা করিলেন।—৪৮২
'সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনৈশ্বর্য ও ক্ষমতা
উপভোগ করো। তুমি সৌভাগ্যশালিনী তরুণী।
জীবনের সুখভোগে রত হও; পৃথিবীতে উহা
দুর্লভ।—৪৮৩
আমার রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি। ভোগ
করো, যথেচ্ছা দান বিতরণ করো। উদ্‌ভ্রান্ত হইও
না। মাতাপিতা সন্তপ্ত।'—৪৮৪
তৎপরে ভোগতৃষ্ণায় বীতশ্রদ্ধ, মোহহীন
সুমেধা রাজাকে কহিলেন, 'কামে আনন্দের
অনুসরণ করিও না, উহা যে অশুভ তাহাই
অনুধাবন করো।—৪৮৫
চতুর্মহাদেশের রাজা মান্ধাতা অদ্বিতীয়
ধনৈশ্বর্যশালী ছিলেন; তিনিও অতৃপ্ত বাসনা
লইয়া কালগ্রস্ত হন।—৪৮৬
আকাশ হইতে যদি সপ্তবিধ রত্নের বৃষ্টিতে
দিগন্ত পূরিত হয়, তাহা হইলেও তৃষ্ণার তৃপ্তি
হইবে না। মানুষ অতৃপ্ত হইয়াই মরিবে।—৪৮৭
তৃষ্ণা অসি ও শূলের ন্যায়, উন্নত শির সর্পের
ন্যায়, জ্বলন্ত উল্কার ন্যায়, অস্থি কঙ্কালের ন্যায়।—৪৮৮
তৃষ্ণা অনিত্য, অধ্রুব, বহুদুঃখ ও তীব্র বিষ দুষ্ট;
উহা উত্তপ্ত লৌহগোলকের ন্যায়;
উহা দুঃখমূল, দুঃখপ্রসূ।—৪৮৯
তৃষ্ণা বৃক্ষফলের ন্যায়,[১] অশুভজনক

---

[১]। এই উপমা দুইটি মজ্‌ঝিমনিকায়ে ৫৪ নং সূত্রে দৃষ্ট হয়। ফলের লোভে কেহ বৃক্ষে আরোহণ করিল, অপর এক ব্যক্তি, যে বৃক্ষে আরোহণে অসমর্থ—একইরূপে ফল লুব্ধ হইয়া বৃক্ষের গোড়া কাটিয়া ফেলিল; যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, তাহার আঘাত প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

মাংসপিণ্ডের[১] ন্যায়; উহা স্বপ্নের ন্যায়
প্রবঞ্চক; উহা ঋণরূপে গৃহীত পরধনের[৩] ন্যায়।—৪৯০
তৃষ্ণা ছুরিকা ও শূলসম; উহা দুরন্ত ব্যাধি ও
গণ্ডবিশেষ, উহা দুঃখ ও ক্লেশান্ত। উহা
জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ডের ন্যায়, দুঃখমূল, ভীতিজনক
ও প্রাণনাশী।—৪৯১
বহুদুঃখজনক ও মুক্তির অন্তরায় তৃষ্ণা ওইরূপেই
আখ্যাত হইয়াছে। যাও। জীবনের তৃষ্ণায়
আমি আস্থাহীন। আমার অন্য কর্তব্য আছে।—৪৯২
অপরে আমার জন্য কী করিবে? আমার
শিরোদেশে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি; বার্ধক্য ও মৃত্যু
আমার অনুসরণ করিতেছে। উহাদিগকে
আঘাত করিবার জন্য আমাকে প্রয়াস করিতে
হইবে।'—৪৯৩
পরে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সুমেধা
দেখিলেন যে মাতাপিতা ও অনিকরট্‌ঠ তথায়
উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দনে রত। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন : —৪৯৪
'যাহারা জ্ঞানহীন তাহাদের পুনঃপুন জন্ম ও
রোদন অতিদীর্ঘ; তাহাদের পিতৃমরণ,
ভ্রাতৃমরণ ও নিজ মরণভয় অন্তহীন।—৪৯৫
অশ্রু, স্তন্য ও রুধির সিক্ত এই সংসার আদি
ও অন্তহীন, ইহা স্মরণ করো। এই সংসারে
ভ্রাম্যমাণ প্রাণীর স্তূপীকৃত অস্থির বিষয় চিন্তা
করো।—৪৯৬
চতুর্মহাসমুদ্রের বারিরাশি পরিমিত ওই অশ্রু,

---

[১]। কোনো মাংসাশী পক্ষী মাংসখণ্ড আহরণ করিয়া আকাশে উড়িল; অপর ওইরূপ পক্ষীগণ পূর্বোক্ত পক্ষী হইতে মাংসখণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, এইরূপে বিরোধের সৃষ্টি হইল।

[৩]। 'যং পরেন দিন্নত্তা লব্‌ভতি, তং যাচিত সদিসং এব হোতি' যাহা অপরের দান হইতে লব্ধ তাহা যাচিতের ন্যায়। যেমন ঋণরূপে লব্ধ পরধন হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সেইরূপ উপভোগ হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

স্তন্য ও রুধির স্মরণ করো। মাত্র এক কল্পের
সঞ্চিত অস্থি বিপুলের[১] সমান, ইহা স্মরণ করো।—৪৯৭
আদি অন্তহীন সংসারে বিচরন্ত প্রাণীর
মাতাপিতার সংখ্যা গণনায় প্রয়োজনীয়
অঙ্কগুলিকার মৃত্তিকা সমস্ত জম্বুদ্বীপ হইতে আহৃত
হইবে না।—৪৯৭
সমস্ত পৃথিবী হইতে সংগৃহীত তৃণকাষ্ঠ শাখা
পত্রাদির চতুরঙ্গুলিক ঘটিকার সাহায্যেও আদি
অন্তহীন সংসারে বিচরন্ত প্রাণীর
পিতৃপুরুষগণের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।[২]
ইহা স্মরণ করো।—৪৯৯
পূর্ব কিংবা অপরাপর সমুদ্রের অন্ধ কচ্ছপের
কাহিনী স্মরণ করো। ভাসমান যুগছিদ্র হইতে
উহা যুগযুগান্তে একবার মস্তক উত্তোলন
করে। মনুষ্যজন্মও এইরূপই দুর্লভ।[১]—৫০০
ফেণপিণ্ডরূপ, দুর্দশাগ্রস্ত, অসার এই দেহ
স্মরণ করো। অনিত্য স্কন্ধসমূহের প্রতি
দৃষ্টিপাত করো। নিরয়ের নির্যাতন বিস্মৃত
হইও না।—৫০১

---

[১]। পর্বতের নাম।

[২]। এই পৃথিবীর সমস্ত তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা পত্র হইতে এক একটি চারি অঙ্গুলি পরিমিত ঘটিকা (আঁটি) প্রস্তুত করিয়া যদি ওইগুলিকে 'এইটি আমার পিতার, এইটি মাতার' এইরূপে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে ঘটিকা নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তবুও পিতৃ পিতামহের সংখ্যা নির্ণয় হইবে না।

[১]। মজ্‌ঝিম নিকায়ের 'বাল-পণ্ডিত' সূত্রে অন্ধ কচ্ছপের কাহিনী উক্ত হইয়াছে :

'কোনো পুরুষ সচ্ছিদ্র যুগ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু উহাকে পশ্চিম দিকে তাড়িত করিল, পশ্চিমের বায়ু পূর্বদিকে, উত্তরের বায়ু দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণের বায়ু উত্তরদিকে তাড়িত করিল; সেই স্থানের এক অন্ধ কচ্ছপ শতবর্ষান্তে একবার মস্তক উত্তোলন করে। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? ওই অন্ধ কচ্ছপ কি ওই যুগচ্ছিদ্রে স্বীয় গ্রীবা প্রবেশ করাইবে? 'ভন্তে, দীর্ঘকালের অন্তে ক্বচিৎ কখনো করাইতে পারে।'

'ভিক্ষুগণ, ওই অন্ধ কচ্ছপের পক্ষে সচ্ছিদ্র যুগে গ্রীবা প্রবেশ করানো যেরূপ দুর্লভ, বিনিপাতগ্রস্ত মূঢ়ের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষাও দুর্লভ।

পুনঃপুন বিভিন্ন জন্মে আমরা শ্মশানের পুষ্টি
সাধন করিতেছি, ইহা স্মরণ করো। কুম্ভীরের[২]
ভীতি স্মরণ করো। চতুরঙ্গ আর্যসত্য স্মরণ
করো।—৫০২
অমৃত বিদ্যমানে পঞ্চতিক্তে প্রীতিলাভ
করিবে? পঞ্চতিক্ত অপেক্ষাও ভোগানন্দ
কটুকতর।—৫০৩
অমৃত বিদ্যমানে তুমি তৃষ্ণার জ্বরে প্রীতি
লাভ করিবে? ভোগাসিক্ত জ্বালাময়,
ক্ষোভময়, সন্তাপময়।—৫০৪
শত্রুর পরিহার যখন সম্ভব, তখন শত্রুবহুল
কামাসক্তিতে কী প্রয়োজন? কামাসক্তি
স্বতঃই রাজা, অগ্নি, চৌর, জল এবং অপ্রিয়
জনের শত্রুতা আহ্বান করে।—৫০৫
মোক্ষ বিদ্যমানে বধ, বন্ধনাদি ভয়যুক্ত
কামাসক্তিতে কী প্রয়োজন? কামে বধ ও বন্ধনের
ভয়; কামাসক্ত দুঃখক্লিষ্ট হয়।—৫০৬
যে জলন্ত তৃণদণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ না
করিয়া ধারণ করিয়া থাকে, সে দগ্ধ
হয়। সেইরূপ কামাসক্তও দগ্ধ হয়। ইহা
আখ্যানোক্ত।[১]—৫০৭
বিপুল সুখের বিনিময়ে বিন্দুমাত্র ভোগের
আনন্দ গ্রহণ করিও না। পুথুলোমের[২] ন্যায়
বড়িশ[৩] গ্রাস করিয়া পশ্চাতে বিনষ্ট
হইও না।—৫০৮

---

[২]। মজ্ঝিমনিকায়ের একস্থানে ঔদরিকতাকে কুম্ভীর-ভয় বলা হইয়াছে। কোনো প্রব্রজিত আহারের লোভে প্রব্রজিত জীবনের নিয়ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্বার গৃহীজীবন অবলম্বন করিলে বলা হয় সে কুম্ভীর ভয়ে ভীত হইয়া উত্তম পরিত্যাগপূর্বক হীনকে আশ্রয় করিয়াছে।

[১]। মজ্ঝিমনিকায়ের অলগদ্দূপম এবং পোতলিয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

[২]। এক জাতীয় মৎস্য।

[৩]। মৎস্য ধরিবার বড়শি।

ভোগতৃষ্ণাকে দমন করো; নচেৎ ক্ষুধার্ত
চণ্ডালগণ কর্তৃক বিনষ্ট শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের ন্যায়
তুমিও বিনষ্ট হইবে।—৫০৯
ভোগানুরক্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ও মানসিক
ক্লেশ পাইবে। ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করো।
উহা অনিশ্চিত।—৫১০
অজরত্ব বিদ্যমানে জরাশীল কামরতিতে কী
প্রয়োজন? সর্বত্র সর্বজন্ম ব্যাধি ও মৃত্যুতে
অবসিত হয়।—৫১১
এই অজর, অমর, এই অজরামর মার্গে শোক
নাই, শত্রু নাই, বিঘ্ন নাই; উহা অটল,
ভয়হীন, সন্তাপহীন।—৫১২
বহুজন এই অমৃতের আস্বাদন করিয়াছেন;
অদ্যও ইহা লভনীয়। কিন্তু যিনি সর্বান্তঃকরণে
উহার অনুসরণ করিবেন, তিনিই উহা লাভ
করিবেন। উহা উদ্যমহীনের প্রাপ্য নয়।'—৫১৩
সংসারযুগমুক্ত সুমেধা এইরূপ কহিয়া কেশ
দ্বারা তুমি স্পর্শপূর্বক অনিকরট্‌ঠকে অনুনয়
করিলেন।—৫১৪
অনিকরট্‌ঠ উত্থান করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া
সুমেধার পিতাকে কহিলেন, 'মুক্তি ও সত্য
দর্শনের জন্য সুমেধাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে
অনুমতি করুন।'—৫১৫
সংসারের শোক ও ভয়ে ভীতা সুমেধা মাতা
পিতার অনুমতি লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয়
করিলেন। শিক্ষার্থিণীরূপেই ষড় অভিজ্ঞা
লব্ধ হইয়া তিনি যথাসময়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধি
লাভ করিলেন।—৫১৬
রাজকন্যার এই নির্বাণ আশ্চর্য, অদ্ভুত! তিনি
তাঁহার পূর্বজন্মের বিবরণ পরবর্তীকালে
কহিয়াছিলেন। উহা এইরূপ : —৫১৭
'যখন ভগবান কোণাগমন সংঘারাম নামক নতুন

নিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, ওই সময় আমি
ও আমার দুইজন সখী[১] তাঁহাকে বিহার নির্মাণ
করিয়া দান করিয়াছিলাম।—৫১৮
আমরা শত সহস্র বৎসর দেবলোকে বাস
করিয়াছিলাম—মনুষ্যলোকের কথা দূরে থাক।—৫১৯
দেবলোকে আমাদের পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল, মনুষ্যলোকে তো তুচ্ছ। আমি
সপ্তরত্নের[২] অন্যতম রত্নরূপে রাজমহিষী
হইয়াছিলাম।—৫২০
বুদ্ধশাসনে আত্মসমর্পণই উহার হেতু,
উহার উৎস, উহার মূল। ওই আত্মসমর্পণই
প্রথম সংযোজন। উহাতেই ধর্মানুরাগীর
নির্বাণ।—৫২১
যাঁহারা সেই অপরিমিত প্রজ্ঞার অধিকারীর
বচনে শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা এইরূপ কহেন এবং
জীবনের তৃষ্ণায় বীতরাগ হইয়া সর্বপ্রকার
আসক্তি বর্জিত হইয়া থাকেন।—৫২২

খুদ্দকনিকায়ে থেরীগাথা সমাপ্ত।

---

[১]। এই দুইজন ক্ষেমা ও ধনঞ্জানী।

[২]। রাজচক্রবর্তীর সাত রত্ন; যথা : হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, পরিনায়ক-রত্ন এবং চক্ররত্ন।

খুদ্দকনিকায়ে

বুদ্ধবংশ

ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ, ধর্ম্মসংহিতা, মিলিন্দ-প্রশ্ন প্রভৃতি
গ্রন্থপ্রণেতা বুদ্ধশাসনের বীর্যস্তম্ভ ত্রিপিটকত্রয় কোবিদ
বৌদ্ধ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

বিনয়াচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির

পালিশাস্ত্র বিশারদ

শ্রীমৎ আর্যবংশ স্থবির এবং কবি জ্যোতিপাল ভিক্ষু

কর্তৃক সংশোধিত

শ্রীধর্মতিলক স্থবির

কর্তৃক অনূদিত

খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ

অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু
প্রথম প্রকাশ : ২৪৭৮ বুদ্ধবর্ষ; ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ
প্রথম প্রকাশক : রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৫৫৯ বুদ্ধবর্ষ; ৮ জানুয়ারি ২০১৬
সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ, ত্রিপাসো, বাংলাদেশ
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু

Khuddaka Nikaye BUDDHAVANGSHA

Translated by Ven. Dharmatilak Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail: tpsocietybd@gmail.com

সমর্পণ

জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ প্রভৃতি ভবদুঃখ প্রপীড়িত প্রাণীদের পরিত্রাতা পতিত পাবন ভগবান বুদ্ধগণের অমল জীবন কাহিনি সম্বলিত সমূলানুবাদ বুদ্ধবংশ বঙ্গ ভাষাভাষী সহৃদয় প্রত্যেক ভ্রাতা ভগ্নিদের করে সমর্পন করিলাম।

বুদ্ধবংশের সমর্পণজনিত বিপুল পুণ্যসম্পদ স্বর্গীয় পিতামাতা প্রমুখ সত্ত্বগণের হিতসুখ তরে পুলক অন্তরে বিতরণ করিতেছি। তদনুমোদনে সমস্ত জীব-জগৎ শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

ধর্মতিলক স্থবির

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

মহান বুদ্ধের প্রজ্ঞা-বিমণ্ডিত জ্ঞানালোকে পরিস্নাত ও উদ্ভাসিত শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তের অন্যতম এক লালিত স্বপ্ন ছিল, পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনূদিত হোক। তিনি তাঁর প্রায় দেশনায় বলতেন, আমি রাজবন বিহারে পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছি। তবে সেগুলো ইংরেজি ও পালিতে। এখনো পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনূদিত হয়নি। তাই বর্তমানে আমি পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কারণ ত্রিপিটক না পড়ে, আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যাবে না। এমনকি বুদ্ধধর্ম জানাও যাবে না। একমাত্র ত্রিপিটক শাস্ত্রেই বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ পরিষ্কারভাবে জানার জন্য ত্রিপিটক শাস্ত্র পড়ার কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ জানতে না পারলে কীভাবে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যাবে! আর সে-অবস্থায় কীভাবে এখানে বুদ্ধধর্ম, বুদ্ধের শাসন রক্ষা করা যাবে! ত্রিপিটক না হলে বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের শাসন সমুজ্জ্বল, সুরক্ষা করা যাবে না। এসব কথা বিবেচনা করে আমি পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগ্রহ করলাম। যাতে করে এতদঞ্চলে বুদ্ধধর্ম সঠিকভাবে আচরিত হয়, বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ত্রিপিটক থাকলে সেটা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এমনকি আমার অবর্তমানেও সম্ভব হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিপিটক না থাকলে সম্ভব হবে না। যারা নির্বাণ লাভেচ্ছু তারা এ ত্রিপিটক পড়ে তদনুরূপ আচরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

পরম কল্যাণমিত্র বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে দেয়ার মহান ব্রতে আত্মনিবেদিত হতেই **ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ** প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২০১২ সালে। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশনার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। যা ইতোমধ্যে সাহিত্যানুরাগী, বুদ্ধিজীবী ও সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। সোসাইটির এবারের পরিবেশনা হলো খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত

'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি। শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালের ২৫ জুলাই, পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বহুবছর পর ১৯৯৪/৯৫ সালের দিকে থাইওয়ানের দ্য করপোরেট বোধি অব দ্য বুদ্ধ অ্যাডুকেশনাল ফাইন্ডেশন হতে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। আর এবার ১৯৫৪ সালে বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ও বিশোধিত বুদ্ধবংসপালি গ্রন্থের আদলে এবং কিছুটা সংশোধিত, পরিমার্জিতভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটিতে মূলত গৌতম বুদ্ধের পূর্বে জগতে আবির্ভূত ২৪জন বুদ্ধের জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের বরপ্রাপ্তির পর থেকে পারমী পরিপূর্ণ করা পর্যন্ত যে-সকল বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, সে-সব বুদ্ধের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। তার সাথে গৌতম বুদ্ধ ও (তাঁর) ধাতু বিভাজনীয় কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ রয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে রতন-চঙ্ক্রমণে অবস্থানকালে জ্ঞাতিগণের মান বিতাড়িত করণার্থে বিংশতি সহস্র ক্ষীণাসব শিষ্য-পরিবৃত হয়ে 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থের বিষয়বস্তু দেশনা করেছেন। এ দেশনার মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ তাঁর আত্মীয়স্বজন ও শতকোটি দেবমনুষ্যের বিমুক্তি লাভের পথ প্রশস্ত করেন। 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধ (তথা গৌতম বোধিসত্ত্ব) কোন পূর্বতন বুদ্ধের সময়ে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, কী পারমী পূরণ করেছেন এবং কোন বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্বলাভ সম্পর্কে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন? তা বর্ণিত হয়েছে চমৎকারভাবে।

সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোচ্য গ্রন্থটিতে পূর্বপ্রকাশিত পালির অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি আরও সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ্য করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে বানানরীতিতে পরিবর্তন আনাও অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আমরাও এ পরিবর্তন মেনে নিয়ে সম্পাদনার কাজ এগিয়ে নিয়েছি। বাংলা একাডেমীর *আধুনিক প্রমিত বাংলা বানানরীতি* অনুসরণ করে আমরা এ পরিবর্তন এনেছি। উল্লেখ্য যে, আমরা প্রয়োজনসাপেক্ষে কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আর আমাদের এ পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ-নীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'বুদ্ধবংশ' বইয়ে কোনো ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়নি। এবারের মুদ্রণে আমরা ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ত্রিপিটকের আনুকরণে পুরো বইয়ে ক্রমিক সংখ্যা সংযোজন করে দিয়েছি।

সবকিছু মিলে এবারের এ 'বুদ্ধবংশ' বইয়ের পুনর্মুদ্রণটি পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত সংস্করণ বলা চলে।

পুরো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলাম। পুরো সম্পাদনা কাজে আমরা কতটুকু সফলকাম হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠকরাই বিবেচনা করবেন।

পূজ্য বনভন্তে আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা, অপরিসীম প্রেরণার উৎস। তাঁর মহান আদর্শ, প্রজ্ঞাদীপ্ত দিকনির্দেশনা আমাদের জীবন চলার পথে আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। তিনি আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় চিরঞ্জীব, চির অম্লান। এ জগদ্দুর্লভ মহাপুরুষের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' এক অনুপম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যোগটি হলো, আগামী ২০১৯ সালে তাঁরই শততম জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকের মাঝে সমর্পণ করা। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে ভগবান বুদ্ধের দেশিত সমস্ত বাণী পাঠ করার এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির লক্ষ্য। আমরা আনন্দের সাথে জানাতে চাই, এ ব্যাপারে সোসাইটির কাজ অনেক দূর এগিয়েছে এবং ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। যারা এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি তাদের হাতে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পৌঁছে দিবে অকুণ্ঠ চিত্তে।

ইতি

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

১৮ নভেম্বর ২০১৫

নিবেদন

পর্বততুল্য উত্তাল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহু আয়াসে সমূল অনুবাদ 'বুদ্ধবংশ' প্রকাশিত হইল। ইহা অনন্ত জ্ঞানী পরম পবিত্র বুদ্ধগণের অপার মহিমা মাত্র।

বিগত পাঁচ বৎসরে পূর্বে যখন বৌদ্ধ মিশন সংগঠিত হয়, তখন মিশনের অন্যতম প্রাণদাতা মদীয় আচার্য মহোদয় আমাকে *বুদ্ধবংশ* ও *সারসংগ্রহ* দুইখানি গ্রন্থ সংকলনের আদেশ করেন। *সারসংগ্রহ* মৎকর্তৃক অনূদিত হইয়া দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া *বুদ্ধবংশ*ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তবে ইহার সম্পাদনায় কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, সেই বিচার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের হাতে। অনুবাদকালে মূল গ্রন্থের সহিত অনুবাদের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। অথচ আধুনিক রুচিবাগীশদের রুচি অনুসরণে পুণ্যময় পবিত্র গ্রন্থ, সংস্কার অস্ত্রে সংহার করিবার সাহস করি নাই। কেহ কেহ হয়তো ইহা আমার গোঁড়ামিও বলিতে পারেন।

বুদ্ধবংশের মুদ্রণকার্য প্রথম বৌদ্ধ সাহিত্য গগনের উদীয়মান ভাস্কর কবি জ্যোতিপাল ভিক্ষুর প্রযত্নে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বৌদ্ধ মিশনের তথা বৌদ্ধ সমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার জীবনের পূত কাহিনি স্মরণ করিলে শোকোচ্ছ্বাসে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া যায়। সমগ্র বৌদ্ধ সমাজ আজ তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছে। জ্যোতিপালের আকস্মিক তিরোধানে আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে এবং *বুদ্ধবংশ* প্রচারেও অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিয়াছে। এইজন্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট বাস্তবিকই লজ্জিত।

ইহার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি পরমারাধ্য আচার্য মহোদয় দেখিয়া দিয়াছেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা যোজনা করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি ও পাঠকবৃন্দের সুবিধা করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীমৎ আর্য্যবংশ স্থবির মহোদয় ইহার বহু সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন, তাই তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। মাননীয় প্রজ্ঞানন্দ স্থবির মহোদয় সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া প্রকৃত বুদ্ধভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

বুদ্ধবংশের প্রথম সাত ফর্মার সঙ্গে কর্মবীর জ্যোতিপালের কর্মস্মৃতি বিজড়িত। অবশিষ্টাংশ বৌদ্ধ মিশনের অন্যতম হিতৈষী কর্মী মাননীয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির ও আমার সহোদর প্রতিম সংঘশক্তি ও বৌদ্ধ মিশনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির মহোদয়দ্বয় অতিশয় নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ইহার প্রথমবারের পাণ্ডুলিপিখানি আমার স্নেহভাজন শিষ্য শ্রীমান ধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি সরল অন্তরে তাহার সমুন্নত শাসনিক জীবন কামনা করি।

শত চেষ্টায়ও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা যায় না। ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার করা কোনো গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদনা যে কীরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা বিজ্ঞগণ মাত্রেই অবগত আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়া যায়। ইহাতেও যে থাকিবে না তাহা নহে।

তবে আশা করি সদাশয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমার অনিচ্ছাকৃত ক্রটি নিজগুণে মার্জনা করিবেন। বুদ্ধবংশ স্বধর্মনিষ্ঠ প্রত্যেক বুদ্ধভক্তদের নিকট সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

দিস্সন্তি বে যদি পমাদ ভবেহ দোসা
দোসঞ্ঞুনো তদখিলং পরিসোধযন্তু,
মা চেথ সখ বিমুখা মুখরা খলেদং
দূসেন্তু দুস্সনরতা সুপরিস্সমং মে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা — **শ্রীধর্মতিলক স্থবির**
৯ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই — আকিয়াব
১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

ভূমিকা

পৃথিবীর মধ্যে পূর্ববিদেহ, অপরগোয়ান, উত্তরকুরু এবং জম্বুদ্বীপ নামে চারিটি মহাদ্বীপ আছে। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যেও আবার মধ্যদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ। মধ্যদেশের সীমা পালিগ্রন্থে নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ আছে :

'পুরত্থিমায় দিসায় কজঙ্গলং নাম নিগমো... পুরত্থিমায় দক্খিণায় দিসায় সললবতী নাম নদী... দক্খিণায় দিসায় সেত কণ্নিকং নাম দিগমো... পচ্ছিমায় দিসায় থূনং নাম ব্রাহ্মণ গামো... উত্তরায় দিসায় উসীরদ্ধজো নাম পব্বতো। এবং পরিচ্ছিন্নে আয়ামতো তিয়োজন সতে বিত্থারতো অড্ঢতিয়োজন সতে পরিক্খেপতো নবয়োজন সতে মজ্ঝিম পদেসো উপ্পজ্জতি।'

পূর্বদিকে কজঙ্গল বিগম (বর্তমান কংকজোল, সাঁওতাল পরগণা, বিহার প্রদেশ), পূর্ব-দক্ষিণদিকে সললবতী নদী, দক্ষিণ দিকে শ্বেতকর্ণিক নিগম (বর্তমান থানেশ্বর, কণলিনগুলে সরস্বতী নদীর নাতিদূরে অবস্থিত), পশ্চিম দিকে থুন নামক ব্রাহ্মণ পল্লী এবং উত্তর দিকে উসীরদ্ধজ নামক পর্বত (হরিদ্বারের নিকটবর্তী পর্বত)। দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন, প্রস্থে আড়াইশত যোজন এবং গোলাকারে নয়শত যোজন পরিমিত আড়াইশত যোজন এবং গোলাকারে নয়শত যোজন পরিমিত স্থান মধ্যদেশ নামে অভিহিত হয়।

এই স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে পবিত্র ভূমি বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে। জগতে যত বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং হইবেন সকলেরই জন্মস্থান এই মধ্যদেশ। কেবল যে বুদ্ধেরাই এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন তাহা নহে। পচ্চেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক, অশীতি মহাশ্রাবক, বুদ্ধের মাতাপিতা, চক্রবর্তী রাজা এবং অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিরাও এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নব ভাবের প্রেরণা দিয়া তাপিত জীবমণ্ডলীর মরুহৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম এই পবিত্র ভূমির মূল ধর্ম। এই ধর্মের সঙ্গে মানবের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। যখন মানবসমাজ প্রকৃত ধর্ম ভুলিয়া নানা প্রকারে মিথ্যাদৃষ্টিতে জড়িত হইয়া পড়ে এবং ভোগপরায়ণ হইয়া রাগ-দ্বেষের বীজ বপন করিয়া দুঃখিত, পীড়িত, সন্তাপিত হইয়া পড়ে তখনই সেই দুঃখ

নিবারণ ও কল্যাণের নিমিত্ত পরম কারুণিক মহামানব বুদ্ধ সংসারে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, স্বীয় উপদেশ, চরিত্র প্রভাবে শিখাইয়া দেন। এই কারণে প্রবাহরূপে বৌদ্ধধর্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। বুদ্ধ সাধারণ মানব নহেন। তিনি অনন্ত জ্ঞান, অপার করুণা এবং অগাধ বিশুদ্ধ গুণের আধার। যেমন রুগ্‌ণের রোগমুক্তির নিমিত্ত উত্তম ভিষকের আবশ্যকতা থাকে, তেমন ত্রিবিধ দুঃখে তাপিত প্রাণীসমূহের দুঃখ নিবারণের জন্য নির্দোষ সর্বাঙ্গপূর্ণ মহামানবের আবশ্যকতা চিরকাল ছিল ও চিরকাল থাকিবে। এই জন্য অসংখ্য বৎসর পরে জগতে এক একজন মহামানব পূর্ণ পুরুষ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইবার মানসে বোধিসত্ত্ব কঠিন তপস্যা প্রভাবে আধ্যাত্মিক যোগ্যতা লাভের জন্য অনন্তকাল ধরিয়া পারমীপূর্ণ করিয়া প্রস্তুত হইতে থাকেন। বুদ্ধের আবির্ভাব কোনো দেশ বা জাতিবিশেষের জন্য হয় না, জগতের সমস্ত জীবমণ্ডলীর জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুদুঃখ বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এইজন্য বুদ্ধ জগতের সমস্ত মূল্যবান রত্নাপেক্ষা মহান রত্ন। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রেয় লাভের নিমিত্ত তাঁহার বাণীও সংসারের সমস্ত মহার্ঘ রত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন। ধর্মানুরূপ স্বীয় আদর্শ জীবন ও উপদেশ দ্বারা বুদ্ধের বাণী যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারাও জগতের সকল রত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া অভিহিত হন। যেই ভাগ্যবান ব্যক্তি এই ত্রিবিধ শরণের আশ্রয় গ্রহণ করে সে অনাবিল সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। তাই বুদ্ধের আবির্ভাবে আনন্দাপ্লুত হইয়া দেবতারা স্তব করিয়া থাকেন :

‘লোক ক্লেশাগ্নি সন্তপ্তে প্রাদুর্ভূতোহ্যয়ংহ্রদঃ
অবং তং প্রাপ্যতে ধম্মং বজ্জগম্মোচরিষ্যতি।
অজ্ঞাত তিমিরে লোকে প্রাদুর্ভূত প্রদীপক
অবং তং প্রাপ্যতে ধম্মং বজ্জগত্তারয়িষ্যতি।
শোক-সাগর কন্তারে বান শ্রেষ্ঠ মুপস্থিতম্
অবং তং প্রাপ্যতে ধম্মং বজ্জগত্তারয়িষ্যতি।
ক্লেশ বন্ধন বদ্ধানাং প্রাদুর্ভূত প্রমোচক
অয়ং তং প্রাপ্যতে ধম্মং বজ্জগম্মোচরিষ্যতি।
জরা-ব্যাধি-কিলিষ্ঠানং প্রাদুর্ভূতোভিষগ্বর
অবং তং প্রাপ্যতে ধম্মং জাতি মৃত্যু প্রমোচকম্।’

ভগবান গৌতম বুদ্ধ যেই বুদ্ধদের পাদমূলে বোধিসত্ত্বাবস্থায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির মানসে প্রার্থনা করিয়া দান-শীলাদি দশবিধ পারমী পূর্ণ করিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ

করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধদের ও গৌতম বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত যেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহার নাম *বুদ্ধবংশ*।

এই গ্রন্থ সূত্র পিকটান্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চদশ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির দ্বিবিধ সংখ্যা, গণনা ও পর্যায়ে দৃষ্ট হয়। দীর্ঘভাণকদিগের মতানুসারে খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থগুলির সংখ্যা ১২; মজ্ঝিমভাণকদিগের মতানুসারে ইহাদের সংখ্যা ১৬; দীর্ঘভাণকদিগের গণনা অনুসারে খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থের তালিকায় বুদ্ধবংশের নামোল্লেখ নাই।

মজ্ঝিমভাণকদিগের গণনা পর্যায় কীরূপ ছিল তাহা বুদ্ধঘোষ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, মজ্ঝিমভাণকগণ চরিয়াপিটক, বুদ্ধবংশ ও অপদান—এই তিনটি গ্রন্থও খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ মজ্ঝিমভাণক নির্দিষ্ট পঞ্চদশ সংখ্যা গ্রহণ করিয়া খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থগুলি নিম্ন পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদত্ত পর্যায় পরবর্তী স্থবিরেরা গ্রহণ করিয়াছেন। ১. খুদ্দক পাঠ, ২. ধম্মপদ, ৩. উদান, ৪. ইতিবুত্তক, ৫. সুত্তনিপাত, ৬. বিমানবত্থু, ৭. পেতবত্থু, ৮. থেরগাথা, ৯. থেরীগাথা, ১০. জাতক, ১১. নিদ্দেস, ১২. পটিসম্ভিদামগ্‌গ, ১৩. অপদান, ১৪. বুদ্ধবংস, ১৫. চরিয়াপিটক।

মহাবোধিবংশের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে প্রথম সঙ্গীতিতে অঙ্গুত্তর নিকায় আবৃত্তি ও সংগ্রহ করিবার পর পঞ্চশত অর্হৎ সদস্য নিম্নক্রমে অভিধর্ম ও খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থগুলি আবৃত্তি করিয়া তৎসমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত ধম্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক ও পট্‌ঠান এই সাতখানি গ্রন্থ; সুত্তনিপাত, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটক খুদ্দকনিকায়ভুক্ত গ্রন্থসমূহ।

বুদ্ধঘোষের তালিকার বিশেষত্ব এই যে 'খুদ্দকপাঠ' নামে একটি নতুন গ্রন্থ খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং 'মহানিদ্দেস' ও 'চূলনিদ্দেস' এই দুইটি গ্রন্থ একটি গ্রন্থরূপে গণনা করা হইয়াছে।

বুদ্ধবংশ যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহা বিশেষরূপে জানা গেল। গ্রন্থটি পালি পদ্যে লিখিত। এ যাবৎ ভারতীয় কোনো অক্ষরে ইহার মূল কিম্বা ভারতীয় কোনো ভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির হয় নাই। শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির এই উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মূল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

পালি শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া আক্ষরিক অনুবাদ করায় অনুবাদটি পাঠকের চক্ষে খটমট বোধ হইতে পারে। তবুও মূল বিষয় জানিতে কাহাকেও শ্রম স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটি সাদরে পাঠ করিয়া অতীত বুদ্ধদের আশ্চর্যজনক পূতকাহিনী পাঠ করিয়া অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবেন।

শুক্লা সপ্তমী, চৈত্র
১৩৪০ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির
রেঙ্গুন

খুদ্দকনিকায়ে

বুদ্ধবংশ

'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স'

অজ্ঞানতম বিনাশক মহা মহীয়ান লোকগুরু ভগবান সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বিংশতি সহস্র ক্ষীণাসব শিষ্য পরিবৃত হইয়া, শুদ্ধোদন মহারাজের আমন্ত্রণে কপিলবাস্তু নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় রমণীয় ন্যাগ্রোধ আরামের রত্নচঙ্ক্রমণে অবস্থানকালীন তাঁহার জ্ঞাতিগণের অভিমান নষ্ট করিবার জন্য, তদীয় অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র মহাস্থবিরের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শ্রোতৃগণের প্রসাদজনক এই 'বুদ্ধবংশ' দেশনা করিয়াছিলেন। তাহা মহাকাশ্যপ স্থবির প্রমুখ ধর্মসংগ্রাহক সঙ্গীতিকারক স্থবিরগণ (বুদ্ধবংশ) জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে *'ব্রহ্মা চ লোকাধিপতি সহম্পতি'* ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন।

১. লোকাধিপতি সহম্পতি মহাব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভগবান, ইহলোকে অল্পক্লেশ প্রকৃতি জীবগণ আছে, আপনি জগদ্বাসী প্রাণীদের প্রতি করুণা করিয়া চারি আর্যসত্যধর্ম দেশনা করুন।

২. আট প্রকার বিদ্যা ও পনেরো প্রকার আচরণসম্পন্ন, হিতাহিত বিষয়ে এক সমান গুণযুত জ্যোতিষ্মান অন্তিম দেহধারী ও অসদৃশ পুরুষ তথাগত বুদ্ধের জন্ম-জরাদি-দুঃখপ্রাপ্ত প্রাণীদিগের প্রতি করুণার উদয় হইয়াছিল।

৩-৪. [করুণা উদয় হইয়াছিল কেন?] যেহেতু এই মনুষ্যগণ অর্থাৎ শুদ্ধোধন মহারাজ প্রমুখ বুদ্ধের জ্ঞাতিগণ এই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ কীদৃশ লোক-হিতৈষী, বুদ্ধের ঋদ্ধিবল, প্রজ্ঞাবল এবং দশবিধ জ্ঞানবল কী প্রকার জানে না, যেহেতু ইহারা এই নরোত্তম বুদ্ধ ঈদৃশ, জগতের মঙ্গলময় বুদ্ধের ঋদ্ধিবল, প্রজ্ঞাবল ও বুদ্ধানুভাব এই প্রকার বলিয়া জানে না।

৫. তদ্ধেতু আমি অনুত্তর বুদ্ধবল তাহাদিগকে দেখাইব, আকাশে রত্ন-প্রতিমণ্ডিত চঙ্ক্রমণ নির্মাণ করিব।

৬. তখন ভূমি, চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত এবং ব্রহ্মালোকবাসী দেবগণ উৎফুল্ল হইয়া বিপুল আনন্দধ্বনি করিল।

৭. অতঃপর ভগবান অবদাত-কৃৎস্নের প্রভাবে দশ সহস্র চক্রবাল আলোকিত হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। সেই অধিষ্ঠানক্ষণেই পৃথিবী হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল। তজ্জন্য গাথায় '*ওভাসিতা চ পঠবী সদেবকা*' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। যখন বুদ্ধ জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন, তখন সেই আশ্চর্যজনক ঋদ্ধির দ্বারা দেবলোক আর পৃথিবী আলোকিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অতল লোকান্তরিক নরকের ঘনান্ধকারও বিগত হইয়াছিল।

৮. দেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-রাক্ষসসহ ইহলোকে পরলোকে এবং ইহ-পর উভয় লোকে, নিম্নে অবীচি, ঊর্ধ্বে ভবাগ্র, আর প্রস্থে দশ সহস্র চক্রবাল অবধি বিস্তৃত অন্ধকার বিধ্বংস করিয়া, অপরিমিত মহা আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল।

৯. জীবশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, জ্ঞানী, বিনায়ক শাস্তা দেবমনুষ্যদিগের দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর মহানুভাবসম্পন্ন, শতপ্রমাণ ধন্য-পুণ্য লক্ষণযুক্ত সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী বুদ্ধ দেবমনুষ্যদের বিস্ময়কর প্রতিহার্য বা ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন!

১০. তখন দেবশ্রেষ্ঠ মহাব্রহ্মের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া রত্নচঙ্ক্রমণে উপবেশন করে শ্রোতৃবৃন্দের অভিপ্রায়ানুযায়ী ধর্মদেশনা করিবার জন্য লোকনায়ক চক্ষুষ্মান নরোত্তম বুদ্ধ জগতের মঙ্গল দর্শনে তথায় সর্বরত্নময় চঙ্ক্রমণ সুন্দরাকারে নির্মাণ করিয়াছিলেন।

১১. একজনে বহুজন হওয়া, মাটিতে ডুব দেওয়া ইত্যাদি **ঋদ্ধি**, অপরের মনোভাব জানিয়া ধর্মপ্রচারাদি **আদেশনা**, বুদ্ধগণের নিত্য চিন্তিত ধর্মদেশনা দ্বারা শাসনাদি **অনুশাসনী** এই তিনটি প্রতিহার্যে ভগবান বুদ্ধ অভ্যস্ত ছিলেন। কাজেই তিনি সর্ব-রত্নময় চঙ্ক্রমণ নির্মাণকার্য ঋদ্ধিবলে সমাপন করিয়াছিলেন।

চঙ্ক্রমণ নির্মাণ প্রণালি

১২. দশ সহস্র চক্রবালের সিনেরু মহাপর্বতসমূহকে রত্নময় স্তম্ভের ন্যায় করিয়া অনুক্রমে দেখাইয়াছিলেন। পদচারণ করিয়া ভাবনা করিবার জন্য নির্মিত স্থানকে চঙ্ক্রমণ বলে। ভগবান তাহা দশ সহস্র পৃথিবীতে দশ সহস্র

সুমেরু পর্বতের উপর নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুমেরুসমূহ দেখিতে রত্নময় স্তম্ভের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

১৩. পঞ্চমারজিৎ জিন দশ সহস্র চক্রবাল অতিক্রম করিয়া রত্নময় চঙ্ক্রমণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি সম্পূর্ণ সুবর্ণময় ছিল। ইহার মধ্যস্থল মণিময় বলিয়া জ্ঞাতব্য।

১৪. সেই চঙ্ক্রমণের তুলা ও সজ্ঘাটিকাসমূহ[১] অনুরূপ বহুবিধ রত্নখচিত এবং উভয় পার্শ্বস্থ বেদী সকল সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

১৫. মণি-মুক্তার কণিকাকীর্ণ সুনির্মিত রত্ন-চঙ্ক্রমণ সমুদিত তপনের ন্যায় সর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

১৬. ধীরতাগুণযুক্ত দ্বাত্রিংশৎ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সুশোভিত পঞ্চমারজিৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সেই চঙ্ক্রমণে শোভমান হইয়া চঙ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।

১৭. সমাগত দেবতারা দিব্য মন্দার, পদ্ম ও পারিজাত পুষ্প চঙ্ক্রমণে বর্ষণ করে।

১৮. সানন্দচিত্ত দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবসংঘ ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট, তুষ্ট ও প্রমোদিত চিত্তে অভিবাদন করিতে করিতে নিপতিত হয়।

১৯. তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও বশবর্তী দেবলোকবাসী দেবগণ প্রহৃষ্ট চিত্তে অতীব সন্তোষের সহিত লোকনায়ক বুদ্ধকে দর্শন করিতে থাকে।

২০. দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, যক্ষ, নাগ, সুপর্ণ এবং রাক্ষসেরাও জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী লোকনাথ বুদ্ধকে আকাশে সমুদিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দেখিতে লাগিল।

২১. পরিত্তাভ, অপ্পমাণাভ ও আভস্‌সরাদি দ্বিতীয় ধ্যানভূমিবাসী; পরিত্তসুভ, অপ্পমাণসুভ ও সুভকিন্নাদি তৃতীয় ধ্যানভূমিবাসী; এবং বেহপ্‌ফল, অবিহ, অতপ্পা, সুদস্‌সা, সুদস্‌সী ও অকনিট্‌ঠাদি শুদ্ধবাস ভুবনের ব্রহ্মগণ অতিশয় পরিশুদ্ধ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২২. অহো! বুদ্ধ জগতের কতই হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেই সময় দেবতারা পঞ্চবর্ণের কুসুম ও চন্দন-চূর্ণমিশ্রিত মন্দারপুষ্প বর্ষণ করিয়াছিল। আর আকাশে বস্ত্রসমূহ উড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

---

[১] তুলাকে ঘরের তুলী বলে এবং তুলীর উপরে যেই কাঠগুলি লাগান হয় সেইগুলি সজ্ঘাটিকা।

দেবগণের স্তুতি

২৩. প্রভু ভগবান, তুমি জগদ্বাসী প্রাণীদের শাসক, চূড়ামণি, ধ্বজা, যজ্ঞস্তম্ভ, গতি, প্রতিষ্ঠা এবং জগদ্বাসীর প্রদীপস্বরূপ, তুমিই দ্বিপদুত্তম বা দেবনরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২৪. দশ সহস্র চক্রবালবাসী মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবগণ হৃষ্ট, তুষ্ট ও প্রমোদিত চিত্তে বেষ্টন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

২৫. প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট চিত্তে, দেবতা ও দেবকন্যারা পঞ্চবর্ণের পুষ্প দিয়া নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে পূজা করিতে লাগিল।

২৬. দেবসংঘ প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইয়া নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দর্শন এবং পঞ্চবর্ণের পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে লাগিল।

২৭. প্রত্যেকে বলিতে লাগিল, অহো! জগতে ইহা কী আশ্চর্য, অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার, ইতিপূর্বে আমি এবম্বিধ আশ্চর্য লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখি নাই!

২৮. দেবগণ স্বীয় স্বীয় বিমানে বসিয়া আকাশে বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শনে অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

২৯. আকাশবাসী, ভূমিবাসী এমনকি তৃণাগ্রস্থিত বিমানবাসী দেবগণও হৃষ্ট তুষ্ট ও প্রমোদিত চিত্তে, করজোড়ে ভগবানকে নমস্কার করিতে লাগিল।

৩০. দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, পুণ্যবান ও মহাঋদ্ধিমান নাগগণও আনন্দিত মনে নরোত্তম বুদ্ধকে মনস্কার এবং পূজা করিতে লাগিল।

৩১. দেবগণ আকাশস্থ আশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়া অনিল-মার্গ গগনে সঙ্গীত এবং ভেরী বাদন করিতে লাগিল।

৩২. আকাশে আশ্চর্যজনক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখিয়া দেবতারা অন্তরীক্ষে শঙ্খ পাখোয়াজ দুন্দুভি ইত্যাদি বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল।

৩৩. অদ্য আমাদের জন্য অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমাদের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত।

৩৪. সেই সময় 'বুদ্ধ' এই বাক্য শুনিয়া তাহাদের প্রীতি উৎপন্ন হইল। তাহারা 'বুদ্ধ বুদ্ধ' বলিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩৫. দেবব্রহ্মগণ গগনমণ্ডলে কৃতাঞ্জলিপুটে নানাপ্রকার হি হি শব্দ সাধুবাদ, উলুধ্বনি ও আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

৩৬. তাহারা বুদ্ধের গুণকীর্তন করিতে লাগিল, আনন্দ-কোলাহল, বাদ্য ও বাহু শব্দ করিয়া (বগল বাজাইয়া) নৃত্য করিতে করিতে পঞ্চবর্ণের পুষ্প ও চন্দন-চূর্ণমিশ্রিত মন্দার কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল।

৩৭-৩৮. হে মহাবীর, তোমার পদতেল যেমন চক্রলক্ষণ, ধ্বজা, বজ্র, পতাকা এবং বর্ধমান অঙ্কুশ চিহ্ন অঙ্কিত আছে, সেইরূপ রূপে, শীলে, সমাধি-প্রজ্ঞা ও বিমুক্তিতে তুমি অতুলনীয়, ধর্মচক্র প্রবর্তনে তুমি অসম বুদ্ধগণের সদৃশ।

৩৯. তোমার শরীরে প্রাকৃতিক শক্তি—ছদ্দন্ত হস্তীর ন্যায় দশ হস্তীর সমান, ধর্মচক্র প্রবর্তনে এবং ঋদ্ধিবলে তোমার তুলনা নাই।

৪০. এই প্রকার সর্বগুণ সমলঙ্কৃত, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ মহামুনি কারুণিক লোকনাথ বুদ্ধকে অভিবাদন কর।

৪১. অভিবাদন, স্তুতি, বন্দনা, প্রশংসা, নমস্কার এবং পূজা সমস্তই তুমি পাইবার উপযুক্ত।

৪২. জগতে যাঁহারা বন্দনীয় আছেন এবং যাঁহারা বন্দনা পাইবার উপযুক্ত, হে মহাবীর, তুমি তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার সমান কেহ নাই।

৪৩. মহাপ্রজ্ঞাবান, ধ্যান-সমাধি-নিপুণ, অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবির গৃধ্রকূট পর্বতে থাকিয়াই লোকনায়ক বুদ্ধকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

৪৪. সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায়, আকাশে (শরৎকালের) চন্দ্রের ন্যায়, মধ্যাহ্ন কালের সূর্যমণ্ডলের ন্যায় লোকনাথ বুদ্ধকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

৪৫. জ্বলন্ত প্রদীপ বৃক্ষের মতো, সমুদিত তরুণ তপনের ন্যায়, ব্যামপ্রভায় সমুজ্জ্বল ধীতিমান বুদ্ধকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

৪৬. ভগবান মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে সমভাবাপন্ন, প্রব্রজিত জীবনের কার্য সমাপনকারী, বিমল ক্ষীণাসব পঞ্চশত ভিক্ষু মুহূর্তের মধ্যে একত্রিত করিলেন।

৪৭. তিনি লোকপ্রসাদন নামক প্রতিহার্য অর্থাৎ অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক হইতে অবীচি মহানরক পর্যন্ত এতন্মধ্যস্থিত প্রাণীদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে প্রদর্শনকারী প্রতিহার্য দেখাইয়াছেন। আমরাও তথায় যাইয়া মারজিৎ বুদ্ধের চরণে অভিবাদন করিব।

৪৮. চলো, আমরা সকলে যাই লোকনায়ক ভগবান জিনকে দর্শন করি ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উৎপন্ন সংশয় বিনোদন করি।

৪৯. জ্ঞানবান সংযতেন্দ্রিয় সেই অর্হৎগণ 'সাধু' বলিয়া উত্তর প্রদান করে পাত্র-চীবর লইয়া ত্বরিৎ গমনে সারিপুত্র স্থবিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

৫০. মহাপ্রাজ্ঞ সারিপুত্র স্থবির উত্তম দমগুণসম্পন্ন, দান্ত, ক্লেশমল

বিরহিত, ক্ষীণাসবগণসহ ঋদ্ধিবলে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন।

৫১. মহাপরিষদসম্পন্ন সারিপুত্র স্থবির সেই অর্হৎ ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া আকাশস্থিত দীপ্তিমান দেবতার ন্যায় ঋদ্ধিবলে তথায় উপস্থিত হইলেন।

৫২. সেই সুব্রতগণ কাশি ও হাঁচির শব্দাদি না করিয়া সগৌরবে, নম্রভাবে ভগবানের নিকট গমন করিয়াছিলেন।

৫৩. আকাশসমুত্থিত ধৃতিমান, লোকনায়ক স্বয়ম্ভু বুদ্ধের নিকট যাইয়া গগনস্থিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

৫৪. তাঁহারা জ্বলন্ত প্রদীপ বৃক্ষের ন্যায় আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় ও মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় লোকস্বামী বুদ্ধকে দর্শন করিলেন।*

৫৫. সেই পঞ্চশত অর্হৎ স্থবিরগণ অনাবিল হ্রদের ন্যায় এবং সুফুল্ল পদ্মের মতো লোকনাথ বুদ্ধকে দেখিতেছিলেন।

৫৬. তাঁহারা হৃষ্ট, তুষ্ট ও প্রমোদিত হইয়া অঞ্জলি প্রসারণ করে নমস্কার করিতে করিতে ভগবানের চক্রলক্ষণে পতিত হইলেন।

৫৭. মহাপ্রজ্ঞাবান, কোরণ্ডক সদৃশ অর্থাৎ মাছরাঙা পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় শরীর-বর্ণযুক্ত, ধ্যান-সমাধিতে সুদক্ষ সারিপুত্র স্থবির লোকস্বামী বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন।

৫৮. গর্জনশীল কালবর্ণ মেঘের ন্যায় নীলোৎপল পুষ্পবর্ণ, ঋদ্ধিবলে অতুলনীয় মহাঋদ্ধিমান মোগ্‌গল্লান স্থবির ভগবানকে বন্দনা করিলেন।

৫৯. তপ্ত কাঞ্চন-সন্নিভ ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শাস্তাকর্তৃক প্রশংসিত মহাকাশ্যপ স্থবিরও ভগবানকে বন্দনা করিলেন।

৬০. যিনি দিব্য চক্ষুষ্মানদিগের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন, মহাপরিষদসম্পন্ন এবং ভগবানের জ্ঞাতি শ্রেষ্ঠ সেই অনুরুদ্ধ স্থবিরও অবিদূরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন।

৬১-৬২. আপত্তি-অনাপত্তি ও তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে সুদক্ষ, বিনয়শাস্ত্রে অগ্রগণ্য, বুদ্ধ-প্রশংসিত উপালি স্থবির, আর সূক্ষ্মদর্শী, নিপুণার্থাভিজ্ঞ ধর্মকথকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গণাচার্য, কুশল ধর্মান্বেষী ঋষি মন্তানি ব্রাহ্মণীর পুত্র পূর্ণ নামে খ্যাত স্থবিরও ভগবানের নিকটে ছিলেন।

৬৩. উপমা প্রদানে সুদক্ষ, সংশয় ছেদনকারী, মহাবীর সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এই অর্হৎ স্থবিরগণের মনোভাব জানিয়া নিজের গুণ অর্থাৎ বুদ্ধগুণ বলিতেছিলেন।

---

* মূলে এই পৃষ্ঠার ক্রিয়াগুলি বর্তমানকালে।

৬৪. যাহাদের কোটি বা শেষ প্রান্ত জানা যায় না, সেই চারিটি বিষয় অসংখ্য। জীবলোক, আকাশ, অনন্ত চক্রবাল এবং বুদ্ধজ্ঞান অপ্রমেয়। অর্থাৎ জীবলোক, আকাশ, অনন্ত চক্রবাল এবং বুদ্ধজ্ঞান এই চারিটি বিষয় গণনাতীত ও প্রমাণাতীত। ইহাদের অন্ত জানা যায় না এবং এই বিষয়গুলি বুঝিতে পারা যায় না।

৬৫. জগতে আমার যেই ঋদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা কী আশ্চর্য! ইহা অপেক্ষা আরও অনেক আশ্চর্য, অদ্ভুত ও লোমহর্ষণজনক ঋদ্ধি আছে।

৬৬. যখন আমি তুষিত দেবলোকে 'সন্তুষিত' নামক দেবরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবগণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল :

৬৭. হে মহাবীর দেব, আপনার বুদ্ধত্ব লাভ করিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে, আপনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করুন এবং দেবমনুষ্যদিগকে সংসারদুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য নির্বাণপদ জ্ঞাত হউন।

৬৮. তুষিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া যখন আমি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করি, তখন দশ সহস্র লোকধাতুতে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়াছিল।

৬৯. যখন আমি মাতৃগর্ভ হইতে সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন দেবগণ সাধুবাদে দশ সহস্র চক্রবাল প্রকম্পিত করিয়াছিল।

৭০. মাতৃগর্ভে প্রবেশ ও গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার মাহাত্ম্যে আমার সমান কেহ নাই। সম্বোধি লাভে ও ধর্মচক্র প্রবর্তনে আমি শ্রেষ্ঠ। এই সময়ে পৃথিবী কম্পনাদি যেরূপ আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গিয়াছে, তৎ তুলনায় এইরূপ বলা হইয়াছে :

৭১. অহো! জগতে বুদ্ধদিগের গুণমহত্ত্বতা কী আশ্চর্য! বুদ্ধগুণের প্রভাবে এই দশ সহস্র লোকধাতু ছয় প্রকারে কম্পিত হইয়াছিল।

৭২-৭৩. তখন আশ্চর্য লোমহর্ষণজনক মহা আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ভগবান জিন দেবমনুষ্যদিগকে প্রতিহার্য দেখাইবার জন্য ঋদ্ধিবলে রত্নচঙ্ক্রমণে চঙ্ক্রমণ করিতেছিলেন। তৎপর তিনি চঙ্ক্রমণ করিতে করিতেই ধর্মদেশনা করিতেছিলেন, চারি হস্ত দীর্ঘ চঙ্ক্রমণে পদচারণ করিতে যেমন মধ্যে বিশ্রাম লইতে হয় না, সেরূপ পূর্ব চক্রবাল হইতে পশ্চিম চক্রবাল পর্যন্ত নির্মিত রত্নচঙ্ক্রমণে চঙ্ক্রমণ করিবার সময় তিনি বিশ্রাম করেন নাই।

৭৪. মহাপ্রজ্ঞাবান, সমাধি এবং ধ্যানে সুদক্ষ, শ্রাবক-পারমী জ্ঞানের চরম সীমাপ্রাপ্ত সারিপুত্র মহাস্থবির লোকগুরু বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :

৭৫. হে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর, আপনার অভিনীহার অর্থাৎ প্রার্থনা কী প্রকার? হে ধীর, আপনি কোন সময় উত্তম বোধিজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন?

৭৬. দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য ও বীর্য পারমিতা কী প্রকার? আর আপনার ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী এবং উপেক্ষা পারমিতা কেমন?

৭৭. হে ধীর লোকগুরু, আপনি দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ-পারমী কিরূপে পূর্ণ করিয়াছেন?

৭৮. (সুপ্রসিদ্ধ) মধুর স্বরসম্পন্ন করবীক পক্ষীর ন্যায় মধুরভাষী কারুণিক বুদ্ধ, দেবমনুষ্যদিগের ক্লেশ-সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করে এবং মানসিক প্রীতি উৎপাদনপূর্বক (সারিপুত্র স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া) বুদ্ধবংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৭৯. দীপঙ্করাদি অতীত মারজিৎ বুদ্ধগণের দেশিত ও নিক্রিড়িত অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত, কল্প, জাতি, গোত্র, আয়ু, বোধি, শ্রাবক, শ্রাবিকা, ধর্মসভা, উপস্থায়ক, মাতাপিতা ও স্ত্রী-পুত্রাদির বিষয়-সম্বলিত বুদ্ধপরম্পরাগত, লোকহিতকর বুদ্ধবংশ পূর্বনিবাসস্মৃতিরূপ বিপুল জ্ঞানের দ্বারা দেবমনুষ্যদিগের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮০. বুদ্ধ বলিতেছেন, আমি প্রীতি-প্রমোদজনক শোকশল্যোৎপাটক এবং সর্বসম্পত্তিপ্রদ বুদ্ধবংশ দেশনা করিতেছি, তোমরা মনোযোগের সহিত আমার ধর্মদেশনা শ্রবণ কর।

৮১. অহংকার বিনাশক, শোকাপনয়নকারী, সংসারদুঃখ প্রমোচনকারী এবং সমস্ত দুঃখক্ষয়কর মার্গ অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের পন্থায় প্রতিপন্ন হও। অথবা বুদ্ধবংশ শুনিয়া বুদ্ধত্ব লাভের জন্য উৎসাহ কর।

[রত্নচঙ্ক্রমণ কাণ্ড সমাপ্ত]

১. দীপঙ্কর বুদ্ধবংশ

১-২. অতীতে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য মহাকল্পে অমরাবতী নামে দর্শনীয় মনোরম একখানি নগরী। উহা হস্তী, অশ্ব, ভেরী, শঙ্খ ও রথাদির দশবিধ শব্দে শব্দায়মান, অন্ন-পানীয় পরিপূর্ণ এবং 'ভোজন কর' 'পান কর' ইত্যাদি পানাহার শব্দে বিঘোষিত।

৩. সর্বাঙ্গসম্পন্ন অমরাবতী নগরী সকল কর্মের আবাসভূমি, মণিমুক্তাদি সপ্তরত্নসম্পন্ন এবং বহুজনমানবে পরিপূর্ণ। উহা পুণ্যবানগণের বাসস্থান দেবনগরী অমরাবতী সদৃশ সমৃদ্ধ ছিল।

৪-৫. আমি অমরাবতী নগরীতে অনেক কোটি সন্নিচিতার্থসম্পন্ন, প্রভূত

ধন-ধান্যসম্পন্ন, অধ্যাপক, মন্ত্রধারী (অথর্ব বেদবিজ্ঞ) আর ঋগ্-সাম-যজু এই ত্রিবেদ পারদর্শী, এবং লক্ষণশাস্ত্র, ইতিহাস ও স্বকীয় ধর্মে পারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলাম।

৬-৭. আমি সেই সময় নির্জনে বসিয়া এরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম : 'পুনরুৎপত্তি ও শরীর-ভেদ অর্থাৎ মরণ দুঃখজনক।' তখন আমি জন্ম-জরা ও ব্যাধিধর্মের (স্বভাবের) অধীন। তাই সংকল্প করিলাম, 'আমি জরা-মরণবিহীন নিরাপদ স্থান নির্বাণের অন্বেষণ করিব।'

৮. আমি মল-মূত্রাদি নানা অশুচি পরিপূর্ণ, এই পূতিগন্ধময় শরীরে অনর্থিক, নিরালয় হইয়া উহা ত্যাগপূর্বক (নির্বাণে) চলিয়া যাই না কেন?

৯. যেই মার্গের দ্বারা নির্বাণ লাভ হইবে, তাহা আছে ও থাকিবে, কোনো কারণে তাহা না থাকিতে পারে না। আমি সংসার হইতে মুক্তির জন্য সে পথের অনুসন্ধান করিব।

১০. যেমন কায়িক চৈতসিক দুঃখ বর্তমান আছে বলিয়া সুখও বর্তমান আছে, সেইরূপ ভব বিদ্যমানে ভবমুক্তিও বিদ্যমান আছে বলিয়া আশা করা উচিত।

১১. যেমন উষ্ণতা বিদ্যমান থাকিলে অপর শীতলতাও বিদ্যমান থাকে, তেমন রাগ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধাগ্নির বিদ্যমানে উহাদের নির্বাণও আকঙ্ক্ষা করা উচিত।

১২. যেমন পাপ বিদ্যমান থাকিলে পুণ্যও বিদ্যমান থাকে, এই প্রকারে জন্মগ্রহণ থাকিলে, অজাতি বা জন্মের হেতু বিনাশেরও কামনা করা উচিত।

১৩-১৪. যেমন বিষ্ঠালিপ্ত পুরুষ জলপূর্ণ তড়াগ দেখিয়াও তড়াগের সন্ধান না লইলে তাহা তড়াগের দোষ হয় না, তেমন ক্লেশমল ধৌত করিবার উপযোগী অমৃত তড়াগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহার সন্ধান না লইলে তাহা অমৃত তড়াগের দোষ হইতে পারে না।

১৫. যেমন চতুর্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত পুরুষ গমনপথ বিদ্যমানেও পলায়ন না করিলে তাহা পথের দোষ নহে;

১৬. সেইরূপ ক্লেশ-অবরুদ্ধ ব্যক্তি নির্বাণপথ বিদ্যমান থাকিতে তাহার অনুসন্ধান না করিলে, উহাও নির্বাণমার্গের দোষ নহে।

১৭. যেমন ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ চিকিৎসক বিদ্যমান থাকিতেও যদি সে ব্যাধির চিকিৎসা না করায়, তবে তাহা চিকিৎসকের দোষ নহে;

১৮. সেইরূপ ক্লেশব্যাধির দ্বারা দুঃখিত, পীড়িত ব্যক্তিও যদি মোক্ষমার্গাচার্যের অন্বেষণ না করে, তাহা হইলে উহা মোক্ষমার্গ-নির্দেশক

আচার্যের দোষ নহে।

১৯-২০. যেমন কোনো সুখী স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন পুরুষের গলায় সর্প কুকুরাদির মৃতদেহ বাঁধিয়া দিলে, সে তাহা ঘৃণাবশে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তেমন আমিও এই পূতিগন্ধময় নানা শবাধার শরীরকে নিরপেক্ষ ও অনর্থিক হইয়া ত্যাগ করিয়া যাইব।

২১-২২. যেইরূপ ময়লা স্থানে স্ত্রী-পুরুষেরা বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া অনপেক্ষ ও অনর্থিকভাবে চলিয়া যায়, সেইরূপ আমি নানা অশুচিপূর্ণ এই ভৌতিক দেহ পায়খানা ঘরে পায়খানা করিয়া যাওয়ার ন্যায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।

২৩. যেইরূপ নৌ-স্বামীগণ জীর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন ও জল-গ্রাহিণী নৌকা নিরপেক্ষ ও অনর্থিক হইয়া ফেলিয়া যায়,

২৪. সেইরূপ আমি চক্ষুকর্ণাদি নবছিদ্রযুক্ত নিত্য গলিত অশুচিপূর্ণ এই পূতি দেহ জীর্ণ নৌকার স্বামীর ন্যায় ত্যাগ করিয়া যাইব।

২৫. যেমন কোনো পুরুষ সোনা-রূপাদি বস্তু লইয়া, চোরের সঙ্গে যাইবার সময়, বস্তু কাড়িয়া লইবার ভয় দেখিলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়;

২৬. সেইরূপ এই দেহও মহাচোরের সমান। কুশলকর্মের ব্যাঘাতের ভয়ে, এই চোর সদৃশ শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।

২৭. আমি এবংবিধ কারণ চিন্তা করিয়া, অনেক কোটিশত ধন ধনী এবং নির্ধনীদিগকে দান দিয়া, হিমালয় পর্বতে চলিয়া গিয়াছিলাম।

২৮. হিমালয় পর্বতের অবিদূরে 'ধম্মক' নামক একটি পর্বত ছিল। তথায় আমার আশ্রম ও পর্ণশালা সুন্দররূপে নির্মিত হইয়াছিল।

২৯. দেবরাজ সেই আশ্রম প্রদেশে পঞ্চদোষ বিবর্জিত চঙ্ক্রমণ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাতে আমি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন অভিজ্ঞাবল লাভ করিয়াছিলাম।

৩০. তথায় থাকিয়া নয় প্রকার দোষযুক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ প্রকার গুণ-সংযুক্ত বল্কলচীবর পরিধান করিয়াছিলাম।

৩১. অষ্টদোষ সমাকীর্ণ পর্ণশালা পরিত্যাগ করিয়া, দশ প্রকার গুণসম্পন্ন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়াছিলাম।

৩২. বপিত ও রোপিত ধান্য নিরবশেষভাবে ত্যাগ করিয়া, অনেক প্রকার গুণযুক্ত স্বয়ং পতিত ফল ভক্ষণ করিয়াছিলাম।

৩৩. সেই আশ্রমে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে উৎসাহের সহিত ধ্যান করিতেছিলাম। ধ্যানের দ্বারা সপ্তাহাভ্যন্তরে অভিজ্ঞাবল লাভ

করিয়াছিলাম।

৩৪. এই প্রকারে তাপস শাসনে বশীভূত হইয়া আমার পঞ্চ অভিজ্ঞায় সিদ্ধি লাভ হইলে লোকনায়ক দীপঙ্কর বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৩৫. তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সময়, প্রসূত হইবার সময়, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সময়, ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময় আমি ধ্যানসুখে নিরত থাকাহেতু চতুর্বিধ পূর্ব-নিমিত্ত দেখিতে পাই নাই।

৩৬. তথাগত দীপঙ্কর বুদ্ধকে প্রত্যন্ত দেশে নিমন্ত্রণ করিয়া তদীয় ভক্তবৃন্দ সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার আগমনের পথ শোধন করিতেছিলেন।

৩৭. আমি সেই সময় স্বীয় আশ্রম হইতে বাহির হইয়া বল্কল চীবর ধুনিতে ধুনিতে আকাশপথে যাইতেছিলাম।

৩৮. প্রীতি-প্রফুল্ল-মানস হৃষ্ট, তুষ্ট ও প্রমোদিত জনসাধারণকে দেখিতে পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম :

৩৯. প্রিয় বন্ধুগণ, মহাজনসংঘ হৃষ্ট, তুষ্ট, প্রমোদিত ও প্রফুল্ল হইয়া কাহার আগমনের জন্য রাস্তা শোধন করিতেছেন?

৪০. মৎ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা বলিল, জগতে অনুত্তর জিন লোকস্বামী, দীপঙ্কর বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার জন্য রাস্তা শোধন করা হইতেছে।

৪১. সেই ক্ষণেই 'বুদ্ধ' এই বাক্য শুনিয়া আমার প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি 'বুদ্ধ' 'বুদ্ধ' এইরূপ বলিতে বলিতে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম।

৪২. তথায় আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক দাঁড়াইয়া সংবেগযুক্ত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিলাম—এখানে অর্থাৎ দীপঙ্কর বুদ্ধের শাসনক্ষেত্রে কুশল-বীজ বপন করিব। আমার (অষ্ট অক্ষণ বিনির্মুক্ত) এই শুভক্ষণ বৃথায় অতিবাহিত না হউক।

৪৩. যদি বুদ্ধের জন্য রাস্তা শোধন করেন, তবে আমাকে কতদূর স্থান শোধিত করিবার অবকাশ দেন, আমিও রাস্তা শোধন করিব।

৪৪. তখন তাহারা আমাকে রাস্তার কতেকাংশ শোধনের জন্য অবকাশ প্রদান করিল। আমি 'বুদ্ধ' 'বুদ্ধ' বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে উহা শোধন করিতেছিলাম।

৪৫. আমার সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তার কার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বে, মারজিৎ দীপঙ্কর মহামুনি, ষড়ভিজ্ঞ, সমদর্শী এবং বিগতমল চারি সহস্র

ক্ষীণাসব শিষ্য-পরিবৃত হইয়া রাস্তায় উপনীত হইয়াছিলেন।

৪৬. দেবমনুষ্যগণ আমোদিত হইয়া, তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইতেছিল, এবং নানা প্রকার ভেরী-নিনাদে গগনমণ্ডল মুখরিত করে সাধুবাদ দিতেছিল।

৪৭. তখন দেবতারা মনুষ্যদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা উভয় পক্ষ করজোড়ে তথাগত বুদ্ধের অনুগমন করিতেছিল।

৪৮. দেবগণ দিব্য তুর্যধ্বনি ও মানুষেরা মানুষিক তুর্যধ্বনি করিতে করিতে মহামুনি দীপঙ্কর বুদ্ধের অনুগমন করিতেছিল।

৪৯. দেবতারা আকাশমার্গে থাকিয়া দিব্য মন্দারপুষ্প, পদ্মপুষ্প ও পারিজাত পুষ্প চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

৫০. মানুষেরা পৃথিবীতে থাকিয়া চম্পক কুসুম, কদম্ব, নাগেশ্বর, পুন্নাগ কেতকী ও পদ্মকুমুদাদি জলজ পুষ্প ঊর্ধ্বদিকে ক্ষেপণ করিতেছিল।

৫১. সেই সময় আমি তথায় অসম্পন্ন রাস্তার কর্দমে বল্কল চীবর ও চর্মখণ্ড বিছাইয়া মাথার বেণী খুলিয়া করজোড়ে নিম্নমুখী হইয়া নিপতিত হইয়াছিলাম।

৫২. আমি চিন্তা করিয়াছিলাম বুদ্ধ সশিষ্য আমাকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ আমার পৃষ্ঠদেশে পা দিয়া গমন করুন; কাদা অতিক্রম না করুন। এই অতিক্রমণে আমার ভাবী মঙ্গল হইবে।

৫৩. মাটিতে শায়িত অবস্থায় আমার মনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল—আমি ইচ্ছা করিলে, অদ্য রাগাদি ক্লেশসমূহ বিধ্বংস করিতে পারি।

৫৪. এখানে জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে, চতুর্সত্যধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া আমার লাভ কী; আমি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়া দেবমনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধ হইব;

৫৫. আমার ন্যায় বলপ্রাপ্ত পুরুষের একাকী সংসারদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইলে লাভ কী! আমি সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া দেবমনুষ্যদিগকে ভবদুঃখ হইতে ত্রাণ করিব।

৫৬. পুরুষোত্তম দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে কৃত আমার এই শ্রেষ্ঠ কর্মের বিপাকে সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া বহুজনতাকে পরিত্রাণ করিব।

৫৭. সংসারস্রোত বিচ্ছিন্ন ও কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিভবের কর্মক্লেশ বিধ্বংস করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ ধর্ম-নৌকায় আরোহণ করাইয়া দেবমনুষ্যদিগকে ত্রাণ করিব।

৫৮. ১. মানব জাতিতে জন্ম, ২. পুরুষত্ব লাভ, ৩. ইহজীবনে অর্হত্ত্ব

লাভের উপযুক্ত পুণ্যরূপ হেতুসম্পন্নতা, ৪. বুদ্ধদর্শন, ৫. প্রব্রজ্যা, ৬. অভিজ্ঞারূপ গুণসম্পন্নতা, ৭. বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জীবন ত্যাগ ও ৮. অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি, এই আটটি ধর্ম একসঙ্গে থাকিলে বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৫৯. দক্ষিণা গ্রহণের উপযোগী, লোকবিদ দীপঙ্কর বুদ্ধ আমার শিরোদেশে দাঁড়াইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিলেন :

৬০. হে প্রিয় শিষ্যগণ, এই জটাধারী উগ্রতপশ্চরণকারী তাপসকে দেখ। এই ব্যক্তি এই হইতে অপরিমিত কল্পের পর জগতে বুদ্ধ হইবেন।

৬১. অতঃপর সেই তথাগত রমণীয় কপিলবাস্তু নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্যক প্রকারে ধ্যান এবং দুষ্কর ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

৬২. অজপাল বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া সুজাতা প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণের পর নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উপস্থিত হইবেন।

৬৩. সেইদিন নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ক্ষীর পায়স ভোজন করিবেন ও দেবতাদিগের সজ্জিত উত্তম রাস্তায় মহাবোধিদ্রুমমূলে আসিবেন।

৬৪. তৎপর মহাযশস্বী নরশ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্ব বোধিমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

৬৫. ইনির মাতার নাম মহামায়া, পিতার নাম শুদ্ধোদন এবং ইনির নাম গৌতম হইবে।

৬৬. অনাশ্রব, কামরাগাদি ময়লা-বিরহিত, শান্ত ও একাগ্র চিত্ত উপতিষ্য এবং কৌলিত নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক হইবে।

৬৭-৬৮. আনন্দ নামক উপস্থায়ক সেবক তাঁহাকে সেবা করিবে। ক্ষীণাসবা রাগাদি ময়লাবিহীনা শান্ত ও একাগ্র চিত্তসম্পন্না খেমা ও উপ্পলবণ্ণা নাম্নী তাঁহার দুইজন অগ্রশ্রাবিকা হইবে। অশ্বত্থবৃক্ষ সেই ভগবান বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ বলিয়া কথিত হইবে।

৬৯. চিত্ত ও হত্থালবক গৃহপতি অগ্রসেবক হইবে। উত্তরা আর নন্দমাতা উপাসিকা অগ্রসেবিকা হইবে।

৭০. অতুলনীয় মহর্ষি দীপঙ্কর বুদ্ধের এবম্বিধ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া দেবনরগণ জানিল—'ইনি বুদ্ধ বীজাঙ্কুর'। তদ্ধেতু তাহারা আনন্দিত হইল।

৭১. দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবমনুষ্যগণ মহা আনন্দের রোল তুলিয়াছিল, করতালি দিয়া হাসিতেছিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম জানাইতেছিল।

৭২. যদি এই লোকনাথের শাসন হারাই, তাহা হইলে অনাগতকালে

ইহারই সম্মুখীন হইব।

৭৩-৭৪. যেমন মানুষেরা নদী পার হইবার সময় উপরের ঘাট হারাইয়া নীচের ঘাটে গিয়া মহানদী উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আমরা সকলে যদি এই বুদ্ধকে হারাই তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার সম্মুখীন হইব।

৭৫. আহুতি গ্রহণকারী দক্ষিণার্হ লোকবিদ দীপঙ্কর বুদ্ধ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া দক্ষিণ পদ উত্তোলন করিয়াছিলেন।

৭৬. সেই পরিষদে যেই বুদ্ধপুত্রগণ ছিলেন, তাঁহারা আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। দেবতা মানব এবং অসুরেরাও আমাকে অভিবাদনপূর্বক প্রস্থান করিয়াছিল।

৭৭. সশিষ্য লোকগুরু বুদ্ধ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেলে তখন আমি শয়ন হইতে উঠিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম।

৭৮. তখন আমি কায়িক চৈতসিক সুখে সুখী, প্রামোদ্যে প্রমোদিত ও বলবতী প্রীতির দ্বারা অভিসিক্ত হইয়া পদ্মাসনে বসিয়াছিলাম।

৭৯-৮০. আমি যখন পর্যাঙ্কে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন আমার এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল—আমি রূপাবচর ধ্যানে অভ্যস্ত, পঞ্চ অভিজ্ঞায়ও পারদর্শী, দশ সহস্র চক্রবালে আমার সমান ঋষি নাই। আমি ঋদ্ধিধর্মে অসম, আমার এইরূপ সুখ লাভ হইয়াছে।

৮১. আমি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলে চক্রবালবাসী দেবতারা একান্তই বুদ্ধ হইব বলিয়া মহানাদে ঘোষণা করিয়াছিল।

৮২. পূর্বে বোধিসত্ত্বগণ বর পদ্মাসনে উপবেশনকালে যেই নিমিত্তসমূহ দেখা যাইত, সেই সমস্ত অদ্যও দেখা যাইতেছে।

৮৩. পূর্বে শীত অপগত হইত, উষ্ণ উপশম হইত; সেই নিমিত্তগুলি অদ্য দেখা যাইতেছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৮৪. দশ সহস্র চক্রবাল নিঃশব্দ ও নিরাকুল হইত; সেই নিমিত্ত অদ্যও দেখা যাইতেছে, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৮৫. মহাবায়ু প্রবাহিত হইত না, নদীর স্রোতও স্যন্দিত হইত না, সেই নিমিত্তগুলি অদ্য দেখা যাইতেছে। একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৮৬. তখন পদ্মাসনে উপবেশন সময়ে স্থলজ ও জলজ পুষ্পসমূহ পুষ্পিত হইত, অদ্যও সেই পুষ্প সকল পুষ্পিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৮৭. তখন লতা অথবা বৃক্ষ ফল-ভারে অবনত হইত। অদ্যও বৃক্ষলতাদি ফলিত হইয়াছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৮৮. তখন আকাশস্থ ও ভূমিস্থিত রত্ন সকল জ্যোতির্ময় হইত, সেই সকল অদ্যও জ্যোতিসম্পন্ন হইয়াছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৮৯. মানবদিগের ও দেবতাদের বাদ্যযন্ত্র সকল তখন স্বয়ং ধ্বনিত হইত। সে সমস্ত অদ্যও ধ্বনিত হইতেছে, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৯০. তখন আকাশ হইতে নানারঙ্গে বিচিত্র সুগন্ধ পুষ্প বর্ষিত হইত, সে পুষ্পসমূহ অদ্যও বর্ষিত হইতেছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৯১. তখন মহাসমুদ্র গর্জন করিত ও দশ সহস্র চক্রবাল কম্পিত হইত, উহারা উভয়ই অদ্য মহারব করিতেছে, আপনি নিশ্চয় বুদ্ধ হইবেন।

৯২. তখন দশ সহস্র চক্রবালের নরকসমূহের অগ্নি নির্বাপিত হইত। সেই অগ্নিরাশি অদ্যও নির্বাপিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৯৩. সেই সময় সূর্য নির্মল হইত, আর নভোমণ্ডলের তারকারাজি সমস্তই দেখা যাইত। আজও তাহারা দেখা যাইতেছে, আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন।

৯৪. তখন জলধারা বর্ষিত না হইলেও পৃথিবী হইতে জল উঠিত। অদ্যও তেমন পৃথিবী হইতে জল উত্থিত হইতেছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৯৫. তখন বিশাখা নক্ষত্র ও চন্দ্রসহ তারকা সকল বিরোচিত হইত। সেই সমস্ত অদ্যও প্রভাসিত হইতেছে, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৯৬. বিবরাশ্রিত সর্প, মূষিক, গোধা ইত্যাদি ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদি, গুহাশ্রিত জীবগণ স্ব স্ব আশ্রয় স্থান হইতে তখন বাহির হইত। তাহারা অদ্যও স্ব স্ব আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

৯৭. তখন প্রাণীদিগের উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হইত না, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিত। তাহারা সকলে আজ সন্তুষ্ট হইতেছে, আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন।

৯৮. তখন সমস্ত রোগ উপশম হইয়া যাইত আর ক্ষুধা বিনষ্ট হইত, অদ্যও সেই সব দেখা যাইতেছে, আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন।

৯৯. তখন পঞ্চ কামরাগ তনু হইত (কমিত) ও দ্বেষ-মোহ নষ্ট হইয়া যাইত। অদ্যও সেই সমস্ত অপগত হইয়াছে, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

১০০. সেই সময় কোনো প্রকার ভয় উৎপন্ন হইত না। অদ্যও তদ্রূপ ভয় বোধ হইতেছে না, এই কারণে আমরা জানিতে পারিতেছি যে আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন।

১০১. তখন ধূলিকণা উড়িয়া ঊর্ধ্বে উঠিত না। অদ্যও তদ্রূপ দেখা যাইতেছে, এই লক্ষণেও আমরা জানিতে পারিতেছি যে আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন।

১০২. তখন দুর্গন্ধ বিদূরীত হইত, সুগন্ধ প্রবাহিত হইত। অদ্যও সেই

সুগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে, আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন।

১০৩. অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী দেবতা ব্যতীত সকল দেবতা তখন দেখা যাইত, অদ্যও তাঁহারা দেখা যাইতেছেন, নিশ্চয় আপনি বুদ্ধ হইবেন।

১০৪. তখন নরক পর্যন্ত সকল স্থান দৃষ্টিগোচর হইত, অদ্যও সেই সমস্ত দেখা যাইতেছে। নিশ্চয় আপনি বুদ্ধ হইবেন।

১০৫. তখন দেওয়াল কবাট ও শৈলশ্রেণির দ্বারা কোনো স্থান আচ্ছন্ন থাকিত না, অর্থাৎ উহাদের ভিতর দিয়াও সকল দৃষ্টিগোচর হইত, অদ্যও সেই সমস্ত অনাবৃতভাবে দেখা যাইতেছে। আপনি একান্তই বুদ্ধ হইবেন।

১০৬. সেই বর-পদ্মাসনে উপবেশনকালে সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু হইত না। তেমন অদ্যও সেই সমুদয় পরিলক্ষিত হইতেছে, একান্তই আপনি বুদ্ধ হইবেন।

১০৭. আপনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দৃঢ় পরাক্রমশালী হউন, নিবৃত্ত হইবেন না, সর্বদা অগ্রসর হইতে থাকুন। আপনি যে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন, তাহা আমরাও জানিতে পারিতেছি।

১০৮. লোকনাথ দীপঙ্কর বুদ্ধ ও দশ সহস্র চক্রবালবাসী এই উভয়ের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমি হৃষ্ট-তুষ্ট-প্রমোদিত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম :

১০৯. বুদ্ধ-জিনগণ অদ্বয়বাদী ও অমোঘভাষী, মারজিন বুদ্ধগণের বচনে অসত্য নাই, নিশ্চয়ই আমি বুদ্ধ হইব।

১১০. আকাশে ক্ষিপ্ত ঢিলের যেমন ভূমিতে পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ বুদ্ধগণের বাক্য ধ্রুব, শাশ্বত। তাঁহাদের বাক্যে মিথ্যা নাই। আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইব। [এখানে 'শাশ্বত' শব্দ সত্যার্থে ব্যবহৃত]

১১১. সমস্ত প্রাণীর মরণ যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমন বুদ্ধগণের বাক্যও ধ্রুব, শাশ্বত। বুদ্ধগণের বাক্যে মিথ্যা নাই, একান্তই আমি বুদ্ধ হইব।

১১২. রাত্রি প্রভাত হইলে যেমন নিশ্চয় দিনমনি উদিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধগণের বাক্যও সুনিশ্চিত শাশ্বত। বুদ্ধবাক্যে মিথ্যা নাই। আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইব।

১১৩. শয়ন হইতে বহির্গত সিংহের যেমন সিংহনাদ করা নিশ্চিত, সেইরূপ বুদ্ধগণের বাক্যও একান্ত সত্য। তথাগত বাক্যে মিথ্যা নাই, নিশ্চয়ই আমি বুদ্ধ হইব।

১১৪. গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের সন্তান প্রসব যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ বুদ্ধবাণীও ধ্রুব, শাশ্বত। বুদ্ধবচনে অসত্য নাই, নিশ্চয়ই আমি বুদ্ধ হইব।

১১৫. অতএব আমি ঊর্ধ্ব-অধঃ, আদি দশদিকে কাম, রূপ ও অরূপ লোক পর্যন্ত যাবত স্বভাবধর্ম বিদ্যমান আছে, তাবত স্থান হইতে বুদ্ধত্ব লাভের হেতুভূত ধর্মসমূহ চয়ন করিব।

১১৬. চয়ন করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম—ভূতপূর্ব মহর্ষিগণ সম্বোধি লাভের মহামার্গ সদৃশ দান-পারমী প্রথম আচরণ করিতেন।

১১৭. বোধিসত্ত্ব নিজকে নিজে বলিতেছেন, যদি তুমি সম্বোধি লাভের ইচ্ছা কর, তবে প্রথম এই দানপারমী দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিয়া পরিপূর্ণ কর।

১১৮-১১৯. জল পরিপূর্ণ কলসী কাহারো দ্বারা অধোমুখী করা হইলে, তাহার জল যেমন নিঃশেষ হইয়া সরিয়া যায়, তথায় বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, সেরূপ হীন, উৎকৃষ্ট ও মধ্যম যেকোনো প্রকার যাচক দেখিলে অধোমুখী কৃত জল-কলসীর ন্যায় নিঃশেষ করিয়া দান কর।

১২০. বোধিপাচক ধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, আরও বোধি-পরিপাচক ধর্ম চয়ন করিব।

১২১. তখন পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে পূর্ব মহর্ষিগণ কর্তৃক ভাবিত ও আচরিত দ্বিতীয় শীল-পারমী দেখিতে পাইলাম।

১২২. তুমি যদি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই দ্বিতীয় শীল-পারমী সম্যকরূপে গ্রহণ করিয়া পরিপূর্ণ কর।

১২৩. যেমন চমরীর বালধি বা লেজ কণ্টকাদি কিছুতে লাগিলে তথায় প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি বালধি ছিন্ন করে না,

১২৪. সেইরূপ তুমি দণ্ডায়মান, গমন, উপবেশন ও শয়নাবস্থায় অথবা প্রাতিমোক্ষ সংবরাদি চতুর্বিধ শীলভূমিতে স্থিত থাকিয়া সর্বদা অখণ্ডভাবে চমরীর বালধির ন্যায় শীলসমূহ রক্ষা কর।

১২৫. বুদ্ধত্ব সাধকধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, আরও বুদ্ধত্ব লাভের হেতুভূত ধর্ম পরীক্ষা করিব।

১২৬. পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তখন ভূতপূর্ব মহর্ষিগণ কর্তৃক ভাবিত ও বহুলীকৃত তৃতীয় নৈষ্ক্রম্যপারমী দেখিতে পাইলাম।

১২৭. তুমি যদি সম্যক সম্বোধি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তৃতীয় নৈষ্ক্রম্য-পারমী সম্যক অধিষ্ঠান করিয়া পরিপূর্ণ কর।

১২৮-১২৯. কারাগারে আবদ্ধ বন্ধনজনিত দুঃখে দুঃখিত পুরুষ যেমন তথায় চিরকাল বাস করিলেও থাকিবার ইচ্ছা করে না, মুক্তি লাভেরই চেষ্টা করে, সেইরূপ তুমি কাম, রূপ ও অরূপ এই ভবত্রয়কে কারাগারের ন্যায় দেখ, আর ভব হইতে মুক্তির জন্য নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হও।

১৩০. বুদ্ধকারক ধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, অপরাপর বোধি-পরিপক্বকর ধর্মসমূহও আমি পরীক্ষা করিব।

১৩১. তখন পরীক্ষা করিতে করিতে পূর্ব মহর্ষিগণ কর্তৃক ভাবিত ও বহুলীকৃত চতুর্থ প্রজ্ঞা-পারমিতা দেখিতে পাইলাম।

১৩২. যদি তুমি সম্বোধি লাভ করিতে চাও, তবে এই চতুর্থ প্রজ্ঞা-পারমিতা দৃঢ়তার সহিত অধিষ্ঠান করিয়া পরিপূর্ণ কর।

১৩৩-১৩৪. ভিক্ষু যেমন ভিক্ষা করিবার সময় হীন, উৎকৃষ্ট, মধ্যম কুল বাদ দেয় না এই প্রকারে যাপনযোগ্য আহার লাভ করে; সেইরূপ তুমিও সর্বদা পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট—'মহাশয় কুশল কী? অকুশল কী? কর্তব্য কী? অকর্তব্য কী?' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। এইরূপে তুমি প্রজ্ঞা-পারমীর পারপ্রাপ্ত হইয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৩৫. বোধি-পরিপাচক ধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, অন্যান্য বোধি-পরিপক্বকর ধর্মসমূহও পরীক্ষা করিব।

১৩৬. যদি তুমি সম্বোধি লাভ করিতে চাও, তবে পঞ্চম বীর্য-পারমিতা দৃঢ়তার সহিত অধিষ্ঠান করিয়া পরিপূর্ণ কর।

১৩৭-১৩৮. মৃগরাজ সিংহ যেমন উপবেশন, দাঁড়ান ও পদচারণ এই ত্রিবিধ অবস্থায় অসঙ্কোচিত-বীর্য ও প্রসারিত চিত্তে অবস্থান করে, তদ্রূপ তুমি সর্বভবে দৃঢ় পরাক্রমশীল হও; এই প্রকারে বীর্য-পারমীতা পূর্ণ করিয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৩৯. বোধিপাচক ধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, ইহা ব্যতীত অন্য যত বোধিপাচক ধর্ম আছে তাহাও পরীক্ষা করিব।

১৪০. তখন পরীক্ষা করিতে করিতে পূর্ববর্তী মহর্ষিগণ কর্তৃক ভাবিত ও বহুলীকৃত ষষ্ঠ ক্ষান্তি-পারমী দেখিতে পাইলাম।

১৪১. তুমি এই ষষ্ঠ ক্ষান্তি-পারমী দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিরচিত্ত হইয়া সম্যক সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৪২-১৪৩. যেমন পৃথিবীতে শুচি বা অশুচি যেকোনো প্রকার বস্তু নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী তৎপ্রতি ক্রোধ বা দয়া করে না, সমস্ত নিক্ষেপ সহ্য করে, তেমন তুমিও সমস্ত সম্মান-অপমান সহ্য করে ক্ষান্তি-পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৪৪. বোধিপাচক ধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, আরও যত প্রকার আছে সেই সকলও পরীক্ষা করিব।

১৪৫. পরীক্ষা করিতে করিতে তখন পূর্ব মহর্ষিগণ কর্তৃক ভাবিত ও

বহুলীকৃত সপ্তম সত্য-পারমী দেখিতে পাই।

১৪৬. তুমি এই সপ্তম সত্য-পারমী দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। তদ্‌দ্বারা সত্যভাষী হইয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৪৭. ঔষধি তারকা যেমন দেবমনুষ্যদের তুলা সদৃশ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে নিজের গমনবীথি (যাইবার রাস্তা) হইতে অপসারিত হয় না; অথবা দেবমনুষ্যদের মধ্যে জীবন রক্ষণে ব্যবস্থিত যাবতীয় ওষুধসমূহ যেমন নিজের আরোগ্য করিবার শক্তি হইতে অপগত হয় না।

১৪৮. তদ্রূপ তুমিও সত্যমার্গ অতিক্রম করিও না। সত্য-পারমী পূর্ণ করে সম্যক সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৪৯. কেবল এইমাত্র বুদ্ধকারক ধর্ম নহে, বুদ্ধত্বের পরিপক্বতা-সাধক অন্য যত প্রকার ধর্ম আছে সেই সমস্তও চয়নপূর্বক পরীক্ষা করিব।

১৫০. তখন বিবেচনা করিতে করিতে ভূতপূর্ব মহর্ষিগণ সেবিত অষ্টম অধিষ্ঠান-পারমী দেখিতে পাই।

১৫১. তুমি এই অষ্টম অধিষ্ঠান-পারমী দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে তাহাতে নিশ্চল থাকিয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৫২-১৫৩. অচল, সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্বত যেমন ঝঞ্ঝাবায়ুতেও কম্পিত হয় না, স্বীয় স্থানেই স্থিত থাকে, তদ্রূপ তুমিও অধিষ্ঠানে সর্বদা নিশ্চল হও। এইরূপে অধিষ্ঠান-পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৫৪. বোধি-পরিপাচক ধর্ম এই মাত্র নহে। অপরাপর বোধি-পরিপাচক ধর্ম সকলও চয়ন করিব।

১৫৫. তখন গবেষণা করিতে করিতে অতীত মহর্ষিগণ সেবিত নবম মৈত্রী-পারমী দেখিতে পাইলাম।

১৫৬. তুমি এই মৈত্রী-পারমী দৃঢ় করিয়া গ্রহণ কর। যদি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে মৈত্রীগুণে অতুলনীয় হও।

১৫৭-১৫৮. জল যেমন সৎ ব্যক্তি হউক আর অসৎ ব্যক্তি হউক সকলকে শীতলতার দ্বারা শান্ত করে এবং শরীরের ময়লা বিদূরীত করে, তেমন তুমিও শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমান মৈত্রী চিন্তা কর, এই প্রকারে মৈত্রী-পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইবে।

১৫৯. বোধি-পরিপাচক ধর্ম এই মাত্র নহে, আরও তৎসম্বন্ধীয় ধর্ম গবেষণা করিব।

১৬০. তখন পরীক্ষা করিতে করিতে অতীত মহর্ষিগণের আচরিত দশম

উপেক্ষা-পারমী দেখিতে পাইলাম।

১৬১. তুমি এই দশম উপেক্ষা-পারমী দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। তুলাদণ্ডের ন্যায় মধ্যস্থ হইয়া দৃঢ়চিত্ত হইলে সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৬২. পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত শুচি-অশুচি এই উভয় জিনিসের প্রতি পৃথিবী যেমন ক্রোধও করে না, অনুনয়-বিনয়ও করে না, উপেক্ষা করিয়া থাকে।

১৬৩. সেইরূপ তুমিও সুখ-দুঃখে সর্বদা তুলাদণ্ডের ন্যায় মধ্যস্থ থাক। এই প্রকারে উপেক্ষা-পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

১৬৪. এই পর্যন্ত জগতে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান পরিপক্ককারী ধর্ম। এই দশবিধ পারমীধর্মের অধিক আর নাই। তুমি ইহাতে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থাক।

১৬৫. আমি যখন এই দশবিধ পারমীধর্ম স্বভাবরূপ রস ও লক্ষণের সহিত সম্যক প্রকারে চিন্তা করিতেছিলাম, তখন ধর্মের তেজে দশ সহস্র চক্রবালসহ বসুন্ধরা প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১৬৬. ঘূর্ণায়মান ইক্ষুযন্ত্রের ন্যায় এই মহাপৃথিবী বিচলিত হইয়াছিল এবং রব করিতেছিল। তৈলযন্ত্রের চক্রের ন্যায় মেদিনী কম্পিত হইয়াছিল!

১৬৭. ভগবান দীপঙ্কর বুদ্ধের পরিবেশন স্থানে পরিষদবর্গ কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া ভূমিশায়ী হইয়াছিল।

১৬৮. অনেক শত সহস্র কলসী ও ঘট পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া তথায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

১৬৯. উদ্বিগ্ন, ত্রাসিত, ভীত, বিঘূর্ণিত ও দুঃখিত চিত্ত জনসাধারণ একত্রিত হইয়া দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল।

১৭০. উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘প্রভো, জগতের কল্যাণ হইবে অথবা কি অকল্যাণ হইবে? সমস্ত জগদ্বাসী উপদ্রুত হইয়াছে। হে চক্ষুষ্মান, আপনি আমাদের এই সংশয় ভঞ্জন করুন।

১৭১. তখন লোকনাথ দীপঙ্কর বুদ্ধ উপস্থিত জনসাধারণকে বলিলেন, ‘তোমরা আশ্বস্ত হও এবারের পৃথিবী কম্পনের দরুন ভীত হইও না।

১৭২. ‘আজ আমি যাহাকে বুদ্ধ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি, সেই ব্যক্তি অতীত বুদ্ধগণ সেবিত পারমীধর্ম সংমর্শন বা সম্যকভাবে চিন্তা করিতেছে।’

১৭৩. ‘বুদ্ধত্ব-সাধক পারমীধর্ম, তাহার দ্বারা নিঃশেষরূপে সুচিন্তিত হইয়াছে। তদ্ধেতু দেবলোকসহ দশ সহস্র চক্রবালে এই মহাপৃথিবী কম্পিত হইতেছে।’

১৭৪. দীপঙ্কর বুদ্ধের বাক্য শুনিয়া তাহাদের মনের উৎকণ্ঠা বিদূরিত

হইয়াছিল। তাহারা সকলে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া পুনঃ আমাকে অভিবাদন করিয়াছিল।

১৭৫. তখন স্থির চিত্তে দশ পারমীধর্ম সুন্দররূপে গ্রহণপূর্বক দীপঙ্কর বুদ্ধের চরণে বন্দনা করিয়া পদ্মাসন হইতে উঠিয়াছিলাম।

১৭৬. আসন হইতে উঠিবার সময় দেবতা ও মানব উভয় পক্ষে দিবা এবং মানবীয় প্রসুন গ্রহণপূর্বক পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল।

১৭৭. সেই দেবতা ও মানব উভয় সম্প্রদায় আমার স্বস্তি বা মঙ্গল কামনা করিতেছিল। 'আপনার দ্বারা অত্যন্ত মহৎ বিষয় প্রার্থিত হইয়াছে। আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হউক।

১৭৮. আপনার সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর হউক, সকল রোগ বিনাশ হউক, কোনো অন্তরায় না হউক এবং আপনি শীঘ্র উত্তম বোধি লাভ করুন।

১৭৯. যথোপযুক্ত সময়ে পুষ্পবৃক্ষ যেমন পুষ্পিত হয়, হে মহাবীর, সেইরূপ আপনিও বুদ্ধজ্ঞানের দ্বারা প্রস্ফুটিত হউন।

১৮০. অন্যান্য সম্যকসম্বুদ্ধেরা যেমন পারমীধর্ম পূর্ণ করিয়াছেন; মহাবীর, আপনিও তেমন দশ পারমী পূর্ণ করুন।

১৮১. অন্যান্য বুদ্ধগণ, যেমন বোধিমণ্ডপে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, হে মহাবীর, আপনিও তেমন জিনবোধির দ্বারা বুদ্ধ হউন।

১৮২. অন্যান্য বুদ্ধগণ যেমন ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছেন, হে মহাবীর আপনিও তেমন ধর্মচক্র প্রবর্তন করুন।

১৮৩. পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন জগদ্বাসীকে পরিশুদ্ধ আলো দান করে, সেরূপ আপনিও মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দশ সহস্র চক্রবালে বিরোচিত হউন।

১৮৪. রাহুমুক্ত সূর্য যেমন স্বীয় রশ্মির দ্বারা অতিশয় বিরোচিত হয়, সেরূপ আপনিও লোকধর্ম অথবা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বুদ্ধশ্রীর দ্বারা সুশোভিত হউন।

১৮৫. যেমন যেকোনো নদী মহাসমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ দেবগণসহ সর্ব লোকবাসী আপনার নিকট সমাগত হউক।

১৮৬. তখন আমি তাহাদের স্তুতি ও প্রশংসা লাভ করিয়া, দশ পারমীধর্ম গ্রহণপূর্বক তাহা পূর্ণ করিবার জন্য মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

১৮৭. তখন তাঁহারা ভিক্ষুসংঘসহ লোকনাথ বুদ্ধকে ভোজন করাইয়া সেই দীপঙ্কর শাস্তার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৮. কাহাকে শরণাগমনে, কাহাকে পঞ্চশীলে, আর অন্য কাহাকে দশশীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

১৮৯. তিনি কাহাকেও চতুর্বিধ উত্তম শ্রামণ্যফল (চারি মার্গফল) প্রদান করেন, কাহাকে চতুর্প্রতিসম্ভিদা ধর্ম প্রদান করেন।

১৯০. নরার্ষভ বুদ্ধ কোনো ব্যক্তিকে অষ্টবিধ উত্তম সমাপত্তি, কাহাকে ত্রিবিদ্যা এবং ষড়ভিজ্ঞা প্রদান করেন।

১৯১. সেই মহামুনি দীপঙ্কর এই উপায়ে জনসাধারণকে উপদেশ দিতেন, তাই লোকনাথের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৯২. মহাকপোল ও বৃষভস্কন্ধ দীপঙ্কর নামক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বহুজনকে পরিত্রাণ ও দুর্গতিমুক্ত করিয়াছিলেন।

১৯৩. মহামুনি দীপঙ্কর সত্যধর্ম অববোধ করিতে সমর্থবান ব্যক্তিকে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলে, লক্ষ যোজন পথও মুহূর্তের মধ্যে যাইয়া তাহাকে সত্যাববোধ করাইতেন।

১৯৪. লোকনাথ সম্যকসম্বুদ্ধ প্রথম ধর্মসভায় শত কোটি, দ্বিতীয় ধর্মসভায় নব্বই কোটি জনকে সত্যধর্মে অববোধ করাইয়াছিলেন।

১৯৫. সর্বজ্ঞ বুদ্ধ যখন দেবভবনে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন, তখন নব্বই সহস্র কোটি প্রাণীর তৃতীয় ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

১৯৬. শাস্তা দীপঙ্কর বুদ্ধের তিনটি (ভিক্ষুগণের) ধর্মসভা আহুত হইয়াছিল। প্রথম সভায় কোটি লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭. পুনঃ বিবেকপরায়ণ বুদ্ধের নারদ পর্বতে অবস্থানকালীন, শত কোটি বিগতমল ক্ষীণাসব একত্রিত হইয়াছিলেন।

১৯৮. যখন মহাবীর্যবান মহামুনি সুদর্শন পর্বতে নব্বই কোটি সহস্র পরিষদের সহিত প্রবারণা করিয়াছিলেন,

১৯৯. তখন আমি ক্লেশসন্তাপনকারী আকাশে বিচরণশীল পঞ্চাভিজ্ঞায় পারদর্শী জটাধারী তাপস ছিলাম।

২০০. এক একবারে দশ সহস্র বা বিশ সহস্র জনের ধর্মলাভ হইয়াছিল। একজন দুইজন করিয়া কতজনের যে ধর্মাববোধ হইয়াছিল, তাহা গণনাতীত।

২০১. তৎকালে ভগবান দীপঙ্কর বুদ্ধের শাসন বহুজন বিদিত, শীলাদি ধর্মে সমৃদ্ধ, স্মৃতি-সমাধিতে স্ফীত, সুবিশোধিত ও বিস্তৃত হইয়াছিল,

২০২. ষড় অভিজ্ঞাসম্পন্ন, মহাঋদ্ধিমান চারি লক্ষপ্রমাণ ভিক্ষু, সর্বদা দীপঙ্কর বুদ্ধের পরিবৃত হইয়া থাকিতেন।

২০৩. সেই সময়ে, যাঁহারা অর্হত্ত্বফল লাভ না করিয়া শিক্ষার্থীভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিতেন, তাঁহারা সাধারণের মধ্যে নিন্দিত হইতেন।

২০৪. অভিজ্ঞা-কুসুমের দ্বারা সুপুষ্পিত প্রাবচন বা বুদ্ধশাসন অষ্টলোকধর্মে অকম্পিত ক্ষীণাসব, বিগতমল অর্হৎদিগের দ্বারা সর্বদা সুশোভিত ছিল।

২০৫. দীপঙ্কর বুদ্ধের জন্মভূমি রম্যবতী নগর। পিতার নাম সুদেব ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুমেধা ছিল।

২০৬. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। হংস, ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২০৭. তাঁহার অলংকার সুশোভিতা তিন লক্ষ নর্তকী রমণী, পদুমা নাম্নী প্রধানা মহিষী ও উসভ (বৃষভ) স্কন্ধ নামক পুত্র ছিল।

২০৮. দীপঙ্কর জিন জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও প্রব্রজিত এই চারি প্রকার নিমিত্ত দর্শন করিয়া হস্তী যানারোহণে মহাভিনিষ্ক্রমণ করে অন্যূন দশ মাস পর্যন্ত উৎসাহের সহিত ধ্যান করিয়াছিলেন।

২০৯-২১০. মুনিবর ধ্যানাচার দ্বারা অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর দীপঙ্কর মুনি, সহম্পতি মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া, সুশোভিত নন্দারামে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সিরিশ বৃক্ষমূলে বসিয়া তীর্থিয়দিগকে পরাভব করিয়াছিলেন।

২১১. ভগবান দীপঙ্কর বুদ্ধের সুমঙ্গল এবং তিষ্য নামক দুইজন অগ্রশ্রাবক ও সাগত নামক (সেবক শিষ্য) ছিলেন।

২১২. তাঁহার নন্দা আর সুনন্দা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। পিপ্পলী বৃক্ষ সেই ভগবানের বোধিদ্রুম বলিয়া কথিত আছে।

২১৩. তাঁহার তপস্‌সু ও ভল্লিক নামক দুইজন প্রধান উপাসক এবং সিরিমা ও সোণা নাম্নী দুইজন প্রধানা উপাসিকা ছিলেন।

২১৪. মহামুনি দীপঙ্কর অশীতি হস্ত উচ্চ ছিলেন। তিনি প্রদীপ রক্ষের এবং সুপুষ্পিত শালরাজের ন্যায় শোভা পাইতেন।

২১৫. সেই মহষির লক্ষ বৎসর পর্যন্ত পরমায়ু ছিল; সেই লক্ষ বৎসরাবধি তিনি সংসারে বিদ্যমান থাকিয়া বহুজনসাধারণকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

২১৬. তিনি সদ্ধর্ম প্রচার করিয়া ও মহতী জনতাকে পরিত্রাণ করিয়া বুদ্ধশ্রীর দ্বারা অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় জ্যোতি বিকীর্ণ করে সশ্রাবক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১৭. সেই ঋদ্ধি, সেই যশ এবং শ্রীপাদদ্বয়ের সেই চক্ররত্ন, সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। অতএব সংস্কার সকল তুচ্ছ ও অসার নহে কি?

২১৮. দীপঙ্কর জিনশাস্তা নন্দারামে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই

স্থানেই তাঁহার ছয়ত্রিশ যোজন উচ্চ জিনস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

[দীপঙ্কর বুদ্ধবংশ সমাপ্ত]

২. কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধবংশ

১. দীপঙ্কর বুদ্ধের পর, শীলগুণ পুণ্যতেজে অনন্ত তেজসম্পন্ন, বহু পরিবার যুত, অপ্রমেয় গুণবান ও অপরাজেয় কৌণ্ডিণ্য নামক বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল।

২. তিনি ক্ষান্তিগুণে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার যোজন গভীর পৃথিবীর ন্যায়, শীলগুণে সাগর সদৃশ, সমাধিগুণে সুমেরু পর্বত সদৃশ, আর জ্ঞানে অনন্ত আকাশের ন্যায় ছিলেন।

৩. তিনি সর্বদা প্রাণীদিগের হিতের জন্য, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টমার্গ ও আর্যসত্যাদি প্রকাশক সদ্ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

৪. লোকনাথ কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার সময় প্রথমবারে কোটি লক্ষ প্রাণীর ধর্মাভিসময় বা ধর্মলাভ হইয়াছিল।

৫. তারপর দেবমনুষ্যদিগের সভায় ধর্মদেশনা করিবার সময় নব্বই সহস্র কোটি দেব-মনুষ্যের ধর্মাববোধ হইয়াছিল।

৬. যখন তীর্থিয়দিগকে দমন করিবার জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন, সেই সময় অশীতি সহস্র কোটি প্রাণীর ধর্মাববোধ হইয়াছিল।

৭. মহর্ষি কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের সময়ে বিমল, শান্তচিত্ত, ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে সমদর্শী, ক্ষীণাসব অর্হৎদিগের তিনটি সভা হইয়াছিল।

৮. প্রথম সভায় লক্ষ কোটি, দ্বিতীয় সভায় সহস্র কোটি ও তৃতীয় সভায় নব্বই কোটি প্রাণীর সমাগম হইয়াছিল।

৯. আমি সেই সময় বিজিতাবী নামক ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছিলাম। সমুদ্র হইতে চক্রবাল পর্বত পর্যন্ত আমার প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল।

১০. আমি সেই সময়ে লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধসহ লক্ষ কোটি সুবিমল মহাঋষিকে পরমান্ন দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম।

১১. সেই লোকগুরু কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধও আমার ভবিতব্য এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ইনি এই হইতে লক্ষাধিক তিন অসংখ্য কল্প পরে জগতে বুদ্ধ হইবেন।

১২. সেই মহা যশস্বী সম্যকসম্বুদ্ধ দৃঢ়বীর্যের সহিত ধ্যান এবং দুষ্কর ক্রিয়া করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে চারি আর্যসত্য অববোধ করিবেন।

১৩. ইহার গর্ভধারিণী জননীর নাম মায়া, পিতার নাম শুদ্ধোদন এবং

ইহার নাম গৌতম হইবে।

১৪. ‘কোলিত’ ও ‘উপতিষ্য’ এই দুইজন অগ্রশ্রাবক হইবে। ‘আনন্দ’ নামক সেবক সেই জিনকে সেবা করিবে।

১৫. ‘ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা’ নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা হইবে। তাঁহার বোধিদ্রুম অশ্বত্থবৃক্ষ নামে পরিচিত হইবে।

১৬. ‘চিত্ত ও হত্থালবক’ এই দুইজন প্রধান উপস্থায়ক হইবে, উত্তরা ও নন্দমাতা অগ্র উপস্থায়িকা অর্থাৎ প্রধান সেবিকা হইবে।

১৭-১৮. ‘সেই যশস্বী গৌতম বুদ্ধের আয়ু শতবর্ষ হইবে।’ অপ্রতিম মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবমনুষ্যগণ ইনি ‘বুদ্ধবীজাঙ্কুর’ বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কেহ আনন্দে বিভোর হইয়া হাসিতে ও করতালি দিতেছিল, আর দেবগণসহ দশ সহস্র চক্রবালবাসী কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিতেছিল।

১৯. যদি এই লোকনাথ কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের শাসনে অর্হত্ত্বফল লাভে বঞ্চিত হই, তবে অনাগতে ইহার সম্মুখীন হইব।

২০-২১. মানুষেরা যেমন নদী পার হইবার সময় সম্মুখের নির্দিষ্ট ঘাট ভুলে অতিক্রম করিয়া গেলেও পরবর্তী ঘাটে মহানদী পার হইয়া থাকে, সেরূপ আমরা সকলে এই বর্তমান বুদ্ধের সময়ে মুক্তি লাভে বঞ্চিত হইলেও অনাগতে ইহার সম্মুখীন হইয়া মুক্তি লাভ করিব।

২২. আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া অতিশয় চিত্ত প্রসন্ন করিয়াছিলাম এবং সেই দুর্লভ বুদ্ধত্ব সিদ্ধির জন্য মহারাজ্যে জিনকে পূজা করে মহারাজ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

২৩. সূত্রান্ত ও বিনয়াদি নবাঙ্গ শাস্তার শাসন অর্থাৎ বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক সম্পূর্ণ শিক্ষা করিয়া বুদ্ধশাসন সুশোভিত করিয়াছিলাম।

২৪. আমি কৌণ্ডিণ্য দশবলের শাসনে উপবেশন, দাঁড়ান ও পদচারণ এই ত্রিবিধ অবস্থায় অপ্রমত্তভাবে বাস করে অভিজ্ঞায় পারদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকগামী হইয়াছিলাম।

২৫. মহর্ষি কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের জন্মস্থান রম্যবতী নগর, পিতা সুনন্দ নামক ক্ষত্রিয় ও জননী সুজাতা দেবী নামে অভিহিত ছিলেন।

২৬. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন, রুচী, সুরুচী ও সুভ নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম রমণীয় প্রাসাদ ছিল।

২৭. তাঁহার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিতা তিন লক্ষ পরিচারিকা ললনা, রুচী দেবী নাম্নী প্রধানা মহিষী এবং বিজিতসেন নামক পুত্র ছিল।

২৮. তিনি চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত দর্শন করিয়া রথারোহণে গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অন্যূন দশ মাসব্যাপী বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

২৯. দ্বিপদোত্তম মহাবীর কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধ মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবতাদিগের উত্তম নগরে (তুষিতপুরে) ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩০. মহর্ষি কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ভদ্দ ও সুভদ্দ অগ্রশ্রাবক এবং অনুরুদ্ধ সেবক ছিল।

৩১. সেই মহাঋষি কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের তিষ্যা ও উপতিষ্যা নামিকা দুইজন অগ্রশ্রাবিকা এবং শালকল্যাণী বৃক্ষ তাঁহার বোধিদ্রুম ছিল।

৩২. সোন ও উপসেন তাঁহার অগ্র উপাসক, এবং নন্দা ও সিরিমা অগ্র উপাসিকা নামে খ্যাত ছিল।

৩৩. সেই মহামুনির উচ্চতা অষ্টাশীতি হস্ত। তারকারাজ চন্দ্রের তুল্য বা মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় শোভিত হইতেন।

৩৪. তৎকালে আবির্ভূত লোকের লক্ষ বৎসর পরমায়ু ছিল। তিনিও ততদিন যাবৎ বিদ্যমান থাকিয়া বহুজনতাকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৫. তখন ক্ষীণাসবগণের দ্বারা মেদিনী বিচিত্রা ছিল। আকাশ যেমন তারকারাজির দ্বারা শোভা পায় তেমন কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধও অর্হৎগণের দ্বারা শোভা পাইতেন।

৩৬. অপরিমিত শীল-সমাধি ইত্যাদি গুণবিমণ্ডিত, লোকধর্মে অকম্পিত ও অপরাজিত সেই অর্হৎগণ বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া পরিনির্বাপিত হইয়াছেন।

৩৭. বুদ্ধের এই অতুলনীয়া ঋদ্ধি, জ্ঞান পরিভাবিত সমাধি ইত্যাদি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকল সংস্কারধর্ম অসার নহে কি?

৩৮. প্রবর কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধ চন্দারামে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় সাত যোজন উচ্চ বিচিত্র চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল।

৩৯. সেই শাস্তা কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের শারীরিক অস্থিধাতুসমূহ বিকীর্ণ হয় নাই। সুবর্ণ প্রতিমা তুল্য জমাট হইয়া বিদ্যমান ছিল।

৩. মঙ্গল বুদ্ধবংশ

১. কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের পরবর্তীকালে মঙ্গল নামক সম্যকসম্বুদ্ধ জগতের মহান্ধকার বিনাশ করিয়া ধর্মমশাল ধারণ করিয়াছিলেন।

২. তাঁহার শরীরপ্রভা অতুলনীয়, অন্যান্য বুদ্ধগণ হইতে অধিকতর উজ্জ্বল; চন্দ্র-সূর্যের প্রভা নিস্তেজ করিয়া দশ সহস্র চক্রবাল উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

৩. সেই মঙ্গল বুদ্ধও উত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ চারি আর্যসত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সেই দেবমনুষ্যগণ সত্যরস পান করিয়া মহা মোহান্ধকার দূরীভূত করিয়াছিল।

৪. অতুলনীয় সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া প্রথম যেই ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন; সেই দেশনায় লক্ষ কোটি প্রাণীর প্রথমবারে ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৫. মঙ্গল বুদ্ধ যেই সময় সুরেন্দ্র দেবভবনে অভিধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন, তখন নব সহস্র কোটি প্রাণীর দ্বিতীয়বারে ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৬. সুনন্দ নামক চক্রবর্তী রাজা যখন ধর্ম শ্রবণার্থ সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যুত্তম ধর্মভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন।

৭. তখন সুনন্দ রাজের অনুচর জনতা নব্বই কোটি ছিল, তাঁহারা সকলেই নিরবশেষরূপে ‘এসো ভিক্ষু’ উপসম্পদায় উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

৮. মহর্ষি মঙ্গল বুদ্ধের তিনটি ধর্মসভা আহুত হইয়াছিল। প্রথমবারে লক্ষ কোটি সভাসদের সমাগম হইয়াছিল।

৯. দ্বিতীয়বারের সমাগমে সহস্র কোটি এবং তৃতীয়বারের সমাগমে নব্বই কোটি সংখ্যক কামরাগাদি মলবিহীন ক্ষীণাসব অর্হৎ উপস্থিত ছিল।

১০. তখন আমি ত্রিবেদ পারদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ সুরুচী নামক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলাম।

১১. আমি মঙ্গল বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণপূর্বক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে গন্ধমাল্য দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম। সুগন্ধমালা পূজা করিয়া গাভীর দুগ্ধের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম।

১২. সেই দ্বিপদোত্তম মঙ্গল বুদ্ধ ও আমার বিষয়ে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন—‘ইনি এই হইতে অপরিমিত কল্প পরে বুদ্ধ হইবেন।’

১৩. তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আমার মন অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিল। আমি দশ পারমী পূর্ণ করিবার জন্য বিশেষভাবে ব্রত অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

১৪. তখন উত্তম সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য প্রীতিবর্ধন করিয়া আমার বাসগৃহ বুদ্ধকে পূজা করে তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

১৫. সূত্রান্ত ও বিনয়াদি নবাঙ্গ শাস্তাশাসন সমস্ত শিক্ষা করিয়া জিনশাসন

শোভিত করিয়াছিলাম।

১৬. সেই প্রব্রজ্যাধর্মে অপ্রমত্তবিহারী হইয়া মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়াছিলাম। তাহা ভাবনা করিয়া অভিজ্ঞা পারদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকগামী হইয়াছিলাম।

১৭. মহর্ষি মঙ্গল বুদ্ধের জন্মভূমি উত্তর নগর, পিতা উত্তর নামক ক্ষত্রিয়, মাতা উত্তরা নাম্নী ক্ষত্রিয়া ছিল।

১৮. তিনি নয় হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। যশবা, সুচিমা ও সিরিমা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

১৯. সর্বালংকার বিভূষিতা ত্রিশ হাজার পদপরিচারিকা, যশবতী নাম্নী প্রধানা স্ত্রী ও সীবল নামক একজন পুত্র ছিল।

২০. তিনি চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত দেখিয়া, অশ্ব যানারোহণে মহাভিনিষ্ক্রমণপূর্বক অন্যূন আট মাসকাল বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ধ্যান করিয়াছিলেন।

২১. লোকনায়ক মহাবীর মঙ্গল বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থীত হইয়া অত্যুত্তম মহাবনে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২২. মহর্ষি মঙ্গল বুদ্ধের সুদেব ও ধর্মসেন নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক ছিল। আর পালিত নামক সেবক তাঁহার সেবা করিত।

২৩. সীবলা ও অশোকা তাঁহার দুইজন অগ্রশ্রাবিকা এবং নাগেশ্বর বৃক্ষ সেই ভগবানের বোধিবৃক্ষ বলিয়া কথিত আছে।

২৪. নন্দ আর বিশাখ নামের দুইজন অগ্র উপস্থায়ক, আর অনুলা ও সুতনা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

২৫. মহামুনি মঙ্গল বুদ্ধের শরীর অষ্টাশীতি হস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিল। সেই শরীর হইতে অনেক সহস্র রশ্মি নিঃসৃত হইত।

২৬. সে সময় বুদ্ধের আয়ু নব্বই হাজার বৎসর ছিল। তিনি তাবৎকাল অবস্থান করিয়া বহু জনসাধারণকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

২৭. সাগরের তরঙ্গমালা যেমন গণনায় সংখ্যা করিতে পারা যায় না, তেমন তাঁহার শ্রাবকসংঘও গণিয়া সংখ্যা করা যায় না।

২৮. লোকনায়ক মঙ্গল বুদ্ধ যতকাল জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার শাসনে রাগাদি ক্লেশযুক্ত মরণ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার শিষ্যগণ তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

২৯. মহাযশস্বী মঙ্গল বুদ্ধ ধর্মপ্রদীপ জ্বালিয়া মহাজনসংঘকে সংসার-সাগর ত্রাণ করে প্রদীপের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া নির্বাপিত হইয়াছেন।

৩০-৩১. দেবমানবকে সংস্কারধর্মসমূহের স্বাভাবিক অবস্থা দেখাইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ও অস্তগামী দিবাকরের তুল্য প্রদীপ্ত হইয়া 'বেস্‌সর' নামক উদ্যানে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার ত্রিশ যোজন উচ্চ বুদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

৪. সুমন বুদ্ধবংশ

১. মঙ্গল বুদ্ধের পর শীল-সমাধি ইত্যাদি সর্বধর্মে অসদৃশ, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে উত্তম সুমন নামক সর্বজ্ঞ বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল।

২. তিনিও তখন মেখলপুরে চারি আর্যসত্য ধর্মরূপ শঙ্খধ্বনি, নবাঙ্গ শাস্তাশাসন রূপ অমৃত ভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন।

৩. সেই শাস্তা ক্লেশ-অরিকে বিনাশ করিয়া উত্তম সম্বোধি লাভ করে সদ্ধর্ম পুরোত্তম নির্বাণনগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

৪. তিনি সেই ধর্মপুরে অর্থাৎ নির্বাণ গমনের জন্য নিরন্তর অকুটিল ঋজু, বিপুল ও বিস্তৃত স্মৃতি উপস্থানরূপ মহা মার্গ তৈয়ার করিয়াছিলেন।

৫. তথায় (সেই নির্বাণমার্গে) স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এই চারি শ্রামণ্যফল; ধর্ম, অর্থ, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদা; ষড়ভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি প্রসারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকোত্তর ধর্মের দোকান খুলিয়াছিলেন।

৬. যাহারা অপ্রমত্ত বা স্মৃতিবান, পঞ্চ চিত্তখিল-বিরহিত, ঋজুচিত্ত, লজ্জা ও উৎসাহসম্পন্ন সেই সেই দেবমানবগণ এই উত্তম গুণসমূহ যথাসুখে গ্রহণ করিতে পারে।

৭. শাস্তা এই প্রকার সদ্ধর্ম প্রয়োগে জনসাধারণকে উদ্ধার করে লক্ষ কোটি প্রাণীকে প্রথমবারে আর্যসত্য অববোধ করাইয়াছিলেন।

৮. মহাবীর সুমন বুদ্ধ যে সময় তীর্থিয়দিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ছিল দ্বিতীয় ধর্মাধিবেশন। তখন লক্ষকোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

৯. যে সময় দেবমানবগণ সম্মিলিত ও একমত হইয়া, মনের সংশয় ভঞ্জনার্থ নির্বাণসম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

১০. তখনো নির্বাণার্থ প্রকাশক ধর্মদেশনায়, নব্বই সহস্র কোটি প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্মাভিজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

১১. মহর্ষি সুমন বুদ্ধের প্রশান্তচিত্ত, নির্মল ক্ষীণাসব শিষ্যদিগের তিনটি ধর্মাধিবেশন আহুত হইয়াছিল।

১২. ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপন করিয়া, প্রবারণা করিবার জন্য

ঘোষণা করিলে, লক্ষকোটি ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে প্রবারণা কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১৩. তারপর বিমল কাঞ্চন পর্বতে নব্বই সহস্র কোটি প্রাণীর সম্মিলনে দ্বিতীয়বার সমাগম হইয়াছিল।

১৪. শক্র দেবরাজ যখন বুদ্ধ দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অশীতি সহস্র কোটি প্রাণীর তৃতীয় সমাগম হইয়াছিল।

১৫. আমি সে সময় মহাঋদ্ধিবান কুশলকর্ম সঞ্চয়ী অতুল নামক নাগরাজ হইয়াছিলাম—

১৬. তখন স্বীয় জ্ঞাতিগণসহ নাগভবন হইতে বাহির হইয়া নাগদিগের দিব্যতূর্যের দ্বারা সংঘসহ জিনকে পূজা করিয়াছিলাম।

১৭. আর লক্ষ কোটি ভিক্ষুকে অন্ন-পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করে প্রত্যেককে একেক জোড়া বস্ত্র দান করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলাম।

১৮. সেই লোকস্বামী সুমন বুদ্ধও এই হইতে অসংখ্য কল্প পরে 'ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. এই গাথাগুলি পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

৩০. মহর্ষি সুমন বুদ্ধের জন্মস্থান মেঘলা নামক নগর, পিতা সুদত্ত নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সিরিমা নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী ছিল।

৩১. তিনি নয় সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। চন্দ্র, সুচন্দ্র ও বটংস নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম বাসভবন ছিল।

৩২. সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা তেষট্টি হাজার পরিচারিকা ছিল। বটংসকা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং অনুপম নামক একজন পুত্র সন্তান ছিল।

৩৩. তিনি চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া হস্তীযানে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। সুমন জিন বুদ্ধত্ব লাভের জন্য অন্যূন দশ মাস ধ্যানে রত ছিলেন।

৩৪. মহাবীর লোকনায়ক সুমন বুদ্ধ, মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া মেখলা নামক উত্তম নগরে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৫. তাঁহার শরণ ও ভাবিতত্ত নামক দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং উদেন নামক সেবাকারী শিষ্য ছিল।

৩৬. সোণা ও উপসোণা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই অমিত যশস্বী সুমন জিন নাগবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৩৭. বরুণ ও শরণ নামক দুইজন অগ্র উপস্থায়ক, আর চালা ও উপচালা

নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৮. তাঁহার শরীরের উচ্চতা নব্বই হস্ত ছিল। শরীর হইতে কাঞ্চনপ্রভার ন্যায় জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া দশ সহস্র চক্রবাল আলোকিত হইত।

৩৯. তাঁহার পরমায়ু নব্বই সহস্র বৎসর ছিল। তিনি এতাবৎকাল জীবিত থাকিয়া, বহু জনতাকে সংসার কান্তার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

৪০. সুমন সম্বুদ্ধ ত্রাণযোগ্য প্রাণীদিগকে ত্রাণ করিয়া, বোধনেয্যদিগকে বুঝাইয়া চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার ন্যায় পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন।

৪১. সেই মহা যশস্বী অর্হৎ ভিক্ষুগণ এবং অসদৃশ সেই সুমন বুদ্ধ, অনন্ত গুণপ্রভা দেখাইয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪২. সেই অতুলনীয় বুদ্ধগুণ ও অনুপম বুদ্ধাদি রত্নত্রয় তাঁহারাও অন্তর্হিত হইয়াছেন। অহো! সংস্কারসমূহ অনিত্য নহে কি?

৪৩. যশস্বী সুমন বুদ্ধ অঙ্গ আরামে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায়ই তাঁহার চারি যোজন প্রমাণ উচ্চতাবিশিষ্ট জিনস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

৫. রেবত বুদ্ধবংশ

১. সুমন বুদ্ধের পর অনুপম, অসদৃশ, অতুলনীয় ও উত্তম মারজিৎ রেবত বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. তিনি মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া, রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ, নামরূপ ভেদে ব্যবস্থা বা বিভাগকরণ এবং কাম-রূপভবে অপ্রবর্তন (জন্ম পরিগ্রহণ না করা) সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

৩. তাঁহার ধর্মদেশনায় তিনটা ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। প্রথম সমাগমে গণনাতীত পরিষদ উপস্থিত হইয়াছিল।

৪. রেবত বুদ্ধ অরিন্দম নামক রাজাকে যখন বিনীত করিয়াছিলেন, তখন দ্বিতীয়বারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্মলাভ হইয়াছিল।

৫. নরশ্রেষ্ঠ রেবতমুনি সপ্তাহকাল বিবেকবাস করিয়াছিলেন। সপ্তাহের পর বিবেক বাস হইতে উঠিয়া, কোটিশত দেবমানবকে উত্তম অর্হত্ত্বফলে বিনীত করিয়াছিলেন।

৬. মহর্ষি রেবত বুদ্ধের সময় সুবিমুক্ত বিমল ক্ষীণাসবদিগের তিনটা ধর্মসভা আহুত হইয়াছিল।

৭. প্রথম সভায় যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা গণনাতীত, দ্বিতীয় ধর্মসভায় লক্ষ কোটি প্রাণী সমাগত হইয়াছিল।

৮. তাঁহার দেশিত ধর্মের অনুবর্তনকারী মহাপ্রজ্ঞাবান যিনি ছিলেন, তখন

তিনি জীবন সংশয়কর ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন।

৯. সেই সময় মহামুনি লক্ষ কোটি অর্হৎ সমভিব্যাহারে তাহার রোগবার্তা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহা তৃতীয়বারের ধর্মসভা।

১০. আমি তখন অতিদেব নামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। রেবত বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম।

১১. তাঁহার শীল-সমাধি উত্তম প্রজ্ঞাগুণ যথাশক্তি কীর্তন করিয়া তাঁহাকে উত্তরাসঙ্গ চীবর দান করিয়াছিলাম।

১২. লোকনায়ক সেই রেবত বুদ্ধও আমাকে এই হইতে অপ্রমেয় কল্পান্তরে 'ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. এই গাথাগুলিও পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১২-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৪. আমি যেই বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, সেই বুদ্ধত্ব-সাধক পারমীধর্ম সঞ্চয় করিব। সেই সময়ও আমি বুদ্ধভাবকর ধর্ম অনুস্মরণ করিয়া তাহা সঞ্চয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রযত্ন করিতেছিলাম।

২৫. মহর্ষি রেবত বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল সুধর্মবর্তী নগর। পিতা বিপুল নামক ক্ষত্রিয়, মাতা বিপুলা নাম্নী ক্ষত্রিয় রমণী।

২৬. তিনি ছয় হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্মের প্রভাবে উৎপন্ন, সুদর্শন রত্নাঘ্রি ও অবেল নামে তিনখানি সুশোভিত উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৭. সর্বালঙ্কারে প্রতিমণ্ডিতা তেত্রিশ হাজার পরিচারিকা ছিল, সুদর্শনা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং বরুণ নামক পুত্র ছিল।

২৮. জিন চারি প্রকার নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া, রথারোহণে অভিনিষ্ক্রমণপূর্বক অন্যূন সাত মাস পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দৃঢ়বীর্য-সহকারে ধ্যান করিয়াছিলেন।

২৯. লোকনায়ক মহাবীর রেবত, মহাব্রহ্মা সহম্পতির দ্বারা আরাধিত হইয়া বৃক্ষলতা পরিশোভিত বরুণারামে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩০. মহর্ষি রেবত বুদ্ধের বরুণ ও ব্রহ্মদেব অগ্রশ্রাবক আর সম্ভব নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩১. ভদ্রা ও সুভদ্রা অগ্রশ্রাবিকা ছিল। অসমসম সেই রেবত বুদ্ধও নাগেশ্বর বৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৩২. পদুম ও কুঞ্জর অগ্র উপস্থায়ক ছিল। সিরিমা ও যশবতী অগ্র

উপস্থায়িকা ছিল।

৩৩. তাঁহার দেহ অশীতি হস্ত উচ্চ ছিল। ইন্দ্রকেতুর ন্যায় উদ্গাত দেহপ্রভায় সর্বদিক আলোকিত হইত।

৩৪. দিবাতে হউক অথবা রাত্রিতে হউক তাঁহার শরীরজাত অনুত্তর প্রভামালা চারিদিকে যোজন পর্যন্ত ব্যাপৃত হইত।

৩৫. তৎকালীন পরমায়ু ষাট হাজার বৎসর ছিল। তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া, তিনি অনেক প্রাণীকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৬. বুদ্ধবল প্রদর্শনপূর্বক, জগতে অমৃতময় নৈর্বাণিক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তারপর কাষ্ঠাদি উপাদান বিহীনে নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় তিনিও কামাদি উপাদানবিহীন হইয়া নির্বাপিত হইয়াছেন।

৩৭. রত্নসদৃশ সেই শরীর এবং অসদৃশ ধর্ম সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। অহো! জাগতিক সংস্কারসমূহ অনিত্য নহে কি?

৩৮. যশস্বী মহামুনি রেবত বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু সেই সেই প্রদেশে পূজার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

৬. সোভিত বুদ্ধবংশ

১. রেবত বুদ্ধের তিরোধানের পর, সমাহিত শান্তচিত্ত, অসম ও অসদৃশ পুরুষ সোভিত নামক শাস্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. সেই জিন, স্বীয় গৃহেই চিত্ত পরিবর্তন করিয়া (সাত দিনের মধ্যে) বুদ্ধত্ব লাভপূর্বক ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩. ধর্মচক্র সূত্রান্ত দেশনার সময় ঊর্ধ্বে ভবাগ্র হইতে নিম্নে অবীচি মহানরক পর্যন্ত এতদ্‌মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণী এক পরিষদের ন্যায় হইয়াছিল।

৪. ভগবান সেই মহতী পরিষদে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রথম সমাগমে গণনাতীত প্রাণীর ধর্মলাভ হইয়াছিল।

৫. তৎপর দেবমানব পরিষদে দেশনা করিবার সময় দ্বিতীয়বারে নব্বই সহস্র কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৬. পুনর্বার রাজপুত্র জয়সেন নামক ক্ষত্রিয় বহুবিধ পুষ্প ও ফলের উদ্যান রোপন করিয়া তখন বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিল।

৭. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ তাহার দান যজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। সেই তৃতীয়বারের দেশনায় সহস্র কোটি প্রাণীর ধর্মলাভ হইয়াছিল।

৮. মহর্ষি সোভিত বুদ্ধের লোকধর্মে অবিচলিত শান্তচিত্ত বিমল ক্ষীণাসব

অর্হৎ শিষ্যগণের তিনটি ধর্মসভা আহুত হইয়াছিল।

৯. উগ্‌গত নামক জনৈক রাজা নরোত্তম বুদ্ধকে দান দিয়াছিল। সেই দানে শতকোটি অর্হতের প্রথম সমাগম হইয়াছিল।

১০. পুনরায় পুরবাসীরা একবার নরোত্তম বুদ্ধকে দান দিয়াছিল। তখন নব্বই কোটি অর্হতের দ্বিতীয় সমাগম হইয়াছিল।

১১. জিন দেবলোকে অবস্থান করিয়া যখন মনুষ্যভূমিতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অশীতি কোটি অর্হতের তৃতীয় সমাগম হইয়াছিল।

১২. সেই সময় আমি সুজাত নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন সশিষ্য বুদ্ধকে অন্ন-পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম।

১৩. লোকনায়ক সোভিত বুদ্ধ আমাকে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—'ইনি এই হইতে অপ্রমেয় কল্পান্তরে বুদ্ধ হইবেন।'

১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৪. আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া সেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলাম।

২৫. মহর্ষি সোভিত বুদ্ধের জন্মস্থান সুধর্ম নগর। পিতা সুধর্ম ক্ষত্রিয় নৃপতি, সুধর্মা নাম্নী রাজমহিষী মাতা ছিলেন।

২৬. তিনি নয় সহস্র বৎসরকাল গৃহবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমুদ, কলীর ও পদুম নামে তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৭. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা ছিয়াত্তর হাজার পরিচারিকা ও সমঙ্গী নাম্নী প্রধানা স্ত্রী আর সিংহ নামক একজন পুত্র ছিল।

২৮. পুরুষোত্তম সোভিত বোধিসত্ত্ব চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া আনন্দের সহিত অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। সপ্তাহকাল ধ্যানচর্যায় রত থাকিয়া বুদ্ধ হওয়ার সময় তিনি নাগেশ্বর বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

২৯. লোকনায়ক মহাবীর সোভিত বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা আরাধিত হইয়া সুধর্ম নামক শ্রেষ্ঠ উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩০. মহর্ষি সোভিত বুদ্ধের অসম ও সুনেত্ত নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক, অনোম নামক উপস্থায়ক আর নকুলা ও সুজাতা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল।

৩১. রম্ম ও সুদত্ত নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক আর নকুলা ও চত্তা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩২. মহামুনি সোভিত আট পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ ছিলেন। সূর্যের ন্যায় তাঁহার

দেহ হইতে রশ্মি নিঃসৃত হইয়া সর্বদিক আলোকিত হইত।

৩৩. সুপুষ্পিত পুষ্পোদ্যান যেমন নানা প্রকার পুষ্পগন্ধে আমোদিত থাকে, সেরূপ তাঁহার শাসনও শীলগন্ধের দ্বারা সুবাসিত থাকিত।

৩৪. সাগর যেমন দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ হয় না, তেমন তাঁহার দেশিত সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ হইত না।

৩৫. তখনকার সময়ে বুদ্ধের আয়ু নব্বই হাজার বৎসর ছিল। তিনি এ তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৬. তিনি অবশিষ্ট জনতাকে উপদেশ দিয়া ও অনুশাসন করিয়া হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সশিষ্য পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন।

৩৭. অসদৃশ সেই বুদ্ধ এবং লোকোত্তর বলপ্রাপ্ত সেই শ্রাবকগণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। অহো! সংস্কারসমূহ অস্থায়ী নহে কি?

৩৮. সোভিত সম্যকসম্বুদ্ধ সীহারামে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু নানা প্রদেশে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইয়াছিল।

৭. অনোমদর্শী বুদ্ধবংশ

১. সোভিত বুদ্ধের তিরোধানের পর দ্বিপদোত্তম অমিত যশা, তেজস্বী ও দুরতিক্রমনীয় অনোমদর্শী সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল।

২. তিনি সমস্ত সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া, ত্রিভবে উৎপত্তির হেতু বিনাশপূর্বক দেবমানবদিগকে অপ্রত্যাবর্তনীয় নির্বাণগামী মার্গ দেশনা করিয়াছিলেন।

৩. সেই অনোমদর্শী বুদ্ধ সাগরের তুল্য অসংক্ষুব্ধ, পর্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য, আকাশ সদৃশ অনন্ত এবং ফুল্ল কুসুম শোভিত শালবৃক্ষতুল্য সুন্দর ছিলেন।

৪. সেই বুদ্ধকে দর্শন করিয়া প্রাণীগণ সন্তুষ্ট হইত। আর তাহারা বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মবাণী শুনিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইত।

৫. তখন তাঁহার দেশিত ধর্ম বহুজনে অববোধ করিতে সমর্থ হওয়ায় সমৃদ্ধ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রথম ধর্মদেশনায় কোটিশত প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৬. তৎপরবর্তী ধর্মাববোধের সময় দ্বিতীয় দেশনায় ধর্মবারি বর্ষিত হইলে কোটিশত প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৭. ইহার পরও ধর্মবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া জীবগণের তৃপ্তি উৎপাদন করে আটাত্তর কোটি প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৮. মহর্ষি অনোমদর্শী বুদ্ধেরও অভিজ্ঞা বলপ্রাপ্ত বিমুক্তিপুষ্পে বিকশিত

অর্হৎগণের তিনটা ধর্মসমাগম হইয়াছিল।

৯. তখন ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে অবিচলিত, শান্তচিত্ত, মদ-মোহহীন আট লক্ষ অর্হতের সমাগমে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

১০. উপশান্ত চিত্ত, বিগতরজ ও ক্লেশবিহীন সাত লক্ষ অর্হৎ লইয়া দ্বিতীয় সমাগম হইয়াছিল।

১১. ক্লেশাগ্নি নির্বাপিত ও অভিজ্ঞাবল প্রাপ্ত ছয় লক্ষ অর্হৎ তপস্বীর তৃতীয় সমাগম হইয়াছিল।

১২. আমি সেই সময় মহাঋদ্ধিবান, অনেক কোটি যক্ষের মহেশ্বর যক্ষ ছিলাম, তাহারা আমার সুবাধ্য ছিল।

১৩. তখনও আমি মহর্ষি বুদ্ধবরের নিকট উপনীত হইয়া, সংঘসহ লোকনায়ককে অন্ন-পানীয় দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম।

১৪. সেই ত্রিকালদর্শী বিশুদ্ধ নয়ন বুদ্ধ আমাকে অনেক কল্প পরে 'ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আশাপ্রদ বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১২-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৫. আমি অনোমদর্শী বুদ্ধেরও অমোঘবাণী শ্রবণে তুষ্ট ও সংবিগ্ন চিত্ত হইয়া, দশ পারমী পরিপূরণের জন্য বিশেষ ব্রত অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৬. শাস্তা অনোমদর্শীর জন্মস্থান চন্দ্রবতী নগর, পিতা যশবন্ত নামক ক্ষত্রিয় রাজা, মাতা যশোধরা নাম্নী রাজমহিষী।

২৭. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। তাঁহার সিরী, উপসিরী ও বর্ধ নামে তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৮. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা তেইশ হাজার পরিচারিকা, প্রধানা স্ত্রী সিরিমা আর উপবান নামে এক পুত্র ছিল।

২৯. তিনি চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত দেখিয়া শিবিকারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করে অন্যূন দশ মাস ধ্যান করিয়াছিলেন।

৩০. সেই মহাবীর মহামুনি অনোমদর্শী, মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় সুদর্শন নামক উদ্যানে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩১. তাঁহার নিসভ ও অশোক নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং বরুণ নামক সেবাকারী শিষ্য ছিল।

৩২. সেই ভগবানের সুন্দরী ও সুমনা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। তদীয় বোধি অর্জুনবৃক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩৩. তাঁহার নন্দিবর্ধ ও শ্রীবর্ধ প্রধান উপস্থায়ক এবং উৎপলা ও পদুমা

প্রধানা উপস্থায়িকা ছিল।

৩৪. মহামুনি অনোমদর্শী আট পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ দেহধারী ছিলেন। উদীয়মান সূর্যরশ্মি তুল্য তাঁহার শরীরপ্রভা নিঃসৃত হইত।

৩৫. তখন আয়ু পরিমাণ লক্ষ বৎসর ছিল। তিনি ততকাল বিদ্যমান থাকিয়া বহুজনতাকে সংসারদুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৬. তাদৃশ বীতরাগ বিমল অর্হৎগণের দ্বারা বুদ্ধশাসন সুপুষ্পিত ও জিনশাসন শোভিত হইয়াছিল।

৩৭. সেই অমিত যশস্বী বুদ্ধ এবং অতুলনীয় অগ্রশ্রাবক যুগল সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। অহো! সমস্ত সংস্কারধর্ম অনিত্য নহে কি?

৩৮. মারজিৎ জিন শাস্তা অনোমদর্শী ধর্মারামে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ জিনস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

৮. পদুম বুদ্ধবংশ

১. অতঃপর অনোমদর্শী বুদ্ধ অন্তর্হিত হইলে, দ্বিপদোত্তম, অসদৃশ ও অপ্রতিপুদ্গল পদুম নামক বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল।

২. তাঁহারও অসদৃশ শীল, অনন্ত সমাধি, অসংখ্য সর্বজ্ঞতাজ্ঞান এবং অনুপমা বিমুক্তিজ্ঞান ছিল।

৩. অতুলজ্ঞান তেজশালী পদুম বুদ্ধেরও ধর্মচক্র প্রবর্তনে মহা-অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশক তিনটি ধর্মাভিসময় সংঘটিত হইয়াছিল।

৪. মহাপ্রাজ্ঞ পদুম সম্বুদ্ধ প্রথম ধর্মাভিসময়ে শতকোটি এবং দ্বিতীয় অভিসময়ে নব্বই কোটি প্রাণীকে ধর্মজ্ঞান লাভ করাইয়াছিলেন।

৫. পদুম বুদ্ধ যখন নিজের পুত্রকে উপদেশ দিতে ছিলেন, তখন তৃতীয়বারে অশীতি কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৬. মহর্ষি পদুম বুদ্ধের শাসনে তিনটি ধর্মাধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে লক্ষ কোটি অর্হতের সমাগম হইয়াছিল।

৭. কঠিন চীবর দানের সময়ে, কঠিন চীবর লাভ হইলে, ধর্মসেনাপতি সাল স্থবিরের জন্য অপর ভিক্ষুরা চীবর শেলাই করিয়াছিল।

৮. তখন ক্লেশশত্রুর দ্বারা অপরাজিত, মহাঋদ্ধিবান, ষড়ভিজ্ঞালাভী পাপমলবিহীন সেই তিন লক্ষ ভিক্ষু ক্লেশোপশম করিয়াছিল।

৯. পুনরায় নরর্ষভ পদুম বুদ্ধ যখন মহা-অরণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দুই লক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল।

১০-১১. আমি তখন পশুরাজ সিংহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই অরণ্যের বিবেকস্থানে নিরোধসমাপত্তি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে দেখিয়া অবনত শিরে পদ বন্দনা করিয়াছিলাম। তারপর তিনবার প্রদক্ষিণ এবং তিনবার সিংহনাদ করিয়া সপ্তাহ অবধি তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম।

১২. তথাগত বুদ্ধ সপ্তাহের পর নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া 'সমস্ত ভিক্ষু এখানে আসুক' মনে মনে এরূপ অধিষ্ঠান করিয়া কোটি প্রমাণ ভিক্ষু উপস্থিত করিয়াছিলেন।

১৩. তখনও সেই মহাবীর বুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে এই হইতে অপ্রমেয় কল্পান্তরে 'ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের **১৩-২২** নং গাথার অনুরূপ।

২৪. আমি তাঁহারও সত্যবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট এবং উদ্বিগ্নমনা হইয়া দশ পারমী পরিপূর্ণের জন্য বিশেষভাবে ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৫. মহর্ষি পদুম বুদ্ধের জন্মস্থান চম্পকনগর, পিতা অসম নামক ক্ষত্রিয় রাজা, মাতা অসমা নাম্নী রাজমহিষী।

২৬. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। নন্দা, সুযশা ও উত্তরা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৭. নানা অলংকার প্রতিমণ্ডিতা তেত্রিশ লক্ষ পরিচারিকা, উত্তরা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং রম্য নামক পুত্রসন্তান ছিল।

২৮. তিনি চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত দেখিয়া রথারোহণে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্যূন অর্ধমাস বুদ্ধত্ব লাভের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

২৯. লোকনায়ক মহাবীর পদুম মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ধনঞ্জয় নামক উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩০. মহর্ষি পদুম বুদ্ধের সাল ও উপসাল দুইজন অগ্রশ্রাবক, আর বরুণ নামক স্থবির সেবক ছিল।

৩১. রাধা ও সুরাধা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা, তাঁহার বোধিদ্রুম মহাসোণ (স্বর্ণচাঁপা) বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩২. ভীয় ও অসম দুইজন অগ্র উপস্থায়ক, রুচী ও নন্দরামা অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৩. মহামুনি পদুম বুদ্ধ আটান্ন হস্ত পরিমিত শরীরধারী ছিলেন। তাঁহার অসামান্য শারীরিক প্রভার দ্বারা চারিদিক উদ্ভাসিত হইত।

৩৪. চন্দ্রপ্রভা, সূর্যপ্রভা, রত্ন, অগ্নি ও মণির যে সমস্ত উজ্জ্বল প্রভা আছে

এই সমস্তই জিনের উত্তম শরীর প্রভার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যাইত।

৩৫. তখন বুদ্ধের পরমায়ু এক লক্ষ বৎসর ছিল। পদুম বুদ্ধ তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৬. পদুম বুদ্ধ পরিপক্ব মানসযুক্ত প্রাণীদিগকে নিঃশেষভাবে আর্যসত্য বোধগম্য করাইয়া অবশিষ্ট জনতাকে যথাধর্ম অনুশাসন করে শ্রাবকসহ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩৭. তিনি উরগের (সর্পের) জীর্ণ ত্বকের ন্যায় ও বৃক্ষের পুরাতন পত্রতুল্য সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়া অগ্নির মতো নির্বাপিত হইয়াছেন।

৩৮. জিনপ্রবর পদুম বুদ্ধ ধর্মারামে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু নানা দেশের নানা স্থানে নিয়া পূজিত হইয়াছিল।

৯. নারদ বুদ্ধবংশ

১. পদুম বুদ্ধের তিরোধানের পর দ্বিপদোত্তম অসামান্য ও অপ্রতিপুদ্গল নারদ সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. সে বুদ্ধ চক্রবর্তী রাজার ঔরসজাত প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মুক্তাহারাদি আভরণ প্রতিমণ্ডিত হইয়া ধনঞ্জয় উদ্যানে উপনীত হইয়াছিলেন।

৩. তথায় প্রসিদ্ধ সুন্দর সুবৃহৎ এবং পবিত্র রক্তসোণ (রক্তচাঁপা) নামে খ্যাত একটি দেববৃক্ষ ছিল। তিনি সেই বৃক্ষতলায় উপবেশন করিয়াছিলেন।

৪. সেই সোণ বৃক্ষমূলে তাঁহার অনন্ত, বজ্রোপম, উত্তম সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। তিনি সেই বুদ্ধজ্ঞানের দ্বারা উদয়-ব্যয় অনুসারে সমস্ত সংস্কারধর্ম চিন্তা করিয়াছিলেন।

৫. তথায় ক্লেশরাশি নিঃশেষরূপে বিনাশ করিয়া, অর্হত্ত্বমার্গ-জ্ঞান ও বুদ্ধ-জ্ঞান (অষ্টবিধ মার্গফলজ্ঞান, ছয়টা অসাধারণ জ্ঞান)-সহ চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

৬. তিনি সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেই ধর্মদেশনায় লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৭. মহামুনি মহাদ্রোণ নামক নাগরাজকে দমন করিবার সময় দেবমনুষ্যদিগকে বিস্ময়কর ঋদ্ধি দেখাইয়াছিলেন।

৮. তখন দেবমানবদিগের মধ্যে সেই ধর্মদেশনায় নব্বই লক্ষ প্রাণীর সকল সংশয় নিরসন হইয়াছিল।

৯. মহাবীর নারদ বুদ্ধ যখন নিজের পুত্রকে উপদেশ দিতে ছিলেন, তখন অশীতি লক্ষ কোটি প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্মাভিজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

১০. মহর্ষি নারদ বুদ্ধের তিনটি ধর্মাধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে লক্ষ কোটি অর্হতের সমাগম হইয়াছিল।

১১. বুদ্ধ যখন কারণসহ বুদ্ধগুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন নব্বই সহস্র কোটি ভিক্ষু বিমল বা ক্লেশ উপশান্ত হইয়াছিল।

১২. যে সময় বেরোচন নামক নাগরাজ ভগবান নারদ শাস্তাকে দান দিয়াছিল, তখনও অশীতি লক্ষ জিনপুত্রের ক্লেশোপশম হইয়াছিল।

১৩. সে সময় আমি বলবৎ তপশ্চর্যায় রত, অভিজ্ঞা পারদর্শী, আকাশচারী ও জটাধারী সন্ন্যাসী ছিলাম।

১৪. তখনো আমি পরিজনবর্গসহ অসমতুল বুদ্ধ এবং তদীয় শ্রাবকসংঘকে অন্ন-পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করে পরে চন্দন দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম।

১৫. লোকনায়ক বুদ্ধ আমাকে 'এই হইতে অপ্রমেয় কল্পান্তরে ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া তখন প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৬. তাঁহারও অমোঘ বাণী শুনিয়া বহুলভাবে ভাবনা করে দশ পারমী পরিপূরণের জন্য তীব্রভাবে ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৭. মহর্ষি নারদ বুদ্ধের জন্মস্থান ধন্যবতী নগর, পিতা সুদেব নামক ক্ষত্রিয়, মাতার নাম অনোমাবতী নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী ছিল।

২৮. তিনি নয় হাজার বৎসরকাল গৃহবাসী ছিলেন। জিতা, বিজিতা ও ভূরিমা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৯. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা তেতাল্লিশ হাজার পরিচারিকা, জিতাসেনা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং নন্দুত্তর নামক পুত্র ছিল।

৩০. লোকনায়ক নারদ বুদ্ধ চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া পদব্রজে মহাভিনিষ্ক্রমণ করে সপ্তাহকাল ধ্যানচর্যা আচরণ করিয়াছিলেন।

৩১. লোকনায়ক মহাবীর নারদ মহাব্রহ্মার দ্বারা আরাধিত হইয়া উত্তম ধনঞ্জয় উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩২. মহর্ষি নারদ বুদ্ধের ভদ্রশাল ও জিতমিত্র নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক আর বাসেট্‌ঠ নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩৩. উত্তরা ও ফাল্গুনী নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা আর সেই ভগবানের বোধিদ্রুম মহাসোণ বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩৪. উৎগ্রীন্দ্র ও বসভ নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক ও ইন্দবরী এবং উন্দী

নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৫. নারদ বুদ্ধ বিবিধ রত্নে চিত্রিত, কাঞ্চনপ্রভা তুল্য অষ্টাশীতি হস্ত উচ্চ দেহধারী ছিলেন। তাঁহার শরীর প্রভায় দশ সহস্র চক্রবাল আলোকিত হইত।

৩৬. তাঁহার শরীর হইতে চারিদিকে ব্যামপ্রভা নির্গত হইত। অহোরাত্র নিরন্তর যোজন প্রমাণ স্থান শরীর প্রভায় দিগন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া থাকিত।

৩৭. সেই সময় বুদ্ধরশ্মির দ্বারা সর্বদা প্রদীপ্তহেতু চারিদিকে যোজন প্রমাণ স্থানে কেহই প্রদীপ বা মশাল জ্বালিত না।

৩৮. তখনকার সময়ে বুদ্ধের পরমায়ু নব্বই হাজার বৎসর ছিল। তিনি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতা সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৯. উদিত তারকারাজির দ্বারা গগণ যেমন বিচিত্রভাবে পরিশোভিত হয়, তেমনই তাঁহার শাসন অর্হৎগণের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল।

৪০. নরশ্রেষ্ঠ নারদ বুদ্ধশাসন প্রতিপালনকারী অবশিষ্ট প্রাণীদের সংসারস্রোত পার হইবার জন্য সুদৃঢ় ধর্মসেতু নির্মাণ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪১. অসামান্য সেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ও অতুল তেজস্বী অর্হৎগণের সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন, সমস্ত সংস্কারধর্ম তুচ্ছ ও অসার নহে কি?

৪২. জিনশ্রেষ্ঠ নারদ বুদ্ধ সুদর্শনপুরে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় চারি যোজন উচ্চ উত্তম জিনস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

১০. পদুমুত্তর বুদ্ধবংশ

১. নারদ বুদ্ধের অন্তর্ধানের পর অভিসম্বুদ্ধ, দ্বিপদোত্তম, অবিচলিত, সাগরোপম পদুমুত্তর জিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. যেই সময় দুইজন বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা (ক) মণ্ডকল্প নামে খ্যাত হয়। তৎকালে পূরিত পারমী ধন্যপুণ্য ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করে।

৩. ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধের প্রথম দেশনায় লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্মাববোধ হইয়াছিল।

৪. তারপরও প্রত্যয়দাতা দায়কদিগকে বর্ষান্তে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। সেই দেশনায় দ্বিতীয়বারে সাঁইত্রিশ হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৫-৬. মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ যখন তদীয় পিতা আনন্দ রাজার নিকট

উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট অমৃত দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছিলেন, তখন সেই অমৃত দুন্দুভি ধ্বনিত হইলে এবং ধর্মবারি বর্ষিত হইলে, পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্মাববোধ হইয়াছিল।

৭. সমস্ত প্রাণীর শরণশীল ও ধুতাঙ্গাদির উপদেশক, চারি আর্যসত্যের বিজ্ঞাপক, কামভাব, দৃষ্টি ও অবিদ্যাসাগর হইতে পরিত্রাণকারী ধর্মদেশনায় সুনিপুণ বুদ্ধ বহু জনতাকে ভবার্ণব হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৮. শাস্তা পদুমুত্তর বুদ্ধের তিনটি ধর্মাধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম সমাগমে লক্ষ কোটি অর্হতের সমাগম হইয়াছিল।

৯. অসামান্য পদুমুত্তর বুদ্ধ যখন বেভার পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দ্বিতীয়বারে নব্বই সহস্র কোটি অর্হতের সমাগম হইয়াছিল।

১০. পুনঃ গ্রাম-নিগম ও রাষ্ট্রে বিচরণের জন্য প্রস্থান করিলে অশীতি সহস্র কোটি অর্হতের তৃতীয়বারে সমাগম হইয়াছিল।

১১. তখন আমি জটিক নামক রাষ্ট্রীয় লোক ছিলাম, সেই অবস্থায় ভিক্ষুসংঘসহ অন্ন-পানীয় এবং বস্ত্র দান করিয়াছিলাম।

১২. তিনিও সংঘমধ্যে উপবেশন করিয়া 'এই হইতে লক্ষকল্প পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৩. তাঁহারও এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া বিশেষভাবে ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম। দশ পারমী পূরণের জন্য অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধৈর্যাবলম্বন করিয়াছিলাম।

২৪. তখন তীর্থিয়গণ দর্পচূর্ণ হইয়া বিমনা দুর্মনা হইয়াছিল; কেহ তাহাদের পরিচর্যা করিত না। তাহারা রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল।

২৫. তথায় তাহারা সকলে সমবেত হইয়া, হে চক্ষুষ্মান, নরনাথ, মহাবীর, 'আপনি আমাদের শরণ হউন' বলিয়া বুদ্ধের নিকট উপনীত হইয়াছিল।

২৬. সমস্ত প্রাণীর অনুকম্পাকারী, কারুণিক, হিতৈষী বুদ্ধের নিকট উপস্থিত তীর্থিয়গণ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৭. এই প্রকারে পদুমুত্তর বুদ্ধের শাসন নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হইয়াছিল। অথচ বশীভূত সমদর্শী অর্হৎগণের দ্বারা বিচিত্র হইয়াছিল।

২৮. মহর্ষি পদুমুত্তর বুদ্ধের জন্মভূমি হংসবতী নগর, পিতা আনন্দ নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সুজাতা নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৯. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। নারীবাহন, যশ ও যশবতী নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩০. তাঁহার সর্বালংকার প্রতিমণ্ডিতা তেতাল্লিশ হাজার পরিচারিকা ছিল। প্রধানা স্ত্রী বসুদত্তা আর উত্তর নামক পুত্র সন্তান ছিল।

৩১. পুরুষোত্তম পদুমুত্তর বুদ্ধ চারি প্রকার পূর্বলক্ষণ দেখিয়া প্রাসাদের সহিত মহাভিনিষ্ক্রমণ করে সপ্তাহকাল ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

৩২. বিনায়ক মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া মিথিলা নামক উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৩. পদুমুত্তর শাস্তার দেবল ও সুজাত অগ্রশ্রাবক ছিল আর সুমন নামক ভিক্ষু তাঁহার উপস্থায়ক ছিল।

৩৪. সেই ভগবানের অমিতা ও অসমা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল, তাঁহার বোধিবৃক্ষ সললবৃক্ষ বলিয়া খ্যাত।

৩৫. তাঁহার বিতীর্ণ ও তিষ্য নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক, আর হস্তা ও বিচিত্রা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৬. কাঞ্চনবর্ণ শরীরধারী, বত্রিশ প্রকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষলক্ষণ প্রতিমণ্ডিত মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধের দেহ আটান্ন হাত উচ্চ ছিল।

৩৭. তাঁহার চারিদিকে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত প্রাকার, কবাট, ভিত্তি, বৃক্ষ ও পর্বতের আবরণ শূন্য থাকিত।

৩৮. তখন বুদ্ধের আয়ু লক্ষ বৎসর ছিল। তিনি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহুজনতাকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৯. তিনি বহুজনকে ত্রাণ এবং সকল প্রকার সংশয় বিনোদনপূর্বক অগ্নিরাশির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া, শ্রাবকগণসহ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪০. মারজিৎ জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ নন্দারামে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার দ্বাদশ যোজন উচ্চ শ্রেষ্ঠস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

১১. সুমেধ বুদ্ধবংশ

১. পদুমুত্তর বুদ্ধের তিরোধানের পর অলজ্ঘ্য, তীব্র তেজস্বী সর্ব লোকোত্তম লোকনায়ক সুমেধ মুনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. প্রসন্ননেত্র, সুবদন, মহৎ, ঋজু, প্রতাপশালী ও হিতৈষী সুমেধ বুদ্ধ বহু জনসাধারণের সংসারবন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

৩. ভগবান যখন পরিশুদ্ধ এবং উত্তম সম্বোধি লাভ করিলেন, তখন সুদর্শন নগরে যাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৪. তাঁহার ধর্মদেশনায় তিনটি ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। প্রথমবারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৫. সেই জিন পুনর্বার যখন কুম্ভকর্ণ যক্ষকে দমন করিয়াছিলেন, তখন নব্বই সহস্র প্রাণীর দ্বিতীয়বারে ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৬. তারপর অমিত যশস্বী বুদ্ধ যখন চারি আর্যসত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন অশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৭. ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে একীভাব, শান্তচিত্ত বিমল ক্ষীণাসবদিগের সমাগমে মহর্ষি সুমেধ বুদ্ধের তিনটা ধর্মাধিবেশন হইয়াছিল।

৮. জিন যখন শ্রেষ্ঠ সুদর্শন নগরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন শত কোটি ভিক্ষু ক্লেশাগ্নির উপশম করিয়া ক্ষীণাসব হইয়াছিল।

৯. তারপর দেবকূট পর্বতে যখন ভিক্ষুদিগকে কঠিন চীবর দান করা হইতেছিল, তখন নব্বই কোটি ভিক্ষুর সমাগমে দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল।

১০. আবার দশবল বুদ্ধ যখন দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সমাগত আশি কোটি ভিক্ষুর তৃতীয় সমাগম হইয়াছিল।

১১. আমি সেই সময় উত্তর মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার গৃহে অশীতি কোটি মূল্যের বিত্ত-সম্পত্তি সঞ্চিত ছিল।

১২. সেই সমস্ত সম্পত্তি ভিক্ষুসংঘসহ লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধকে পূজা করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রব্রজ্যায় রুচী উৎপাদন করিয়াছিলাম।

১৩. সেই সুমেধ বুদ্ধও দানানুমোদনপূর্বক ধর্মদেশনা করিবার সময় 'ইনি ত্রিশকল্প পরে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৪. সুমেধ বুদ্ধেরও বাণী শুনিয়া আমার চিত্ত বিশেষভাবে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। দশবিধ পারমী পরিপূরণের জন্য আরও উত্তরোত্তর ব্রতাধিষ্ঠান করিতেছিলাম।

২৫. আমি সূত্রান্ত, বিনয় এবং নবাঙ্গ শাস্তাশাসন সমস্ত শিক্ষা করিয়া জিনশাসন সুশোভিত করিয়াছিলাম।

২৬. আমি গমন-শয়ন-উপবেশন এই ত্রিবিধ অবস্থাতে, তথায় অপ্রমত্তভাবে বাস করে পঞ্চ অভিজ্ঞায় পারদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকগামী হইয়াছিলাম।

২৭. মহর্ষি সুমেধ বুদ্ধের জন্মস্থান সুদর্শন নগর, পিতা সুদত্ত নামক

ক্ষত্রিয় রাজা, মাতা সুদত্তা নাম্নী রাজরাণী।

২৮. তিনি নয় হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। তাঁহার সুচন্দ্র, কাঞ্চন ও শ্রীবদ্ধা নামে তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৯. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা আটচল্লিশ হাজার পরিচারিকা, প্রধানা স্ত্রী সুমনা আর সুমিত্ত নামক পুত্র সন্তান ছিল।

৩০. সুমেধ জিন চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত দেখিয়া হস্তী যানারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্যূন অর্ধমাস পর্যন্ত ধ্যানচর্যায় রত থাকিয়া তিনি অভিসম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন।

৩১. লোকনায়ক মহাবীর সুমেধ বুদ্ধ মহাব্রহ্মার আরাধনায় সুদর্শন নামক শ্রেষ্ঠ উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩২. মহর্ষি সুমেধ বুদ্ধের শরণ ও সর্বকাম নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং সাগর নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩৩. রামা ও সুরামা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। তাঁহার বোধিদ্রুম মহানিম্ব বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩৪. উরুবেলা ও যশ নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক এবং যশোধরা ও সিরিমা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৫. মহামুনি সুমেধ বুদ্ধ অষ্টাশী হস্ত দেহধারী ছিলেন। চন্দ্র যেমন নক্ষত্র বেষ্টিত হইয়া শোভিত হয়, তিনিও তেমন চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেন।

৩৬. চক্রবর্তী রাজার মণিরত্ন যেমন যোজন প্রমাণস্থান জ্যোতির্ময় করিয়া থাকে, তেমন তাঁহার দেহকান্তিতেও যোজন পর্যন্ত আলোকিত হইত।

৩৭. তখন বুদ্ধের পরমায়ু নব্বই হাজার বৎসর ছিল। তিনিও তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৮. এই সম্বুদ্ধশাসন ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, ষড়ভিজ্ঞা বলপ্রাপ্ত, সমদর্শী ও সাধু অর্হৎগণের দ্বারা সমাকুল ছিল।

৩৯. সেই অমিতযশা, বিমুক্ত, নিরুপধি অর্হৎগণ জ্ঞানের আলোক দেখাইয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে।

৪০. জিনবর সুমেধ বুদ্ধ মেধারামে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্থিধাতু নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

১২. সুজাত বুদ্ধবংশ

১. মণ্ডকল্পে সিংহহনু ও বৃষভের ন্যায় স্কন্ধযুক্ত অপ্রমেয়, অলজ্ঘ্য লোকনায়ক সুজাত নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

২. তিনি নির্মল ও বিশুদ্ধ চন্দ্রের ন্যায়, প্রতাপশালী সূর্যের ন্যায় জ্বলন্ত বুদ্ধশ্রীর দ্বারা সর্বদা শোভিত হইতেন।

৩. সুজাত সম্যকসম্বুদ্ধ উত্তম ও পরিপূর্ণ সর্বজ্ঞতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুমঙ্গল নগরে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৪. লোকনায়ক সুজাত বুদ্ধ যখন শ্রেষ্ঠ আর্যসত্য ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন, সেই প্রথমবারের দেশনায় আশি কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৫. অমিত যশস্বী সুজাত বুদ্ধ যখন দেবলোকে বর্ষাযাপন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তত্রিংশ সহস্র প্রাণীর দ্বিতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৬. অসামান্য সুজাত বুদ্ধ যখন পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তৃতীয়বারে ষাট লক্ষ প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৭. মহর্ষি সুজাতের অবিচলিত, শান্ত ও বিমল ক্ষীণাসব শিষ্যগণের তিনটি ধর্মসভা আহুত হইয়াছিল।

৮. সেই অভিজ্ঞা বলপ্রাপ্ত ভবকে অভাব করণ বিষয়ে অপ্রমত্ত ষাট লক্ষ ভিক্ষু প্রথম অধিবেশনে আহুত হইয়াছিল।

৯. পুনর্বার জিন দেবলোক হইতে অবতরণ করিবার সময়ে সমাগত পঞ্চাশ লক্ষ ভিক্ষুর সমাগমে দ্বিতীয় সভা আহুত হইয়াছিল।

১০. তাঁহার অগ্রশ্রাবক ভিক্ষু নরার্ষভ বুদ্ধের নিকট যাইবার সময় চারি লক্ষ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহা তৃতীয় অধিবেশনে পরিগণিত হয়।

১১. সে সময় আমি চারি মহাদ্বীপের অধীশ্বর, আকাশচারী, মহাশক্তিশালী চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলাম।

১২. আমি জগতে বুদ্ধের আশ্চর্য অদ্ভুত এবং লোমহর্ষকর ব্যাপার দেখিয়া লোকনাথ সুজাত বুদ্ধের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলাম।

১৩. চারি মহাদ্বীপের বিশাল রাজত্ব এবং সপ্তবিধ শ্রেষ্ঠ রত্ন বুদ্ধকে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

১৪. আরামিকগণ জনপদোৎপন্ন আয় সংগ্রহ করিয়া ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত ও শয়নাসনাদি প্রত্যয় প্রদান করিত।

১৫. দশ সহস্র চক্রবালের প্রভু সুজাত বুদ্ধও 'এই হইতে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন।

১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৬. আমি তাঁহারও অমোঘ বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রীতির সঞ্চার

করিয়াছিলাম। আর দশ পারমী পূরণের জন্য তীব্রভাবে ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৭. আমি সূত্র-বিনয় এবং নবাঙ্গ শাস্তাশাসন সমস্ত ভালোরূপে শিক্ষা করিয়া জিনশাসন শোভিত করিয়াছিলাম।

২৮. আমি সেই বুদ্ধশাসনে অপ্রমত্তভাবে বাস করে 'মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা' ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মবিহার ধ্যানাভিজ্ঞায় পারদর্শী হইয়া মরণান্তে ব্রহ্মলোকগামী হইয়াছিলাম।

২৯. মহর্ষি সুজাত বুদ্ধের উৎপত্তি স্থান সুমঙ্গল নগর, পিতা উগ্‌গত নামক ক্ষত্রিয়, মাতা প্রভাবতী নাম্নী ক্ষত্রিয়া রমণী।

৩০. তিনি নয় হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। সিরী, উপসিরী ও নন্দা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩১. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা তেইশ হাজার পরিচারিকা, শ্রীনন্দা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং উপসেন নামক পুত্র সন্তান ছিল।

৩২. তিনি চতুর্বিধ পূর্বনিমিত্ত দর্শন করিয়া অশ্বযান আরোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। জিন পরিপূর্ণ নয় মাস বুদ্ধত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৩৩. লোকনায়ক মহাবীর সুজাত মহাব্রহ্মার আরাধনায় উত্তম সুমঙ্গল নামক উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৪. মহর্ষি সুজাত বুদ্ধের সুদর্শন এবং সুদেব অগ্রশ্রাবক আর নারদ নামক ভিক্ষু সেবাকারী শিষ্য ছিল।

৩৫. নাগা ও নাগসমালা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিদ্রুম মহাবেণু নামে খ্যাত ছিল।

৩৬. সেই বোধিবৃক্ষ সুন্দর অছিদ্র বহু পত্র-সমন্বিত সুশোভিত ছিল। সেই ঋজু বৃহৎ বেণু দর্শনীয় ও মনোরম হইয়াছিল।

৩৭. সোজা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে শাখা বাহির হইয়াছিল। শাখাসমূহ এতই জড়াজড়ি ছিল যে, সে বৃক্ষ চামরের ন্যায় শোভিত ছিল।

৩৮. তাহাতে কন্টক এবং মহাছিদ্র ছিল না, বিস্তীর্ণ শাখা ও অবিরল ছায়া সম্পন্নহেতু দেখিতেও খুব মনোরম ছিল।

৩৯. তাঁহার সুদত্ত ও চিত্ত অগ্র উপস্থায়ক, সুভদ্রা ও পদুমা দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৪০. সকল প্রকারে উত্তম সর্বগুণালংকারে অলংকৃত সুজাত জিন পঞ্চাশ হাত উচ্চ দেহধারী ছিলেন।

৪১. তাঁহার অসাধারণ শরীরকান্তি চারিদিকে নিঃসৃত হইত। সেই প্রভা অপ্রমাণ্য, অতুলনীয় ও উপমাহীন ছিল।

৪২. তখন বুদ্ধের আয়ু ছিল নব্বই হাজার বৎসর, তিনিও তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে সংসারকান্তার হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৪৩. সাগরে তরঙ্গ ও গগনে তারকারাজি যেমন শোভা পায়, তেমন তাঁহার শাসনও অর্হৎগণের দ্বারা বিচিত্ররূপে শোভা পাইত।

৪৪. অসামান্য সুজাত বুদ্ধ ও অসাধারণ সর্বজ্ঞতা গুণধর্ম, তৎসমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে। অহো! সমস্ত সংস্কারধর্ম রিক্ত, তুচ্ছ এবং অস্থায়ী নহে কি?

৪৫. জিনবর সুজাত বুদ্ধ শীলারামে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার তিন গাবুত পরিমাণ উচ্চ ধাতুচৈত্য নির্মিত হইয়াছিল।

১৩. প্রিয়দর্শী বুদ্ধবংশ

১. লোকনায়ক সুজাত বুদ্ধের তিরোধানের পর অসাধারণ গুণবান ও অলঙ্ঘ্য পর্বত সদৃশ মহাযশস্বী প্রিয়দর্শী সম্যকসম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. অমিত যশস্বী সেই প্রিয়দর্শী বুদ্ধও আদিত্য তুল্য প্রভাস্বর ছিলেন। সমস্ত মোহান্ধকার বিধ্বংস করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩. অতুল তেজবান সেই প্রিয়দর্শী বুদ্ধেরও তিনটি ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। প্রথমবারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৪. সুদর্শন নামক দেবরাজ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাহার সেই মিথ্যা মতো বিনোদন করণার্থ শাস্তা ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

৫. তখন বিপুল জনতা মহাসমাগমে সম্মিলিত হইয়াছিল। সেই দ্বিতীয় সমাগমে নব্বই কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৬. নর-দমনকারী সারথি প্রিয়দর্শী বুদ্ধ যখন দ্রোণমুখ নামক হস্তীকে দমন করিতেছিলেন, তখন অশীতি কোটি প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৭. সেই প্রিয়দর্শী বুদ্ধেরও তিনটা ধর্মাধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম অধিবেশনে লক্ষ কোটি ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল।

৮. তারপর দ্বিতীয়বারে একত্রে প্রজ্ঞাবান নব্বই কোটি ভিক্ষু ও তৃতীয় সম্মিলনে অশীতি কোটি ভিক্ষু উপশান্ত হইয়াছিল।

৯. আমি তখন বেদ মন্ত্রজ্ঞ ও ত্রিবেদ পারদর্শী কাশ্যপ নামক অধ্যাপক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

১০. আমি তাঁহার ধর্ম শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া লক্ষ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে

সংঘারাম নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম।

১১. হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বিহার দান করিয়া, বিষয় বাসনার প্রতি উদ্বিগ্ন হইয়া দৃঢ়তার সহিত ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়াছিলাম।

১২. সেই প্রিয়দর্শী বুদ্ধও ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বসিয়া 'ইনি আঠারশত কল্প পরে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্দেশ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৩. প্রিয়দর্শী বুদ্ধেরও বাক্য শ্রবণে বিশেষরূপে চিত্ত প্রসন্ন করিয়া দশ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৪. তাঁহার জন্মস্থান সুধন্য নগর, পিতা সুদত্ত নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সুচন্দ্রা নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৫. তিনি নয় সহস্র বৎসরকাল গৃহবাসে ছিলেন। সুনিমাল, বিমল ও গিরিগুহা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৬. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা তেত্রিশ হাজার পরিচারিকা, বিমলা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং কাঞ্চনবেল নামক পুত্র ছিল।

২৭. পুরুষোত্তম প্রিয়দর্শী বুদ্ধ চতুর্বিধ নিমিত্ত দর্শন করিয়া রথারোহণে নিষ্ক্রমণ করে ছয় মাস পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

২৮. মহাবীর প্রিয়দর্শী মহামুনি মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া উস্সাবন নামক মনোরম উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২৯. শাস্তা প্রিয়দর্শীর পালিত ও সর্বদর্শী নামক দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং শোভিত ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩০. সুজাতা ও ধর্মদিন্না তাঁহার অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিদ্রুম অর্জুনবৃক্ষ বলিয়া কথিত আছে।

৩১. সণ্নক ও ধার্মিক নামক দুইজন প্রধান দায়ক এবং বিসিখা ও ধর্মদিন্না নাম্নী দুইজন প্রধানা দায়িকা ছিল।

৩২. অমিত যশা ও বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ প্রতিমণ্ডিত প্রিয়দর্শী বুদ্ধ অশীতি হস্ত উচ্চ শালরাজ বৃক্ষতুল্য দেখা যাইতেন।

৩৩. অসদৃশ মহর্ষি প্রিয়দর্শী বুদ্ধের শরীরপ্রভা যেরূপ ছিল অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্যের প্রভাও তেমন দীপ্তিমান ছিল না।

৩৪. সেই দেবাতিদেব বিশুদ্ধদেব বুদ্ধের পরমায়ু নব্বই হাজার বৎসর ছিল। চক্ষুষ্মান তাবৎকাল জীবিত ছিলেন।

৩৫. অসামান্য সেই বুদ্ধ ও অতুলনীয় অগ্রশ্রাবকগণ সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। অহো! জগতের সমস্ত সংস্কারধর্ম অনিত্য নহে কি?

৩৬. সেই প্রিয়দর্শী বুদ্ধ অশ্বত্থারামে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার উদ্দেশ্যে তিন যোজন উচ্চ জিনস্তূপ নির্মিত হইয়াছে।

১৪. অর্থদর্শী বুদ্ধবংশ

১. সেই মণ্ডকল্পে নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী বুদ্ধ মোহান্ধকার বিনাশ করিয়া উত্তম সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন।

২. তিনি মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করে দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবমানবদিগকে ধর্মামৃতের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

৩. সেই লোকনাথ বুদ্ধেরও তিনটি ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। প্রথমবারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৪. অর্থদর্শী বুদ্ধ যখন দেবলোকে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন দ্বিতীয়বারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৫. পুনর্বার যখন তিনি পিতাকে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন, তখন তৃতীয়বারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্ম লাভ হইয়াছিল।

৬. সেই মহর্ষি বুদ্ধেরও সমতাপরায়ণ, শান্তচিত্ত, নির্মল ক্ষীণাসব ভিক্ষু শিষ্যগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল।

৭. প্রথম সম্মিলনে আটানব্বই হাজার ও দ্বিতীয় সম্মিলনে অষ্টাশী হাজার ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল।

৮. তৃতীয় সম্মিলনে আটাত্তর হাজার অনুপাদানবিমুক্ত, নির্মল মহর্ষি অর্হৎ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল।

৯. আমি তখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ-সম্মত সুসীম নামক মহাধ্যানী জটিলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

১০. আমি দেবলোক হইতে দিব্য মন্দারপুষ্প, পদ্মপুষ্প ও পারিজাত-পুষ্প আহরণ করিয়া সম্বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

১১. সেই মহামুনি অর্থদর্শী বুদ্ধ 'আঠারশত কল্প পরে এই সুসীম তাপস বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন।

১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২২. আমি তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনিয়া হৃষ্ট ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে দশবিধ পারমীধর্ম পূরণ করিবার জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৩. অর্থদর্শী শাস্তার জন্মস্থান শোভন নগর, পিতা সাগর নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সুদর্শনা নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৪. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। তাঁহার অমরগিরি, সুরগিরি ও গিরিবাহন নামে তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৫. তাঁহার সর্বালংকারে বিভূষিতা তেত্রিশ হাজার পরিচারিকা, বিশাখা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং সোন নামক পুত্রসন্তান ছিল।

২৬. জিন চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া অশ্বযানারোহণে নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্যূন আট মাস ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

২৭. কীর্তিমান নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্থদর্শী মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় অনোম নামক উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২৮. অর্থদর্শী শাস্তার শান্ত ও উপশান্ত নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং অভয় নামক ভিক্ষু উপস্থায়ক ছিল।

২৯. ধর্মা ও সুধর্মা নামে দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। তাঁহার বোধিদ্রুম চম্পকবৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩০. তাঁহার নকুল ও নিসভ অগ্র উপস্থায়ক, সকিলা এবং সুনন্দা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩১. সেই অনন্যসাধারণ অর্থদর্শী বুদ্ধ আশি হাত পরিমিত উচ্চ ছিলেন। শালরাজ বৃক্ষতুল্য এবং পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্ত ছিলেন।

৩২. স্বভাবত তাঁহার শরীর হইতে অনেক শত কোটি রশ্মি নির্গত হইয়া ঊর্ধ্ব অধঃ দশদিক যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হইত।

৩৩. সর্ব প্রাণী শ্রেষ্ঠ নরর্ষভ, চক্ষুষ্মান সেই বুদ্ধ মুনি, জগতে এক লক্ষ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

৩৪. তিনি জগদ্বাসীকে অতুলনীয় জ্ঞানালোক দেখাইয়া, উপাদান ক্ষয়ে অগ্নি যেমন নির্বাপিত হয়, তেমন অনিত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩৫. জিনবর অর্থদর্শী বুদ্ধ অনোমারামে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু পূজার জন্য নানাস্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল।

১৫. ধর্মদর্শী বুদ্ধবংশ

১. সেই মণ্ডকল্পে মহাযশস্বী ধর্মদর্শী নামক সম্যকসম্বুদ্ধ, অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বংস করিয়া দেবমানবের মধ্যে জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন।

২. সেই অতুল তেজীয়ান বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময়, প্রথমবারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩. ভগবান ধর্মদর্শী বুদ্ধ সঞ্জয় নামক ঋষিকে যখন সদ্ধর্মোপদেশে বিনীত করিয়াছিলেন, তখন নব্বই কোটি প্রাণীর দ্বিতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৪. শক্র দেবরাজ ইন্দ্র যখন পরিষদসহ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন অশীতি কোটি প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৫. সেই দেবাতিদেব ধর্মদর্শী বুদ্ধেরও শান্তচিত্ত বিমল ক্ষীণাসব শিষ্যগণের তিনবার ধর্মসম্মিলনী আহুত হইয়াছিল।

৬. ধর্মদর্শী বুদ্ধ যখন শরণ নামক নগরে বর্ষাযাপন করিতেছিলেন, তখন সহস্র কোটি অর্হতের প্রথম সমাগম হইয়াছিল।

৭. তারপর বুদ্ধ যখন দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন শত কোটি অর্হতের দ্বিতীয় সমাগম হইয়াছিল।

৮. অতঃপর ভগবান বুদ্ধ যে সময় তেরোটি ধুতাঙ্গ গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আশি কোটি অর্হতের তৃতীয় সমাগম হইয়াছিল।

৯. আমি সেই সময় পুরন্দর নামক শক্র দেবরাজ ইন্দ্র ছিলাম, দিব্য গন্ধমাল্য ও তূর্যনাদ দ্বারা সম্বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

১০. তিনিও দেবপরিষদে বসিয়া 'আঠারশত কল্প পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২১. আমি তাঁহার বচন শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করে দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২২. শাস্তা ধর্মদর্শী বুদ্ধের জন্মস্থান শরণ নগর, পিতা শরণ নামক ক্ষত্রিয় রাজা, মাতা সুনন্দা নাম্নী রাজমহিষী।

২৩. তিনি আট হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। অরজ, বিরজ ও সুদর্শন নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৪. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা তেতাল্লিশ হাজার পরিচারিকা, বিচিকোলি নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং পুণ্যবর্ধন নামক পুত্রসন্তান ছিল।

২৫. সেই পুরুষোত্তম ধর্মদর্শী বুদ্ধ চারি প্রকার নিমিত্ত দর্শন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্বোধি লাভের জন্য সপ্তাহকাল ধ্যানচর্চায় রত ছিলেন।

২৬. নরর্ষভ, নরোত্তম মহাবীর ধর্মদর্শী মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় মৃগদায় নামক উদ্যানে ধর্মচক্র সূত্রান্ত দেশনা করিয়াছিলেন।

২৭. শাস্তা ধর্মদর্শী বুদ্ধের পদুম ও ফুস্‌সদেবো নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং সুনেত্ত নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

২৮. তাঁহার ক্ষেমা ও সচ্চনামা (সত্যনামা) নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিদ্রুম রক্ত-করবীক বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

২৯. সুভদ্র ও কটিসহ নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক, সালিয়া ও বলিয়া নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩০. সেই অসামান্য বুদ্ধ অশীতি হস্ত উচ্চ ছিলেন। দশ সহস্র চক্রবালপূর্ণ লোকধাতুতে স্বীয় বুদ্ধতেজে বিরোচিত হইতেন।

৩১. সুপুষ্পিত শালরাজ বৃক্ষ, আকাশস্থ বিদ্যুৎ এবং মধ্যাহ্নকালীন সূর্য যেমন শোভনীয় হয়, তিনিও তেমন শোভিত হইতেন।

৩২. সেই অতুল তেজস্বী বুদ্ধের আয়ু সাধারণ মানুষের সমান ছিল। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৩৩. গগনে চন্দ্র-সূর্য যেমন উদ্ভাসিত হয়, সেরূপ তিনিও জগদ্বাসীকে জ্ঞানালোক দেখাইয়া শাসন বিশুদ্ধ করে শ্রাবকগণসহ নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩৪. মহাবীর ধর্মদর্শী কেসারামে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার যোজন উচ্চ শ্রেষ্ঠ স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

১৬. সিদ্ধার্থ বুদ্ধবংশ

১. ধর্মদর্শী বুদ্ধের তিরোধানের পর জগতের সমস্ত তমোরাশি বিনাশ করিয়া সূর্যোদয়ের ন্যায় লোকনায়ক সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. তিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়া দেবমনুষ্যদিগকে ত্রাণ করে জগদ্বাসীকে শীলরত্ন প্রদান করিবার জন্য ধর্মবারি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

৩. অতুল তেজীয়ান সেই সিদ্ধার্থ বুদ্ধের তিনটা ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। প্রথমবারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৪. তারপর যে সময় তিনি ভীমরথ নগরে ধর্মভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন, তখন নব্বই কোটি প্রাণীর দ্বিতীয়বারে ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

৫. সেই পুরুষোত্তম বুদ্ধ বেভারপুরে যখন ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন, তখন নব্বই কোটি প্রাণীর তৃতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৬. সেই দ্বিপদোত্তম সিদ্ধার্থ বুদ্ধেরও সমদর্শী, শান্তচিত্ত বিমল ক্ষীণাসব অর্হৎগণের তিনবার সমাগম হইয়াছিল।

৭. প্রথম সভায় শত কোটি, দ্বিতীয় সভায় নব্বই কোটি এবং তৃতীয় সভায় আশি কোটি অর্হতের সমাগমে তিনটি সভা আহুত হইয়াছিল।

৮. আমি তখন মহাতেজীয়ান, ক্ষমতাপন্ন, অভিজ্ঞাবলসম্পন্ন ও সমাহিত মঙ্গল নামক তাপস ছিলাম।

৯. আমি জম্বুবৃক্ষ হইতে ফল আনিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম। সম্বুদ্ধ তাহা গ্রহণ করিয়া জনতাকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

১০. ওহে, তোমরা দৃঢ়ভাবে তপস্যাকারী এই তাপসকে দেখ। 'ইনি এই হইতে চুরানব্বই কল্প পরে বুদ্ধ হইবেন।'

১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২১. সিদ্ধার্থ বুদ্ধের বাণী শুনিয়া চিত্ত প্রসন্ন করে দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর বিশেষভাবে ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২২. মহর্ষি সিদ্ধার্থ বুদ্ধের জন্মস্থান বেভার নগর, পিতা উদেন নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সুফস্‌সা নাম্নী ক্ষত্রিয়া রমণী।

২৩. তিনি দশ সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। কোকাস, উৎপল ও কোকনদ নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৪. তাঁহার সর্বালংকার প্রতিমণ্ডিতা আটচল্লিশ হাজার পরিচারিকা, সুমনা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং অনুপম নামক পুত্রসন্তান ছিল।

২৫. তিনি চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া শিবিকা আরোহণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যূন দশমাস অবধি ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

২৬. লোকনায়ক মহাবীর সিদ্ধার্থ বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ মিগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২৭. মহর্ষি সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সম্বল ও সুমিত্র নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং রেবত নামক ভিক্ষু তাঁহার সেবক ছিল।

২৮. সিবলা ও সুরমা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল, তাঁহার বোধিদ্রুম কর্ণিকার (স্বর্ণালু) বৃক্ষ বলিয়া খ্যাত ছিল।

২৯. সুপ্রিয় ও সমুদ্র অগ্র উপস্থায়ক, রম্মা এবং সুরম্মা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩০. তিনি ষাটি হস্ত পরিমিত উচ্চ শরীরধারী ছিলেন। তাঁহার কাঞ্চন তুল্য শরীর প্রভায় দশ সহস্র চক্রবাল আলোকিত হইত।

৩১. অসামান্য অতুলনীয়, অসদৃশ পুরুষ সেই চক্ষুষ্মান বুদ্ধ এক লক্ষ বৎসরকাল জগতে স্থিত ছিলেন।

৩২. সেই সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বিমলপ্রভা দেখাইয়া শিষ্যগণের জ্ঞানপুষ্প বিকশিত করে সমাপত্তি সুখে সশ্রাবক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩৩. মুনিবর সিদ্ধার্থ অনোম আরামে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় নির্মিত শ্রেষ্ঠ ধাতুচৈত্য চারি যোজন উচ্চ ছিল।

১৭. তিস্‌স বুদ্ধবংশ

১. ভগবান সিদ্ধার্থ বুদ্ধের তিরোধানের পর অনন্ত তেজীয়ান, অসাধারণ জ্ঞানী, অদ্বিতীয় পুরুষ, মহাযশ, জগতের অগ্রণীয় নায়ক তিষ্য বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. অনুকম্পাকারী, চক্ষুষ্মান, মহাবীর বুদ্ধ অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরীত করে দেবমানবদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৩. তাঁহারও অতুলনীয় ঋদ্ধি এবং অসাধারণ শীল-সমাধিগুণ ছিল। তিনি সর্ববিষয়ে পারদর্শী হইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৪. সেই তিষ্য বুদ্ধ দশ সহস্র চক্রবালে পবিত্র ধর্মবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম ধর্মদেশনায় শত কোটি প্রাণীর ক্লেশ উপশম হইয়াছিল।

৫. তিনি দ্বিতীয়বারের ধর্মদেশনায় নব্বই কোটি এবং তৃতীয়বারের দেশনায় সমাগত ষাট কোটি দেবমানবকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

৬. লোকনায়ক তিষ্য বুদ্ধের সমদর্শী, নির্মল ও শান্তচিত্ত অর্হৎ শিষ্যগণের তিনবার সম্মিলন হইয়াছিল।

৭. প্রথমবারে এক লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ এবং দ্বিতীয়বারে নব্বই লক্ষ অর্হৎ সমাগত হইয়াছিল।

৮. বিমুক্তিজ্ঞানের দ্বারা বিকশিত আশি লক্ষ নির্মল ক্ষীণাসব অর্হৎ লইয়া তৃতীয় সমাগম আহুত হইয়াছিল।

৯. তখন আমি সুজাত নামক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলাম। প্রচুর ভোগসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

১০. আমি প্রব্রজিত হইলে লোকনায়ক বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। 'বুদ্ধ' এই অশ্রুতপূর্ব বাক্য শুনিয়া আমার প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল।

১১. আমি দিব্য মন্দার, পদ্ম ও পারিজাত-পুষ্প করজোড়ে গ্রহণ করে বল্কল চীবর ঝাড়িয়া উপনীত হইয়াছিলাম।

১২. চতুর্বর্ণ পরিষদ পরিবৃত লোকনায়ক তিষ্য বুদ্ধের নিকট গিয়া, সেই

পুষ্পমঞ্জরী জিনের মস্তকোপরি ধারণ করিয়াছিলাম।

১৩. তখন সেই তিষ্য বুদ্ধও জনসভায় বসিয়া 'এই ঋষি এখন হইতে বিরানব্বই কল্প পরে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৪. আমি তাঁহারও বাক্য শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করে দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৫. মহষি তিষ্য বুদ্ধের জন্মস্থান ক্ষেমনগর, পিতা জনসন্ধ নামক ক্ষত্রিয়, মাতা পদুমা নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৬. তিনি সাত সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। গুহাসেল, নারি ও নিসভ নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৭. তাঁহার সর্বালংকারে বিভূষিতা ত্রিশ হাজার পরিচারিকা, সুভদ্রা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং আনন্দ নামক পুত্র ছিল।

২৮. তিনি চারি প্রকার নিমিত্ত দর্শন করিয়া অশ্বযানারোহণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যূন আট মাস পর্যন্ত ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

২৯. লোকনায়ক মহাবীর তিষ্য বুদ্ধ মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় যশবতী উদ্যানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩০. মহর্ষি তিষ্য বুদ্ধের ব্রহ্মদেব ও উদয় দুইজন অগ্রশ্রাবক আর সুমঙ্গল নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩১. ফুস্‌স ও সুদত্তা অগ্রশ্রাবিকা আর তাঁহার বোধিদ্রুম অসনবৃক্ষ (পীত শালবৃক্ষ) নামে খ্যাত।

৩২. সম্বল ও সিরী নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক, কিসা গৌতমী এবং উপসেনা উভয়ে অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৩. তিনি ষাট হাত উচ্চ দেহধারী ছিলেন। জিন তিষ্য বুদ্ধ হিমালয় পর্বত সমতুল্য অনুপম, অসদৃশ দেখা যাইতেন।

৩৪. অতুল তেজীয়ান সেই বুদ্ধের অনুত্তর পরমায়ু ছিল। চক্ষুষ্মান লক্ষ বৎসর পর্যন্ত জীবজগতের উদ্ধারের জন্য জীবিত ছিলেন।

৩৫. তিনি উত্তম প্রবর এবং শ্রেষ্ঠ মহাযশোরাশি উপভোগ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ তুল্য সশ্রাবক নির্বাপিত হইয়াছেন।

৩৬. বাতাসের দ্বারা মেঘ, সূর্যরশ্মির দ্বারা শিশিরবিন্দু এবং প্রদীপের দ্বারা অন্ধকার যেমন অপসারিত হয়, সেরূপ তিনিও সশ্রাবক নির্বাপিত হইয়াছেন।

৩৭. পঞ্চমারজিৎ জিনবর বুদ্ধ নন্দারামে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তথায় তিন যোজন প্রমাণ সমুন্নত বুদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

১৮. ফুস্‌স বুদ্ধবংশ

১. সেই মণ্ডকল্পে দেবমানবদিগের শাস্তা অনুত্তর, অনুপম, অসামান্য লোকনায়ক ফুস্‌স সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. তিনি সমস্ত মোহান্ধকার বিনাশ এবং সকল তৃষ্ণাজটাকে নির্জটা করিয়া দেবমানবদিগকে তৃপ্ত করিবার জন্য ধর্মামৃত বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

৩. ফুস্‌স বুদ্ধ নক্ষত্র মঙ্গল উৎসবের সময় ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলে লক্ষ কোটি প্রাণীর প্রথমবারে ধর্মাববোধ হইয়াছিল।

৪. তাঁহার দেশনায় দ্বিতীয়বারে নব্বই লক্ষ, তৃতীয়বারে আশি লক্ষ প্রাণীর ধর্মাববোধ হইয়াছিল।

৫. মহর্ষি ফুস্‌স বুদ্ধের শান্তচিত্ত, বিমল, ক্ষীণাসব অর্হৎ ভিক্ষু শিষ্যগণের তিনবার ধর্মসমাগম হইয়াছিল।

৬. প্রথম অধিবেশনে ষাট লক্ষ, দ্বিতীয় অধিবেশনে পঞ্চাশ লক্ষ অর্হৎ ভিক্ষু সমাগম হইয়াছিল।

৭. অনুপাদান, বিমুক্ত, জন্মবন্ধন ছিন্ন চল্লিশ লক্ষ অর্হৎ ভিক্ষু তৃতীয়বারে সমাগত হইয়াছিল।

৮. তখন আমি বিজিতাবী নামক ক্ষত্রিয় ছিলাম। মহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

৯. জগতের শ্রেষ্ঠ নায়ক ফুস্‌স বুদ্ধও এই হইতে বিরানব্বই কল্প পরে 'ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২০. আমি তাঁহারও ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করে দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২১. সূত্রান্ত ও বিনয়াদি নবাঙ্গ শাস্তাশাসন সমস্ত পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করিয়া জিনশাসন পরিশোভিত করিয়াছিলাম।

২২. আমি সেই বুদ্ধশাসনে অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করে ব্রহ্মবিহার ভাবনার দ্বারা পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হইয়াছিলাম।

২৩. মহর্ষি ফুস্‌স বুদ্ধের জন্মস্থান কাসিক নগর, পিতা জয়সেন নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সিরিমা নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৪. তিনি ছয় হাজার বৎসরব্যাপী গৃহবাসে ছিলেন। গরুড়, হংস ও

সুবর্ণভরা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৫. সর্বালংকারে বিভূষিতা তেইশ হাজার পরিচারিকা, কিসা গৌতমী নাম্নী প্রধানা স্ত্রী ও আনন্দ নামক পুত্র ছিল।

২৬. তিনি চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত দর্শন করিয়া হস্তীযানারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করে ছয় মাস যাবৎ ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

২৭. নরোত্তম, লোকনায়ক, মহাবীর ফুস্‌স বুদ্ধ মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় মিগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২৮. মহর্ষি ফুস্‌স বুদ্ধের সুখিত ও ধর্মসেন নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক আর সভিয় নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

২৯. সেই ভগবানের সালা ও উপসালা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা আর বোধিদ্রুম আমলকী বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩০. ধনঞ্জয় ও বিসাখ অগ্র উপস্থায়ক আর পদুমা ও নাগা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩১. সেই ফুস্‌স মুনি আটান্ন হস্ত পরিমাণ উচ্চ দেহধারী ছিলেন। স্বীয় রশ্মির দ্বারা সূর্য ও পূর্ণচন্দ্র তুল্য শোভিত হইতেন।

৩২. তখন নব্বই সহস্র বৎসর বুদ্ধের পরমায়ু ছিল। তিনিও তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ভবার্ণব হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৩. অতুল যশস্বী শাস্তা বহুতর প্রাণীকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং মহাজনকে ত্রাণ করিয়া সশ্রাবক নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩৪. জিনবর ফুস্‌স শাস্তা সোন আরামে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শরীরধাতু পূজার্থ নানা প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে।

১৯. বিপস্‌সী বুদ্ধবংশ

১. ফুস্‌স বুদ্ধের তিরোধানের পর, দ্বিপদোত্তম, চক্ষুষ্মান, বিপস্‌সী নামক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

২. সমস্ত অবিদ্যারাশি পদদলিত করিয়া, সম্বোধি লাভ করে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার জন্য বন্ধুমতী পুরে গিয়াছিলেন।

৩. লোকনায়ক বিপস্‌সী ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া উভয়কে (কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজপুত্র খণ্ড ও পুরোহিতপুত্র তিষ্য) চারি আর্যসত্য বোধগম্য করাইয়াছিলেন। প্রথমবারে গণনাতীত দেবমানব ধর্মাববোধ করিয়াছিল।

৪. পুনর্বারও অমিত যশ বুদ্ধ, সেই বন্ধুমতী নগরে সত্যধর্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই দ্বিতীয় দেশনায় চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ

হইয়াছিল।

৫. বুদ্ধের পর, অনুক্রমে চুরাশি হাজার ব্যক্তি প্রব্রজিত হইয়াছিল। তাহারা আরামে আসিলে, চক্ষুষ্মান তাহাদিগকে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

৬. বুদ্ধ নানা প্রকারে ধর্মভাষণ করিতে তাহারা শুনিয়াছিল। সেই উত্তম ধর্ম শুনিয়া তাহারাও ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। তাহা তৃতীয়বারের ধর্মাভিসময়।

৭. মহর্ষি বিপস্‌সী বুদ্ধের, বিমল শান্তচিত্ত ক্ষীণাসব ভিক্ষু শিষ্যগণের তিনটা ধর্মাধিবেশন হইয়াছিল।

৮. প্রথম সমাগমে আটষট্টি হাজার আর দ্বিতীয় সমাগমে এক লক্ষ পর্যন্ত ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল।

৯. তৃতীয় সমাগমে অশীতি সহস্র ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল। ভগবান তথায় ভিক্ষুগণের মধ্যে অত্যন্ত শোভনীয় হইয়াছিলেন।

১০. তখন আমি মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, পুণ্যবান ও জ্যোতিষ্মান অতুল নামক নাগরাজা হইয়াছিলাম।

১১. সেই সময় আমি অনেক কোটি নাগ পরিবৃত হইয়া দিব্যতূর্য নিনাদ করিতে করিতে লোকজ্যেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট উপনীত হইয়াছিলাম।

১২. লোকনায়ক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মরাজকে নিমন্ত্রণ করে মণি-মুক্তা-রত্ন খচিত, সর্বাভরণ ভূষিত, সুবর্ণপীঠ দান করিয়াছিলাম।

১৩. সেই বিপস্‌সী বুদ্ধ সংঘমধ্যে বসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—‘এই নাগরাজা একানব্বই কল্প পরে বুদ্ধ হইবেন’

১৪. তথাগত গৌতম বুদ্ধ রমণীয় কপিলবাস্তু নগর হইতে বাহির হইয়া ধ্যানচর্যায় রত হইয়া দুষ্কর ক্রিয়া করিবেন।

১৫. তথাগত অজপাল ন্যাগ্রোধমূলে উপবেশনপূর্বক, তথায় সুজাতা প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া নৈরঞ্জনাতে যাইবেন।

১৬. জিন নৈরঞ্জনা তীরে পায়স ভোজন করিবেন এবং সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠমার্গে বোধিমণ্ডপে উপনীত হইবেন।

১৭. তারপর মহাযশ গৌতম বোধিসত্ত্ব অনুত্তর বোধিমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে সম্বোধি লাভ করিবেন।

১৮. ইহার জননেত্রী মাতা মহামায়া নাম্নী দেবী, পিতা রাজা শুদ্ধোদন এবং তাঁহার নাম গৌতম হইবে।

১৯. অনাসব, বিগতমল, শান্তচিত্ত, সমাহিত কৌলিত ও উপতিষ্য তাঁহার অগ্রশ্রাবক হইবে।

২০-২১. আনন্দ নামক সেবক ভিক্ষু সেই গৌতম জিনকে সেবা করিবে। অনাসব, বিগতমল, শান্তচিত্ত ও সমাহিত ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা হইবে। সেই ভগবানের বোধি অশ্বত্থবৃক্ষ নামে খ্যাত হইবে।

২২. আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণে বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়া, দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৩. মহর্ষি বিপস্‌সী বুদ্ধের জন্মস্থান বন্ধুমতী নগর, পিতা বন্ধুমা নামক ক্ষত্রিয়, মাতা বন্ধুমতী নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৪. তিনি আট হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। নন্দ, সুনন্দ ও সিরিমা নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

২৫. তাঁহার সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিতা তেতাল্লিশ হাজার পরিচারিকা, সুতনা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং সমবত্তখন্ধ নামক পুত্র ছিল।

২৬. জিন চারি প্রকার নিমিত্ত দর্শন করিয়া রথারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করে অন্যূন আট মাস অবধি ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

২৭. নরশ্রেষ্ঠ, মহাবীর লোকনায়ক বিপস্‌সী বুদ্ধ মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় মিগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

২৮. মহর্ষি বিপস্‌সী বুদ্ধের খন্ধ ও তিষ্য নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক ও অশোক নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

২৯. চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্তা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল, সেই ভগবানের বোধিদ্রুম পাটলি (পারুল) বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩০. পুনর্বসুমিত্র ও নাগ অগ্র উপস্থায়ক ছিল, আর সিরিমা ও উত্তরা অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩১. লোকনায়ক বিপস্‌সী বুদ্ধ অশীতি হস্ত উচ্চ দেহধারী ছিলেন। তাঁহার শরীর প্রভা চারিদিকে সাত যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হইত।

৩২. তখন বুদ্ধের পরমায়ু আশি হাজার বৎসর ছিল। তিনি ততকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৩. তিনি বহু দেবমানবকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, অন্যান্য পৃথগ্‌জনদিগকে মোক্ষমার্গ ও মোক্ষ লাভের অন্তরায়জনক অমার্গ বলিয়াছিলেন।

৩৪. বিপস্‌সী বুদ্ধ জ্ঞানালোক দেখাইয়া, অমৃতপদ নির্দেশপূর্বক অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া সশ্রাবক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩৫. উত্তম ঋদ্ধি, পবিত্র পুণ্যসম্পদ এবং বিকশিত চক্রলক্ষণাদি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। সমস্ত সংস্কারধর্ম রিক্ত নহে কি?

৩৬. ধৃতিমান জিনবর বিপস্‌সী সুমিত্রারামে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায় সাত যোজন সমুন্নত বুদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

২০. সিখী বুদ্ধবংশ

১. বিপস্‌সী বুদ্ধের তিরোধানের পর দ্বিপদোত্তম, অসামান্য ও অসদৃশ পুরুষ সিখী নামক জিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. তিনি মারসৈন্য পরাজয় করিয়া, উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণীদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩. মুনিপুঙ্গব সিখী বুদ্ধ, ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার সময়, প্রথমবারে লক্ষ কোটি প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৪. নরোত্তম, গণশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধ অপর ধর্মদেশনা করিবার সময় দ্বিতীয়বারে নব্বই হাজার কোটি প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৫. দেবমানবদিগকে যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শনের সময় তৃতীয়বারে আশি হাজার কোটি প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৬. মহর্ষি সিখী বুদ্ধের সমদর্শী বিমল ও শান্তচিত্ত ক্ষীণাসব শিষ্যগণের তিনটা ধর্মসম্মিলন হইয়াছিল।

৭. প্রথম সম্মিলনে এক লক্ষ ভিক্ষু ও দ্বিতীয় সম্মিলনে আশি হাজার ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল।

৮. জলে বর্ধিত পদ্ম যেমন জলের সঙ্গে নির্লিপ্ত থাকে, সেরূপ অষ্টবিধ লোকধর্মে অসংবদ্ধ, সত্তর হাজার অর্হৎ ভিক্ষু তৃতীয় সমাগমে সম্মিলিত হইয়াছিল।

৯. সেই সময় আমি অরিন্দম নামক ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়াছিলাম; সম্বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মধুর অন্ন-পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম।

১০. আমি আরও অনল্প কোটি শ্রেষ্ঠ বস্ত্র দান দিয়া অলংকৃত হস্তীযান প্রদানে সম্বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

১১. হস্তীযান নির্মাণ করে কপ্পিয় বস্তু পূর্ণ করিয়া পূজা করিয়াছিলাম এবং আমার নিত্য দৃঢ়ভাবে উৎপন্ন দানচেতনা পূর্ণ করিয়াছিলাম।

১২. জগতে অগ্রণী নায়ক সিখী বুদ্ধ—'এই হইতে একত্রিশ কল্প পরে ইনি বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. এস্থলে ১৩ হইতে ১৬ নম্বর গাথা পূর্বোক্ত বিপস্‌সী বুদ্ধের ১৪ হইতে ১৭ নম্বর গাথার তুল্য। অবশিষ্টগুলি পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার

অনুরূপ।

২৭. আমি তাঁহার অব্যর্থ বাণী শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করিয়াছিলাম এবং দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৮. মহর্ষি সিখী বুদ্ধের জন্মস্থান অরুণবতী নগর, পিতা অরুণ নামক ক্ষত্রিয়, মাতা প্রভাবতী নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

২৯. তিনি সাত হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। সুচন্দ্র, গিরি ও বহন নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩০. তাঁহার সর্বাভরণে বিভূষিতা চব্বিশ হাজার পরিচারিকা, সর্বকামা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী এবং অতুল নামক পুত্র ছিল।

৩১. পুরুষোত্তম সিখী বোধিসত্ত্ব চতুর্বিধ নিমিত্ত দেখিয়া, হস্তীযাহারোহণে নিষ্ক্রমণ করে অর্ধমাস ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

৩২. জগতের শ্রেষ্ঠ নায়ক, নরোত্তম মহাবীর সিখী বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া মিগদায়ে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৩. মহর্ষি সিখী বুদ্ধের অভিভূ ও সম্ভব নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক আর ক্ষেমঙ্কর নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩৪. অখিলা ও পদুমা অগ্রশ্রাবিকা ছিল, আর তাঁহার বোধিদ্রুম পুণ্ডরীক বৃক্ষ নামে খ্যাত ছিল।

৩৫. তাঁহার শ্রীবর্ধ ও চন্দ্র নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক আর চিত্রা ও সুগুপ্তা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৬. উচ্চতানুসারে সিখী বুদ্ধ সত্তর হস্ত উচ্চ ছিলেন। তাঁহার দেহ বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ প্রতিমণ্ডিত ও কাঞ্চন প্রভার তুল্য ছিল।

৩৭. তাঁহারও ব্যামপ্রভামণ্ডিত দেহ হইতে তিন যোজন পর্যন্ত দিগ্বিদিক অবিরাম রশ্মি নিঃসৃত হইত।

৩৮. সেই মহর্ষি সিখী বুদ্ধের সত্তর হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল। তিনি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৯. তিনি ধর্মবারি বর্ষণপূর্বক দেবমানবদিগের মন ভিজাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে নির্বাণ প্রাপ্ত করাইয়া, সশ্রাবক পরিনির্বাপিত হইয়াছেন।

৪০. অশীতি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ, সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। অহো! সমস্ত সংস্কারধর্ম অনিত্য নহে কি?

৪১. মুনিবর সিখী বুদ্ধ দুস্‌স-আরামে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার তিন যোজন উচ্চ শ্রেষ্ঠ স্তূপ নির্মিত হইয়াছে।

২১. বস্‌সভূ বুদ্ধবংশ

১. সেই মণ্ডকল্পে, অসামান্য ও অসদৃশ পুরুষ লোকনায়ক বেস্‌সভূ নামক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

২. তিনি রাগাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত তৃষ্ণাকে জয় করিয়া, হস্তীর ন্যায় তৃষ্ণার বাঁধন ছেদন করিয়া উত্তম সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন।

৩. লোকনায়ক বেস্‌সভূ বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার সময় প্রথমবারে অশীতি সহস্র কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৪. লোকজ্যেষ্ঠ, নরার্ষভ বুদ্ধ রাষ্ট্রে বিচরণের জন্য প্রস্থান করিলে সত্তর হাজার কোটি প্রাণীর দ্বিতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৫. তিনি বলবতী মিথ্যাদৃষ্টি বিনোদনের জন্য ঋদ্ধি দেখাইয়াছিলেন; সে ঋদ্ধি দর্শনের জন্য দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবমানব সমাগত হইয়াছিল।

৬. মহা আশ্চর্য, অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর সেই ঋদ্ধি দেখিয়া ষাট কোটি দেবমানব সত্যধর্ম অবগত হইয়াছিল।

৭. মহর্ষি বেস্‌সভূ বুদ্ধের সমদর্শী, শান্তমন, বিমল, ক্ষীণাসব শিষ্যগণের তিনটা সম্মিলন হইয়াছিল।

৮. প্রথম সমাগমে আশি হাজার, দ্বিতীয় সমাগমে সত্তর হাজার অর্হৎ ভিক্ষু সম্মিলিত হইয়াছিল।

৯. মহর্ষি বুদ্ধের ধর্ম-ঔরসজাত, জন্ম-জরাদি ভয়াতীত ষাট হাজার ভিক্ষু তৃতীয় সমাগমে সম্মিলিত হইয়াছিল।

১০. অসামান্য সেই বেস্‌সভূ বুদ্ধের প্রণীত ও উত্তম ধর্মচক্র দেশনা শুনিয়া প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপাদন করিয়াছিলাম।

১১. আমি তখন সদুর্শন নামক ক্ষত্রিয় নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সশিষ্য বুদ্ধকে মধুর অন্ন-পানীয় ও বস্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম।

১২. নিরালস্যভাবে অহোরাত্র মহাদানের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের নিকট গুণসম্পন্ন প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

১৩. আমি সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের সন্ধান করিতে করিতে আচারগুণসম্পন্ন ব্রতশীলে একাগ্রচিত্ত হইয়া জিনশাসনে রমিত হইয়াছিলাম।

১৪. আমি শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রণোদিত হইয়া শাস্তার পদবন্দনা করিতেছিলাম। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য আমার বলবতী প্রীতি উৎপন্ন হইত।

১৫. সম্বুদ্ধ আমার মনের দৃঢ়তা জানিয়া—'ইনি এই হইতে একত্রিশ কল্পান্তরে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯.

এস্থলে ১৬ হইতে ১৯ নম্বর গাথা পূর্বোক্ত বিপস্‌সী বুদ্ধের ১৪ হইতে ১৭ নম্বর গাথার তুল্য। অবশিষ্টগুলি পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

৩০. আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করিয়াছিলাম এবং দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তররিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

৩১. মহর্ষি বেস্‌সভূ বুদ্ধের জন্মস্থান অনোম নামক নগর, পিতা সুপতীত নামক ক্ষত্রিয়, মাতা যশবতী নাম্নী ক্ষত্রিয়ানী।

৩২. তিনি ছয় হাজার বৎসরকাল গৃহবাসে ছিলেন। তাঁহার রুচি, সুরুচি ও বড়্‌ঢমান নামে তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩৩. তাঁহার সর্বালংকার বিভূষিতা অন্যূন ত্রিশ হাজার পরিচারিকা, সুচিত্তা নাম্নী প্রধানা ভার্যা ও সুপ্রবুদ্ধ নামক পুত্র ছিল।

৩৪. পুরুষোত্তম বোধিসত্ত্ব চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া শিবিকারোহণে নিষ্ক্রমণ করে ছয় মাস অবধি ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

৩৫. মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া মহাবীর নরোত্তম লোকনায়ক বেস্‌সভূ বুদ্ধ অরুণারামে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৬. মহর্ষি বেস্‌সভূ বুদ্ধের সোণ ও উত্তর নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক আর উপশান্ত নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩৭. দামা ও সমালা অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিদ্রুম শালবৃক্ষ নামে কথিত আছে।

৩৮. সোত্থিকো ও রম্মো নামে দুইজন অগ্র উপস্থায়ক এবং গৌতমী ও সিরীমা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৯. তাঁহার দেহ ষাট হস্ত উচ্চ ছিল। স্বর্ণস্তম্ভ ও রাত্রিতে পর্বতস্থিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার কায়া হইতে রশ্মি নিঃসৃত হইত।

৪০. তখন বুদ্ধের পরমায়ু ষাট হাজার বৎসর ছিল। তিনি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৪১. তিনি নিজের স্বয়ম্ভু-জ্ঞানলব্ধ সদ্ধর্ম প্রচার করিয়া প্রাণীদিগকে জ্ঞান ভেদে বিভাগ করে ধর্মনৌকায় আরোহণ করাইয়া দিয়া সশিষ্য নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪২. দর্শনীয় সশ্রাবক বুদ্ধ বিহার ও ঈর্যাপথ, সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। অহো! সমস্ত সংস্কাররাশি তুচ্ছ নহে কি!

৪৩. জিনবর বেস্‌সভূ শাস্তা ক্ষেমারামে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু নানাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল।

২২. ককুসন্ধ বুদ্ধবংশ

১. বেস্‌সভূ বুদ্ধের তিরোধানের পর অপ্রমাণ গুণযুক্ত অলঙ্ঘনীয়, দ্বিপদোত্তম ককুসন্ধ নামক সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. পারমী পূরণের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া সিংহ যেমন পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হয়, সেরূপ তিনিও সংসারে উৎপত্তির হেতু উদ্‌ঘাটনপূর্বক উত্তম সম্বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩. লোকনায়ক ককুসন্ধ বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার সময় প্রথমবারে চল্লিশ হাজার কোটি প্রাণীর ধর্মাভিজ্ঞান হইয়াছিল।

৪. তিনি আকাশের শূন্যপথে 'যমক বিকুব্বন' ঋদ্ধি প্রদর্শন করাইয়া ত্রিশ হাজার কোটি দেবমানবকে সত্যধর্মে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৫. নরদেব নামক যক্ষকে চারি আর্যসত্য দেশনা করিবার সময় যেই সমাগম হইয়াছিল, তাহা সংখ্যানুসারে গণনাতীত।

৬. ভগবান ককুসন্ধ বুদ্ধের সমদর্শী, শান্তচিত্ত, বিমল ক্ষীণাসব শিষ্যদিগের একবার মাত্র ধর্মসমাগম হইয়াছিল।

৭. সেই সমাগমে তৃষ্ণা-অরি বিনাশকারী, দান্ত স্বভাবযুক্ত চল্লিশ সহস্র অর্হৎ সমাগত হইয়াছিল।

৮. তখন আমি ক্ষেম নামক ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলাম এবং তথাগত ও জিনপুত্রদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ দান দিয়াছিলাম।

৯. আমি পাত্র, চীবর, অঞ্জন ও মধুযষ্টি ইত্যাদি উত্তম উত্তম সমস্ত প্রার্থিত বস্তু সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম।

১০. বিনায়ক ককুসন্ধ মুনিও 'ইনি এই ভদ্র কল্পে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. এস্থলে **১১** হইতে **১৪** নম্বর গাথা বিপস্‌সী বুদ্ধের **১৪** হইতে **১৭** নম্বর গাথার তুল্য। অবশিষ্টগুলি পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের **১২-২২** নং গাথার অনুরূপ।

২৬. আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করে দশ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৭. তখন আমি ক্ষেমবতী নগরে, ক্ষেম নামে পরিচিত ছিলাম। সর্বজ্ঞতা অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

২৮. মহর্ষি ককুসন্ধ বুদ্ধের পিতা সেই অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ ও মাতা বিশাখা নাম্নী ব্রাহ্মণী ছিল।

২৯. সেই ক্ষেম নগরে নরদিগের প্রবর ও শ্রেষ্ঠ, উচ্চকুলীন, মহাযশস্বী তাঁহার জ্ঞাতিকুল বাস করিত।

৩০. তিনি চারি হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। রুচি, সুরুচি ও বড্‌ঢমান নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩১. তাঁহার সর্বাভরণ বিভূষিতা ত্রিশ হাজার পরিচারিকা, বিরোচমানা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী ও উত্তর নামক পুত্র ছিল।

৩২. চারি প্রকার নিমিত্ত দর্শন করিয়া রথারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করে অন্যূন আট মাস পর্যন্ত ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

৩৩. নরোত্তম, লোকনায়ক, মহাবীর ককুসন্ধ বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত মিগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৪. ককুসন্ধ শাস্তার বিধুর ও সঞ্জীব নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক আর বুদ্ধিজ নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৩৫. সামা ও চম্পনামা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিবৃক্ষ শিরিসবৃক্ষ নামে কথিত হয়।

৩৬. অচ্চুত ও সুমন অগ্র উপস্থায়ক ছিল আর নন্দা ও সুনন্দা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৩৭. মহামুনি ককুসন্ধ বুদ্ধ চল্লিশ হাত পরিমাণ উচ্চ ছিলেন। তাঁহার শরীর হইতে কনকপ্রভার তুল্য রশ্মি চারিদিকে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত নিঃসৃত হইত।

৩৮. সেই মহর্ষি ককুসন্ধের চল্লিশ হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল। তিনি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩৯. তিনি সিংহনাদে ধর্মদেশনা করে দেবমানব নরনারীদের জন্য ধর্মের দোকান খুলিয়া দিয়া সশিষ্য পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪০. অষ্টাঙ্গ মধুর স্বরবিশিষ্ট বুদ্ধও নিরন্তর তৃষ্ণাছিদ্র বিরহিত শ্রাবকগণ সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। অহো, সমস্ত সংস্কারধর্ম তুচ্ছ অসার নহে কি?

৪১. জিনবর ককুসন্ধ বুদ্ধ ক্ষেমারামে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় তাঁহার উদ্দেশ্যে গাবুত প্রমাণ সমুন্নত স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

২৩. কোনাগমন বুদ্ধবংশ

১. ককুসন্ধ বুদ্ধের পরে দ্বিপদোত্তম লোকজ্যেষ্ঠ, নরার্ষভ সম্বুদ্ধ কোনাগমন জিন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

২. তিনি দশবিধ পারমী পূর্ণ করিয়া জন্ম-কান্তার অতিক্রম ও কামরাগাদি

সমস্ত পাপমল বিদূরীত করিয়া উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩. লোকনায়ক কোনাগমন বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলে ত্রিশ হাজার কোটি প্রাণী প্রথমবারে ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

৪. পরপ্রবাদ মর্দন করিবার জন্য যখন প্রতিহার্য দেখাইয়াছিলেন, তখন বিশ হাজার কোটি প্রাণী দ্বিতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

৫. তারপর কোনাগমন জিন 'বিকুব্বণ' ঋদ্ধি দেখাইয়া দেবপুরে গিয়াছিলেন। তথায় পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে বাস করিতেন।

৬. কোনাগমন মুনি দেবপরিষদে সপ্ত প্রকরণ অভিধর্ম দেশনা করিতে করিতে তথায় বর্ষাযাপন করিয়াছিলেন। তখন দশ হাজার কোটি প্রাণী তৃতীয়বারে ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

৭. সেই দেবাতিদেব কোনাগমন বুদ্ধের সমদর্শী, শান্তমন ও নির্মল ক্ষীণাসব ভিক্ষু শিষ্যদের একবার মাত্র সমাগম হইয়াছিল।

৮. তখন কাম-ভব-দৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারি সংসারস্রোত অতিক্রান্ত ও মরণ-ভয়-বিমুক্তি ত্রিশ হাজার ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল।

৯. তখন আমি মিত্র অমাত্যাদির দ্বারা পরিবৃত অনন্ত বলবাহনযুক্ত পব্বত নামক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলাম।

১০. বুদ্ধদর্শনের জন্য যাইয়া অনুত্তর ধর্মশ্রবণ করিয়াছিলাম এবং নিমন্ত্রণ করিয়া বুদ্ধসহ সংঘকে যথেচ্ছা দান দিয়াছিলাম।

১১. পত্তুর্ণ বস্ত্র, চীন বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কৌসেয়্য, কম্বল এবং সুবর্ণ পাদুকা বুদ্ধের শিষ্যগণকে দান করিয়াছিলাম।

১২. সেই কোনাগমন মুনি সংঘমধ্যে বসিয়া—'ইনি এই ভদ্র কল্পে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. এস্থলে ১৩ হইতে ১৬ নম্বর গাথা বিপস্‌সী বুদ্ধের ১৪ হইতে ১৭ নম্বর গাথার তুল্য। অবশিষ্টগুলি পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১৩-২২ নং গাথার অনুরূপ।

২৭. আমি তাঁহারো ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করে দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

২৮. সর্বজ্ঞ-জ্ঞানমার্গ অন্বেষণ মানসে নরোত্তম বুদ্ধকে দান দিয়া মহারাজ্য পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

২৯. তাঁহার জন্মস্থান সোভবতী নগর, তথায় সোভ নামক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন, সেই নগরে সম্বুদ্ধের মহাজ্ঞাতিকুল বাস করিতেন।

৩০. শাস্তা কোনাগমন বুদ্ধের পিতা যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ এবং উত্তরা নাম্নী ব্রাহ্মণী মাতা ছিল।

৩১. তিনি তিন সহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন, তাঁহার তুষিত, সন্তুষিত ও সন্তুষ্টা নামে তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩২. তাঁহার সর্বাভরণ বিভূষিতা অন্যূন ষোড়শ সহস্র পরিচারিকা ও রুচিগত্তা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী ও সত্থবাহ নামক পুত্র ছিল।

৩৩. পুরুষোত্তম বোধিসত্ত্ব চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া হস্তীযানারোহণে নিষ্ক্রমণ করে ছয় মাস যাবৎ ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

৩৪. নরোত্তম, মহাবীর, নায়ক কোনাগমন বুদ্ধ মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া মিগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৩৫. শাস্তা কোনাগমন বুদ্ধের ভীয়্যস ও উত্তর নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং সোত্থিজ নামক ভিক্ষু উপস্থায়ক ছিল।

৩৬. সমুদ্দা ও উত্তরা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিদ্রুম উদুম্বর (ডমুর) বৃক্ষ বলিয়া কথিত আছে।

৩৭. উগ্‌গো ও সোমদেব নামে দুইজন অগ্রদায়ক এবং সীবল ও সামা নাম্নী দুইজন অগ্রদায়িকা ছিল।

৩৮. উচ্চতা অনুসারে সেই বুদ্ধ ত্রিশ হাত উচ্চ ছিলেন। স্বর্ণকারের ইন্ধন দগ্ধ স্বর্ণ যেমন জ্যোতিষ্মান হয়, সেরূপ তাঁহার শরীরও বুদ্ধরশ্মি প্রতিমণ্ডিত ছিল।

৩৯. তখন বুদ্ধের পরমায়ু ত্রিশ হাজার বৎসর ছিল। তিনি ততকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৪০. তিনি সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মচৈত্য প্রতিষ্ঠিত করে চারি আর্যসত্য পতাকায় ভূষিত করিয়াছিলেন। ধর্মপুষ্পের মালা গাঁথিয়া সশ্রাবক নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪১. তাঁহার লোকোত্তর শ্রীধর্ম প্রকাশক, ঋদ্ধিবিলাসসম্পন্ন শ্রাবকগণ সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছে। অহো! সংস্কারসমূহ রিক্ত নহে কি!

৪২. কোনাগমন সম্বুদ্ধ পর্বতারামে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু সেই সেই প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

২৪. কাশ্যপ বুদ্ধবংশ

১. কোনাগমন বুদ্ধের পরে দ্বিপদোত্তম, প্রভঙ্কর, ধর্মরাজ কাশ্যপ নামক সম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. বহু অন্ন-পানীয়সম্পন্ন গৃহবাস ত্যাগ করে যাচকদিগকে দান দিয়া মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং বৃষভতুল্য গোষ্ঠভেদ করিয়া উত্তম সম্বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩. জগতের ত্রাণকর্তা কাশ্যপ বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলে বিংশতি সহস্র কোটি প্রাণীর প্রথমবারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৪. বুদ্ধ যখন চারি মাস যাবৎ লোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন দ্বিতীয়বারে দশ সহস্র কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৫. যমক প্রতিহার্য দেখাইয়া সর্বজ্ঞতাজ্ঞান প্রকাশ করিবার সময় তৃতীয়বারে পাঁচ সহস্র কোটি প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৬. মারজিৎ জিন, রমণীয় দেবপুরের সুধর্ম সভায় অভিধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন, তথায় তিন সহস্র কোটি দেবতাকে ধর্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৭. নরদেব নামক যক্ষের দমনার্থ ধর্মদেশনা ও অপর দেশনার সময় ধর্মাববোধকারী প্রাণী গণনানুসারে সংখ্যাতীত ছিল।

৮. সেই দেবাতিদেব কাশ্যপ বুদ্ধের সমদর্শী, বিমল, শান্তচিত্ত ক্ষীণাসবদিগের একবার মাত্র সমাগত হইয়াছিল।

৯. সেই সমাগমে লজ্জা, শীল ও সমভাবসম্পন্ন ভবরাগ অতিক্রান্ত বিংশতি সহস্র ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল।

১০-১১. আমি তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধারী, ত্রিবেদ পারদর্শী, মহাপুরুষলক্ষণ, ইতিহাস শাস্ত্র, স্বকীয় ব্রাহ্মণধর্ম, ভূতত্ত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সুনিপুণ কৃতবিদ্যা জ্যোতিপাল ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত ছিলাম।

১২. বুদ্ধ গৌরবকারী বিনীত ও অনাগামীফলপ্রাপ্ত ঘটীকার নামক ব্যক্তি কাশ্যপ বুদ্ধের সেবক ছিল।

১৩. ঘটীকার আমাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্যপ জিনের নিকট উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম শুনিয়া আমি তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

১৪. তখন আমি আরব্ধবীর্য ছোট বড় ব্রত সম্পাদনে সুদক্ষ ছিলাম। শীল সমাধি ইত্যাদি কোনোটার পরিহানি না করিয়া জিনশাসন পূর্ণ করিতাম।

১৫. বুদ্ধভাষিত নবাঙ্গ শাস্তাশাসন যে পর্যন্ত ছিল, তৎসমুদয় ভালোরূপে শিক্ষা করিয়া জিনশাসন পরিশোভিত করিয়াছিলাম।

১৬. সেই কাশ্যপ বুদ্ধও আমার আশ্চর্য কর্মকুশলতা এবং অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখিয়া—'ইনি এই ভদ্রকল্পে বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. এস্থলে ১৭ হইতে ২০ নম্বর গাথা বিপস্‌সী বুদ্ধের ১৪ হইতে ১৭ নম্বর গাথার তুল্য। অবশিষ্টগুলি পূর্বোক্ত কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের ১২-২২ নং গাথার অনুরূপ।

৩৩. তাঁহারও বাক্য শুনিয়া বিশেষভাবে চিত্ত প্রসন্ন করে দশবিধ পারমী পূরণের জন্য উত্তরিতর ব্রতাধিষ্ঠান করিয়াছিলাম।

৩৪. আমি এইভাবে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে অনাচার পরিবর্জন করিয়া, আমার বোধিজ্ঞান লাভের জন্য অনেক দুষ্কর ক্রিয়া করিয়াছিলাম।

৩৫. বুদ্ধের জন্মস্থান বারাণসী নগর, সেখানে কিকী নামক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিত। তথায় সম্বুদ্ধের মহাজ্ঞাতিকুল বাস করিত।

৩৬. মহর্ষি কাশ্যপ বুদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণ, মাতা ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী ছিল।

৩৭. তিনি দুই হাজার বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। হংস, যশ ও সিরিনন্দ নামে তাঁহার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

৩৮. তাঁহার সর্বালংকার প্রতিমণ্ডিতা আটচল্লিশ হাজার পরিচারিকা, সুনন্দা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী ও বিজিতসেন নামক পুত্র ছিল।

৩৯. পুরুষোত্তম বোধিসত্ত্ব চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া পদব্রজে নিষ্ক্রমণ করে অন্যূন সপ্তাহকাল ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন।

৪০. নরোত্তম লোকনায়ক মহাবীর কাশ্যপ বুদ্ধ মহাব্রহ্মার প্রার্থনায় মিগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৪১. মহর্ষি কাশ্যপ বুদ্ধের তিষ্য ও ভারদ্বাজ নামে দুইজন অগ্রশ্রাবক, সর্বমিত্র নামক ভিক্ষু সেবক ছিল।

৪২. অনুলা ও উরুবেলা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিল। সেই ভগবানের বোধিদ্রুম ন্যাগ্রোধবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

৪৩. তাঁহার সুমঙ্গল ও ঘটীকার অগ্র উপস্থায়ক, বিজিতসেনা ও ভদ্রা নাম্নী দুইজন অগ্র উপস্থায়িকা ছিল।

৪৪. উচ্চতানুসারে তিনি বিশ হাত উচ্চ ছিলেন। তিনি আকাশের বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত ছিলেন।

৪৫. মহর্ষি কাশ্যপ বুদ্ধের পরমায়ু বিশ সহস্র বৎসর ছিল। তিনি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৪৬. ধর্মতড়াগ নির্মাণ করিয়া, শীলের লেপন দিয়া, ধর্মবস্ত্র পরিধানপূর্বক, ধর্মপুষ্পের মালা রচনা করিয়াছিলেন।

৪৭. তৎপর ধর্মরূপ নির্মল আয়না, জনসাধারণের সম্মুখে রাখিয়া বলিয়াছিলেন—কেহ নির্বাণ প্রার্থনা করিলে আমার ধর্মালংকার দর্শন করুক।

৪৮. তিনি শীল কঞ্চুক দিয়া ধ্যানকবচ বন্ধনপূর্বক, ধর্মচর্ম পরিধান করাইয়া উত্তম উৎসাহ অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

৪৯. তিনি লোকোত্তর ক্লেশ নিবারণের জন্য, স্মৃতিফলক, সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানখন্তা ও মার্গ-প্রজ্ঞারূপ উত্তম খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫০. তিনি ত্রিবিদ্যাভূষণ, চারি শ্রামণ্যফল-হস্ত বলয়, ষড়ভিজ্ঞা আভরণ ও ধর্ম পুষ্পালঙ্কার দিয়া—

৫১. পাপনিবারক বিশুদ্ধ শ্বেত সদ্ধর্মছত্র দিয়াছিলেন। অতঃপর নির্বাণ-পূরগামী অভয় আর্যমার্গ-পুষ্প নির্মাণ করে সশ্রাবক নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

৫২. অপ্রমেয়-অলজ্ঘনীয় এই সম্যকসম্বুদ্ধ, সু-ব্যাখ্যাত ও স্বয়ং প্রত্যক্ষিতব্য এই ধর্মরত্ন—

৫৩. সুপ্রতিপন্ন অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র এই সংঘরত্ন সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। অহো! সংস্কারসমূহ অনিত্য নহে কি?

৫৪. মারজিৎ জিন মহাকাশ্যপ শাস্তা সেতব্য আরামে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায়ই তাঁহার যোজন প্রমাণ উচ্চ স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

২৫. গৌতম বুদ্ধবংশ

১. বর্তমান আমি শাক্যকুলবর্ধন গৌতম বুদ্ধ, ধ্যানচর্যায় রত থাকিয়া উত্তম সম্বোধি লাভ করিয়াছি।

২. আমি মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলাম। তখন আঠার কোটি প্রাণীর প্রথমবারে ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

৩. তারপরও দেবমানবের সমাগমে, ধর্মদেশনা করিবার সময় যত সব প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহা গণনাতীত।

৪. বর্তমানও আমি আমার পুত্রকে উপদেশ দিতেছি। এই তৃতীয়বারেও যে সকল প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা গণনাতীত।

৫. আমার মহর্ষি শিষ্যগণের একবার মাত্র সম্মিলন হইয়াছিল। তথায় সাড়ে বারোশত ভিক্ষু সমাগত হইয়াছিল।

৬. বুদ্ধশ্রীর দ্বারা শোভমান, নির্মল আমি, ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সর্ব কামদ চিন্তা মণির তুল্য সমস্ত প্রার্থিত বস্তু বিতরণ করিব।

৭. অর্হত্তফল আকাঙ্ক্ষাকারী, ভবতৃষ্ণা ত্যাগ অন্বেষী প্রাণীদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া চারি আর্যসত্য প্রকাশ করিয়াছি।

৮. একসঙ্গে দশ সহস্র, বিশ সহস্র প্রাণীরও ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। দুই একজন করিয়া ধর্মজ্ঞান লাভী গণনানুসারে অসংখ্য।

৯. সম্প্রতি আমি শাক্যমুনি, আমার শাসন বিস্তৃত, সর্বজনীন, সমৃদ্ধ, প্রকাশিত এবং সুন্দররূপে বিশোধিত হইয়াছে।

১০. সমস্ত তৃষ্ণা বিরহিত, রাগবিগত, শান্তচিত্ত ও সমাহিত অনেক শত ভিক্ষু সর্বদা আমাকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে।

১১. বর্তমান সময় আমার শাসনে কেহ যদি অর্হত্ত্ব লাভ না করিয়া পুথুজ্জন অবস্থায় মানবজন্ম ত্যাগ করে অর্থাৎ মরিয়া যায়, তবে সে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অতিশয় নিন্দিত হইবে।

১২. সর্বদা সদ্ধর্মনিরত আর্যমার্গের প্রশংসাকারী, জনগণও সংসারসাগর উত্তরণের অভিলাষী, স্মৃতিমান নরেরা চারি আর্যসত্য বুঝিতে পারিবে।

১৩. আমার জন্মভূমি কপিলবাস্তু নগর, পিতা শুদ্ধোদন নামক মহারাজা, আমার জননী মায়াদেবী বলিয়া খ্যাতা।

১৪. আমি ঊনত্রিশ বৎসর গৃহবাসে ছিলাম। রম্মো, সুরম্মো ও সুভকো নামে আমার তিনখানি উত্তম প্রাসাদ ছিল।

১৫. আমার অলংকার বিভূষিতা চল্লিশ হাজার পরিচারিকা, যশোধরা নাম্নী প্রধানা স্ত্রী ও রাহুল নামক পুত্র ছিল।

১৬. আমি চারি প্রকার নিমিত্ত দেখিয়া অশ্বারোহণে নিষ্ক্রমণ করে ছয় বৎসর দুষ্কর তপস্যাব্রত পালন করিয়াছিলাম।

১৭. বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদায় নামক স্থানে আমার দ্বারা ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীর শরণ গৌতম সম্বুদ্ধ।

১৮. কৌলিত ও উপতিষ্য দুইজন ভিক্ষু অগ্রশ্রাবক, আনন্দ নামক ভিক্ষু আমার সহচর সেবক।

১৯. ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা নাম্নী দুইজন ভিক্ষুণী অগ্রশ্রাবিকা, চিত্ত ও হত্থালবক নামে দুইজন আমার অগ্র উপস্থায়ক।

২০. উপাসিকা নন্দমাতা ও উত্তরা আমার অগ্র উপস্থায়িকা। আমি অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছি।

২১. আমার ব্যামপ্রভা সর্বদা ষোড়শ হস্ত পরিমাণ উদ্গত হয়। আমার পরমায়ু বর্তমান শতবর্ষ হইতে কম চলিতেছে।

২২. আমি তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া বহু জনতাকে ত্রাণ করিব। অন্তিম ভক্তবৃন্দের প্রবুদ্ধকরণ মানসে ধর্মমশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া—

২৩. আমি ও শ্রাবকসংঘসহ উপাদানবিহীন অগ্নির ন্যায় অচিরে এখানেই

পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইব।

২৪. অতুল তেজীয়ান অগ্রশ্রাবক যুগল, দশবিধ শারীরিক বল, বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষগুণ-বিমণ্ডিত এই দেহ—

২৫. ষড়বর্ণের রশ্মি, দিবাকরের ন্যায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া সমস্ত অন্তর্হিত হইবে। সমস্ত সংস্কারধর্ম অনিত্য নহে কী!

বুদ্ধ প্রকীর্ণক কাণ্ড

১. এই ভদ্রকল্প হইতে অসংখ্য কল্প অতীতে তণ্হঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর ও দীপঙ্কর সম্যকসম্বুদ্ধ নামে এককল্পের মধ্যে সেই চারিজন বিনায়ক জিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. দীপঙ্কর বুদ্ধের তিরোধানের পর এককল্পের মধ্যে কৌণ্ডিণ্য নামক একজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া বহুজনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৩. ভগবান দীপঙ্কর ও শাস্তা কৌণ্ডিণ্য এই দুইজন বুদ্ধের মধ্যবর্তী অবুদ্ধ কল্প গণনায় অসংখ্য।

৪. কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের পরে, মঙ্গল নামক লোকনায়ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যবর্তী অবুদ্ধকাল অসংখ্য কল্প।

৫. চক্ষুষ্মান প্রভঙ্কর মঙ্গল, সুমন, রেবত ও সোভিত এই চারিজন বুদ্ধ এককল্পে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৬. সোভিত বুদ্ধের পর মহাযশস্বী অনোমদর্শী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরও মধ্যবর্তী অবুদ্ধকাল অসংখ্য কল্প।

৭. মোহান্ধকার বিনাশকারী লোকনায়ক মুনি, অনোমদর্শী ও নারদ বুদ্ধ এক কল্পে লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৮. নারদ বুদ্ধের পর, পদুমুত্তর বুদ্ধ এক কল্পে অবতীর্ণ হইয়া বহুজনতাকে ত্রাণ করিয়াছিলেন।

৯. সেই নারদ ভগবান ও পদুমুত্তর শাস্তার মধ্যবর্তী অবুদ্ধকাল গণনানুসারে অসংখ্য কল্প।

১০. লক্ষ কল্পের মধ্যে, আহুতি প্রতিগ্রাহক, লোকবিদ, মহামুনি একমাত্র পদুমুত্তর বুদ্ধ লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১১. পদুমুত্তর বুদ্ধের পরে ত্রিশ হাজার কল্পের মধ্যে সুমেধ ও সুজাত নামে দুইজন বিনায়ক বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১২. আঠারশত কল্প পরে প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্মদর্শী নামে তিনজন বিনায়ক উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১৩. সুজাত বুদ্ধের অন্তর্ধানের পরে দ্বিপদোত্তম অপ্রতি পুদ্গল সম্বুদ্ধগণ এক কল্পের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৪. এই হইতে চুরানব্বই কল্প অতীতে ক্লেশব্রণের শল্যচিকিৎসক অনুত্তর লোকবিদ সিদ্ধার্থ নামে একজন মাত্র মহামুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১৫. এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে, অসামান্য অসদৃশ সম্যকসম্বুদ্ধ তিস্‌স ও ফুস্‌স নামে দুইজন বিনায়ক জগতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১৬. এই হইতে একানব্বই কল্প পূর্বে মহামুনি বিপস্‌সী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই কারুণিক বুদ্ধ প্রাণীদিগকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

১৭. এই হইতে একত্রিশ কল্প পূর্বে অসম অপ্রতিপুদ্গল সিখী ও বেস্‌সভূ নামে দুইজন লোকনায়ক উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১৮. এই ভদ্রকল্পে ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কাশ্যপ নায়কসহ তিনজন লোক বিনয়নকারী বুদ্ধ অতীত হইয়া গিয়াছেন।

১৯-২০. বর্তমান সময় আমি সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছি। ভবিষ্যতে আর্যমিত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। এই কল্পে লোকানুকম্পাকারী এই পাঁচজন বুদ্ধ। এই ধর্মরাজ বুদ্ধগণ, আরও অনেক কোটি বুদ্ধ, সেই আর্যমার্গ নির্দেশ করিয়া সশ্রাবক নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ধাতু ভাজনীয় কথা

১. জিনবর মহাগৌতম সম্বুদ্ধ কুশীনগরে মল্লদিগের শালোদ্যানে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু সেই সেই প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে।

২. রাজা অজাতশত্রু একভাগ, বৈশালী নগরে একভাগ, কপিলবাস্তু নগরে একভাগ আর একভাগ অল্লকপ্পক নামক স্থানে—

৩. আবার রামগ্রামে একভাগ, একভাগ বেঠদীপকে, একভাগ কুশীনগরে আর একভাগ মল্লরাজাদের পাবা নগরে নীত হইয়াছে।

৪. দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ কুম্ভস্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মৌর্যবংশীয়েরা সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া চিতাভস্মের উপর চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।

৫. শারীরিক ধাতুচৈত্য আটটি, নবম কুম্ভচৈত্য ও দশম অঙ্গারচৈত্য তখনকার সময়ে প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছিল।

৬. বুদ্ধের চল্লিশটি দন্তের মধ্যে একটি ত্রিদশস্বর্গে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে আর একটি কলিঙ্গ রাজার নিকট আছে।

৭. চল্লিশটি দন্ত, কেশ ও লোমাদি সমস্ত দেবতারা চক্রবাল পরম্পরা একেকটি লইয়া গিয়াছেন।

৮. ভগবানের ভিক্ষাপাত্র, ষষ্টি ও পারুপণের চীবর মাধুরাপুরে, পরিধেয়্য চীবর কুসঘরে, প্রত্যাস্তরণ কপিলপুরে—

৯. জল ছাকনি ও কটিবন্ধনী পাটলিপুত্ত নগরে (পাটনা) স্নানবস্ত্র চম্পানগরে, ঊর্ণালোমীয় বস্ত্র কোশলরাজ্যে—

১০. কাষায়বস্ত্র ব্রহ্মলোকে, শিরবেষ্টনী ত্রিদশস্বর্গে, যাহা অচ্যুতিপদ বলিয়া কথিত, সেই শ্রেষ্ঠ পদচিহ্ন পাষাণের উপর, বসিবার আস্তরণ, অবন্তীপুরে, সাধারণ আস্তরণ কুরুরাজ্যে স্থাপন করা হইয়াছে।

১১. অরণি (আগুন তুলিবার দণ্ড) মিথিলায়, জল ছাকিবার কাপড় বিদেহ নগরে, বাসি ও সূচিঘর ইন্দপত্তপুরে আছে।

১২. মুনীন্দ্র গৌতম বুদ্ধের ব্যবহার্য বস্তুসমূহের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত অপরন্তক জনপদবাসী মানুষেরা পূজা করিতেছে।

১৩. তখন প্রাণীদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মহর্ষি গৌতমের ধাতুসমূহ নানাস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া পৌরাণিকগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আরব দেশের নর্মদা নদীর তীরে একটি, লঙ্কাদ্বীপে সমন্তকূট পর্বতোপরি একটি, তিব্বতের সমীপবর্তী হিমালয় পর্বতে একটি ব্রহ্মদেশের নিকটবর্তী সত্যবর্ধ পর্বতে একটি ও শ্যামদেশের সমীপবর্তী যবন রাষ্ট্রে একটি, উক্ত পাঁচটি স্থানে বুদ্ধের শ্রীপদচিহ্ন আছে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়া জানা যায়।

খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ সমাপ্ত।

খুদ্দকনিকায়ে

চরিয়াপিটক

ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮ ইংরেজি

প্রথম প্রকাশিকা : রোমেলী বড়ুয়া, এমএ

রাউজান, দক্ষিণ পাড়া, চট্টগ্রাম

কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ জ্ঞানলোক ভিক্ষু

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে চরিয়াপিটক

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাউজান আনন্দ বিহারে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাসের সময় বোধিসত্ত্বের দশ পারমী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে পুস্তকাকারে সংকলন করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বোধিসত্ত্বের দশ পারমী সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখার জন্য ও পরিবাসে আলোচনা করার জন্য আমরা বাংলাদেশে তথা ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের সহিত যোগাযোগ করেছিলাম। এ যোগাযোগের ফলে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মধ্যে বোধিসত্ত্বের পারমী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অনেক বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ধারণা এই যে থেরবাদী বৌদ্ধদের গ্রন্থাদিতে বোধিসত্ত্বের পারমীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নাই, মহাযানী বৌদ্ধরা বোধিসত্ত্বের পারমীতে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে কতগুলি কল্পিত তত্ত্ব সংযোজিত করে বোধিসত্ত্বযানকে মহানরূপে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মধ্যে মূল ত্রিপিটকের *জাতক*, *বুদ্ধবংশ*, *অপদান*, *চরিয়াপিটক* প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে খুব একটা আলোচনা-গবেষণা হয় নাই বলে তাদের এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। উপরিউক্ত গ্রন্থাবলির অর্থকথা বাংলায় অনূদিত হলে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বোধিসত্ত্বের পারমীর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারতেন।

উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে বোধিসত্ত্বের দশ পারমীর সহিত আমরা সানুবাদ চরিয়াপিটক সংযোজন করে দিলাম। চরিয়াপিটক খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ এবং গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী এ গ্রন্থে গাথা আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ গাথাগুলিতে বোধিসত্ত্বের সম্বোধি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পারমী পূরণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

চরিয়াপিটকে মোট তিনটা বর্গ বা পরিচ্ছেদ আছে এবং সর্বমোট ৩৫টা বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্ম কাহিনী আছে। এই পূর্বজন্ম কাহিনীগুলি বোধিসত্ত্বের দশ পারমী পরিপূরণের ঘটনাবিন্যাস। চরিয়াপিটকে লক্ষ করার মতো বিষয় যে, এখানে দশ পারমীর মধ্যে ৭টা পারমীর উল্লেখ আছে। প্রজ্ঞা, বীর্য এবং ক্ষান্তি-পারমীর উল্লেখ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে দান-পারমীর উদাহরণ দিয়ে

১০টা কাহিনীর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শীল-পারমীর উদাহরণ দিয়ে ১০টা কাহিনীর এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে নৈষ্ক্রম্য-পারমীর ৫টা কাহিনী, অধিষ্ঠান-পারমীর ১টা কাহিনী, সত্য-পারমীর ৬টা কাহিনী, মৈত্রী-পারমীর ২টা কাহিনী এবং উপেক্ষা-পারমীর ১টা কাহিনী, মোট ১৫টা কাহিনীর উল্লেখ আছে। মোট ৩৫টা কাহিনীর মধ্যে মহাগোবিন্দ, সত্যসবহয় এবং মহালোমহংস চরিতের উল্লেখ *জাতক* গ্রন্থে দেখা যায় না। মহাগোবিন্দ চরিতের কথা *দীর্ঘনিকায়* গ্রন্থে মহাগোবিন্দ সূত্রে উল্লেখ আছে এবং মহালোমহংস চরিতের কথা ৯৪নং জাতকের সহিত নামের সামঞ্জস্য থাকলেও কাহিনীর সহিত মিল নাই। সত্যসবহয় চরিত শুধু চরিয়াপিটকে দেখা যায়। চরিয়াপিটক অর্থকথায় অকীত্তি চরিতের দ্বিতীয় গাথায় 'সুণোহি মে' বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে 'সুণোহি' বুদ্ধ স্বয়ং ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রকে সম্বোধন করে বলেছেন এবং 'মে' অর্থ আমার সন্তিকে বা নিকটে অর্থ আমার ভাষ্য। অর্থাৎ চরিয়াপিটক স্বয়ং বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরকে উপলক্ষ করে দেশনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম চরিতের প্রথম দুইটা গাথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম গাথায় অসংখ্য কাল এবং কল্পের কথা আছে। এ সম্বন্ধে আমার টীকায় আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় গাথায় বলা হয়েছে, চরিয়াপিটকের শুধু এই ভদ্রকল্পে বোধিসত্ত্বের জীবন-চরিতের কথা হচ্ছে। বোধিসত্ত্ব বেস্‌সন্তর জন্ম হতে চ্যুত হয়ে সন্তোসিত দেবপুত্র নামে তুষিত স্বর্গে ষাটশত সহস্র বৎসর মতান্তরে ৫৭ কোটি বৎসর অবস্থান করেছিলেন। এই দুটা বিষয় বিবেচনা করলে পারমী পরিপূর্ণ করার সময় সম্বন্ধে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। এতদসত্ত্বেও আমরা *মিলিন্দ-প্রশ্ন* গ্রন্থে দেখতে পাই বোধিসত্ত্ব গৌতম জ্ঞান ও বোধির অপরিপক্বতার জন্য দুষ্কর চর্যা করেছিলেন।

পালি টেক্স সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Rev. Ricard Morris কর্তৃক রোমান অক্ষরে সম্পাদিত *চরিয়াপিটক* গ্রন্থ হতে আমি বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করেছি। আচার্য ধম্মপালের পরমাত্থদীপনি বা চরিয়াপিটক অট্‌ঠকথা বঙ্গসন্তান শ্রীযুক্ত বাবু ডি. এল. বড়ুয়া পালি টেক্স সোসাইটির জন্য রোমান অক্ষরে সম্পাদিত করেছেন। এই বই হতে আমি অনেক সাহায্য নিয়েছি। তা ছাড়া ঈশান চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত *জাতক* বই হতে আমি অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে এই পুস্তকের প্রুফ কপি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাস্থবির মহোদয়কে দেখালে তিনি মন্তব্য করলেন যে বাংলা অক্ষরে বই থাকলে কি হবে? পালি উচ্চারণ করে *চরিয়াপিটক* পড়বার মতো লোকেরও দরকার হবে

অর্থাৎ উঁনি বলতে চান যে পালি পড়ার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ দরকার। বাংলাদেশে পালি প্রশিক্ষণের অভাব দেখে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিপাল মহাস্থবির এই মন্তব্য করেন।

পারমী সম্বন্ধে পরিবাসের সময় যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের নিবন্ধ পাঠায়েছেন এবং পরে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো। এই বই ছাপার ব্যাপারে মিন্টো প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুলাল কান্তি বড়ুয়া অতি ধৈর্যসহকারে বইয়ের প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের অকৃত্রিম চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক মুদ্রণ প্রমাদ এবং ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল। পাঠক কিঞ্চিৎ মাত্র উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

চট্টগ্রাম
২৮/১২/৮৭

ইতি
সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

বোধিসত্ত্বের দশ পারমী

ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এমবিবিএস, এফসিপিএস

'পারমী' পরম শব্দ হতে আগত। পরম অর্থ পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ, সর্বাতীত, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। পারমী অর্থ পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, পরিপূর্ণ অবস্থা; Completeness, Perfection or High state. পারমিতা (স্ত্রী)—পরম √ স্ন+তা অর্থ পরমের ভাব, পূর্ণতাপ্রাপ্ত; পারমিং গতো বা পারমিপ্পত্তা।

বুদ্ধবংশে বোধিসত্ত্বের পারমীকে 'বোধিপাচন ধম্মা' বা 'বুদ্ধকারক ধম্মা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইংরেজিতে পারমী Buddha making things or perfection to an ultimate in preparaton for his eventual winning of Omniscience বলা হয়েছে।

পারমী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত বা পরিপূর্ণ ভাব। এখানে স্বভাবত আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্য কী এবং পরিপূর্ণতার দরকারই বা কী? পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য এবং দরকার হলো সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করার জন্য যে অসীম শক্তি বা ক্ষমতার দরকার, তা অর্জন করা। শুধু সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের জন্য নহে, অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির জন্যও পারমী পূর্ণ করতে হয়। বৌদ্ধধর্মমতে জগতের সকল সত্ত্বগণের জীবনদুঃখে পরিপূর্ণ। পুনঃপুন জন্ম করে এ জগতের সত্ত্বদের অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হলো নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হতে হবে। এ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যে জন্মে জন্মে পারমী পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু বোধিসত্ত্বকে সম্যকসম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য পারমীর প্রকারভেদে দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী প্রভৃতি ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ করতে হবে। এ ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ হলে তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করার শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন করবেন এবং এ জ্ঞানের বিস্তৃতিকে গ্রহণ করার এবং জনসমক্ষে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করার জন্য বোধিসত্ত্বকে জন্মে জন্মে

পারমী পূরণের মাধ্যমে কায়িক লক্ষণসমূহ, বাচনিক গুণাবলি এবং মানসিক ভারসাম্য অর্জন করতে হবে। পারমী পূর্ণ হলে তাদের শরীরে ৩২ প্রকার লক্ষণ এবং ৮০ প্রকার অনুব্যঞ্জনসহ অন্যান্য গুণাবলি প্রকাশিত হবে।

দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে হলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হবে। নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে অর্হত্বপ্রাপ্ত হতে হবে। অর্হত্বপ্রাপ্তির জন্য পারমী পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু জগতে এমনও সত্ত্বগণ আছেন যারা শুধু নিজের মুক্তির কথা চিন্তা না করে অন্যকে মুক্ত করার চিন্তা করে থাকেন। বৌদ্ধধর্মমতে জগতে এ সব সত্ত্বের আবির্ভাব হলে অন্যান্য সত্ত্বগণ দুঃখমুক্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এসব সত্ত্ব চিন্তা করে থাকেন :

"কি মে অঞ্ঞাতবেসেন ধম্মং সচ্ছিকতেনিধ,
সব্বঞ্ঞুতং পাপুনিত্বা বুদ্ধো হেস্সংসদেবকে।"

'আমি কেন জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে ধর্ম (চতুরার্যসত্য) প্রত্যক্ষ করব। আমি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে দেবমনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধ হবো।'

এরূপ চিন্তাশীল সত্ত্বদিগকে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়ে থাকে। শুধু তাদের এরূপ চিন্তা করলে হবে না, তাদেরকে একজন সম্যকসম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা করতে হবে। যে ব্যক্তির 'অষ্টবিধ' গুণ আছে, সম্যকসম্বুদ্ধ সে ব্যক্তির প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য বলে তাকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হবেন বলে বর প্রদান করবেন। ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট আশীর্বাদপ্রার্থী ব্যক্তির অষ্টবিধ গুণ নিম্নলিখিত গাথায় বর্ণিত আছে।

'মনুস্সত্তং লিঙ্গস স্পত্তি হেতু সত্থার দস্সনং,
পব্বজ্জা গুণ সম্পত্তি অধিকারো চ ছন্দতা
অট্ঠ ধম্মসমোধানা অভিনীহারো সমিজ্ঝতি।'

১. মানবজাতিতে জন্ম ২. পুরুষত্ব লাভ ৩. ইহ জীবনে অর্হত্ত্ব লাভে উপযুক্ত পুণ্যরূপ হেতুসম্পন্নতা ৪. বুদ্ধকে দর্শন ৫. প্রব্রজ্যা ৬. অভিজ্ঞারূপ গুণসম্পন্নতা ৭. বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জীবন ত্যাগ (অধিকার) এবং ৮. অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি (ছন্দতা) এই আটটি ধর্ম একসঙ্গে থাকলে বুদ্ধত্ব লাভের প্রবল ইচ্ছা (অভিনীহার) পূর্ণ হয়ে থাকে।

যেদিন এ অষ্টগুণসমন্বিত ব্যক্তি সম্যকসম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্ত হয়ে থাকেন সেদিন হতে সে ব্যক্তি 'বোধিসত্ত্ব' বা 'বুদ্ধাঙ্কুর' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। এই বোধিসত্ত্ব অবস্থায় তাকে ন্যূনপক্ষে চার অসংখ্যয় কালসহ এক লক্ষের অধিক কল্প পর্যন্ত পারমী পূর্ণ করতে হবে। পারমী পরিপূর্ণ হলে তিনি জগতে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হন এবং জগতের

অসংখ্য সত্ত্বদের দুঃখমুক্ত করে থাকেন। সম্যকসম্বুদ্ধ এবং প্রত্যেক বুদ্ধ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের পক্ষে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। অন্য ব্যক্তিদের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির জন্য সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করতেই হবে। তাদের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক এবং মহাশ্রাবক হতে হলে পূর্ববর্তী বুদ্ধদের থেকে আশীর্বাদ নিতে হবে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে সম্যকসম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য চার অসংখ্যেয় কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয়। প্রত্যেক বুদ্ধ হওয়ার জন্য দুই অসংখ্যয় কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয় এবং অগ্রশ্রাবক এবং মহাশ্রাবকদের ন্যূনপক্ষে এক অসংখ্যয় কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয়। তাই চরিয়াপিটকে আমাদের গৌতম বুদ্ধের জীবনচর্চায় 'কপ্পে চ সতসহস্‌সে চতুরো চ অসংখিয়ে' দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তে উল্লেখ আছে : 'ভিক্ষুগণ, যে কেহ এ চার প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান সপ্তবর্ষকাল... ছয় বৎসরকাল... চার বৎসরকাল... তিন বৎসরকাল... দুই বৎসরকাল... এক বৎসরকাল এভাবে ভাবনা করবেন, তার দ্বিবিধ ফলের যেকোনো একটি প্রাপ্য এ জগতেই অর্হত্ত্ব লাভ অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ, এক বৎসরের প্রয়োজন নেই, এ চার প্রকার স্মৃতি প্রস্থান সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস অথবা অর্ধমাস... অর্ধমাসের প্রয়োজন নেই... এক সপ্তাহ ভাবনা করবেন; তার দ্বিবিধ ফলের যেকোনো একটি প্রাপ্য এ জগতে অর্হত্ত্ব লাভ অথবা দেহান্তে অনাগামিতা।'

বোধিরাজকুমার সুত্তে উল্লেখ আছে : 'এ পঞ্চাঙ্গ[১] সাধনোদ্যমযুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে বিনায়করূপে লাভ করলে যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, তিনি অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিমাণ ইহ জীবনে সাত বৎসরের মধ্যে... সন্ধ্যায় অনুশাসিত হয়ে প্রাতঃকালে... প্রাতঃকালে অনুশাসিত সন্ধ্যায় বিশেষ অর্হত্ত্ব অধিগত করতে পারেন।'

এ দুই সুত্ত আলোচনা করে দেখা যায়, সাধারণ ভিক্ষু ইহ জীবনের সাধনায় অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা তাদের পারমী পূর্ণতার বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। প্রথমত চার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করার মতো পূর্বযোগ থাকতে হবে এবং পঞ্চাঙ্গ বিষয় পূর্ণ করতে পারমী পূর্ণ থাকতে হবে। তাই আমরা দেখতে পারছি পূর্বজন্মের পারমী ব্যতীত দুঃখমুক্তি অসম্ভব। অভিধর্মপিটকে তাই সাধারণ ব্যক্তিদের

---

[১]। পঞ্চাঙ্গ—১. শ্রদ্ধাবান ২. সুস্বাস্থ্য ৩. অশঠ অমায়াবী ৪. প্রজ্ঞাবান ৫. নিরলস।

অহেতুক, দ্বিহেতুক এবং ত্রিহেতুক প্রভৃতি শ্রেণিবিভাগ করে দেখানো হয়েছে।

আমাদের গৌতম বুদ্ধ লোকবিদ দীপঙ্কর বুদ্ধের জীবিতকালে অমরাবতী নামক সমৃদ্ধশালী নগরে এক বিত্তশালী ব্রাক্ষ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সুমেধ। তিনি 'দুক্খো পুনব্ভভো নাম সরীরস্স চ ভেদনং অর্থাৎ 'পুনরুৎপত্তি ও শরীরভেদ বা মৃত্যু দুঃখজনক' চিন্তা করে 'অজরং অমরং খেমং পরিয়েসিস্সামি নিব্বুতিং' অর্থাৎ 'জরামরণবিহীন নিরাপদ স্থান নির্বাণ অন্বেষণ করব' এ সংকল্প করে অনেক কোটি শত ধনসম্পদ দান করে হিমবন্ত প্রদেশে চলে গেলেন এবং অতি উৎসাহের সহিত তপস্যা করে অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞাবল লাভ করেছিলেন। সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার সময়, প্রসূত হওয়ার সময়, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সময় এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন করার সময় ধ্যান সুখে নিরত ছিলেন। তাই তিনি এ চার পূর্বনিমিত্ত দেখতে পান নাই। তিনি একদিন এক শুভ মুহূর্তে পথিমধ্যে লোকনায়ক দীপঙ্কর বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং বুদ্ধ হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে দীপঙ্কর বুদ্ধের জন্য পথ সংস্কার করছিলেন, লোকবিদ দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের অষ্টগুণ লক্ষ করে এবং তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, 'এ ব্যক্তি অপরিমিত কল্পের পর জগতে বুদ্ধরূপে উৎপন্ন হবেন।'

এখানে লক্ষ করার বিষয় সুমেধ তাপস অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য পূর্বজন্মে পারমী পরিপূর্ণ করেছিলেন; কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ হতে হলে উঁনাকে আরও অপরিমিত কল্পকাল পারমী পূর্ণ করতে হবে। তাই তিনি 'বোধিপাচন ধম্মা' বা 'বুদ্ধকারক ধম্মা' সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। বুদ্ধবংশে উল্লেখ আছে :

'হন্দ বুদ্ধকরে ধম্মে বিচিনামি ইতোচিতো,
উদ্ধং অধো দসদিসাযাবতা ধম্মধাতুযা।'

'অতএব আমি ঊর্ধ্ব অধঃ আদি দশদিক যতদূর পর্যন্ত স্বভাব ধর্ম বিদ্যমান আছে (কাম, রূপ এবং অরূপলোক), ততদূর পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের হেতুভূত ধর্মসমূহ চয়ন করব।'

সুমেধ তাপস আপন অভিপ্রায় পরিপূর্ণ করার জন্য আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন যে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ, বাহন এবং পরিবেশনের জন্য অসীম শক্তি ও ক্ষমতার দরকার। এরূপ অসীম শক্তি সঞ্চয় করতে হলে প্রথম দান-পারমী, দ্বিতীয় শীল-পারমী, তৃতীয় নৈষ্ক্রম্য-পারমী, চতুর্থ প্রজ্ঞা-পারমী, পঞ্চম বীর্য-পারমী,

ষষ্ঠ ক্ষান্তি-পারমী, সপ্তম সত্য-পারমী, অষ্টম অধিষ্ঠান-পারমী, নবম মৈত্রী-পারমী, দশম উপেক্ষা-পারমী প্রভৃতি দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী পরিপূর্ণ করতে হবে। তিনি এ ত্রিশ পারমীসমূহের স্বরূপ চিন্তা করেছিলেন। পারমীর স্বরূপগুলি বুদ্ধবংশ হতে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. দান-পারমী

⊗**১১৯.** যথাপি কুম্ভো সম্পন্নো যস্‌স কস্‌সচি অধোকতো,
বমতে উদকং নিস্‌সেসং ন তত্থ পরিরক্‌খতি।

১২০. তথেব যাচকে দিস্বা হীনমুকট্‌ঠমজ্‌ঝিমে,
দদাহি দানং নিস্‌সেসং কুম্ভোবিয অধোকতো।'

'জলপূর্ণ কলসী কারো দ্বারা অধোমুখী করা হলে, উহার জল যেমন নিঃশেষ হয়ে পড়ে যায়, তথায় বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, সেরূপ হীন, উত্তম এবং মধ্যম যেকোনো প্রকারের যাচক দেখলে অধোমুখীকৃত জলকলসীর ন্যায় নিঃশেষে দান করো।'

২. শীল-পারমী

১২৪. 'যথাপি চমরী বালং কিস্মিচি পটিবলগ্‌গিতং,
উপেতি মরণং তত্থ ন বিকোপেতি বালধিং।

১২৫. তথেব ত্বং চতূসু ভূমীসু সীলানি পরিপূরিয
পরিরক্‌খ সব্বদা সীলং চমরী বিয বালধিং।'

'যেমন চমরী উহার বালধি বা লেজ কণ্টকাদি কোথাও আটকে গেলে তথায় প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি বালধি ছিন্ন করে না, সেরূপ চতুর্বিধ শীলভূমিতে স্থিত থেকে সর্বদাই অখণ্ডভাবে চমরীর বালধির ন্যায় শীলসমূহ রক্ষা করো।'

৩. নৈষ্ক্রম্য-পারমী

১২৯. 'যথা অন্দুঘরে পুরিসো চিরবুত্থোদুখদ্দিতো,
ন তত্থ রাগং অভিজনেতি মুত্তিংযেব গবেসতি।

১৩০. তথেব ত্বং সব্বভাবে পস্‌স অন্দুঘরে বিয,
নেক্‌খম্মাভিমুখো হোহি ভবতো পরিমুত্তিযা।'

'কারাগারে আবদ্ধ বন্ধনজনিত দুঃখে দুঃখিত ব্যক্তি যেমন তথায় চিরকাল

⊗ উপরোক্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলি পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, রেভারেন্ড রিচার্ড মরিসকৃত *বুদ্ধবংশ* এবং *চরিয়াপিটক* গ্রন্থ হতে সংগৃহীত হয়েছে।

বাস করলেও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করে না, মুক্তি লাভেরই চেষ্টা করে, সেরূপ তুমিও ভবত্রয়কে কারাগারের ন্যায় ভেবে মুক্তির জন্য নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হও।'

৪. প্রজ্ঞা-পারমী

১৩৪. যথাপি ভিক্খু ভিক্খন্তো হীনমুক্কট্ঠমজ্ঝিমে,
কুলানি ন বিবজ্জেন্তো এবং লভতি যাপনং।

১৩৫. তথেব ত্বং সব্বকালং পরিপুচ্ছং বুদ্ধং জনং
পঞ্ঞাপারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

'ভিক্ষু যেমন ভিক্ষা করবার সময় হীন, উত্তম, মধ্যম কুল বাদ দেন না, এবং এ প্রকারে যাপনযোগ্য প্রাপ্ত দ্রব্য আহার লাভ করে থাকেন, যেরূপ তুমিও সর্বদাই পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট (কুশলাকুশল এবং কর্তব্যাকর্তব্য) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রজ্ঞা-পারমীতে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে সম্বোধি লাভ করো।'

৫. বীর্য-পারমী

১৩৯. 'যথাপি সিহো মিগরাজা নিসজ্জট্ঠানচংকমে,
অলীনবিরিযো হোতি পগ্গহিতমনো সদা।

১৪০. তথেব ত্বং পি সব্বভবে পগ্গন্হ বিরিযং দল্হং
বিরিয পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।'

'মৃগরাজ সিংহ যেমন উপবেশন, দাঁড়ান ও পদচারণ এ ত্রিবিধ অবস্থায় অসংকোচিত বীর্য এবং প্রসারিত চিত্তে অবস্থান করে, সেরূপ তুমিও সর্বভাবে দৃঢ়পরাক্রমশালী হও এবং এ প্রকারে বীর্য-পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করো।'

৬. ক্ষান্তি-পারমী

১৪৪. যথাপি পঠবী নাম সুচিং পি অসুচিং পি চ,
সব্বং সহতি নিক্খেপং ন করোতি পটিঘং দযং।

১৪৫. তথেব ত্বং পি সব্বেসং সম্মানাবমানক্খমো
খন্তি পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

'যেরূপ পৃথিবীতে শুচি বা অশুচি যে প্রকার বস্তু নিক্ষেপ করা হলেও পৃথিবী উহার প্রতি দয়া বা ক্রোধ প্রদর্শন করে না, সমস্ত নিক্ষেপ সহ্য করে, সেরূপ তুমিও সকল সম্মান ও অপমান সহ্য করত ক্ষান্তি-পারমী পূর্ণ করে

সম্বোধি লাভ করো।’

৭. সত্য-পারমী

১৪৯. যথাপি ওসধি নাম তুলাভূতা সদেবকে,
সময়ে উতুবসেন বা ন বোক্কমতি বীথিতো।

১৫০. তথেব ত্বং পি সচ্চেসু মা বোক্কমতি বীথিতো।
সচ্চ পারমিতং কত্বা সম্বোধি পাপুনিস্সসি।

‘ঔষধি তারকা যেমন সকল সময়ে এবং সকল ঋতুতে সকল দেবমানবের জন্য সমতাপ্রাপ্ত এবং আপন গতিপথ হতে বিচ্যুত হয় না, সেরূপ তুমি সত্যমার্গ হতে বিচ্যুত হবে না। সত্য-পারমী পূর্ণ করত সম্বোধি লাভ করো।’

৮. অধিষ্ঠান-পারমী

১৫৪. যথাপি পব্বতো সেলো অচলো সুপ্পতিট্ঠতো,
ন কম্পতি ভুসবাতেহি সকট্ঠানে ব তিট্ঠতি।

১৫৫. তথেব ত্বং পি অধিট্ঠানে সব্বদা অচলো ভব
অধিট্ঠান পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

‘অচল, সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্বত যেমন ঝঞ্ঝা বায়ুতেও কম্পিত হয় না, স্বীয়স্থানে স্থিত থাকে, সেরূপ তুমিও অধিষ্ঠানে সর্বদাই নিশ্চল হও। এরূপে অধিষ্ঠান-পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করো।’

৯. মৈত্রী-পারমী

১৫৯. যথাপি উদকং নাম কল্যাণে পাপকে জনে,
সমং ফরতি সীতেন পবাহেতি রজোমলং।

১৬০. তথেব ত্বং পি হিতাহিতে সমং মেত্তয় ভাবয,
মেত্তাপারমিং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।

‘জল যেমন সৎব্যক্তি হউক আর অসৎ ব্যক্তি হউক সকলকে শীতলতার দ্বারা শান্ত করে এবং শরীরের ময়লা বিদূরীত করে, সেরূপ তুমিও শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সমান মৈত্রী পোষণ কর। এ প্রকারে মৈত্রী-পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করো।’

১০. উপেক্ষা-পারমী

১৬৪. যথাপি পঠবী নাম নিক্খিত্তং অসুচিং সুচিং,
উপেক্খতি উভো প’এতে কোপানুণয়বজ্জিতা।

১৬৫. তথেব ত্বং পি সুখদুক্খে তুলাভূতা সদা ভবে,
উপেক্খা পারমিং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্‌সসি।

'পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত শুচি-অশুচি এই উভয় জিনিসের প্রতি পৃথিবী যেমন ক্রোধও করে না, অনুনয়-বিনয়ও করে না, উপেক্ষা করে থাকে; সেরূপ তুমি সুখ-দুঃখে সর্বদাই তুলাদণ্ডের ন্যায় সমতা রক্ষা কর। এ প্রকারে উপেক্ষা-পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করো।'

সুমেধ তাপস এভাবে দশ পারমীর স্বরূপ চিন্তা করে, তিনি আরও গভীরভাবে ভেবে দেখলেন : 'এ জগতে বোধিসত্ত্বদের বোধি পরিপক্ব করার জন্য এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য এ কয়েকটি ধর্ম পরিপূর্ণ করতে হবে এবং এর চাইতে আর অধিক পারমী ধর্ম নাই।' তিনি আর চিন্তা করে উপলব্ধি করতে দেখলেন, 'এই পারমীগুলি ঊর্ধ্বে আকাশেও নেই, নিম্নে পৃথিবীর মধ্যেও নেই অথবা উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি কোনো দিকেও নেই। এই পারমীগুলি আমার নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এভাবে পারমীগুলি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখে এবং প্রত্যেক পারমী দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করে পুনঃপুন পারমী সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে আমি পারমীগুলির অনুলোম-প্রতিলোম আকারে অন্তরে উপস্থাপিত করেছিলাম। প্রত্যেক পারমী পূরণের সর্বশেষ স্তর হতে আবার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছিলাম এবং আবার সর্বনিম্ন স্তর হতে সর্বশেষ স্তরে পৌঁছেছিলাম। সর্বশেষ এবং সর্বনিম্ন স্তরের মাঝখানে গিয়ে আমি উভয়ে মধ্যেখানে একটা মধ্য স্তর চিন্তা করেছিলাম।' তিনি আরও চিন্তা দেখলেন, 'সত্যিকারভাবে পারমী হলো বাহ্যিক বস্তুর উৎসর্গ করা। উপপারমী হলো কোনো ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎসর্গ করা এবং পরমার্থ পারমী হল কোনো ব্যক্তির আপন জীবন উৎসর্গ করা।' এভাবে সুমেধ তাপস দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমীর স্বভাব, রূপ, রস এবং লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যকভাবে চিন্তা করে পারমীপূর্ণ করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।'

এখানে আমরা পরমার্থ পারমীস্বরূপ কয়েকটা জাতকের গাথা হতে উদাহরণ দেবার চেষ্টা করবো।

১. দান-পারমীর গাথা (সমপণ্ডিত জাতকসুত্তং-৩১৬)

'ভিক্খায় উপগতং দিস্বা, সকত্তানং পরিচ্চজিং,
দানেন সে সমনত্থি, এসা মে দান পারমী'তি।'

'কোনো প্রার্থীকে ভিক্ষার জন্য আমার নিকট উপনীত হতে দেখলে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। দানে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এরূপ ছিল

আমার দান-পারমী।'

২. শীল-পারমী গাথা (সঙ্ঘপাল জাতকেসুত্তং-৫২৪)

'সুলেহি বিজ্ঝয়ন্তে পি কোট্টয়ন্তেপি সত্তীতি,
ভোজ পুত্তেন কুপ্পামি, এসা মে সীল পারমী'তি।'

'যদিও শিকারী বালকগণ আমাকে তীক্ষ্ণ শূলে বিদ্ধ করেছিল এবং অস্ত্রের দ্বারা আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছিল, আমি তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হই নাই। এরূপ আমার শীল-পারমী ছিল।'

৩. নৈষ্ক্রম্য-পারমীর গাথা (চূলসুতসোম জাতকেসুত্তং-৫২৫)

'মহারজ্জং হত্থগতং খেলপিণ্ডং'ব ছড্ডযিং,
চজতো ন হোতি লগ্গনং, এসা মে নেক্খম্ম পারমী'তি।'

'মহারাজ্য আমার করতলে থাকলেও আমি উহা থুথুর ন্যায় পরিত্যাগ করেছিলাম এবং উহার প্রতি কোনো সম্পর্ক না রেখে (অরণ্যে) চলে গিয়েছিলাম; এরূপ ছিল আমার নৈষ্ক্রম্য-পারমী।'

৪. প্রজ্ঞা-পারমী গাথা (সত্তুভত্তজাতকে সুত্তং-৪০২)

'পঞ্ঞায বিচিনন্তোহং ব্রাহ্মণং মোচযিং দুখা,
পঞ্ঞায মে সমো নত্থি, এসা মে পঞ্ঞায পারমী'তি।'

'আমার প্রজ্ঞার দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে আমি ব্রাহ্মণের দুঃখ মোচন করেছিলাম, প্রজ্ঞায় আমার সমকক্ষ কেহ নাই, এরূপ ছিল আমার প্রজ্ঞা-পারমী।'

৫. বীর্য-পারমী গাথা (মহাজনকজাতকে সুত্তং-৫৩৯)

'অতীর দস্সী জলমজ্ঝে, হত সব্বে ব মানুসো,
চিত্তস্স অঞ্ঞথা নত্থি, এসা মে বীরিয় পারমী'তি।'

'সত্যিই যদি সকল মানুষ জলের মধ্যে হারিয়ে যেত এবং তারা কোনো কূলকিনারা দেখতে না পেতো, তাতেও আমার মনে অন্য চিন্তার উদয় হতো না, এরূপ ছিল আমার বীর্য-পারমী।'

৬. ক্ষান্তি-পারমী গাথা (খন্তিবাদি জাতকে সুত্তং-৩১৩)

'অচেতনং ব কোট্টেন্তে, তিনহেন ফরসুনা মমং
কাসিরাজে ন কুপ্পামি, এসা মে খন্তিপারমী'তি।'

'এমনকি যদিও তারা তীক্ষ্ণ অসির দ্বারা আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে আমার চেতনাশক্তি রহিত করেছিল, আমি কাশীরাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। এরূপ ছিল আমার ক্ষান্তি-পারমী।'

৭. সত্য-পারমী গাথা (মহাসুতসোম জাতকে সুত্তং-৫৩৭)

'সচ্চ বাচং অনুরক্‌খন্তো, চজিত্বা মম জীবিতং,
মোচেসিং এক সতং খত্তিযে, এসা মে সচ্চপারমী'তি।'

'সত্যবাক্যে পুরোপুরি স্থিত থেকে আমার জীবন উৎসর্গ করে আমি একশত ক্ষত্রিয় বা রাজাকে বন্দীমুক্ত করেছিলাম। এরূপ ছিল আমার সত্য-পারমী।'

৮. অধিষ্ঠান-পারমী গাথা (মুখপঙ্গু জাতকে সুত্তং-৫৩৮)

'মাতাপিতা ন মে দেস্‌সা, অত্তা ন মে চ দেস্‌সিযো,
সব্বঞ্‌ঞুতং পিয়ং মযহং, তস্মা বতং অধিট্‌ঠহী'তি।

'মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, আমার আপন সত্তাও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার প্রিয় ছিল, তাই আমি এরূপ অধিষ্ঠান করেছিলাম।'

৯. মৈত্রী-পারমী গাথা (সুবন্নসাম জাতকে সুত্তং-৫৪০)

'ন মং কোচি উত্তসতি, ন পি হং ভাযামি কস্‌সচি,
মেত্তাবলেনুপত্থদ্ধো রমামি পবনে তদা'তি।'

'আমাকে কেহ ভয় করত না। আমিও কাকেও ভয় করতাম না। কেবল মৈত্রীবলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি মহারণ্যে অভিরমিত ছিলাম।'

১০. উপেক্ষা-পারমী গাথা (লোমহংস জাতকে সুত্তং-৯৪)

'সুসানে সেয্যং কপ্‌পেমি, ছবট্‌ঠিকং উপনিধায'হং,
গামণ্ডলা উপগন্ত্বা, রূপ দস্‌সেন্ত' অনপ্পকনা'তি।'

'আমি নরকঙ্কালকে আমার মাথায় উপাধান করে শ্মশানে শুইয়েছিলাম। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করত।'

দশ পারমীর মধ্যে প্রত্যেক পরমার্থ পারমী গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উপরিউক্ত গাথায় ব্যক্তমতো পরিপূর্ণ করেছিলেন। তাই তিনি বারংবার ব্যক্ত করেছেন যে পারমী পরিপূর্ণতায় তাঁর সমকক্ষ কেহই ছিল না। বোধিসত্ত্বের পারমী সম্বন্ধে যতই বেশি আলোচিত হবে আমাদের জীবনকে এই আদর্শ ততই প্রভাবিত করবে। তবেই এই অক্ষণবিমুক্ত জীবন সার্থক হবে। পারমী সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তুতির জন্য আমরা চরিয়াপিটক অট্‌ঠকথায় 'পকিণ্ণক কথা' পরিচ্ছেদ হতে পারমী সম্বন্ধে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি এখানে তুলে ধরছি।

১. কা পন এতা পারমিযো?

২. কেন অত্থেন পারমিযো?

৩. কতি বিদা চ’ এতা?
৪. কোন তাসং কমো?
৫. কানি লক্‌খণ রস-পচ্চুপট্‌ঠান-পদট্‌ঠানা’তি?
৬. কো পচ্চযো?
৭. কো সং কিলেসো?
৮. কিং বোদানং?
৯. কো পটিপক্‌খো?
১০. কা পটিপত্তি?
১১. কো বিভাগো?
১২. কো সঙ্গহো?
১৩. কো সম্পাদন্ধপাযো?
১৪. কিত্তকেন কালেন সম্পাদনং?
১৫. কিঞ্চ এতসং ফলন’ন্তি?

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা’

খুদ্দকনিকায়ে
চরিয়াপিটক

প্রথম পরিচ্ছেদ

১. দান-পারমিতা

১.১ অকীর্তি চরিত
(অকীর্তি জাতক—৪৮০)

১. চার অসংখ্যেয় কালসহ লক্ষ কল্প[1] ধরে মহাকালের মধ্যে আমি আমার

---

১. কল্প—বৌদ্ধ সাহিত্যে অনন্তকালকে গণনা করার জন্য কল্পকে একক হিসেবে গণনা করা হলেও আধুনিক ভাবধারার সহিত এবং বর্তমান সময়ের গতি নির্ণয়ের ব্যাপারে এ একক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয় অনন্তকাল ধরে চলে আসছে এবং অনন্তকাল চলবে। যেকোনো প্রলয়ের সূত্রপাত হতে পুনঃসৃষ্টি পর্যন্ত মহাকালের ব্যবধানকে কল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণত এ কল্প বলতে মহাকল্পকে বুঝায়। সৃষ্টি, প্রলয় এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান এবং প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্যে সুদীর্ঘকালের শূন্য অবস্থাকে কোনো নিদিষ্ট পরিসংখ্যার দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না বলে সংবর্তাদি অসংখ্যেয় সময় বলা হয়েছে। তা ছাড়া সৃষ্টির প্রলয় অগ্নি, জল এবং বায়ু প্রভৃতির দ্বারা সংঘটিত হয় বলে সময়ের ব্যবধান এবং বিনষ্টের বিস্তৃতির তারতম্য রয়ে গেছে। আবার সত্ত্বের বয়সের সহিত ও কল্পের সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। তাই কল্পকে বিভিন্ন বিশেষের দ্বারা অভিহিত করতেও দেখা যায়। যেমন : অন্তর-কল্প, অসংখ্যেয়-কল্প এবং মহাকল্প। সত্ত্ব, রোগ ও দুর্ভিক্ষের কারণে জগতের বিনষ্ট এবং পুনঃসৃষ্টি হলে এ সময়ের ব্যবধানকে অন্তর-কল্প বলা হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বের বয়স অসংখ্য বৎসর থাকে। লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্তী হয় বলে সত্ত্বের বয়স ক্রমে দশ বৎসরে আসে। আবার সত্ত্বগণ কুশল কর্মে উদ্যোগী হয় বলে সত্ত্বগণের বয়স ক্রমে বর্ধিত হয়ে অসংখ্য বৎসরে পৌঁছে। এরূপ সময়ের ব্যবধানকে সত্ত্ব অন্তর-কল্প বলা হয়। রোগ এবং দুর্ভিক্ষের জন্য কল্প ধ্বংস হলে রোগ অন্তর এবং দুর্ভিক্ষ অন্তর-কল্প বলা হয়। বিশ অন্তর-কল্পে এক অসংখ্যেয়-কল্প। চার অসংখ্যেয়-কল্পে এক মহাকল্প। চার অসংখ্যেয়-কল্প—সংবর্ত, সংবর্তস্থায়ী, বিবর্ত এবং

সকল জীবনে (জন্ম-জন্মান্তরে) যা আচরণ বা চর্যা[১] করেছিলাম, তা আমার জ্ঞান বা বোধি পরিপক্বের জন্য ছিল।

২. (এখানে ভগবান বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবির মহোদয়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন) "অতীত কল্পের বিভিন্ন জন্ম-জন্মান্তরের জীবনচর্যা বাদ দিয়ে আমি এই ভদ্রকল্পের জীবনচর্যা প্রকাশ করছি, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করো।"

৩. যখন আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে নির্জন উন্মুক্ত বনবীথিকায় অকীর্তি[২] নামক তাপসরূপে অবস্থান করছিলাম।

৪. তখন আমার তপশ্চর্যার প্রভাবে তিদিব-বিভূ বা দেবরাজ ইন্দ্র উষ্ণতা অনুভব করলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হলেন।

৫. দেবরাজ ইন্দ্রকে (ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে) আমার (পর্ণকুটিরের) দ্বারে ভিক্ষাপাত্রসহ দণ্ডায়মান দেখে অরণ্য হতে সংগৃহীত তৈলবিহীন এবং লবণবিহীন (সিদ্ধ) বৃক্ষপত্র (কারপত্র)[৩] তার সম্মুখে উপস্থিত করেছিলাম।

৬. বৃক্ষপত্রগুলো তাঁকে দান করে আমি আমার পাকপাত্রটি উপুড় করে রেখে দিয়েছিলাম। ভিক্ষার জন্য অন্য দ্রব্যের অনুসন্ধান না করে আমি আমার পর্ণকুটিরে প্রবেশ করেছিলাম।

৭. দেবরাজ শক্র দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি অকম্পিত চিত্তে এবং নির্লিপ্তভাবে পূর্বের ন্যায় তাঁকে দান দিয়েছিলাম।

বিতর্কস্থায়ী অসংখ্যেয়-কল্প।

বৌদ্ধধর্মমতে প্রত্যেক সত্ত্বের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধ হওয়ার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে। এ সম্ভাবনাকে রূপ দিতে হলে সত্ত্বকে অন্তত একজন সম্যকসম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার আশীর্বাদ নিয়ে চার অসংখ্যেয় কালসহ লক্ষকল্প শুদ্ধ জীবনাচার বা পারমী পূর্ণ করতে হবে। তাই চরিয়াপিটকের প্রথম গাথায় "কপ্পে চ সতসহস্সে চতুরো চ অসঙ্খিযে" দিয়ে আমাদের গৌতম বুদ্ধের জীবনে পারমীর কথা শুরু করা হয়েছে।

১. চর্যা—জীবন চর্যা আট প্রকার; যথা : ঈর্যাপথচারণ, আয়তন-আচরণ, স্মৃতি-আচরণ, সমাধি-আচরণ এবং লোকাচরণ (পরামার্থ দীপনী—আচার্য ধর্মপাল)।

২. অকীর্তি—অকীর্তি জাতকে বুদ্ধ অষ্ট পরিষ্কার দানের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে এ জাতকে দান-পারমী ছাড়াও নৈষ্ক্রম্য-পারমী, শীল-পারমী এবং প্রজ্ঞা পারমীর বিশদ আলোচনা দেখা যায়।

৩. কার—কার শব্দটি তেলেগু ভাষাজ। বালাসুকার বা কার দ্রাবিড় দেশীয় এক প্রকার গুল্ম। লোকে ইহার পাতা সিদ্ধ করে খায়, পাকাফলও খায়। (জাতক—ঈষান চন্দ্র ঘোষ)।

৮. আমার এ প্রকার আচরণে আমার শরীরে কোনো প্রকার বিবর্ণের প্রকাশ পায়নি। প্রীতিসুখে পরম আহ্লাদের সহিত আমি সেদিন অতিবাহিত করেছিলাম।

৯. যদি এক মাসের জন্য অথবা দু'মাসের জন্য আমি দক্ষিণা দেবার উপযুক্ত যাচক পেতাম আমি অকম্পিত চিত্তে নির্লিপ্তভাবে এ উত্তম দান করে যেতাম।

১০. আমি যখন তাকে এ দান করলাম, তখন আমি যশ বা লাভের প্রত্যাশা করিনি। সর্বজ্ঞতা লাভের অনুপ্রেরণায় আমি এরূপ আচরণ করেছিলাম।

১.২ শঙ্খ চরিত

(শঙ্খ জাতক—৪৪২)

১. পুনর্বার আমি যখন শঙ্খ নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম, তখন আমি (বাণিজ্যোপলক্ষে) মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য বন্দরাভিমুখে যাত্রা করেছিলাম।

২. সেখানে আমি মরুপথে প্রচণ্ড উত্তপ্ত কঠিন ভূমির উপর দিয়ে একজন মারবিজয়ী স্বয়ম্ভুকে (প্রত্যেক বুদ্ধ) আমার বিপরীত দিকে গমন করিতে দেখেছিলাম।

৩. আমি তাঁকে আমার বিপরীত পথে যেতে দেখে এরূপ চিন্তা করতে লাগলাম : "অহো, পুণ্যকামী ব্যক্তির উপস্থিতিতে এখন পুণ্যার্জনের ক্ষেত্র উৎপত্তি হয়েছে!"

৪. যে ক্ষেত্রে প্রভূত ফসল উৎপন্ন হবে কৃষক তা দেখে তাতে যদি সে বীজ বপন না করে, তার ফসলের প্রয়োজন বা অভাব ঘুচবে না।

৫. সেরূপ পুণ্যকামী হয়ে আমি পুণ্যার্জনের উত্তম ক্ষেত্র দেখে যদি সেখানে পুণ্যকর্ম না করি, আমার পুণ্যার্জন হবে না।

৬. যেরূপ কোনো অমাত্য রাজন্তঃপুরবাসীদের উপর নিজের কর্তৃত্ব কামনা করে যদি সে তাদেরকে ধনধান্য প্রদান না করে তবে তার কর্তৃত্বের পরিহানী হয়।

৭. সেরূপ পুণ্যার্থী হয়ে দান দেয়ার মতো উপযুক্ত প্রার্থী পেয়েও যদি আমি তাকে দান না দিই, তবে আমার পুণ্যকার্যের পরিহানী হবে।

৮. এরূপ চিন্তা করে আমি আমার পাদুকা যুগল খুলে তাঁর শ্রীপাদে বন্দনা করে তাঁকে ছত্র এবং পাদুকা যুগল দান করেছিলাম।

৯. আমি তাঁর চাইতে শতগুণ সুখপ্রবণ ছিলাম এবং শতগুণ সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে ছিলাম। তথাপি দান-পারমী পরিপূর্ণ করার জন্য আমি এভাবে দান দিয়েছিলাম।

১.৩ কুরুধর্ম চরিত
(করুধর্ম জাতক[১]—২৭৬)

১. পুনরায় যখন আমি ইন্দ্রপ্রস্থ নামক সমৃদ্ধশালী নগরে ধনঞ্জয় নামক রাজা ছিলাম, তখন আমি দশ কুশলধর্মে[২] প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

২. কলিঙ্গরাজ্য হতে আগত ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট উপনীত হলেন। তাঁরা আমার নিকট শ্রীসৌভাগ্যসম্পন্ন মঙ্গল হস্তীকে যাচঞা করলেন।

৩. (ব্রাহ্মণগণ বললেন,) "আমাদের দেশে বৃষ্টি হচ্ছে না, খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, মহাদুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনি আমাদের আপনার অঞ্জন নামক নীলবর্ণ উত্তম হস্তীকে প্রদান করুন।"

৪. কোনো প্রার্থী আমার নিকট (কোনো বস্তুর জন্য) উপস্থিত হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। আমার অঙ্গীকার বা সমাদান[৩] ভঙ্গ না হোক। আমি এ বিপুল হস্তী দান করব।

৫. আমি হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করে বিবিধ মণিরত্নময় ভৃঙ্গার হতে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল ঢেলে তাদের এ হস্তী দান করেছিলাম।

৬. সে হস্তী যখন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হল তখন রাজ্যের অমাত্যগণ এরূপ বলেছিল : "আপনি কেন যাচকদের এ পরম সৌভাগ্যবান হস্তীকে প্রদান করলেন?"

৭. সৌভাগ্যবান মঙ্গলপ্রদ যুদ্ধ বিজয়ের পক্ষে অত্যন্ত উত্তম এ হস্তীকে

---

১. কুরুধর্ম—কুরুধর্ম জাতক মূলত ভগবান বুদ্ধ জনৈক হংসঘাতক ভিক্ষুকে ভিক্ষুশীল সম্বন্ধে বলেছিলেন। এ জাতকে বোধিসত্ত্ব কুরুধর্ম বলতে গিয়ে বলেছিলেন কুরুধর্ম হচ্ছে প্রাণীবধ না করা, অদত্ত গ্রহণ না করা, মিথ্যা কামাচার না করা, মিথ্যা কথা না বলা এবং মদ্যাদি নেশাদ্রব্য পান না করা অর্থাৎ গৃহীদের পঞ্চশীল।

২. দশ কুশল ধর্ম—কুরুধম্ম জাতকে দশকুশল ধর্ম বলতে দশবিধ রাজধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব, তপ ও অবিরোধন। চরিয়াপিটক অট্ঠকথায় দশ কুশলকর্ম বলতে দানাদি দশ পুণ্যকর্ম অথবা দশ কুশল কর্মপথ অর্থাৎ কায়িক তিনটা কুশল কর্ম, বাচনিক চারটা কুশল কর্ম এবং মানসিক তিনটা কুশল কর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৩. সমাদান—"সব্বঞ্ঞুত ঞাণত্থায় সব্বস্স যাচকস্স সব্বং অনবজ্জং ইচ্ছিতং দদন্তো দান পারমিং পুরেস্সামী"তি। চরিয়াপিটক অট্ঠকথা।

এখন প্রদত্ত হয়েছে। আপনি কিভাবে রাজ্য চালাবেন?

৮. (উত্তরে আমি বললাম,) "এমনকি আমি সমস্ত রাজত্ব দান করতাম, আমি নিজের শরীরও দান করতাম। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার প্রিয়। সেজন্য আমি হস্তী দান করেছি।"

১.৪ মহাসুদর্শন চরিত

(মহাসুদর্শন জাতক—৯৫

এবং মহাসুদর্শন সুত্তন্ত, দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সুত্ত)

১. যখন আমি কুশাবতী নামক নগরে মহীপতি ছিলাম, তখন আমি মহাপ্রভাবশালী চক্রবর্তী রাজা ছিলাম।

২. আমি স্থানে স্থানে দিনে তিনবার এ ঘোষণা প্রবর্তন করেছিলাম, কে কী চায় এবং কী প্রার্থনা করে? কাকে কী প্রকার ধন দেয়া হবে?

৩. কে ক্ষুধার্ত? কে তৃষ্ণার্ত? কে মাল্য চায়? কে প্রসাধনী চায়? নানা রঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করার মতো নগ্ন ব্যক্তি কে? পথে চলবার জন্য কে ছাতা গ্রহণ করবে? কোমল আরামদায়ক পাদুকা কে গ্রহণ করবে?

৪. এভাবে দশ স্থানে নয় এমনকি শত স্থানের এখানে-ওখানে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে আমি ঘোষণা প্রবর্তন করেছিলাম।

৫. দিনে হোক অথবা রাত্রে হোক যদি কোনো ভিক্ষুজীবী আসতেন, তাদের জন্য অনেক স্থানে বিবিধ ধনসম্পদ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

৬. যার যত ইচ্ছা গ্রহণ করে এবং ভোগ করে দু'হস্তে যত পারে নিয়ে যেতে পারতো। এরূপে আমি যাবজ্জীবন মহাদান দিয়েছিলাম।

৭-৮. আমি যে দান দিয়েছিলাম তা যে আমার অগ্রহণীয় ছিল, তা নয় অথবা আমার যে ধন রাখবার মতো ব্যবস্থা ছিল না, তাও নয়। যেরূপ কোনো আতুর বা রুগ্‌ণ অসমর্থ ব্যক্তি রোগমুক্তির জন্য ধন দিয়ে রোগ হতে মুক্তি লাভ করে; যেরূপ আমি আমার আশা পরিপূর্ণ করার বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

৯. আমার অপরিপূর্ণ (পারমী) সম্পদ পরিপূর্ণ করবার জন্য আমি ভিক্ষাজীবীদের দান দিয়েছিলাম। সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় এ দানে আমার অন্য আকর্ষণও ছিল না এবং অন্য কারণও ছিল না।

১.৫ মহাগোবিন্দ চরিত

(মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত—দীর্ঘনিকায়, ৬ষ্ঠ সুত্ত)

১. পুনরায় যখন আমি সাতজন রাজার পুরোহিত ছিলাম, তখন আমি মহাগোবিন্দ[১] নামে নর-দেবতাদের দ্বারা পূজিত ছিলাম।

২. তখন আমি সাত রাজা থেকে আমার প্রাপ্য হিসেবে যত ধনসম্পদ প্রাপ্ত হতাম, আমি সব সম্পদ মহাসাগরের মতো অবিচলিত চিত্তে মহাদান করতাম।

৩. ধনসম্পদ যে আমার অগ্রহণীয় ছিল তা নয়, ধনসম্পদ রাখার মতো আমার যে সঞ্চায়াগার ছিল না তাও নয়। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার প্রিয় ছিল। তাই আমি এরূপ উত্তম দান দিয়েছিলাম।

১.৬ নিমিরাজ চরিত

(নিমি জাতক—৫৪১)

১. পুনরায় যখন আমি মিথিলা নামক সমৃদ্ধ নগরে নিমি[২] নামক মহারাজ ছিলাম, তখন আমি পণ্ডিত এবং সকলের হিতকাঙ্ক্ষী ছিলাম।

২. তখন আমার চারদিকে চার দ্বারবিশিষ্ট নির্মিত চারটা দানশালা ছিল। সে দানশালা হতে আমি পশুপক্ষী এবং নরনারীদের (নরনারিনং) অথবা নরযক্ষদের (নরাদিনং) মধ্যে দান দেবার প্রথা প্রবর্তন করেছিলাম।

৩. কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, অন্নপান এবং বিবিধ ভোজ্য-দ্রব্য দানের নিয়মিত ব্যবস্থা করে আমি মহাদানের প্রবর্তন করেছিলাম।

৪. যেরূপ কোনো সেবক অর্থের জন্য প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়ে (প্রভুর)

---

১. মহাগোবিন্দ—দীর্ঘনিকায়ে মহাগোবিন্দ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহাগোবিন্দ বোধিসত্ত্বের প্রকৃত নাম নহে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জ্যোতিপাল। পিতা গোবিন্দের পথ অনুসরণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে রাজ্যবাসী তাঁকে মহাগোবিন্দ বলে আখ্যায়িত করেছিল। ব্রহ্মা সনৎকুমার এ সূত্রে উল্লেখ করেন যে, বোধিসত্ত্ব এ জন্ম হতে মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এ মহাপৃথিবী বা জম্বুদ্বীপকে একই আকারে সাত ভাগে ভাগ করে সাতজন রাজাকে দিয়ে মহাপ্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।

২. নিমি—নিমি জাতকে উল্লেখ আছে যে নিমি রাজবংশে ক্রমে ৮৪ হাজার রাজা ছিলেন। এ রাজবংশে রাজারা ৮৪ হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর মাথায় পক্ক কেশ দেখে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতেন। তারা দান ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের মধ্যে ব্রহ্মচর্যাবলম্বনকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। এ জাতকে আরও উল্লেখ আছে নিমিরাজ সশরীরে দেবলোকে গমন করেছিলেন।

কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক সন্তুষ্টির দ্বারা অর্থ যাচঞা করে;

৫. সেরূপ আমিও সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় প্রত্যেক জন্মে সকল প্রাণীকে দান দিয়ে সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম এবং সর্বোত্তম বোধিপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম।

১.৭ চন্দ্রকুমার চরিত

(খণ্ডহাল জাতক—৫৪২)

১. পুনর্বার আমি একরাজ নামক রাজার পুত্র ছিলাম, তখন আমি পুষ্পবতী[১] নগরে চন্দ্রকুমার নামে পরিচিত ছিলাম।

২. সে সময়ে আমি পুত্রমেধ যজ্ঞের বলি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম এবং যজ্ঞকুণ্ড হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম; এতে সংবেগ উৎপাদন হলে আমি মহাদান প্রথা প্রবর্তন করেছিলাম।

৩. আমি উপযুক্ত প্রার্থীকে দান না দিয়ে পাঁচ ছয় রাত্রি জল পান করিনি, অন্ন স্পর্শ করিনি, এমনকি কোনো ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিনি।

৪. যেরূপ বণিকেরা দ্রব্যবহুল স্থানে গিয়ে দ্রব্য সঞ্চয় করে এবং সেখানে মহালাভ হবে বলে মনে হয় যেখানে হতে দ্রব্যাদি আহরণ করে;

৫. সেরূপ নিজের পরিভোগ দ্রব্য অপরকে দান করলে মহাফল প্রদান করে এবং সেরূপ অপরকে যা দেওয়া উচিত অর্থাৎ অপরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করলে শতগুণ বেশি ফল হয়[২]।

৬. এই সত্য জ্ঞাত হয়ে আমি আমার জন্মে জন্মে দান দিয়েছিলাম, সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমি কোনোদিন দান কর্ম হতে বিরত হইনি।

১.৮ শিবিরাজ চরিত

(শিবি জাতক—৪৯৯)

১. অরিষ্ট নামক নগরে আমি শিবি নামক রাজা ছিলাম। রাজকীয় উত্তম প্রাসাদে বসে আমি তখন এরূপ চিন্তা করেছিলাম;

২. "মানুষের যা কিছু বাহ্য বস্তু দান করার আছে, আমি দান করিনি এমন কোনো বস্তু নেই। যদি কোনো ব্যক্তি আমার চক্ষুদ্বয় যাচঞা করে আমি অকম্পিত চিত্তে দান করবো।"

---

১. পুষ্পবতী—বারাণসীর প্রাচীন নাম।

২. বুদ্ধ বলেছেন, "তিরচ্ছানগতানং দান দত্বা সতগুণা দক্খিণা পটিকংকিতব্বা দুসীলস্স মনুস্সভূতস্স দান দত্বা সহস্সগুণা।"

৩. আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের পরিষদে উপবেশন করে এরূপ উক্তি করেছিলেন :

৪. "মহাঋদ্ধিমান শিবিরাজ রাজকীয় উত্তম প্রাসাদে বসে চিন্তা করছেন। বিবিধ প্রকার দ্রব্য দান করার মতো থাকলেও যা দেওয়া যায় না, তা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।"

৫. বন্ধুগণ, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন তাঁর এ অভিপ্রায় সত্য কি মিথ্যা আমি পরীক্ষা করে দেখবো। আমি মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে তাঁর মনোবাসনা জেনে আসবো।"

৬. তিনি ফলিত কেশ, কুঞ্চিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে জরাব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অন্ধ ব্যক্তির বেশে কাঁপতে কাঁপতে রাজার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭. উপস্থিত হয়ে তিনি (ইন্দ্র) তাঁর ডানবাম বাহুদ্বয় প্রসারিত করলেন এবং তার পর অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে হস্তদ্বয় মাথায় ঠেকিয়ে এরূপ উক্তি করেছিলেন :

৮. "মহারাজ, আপনি যে ধর্মত রাজত্ব করছেন উহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার দানশীলতার কীর্তি দেবমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

৯. আলো নির্দেশক দু-নয়ন আমার অন্ধ এবং বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে আপনার একটা চক্ষু দান করুন এবং আরেকটা চক্ষু দিয়ে আপনি আপনার জীবন যাপন করুন।

১০. তাঁর এ কথা শুনে আমি আমার মনের সংবেগ সংবরণ করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অতি উৎসাহের সহিত এরূপ উক্তি করেছিলাম :

১১. এ মাত্র আমি রাজপ্রাসাদে বসে এরূপ চিন্তা করে এখানে উপনীত হয়েছি। আপনি আমার মনের ভাব জ্ঞাত হয়ে আমার চক্ষু যাচঞা করতে এখানে আগমন করেছেন।

১২. অহো, আমার মনষ্কামনা পুরণ হতে চলেছে; আমার সংকল্প পরিপূর্ণ হবে। আজ আমি যাচককে এমন উত্তম দান প্রদান করবো যা পূর্বে কোনোদিন দেয়া হয়নি।

১৩. "এসো, সীবক উঠো আর দেরি নয়, ভীত হয়ো না। আমার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে এ অন্ধ যাচককে প্রদান করো।"

১৪. তখন সিবক আমার কথামতো আমার আদেশে সমূলে তালগাছ যেভাবে গর্ত হয়ে উঠে আছে সেভাবে আমার চক্ষুদ্বয় উৎপাদিত করে যাচককে প্রদান করল।

১৫. যখন আমি দান দিতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম, যখন আমি দান দিতে

ছিলাম এবং যখন আমার দান কর্ম সম্পাদিত হল, তখন আমার মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি, শুধু আমি বোধিলাভের প্রত্যাশা পোষণ করেছিলাম।

১৬. আমার চক্ষুদ্বয় আমার অপ্রীতিকর ছিল না এবং আমার নিজের শরীরও অপ্রীতিকর নয়। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার প্রিয় ছিল। তাই আমি আমার চক্ষুদ্বয় দান করেছিলাম।

১.৯ বেস্‌সন্তর চরিত
(বেস্‌সন্তর জাতক—৫৪৭)

১. ক্ষত্রিয় বংশে জাত ফুসতি নামক ভদ্র মহিলা আমার (বেস্‌সন্তর জন্মে) জননী ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্রমহিষী ছিলেন।

২. দেবলোকে ফুসতির আয়ুক্ষয়ের পূর্বলক্ষণ অবলোকন করে দেবেন্দ্র তাকে এরূপ বলেছিলেন : "ভদ্রে, আমি তোমাকে দশটা উত্তম বর প্রদান করবো; তুমি তোমার ইচ্ছামতো বর পছন্দ করে নিতে পার।"

৩. শক্র এরূপ বললে ফুসতি তাঁকে নিম্নরূপ বলেছিলেন : "আমার কী অপরাধ হয়েছে? আমি কী আপনার এত অপ্রিয়া যে আপনি ভূতলে লুণ্ঠিত বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় এ রমনীয় স্বর্গ হতে আমাকে বিচ্যুত করতে বাধ্য করছেন?"

৪. ফুসতি এরূপ উক্তি করলে অর্থাৎ ফুসতির প্রমত্তভাব জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পুনর্বার তাঁকে এ কথা বললেন, "তোমা কর্তৃক যেকোনো পাপকর্ম কৃত হয়েছে, তা নহে। অথবা তুমি যে আমার অপ্রিয়া তাও নহে।

৫. (দেবলোকে) তোমার আয়ুক্ষয় হয়েছে। এখন তোমার দেবলোক হতে বিচ্যুতির সময়। আমি তোমাকে দশটা অতি উত্তম বর প্রদান করব; তুমি উহা গ্রহণ করো।

৬. দেবরাজ শক্র কর্তৃক প্রদত্ত বরে ফুসতি সন্তুষ্ট এবং প্রমোদিত হয়েছিলেন। তিনি এ দশ বরের মধ্যে আমাকেও তাঁর পুত্ররূপে লাভ করার বরে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

৭. দেবলোক হতে চ্যুত হতে ফুসতি[১] ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জেতুত্তর নামক নগরে সঞ্জয় নামক রাজার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

---

১. ফুসতি—ফুসতির জন্মের সময় তাঁর শরীরে চন্দনচুর্ণে বিকীর্ণ ছিল বলে তার নামকরণ হয় 'ফুসতি'।

হয়েছিলেন।

৮. যখন আমি আমার প্রিয় মাতা ফুসকির গর্ভে প্রবিষ্ট হই, তখন আমার পুণ্যতেজে আমার মাতা সর্বদাই দানে অভিরমিত ছিলেন।

৯. তিনি দুঃস্থদের, রোগগ্রস্তদের, জরা-জীর্ণদের, প্রার্থীদের এবং পথচারীদের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের, দুর্দশাগ্রস্তদের এবং অভাবগ্রস্তদের অকাতরে দান করতেন।

১০. ফুসতি তার গর্ভে দশ মাস ধারণ করে নগর প্রদক্ষিণ করার সময় বৈশ্যবীথিতে আমাকে প্রসব করেন।

১১. আমার নাম আমার মাতৃকুল হতে গৃহীত হয়নি অথবা আমার পিতৃকুল হতেও গৃহীত হয়নি। বৈশ্যবীথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলে আমার নাম হয়েছিল বেস্‌সন্তর।

১২. যখন আমি আট বছর বয়সের বালক ছিলাম, তখন রাজপ্রাসাদে উপবেশন করে আমি দান দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলাম।

১৩. আমি আমার হৃদপিণ্ড, চক্ষু, মাংস এমনকি রক্তদান করতে প্রস্তুত ছিলাম। যদি কোনো প্রার্থী আমার নিকট এসে আমার শরীর যাচঞা করে আমি তা দান করতেও প্রস্তুত ছিলাম।

১৪. দান ভাবনায় আমার মনের এরূপ ভাবের সৃষ্টি হলে আমি অকম্পিত এবং অশঙ্কিত ছিলাম। তখন পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

১৫. পক্ষের পঞ্চদশ দিবসে, পূর্ণিমা তিথিতে এবং উপোসথ দিনে আমি ‘পচ্চয়’ বা প্রত্যয় নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে দান দেয়ার জন্য বের হতাম।

১৬. কলিঙ্গরাজ্য হতে আগত ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে শ্রীসৌভাগ্যবান মঙ্গল হস্তীকে যাচঞা করলেন।

১৭. (ব্রাহ্মণগণ বললেন,) “আমাদের দেশে বৃষ্টি হচ্ছে না, খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, মহাদুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনি আপনার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্বেত শ্রীসৌভাগ্যবান মঙ্গলহস্তীকে প্রদান করুন।”

১৮. ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট যা প্রার্থনা করেছিলেন আমি অকম্পিতচিত্তে তা দান করেছিলাম। যেহেতু দানে আমার চিত্ত রমিত ছিল, সেহেতু আমি দ্রব্যাদি (হস্তীর সহিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল) গোপন না করে দান করেছিলাম।

১৯. কোনো প্রার্থী আমার নিকট উপস্থিত হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা

আমার পক্ষে অশোভনীয়। "আমার অঙ্গীকার বা সমাদান ভঙ্গ না হোক। আমি এ বিপুল হস্তীকে দান করব।"

২০. আমি হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করে বিবিধ মণিমুক্তা খচিত ভৃঙ্গার হতে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল ঢেলে এ হস্তী দান করেছিলাম।

২১. পুনরায় এ সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্বেত হস্তী প্রদান করলে পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

২২. সেই হস্তীরাজকে দান করার জন্য শিবিরাজ্যের লোকেরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং একত্রিত হয়ে আমাকে আমার নিজ রাজ্য হতে নির্বাসিত করে স্থির করল—"তিনি বঙ্কু পর্বতে গিয়ে থাকুক।"

২৩. যখন তারা আমাকে রাজ্য হতে বিতারিত করে দিচ্ছিল, তখনো আমি অকম্পিত এবং অশঙ্কিত ছিলাম। আমি মহাদান দেয়ার জন্য তাদের নিকট একটা বর প্রার্থনা করেছিলাম।

২৪. আমার দ্বারা প্রার্থীত হয়ে শিবিবাসী সকলে আমার একটা বর অনুমোদন করেছিল। আমি যুগল ভেরী বাজায়ে ঘোষণা দ্বারা মহাদান দিয়েছিলাম।

২৫. তখন এই ভেরীর শব্দে মহাভীতিজনক কোলাহলের উৎপত্তি হয়েছিল। কারণ, দানের জন্য তারা আমাকে রাজ্যে হতে নিষ্ক্রান্ত করা সত্ত্বেও পুনরায় আমি মহাদান দিচ্ছিলাম।

২৬. আমি হাতি, ঘোড়া এবং রথ দান করেছিলাম। আমি দাসদাসী, গরু এবং অন্যান্য ধন দিয়ে মহাদান করে নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম।

২৭. নগর হতে বের হয়ে আমি যখন নগর বিলোকন করার জন্য পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম, তখনো পর্বতরাজ সমেরু পর্বতের বনরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

২৮. চারটা অশ্ব চালিত রথ দান করে চৌরাস্তায় একাকী সঙ্গীবিহীন দাঁড়ায়ে আমি মদ্দীদেবীকে এরূপ বলেছিলাম :

২৯. "ভদ্রে তুমি ওজনে হালকা আমার কনিষ্ঠ মেয়ে কৃষ্ণাকে গ্রহণ করো। আমি ওজনে ভারী কৃষ্ণার ভাই জালিকে গ্রহণ করছি।

৩০. মদ্দীদেবী শ্বেত জলপদ্ম সদৃশা কৃষ্ণা জিনাকে গ্রহণ করলেন এবং আমি সুবর্ণ বিম্বফলের মতো ক্ষত্রিয় কুমার জালিকে গ্রহণ করেছিলাম।

(তৃতীয় লাইন অর্থকথায় নেই রোমান অক্ষরে আছে—ব্রাহ্মণদের হস্তে জল সিঞ্চন করে হস্তীকে দান করেছিলাম। আখ্যানের সহিত মিলও নেই)

৩১. আমরা চারজন ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে

লালিত-পালিত হয়েছিলাম। তৎসত্ত্বেও আমরা বিপৎসংকুল পথ অতিক্রম করতে করতে বঙ্কু পর্বতের দিকে যাত্রা করেছিলাম।

৩২. যদি কোনো ব্যক্তিকে আমাদের অনুগামী হতে অথবা আমাদের বিপরীতগামী হতে দেখতাম, তাকে বঙ্কু পর্বত কোথায় জিজ্ঞাসা করতাম।

৩৩. তারা সেখানে আমাদের দেখে আমাদের প্রতি মহাকরুণা প্রদর্শন করতেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন, 'বঙ্কু পর্বত অনেক দূরে।'

৩৪. বালক-বালিকাদ্বয় অরণ্যে গাছের ফল পরিপক্ব দেখে সে ফলগুলো গ্রহণ করার জন্য রোদন করে উঠত।

৩৫. বালক-বালিকাদ্বয়কে কাঁদতে দেখে ঊর্ধ্ব প্রসারিত বিপুল বৃক্ষরাজি আপনাপনি নমিত হয়ে তাদের নিকট উপনীত হয়েছিল।

৩৬. এ আশ্চর্য, অদ্ভুত লোমহর্ষকর দৃশ্য দেখে সর্বাঙ্গ শোভনীয়া মদ্দীদেবী সাধুবাদ প্রদান করেছিলেন।

৩৭. এ জগতে সত্যিই এটা আশ্চর্য অদ্ভুদ লোমহর্ষকর ঘটনা। বেস্‌সন্তর রাজার তেজে বৃক্ষগুলো আপনাপনি নমিত হয়েছিল।

৩৮. বালক-বালিকাদ্বয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে যক্ষগণ আমাদের পথ সংক্ষিপ্ত করেছিলেন। দিনের শেষে আমরা চেতরাজ্যে উপনীত হয়েছিলাম।

৩৯. সে সময়ে মাতুল রাজ্যে ষাট হাজার ক্ষত্রিয় পরিবার বাস করতেন। সকলে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪০. সেখানে আমরা চেতরাজ্যের রাজা এবং রাজপুত্রদের সহিত আলাপ আলোচনা করতে করতে রাজ্যে হতে বের হয়ে বঙ্কু পর্বতের নিকট উপনীত হয়েছিলাম।

৪১. দেবরাজ শত্রু মহাঋদ্ধিমান বিশ্বকর্মাকে আমন্ত্রণ করে বললেন, "এই আশ্রমকে বাসোপযোগী করে এখানে একটা রমণীয় পর্ণশালা নির্মাণ করো।"

৪২. দেবরাজ শত্রুের আদেশ পেয়ে মহাঋদ্ধিমান বিশ্বকর্মা আশ্রমটাকে বাসোপযোগী করে একটা রমণীয় পর্ণশালা নির্মাণ করেছিলেন।

৪৩. এ নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্যে অনুপ্রবেশ করে আমরা চারজন বঙ্কু পর্বতের অভ্যন্তরে বাস করতে লাগলাম।

৪৪. আমি, মদ্দীদেবী, জালি এবং কৃষ্ণাজিনা চারজনে পরস্পরের শোকদুঃখ ভুলে সে আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলাম।

৪৫. বালক-বালিকাদ্বয়কে তদারক করতে করতে আশ্রমে আমি নিষ্কর্মা হয়ে পড়িনি। মদ্দীদেবী অরণ্যে হতে আমাদের জন্য ফলমূলাদি আহরণ করে আনতেন এবং আমাদের তিনজনকে পোষণ করতেন।

৪৬. আমরা অরণ্যে বাস করার সময় একজন পথিক আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের পুত্র কন্যা জালি এবং কৃষ্ণাজিনাকে যাচঞ্ঞা করেছিলেন।

৪৭. প্রার্থীকে উপস্থিত দেখে আমার মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হলো। তখন আমি আমার উভয় পুত্র কন্যাকে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম।

৪৮. যখন আমি আমার পুত্রকন্যাকে ব্রাহ্মণ প্রার্থীর নিকট ছেড়ে দিলাম, তখনো পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৪৯. পুনরায় শক্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে স্বর্গ হতে অবতরণ করে পরম শীলবতী এবং পতিব্রতা মদ্দীদেবীকে আমার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন।

৫০. মদ্দীদেবীর হস্তে ধারণ করে ব্রাহ্মণের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জলপূর্ণ করে আমি আমার সংকল্পের প্রতি প্রসন্ন থেকে মদ্দীদেবীকে দান করেছিলাম।

৫১. মদ্দীদেবীকে প্রদানকালে স্বর্গের দেবতাগণ আনন্দে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তখনো পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫২. পুত্র জালি, কন্যা কৃষ্ণাজিনা এবং স্ত্রী মদ্দীদেবীকে পরিত্যাগ করবার সময় একমাত্র বোধিজ্ঞান লাভের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা করিনি।

৫৩. আমার উভয় পুত্রকন্যা আমার অপ্রিয় ছিল না এবং মদ্দীদেবীও আমার অপ্রিয়া ছিলেন না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমার প্রিয়জনদের দান দিয়েছিলাম।

৫৪. পুনর্বার সে বৃহৎ অরণ্যে আমার মাতাপিতার সমাগমে যখন তাঁরা পরম করুণার সহিত সুখদুঃখের কথা আলাপ করেছিলেন :

৫৫. আমি অত্যন্ত লজ্জার সহিত দোষভয়ে ভীত হয়ে পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাদের নিকট উপনিত হয়েছিলাম, তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৬. পুনর্বার আমি আমার জ্ঞাতি পরিবার দ্বারা পরিবৃত হয়ে বৃহৎ অরণ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সমৃদ্ধশালী রমণীয়া জেতুত্তর নগরে প্রবেশ করেছিলাম।

৫৭. (জেতুত্তর নগরে আমাদের প্রবেশের সাথে সাথেই) সাত প্রকার রত্ন

(বৃষ্টিধারার ন্যায়) বর্ষিত হয়েছিল এবং মহামেঘ হতে পুষ্কর বৃষ্টি[১] বর্ষিত হয়েছিল। তখনও পর্বতরাজ সুমেরু পর্বতের বনরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৮. এ অচেতন পৃথিবী (সচেতন প্রাণীর ন্যায়) সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অনবহিত হলেও সেও আমার দান প্রভাবে সাতবার প্রকম্পিত হয়েছিল।

১.১০ শশ পণ্ডিত চরিত

(শশ জাতক—৩১৬)

১. পুনর্বার আমি যখন শশক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম; আমি বনে বনে বিচরণ করে ঘাস, কচিপাতা, শাক, ফলাদি খেয়ে জীবন যাপন করতাম। এতে অপরের কোনো ক্ষতি করা হতে আমি বিরত ছিলাম।

২. এক বানর, এক শৃগাল এক উদ্‌বিড়াল এবং আমি সেখানে পরস্পর প্রতিবেশী হয়ে বাস করতাম এবং সকাল-বিকাল আমরা একস্থানে মিলিত হতাম।

৩. আমি তাদেরকে পাপকর্ম এবং কল্যাণকর্ম সম্বন্ধে অনুশাসন করে বলতাম, "তোমরা পাপকর্ম বর্জন কর এবং কল্যাণকর্মে নিজেদের নিয়োগ করো।"

৪. উপসোথ দিনে আকাশে আপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখে আমি তাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলতাম, "আজ উপোসথ দিন।"

৫. দানীয় বস্তু সংগ্রহ কর এবং উপযুক্ত পাত্রকে দান করো। উপযুক্ত প্রার্থীকে দান দিয়ে উপোসথ-ব্রত পালন কর।

৬. তারা 'সাধু' বলে সম্মতি প্রদান করে নিজ নিজ শক্তি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা পারল দানীয় বস্তু সংগ্রহ করে দান দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিল।

৭. আমি একান্তে বসে উপযুক্ত দান-দক্ষিণার বস্তু অনুসন্ধান করতে করতে চিন্তা করছিলাম। যদি কোনো উপযুক্ত প্রার্থী প্রাপ্ত হই, আমার কী দান দেওয়া উচিত?

৮. তিল, মদ্গা, মাস, তণ্ডুল, ঘৃত প্রভৃতি আমার কাছে নেই। আমি ঘাস

---

১. পুষ্কর বৃষ্টি—পুষ্কর অর্থ পদ্ম বা পদ্মপত্র। পুষ্কর বৃষ্টি বলতে এমন অদ্ভুত বৃষ্টি বুঝায়, যাতে যে ইচ্ছা করে সেই জলসিক্ত হয় এবং যে ইচ্ছা করে না, তার শরীরে জল পড়ে না। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁর জ্ঞাতিদিগকে বন্দনা করায়ে আসন গ্রহণ করলে কপিলবাস্তু নগরে পুষ্কর বৃষ্টি হয়েছিল।

খেয়ে জীবন যাপন করি। ঘাস দান করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

৯. যদি কোনো উপযুক্ত প্রার্থী আমার নিকট ভিক্ষার জন্য উপনীত হয়, আমি আমার নিজ শরীর দান করব; সে অন্তত রিক্ত হস্তে যেতে পারবে না।

১০. আমার কৃত সংকল্প দেবরাজ ইন্দ্র জ্ঞাত হয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আমার দানশীলতা পরীক্ষার জন্য তিনি আমার বাসগুল্মে উপনীত হলেন।

১১. তাঁকে দেখে আমি পরিতোষ লাভ করলাম এবং এরূপ উক্তি করেছিলাম : "আপনি আমার নিকট ঘাস গ্রহণ করার জন্য উপনীত হয়ে উত্তম কাজ করেছেন।"

১২. আজ আমি আপনাকে এমন উত্তম দান দেব, যা পূর্বে কোনোদিন দেওয়া হয়নি। আপনি শীলগুণে বিভূষিত। অতএব, অপরকে পীড়া দেওয়া আপনার দ্বারা সম্ভব নয়।

১৩. আপনি গিয়ে নানা প্রকার শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রস্তুত করুন। আমি নিজের দেহ নিজে আগুনে পোড়াব। আমার মাংস পরিপক্ব হলে আপনি তা ভক্ষণ করুন।

১৪. তিনি 'উত্তম' বলে অতি উৎসাহিত হয়ে নানা প্রকার শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করে প্রজ্বলিত অঙ্গারে এক বিরাট উনান প্রস্তুত করেছিলেন।

১৫. তিনি আগুন প্রজ্বলিত করার সাথে সাথেই অগ্নিশিখা বিরাট আকার ধারণ করল। ('আমার শরীরে কোনো প্রাণী থাকলে সেগুলো রক্ষা পাক' এই ভেবে) আমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝেড়ে অঙ্গাররাশির এক প্রান্তে উপবেশন করলাম।

১৬. যখন কাঠের আঁটিতে কাঠের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল এবং ভীষণ গর্জনে ধুম উৎপীড়ন করতে লাগল, তখন আমি সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় মাঝখানে পতিত হয়েছিলাম।

১৭. যেরূপ কোনো ব্যক্তি শীতল জলে অবগাহন করে তার কষ্ট লাঘব করে এবং উষ্ণতা উপশম করে প্রীত হয় এবং আনন্দ পায়;

১৮. সেরূপ এ প্রজ্জ্বলিত আগুনে যখন আমি প্রবিষ্ট হই, আমার সকল কষ্ট শীতল জলে প্রবিষ্ট হওয়ার মতো উপশম হয়েছিল।

১৯. আমি আমার শরীরের উপরে চামড়া হয়ে শুরু করে মাংস, অস্থিমজ্জা, অস্থি, হৃৎপিণ্ডসহ শরীরের সবকিছুই এ ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম।

দান পারমিতার সারাংশ

২০. অকীর্তি ব্রাহ্মণ, শঙ্খ, কুরুরাজ ধনঞ্জয়, মহাসুদর্শন রাজা, মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ,

২১. নিমি চন্দ্রকুমার, শিবি, বেস্‌সান্তর এবং শশ পণ্ডিত প্রভৃতি জন্মে আমি এরূপ ছিলাম এবং এভাবে উত্তম দান করেছিলাম।

২২. এগুলো দান করার প্রাথমিক পর্যায় এবং এগুলো দান-পারমী। উপযুক্ত প্রার্থীকে আমি আমার জীবন দান করে আমি দান-পারমী পরিপূর্ণ করেছিলাম।

২৩. যদি আমি কাকেও আমার নিকট ভিক্ষার্থী হয়ে আমসতে দেখতাম, আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতাম। দানশীলতার আমার সমকক্ষ কেহই নেই। ইহাই আমার দান-পারমী।

[দান-পারমিতা সমাপ্ত]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২. শীল-পারমিতা

২.১ মাতৃপোষক চরিত

(মাতৃপোষক জাতক—৪৫৫)

১. যখন আমি অরণ্যে মহাশক্তিশালী হস্তীরূপে আমার মাতার সেবা শুশ্রূষা করছিলাম, তখন আমার মতো শীলগুণসম্পন্ন কোনো সত্ত্ব ছিল না।

২. জনৈক বনেচর অর্থাৎ অরণ্যে খাদ্য অন্বেষণকারী আমাকে মহারণ্যে দেখে বারাণসীরাজকে আমার কথা জ্ঞাত করলেন, "মহারাজ, আপনার প্রার্থীত মতো একটা মঙ্গলহস্তী অরণ্যে অবস্থান করছেন।

৩. সে হস্তীকে ধরবার জন্য বিশেষ কোনো সর্তকতার প্রয়োজন নেই। এমনকি গর্ত অথবা খুঁটি তৈরির প্রয়োজনও নেই। সে হস্তীর শুণ্ড ধারণ করলে তিনি নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

৪. তাঁর কথা শুনে রাজা মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং একজন সুশিক্ষিত অত্যন্ত দক্ষ গজাচার্যকে সে বনচরের সহিত পাঠিয়েছিলেন।

৫. গজাচার্য পদ্ম সরোবরের নিকট গিয়ে আমাকে দেখতে পেল যে আমি আমার মাতার পোষণার্থ সে সরোবর হতে পদ্ম মৃণাল উত্তোলন করছিলাম।

৬. আমার শীলগুণ পরীক্ষা করে সে আমার লক্ষণসমূহ গভীরভাবে অবলোকন করল এবং "এসো পুত্র" বলে আমার শুণ্ড গ্রহণ করল।

৭. তখন আমার স্বাভাবিক শরীর গঠনগত যে শক্তি ছিল, আজকালকার সহস্র হস্তীর শক্তির সমপরিমাণ হতো।

৮. যারা আমাকে ধরতে এসেছিল আমি ক্রুদ্ধ হলে তাদের সম্পূর্ণ রাজ্যের লোকদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করার মতো আমার শক্তি ছিল।

৯. তার পরে আমার শীল রক্ষার্থে শীল-পারমী পরিপূর্ণ করবার জন্য তারা আমাকে শৃঙ্খল দিয়ে বন্ধন করলেও আমি আমার চিত্তে ক্রোধভাব উৎপন্ন করিনি।

১০. যদি তারা আমাকে সেখানে কুড়াল দিয়ে আঘাত করত অথবা বল্লম দিয়ে প্রহার করত আমি আমার শীলভঙ্গের ভয়ে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতাম না।

২.২ ভূরিদত্ত চরিত
(ভূরিদত্ত জাতক—৫৪৩)

১. পুনর্বার যখন আমি মহাঋদ্ধিশালী ভুরিদত্ত[১] নামক নাগরাজ হয়ে নাগরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন বিরূপাক্ষ মহারাজের সহিত দেবলোকে গিয়েছিলাম।

২. সেখানে দেবতাদের একান্ত সুখের মধ্যে নিমজ্জিত দেখে আমি সে দেবলোকে পুনর্বার জন্ম লাভ করার জন্য শীলব্রত অবলম্বন করেছিলাম।

৩. আমার শারীরিক কৃতাদি সম্পন্ন করে এবং শরীর সমর্থ রাখার মতো আহার করে চতুরঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ-ব্রত[২] অবলস্বনপূর্ব্বক একটা বল্মীকের উপরে শুইয়ে রইলাম[৩]।

৪. যার প্রয়োজন হয় সে এ অবস্থাতেই আমার শরীরের আবরক চর্ম, মাংস, নহারু বা পেশীতন্ত্র এবং অস্থি গ্রহণ করুক। এসব বস্তু আমা কর্তৃক এখানে প্রদত্ত হলো।

৫. যখন আমি এ অবস্থায় শুইয়েছিলাম, জনৈক অকৃতজ্ঞ আলম্পান বা আলম্বায়ন[৪] আমাকে ধরল। সে আমাকে একটা পেটিকায় আবদ্ধ করে আমাকে দিয়ে গ্রামে গিয়ে সর্পনাচ প্রদর্শন করতে লাগল।

৬. যদিও আমাকে পেটিকায় আবদ্ধ করেছিল এবং তার হস্তদ্বারা আমার দেহ মর্দিত করেছিল, তবু আমার শীলভঙ্গের ভয়ে আমি আলম্পানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইনি।

৭. আমার জীবনোৎসর্গ করা আমার নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ ছিল। শীলব্রত ভঙ্গ করা আমার নিকট পৃথিবী উল্টে যাবার মতো ছিল।

৮. অনুক্রমে শতজন্মে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারতাম।

---

১. ভুরিদত্ত—ভুরি পৃথিবীর অপর নাম "দত্ত" বোধিসত্ত্বের নাগকুলের বাল্য নাম। একসময় বোধিসত্ত্ব মহারাজ বিরূপাক্ষের সহিত দেবলোকে গিয়ে দেবতাদের একটা জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করেছিলেন। তাতে দেবতারা বোধিসত্ত্বকে পৃথিবীর ন্যায় প্রজ্ঞাবান বলে সম্মানিত করে তাঁর নামকরণ করেন "ভুরিদত্ত"।

২. চতুরঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ—চরিয়াপিটক অর্থকথার চতুরঙ্গ উপোসথ বলতে শারীরিক আবরক চর্ম, মাংস, নহারু এবং অস্থি প্রভৃতি দ্রব্যের এক একটা অঙ্গের সংযম বলে চতুরঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ বলা হয়েছে।

৩. লাঙ্গুল শীর্ষ প্রমাণ হয়ে শুইয়ে রইলেন—দেহকে ছোট করে শুধু লেজ ও মাথার মধ্যে যতটুকু রইল।

৪. আলম্বায়ন—অলম্পায়ন জনৈক ব্রাহ্মণের নাম। এ ব্রাহ্মণ একজন ঋষি হতে গরুড় পক্ষী প্রদত্ত সর্প বশীভূত করার আলম্বায়ন নামক মন্ত্র শিক্ষা করে এ নামে আখ্যায়িত হন।

চতুর্মহাদ্বীপ রাজত্ব করার জন্যও আমি আমার শীলব্রত ভঙ্গ করতে পারতাম না।

৯. তাই আমি আমার শীল রক্ষার্থে শীল-পারমী পরিপূর্ণ করার জন্য আমাকে পেটিকায় আবদ্ধ করা হলেও আমি আমার মতো পরিবর্তন করিনি।

২.৩ চম্পেয় নাগ চরিত

(চম্পেয়্য জাতক—৫০৬)

১. পুনর্বার যখন আমি চম্পেয়্যক নামক মহাঋদ্ধিমান নাগরাজা ছিলাম। সে সময়েও আমি শীলব্রতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যথাধর্মচারী ছিলাম।

২. তখনো আমার ধর্মচরণকালীন এবং উপোসথ রক্ষাকালীন জনৈক অহিতুণ্ডিক বা সাপুরে আমাকে ধরে নিয়ে রাজাঙ্গনে গিয়ে আমাকে দিয়ে সর্পনৃত্য প্রদর্শন করাচ্ছিল।

৩. সে যখন নীল, পীত, লেহিত বর্ণের কথা চিন্তা করত, আমি তার চিন্তিত বর্ণ ধারণ করে তার চিন্তার অনুবর্তী হয়েছিলাম।

৪. আমি জলাভূমিকে শুষ্কভূমিতে পরিণত করতে পারতাম, এমনকি শুষ্কভূমিকেও জলাভূমিতে পরিণত করতে পারতাম। আমি যদি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হতাম, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ভস্মে পরিণত করতে পারতাম।

৫. যদি আমি আমার চিত্তের বশীভূত হতাম, আমার শীলব্রত হতে বিচ্যুত হতাম, তবে শীলের পরিহানী হলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হওয়া যেত না।

৬. আমার ইচ্ছায় আমার শরীর বিদীর্ণ হোক এবং এ স্থানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক, এরূপ আমার শরীর ভূষির ন্যায় বিক্ষিপ্ত হলেও আমি আমার শীলব্রত লঙ্ঘন করতে পারতাম না।

২.৪ চূলবোধি চরিত

(চূলবোধি জাতক—৪৪৩)

১. পুনর্বার আমি যখন অতি শীলবান চূলবোধি[১] নামক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলাম, ভবযন্ত্রণা দেখে ভীত হয়ে গৃহত্যাগ করে অভিনিষ্ক্রমণ করেছিলাম।

---

১. চূলবোধি—চূলবোধি জাতকে বোধিসত্ত্বের নাম ছিল বোধিকুমার। চরিয়াপিটক অট্ঠকথায় উল্লেখ আছে যে মহাবোধি পরিব্রাজকের আদর্শ এ জাতকে প্রদর্শিত হয়েছে বলে বোধিসত্ত্বকে এখানে চূলবোধি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২. পারিবারিক জীবনে যিনি আমার সহধর্মিণী বা স্ত্রী ছিলেন, তিনি সুবর্ণবর্ণা সদৃশা জনৈকা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনিও সংসারধর্মের মায়া ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করে অভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন।

৩. নিরালয় অর্থাৎ তৃষ্ণাবিহীন হয়ে, জ্ঞাতিদের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পরিবার ও জনগণের প্রতি ভরসা না রেখে গ্রামেগঞ্জে বিচরণ করতে করতে আমরা বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলাম।

৪. সেখানে কোনো কুলগণের সহিত সম্পর্ক না রেখে আমরা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করছিলাম। আমরা উভয়ে পশুপক্ষীর অতি অল্প শব্দে নিরুপদ্রবে রাজ্যোদ্যানে বাস করছিলাম।

৫. বারাণসী রাজা রাজ্যোদ্যান পরিদর্শন করতে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে দেখতে পেলেন, তিনি আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "ইনি কী তোমার? ইনি কার স্ত্রী?"

৬. তিনি এরূপ বললে আমি তাকে এ উক্তি করেছিলাম : "ইনি আমার স্ত্রী নন। আমরা দুজনে একই ব্রহ্মচর্যশাসনে প্রব্রজিত হয়ে একই ধর্মচারী।"

৭. রাজা ব্রাহ্মণীর প্রতি মোহিত হয়ে তার লোকদের দিয়ে ব্রাহ্মণীকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বলপূর্বক রাজন্তঃপুরে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিলেন।

৮. ব্রাহ্মণী আমার ওদপত্তকিয়া ছিলেন অর্থাৎ দশ প্রকার স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ কলসীর জল স্পর্শ করে আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম এবং আমরা প্রব্রজিত ধর্মে একই ধর্মচারী। যখন ব্রাহ্মণীকে গ্রহণ করে রাজা জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমার ক্রোধের উপজয় হয়েছিল।

৯. ক্রোধ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে আমি আমার শীলব্রত অনুস্মরণ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ক্রোধ প্রশমিত করেছিলাম এবং আর ক্রোধ বর্ধিত হতে দিইনি।

১০. যদি কেহ এই ব্রহ্মণীকে তীক্ষ্ণ ছোড়া দিয়ে আঘাত করত আমি সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমার শীলব্রত লজ্ঘন করতাম না।

১১. এ ব্রাহ্মণী আমার অপ্রিয়া ছিলেন না, আমার শরীরে যে শক্তি ছিল না, তাহাও নহে। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি আমার শীলব্রত রক্ষা করেছিলাম।

২.৫ মহিষরাজ চরিত

(মহিষরাজ জাতক—২৭৮)

১. পুনর্বার আমি যখন বনে বিচরণকারী মহিষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম; আমার শরীর পর্বত প্রমাণ বিশাল, বলিষ্ঠ এবং দেখতে ভয়ঙ্কর ছিল।

২. পর্বতের ঢালুভূমি দিয়ে, দুর্গম গিরিপথে, বৃক্ষমূলে এবং জলাশয়ের ধারে প্রভৃতি যে সকল স্থানে মহিষের যাতায়াত ছিল সেসব স্থানে বিচরণ করতাম।

৩. মহারণ্যে বিচরণ করতে করতে আমি বৃক্ষমূলে একটা রমণীয় স্থান দেখতে পেলাম, আমি সে স্থানে এসে বিশ্রাম করতাম এবং শয়ন করতাম।

৪. সেখানে এক দুষ্ট; ধূর্ত এবং অত্যাচারী বানরের আগমন হয়েছিল। সে আমার স্কন্ধে, ললাটে এবং ভ্রূযুগলে মলমূত্র ত্যাগ করত।

৫. সে বানর একদিন, দু-দিন তিন দিন এমনকি চতুর্থ দিনেও আমাকে এভাবে কলুষিত করেছিল এবং সব সময়ে আমার উপর উপদ্রব করেছিল।

৬. আমাকে এরূপ উপদ্রব করতে দেখে এক যক্ষ (বৃক্ষদেবতা) আমাকে এরূপ বলেছিলেন : "এ পাপী দুরাচারী বানরটাকে আপনি শৃঙ্গাঘাতে ও পায়ের ক্ষুরের দ্বারা হত্যা করুন।"

৭. বৃক্ষদেবতা কর্তৃক এ উক্ত হলে আমি তাকে এভাবে উত্তর দিয়েছিলাম। "কী কারণে আপনি এ পাপী অনাচারী মৃতবৎ বানরকে হত্যা করতে বলছেন?"

৮. আমি যদি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হই, তবে আমি তার চেয়ে হীনতর প্রতীয়মান হবো। এতে আমার শীলভঙ্গ হবে এবং বিজ্ঞদের নিকট আমি নিন্দিত হবো।

৯. হীনভাবে জীবনযাপন না করে পরিশুদ্ধভাবে মৃত্যুও ভালো। আমার নিজের জীবনের জন্যও কীভাবে আমি অনিষ্ট সাধন করতে পারি?

১০. এ বানর অন্য মহিষকে আমার মতো ভেবে এরূপ আচরণ করবে। তখন তারা তাকে বধ করবে এবং আমি নিজেও রক্ষা পাবো।

১১. হীন, মধ্যম এবং উত্তমদের অবমাননা সহ্য করে জ্ঞানীরা যা প্রার্থনা করেন এবং মনষ্কামনা করেন তা লাভ করে থাকেন।

২.৬ রুরুমৃগরাজ চরিত

(রুরুজাতক—৪৮২)

১. পুনর্বার যখন আমি সুমার্জিত সুবর্ণপাতের ন্যায় রুরু নামক মৃগরাজ

হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখনো আমি বিশুদ্ধ শীলগুণসম্পন্ন এবং সমাহিত চিত্ত ছিলাম।

২. আমি একাকী পরম সুখে জনমানবহীন মনোরম অঞ্চলে উপনীত হয়েছিলাম এবং গঙ্গায় মনোরম বাঁকে বাস করতে ছিলাম।

৩. সে সময় এক ব্যক্তি ঋণদায়ে জর্জরিত হয়ে উপরিগঙ্গায় গিয়ে 'বাঁচব অথবা মরব' এ চিন্তা করে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

৪. সে রাতদিন গঙ্গায় প্রবলস্রোতে ভাসতে লাগল এবং গঙ্গার জলের মাঝখানে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

৫. তার পরিদেবনের করুণ আর্তনাদের শব্দ শুনে আমি গঙ্গার তীরে দাঁড়ায়ে জিজ্ঞাসা করলাম : 'তুমি কিরূপ মানুষ?'

৬. আমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সে নিজের সেখানে পতনের কথা ব্যাখ্যা করে বলল : "উত্তমর্ণকের ভয়ে ভীত হয়ে আমি এ মহানদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।"

৭. তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে আমার নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি নদীতে নেমেছিলাম এবং রাত্রির অন্ধকারে তাকে তুলে এনেছিলাম।

৮. (দুই তিন দিন পরিচর্যা করার পর) আমি যখন বুঝতে পারলাম সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তখন তাকে এরূপ বলেছিলাম : "আমি তোমার নিকট একটা বর প্রার্থনা করছি। তুমি আমার অবস্থান সম্বন্ধে কাকেও বলবে না।"

৯. বারাণসী নগরে প্রবেশ করে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে তখন ধন লাভের আশায় আমার কথা প্রকাশ করেছিল। বারাণসী রাজা তাকে নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলেন।

১০. আমাকর্তৃক যা কৃত হয়েছিল, রাজাকে সব জানানো হয়েছিল। রাজা সব কথা শুনে শরে জ্যা আরোপ করে বললেন, "এক্ষুণি এ অনাথ মিত্রদ্রোহীকে আমি যমালয়ে পাঠাচ্ছি।"

১১. আমি তাকে রক্ষা করার জন্য আত্মদান করতেও প্রস্তুত ছিলাম। "মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার ইচ্ছা এবং খুশি অনুযায়ী আপনার আজ্ঞা পালন করব।"

১২. আমি আমার শীল রক্ষা করেছিলাম, এবং আমার জীবন বিপন্ন করতেও প্রস্তুত ছিলাম। কারণ সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমি তখন শীলে অধিষ্ঠিত ছিলাম।

২.৭ মাতঙ্গ চরিত
(মাতঙ্গ জাতক—৪৯৭)

১. পুনর্বার যখন আমি কঠোর সংযমী মাতঙ্গ নামক জটিল তাপস ছিলাম, তখন আমি শীলবান ও ধ্যান-সমাপত্তিলাভী ছিলাম।

২. জনৈক ব্রাহ্মণ এবং আমি দুজনে গঙ্গাতীরে বাস করতাম। আমি গঙ্গার স্রোতের ঊর্ধ্বভাগে এবং ব্রাহ্মণ স্রোতের নিম্নভাগে বাস করতেন।

৩. ব্রাহ্মণ গঙ্গার স্রোতের বিপরীত দিকে বিচরণ করতে করতে ঊর্ধ্বে আমার আশ্রম দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে গালিমন্দ[১] বলে আমার মস্তক বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য অভিশাপ দিলেন।

৪. যদি আমি তার প্রতি কোপিত হতাম, যদি আমি আমার শীল ভঙ্গ করতাম, আমি শুধুমাত্র তার দিকে তাকালেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে যেতেন।

৫. যেহেতু তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রদুষ্টমনে তখন আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেজন্য এ অভিশাপ তারই মস্তকে পতিত হয়েছিল এবং আমি আমার উপায় কৌশলে[২] শাপমুক্ত হয়েছিলাম।

৬. আমি আমার শীল অনুরক্ষণ করেছিলাম; আমার জীবনের জন্য চিন্তা করিনি। সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় তখন আমি শীলে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

২.৮ ধর্ম দেবদূত চরিত
(ধর্মজাতক—৪৫৭)

১. পুনর্বার আমি যখন মহাঋদ্ধিমান দেবতা পরিষদের ধর্ম নামক মহানুভব দেবপুত্র ছিলাম, তখন আমি জগদ্বাসীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলাম।

২. জগতের মানবদিগকে দশ কুশল কর্মপথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি আমার সপরিষদ পরিবৃত হয়ে গ্রামে নিগমে পরিভ্রমণ করতেছিলাম।

৩. পাপী কদর্য অধর্ম নামক দেবপুত্র বা যক্ষ সকলকে দশ অকুশল ধর্মপথে প্রবুদ্ধ করার জন্য পরিজন পরিবৃত হয়ে মহাদ্বীপে বা জম্বুদ্বীপে

---

১. মাতঙ্গ ঋষি জাতিতে চণ্ডাল ছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ তাঁকে গালিমন্দ বলেছিলেন।

২. উপায় কৌশল—বোধিসত্ত্ব নিজের তপস্যার দ্বারা সাত দিন পর্যন্ত সূর্যোদয় বন্ধ রেখেছিলেন। জনসাধারণ বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করলে তিনি এ ব্রাহ্মণের মস্তকোপরি একটা মৃৎপিণ্ড স্থাপন করে তাকে জলে নামিয়ে দেন তারপর বোধিসত্ত্ব অবরুদ্ধ সূর্যকে মুক্তি দিলে মৃৎপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হলো এবং সে ব্রাহ্মণ জলে ডুব দিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

পরিভ্রমণ করছিল।

৪. ধর্মবাদী এবং অধর্মবাদী হয়ে আমরা উভয়ে পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলাম। পরিভ্রমণকালে আমাদের রথযান পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে আমরা পরস্পরের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করেছিলাম।

৫. কল্যাণবাদী ও পাপীদের মধ্যে একটা ভীষণ কলহের সৃষ্টি হলো। পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য মহাযুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হলো।

৬. যদি আমি তার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করতাম, যদি আমি তপোগুণ ভঙ্গ করতাম, আমি তার পরিজনসহ তাকে মুহূর্তের মধ্যে ভষ্মীভূত করে দিতে পারতাম।

৭. কিন্তু আমি আমার শীল রক্ষার জন্য আমার মনকে প্রশমিত করেছিলাম এবং আমি আমার পরিজনসহ রথ হতে নেমে অধর্মকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলাম।

৮. আমি আমার মনকে প্রশান্ত করে পথ হতে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাপীকে গ্রাস করার জন্য মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হয়েছিল।

২.৯ অলীনশত্রু চরিত

(জয়দ্দিস জাতক—৫১৩)

১. পঞ্চালরাজ্যে কম্পিলা নামক সমৃদ্ধশালী নগরে রাজা জয়দ্দিস শীলগুণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

২. আমি বহুশ্রুত সুশীল অলীনশত্রু নামে সে রাজার পুত্র ছিলাম। আমি নিজে গুণবান ছিলাম এবং সর্বদাই আত্মীয় পরিজন প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম।

৩. আমার পিতা মৃগয়ায় গিয়ে এক নরমাংসখাদকের খপ্পরে পড়েছিলেন। সে আমার পিতাকে ধরে বলল, "তুমি আমার ভক্ষ্য। নড়াচড়া করবে না।"

৪. তার কথা শুনে আমার পিতা ত্রস্ত এবং কম্পিত হয়েছিলেন এবং নরখাদককে দেখে তার উরুদ্বয় স্তম্ভের মতো অনড় হয়ে গেল।

৫. আমার পিতা তাকে বললেন, "এই মৃগ মাংস গ্রহণ কর। আমাকে যেতে দাও।" তাকে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার পিতা (পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো) ব্রাহ্মণকে ধন দান করলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন :

৬. "তাত, যথাধর্ম রাজ্য প্রতিপালন করবে, এই নগরের প্রতি অবহেলা করবে না। আমি এক নরমাংসখাদকের নিকট পুনরায় ফিরে যাওয়ার জন্য

প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।”

৭. আমার পিতার বিনিময়ে আমি আত্মদান করার অভিপ্রায়ে আমার মাতাপিতাকে বন্দনা করে ধনু-খড়গ ত্যাগ করে নরমাংসখাদকের নিকট উপনীত হয়েছিলাম।

৮. অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে তার নিকট উপস্থিত হলে নরমাংসখাদক হয়তো ভীত হয়ে যেতো। যদি আমি তার ভয় উৎপাত করতাম, আমার শীল ভঙ্গ হয়ে যেতো।

৯. আমার শীলভঙ্গের ভয়ে তাকে আমি অপ্রীতিকর কিছু বলিনি। তার প্রতি মৈত্রীচিত্তে হিতবাদী হয়ে আমি এরূপ উক্তি করেছিলাম :

১০. “আপনি মহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুন। আমি এক বৃক্ষ হতেই আগুনে পতিত হব। হে পিতামহ, যখন আমার মাংস খাওয়ার উপযুক্ত হবে, তখন আমাকে ভক্ষণ করবেন।”

১১. এভাবে শীলরক্ষার্থে আমার জীবনের জন্যও মায়া করিনি। প্রাণীহত্যা করার মতো প্রকৃতি আমি চিরতরের জন্য দূরীভূত করেছিলাম।

২.১০ শঙ্খপাল চরিত
(শঙ্খপাল জাতক—৫২৪)

১. পুনর্বার যখন আমি শঙ্খপাল নামক মহাঋদ্ধিগণ নাগরাজ ছিলাম, তখন উগ্রতেজসম্পন্ন দু’পাটিতে চারটা বিষ দাঁত এবং দুটা জিহ্বা নিয়ে আমি নাগদের অধিপতি ছিলাম।

২. বিভিন্ন প্রকার লোকদের সমবেত হওয়ার মতো রাজপথের চৌমুহনীতে চতুরঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ পালনের জন্য স্থান ঠিক করে আমি সেখানে বাস করতে লাগলাম।

৩. যার প্রয়োজন হয় সে এ অবস্থাতেই আমার আবরক-চর্ম, মাংস, নহারু বা পেশীতণ্ডু এবং অস্থি গ্রহণ করুক। এসব আমাকর্তৃক এ অবস্থাতেই প্রদত্ত হলো।

৪. কয়েকজন উগ্র, কর্কশ, দয়ামায়াহীন শিকারী আমাকে দেখে তাদের হাতের দণ্ড এবং মুগ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলো।

৫. তারা আমার নাসাপুট বিদ্ধ করে আমার নাঙ্গুল এবং মেরুদণ্ডে বেঁধে একটা খাঁচায় নিয়ে আমাকে বহন করতে লাগল।

৬. যদি আমি ইচ্ছা করতাম, আমি আমার নাসাবাতায় অরণ্যে পর্বতসহ সসগরী পৃথিবী ধুলিসাৎ করতে পারতাম।

৭. যদিও তারা আমাকে তীক্ষ্ণ শূলে বিদ্ধ করেছিল এবং অস্ত্রের দ্বারা আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছিল, আমি এই শিকারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইনি। আমার শীল-পারমী এরূপ ছিল।

শীল-পারমীর সারাংশ

৮. হস্তীনাগ, ভুরিদত্ত, চম্পেয়্য, বোধি, মহিষ, রুরু, মাতঙ্গ, ধর্ম এবং জয়দ্দিসের পুত্র—

৯. এরা সকলে শীলগুণে গুণাধিক ছিলেন এবং শীল-পারমী প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছিলেন। তারা জীবনের সকল দিক ঠিক রেখে শীল রক্ষা করেছিলেন।

১০. আমি যখন শঙ্খপাল ছিলাম, আমি সব সময়ে যে কেহ হোক না কেন তাকে আমার জীবনদানের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, এরূপ আমার শীল-পারমী ছিল।

[শীল-পারমিতা সমাপ্ত]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩. নৈষ্ক্রম্য-পারমিতা

৩.১ যুধঞ্জয় চরিত

(যুধঞ্জয় জাতক—৪৬০)

১. যখন আমি অমিত যশের অধিকারী যুধঞ্জয় নামক রাজপুত্র ছিলাম, সূর্যের উত্তাপে শিশিরবিন্দু পতিত হতে দেখে আমি সংসারের ব্যাপারে সংবেগ উৎপন্ন করেছিলাম।

২. ইহা সংসারের অনিত্যতার প্রতীক মনে হওয়াতে আমার সংবেগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি আমার পিতামাতাকে বন্দনা করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম।

৩. সমস্ত রাজ্যবাসী এবং অমাত্যবৃন্দ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা জানায়েছিল : "রাজপুত্র, অদ্য হতেই তুমি এই সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত রাজ্যের রাজত্ব গ্রহণ করুন।

৪. যখন রাজাসহ সকল মহিলাবৃন্দা, রাজ্যবাসী এবং অমাত্যবৃন্দ আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে পরিদেবন করছিলেন, আমি আর অপেক্ষা না করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৫. একমাত্র সম্বোধি লাভের প্রত্যাশায় আমি সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব, জ্ঞাতিপরিজন, যশখ্যাতি প্রভৃতি ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করিনি।

৬. মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, মহা যশখ্যাতিও আমার অপ্রীতিকর নহে। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, তাই আমি রাজ্য পরিত্যাগ করেছিলাম।

৩.২ সৌমনস্য চরিত

(সৌমনস্য জাতক—৫০৫)

১. পুনর্বার যখন আমি ইন্দ্রপ্রস্থ নামক এক সমৃদ্ধশালী নগরে সৌমনস্য নামক রাজপুত্র ছিলাম, তখন আমার পিতামাতা কর্তৃক অনেক আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম এবং তাদের প্রিয় ছিলাম। আমার বিস্তর খ্যাতিও ছিল।

২. আমি শীলবান, শ্রদ্ধাদি গুণে গুণবান, অপরের কল্যাণ সাধনে খ্যাতিমান ছিলাম। আমি বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী এবং সমবেদনা

জ্ঞাপনে বিশেষজ্ঞ ছিলাম।

৩. একজন ভণ্ড তাপসী সে রাজার অতি প্রিয় ছিলেন তিনি তাঁর বাসস্থানে রন্ধনোপযোগীন নানাপ্রকার পাক এবং অলাবুকষ্মাণ্ড প্রভৃতি গুল্মলতা রোপন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

৪. তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ তাপসী কুহক, তণ্ডুলবিহীন ভূষির মতো অন্তসারশূন্য, ফাঁপা বৃক্ষসদৃশ এবং কদলীবৃক্ষের ন্যায় মজ্জাবিহীন।

৫. "এ তপসীর ধর্মসম্মত বিশুদ্ধ আচরণ নেই এবং ইনি সন্ন্যাসধর্ম হতে চ্যুত হয়েছেন। জীবিকার্জনের জন্য তিনি লজ্জাহীন এবং ধর্মচ্যুত।"

৬. উপজাতীয় লোকেরা প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আমার পিতা তাদেরকে দমন করতে গমন করেছিলেন এবং যাত্রার সময় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন :

৭. "তাত, এই কঠোর তপচারী জটিল ব্রাহ্মণকে অবহেলা করবে না, তিনি আমাদের ঈপ্সিত বস্তুর দাতা এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা কার্যে পরিণত করতে পারেন।"

৮. আমি তার তত্ত্ব নিতে গিয়ে তাকে এরূপ উক্তি করেছিলাম : "গৃহপতি, আশা করি কুশলে আছেন, আপনার জন্য আমি কী সংগ্রহ করতে পারি।"

৯. এতে এ কুহকের সম্মানে আঘাত লেগেছিল এবং তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। তিনি ভাবলেন, "অদ্যই আমি তোমাকে হত্যা করাব অথবা এ রাজ্যে হতে নির্বাসন করাব।"

১০. প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করে এসে রাজা এ ভণ্ড তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, আপনি কুশলে আছেন তো। আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তো।" প্রত্যুত্তরে এ পাপী তপস্বী যেন এ রাজপুত্রকে হত্যা করা হোক তা রাজাকে জানালেন।

১১. রাজা তার কথা শুনে আদেশ দিলেন "সে (রাজপুত্র) যেখানে থাকুক না কেনো তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করো। তার দেহ চারখণ্ডে ভাগ করে রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করাও। জটিল তপস্বীর প্রতি অবজ্ঞাকারীর এ গতি।"

১২. রাজার আদেশ মতো ভয়ঙ্কর কর্কশ নির্দয় চণ্ডালেরা গিয়ে অতি নির্দয়ভাবে আমাকে আমার মাতার কোলে বসাবস্থা হতে টেনে আনল।

১৩. তারা যখন আমার বন্ধন সজোরে কষছিল আমি তাদেরকে বললাম, "আমাকে সত্বর রাজার সমীপে উপস্থিত করা হোক। রাজার সহিত আমার

জরুরি দরকার আছে।”

১৪. তারা আমাকে পাপসেবী মূর্খ রাজার নিকট উপস্থিত করেছিল। রাজার সহিত দেখা হলে আমি রাজাকে বশীভূত করেছিলাম এবং আমার প্রভাবে এনেছিলাম।

১৫. তখন তিনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং আমাকে মহারাজ্য দান করেছিলেন। আমি কিন্তু এ সংসারের মোহে দোষ দেখিয়ে অনাগারিক হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৬. মহারাজা আমার অগ্রহণীয় ছিল না এবং কামভোগও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি রাজা পরিত্যাগ করেছিলাম।

৩.৩ অয়োঘর চরিত

(অয়োঘর জাতক—৫১০)

১. পুনরায় যখন আমি কশীর রাজার পুত্র ছিলাম, তখন আমি অয়োঘরে বা লৌহনির্মিত প্রাসাদে লালিতপালিত হয়েছিলাম বলে আমার নাম অয়োঘর[১]।

২. (আমার বয়স যখন ষোলো বছর হলো, কাশীরাজা আমাকে বললেন,) “অনেক দুঃখে তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছ, সম্পূর্ণ আবদ্ধ প্রাসাদে তোমাকে লালন পালন করা হয়েছে। বৎস, অদ্যই এ বিশাল রাজ্যের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজপদে অধিষ্ঠিত হও।”

৩. তিনি আরও বললেন, “এই সম্পূর্ণ রাজ্য, সকল নিগম এবং রাজ্যবাসীদের দায়িত্ব গ্রহণ করো।” আমি ক্ষত্রিয়দের বন্দনা করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এই উক্তি করেছিলাম :

৪. এ পৃথিবীতে সকল প্রাণী হীন, উত্তম অথবা মধ্যম যেকোনো জাতের হোক না কেন প্রত্যেকে নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আপন গৃহ অরক্ষণীয়ভাবে বড় হয়ে থাকে।

৫. কিন্তু এই জগতে সম্পূর্ণ আবদ্ধ গৃহে আমার লালনপালনের কোনো তুলনা নেই। আমি চন্দ্রসূর্যের আলোহীন অয়োঘরে বর্ধিত হয়েছিলাম।

---

১. অযোঘর—অয়োঘর জাতকে বর্ণিত আছে—কাশীর রাজার পর পর দুটা নবজাত পুত্রকে এ যক্ষিণী খেয়ে চলে যেত। তৃতীয়বার সন্তান প্রসব করার সময় কাশী রাজা তাঁর অগ্রমহিষীকে এক লৌহনির্মিত প্রাসাদে আবদ্ধ করে রাখেন। এখানে রাজপুত্রকে ষোলো বৎসর ধরে আবদ্ধ রেখে লালন পালন করা হয়েছিল।

৬. গূথ নরকসদৃশ পূতিগন্ধযুক্ত, বিরক্তিকর পদার্থে পরিপূর্ণ মাতৃকুক্ষি হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর পুনর্বার আমাকে অয়োঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। সেখানে আমি দারুণ কষ্টের মধ্যে ছিলাম।

৭. আমি এরূপ দারুণ দুঃখ অনুভব করেও যদি রাজত্ব করার জন্য উৎসাহিত হতাম, পাপীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হিসেবে গণ্য হতাম।

৮. আমি আমার শরীরের জন্য উৎকুণ্ঠিত ছিলাম এবং রাজ্যের আমার প্রয়োজন নেই। যেখানে মৃত্যু আমাকে মর্দিত করতে পারবে না, আমি সে পথ অনুসন্ধান করব।

৯. এরূপ চিন্তা করে মহাজনসংঘকে উচ্চ স্বরে বিলাপ করায়ে হস্তী যেমন লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করে যায় আমিও সেরূপ মহারণ্যের বনে প্রবেশ করেছিলাম।

১০. মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না। মহাযশও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি রাজা পরিত্যাগ করেছিলাম।

৩.৪ ডিস চরিত

(ডিস জাতক—৪৮৮)

১. পুনর্বার আমি যখন কাশীরাজ্যের এক সমৃদ্ধশালী নগরে বাস করছিলাম, তখন আমার এক ভগ্নী এবং সাত ভাই একই উচ্চ শিক্ষিত (ব্রাহ্মণ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২. আমি ভাইবোনদের মধ্যে অগ্রজ ছিলাম আমি সংসারের প্রতি লজ্জা বা হ্রী সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম। তাই সংসারের ভয়ে আমি অভিনিষ্ক্রমণে অভিরমিত হয়েছিলাম।

৩. আমার মাতাপিতা কর্তৃক প্রেরিত আমার বন্ধুগণ সমস্বরে আমাকে কামসুখে রমিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বললেন, "বংশকুল রক্ষা করুন।"

৪. তাদের কথাবার্তায় গার্হস্থ্য ধর্মে সুখ বহন করে আনে উক্ত হলেও আমার মনে হয়েছিল গার্হস্থ্য ধর্ম উত্তপ্ত লাঙ্গল-হালসদৃশ ভয়ঙ্কর।

৫. তখন তারা আমার সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জেনে আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সৌম্য, যদি কামভোগে রমিত না হও, তোমার উদ্দেশ্য কী?"

৬. আমি নিজে নিজের হিতকামী হয়ে আমার হিতকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগকে

এইরূপ উক্তি করেছিলাম : "আমি গৃহীজীবন প্রত্যাশা করি না। আমি অভিনিষ্ক্রমণে অত্যাধিক উৎসাহিত বোধ করি।"

৭. তারা আমার কথা শুনে তা আমার পিতামাতাকে জানালেন। তখন আমার পিতামাতা বললেন, "তবে, আমরা সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।"

৮. উভয় মাতাপিতা, বোন এবং সাত ভাই আমরা সকলে এই অমিত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করে মহারণ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

৩.৫ শোনপণ্ডিত চরিত
(শোননন্দ জাতক—৫৩২)

১. পুনর্বার যখন আমি ব্রহ্মবর্ধন[১] নামক নগরে বাস করছিলাম, সেখানে আমি এক অভিজাত শ্রেষ্ঠ (ব্রাহ্মণ)-কুলের মহাশালে[২] অর্থাৎ আশি কোটি বিভবসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২. সে সময়েও আমি এ পৃথিবী অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে আমার মন অঙ্কুশাঘাতের ন্যায় ভবে পুনরুৎপত্তিতে সংকোচিত হয়েছিল।

৩. গৃহবাসে বিবিধ পাপকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখে আমি তখন এরূপ চিন্তা করেছিলাম : "কখন গৃহত্যাগ করে মহারণ্যে প্রবেশ করা যায়।"

৪. সে সময়েও আমার আত্মীয়স্বজন কামভোগ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখনও আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলাম, "আপনারা আমাকে গৃহবাসে আমন্ত্রণ করবেন না।"

৫. আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ নামে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও আমার শিক্ষাপদ গ্রহণ করে প্রব্রজ্যায় অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

৬. আমি ভ্রাতা নন্দ এবং উভয় মাতাপিতা আমাদের প্রভূত ভোগসম্পত্তি পরিত্যাগ করে মহারণ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

---

১. ব্রহ্মবর্ধন—বারাণসীর পুরাতন নাম।

২. মহাশাল—প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি ভাগে মহাশাল তিন প্রকার। জাতকার্থ কথা—ঈষান চন্দ্র ঘোষ।

৪. অধিষ্ঠান-পারমিতা

৩.৬ তেমিয় পণ্ডিত চরিত

(মূকপঙ্গু জাতক—৫৩৮)

১. পুনর্বার যখন আমি কাশী রাজার পুত্র ছিলাম, তখন আমি মূকপঙ্গু নামে পরিচিতি ছিলাম এবং আমার নাম ছিল তেমিয় কুমার।

২. তখনো রাজার ষোলো সহস্র স্ত্রীদের মধ্যে কারও পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। অনেক দিনরাত্র প্রার্থনার পর আমি তাদের একমাত্র পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩. অনেক সাধনার পর আমাকে পেয়ে আমি মাতাপিতার প্রিয় পুত্র ছিলাম, অভিজাত ছিলাম এবং জ্যোতিরিন্দ্রিয় ছিলাম আমার পিতা আমার শয্যার উপরে শ্বেতছত্র শোভিত করে আমাকে লালনপালন করেছিলেন।

৪. যখন আমি সেই অলংকৃত রাজশয্যায় নিদ্রা হতে জাগরিত হয়েছিলাম, আমি যার জন্য পূর্বে নরকে পতিত হয়েছিলাম, সে পাণ্ডুর শ্বেতছত্র দর্শন করেছিলাম।

৫. শ্বেতছত্রের এ দৃশ্য দেখে আমার মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি গভীর চিন্তার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম : "কিভাবে আমি এ পরিস্থিতি (রাজ্যগ্রহণ) হতে মুক্তি পেতে পারি?"

৬. আমার রক্তের সম্পর্কিত পূর্বের জন্মের জনৈকা দেবতা আমার হিতকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। তিনি আমার দুঃখিত মনোভাব দেখে আমাকে তিনটা উপায় অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন—

৭. পণ্ডিতের লক্ষণ প্রকাশ করবে না, সকল প্রাণীদের সহিত বালভাব প্রদর্শন করবে এবং সকলে তোমাকে অপেয় বা কালকণী বলে পরিত্যাগ করুক : "এভাবেই তোমার আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছায় উপায় উদ্ধার করতে হবে।"

৮. আমাকে এ উপদেশ দেওয়া হলে তখন আমি তাকে এরূপ বলেছিলাম : "হে দেবতা, আপনি যেভাবে বলেছেন, আপনার কথামতো আমি আচরণ করব।"

৯. সে দেবতা আমার পরম হিতৈষিণী এবং পরম উপকারী ছিলেন। তার কথা শুনে আমি মহাসমুদ্রে ঠাঁই পেলাম।

১০. আমি আমার সংবিগ্নভাব ত্যাগ করে তিনটা বিষয়ে অধিষ্ঠান করেছিলাম : "মুক হবো, বধির হবো এবং পঙ্গু হয়ে গতিহীন হবো।"

১১. এ তিন বিষয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমি ষোলো বৎসর যাপন করেছিলাম, তাতে আমার হস্তপদ, জিহ্বা এবং কর্ণমর্দন দ্বারা পরীক্ষা করে আমার মধ্যে কোনো বিকৃতি না দেখে আমাকে “কালকণী” বা “অপেয়ে” বলে নিন্দিত করা হয়েছিল।

১২. অতঃপর সেনাপতি পুরোহিতসহ রাজ্যের সকল লোকে একমত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

১৩. আমি তাদের মতামত শুনে আমার মনের সংবেগ দমন করেছিলাম, যে উদ্দেশ্যে আমি এতদিন তপস্যা করে আসছিলাম সেই উদ্দেশ্যে সফল হতে চলল।

১৪. আমাকে উত্তমরূপে স্নান করায়ে মস্তকোপরি ছত্র উত্তোলন করে আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছিল এবং নগরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল।

১৫. এভাবে সাত দিন ধরে ছত্রোত্তলন করে (অষ্টম দিবসে) প্রাতঃকালীন সূর্য উদিত হলে সারথী সজ্জিত রথে আমাকে বাহিরে নিয়ে বনে গিয়ে উপনীত হয়েছিল।

১৬. রথখানি উপযুক্ত স্থানে রেখে সজ্জিত অশ্বদিগকে সারথী বন্ধনমুক্ত করেছিল এবং আমাকে মাটিতে পুঁতবার জন্য গর্ত খনন করতে শুরু করেছিল।

১৭. যে অধিষ্ঠান আমি বিবিধ উপায় অবলম্বন করে প্রাপ্ত হয়েছিলাম, সে অধিষ্ঠানের রক্ষার্থে ভয়ে সম্বোধিপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় আমি অধিষ্ঠান ভঙ্গ করিনি।

১৮. মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, আমার নিজের সত্ত্বাও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ আমার অধিকতর প্রিয় ছিল। তাই আমি এরূপ অধিষ্ঠান করেছিলাম।

১৯. এ তিনটির অধিষ্ঠান করে আমি ষোলো বৎসর অতিবাহিত করেছিলাম, অধিষ্ঠান রক্ষায় আমার সমকক্ষ কেহ নেই। এরূপ আমার অধিষ্ঠান পারমী ছিল।

৫. সত্য-পারমিতা

৩.৭ কপিরাজ চরিত
(বানরিন্দ জাতক—৫৭)

১. যখন আমি বানর হয়ে জন্মগ্রহণ করে নদীতীরে বনভূমিতে বাস করছিলাম, এক কুম্ভীর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমি আমার যাতায়াতের পথ দিয়ে যেতে পারছিলাম না।

২. যে-স্থানে (পাষাণ খণ্ডে) আমি নদীর এপার হতে ওপারে যেতে লাফ দিয়ে দাঁড়াতাম, সে-স্থানে আমার শত্রু, আমাকে বধ করতে ইচ্ছুক এবং ভয়ঙ্কর দর্শন কুমীর গিয়ে বসেছিল।

৩. সে আমাকে "আসো" বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি "আসছি" বলে তাকে বলেছিলাম। তার মাথার উপর পা রেখে আমি নদীর অপর তীরে প্রত্যাগমন করেছিলাম।

৪. আমি তাকে কোনো অলীক কথা বলিনি। আমি আমার কথামতো কাজ করেছিলাম। সত্য রক্ষায় আমার সমকক্ষ কেহই নেই। এরূপ আমার সত্য-পারমী ছিল।

৩.৮ সত্যসব্হয় পণ্ডিত চরিত
(এ নামে কোনো জাতক পাওয়া যায়নি)

১. পুনর্বার আমি যখন সত্য[১] নামে তাপস ছিলাম, আমি সত্যের দ্বারা

---

১. সত্যসবহয় পণ্ডিত—এ নামে কোনো জাতকে উল্লেখ নেই। চরিয়াপিটক অর্থকথায় "সচ্চতাপস চরিযং" নামে সত্য তাপসের পরিচিতি আছে। একজন্মে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে সত্য নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাসালকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিখ্যাত আচার্যদের নিকট বিবিধ শিক্ষা সমাপ্ত করে বারাণসীতে তাঁর পিতামাতাদের সহিত বাস করতে লাগলেন। অনন্তর তিনি তাঁর পিতামাতা হতে অনুমতি নিয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে হিমবন্ত প্রদেশে বাস করে অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করেন।

তিনি একদিন দিব্যচক্ষে জগৎ অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে জম্বুদ্বীপের সকল মানুষ প্রাণিহত্যাদি দশ অকুশল কর্মপথে পরিচালিত হয়ে কামাদিতে বশবর্তী হয়ে পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। তিনি জগতের সকল লোককে নির্বাণমুখী করার সংকল্প করে তাদের প্রতি করুণার প্রতীকস্বরূপ স্থানে স্থানে গিয়ে কলহ-বিবাদের দোষ প্রদর্শন করে এবং বিরোধের অপ্রয়োজনীয়তা দেখায়ে সকল লোকজন একতাবদ্ধ করেছিলেন। তারপর তাদেরকে দশ কুশল কর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করে শীলসংবরে ইন্দ্রিয়

জগৎ প্রতিপালন করেছিলাম এবং সত্যের দ্বারা লোকজন একতাবদ্ধ করেছিলাম।

৩.৯ বর্তকপোতক চরিত
(বর্তক জাতক—৩৫)

১. পুনর্বার যখন আমি মগধরাজ্যে বর্তক পোতকরূপে ছিলাম, তখন আমার পাখা গজায়নি এবং আমি নবজাতক ছিলাম। আমি পক্ষীকুলায় একখণ্ড মাংসখণ্ডের ন্যায় অবস্থান করেছিলাম।

২. আমার মাতা চঞ্চু দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে আমাকে প্রতিপালন করতেন। আমি তার সাহচর্যে বাস করতাম। আমার কায়িক শক্তি ছিল না।

৩. সংবৎসর গ্রীষ্মকালে এ স্থান দাবানলে দগ্ধ হতো। এ বৎসরেও দাবানলের লেলিহান শিখা বিস্তার করে আমাদের কাছাকাছি এসেছিল।

৪. আগুনের মহাশিখা “ধুম” “ধুম” করে গর্জন করে উঠল। চারদিকে এ শিখা বিস্তারিত হয়ে আমার একদম নিকটে এসে পড়েছিল।

৫. আমার মাতাপিতা অগ্নির গতিবেগ দেখে ভয়ে ত্রস্ত কুলায় আমাকে পরিত্যাগ করে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

৬. আমি আমার পায়ে এবং পাখা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার কায়িক শক্তি ছিল না। যখন আমার কোনো গত্যন্তর ছিল না, তখন সেখানে এরূপ চিন্তা করেছিলাম।

৭. “আমি যাদের নিকট যেতে পারতাম, তারা ভয়ে ভীত, ত্রস্ত এবং কম্পিত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছেন। অদ্য আমার কী করা উচিত?”

৮. জগতে শীলের গুণ আছে; সত্য, শুচিতা এবং দয়ারও গুণ আছে। এ সত্যের প্রভাব অনুস্মরণ করে আমি অমোঘ সত্যক্রিয়া[১] করব।

৯. ধর্মবলকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে অতীত জীনগণের স্মৃতি অনুস্মরণ করে সত্যের প্রভাবের উপর নির্ভর করে আমি সত্যক্রিয়া করেছিলাম।

১০. “পাখা আছে বটে উড়বার শক্তি নেই, পদদ্বয় আছে বটে চলবার শক্তি নেই। মাতাপিতা আমাকে ফেলে পলায়ন করেছেন। হে জাতবেদ

গতিপথে এবং স্মৃতি-সমাধিতে মনোযোগী করেছিলেন। চরিয়াপিটক অর্থকথায়—এভাবে সত্য চরিতের উল্লেখ আছে।

১. সত্যক্রিয়া—সত্যের স্বভাব ধর্ম।

(আপনি জাত অগ্নি) প্রতি নিবৃত হও।"

১১. আমার সত্যক্রিয়ার প্রভাবে প্রজ্জ্বলিত মহা অগ্নিশিখা ষোলো করিস দূরে সরে গিয়ে জলে আগুন যেভাবে নিভে যায় সেভাবে নিভে গেল। সত্যতে আমার সমকক্ষ কেহ নেই। এরূপ আমার সত্য-পারমী ছিল।

৩.১০ মৎস্যরাজ চরিত

(মৎস্য জাতক—৭৫)

১. পুনর্বার আমি যখন একটা বৃহৎ সরোবরে মৎস্যরাজ ছিলাম, গ্রীষ্মকালে সূর্যের খরতাপে সরোবরে জল কমে গিয়েছিল।

২. সে সময়ে কাক, শকুন, বক, কুনাল, শ্যেন প্রভৃতি পক্ষীগণ মৎস্যদের নিকট উপনীত হয়ে দিনরাত বসে বসে মৎস্য ভক্ষণ করতে লাগল।

৩. জ্ঞাতিস্বজনসহ আমার নিজের উপর এই উপদ্রব দেখে আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম : "এখন আমি কী উপায় অবলম্বন করলে আমার জ্ঞাতি বন্ধুদের এই দুঃখমোচন করতে পারি?"

৪. আমি ধর্মের মর্ম চিন্তা করে বুঝতে পারলাম একমাত্র সত্যই আমার রক্ষাকবচ। সত্যের উপড়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি আমার জ্ঞাতিদের বিপুল ধ্বসের হাত হতে মুক্ত করব।

৫. সদ্ধর্মের যথার্থতা অনুস্মরণ করে পরমার্থের কথা চিন্তা করে আমি জগতের ধ্রুবসত্য হিসেবে চিহ্নিত সত্যক্রিয়া করেছিলাম।

৬. যতদূর পর্যন্ত নিজের কথা স্মরণ করতে পারি এবং যখন হতে আমার জ্ঞানোদয় হয়েছে, আমি আমার সজ্ঞানে একটি প্রাণীকেও আঘাত করিনি। এ সত্যক্রিয়ার প্রভাবে পুজ্জন্ন[১] (পর্জন্য) বারিবর্ষণ করো।

৭. পুজ্জন্ন, মেঘকে গর্জন করতে বলল। কাকের মৎস্যরূপ সম্পদ বিনষ্ট করো। কাকেরা শোকে অভিভূত হোক। মৎস্যদের দুঃখমোচন করো।

৮. এরূপ সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই পুজ্জন্ন বারিবর্ষণ শুরু করেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল বারিবর্ষণের ফলে উচ্চভূমি এবং নিচভূমি জলে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

৯. চরম বীর্যের দ্বারা এরূপ মহাসত্যক্রিয়া করে সত্যতেজ এবং সত্যবলের প্রভাবে আমি মহামেঘ হতে প্রবল বারিবর্ষণ করিয়েছিলাম। সত্যতে আমার সমকক্ষ কেহ নেই, এরূপ ছিল আমার সত্য-পারমী।

---

১. পজ্জন্ন—বৃষ্টি দেবতা।

৩.১১ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন চরিত
(কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জাতক—৪৪৪)

১. পুনর্বার যখন আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামক ঋষি ছিলাম, আমি ব্রহ্মচারী হয়েও পঞ্চাশ বৎসরেও অধিককাল ব্রহ্মচর্যে অনভিরত অবস্থায় যাপন করেছিলাম।

২. ব্রহ্মচর্যের প্রতি আমার এ অনভিরতি কেহ কোনোদিন জানত না। আমি কোনোদিন কাকেও ইহা প্রকাশ করিনি। এ অনভিরতি আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল।

৩. মাণ্ডব্য নামক এক ব্রহ্মচারী আমার বন্ধু মহাঋষি ছিলেন। পূর্বজন্মের কর্মফলে তিনি শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

৪. আমি তাকে (দণ্ড প্রাপ্তির পর) সেবাশ্রূষা করে আরোগ্য করে তুলেছিলাম, অতপর তাঁর থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার নিজ আশ্রমে ফিরে এসেছিলাম।

৫. আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু তার স্ত্রী এবং ছোটো পুত্রসহ তিনজনে একত্রে আমার অতিথি হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬. আমার আশ্রমে বসে আমরা যখন পরস্পরের সহিত অভিবাদন বার্তা জ্ঞাপন করছিলাম, বালকটি গেন্দুক খেলতে গিয়ে একটা কন্দুক নিক্ষেপ করে একটা বিষধর সাপকে ক্রুদ্ধ করেছিল।

৭. তার পর সে কুন্দুকের গতিপথ অনুসরণ করতে গিয়ে সে বিষধর সাপের মস্তক তার হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিল।

৮. তার হস্তস্পর্শে ক্রুদ্ধ সর্প আপন বিষশক্তিতে প্রমত্ত হয়ে ভীষণ ক্রোধে ক্রোধান্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ বালকটিকে দংশন করেছিল।

৯. সর্প দংশনের সাথে সাথেই বালক সর্পবিষের যন্ত্রণায় ভূমিতে পড়ে গেল। বালকের মাতাপিতার দুঃখিত হওয়ার দৃশ্য দেখে আমার মধ্যেও ভীষণ দুঃখের হয়েছিল।

১০. তাদের এ দুঃখে শোকাভিভুত অবস্থায় তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি প্রথমে সর্বোৎকৃষ্ট গৌরবময় সত্যক্রিয়া করেছিলাম।

১১. আমি কেবল সপ্তাহকাল প্রসন্নচিত্তে পুণ্যার্থী হয়ে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছিলাম। অতপর পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককালের মধ্যে ইহা ছিল আমার ব্রহ্মচর্য আচরণ।

১২. আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য যাপন করেছিলাম। এ সত্যের প্রভাবে শুভ হোক, সর্পবিষ বিনষ্ট হোক এবং যজ্ঞদত্ত বেঁচে উঠুক।

১৩. আমার এ সত্যক্রিয়ার প্রভাবে সর্পবিষে কম্পিত এ ব্রাহ্মণ সন্তান চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল এবং আরোগ্য লাভ করল। সত্যে আমার সমকক্ষ কেহই নেই। এরূপ আমার সত্য-পারমী ছিল।

৩.১২ সুতসোম চরিত

(মহাসুতসোম জাতক—৫৩৭)

১. পুনর্বার যখন আমি সুতসোম নামক মহীপতি ছিলাম, আমি এক নরমাংসখাদক কর্তৃক ধৃত হলে ব্রাহ্মণের নিকট আমার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেছিলাম।

২. একশত রাজাকে করতলে ছিদ্র করে বৃক্ষে ঝুলাইয়া রেখে শরীর ছিন্ন করা হয়েছিল এবং আমাকেও যজ্ঞার্থে উপস্থিত করা হয়েছিল।

৩. নরমাংসখাদক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি আমার হতে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করো? যদি তুমি পুনর্বার ফিরে আসতে রাজি হও, তবে তোমার ইচ্ছামত তোমায় যেতে দেবো।"

৪. প্রত্যুষে আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আমাদের রমনীয় নগরে উপনীত হয়েছিলাম, তার পর আমি রাজ্য ত্যাগ করেছিলাম।

৫. অতীত বুদ্ধদের আচারিত সদ্ধর্ম অনুস্মরণ করে ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি মতো ধন দান করে আমি নরমাংসখাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

৬. সে আমাকে বধ করবে কি না আমার কোনো সংশয় উৎপন্ন হয়নি। সত্যবাক্যে রক্ষার জন্য জীবনের আশা ত্যাগ করে নরমাংসখাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। সত্য আমার সমকক্ষ কেহ নেই। এরূপ আমার সত্য-পারমী ছিল।

৬. মৈত্রী-পারমিতা

৩.১৩ সুবর্ণশ্যাম চরিত

(শ্যাম জাতক—৫৪০)

১. যখন আমি শ্যাম নামে বনে অবস্থান করছিলাম এবং শক্রের আদেশে নির্মিত আশ্রমে বাস করছিলাম, আমি মহারণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্রদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করেছিলাম।

২. আমি সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, মহিষ, রংবেরঙের বিচিত্র হরিণ এবং বন্যশূকর প্রভৃতি পশুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অরণ্যে বাস করছিলাম।

৩. আমাকে কেহ ভয় করত না, আমিও কাকে ভয় করতাম না। মৈত্রীবলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি তখন মহারণ্যে অভিরমিত হয়েছিলাম।

৩.১৪ একরাজ চরিত

(একরাজ জাতক—৩০৩)

১. পুনরায় আমি যখন একরাজ নামে বিশ্ববিশ্রুত রাজা ছিলাম, আমি পরম শীলে অধিষ্ঠিত থেকে এ মহাবিশ্বে রাজত্ব করছিলাম।

২. কোনো বংশের বশবর্তী না হয়ে আমি দশ কুশল কর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। আমি জনসাধারণের সহিত চার সংঘবিষয়ক[১] কর্মে সমতা রক্ষা করে চলতাম।

৩. আমি যখন এভাবে ইহকাল এবং পরকাল সম্বন্ধে অপ্রমত্ত ছিলাম, দ্রব্যসেন আমার রাজ্যে উপনীত হয়ে আমাকে রাজ্যচ্যুত করেছিলেন।

৪. রাজ্যের সকল কর্মচারী, নগরবাসী, সামরিক বাহিনী এবং জনসাধারণ নিজের হস্তগত করে তিনি আমাকে একটা আকণ্ঠ গর্তে নিক্ষেপ করেন।

৫. যখন তিনি অমাত্যদের, সমৃদ্ধ রাজ্য এবং আমার অন্তঃপুর, এমনকি আমার প্রিয় পুত্রকেও গ্রহণ করেছিলেন, আমি নিশ্চিন্ত মনে ছিলাম। মৈত্রী প্রদর্শনে আমার সমকক্ষ কেহই নেই। ইহাই ছিল আমার মৈত্রী-পারমী।

৭. উপেক্ষা-পারমিতা

৩.১৫ মহালোমহর্ষ চরিত

(লোমহর্ষ জাতক—৯৪-এর সহিত এই চরিতের সাদৃশ্য নেই)

১. আমি শ্মশানে নরকঙ্কালকে আমার মাথার উপাধান করে শুইয়েছিলাম। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে নানা প্রকার বিদ্রুপাত্মক ব্যবহার করত।

২. অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি সংবেগ পরিহার করে অতি উৎসাহের সহিত আমার জন্য সুগন্ধ দ্রব্য, মালা এবং বহু পরিমাণে বিবিধ প্রকার খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসত।

৩. যারা আমার দুঃখ উৎপাদন করত এবং যারা আমাকে সুখ দিত—সকলেই আমার নিকট সমান ছিল। আমার মধ্যে দয়া বা ক্রোধ বলতে কিছু

১. চার সঙ্গহ বিষয়ক কর্ম—দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্যা এবং সমানচর্যা—চরিয়াপিটক অর্থকথা।

ছিল না।

৪. সুখে-দুঃখে এবং যশে-অযশে আমি একই স্থিতপুরুষ ছিলাম এবং সকল অবস্থাতেই সমতা রক্ষা করতাম। এরূপ ছিল আমার উপেক্ষা-পারমী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সারাংশ

১. ৫. যুধঞ্জয়, সৌমনস্য, অয়োঘর, ভিস, শোননন্দ, মূকপঙ্গু, কপিরাজ, সত্যসব্হয়,—

২. ৬. বর্তকপোতক, মৎস্যরাজ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ঋষি, সুতসোম পুনরায় শ্যাম এবং একরাজ—আমি ছিলাম। আমি উপেক্ষা-পারমী পরিপূর্ণ করেছিলাম। এভাবে মহাঋষি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল।

উদান গাথা :

১. ৭. এভাবে জন্মে জন্মে বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বহুবিধ দুঃখ সহ্য করে বহুবিধ সম্পদ সঞ্চয় করে আমি সর্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

২. ৮. যা দান করা কর্তব্য তা দান করে, নিরভিশেষে শীল রক্ষা করে, নৈষ্ক্রম্য-পারমী পরিপূর্ণ করে আমি সর্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

৩. ৯. অনুসন্ধিৎসু হয়ে পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে, বীর্যকে উত্তম প্রচেষ্টা জ্ঞান করে ক্ষান্তি-পারমী পরিপূর্ণ করে আমি সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

৪. ১০. অধিষ্ঠান সুদৃঢ় করে, সত্যবাক্য বিশেষভাবে রক্ষা করে, মৈত্রী-পারমী পরিপূর্ণ করে আমি সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

৫. ১১. লাভে-অলাভে, যশে-অযশে, নিন্দা-প্রশংসায়—সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থেকে আমি সর্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেছিলাম।

৬. ১২. আলস্যে বিপদ দেখে বীর্যারম্ভে শান্তির উৎস মনে করে আরব্ধবীর্য হওয়া—বুদ্ধদের অনুশাসন।

৭. ১৩. বিবাদে বিপদ দেখে নির্বিবাদে সুখের উৎপত্তি দেখে একতাবদ্ধ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া—বুদ্ধদের অনুশাসন।

৮. ১৪. প্রমাদে বিপদ দেখে অপ্রমাদকে সুখের উৎস জেনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—বুদ্ধদের অনুশাসন।

এভাবে বুদ্ধ নিজের অতীত জীবনাচরণের উদাহরণ দিয়ে বুদ্ধাপদান নামক ধর্ম পর্যালোচনা করেছিলেন।

[খুদ্দকনিকায়ে চরিয়াপিটক সমাপ্ত]